মহাভারত।

আদি সভা বন পর্ব্ব।

গৌড়ীয় ভাষাতে কাশীদাস কর্তৃক পদ্য রচিত।

দুপণ্ডিত শ্রীযুক্তজয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সং

শোধিত হইল।

দুই বালম।

তন্মধ্যে প্রথম বালম।

শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা

কলিকাতার লালগির্জার ছাপাখানায় ডিরোজারু সাহেবের

দ্বারা বিক্রেয়।

১৮৩৬।

নির্ঘণ্ট।

আদি পর্ব্ব।

পৃষ্ঠা।

সভাপর্ব্ব।

অথ বন পর্ব্ব।

মহাভারত।

আদি পর্ব্ব।

সর্ব্ব শাস্ত্র বীজ হরি নাম দুই অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি তাহা বেদে অগোচর॥
প্রণমহ পুস্তক ভারত নাম ধর।
যার নাম লইলে নিষ্পাপী হয় নর॥
পরাশরসুতমুখে হইল সম্ভব।
অমল কোমল দিব্য ত্রৈলোক্যবল্লভ॥
গীত অর্থ কৈল তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
কেশব রচিত তাহে বিবিধ আখ্যান॥
তরিতে সন্তক্তি সেই প্রচণ্ড তপনে।
ভারত পঙ্কজ স্ফুটে যার দরশনে॥
সুজন সুবুদ্ধি লোক হইয়া ষটপদি।
ভারত পঙ্কজ মধু পিয়ে নিরবধি॥
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয়ত বিনাশ॥
ষষ্টি লক্ষ শ্লোক ব্যাস ভারত রচিল।
বিশ লক্ষ শ্লোক তার দেব লোকে দিল॥
সুর লোকে পড়িল নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করেন শ্রবণ॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃ লোকে শুনে।
দেবগণ আদি তথা করেন পঠনে॥
শুক পঠেন শুনে গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ॥
লক্ষ শ্লোক প্রচারিল মর্ত্যপুরে।
সংসার নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে॥
বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের রচনে॥
চারি বেদ ষট শাস্ত্র এক ভিতে কৈল।
ভারত সহিত মুনি তুলেতে তুলিল॥
ভারেতে অধিক তেঞি হইল ভারত।
বিবিধ পুরাণে গ্রন্থ যাহার সম্মত॥
সভার চরিত্র এই ভারত ভিতর।
যাহার শ্রবণে নিষ্পাপী হয় নর॥
সর্ব্ব শাস্ত্রগণমধ্যে প্রধান গণন।
দেবগণ মধ্যে যেন দেবনারায়ণ॥
নদ নদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।
সকল পুরাণ কথা ভারত ভিতর॥
অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনি॥
শ্লোক ছন্দে গ্রন্থ তবে রচিলেন ব্যাসে।
গীত ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে॥
শনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে এক মনে॥
লোমহর্ষণ পুত্র সৌতি নামধর।
ব্যাস উপদেশে সর্ব্ব শাস্ত্রেতে তৎপর॥
ভ্রমিতে২ গেল নৈমিষ কাননে।
শনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেইখানে॥
মুনিগণে প্রণমিল সুতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সভে দিলেন আসন॥
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে।
তব তাত সুত ছিল বহু শাস্ত্র জ্ঞানে॥
নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূতমুখে বহু শাস্ত্র করেছি শ্রবণ॥
তাঁর পুত্র তুমি হে জিজ্ঞাসি তেকারণ।
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ॥
ভৃগুবংশ উৎপন্ন হইল কোন মতে।
বিস্তার করিয়া কহ আমার অগ্রেতে॥
সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা ব্যাসের রচন॥
ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহামুনি।
পুলোমানামেতে কন্যা তাহার গৃহিণী॥

গর্ব্ভবতী পুলোমা রাখিয়া নিজঘরে।
ভৃগু মহামুনি গেল স্নান করিবারে ॥
হেন কালে তথা আসি দৈত্য ভয়ঙ্করে।
ভৃগুর গৃহিণী দেখে একা শূন্য ঘরে ॥
কামেতে পীড়িত চিত্ত নাহি অন্য ভয়।
কন্যা দিল ফল মুল কিছু নাহি খায় ॥
বলেতে ধরিব বলি বিচারিল মনে।
গৃহে প্রবেশিতে দেখে জ্বলন্ত অনলে ॥
অগ্নি পানে চাহি বলে দানব দুরন্ত।
কহ বৈশ্বানর তুমি জান আদি অন্ত ॥
ইহার জনক পূর্ব্বে বরিলেক মোরে।
বিবাহ না দিয়া মোরে দিলেক ভৃগুরে ॥
মিথ্যাবাদি ভৃগু নাহি করিল বিচার।
বিভা করি আনে কন্যা বরণ আমার ॥
মিথ্যা না কহিও তুমি কহ সত্য বাণী।
ন্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিণী ॥
দানবের বোল শুনি অগ্নি হৈল ভীত।
কেমনে কহিব মিথ্যা হইল চিন্তিত ॥
সত্য কৈলে কন্যা লইয়া যাইবে দানব।
ভাবিয়া তাহার প্রতি বলে জলোদ্ভব ॥
যে কালে ইহার বাপ কহিলেক মোরে।
বিধিমতে বেদ মন্ত্রে তোরে নাহি বরে ॥
বিধিমতে বিভা কৈল ভৃগু মুনিবর।
ইহার জনক দিল আমার গোচর ॥
ন্যায়েতে পুলোমা হৈল ভৃগুর রমণী।
শুনিয়া দানব হৈল জ্বলন্ত অগিনি ॥
বলে ধরি কন্যা লৈয়া চলিল সত্বর।
ভূমিতে পড়িয়া কন্যা কাঁপে থর২ ॥
কান্দয়ে পুলোমা বহু বিলাপ করিয়া।
বালকে জন্মিল ক্রোধ গর্ব্ভেতে থাকিয়া ॥
দ্বিতীয় সূর্য্যের প্রায় হইল বাহির।
ভস্ম রাশি করিল দানব মহাবীর ॥
হেনকালে আইল তথায় পদ্মযোনি।
ক্রন্দন নিবৃত্ত কৈল বলি প্রিয় বাণী ॥
ক্রন্দনে বহিল অশ্রুজল পুলোমার।
খরতর স্রোতে বহে সে নদী অপার ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইলেন বিধি।
নাম তার দিল বলি বধূবতী নদী ॥
বধূকে রাখিয়া গৃহে গেল প্রজাপতি।
পুত্র কোলে করিয়া আছয়ে দুঃখ মতি ॥
হেনকালে স্নান করি আইল ভৃগু তথা।
জিজ্ঞাসিল কেন তোর চিত্ত বিরসতা ॥
স্বামিরে দেখিয়া কন্যা করিয়া রোদন।
কহিলেক যতেক দানব বিবরণ ॥
তোমার তনয় এই কৈল প্রতিকার।
দানবে মারিয়া মোর করিল উদ্ধার ॥
এত শুনি পুন ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল।
কি কারণে দানব ধরিয়া তোরে নিল ॥
কন্যা বলে আচম্বিতে আইল দুষ্টমতি।
আমারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল অগ্নি প্রতি ॥
বৈশ্বানর বোলে মোরে নিলেক দুর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ভৃগু ক্রোধে অচেতন ॥
আজিহইতে সর্ব্বভক্ষ হও হুতাশন।
কুপিল অনল শুনি ভৃগুর বচন ॥
কোন দোষে ভৃগু মুনি শাপ দিল মোরে।
যাহা জানি তাহা বলিলাম দানবেরে ॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেবা জন।
ইহকালে কুৎসা অন্তে নরকে গমন ॥
উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে।
জানিয়া আমারে শাপ দিলা বিনা দোষে ॥
মোর মুখে দিলা তৃপ্তি দেব পিতৃগণ।
অনুচিত শাপ মোরে দিলা কি কারণ ॥
এত বলি বৈশ্বানর দেবগণ লৈয়া।
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া ॥
ব্রহ্মা বলে অগ্নি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সকল হইবে শুদ্ধ তোমার কিরণে ॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তোষ হইয়া।
পুনরপি জগতেতে ব্যাপিল আসিয়া ॥
সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণ।
হেনকালে ভৃগুপুত্র হইল চ্যবন ॥
ভ্রমতি নামেতে হৈল চ্যবন তনয়।
তাহার তনয় হৈল রুরু মহাশয় ॥
ভ্রমদুরা ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
গর্ব্ভে জন্ম হৈল যার মেনকা অপ্সরী ॥
কত কাল মৈল কন্যা সর্পের দংশনে।
দেখি শোকাকুল হইল যত বন্ধুগণে ॥
ভার্য্যার মরণ শোকে ভ্রমতিনন্দন।
একাকী অরণ্যমধ্যে করয়ে ক্রন্দন।
মুনির ক্রন্দন দেখি যত দেবগণ।
দেব দূত পাঠাইল প্রবোধ কারণ ॥
দেবদূত বলে রুরু কান্দ কি কারণে।
মরিল তোমার ভার্য্যা আয়ুর বিহনে ॥
ইহার উপায় আর নাহি ত্রিজগতে।
আছয়ে উপায় এক কহিব তোমাতে ॥

আপন অর্দ্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে।
তবে পাবা নিজ ভার্য্যা কহিনু তোমারে॥
অর্দ্ধ আয়ু দিব রুরু কৈল অঙ্গীকার।
জীউক যে ভার্য্যা মোর কর প্রতিকার॥
এত শুনি দেব দূত রুরুকে লইয়া।
যমের ভুবনে গেল বিমানে চড়িয়া॥
যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ।
অর্দ্ধ আয়ু স্ত্রীকে দিল ভৃগুপতিনন্দন॥
ধর্ম্মরাজ বলে জীউক তোমার গৃহিণী।
চল২ নিজালয় যাহ দ্বিজমণি॥
ধর্ম্ম বলে ভৃগুদূরা জীবন পাইল।
দেখিয়া ভৃগুপতিপুত্র সানন্দ হইল॥
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে।
মারিব ভুজঙ্গ যত দেখিব নয়নে॥
হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প অন্বেষণে।
মারিল অনেক সর্প না যায় গণনে॥
এক দিন ভ্রমে মুনি অরণ্য ভিতর।
দেখিলেক মহাসর্প অতি ভয়ঙ্কর॥
সর্প দেখি দণ্ড লইয়া যায় মারিবারে।
দেখিয়া দুণ্ডুভ ডাকি বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
কি দোষ করিলাম আমি তোমার সদনে।
অহিংসক জনে মার কিসের কারণে॥
রুরু বলে গুণ দোষ না করি বিচার।
সর্প পাইলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
দুণ্ডুভ বলেন আমি নাম মাত্র সাপ।
অহিংসক হিংসনে জন্মায় মহাপাপ॥
এতেক শুনিয়া রুরু ভাবে মনেমন।
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি কোন মহাজন॥
সর্প বলে আমি পূর্ব্বে মুনির কুমার।
চিত্রসেন নাম সখা ছিলেন আমার॥
তাল পত্র সর্প এক করিয়া রচন।
সখারে দিলাম আমি হাস্যের কারণ॥
সর্প দেখি মোহ গেল মুনির তনয়।
ক্রোধ করি শাপ মোরে দিল অতিশয়॥
হীনবীর্য্য সর্প হইয়া থাকহ কাননে।
পুনরপি বলে মোরে করুণাবচনে॥
অচিরে হইবা মুক্ত শুন প্রাণ সখা।
রুরুর সহিত যত দিনে হবে দেখা॥
ভৃগুপতির পুত্র তুমি ভৃগুবংশে জন্ম।
দ্বিজ হইয়া কর কেন ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে লোকের হিংসন।
অল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতিলক্ষণ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করহ পালন।
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষ করিয়া যতন॥
পূর্ব্বে রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞ কৈল।
দয়ায় সর্পের কুল ব্রাহ্মণে রাখিল॥
আস্তীক নামেতে দ্বিজ জরৎকারুসুত।
যাহার চরিত্র কথা শুনিতে অদ্ভুত॥
রুরু বলে কহ শুনি আস্তীক আখ্যান।
কি মতে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ॥
কি কারণে সর্প যজ্ঞ কৈল জনমেজয়।
কহ শুনি মুনিবর খণ্ডুক বিস্ময়॥
মুনি কহে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে চিত্ত যদি আছয়ে তোমার॥
মুনিগণে জিজ্ঞাসিলে কহিবে সকল।
আজ্ঞা দেও যাব আমি আপনার স্থল॥
এত বলি দিব্য মূর্ত্তি হইল ততক্ষণে।
অন্তর্ধান হইয়া মুনি গেল তথা স্থানে॥
বিস্ময় জন্মিল রুরু মনোদুঃখী তাপে।
আপনার গৃহে আসি জিজ্ঞাসিল বাপে॥
ভৃগুপতি বলেন আমি সব তাহা জানি।
আস্তীকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনি॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শ্রবণের সুখ ইহা বিনা নাহি আর॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
পাইবা পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে॥
জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থান।
ভৃগুপতি বলেন শুন অদ্ভুত আখ্যান॥
জটাচার্ব্ব বংশে জন্ম জরৎকারু মুনি।
যোগেতে পরম যোগী ত্রিজগতে জানি॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ দেশান্তরে।
উলঙ্গ উন্মত্ত বেশ সদা অনাহারে॥
এক দিন অরণ্যে ভ্রময়ে তপোধন।
এক গোটা গর্ত্ত দেখে অদ্ভুত কথন॥
তথিমধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কতজন।
এক উলা মূল ধরিয়াছে সর্ব্বজন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল জরৎকার।
কি কারণে এত দুঃখ তোমা সভাকার॥
যে উলা মূল ধরিয়াছ সর্ব্বজনে।
মূষিক খুদিছে মূল না দেখ নয়নে॥
এক গোটা মূল মাত্র দৃঢ় আছে তৃণে।
এখনি ছিঁড়িবে ইহা উন্দুরু দংশনে॥
তবেত পড়িবে সভে গর্ত্তের ভিতর।
এত শুনি পিতৃগণ করিল উত্তর॥

জটাচার্ব্ব বংশে আমাসভার উৎপত্তি।
নির্ব্বংশ হইলাম সেই হইল হেন গতি ॥
ঋষি বলে কেহ বংশে নাহিক তোমার।
বংশেতে জন্মিয়া করে সভার উদ্ধার॥
পিতৃগণ বলে মাত্র আছে একজন।
মুর্খ দুরাচার সেই বংশ অভাজন ॥
না করিল কুলধর্ম্ম বংশের রক্ষণ।
জরৎকারু নাম তার শুন মহাজন ॥
এত শুনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়া।
আমি জরৎকারু বলি কহিল ডাকিয়া ॥
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন ॥
পিতৃগণ বলে কর পাণিগ্রহণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিজ্ঞ তুমি তপস্যা তৎপর।
পুত্রবন্তে যেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর ॥
মহাপুণ্য করি লোক না যায় যথায়।
পুত্রবন্ত লোক সব তথাকারে যায় ॥
তেকারণে বিবাহ করহ মুনিবর।
পুত্র জন্মাইয়া আমা সভা রক্ষা কর॥
পিতৃগণ বাক্য শুনি বলে জরৎকার।
যত্নে না করিব বিভা কৈল অঙ্গীকার॥
মোর নামে কন্যা যদি যাচি কেহ দেয়।
তবে সে করিব বিভা আমার নিশ্চয়॥
তাহার গর্ব্ভেতে যেই জন্মিবে কুমার।
তোমা সভাকার সেই করিবে উদ্ধার ॥
শুনি অন্তর্ধান হইল যত পিতৃগণ।
শূন্যেতে ডাকিয়া তবে বলিল বচন ॥
বিভা করি জরৎকারু জন্মাও সন্ততি।
বংশ হইলে হইবেক সভার সদ্গতি॥
যেই বেনা মূল সভে ছিলাম ধরিয়া।
তুমি আছ তেই মুল আছেত লাগিয়া ॥
মুষিকে খুদিতে ছিল মুষিক সে নয়।
মুষা রূপে আপনি সে ধর্ম্ম মহাশয় ॥
তাহা শুনি জরৎকারু করিল গমন।
বহু দেশ দেশান্তর করয়ে ভ্রমণ ॥
পিতৃগণ আজ্ঞা শুনি চিন্তে অনুক্ষণে।
যাচি কন্যা দিবে কেহ নাহিক ভুবনে॥
মহাবনে প্রবেশ করিল জরৎকারু।
কন্যা কার আছে দেহ বলে তিন বার ॥
আছিল তথায় বাসুকির অনুচর।
মুনির সন্দেশ কহে বাসুকি গোচর ॥
এত শুনি বাসুকি যে আনন্দে অপার।
ভগিনী সহিত গেল যথা জরৎকার ॥
মুনিবরে ফণিবর করে নিবেদন।
আমার ভগিনী মুনি করহ গ্রহণ ॥
মুনি বলে সেই কন্যা কোন নাম ধরে।
সত্য করি কহ মিথ্যা না ভাঁড়িহ মোরে ॥
মোর নামে হয় যদি ভগিনী তোমার।
বিবাহ করিব তবে কৈনু অঙ্গীকার ॥
বাসুকি বলিল নাম ধরে জরৎকারী।
তোমার লাগিয়া জন্ম লয়েছে সুন্দরী ॥
যত্নে রাখিয়াছি আমি তোমার কারণে।
তোমার আজ্ঞায় আনিলাম এত দিনে ॥
এত বলি কন্যা দিয়া গেল ফণিবর।
শুনি নাগ লোক হইল আনন্দ বিস্তর ॥
মহাভারতের কথা সুধাহইতে সুধা।
কর্ণ পথে কর পান খণ্ডুক তব ক্ষুধা ॥
বহু চিত্র কথা যত কাশী বিরচিত।
অমর কিন্নর নর নাগের চরিত ॥
বিবিধ বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে।
আত্মবৃদ্ধি বংশবৃদ্ধি পাপ বিমোচনে ॥
সুবাঞ্ছিত ফল হয় ইথে নাহি আন।
হরি পদে চিত্ত হয় জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥
এই কথা শ্রবণে সকল পাপ নাশে।
গীত ছন্দে তাহা বিরচিল কাশীদাসে ॥
মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
ভগিনীকে দিল নাগ কোন প্রয়োজন ॥
মুনি হেতু কি কারণে কন্যার উৎপত্তি।
বিস্তারিয়া সব কথা কহ পুনঃ সৌতি ॥
সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণে।
বাসুকি ভগিনী দিল যাহার কারণে ॥
দক্ষের দুহিতা কদ্রু বিনতা সুন্দরী।
স্বামী কশ্যপের দোঁহে বহু সেবা করি ॥
তুষ্ট হইয়া বলে মুনি মাগ দোঁহে বর।
ইহা শুনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর ॥
সহস্রেক নাগ হইবে আমার নন্দন।
এই মোর বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তপোধন ॥
বিনতা মাগিল বর কশ্যপের পায়।
দুই গোটা পুত্র মোরে দেহ মহাশয় ॥
কদ্রুপুত্রে বলাধিক হইবে নন্দন।
হাসিয়া কশ্যপ বর দিল ততক্ষণ॥
মুনি বরে দুই জনে হইল গর্ব্ভবতী।
দোঁহে আশ্বাসিয়া বনে গেল প্রজাপতি ॥

কত দিনে দুই জনে প্রসব হইল।
সহস্রেক ডিম্ব কদ্রু দেবী প্রসবিল ॥
দুই ডিম্ব প্রসবিল বিনতা সুন্দরী।
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণপাত্রে ভরি ॥
পঞ্চশত বৎসরে জন্মিল নাগগণ।
মুনি বরে পাইল কদ্রু সহস্র নন্দন ॥
বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল।
এক কালে উভয়ের ডিম্ব জনমিল ॥
সহস্রেক পুত্রের জননী কদ্রু হইল।
কি হেতু না জানি মোর পুত্র না জন্মিল ॥
ভাবি তার এক ডিম্ব ভঙ্গন করিল।
তাহাতে লোহিত বর্ণ সন্তান জন্মিল ॥
অর্দ্ধাঙ্গহীন হইল পক্ষির আকার।
ক্রোধ করি জননীকে বলিল কুমার ॥
পর পুত্র দেখি হিংসা জন্মিল হৃদয়।
অকালে ভাঙ্গিলা ডিম্ব পূর্ণ নাহি হয় ॥
অঙ্গহীন করি মোরে জন্মাইলা তুমি।
তেকারণে জননী শাপিব তোরে আমি ॥
যে ভগিনী পুত্র দেখি হিংসা কৈলা মনে।
তাহাকে হইয়া দাসী সেব চিরদিনে ॥
এই ডিম্বে আছে যেবা পুরুষ রতন।
তাহাহইতে হইবেক তোমার মোচন ॥
মহাবীর্য্যবন্ত বীর এই ডিম্বে আছে।
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি পাড় পাছে।
আপনি হইবে ভঙ্গ সহস্র বৎসরে।
এত বলি প্রবোধ করিল জননীরে ॥
হেন মতে কত দিন দৈবের ঘটনে।
কদ্রু আর বিনতা আছয়ে এক স্থানে ॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নিন্দে তার কলেবর ॥
নানা রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষণ।
মহাবীর্য্যবন্ত অশ্ব পবন গমন ॥
সমুদ্র মন্থনে সেই অশ্বের উৎপত্তি।
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিলা সৌতি প্রতি ॥
সমুদ্র মথন হইল কিসের কারণ।
কহ শুনি বিস্তারিয়া সূতের নন্দন ॥
সূত বলে অবধান শুন মুনিগণ।
যেই হেতু হইল পূর্ব্বে সমুদ্র মথন ॥
ব্রহ্মারে কহিল পূর্ব্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণ লইয়া মথহ সাগর ॥
অমৃত উৎপত্তি হইবে সাগর মথনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধাপানে ॥
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে ॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর পর্ব্বত যথা করিল গমন ॥
অতিশয় গিরিবর পরশে গগণ।
ঊর্দ্ধে উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন ॥
উপাড়িতে বহুশক্তি কৈল দেবগণে।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীধর।
উপাড়িয়া ভুজবলে আনিল মন্দর ॥
দেবগণ সহ গেল সমুদ্রের তীরে।
বরুণে বলিল তুমি ধরহ মন্দরে ॥
বরুণ বলিল গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি ধরিতে নাহিক মহাভার ॥
মন্দর ধরিতে এক আছয়ে উপায়।
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতি মহাকায় ॥
এত শুনি দেবগণ কূর্ম্মে আরাধিল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল ॥
কূর্ম্ম পৃষ্ঠে গিরিবর করিয়া স্থাপন।
বাসুকি নাগের দড়ি কৈল নিযোজন ॥
পুচ্ছেতে ধরিল দেব মুখে দৈত্যগণ।
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন ॥
গিরি ঘরিষণে নাগ ছাড়িল নিশ্বাস।
ধূম উপজিল তাহে ব্যাপিল আকাশ ॥
সেই ধূমে হইল যত মেঘের জনম।
বৃষ্টি করি সুরগণের খণ্ডাইল শ্রম ॥
ত্রিভুবনে হইল কম্প সর্পের গর্জনে।
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে ॥
মন্দরের আন্দোলে বরুণ কম্পবান।
জলের নিবাসী সব ত্যজিল পরাণ ॥
পর্ব্বতের বৃক্ষ সব মূল ঘরিষণে।
পর্ব্বত নিবাসী পোড়ে তাহার আগুনে ॥
দেখিয়া করিল দয়া দেব পুরন্দর।
আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ব্বত উপর ॥
নিবৃত্ত হইল অগ্নি জল বরিষণে।
ঔষধের বৃক্ষ যত হইল ঘরিষণে ॥
যাহাতে যতেক রস সমুদ্রে পড়িল।
সেই রস পরশিলে জলচর জীইল ॥
হেন মতে দেব দৈত্য সমুদ্র মথিল।
অনেক হইল শ্রম অমৃত নহিল ॥
ব্রহ্মারে কহিল তবে সব দেবগণ।
তোমার আজ্ঞায় হৈল সমুদ্র মথন ॥

অমৃত নহিল হৈল পরিশ্রম সার।
পুন মথিবারে শক্তি নাহি সভাকার॥
এত শুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে।
অশক্ত হইল সভে সমুদ্র মথনে॥
তোমা বিনা সিন্ধু মথে কাহার শকতি।
এত শুনি অঙ্গীকার করিলেন শ্রীপতি॥
সব দেবগণ তবে বিষ্ণুতেজ পাইয়া।
পুনরপি সিন্ধু মথে মন্দর ধরিয়া॥
হেন মতে দেবাসুর মথন করিতে।
দ্বিজরাজে জনম হইল আচম্বিতে॥
সুধার ষোড়শ কলা নাম ধরে সোম।
দুই লক্ষ যোজনে করিল স্থিতি ব্যোম॥
দরশনে অখিল জনের হইল তৃপ্তি।
যোজন পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে দীপ্তি॥
দেখিয়া হরিষ হৈল সুরাসুর নর।
পুনরপি মথে সিন্ধু ধরিয়া মন্দর॥
তবেত হইল হস্তী নাম ঐরাবত।
শ্বেত অঙ্গ চতুর্দ্দন্ত আকার পর্ব্বত॥
মণিরাজ জন্মিল ঘোটক উচ্চৈঃশ্রবা।
পারিজাত বৃক্ষ পুষ্প সুরপুরী শোভা॥
অমৃতের কমণ্ডলু লইয়া বাঁ কাঁখে।
ধন্বন্তরি উঠিলেন সুরাসুর দেখে॥
রত্নগণ উপজিল দেখে দেবগণ।
আনন্দেতে পুন সিন্ধু করয়ে মথন॥
মন্দরের আন্দোল ক্ষীরোদ সিন্ধুমাঝ।
না পারিল সহিতে বরুণ মহারাজ॥
পাত্র মন্ত্রীগণ লইয়া করিল বিচার।
কি মতে মথন হবে কহত বিস্তার॥
মিত্র বলে উপায় শুনহ মোর বাণী।
শরণ লইতে চল দেব চক্রপাণি॥
পদ্ম বনে যেই কন্যা হইয়াছে উৎপত্তি।
তাহা দিয়া পূজা কর দেব জগৎপতি॥
পূর্ব্বে নাম ছিল তার লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া।
মুনি শাপ ভ্রষ্ট হইয়া জন্মিল আসিয়া॥
শুনি শীঘ্র জলরাজ বিলম্ব না কৈল।
দিব্য রত্নগণে চতুর্দ্দোল বানাইল॥
আপনি লইল স্কন্ধে পুত্রের সহিতে।
নারীগণ চামর ঢুলায় চারিভিতে॥
সহস্র ফণায় ছত্র শিরে ধরে শেষ।
বাহির হইলা সিন্ধুহইতে জলেশ॥
রূপেতে হইল আল এ তিন ভুবনে।
মলিন হইল সূর্য্য আদি জ্যোতির্গণে॥

কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কোমলতা।
কমল বরণ চক্ষু কমলের পাতা॥
দ্বিভুজা কমল দন্ত চড়ি চতুর্দ্দোলে।
কর কমলেতে ধ্বজ যুগল কমলে॥
যুগল কমল পদ কমল আসন।
বিদ্যুৎ বরণী নানা রতনে ভূষণ॥
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ।
দরশনে সভাকার হইল উল্লাস॥
জীবাত্মা বিহনে যেন হয় মৃত তনু।
তদ্বৎ ত্রৈলোক্য আছিল লক্ষ্মী বিনু॥
দুন্দুভিশবদে নৃত্য করে বরাঙ্গনা।
ত্রৈলোক্যেতে জয়২ হইল ঘোষণা॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি তত অমর মণ্ডল।
করযোড়ে প্রণমি পড়িল ভূমিতল॥
চতুর্দ্দিগে স্তুতি করে দেব ঋষিগণ।
উত্তরিলা সন্নিকটে দেব নারায়ণ॥
প্রণমিয়া বরুণ পড়িল কতদূরে।
আজ্ঞা পাইয়া উঠি দাণ্ডাইল যোড় করে॥
কৃতাঞ্জলি লম্বকায় গদ২ ভাষে।
স্তুতি করে নারায়ণে অশেষ বিশেষে॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল তুমি সর্ব্বরূপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি জগৎব্যাপী॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেবনাগ বর॥
তোমার সৃষ্টিতে দেব এ তিন ভুবন।
স্থানে২ সকলেতে তোমা নিয়োজন॥
ইন্দ্রে স্বর্গ যমে দিলা সঞ্জমনী পুর।
কুবেরে কৈলাস দিলা ধনের ঠাকুর॥
জল মধ্যে আমারে রহিতে দিলা স্থিতি।
তব আজ্ঞায় চিরকাল করি যে বসতি॥
কোন দোষে দোষী নহি নাহি পাপ বেদে।
তবে কেন আমি এত পড়িলাম প্রমাদে॥
দ্বিতীয় সুমেরু সম মন্দর পর্ব্বত।
মোর পুর মধ্যেতে মথিল অবিরত॥
পঞ্চাশ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে রহে যার॥
অবিরত সেই স্থল মন্থ সেই শেষ।
সুরাসুর ত্রৈলোক্য ঘর্ষণ বিশেষ॥
জীব জন্তু যতেক আছিল যত জন।
এক কোটি না রহিল লইয়া জীবন॥
ভাঙ্গিল আমার পুর হইল লণ্ডভণ্ড।
না জানি কাহার দোষে মোরে হইল দণ্ড॥

এত কাল দিয়াছিলা সিন্ধু জলমাঝ।
কোথায় রহিব আজ্ঞা দেহ দেবরাজ॥
এতেক করুণা যদি করিল বরুণ।
শুনিয়া করুণাময় হইল সকরুণ॥
আশ্বাসি বলেন হরি শুন জলেশ্বর।
না করিও চিন্তা কিছু না করিও ডর॥
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি নিজ স্থল।
তিন পুর ত্যজি প্রবেশিল সিন্ধু জল॥
লক্ষ্মী হত হইয়া কষ্ট পাইল সর্ব্বজন।
সমুদ্র মথিল সভে তথির কারণ॥
লক্ষ্মী যদি হইল এবে মথনে কি কায।
বিশেষ তোমার ক্লেশ হইল দ্বিজরাজ॥
এত বলি মথন করিল নিবারণ।
শুনি হৃষ্ট হইলা বরুণ ততক্ষণ॥
সর্ব্ব রত্ন সার যেই ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ।
গোবিন্দের গলে মণি দিলেন কৌস্তুভ॥
চন্দ্র সূর্য্য প্রভা জিনি যাহার কিরণ।
নারায়ণ বক্ষে মণি হইল শোভন॥
লক্ষ্মী দিয়া প্রণমিয়া গেলেন জলেশ॥
মথন নিবারি চলিলেন হৃষীকেশ।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী॥
কাশী কহে শুনিলে তরি যে ভববারি।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর॥
সভে সিন্ধু মথিল না জানে মাত্র হর।
দেখিয়া নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত॥
কৈলাসে হরের ঘরে হইলা উপনীত।
প্রণমিয়া শিব দুর্গা দোহার চরণ॥
আশিষ করিয়া দেবী দিলেন আসন।
নারদ বলেন আসিয়াছিলাম সুরপুরে॥
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে।
সিন্ধু পাইল কমলা কৌস্তুভ মণি আদি॥
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি॥
নানা রত্ন লোক পাইল মেঘে পাইল জল।
অমৃত অমরবৃন্দ কল্পতরু বর॥
নানা রত্ন মহৌষধি পাইল নরলোক।
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বড় শোক॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে বৈসেন যত জনে।
সভে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে॥
সেকারণে তত্ত্ব লইতে আইলাম এথা।
সভার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা॥
তোমারে না দিয়া ভাগ সভে বাটি লৈল।
এইহেতু মোর অঙ্গে ধৈর্য্য না হইল॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
শুনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন॥
দেখি ক্রোধে সকম্পিতা কহে ত্রিলোচনা।
নারদেরে কহে হরে করিয়া ভৎর্সনা॥
কাহারে এতেক বাক্য বল মুনিবর।
বৃক্ষেরে বলিলে যেন না পায় উত্তর॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তুভাদি মণি রত্নে কি কায তাহার॥
কি কায চন্দনে তার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কায তার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি॥
মাতঙ্গে কি কায তার বলদ বাহন।
পারিজাতে কি কায ধুতুরা আভরণ॥
সকল চিন্তিয়া মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর॥
জানিয়া উহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল॥
দেবীর বাক্য শুনি হাসি বলে ভগবান।
যে বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন॥
বাহন ভূষণে আমার কি প্রয়োজন।
আমি লই যাহা তা না লয়ে অন্য জন॥
ভক্তিতে করিয়া সব মাগিলেন দান।
অম্লান অম্বর পট্টাম্বর দিব্য বাস॥
ঘৃণা করি ব্যাঘ্র চর্ম্ম কেহ না লইল।
সেই মোর বাগাম্বর পরিতে রহিল॥
অগুরু চন্দন নীল কুঙ্কুম কস্তূরী।
বিভূতি না লয় সেই বিভূষণ ধরি॥
মণি রত্ন হার লইল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল সেই আছে হাড়মাল॥
ধুতুরা কুসুম নাহি লয় কোনজন।
তেঞি অঙ্গে ধুতুরা করিনু বিভূষণ॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেহ নাহি লয় সেই আছয়ে বলদ॥
প্রথমেতে দক্ষ মোরে জানি না পূজিল।
অজ্ঞান তিমিরে দক্ষ মোহিত হইল॥
তেঞি মোরে না জানিয়া পূজা না করিল।
তার সমুচিত দণ্ড সেইক্ষণে পাইল॥
পশুর সদৃশ হইল ছাগলের মুণ্ড।
মূত্র পুরীষেতে পূর্ণ হৈল যজ্ঞ কুণ্ড॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুণ তপন।
মোরে না পূজিয়া দেবী আছে কোন জন॥
দেবী বলে দারা পুত্র গৃহী যেই জন।
তাহারে না হয় যুক্তি এ সব কারণ॥

বিভূতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয় যতনে।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন জনে।
সংসারেতে যেজন বিমুখ এ সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র তুমি যেমত পূজিত।
সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত॥
রত্নাকর মথিয়া নিলেক রত্নগণ।
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন॥
পার্ব্বতীর এত বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরথর॥
কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধ মুখে।
বৃষভ সাজিতে আজ্ঞা করিল নন্দিকে॥
পার্ব্বতী কহিলা ভাষ শুনি ক্রোধে দিগবাস
আটিয়া পরিল বাঘ বাস॥
বাসুকি নাগের দড়ি কাকালে বান্ধিলভিড়ি
করে তুলি নিল মৃগপাশ॥
কপালেতে শশি কলা কণ্ঠেতে কপালমালা
কর যুগে কঙ্কুক কঙ্কণ॥
ভানু বৃহদ্ভানু শশি ত্রিবিধ প্রকার ঋষি
ক্রোধে যেন প্রলয় কিরণ॥
যেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরি উঠে
বেগে গঙ্গা মধ্যে জটাজূটে॥
রতনমণির শোভা কোটি চন্দ্র মুখ শোভা
ফণি মণি বেড়া যে মুকুটে॥
গলে দিল হাড় সাপ টঙ্কার পিনাক চাপ
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ লইল কর॥
সাজিল শিবের সেনা যক্ষ রক্ষ অগণনা
প্রেত ভূত ভূচর খেচর॥
আগে ধায় যত দানা কান্ধেতে ত্রিশির বাণা
মুখ রব মহাকোলাহলে॥
ডম্বুরের ডিমডিমি আকাশ পাতাল ভূমি
কম্প হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে॥
বৃষভ সাজিয়া বেগে আনি নন্দিদিল আগে
নানা রত্নে করিয়া ভূষণ॥
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ যেমন কদলী পাত
অতি শীঘ্র কৈল আরোহণ॥
আগু দলে সেনাপতি ময়ূর বাহনে গতি
শক্তি করে করি ষড়ানন॥
গণেশ চড়িয়া মুষ করে ধরি পাশাঙ্কুশ
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ মন॥
বামে নন্দি মহাকাল করে শূল সাল তাল
পাছে যক্ষ ভৃঙ্গী তিন পাদ॥
চলিলেন দেবরাজ দেখিয়া শিবের সাজ
তিন লোক গণিল প্রমাদ॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদ কূলে উত্তরিল সহবলে
যথা সিন্ধু মথে সুরাসুর॥
কহে কাশীদাস দেবে দ্রুত তর গতি সবে
প্রণময়ে দেখিয়া ঠাকুর॥
কর যোড়ে দাঁড়াইল সব দেবগণে।
শিব বলে মথ সিন্ধু রহাইলে কেনে॥
ইন্দ্র বলে মথন হইল দেব শেষ।
নিবারিয়া আপনি গেলেন হৃষীকেশ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয়ে ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর॥
শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সভাকার।
আমারে হেলন কর করি অহঙ্কার॥
রত্নাকর মথি রত্ন নিলা সভে বাটি।
কেহ চিন্তে না করিলা আছয়ে ধূর্জটি॥
যে করিলা তাহা কিছু নাহি করি মনে।
আমি মথিবারে বলি করহ হেলনে॥
এতেক বলিলা যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে উত্তর কেহ না কৈল অমর॥
নিঃশব্দে রহিল যত দেবের সমাজ।
কর যোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ সিন্ধু মথন বৃত্তান্ত॥
পারিজাত মাল্য দুর্ব্বাসার গলেছিল।
স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্র গলে দিল॥
গজরাজ আরোহণে ছিলা পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশু জাতি নাহি জানে মালা মুনি দত্ত॥
শুণ্ডে জড়াইয়া ফেলাইল ভূমি তলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত পুষ্পরাজ ছিঁড়িয়া ফেলিল।
সম্পদে হইয়া মত্ত গর্ব্ব কৈল মোরে।
দিল শাপ হউক লক্ষ্মী হত পুরন্দরে॥
ব্রহ্ম শাপে লোক মাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে॥
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল॥
এইহেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর।
শেষ মথনের দড়ি মথিল মন্দর॥

অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া স্তব আসি কৈল গদাধরে॥
নিবারিয়া মথন গেলেন নারায়ণ।
পুন তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ॥
বিষ্ণুবলে বড় বলি আছিল অমর।
এবে বিষ্ণু বিনা আর ভ্রমে কলেবর॥
দ্বিতীয়ে মথন দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনি তার দেখ দেব ক্লেশ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চূর।
সহস্র মুখেতে লাল বহিছে প্রচুর॥
বরুণের যত কষ্ট না হয় গণন।
আজ্ঞা না হউক দেব মথন কারণ॥
শিব বলেন আমা হেতু মথ একবার।
আসিবার কারণ না হউক আমার॥
শিববাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মথন ধরিল সুরাসুরে॥
শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্ব্ব জনা।
ঘন শ্বাস বহে যেন আগুনের কণা॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্র মুখের পথে গরল বহিল॥
সিন্ধুর ঘর্ষণে অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাস অগ্নি মন্দর অনল॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সমুদ্রহইতে আচম্বিতে নিঃসরিল॥
প্রাতে হৈতে দিন কর তেজে যেন বাড়ে।
দাবানল তেজে যেন শুষ্ক বন পোড়ে॥
যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সমুদ্র সকল॥
দহিল সভার অঙ্গ বিষের জ্বলনে।
রহিতে না পারে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে॥
পলায় সহস্রচক্ষু কুবের বরুণে।
অষ্ট বসু নব গ্রহ অশ্বিনীনন্দনে॥
অসুর রাক্ষস যক্ষ যত ছিল আর।
সকলের মনেতে লাগিল চমৎকার॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন।
বিষণ্ণ বদনেতে চাহেন ত্রিলোচন॥
দূরেতে থাকিয়া দেবগণ করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি॥
তোমা বিনা রক্ষা ইতে নাহি দেখি আন।
সংসার হইল নষ্ট তোমাবিদ্যমান॥
রাখ নাথ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সয়।
ক্ষণেক হইলে আর হইবে প্রলয়॥

দেবতাগণের শুনি কাকুতি স্তবন।
বিষে দগ্ধ হয় সৃষ্টি দেখি ত্রিলোচন॥
বিশেষে চিন্তেন পূর্ব্বে কৃত অঙ্গীকার।
এ বার মথনে সিন্ধু রত্ন যে আমার॥
আপন অর্জ্জিত সৃষ্টি করা নহে নাশ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আগু হৈলেন কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র জিনিয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর নিলেন গণ্ডূষে॥
দূরে থাকি সুরাসুর দেখয়ে কৌতুক।
করিলেন বিষ পান একই চুমুক॥
অঙ্গীকৃত পালন স্বধর্ম্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখেন বিষ না লন উদরে॥
নীল বর্ণ কণ্ঠ আভা পীয়ে বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম তেঁই হইল বিখ্যাত॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন।
কৃতাঞ্জলি করি হরে করয়ে স্তবন॥
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ধনের ঈশ্বর।
যম সূর্য্য বায়ু সোম তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধ পর্ব্বত সমুদ্র॥
যোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ।
তুমি ধ্যান ধারণা তুমি সে উগ্র তপ॥
অকালে করিলা তুমি এ মহাপ্রলয়।
কি করিব আজ্ঞা এবে দেহ মৃত্যুঞ্জয়॥
এত শুনি অনুজ্ঞা দিলেন মহেশ্বর।
রাখ নিয়া যথা স্থানে আছিল মন্দর॥
মথন নিবৃত্ত কর নাহি আর কায।
অনেক পাইল কষ্ট দেবের সমাজ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবগণ।
মন্দর লইতে সভে করিল যতন॥
অমর তেত্রিশ কোটি অসুর যতেক।
মন্দর তুলিতে যত্ন করিল অনেক॥
কার শক্তি নহিল তুলিতে গিরিবর।
তুলিয়া লইল গিরি শেষ বিষধর॥
যথা স্থানে মন্দর থুইল লৈয়া শেষ।
নিবারিয়া সভে গেল যার যেই দেশ॥
কাশীরাম দাস কহে করিয়া মিনতি।
অনুক্ষণে নীলকণ্ঠ পদে রহুক মতি॥
মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন।
শুনিলাম যে কথা সে অদ্ভুত কথন॥
অমর অসুর মিলি সমুদ্র মথিল।
দেব সব লৈল যত রত্ন উপজিল॥

রক্তের বিভাগ কিছু পাইল কি অসুর।
কহ শুনি সূতপুত্র শ্রবণে মধুর॥
সৌতি বলে দৈত্যগণ একত্র হইয়া।
দেবগণহৈতে সুধা লইল কাড়িয়া॥
সবে শ্রম করিলেক ক্ষীরোদ মথনে।
যে কিছু উঠিল সব নিল দেবগণে॥
ঐরাবত হস্তী নিল বাজি উচ্চৈঃশ্রবা।
লক্ষ্মী কৌস্তুভাদি মণি শত চন্দ্র আভা॥
সকল লইল যেন শিশুগণে ভাণ্ডি।
অমরের ভাগ পাছে হয় সুধা হাণ্ডি॥
এত বলি কাড়িয়া লইল দৈত্যগণ।
দেব দৈত্য কলহ হইল ততক্ষণ॥
মধ্যস্থ হইয়া হর কলহ ভাঙ্গিয়া।
দেব দৈত্য প্রতি ইহা কহেন ডাকিয়া॥
অকারণে দ্বন্দ্ব সভে কর কি কারণ।
সভার অর্জ্জিত সুধা লহ সর্ব্বজন।
শিবের বচনে দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হইল।
কে বাঁটিয়া দিবে সুধা বলিয়া লইল॥
হেন কালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ।
ধীরে২ গমনে গেলেন সেই দেশ॥
রূপেতে হইল আলো চতুর্দ্দশ পুর।
সুবর্ণ রচিত তাঁর চরণে নূপুর॥
কোকনদ জিনি পদ
মনোহর গতি।
যে চরণে জন্মিলেন
গঙ্গা ভাগীরথী॥
যার গন্ধে মকরন্দে
ত্যজি অলিবৃন্দ।
লাখে২ পড়ে ঝাঁকে
পাইয়া মধুগন্ধ॥
যুগ্ম ঊরু রম্ভাতরু
চারু করিহাত।
মধ্য দেশ হেরি ক্লেশ
পায় মৃগনাথ॥
নাভিপদ্ম জিনি পদ্ম
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
কুচ যুগ ভরা বুক
বিল্বের প্রমাণ॥
ভুজ সম ভুজঙ্গম
মৃণাল জিনিয়া।
সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর
যাহারে হেরিয়া॥
পদ্মবর জিনি কর
চম্পক অঙ্গুলি।
নখবৃন্দ জিনি ইন্দু
প্রভাগুণশালী॥
কোটি কাম জিনি ধাম
বদন পঙ্কজ।
মনোহর ওষ্ঠাধর
গরুড়অগ্রজ॥
নাসিকায় লজ্জা পায়
শুক চঞ্চুখানি।
নেত্রদ্বয় শোভা হয়
নীল পদ্ম জিনি॥
পুষ্পচাপ হরে দাপ
ভ্রুর ভঙ্গিমা।
ভালে প্রাত দিননাথ
দিতে নহে সীমা॥
পীত বাস করে হাস
স্থির সৌদামিনী।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি
মুক্তার গাথনি॥
দীর্ঘ কেশে পৃষ্ঠ দেশে
বেণী লম্বমান।
আচম্বিত উপনীত
সভাবিদ্যমান॥
দৃষ্ট মাত্রে সর্ব্ব গাত্রে
কামাগ্নি দহিল।
সুরাসুর তিন পুর
ঢলিয়া পড়িল॥
সবে মুর্চ্ছাগত হইল দেখিয়া মোহিনী।
কত ক্ষণে চেতন পাইয়া শূলপাণি॥
মোহিনীর প্রতি তিনি এক দৃষ্টে চান।
দুই ভুজ প্রসারিয়া ধরিবারে যান॥
কন্যা বলে যোগি তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাইয়া আইস বুড়া হয়ে ছন্নমতি॥
এত বলি নারায়ণ যান শীঘ্র গতি।
পাছে পাছে ধাইয়া চলেন পশুপতি॥
হর বলেন হরিণাক্ষি মুহূর্ত্তেক রহ।
দাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ॥
কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী।
কি হেতু আইলা তুমি কহ সত্য বাণী॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী।
তব পদ নখে নিন্দে সভাকার জ্যোতি॥

দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী শচী অরুন্ধতী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা রতি॥
নাগিনী মানুষী দেবী ত্রৈলোক্যবাসিনী।
সভে মোরে জানে আমি সভাকারে জানি॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছহ কভু না শুনি না দেখি।
কোথাহইতে আইলা সত্য কহ শশিমুখি॥
কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
তোরে পরিচয় দিতে আমার কি কায॥
তৈল বিনা বিভূতি মাথায় জটাভার।
তাম্বুল বিহনে দন্ত স্ফটিক আকার॥
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্র ছড়ি।
দীঘল করের নখ পাকা গোঁপ দাড়ি॥
অঙ্গের দুর্গন্ধেতে মুখেতে উঠে বস্ত।
না জানি আছয়ে কিনা মুখে তোর দন্ত॥
মম অঙ্গগন্ধ দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত।
অঙ্গের ছটাতে দেখ ত্রৈলোক্য দীপিত॥
কোন লাজে চাহ তুমি করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহস করি আইস মম পাশ॥
হর বলেন হরিমধ্যে কেন দেহ তাপ।
মম সহ কভু নাহি তোমার আলাপ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে মহাপ্রাণী।
সভার ঈশ্বর আমি জান বরাননি॥
ব্রহ্মার পঞ্চম শির নখে ছেদি দিল।
বহু কাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
সব লোকপাল করে মম আরাধন॥
জ্ঞান যোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয়।
আমার নয়নানলে কাম ভস্মময়॥
মহামায়া বল যারে ত্রৈলোক্যমোহিনী।
বিষ্ণু অংশ জান গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
দাসী হয়ে সেবে মোর চরণ অম্বুজে।
ম্যনারথ লভে যে আমার পায় ভজে॥
ত্যজ মান মনোরমা করহ সম্ভাষ।
আমারে ভজিলে হবে সিদ্ধ অভিলাষ॥
কন্যা বলিলেন যোগী জানিনু এক্ষণে।
তোমারে মহেশ প্রায় বলে সর্ব্ব জনে॥
ব্যর্থ জপ তপ তোর ব্যর্থ যোগ জ্ঞান।
ব্যর্থ তোর পঞ্চ মুখ রামনাম গান॥
ব্যর্থ জটা ভস্ম মাখ ব্যর্থ তুমি যোগী।
ভণ্ডনা করিয়া লোকে করাহ বৈরাগী॥
কামিনী দেখিয়া এত হইলা বিহ্বল।
কাম দগ্ধ কৈলে কোন লাজে বল বোল॥
হর বলেন মনোহরা কর অবধান।
তব অঙ্গ দেখি মম হরিলেক জ্ঞান॥
করিলাম এক কাম দহন নয়নে।
কোটি কাম জ্বলিতেছে তব চক্ষু কোণে॥
তপ জপ যোগ জ্ঞান নিবৃত্ত বৈরাগ্য।
এ সকল কর্ম্মে যদি হয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য॥
এই বাঞ্ছা হয় তুমি করহ পরশ।
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়া সরস॥
যতেক করিনু তপ জপ রামনাম।
জটা ভস্ম দিগ্বাস শ্মশানের ধাম॥
তার সমুচিত ফল মিলাইল বিধি।
এত কালে পাইলাম তোমা হেন নিধি॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পিনু তোমার চরণে।
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে॥
হরবাক্য শুনিয়া বলেন হয়গ্রীব।
অপ্রাপ্য দ্রব্যেরে কেন বাঞ্ছা কর শিব॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিবারে পারে যেই জন।
অন্যমনা না হবে আমাতে এক মন॥
কায় মনোবাক্যে করে আমার ভজন।
সে জনারে যাচি আমি দিব আলিঙ্গন॥
শিব বলেন কন্যা এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনা না ভজিব আর॥
ত্যজিলাম সর্ব্ব কর্ম্ম ভার্য্যা পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পায় দেহ আলিঙ্গন॥
হরি বলেন কত আর করহ ভণ্ডন।
কেমতে ত্যজিবা তুমি ভার্য্যা পুত্রগণ॥
এক ভার্য্যা রাখিয়াছ জটার ভিতর।
আর ভার্য্যা করিয়াছ অর্দ্ধ কলেবর॥
হর বলেন হরিমধ্যে কেন হেন কেহ।
ত্যজিয়া কপট তুমি কর অনুগ্রহ॥
কি ছার সে নারী পুত্র নাম লহ তার।
শত২ গঙ্গা দুর্গা নিছনি তোমার॥
দাসী হয়ে সেবিবে সে আমি হৈব দাস।
কৃপা করি বরাননি পূরাও আশ্বাস॥
যদি তুমি নিশ্চয়ে না দিবা আলিঙ্গন।
তোমার উপরে বধ দিব এইক্ষণ॥
নিউটি আমার পানে চাহ চারুমুখে।
হের মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজবুকে॥
এত বলি ত্রিশূল নিলেন ভূতনাথ।
উলটি হাসিয়া তবে বলেন শ্রীনাথ॥
বুঝিলাম গঙ্গাধর তোমার যে জ্ঞান।
কামে বশ হয়ে চাহ ত্যজিবারে প্রাণ।

ধর্ম্ম হেতু ত্যজ খেদ চিত্ত কর স্থির। ৮
দিব আলিঙ্গন তুমি না ত্যজ শরীর॥
নাহি জান বিশ্বনাথ আমার হৃদয়।
ভকতজনেরে আমি করি যে অভয়॥
যে জন যেমন কাম মাগে মম স্থান।
দেই তারে অবশ্য না হয় কভু আন॥
বিশেষে আমাকে পূর্ব্বে মাগিয়াছ তুমি।
অর্দ্ধ অঙ্গ দিব অঙ্গীকার করি আমি॥
এত বলি আলিঙ্গন দিতে জগন্নাথ।
আইস বলিয়া বিস্তারেন দুই হাত॥
আলিঙ্গনে যুগলশরীর হৈল এক।
অর্দ্ধ ভস্ম ভূয়া হইল কস্তুরী অর্দ্ধেক॥
অর্দ্ধ জটাজূট অর্দ্ধ চিকুর চাঁচর।
অর্দ্ধেক কিরীটী অর্দ্ধ ফণি দণ্ডধর॥
কস্তূরী তিলক অর্দ্ধ অর্দ্ধ শশি কলা।
অর্দ্ধ গলে হাড়মাল অর্দ্ধে বনমালা॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলি কুণ্ডল।
শ্রীবৎস লাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল॥
অর্দ্ধ মলয়জ অর্দ্ধ ভস্ম কলেবর।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধকটি পীতাম্বর॥
এক পদে ফণী একে কনক নূপুর।
শঙ্খ চক্র করে শোভে ত্রিশূল ডম্বুর॥
এক ভিতে দুর্গা এক ভিতে লক্ষ্মী সাজে।
কাশীদাস স্মরে যে সে চরণ সরোজে॥
সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণ।
কহিনু অপূর্ব্ব হরহরির মিলন॥
দেবগণ আয়ু হেতু দেব ভগবান।
পুনরপি আইলেন সভাবিদ্যমান॥
এথা সুরাসুর সভে পাইয়া চেতন।
কোথা কন্যা কোথা কন্যা করে অন্বেষণ॥
হেনকালে সেই স্থানে দেখে নারায়ণ।
এই২ বলিয়া ধাইল সর্ব্বজন॥
চতুর্দ্দিগ হইতে ধাইল সুরাসুর।
কন্যারে বেড়িল সবে করি লক্ষপূর॥
চিত্রের পুতলি প্রায় চাহে সর্ব্বজন।
ততক্ষণে নারায়ণ বলেন বচন॥
এই ক্ষীর সিন্ধু মধ্যে আমার বসতি।
মোহিনী আমার নাম অযোনি উৎপত্তি॥
সহিতে নারিনু বহুক্ষণ কলরব।
কি হেতু কলহ কর তোমরা হে সব॥
এত শুনি কহিতে লাগিল সর্ব্বজন।
অসুর অমর দ্বন্দ্ব অমৃত কারণ॥
ভাল হৈল তোমা সহ হইল মিলন।
আপনি থাকিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ॥
বাঁটি দেহ সুধা দ্বন্দ্ব হউক সমাধান।
তুমি যে করিবা তাহা না করিব আন॥
কন্যা বলে এত দ্বন্দ্বে আমার কি কায।
কভু না মধ্যস্থ হব সুরাসুর মাঝ॥
আমার বিধান যদি নাহি লয় মনে।
সভে ক্রোধ করিলে কি করিব তখনে॥
তাহা শুনি ডাকি তবে বলে সর্ব্বজন।
সত্য করি না লঙ্ঘিব তোমার বচন॥
এতেক সভার সত্যে শুনি দৃঢ়বাণী।
কহিতে লাগিল তবে দেবচক্রপাণি॥
তোমা সভাকার বাক্য না করিব আন।
আনি দেহ সুধাভাণ্ড আমা বিদ্যমান॥
দুইপঁক্তি হইয়া বৈসহ সর্ব্বজন।
এক ভিতে দৈত্য এক ভিতে দেবগণ॥
মায়াবির মায়াতে মোহিত সর্ব্বজন।
সুধাভাণ্ড আনিয়া দিলেক ততক্ষণ॥
দুই পঁক্তি বসিল লইয়া পত্রাসন।
কাঁখে সুধাভাণ্ড করি করেনবণ্টন॥
দেবতার জ্যেষ্ঠ ভাগ বলেন মোহিনী।
দেবে সুধা পরশিতে যুক্তি আগে মানি॥
দৈত্যগণ বলিল যে মত তবমতি।
শুনি পরিবেশন করেন লক্ষ্মীপতি॥
ইন্দ্র যম কুবের আদিত্য হুতাশন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ॥
সভাকারে ক্রমে সুধা বাঁটিয়া মোহিনী।
অবশেষ যত পান করেন আপনি॥
হেন কালে ডাকিয়া বলিল রবিশশী।
হের দেখ রাহু দৈত্য সুধা খাইল আসি॥
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
দুইখান করিয়া কাটিল ততক্ষণ॥
তথাপিনা মরিলেক সুধা পান হেতু।
মুখ হৈল রাহু কলেবর হৈল কেতু॥
দৈত্য মারি সুধা হাঁড়ি কৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখি ক্রোধে দৈত্যগণ হৈল ক্রোধবান॥
মারহ অমর গণ বলিয়া উঠিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র সভে বরিষে প্রচুর।
কে বর্ণিতে পারে যুদ্ধ হৈল সুরাসুর॥
সুধাপানে বলবান যতেক অমর।
মথনেতে দৈত্যগণ ক্লান্ত কলেবর॥

না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া গেল সর্ব্বজন।
আপন আলয় চলি গেল দেবগণ॥
ভারতের পুণ্য কথা শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম কহে কলি ভয়ে পরিত্রাণ॥
সনকাদি মুনিরা সৌতিরে জিজ্ঞাসিল।
কদ্রু আর বিনতার কি প্রসঙ্গ হৈল॥
সৌতি বলে দুই জন দেখি তুরঙ্গম।
অতি সুলক্ষণ অশ্ব বড় মনোরম॥
কদ্রু বলে বিনতাকে দেখ অশ্ববর।
কোন বর্ণ ধরে ঘোড়া পরমসুন্দর॥
বিনতা কহিল ঘোড়া শ্বেতবর্ণ ধরে।
তুমি কোনবর্ণ দেখ কহত আমারে॥
কদ্রু বলে কৃষ্ণবর্ণ হয় অশ্ববর।
দুই জনে বোলাবুলি হইল বিস্তর॥
কদ্রু বলে বিনতা কন্দল কি কারণ।
দুই জনে আইসহ কিছু করি পণ॥
দাসী হয়ে থাকিবেক যেই জন হারে।
নির্ণয় করিয়া দোঁহে গেল নিজঘরে॥
অস্ত গেল দিনমণি দৃষ্টি নাহি চলে।
কল্য আসি তুরঙ্গম দেখিব সকালে॥
সহস্রেক পুত্র কদ্রু আনিল ডাকিয়া।
কহিল বৃত্তান্ত যত পুত্রে বসাইয়া॥
পুত্রগণ বলেমাতা কি কর্ম্ম করিলে।
শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা খ্যাত ভূমণ্ডলে॥
কদ্রু বলে অশ্ব যদি ধবল আকার।
কৃষ্ণাঙ্গ যেমতে হয় কর প্রতিকার॥
করিলাম বিনতার সহ আমি পণ।
হারিলে হইব দাসী,না হয় খণ্ডন॥
এত শুনি নাগগণ বিরস বদন।
মায়ের চরণে তবে করে নিবেদন॥
যেমত জননী তুমি তেমত বিনতা।
কপটেতে দিব দুঃখ ভাল নহে মাতা॥
শুনিয়া কুপিল কদ্রু দিল শাপ বাণী।
জনমেজয় যজ্ঞে ভস্ম হবে সব ফণী॥
কদ্রু শাপ দিল যদি আনন্দিত ধাতা।
ইন্দ্র সহ আনন্দিত যতেক দেবতা॥
বিষম দুর্জ্জয় ফণী লোকে হিংসা করে।
আনন্দে কুসুমবৃষ্টি করে ইন্দ্রবরে॥
বিষের জ্বলনে লোক হয়েত বিনাশ।
রক্ষা হেতু ব্রহ্মা মন্ত্র করিল প্রকাশ॥
দিব্য মন্ত্র গারুড়িকদিল কশ্যপেরে।
কশ্যপহইতে প্রচারিল মর্ত্ত্যপুরে॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
মায়ের বচন শুনি নাগগণ ভয়ে।
শীঘ্রগতি গেল যথা উচ্চৈঃশ্রবা হয়ে॥
তুরগের পুচ্ছ ছিল ধবল বরণ।
ঢাকিল পুচ্ছের বর্ণ যত নাগগণ॥
নিশ্বাসেতে কৃষ্ণাঙ্গ হইল উচ্চৈঃশ্রবা।
লুকাইল পূর্ব্বের ধবল ইন্দু আভা॥
তথায় বিনতা কদ্রু উঠিয়া প্রভাতে।
ক্রোধযুক্ত দোঁহে গেল তুরগ দেখিতে॥
পথে যাইতে সমুদ্র দেখিল দুই জন।
পর্ব্বত আকার তাহে জলচরগণ॥
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন।
কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস্য আদি জন্তুগণ॥
হেন মতে কৌতুক দেখিয়া দুই জন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিল গমন॥
নিকটেতে গিয়া দোঁহে করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখে ঘোড়া অতিসুলক্ষণ॥
দেখিয়া বিনতা হৈল বিষণ্ণ বদন।
ভাবে বুঝি অঙ্গীকার করে দাসীপণ॥
হেন মতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল এথা॥
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে।
দেখিতে দেখিতে কায় লাগিল বাড়িতে॥
প্রাতে হৈতে যেন ক্রমে সূর্য্য তেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশ দিগ বেড়ে॥
কামরূপী বিহঙ্গম মহাভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়িয়া যায় যতেক শিখর॥
বিদ্যুৎ আকার অঙ্গ লোহিত লোচন।
ক্ষণেমাত্র মুণ্ড গিয়া ছুইল গগণ॥
যুগান্তের অগ্নি যেন দেখে সর্ব্ব জনে॥
সুরাসুর কম্পমান হইল গর্জ্জনে।
অগ্নি হেন জানি সভে করি যোড়কর॥
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর।
অগ্নি বলে আমাতে এ স্তুতি কর কেনে।॥
আপনা সম্বর বলি বলে দেবগণে।
অগ্নি বলে আমি নহি বিনতানন্দন॥
সকল জনের হিত হিংসক হিংসন।
না করিহ ভয় কেহ থাক মম সঙ্গে॥
আনন্দিত হৈয়া সবে দেখহ বিহঙ্গে।
এত শুনি দেবগণ অগ্নির বচন॥
যোড় হাত করিকরে গরুড়ে স্তবন।

ভীম রূপ তোমার দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সম্বরহ নিজ রূপ বিনতা কোঙর॥
তোমার তেজেতে চক্ষু মেলিবারে নারি।
তোমার গর্জ্জনেতে লাগিল কর্ণে তালি॥
কশ্যপের পুত্র তুমি হও দয়াবান।
নিজ তেজ সম্বরহ কর পরিত্রাণ॥
দেবতার স্তবে তুষ্ট হৈল খগেশ্বর।
আশ্বাসিয়া সম্বরিল নিজ কলেবর॥
তবে পক্ষিরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া॥
বিষম সূর্য্যের তেজ পোড়ে ত্রিভুবন।
গরুড়ের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ॥
মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
কোন হেতু ত্রিভুবন দহেত তপন॥
সৌতি বলে যেই কালে অমৃত বাঁটিল।
মায়া করি রাহু তথা অমৃত খাইল॥
হেন কালে সূর্য্যবাক্যে দেবনারায়ণ।
চক্রেতে তাহার মুণ্ড করেন ছেদন॥
সূর্য্যের হইল পাপ তথির কারণে।
সেই ক্রোধে গেল রাহু পাপ গ্রহ দিনে॥
সূর্য্যের হইল ক্রোধ যত দেবগণে।
ডাকি বলিলাম আমি সভার কারণে॥
সবে দেখ কৌতুক আমারে করে গ্রাস।
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ॥
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজ হইল তপন॥
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর।
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ কৈল দিনকর॥
ব্রহ্মা বলেন ভয় না করিহ দেবগণ।
ইহার উপায় এক করিব রচন॥
কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা উদরে।
রবি তেজ নিবারিবে সেই মহাবীরে॥
কত দিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্ব জন।
এত শুনি প্রবোধ পাইল দেবগণ॥
ভারতের পুণ্য কথা পুণ্যবান শুনে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভনে॥
অরুণে লইয়া কান্ধে বিনতানন্দন।
সূর্য্য রথে যত্ন করি করিল স্থাপন॥
অশ্ব দড়ি কড়িয়ালি ধরি বাম হাতে।
রহিল অরুণ সে সারথি হৈয়া রথে॥
সূর্য্য রথে ভাইকে রাখিয়া পক্ষিরাজ।
জননীর ঠাঞি গেল ক্ষীর সিন্ধু মাঝ॥
দুঃখিত জননী দেখি মলিন বদন।
মায়ের নিকটে গিয়া করিল বন্দন॥
পুত্র দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
আশ্বাসিয়া গরুড়েরে করে আশীর্ব্বাদ॥
হেন কালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে।
রম্য দ্বীপে লৈয়া চল কান্ধে করি মোরে॥
রম্যক দ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয়॥
কদ্রুরে করিল কান্ধে বিনতা সুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল কান্ধে করি॥
নাগগণে কান্ধে করি গরুড় উড়িল।
চক্ষের নিমিষে সূর্য্যমণ্ডলে চলিল॥
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ।
নাগমাতা দেখে পুড়ি মরিছে নন্দন॥
পুড়ি মরে নাগগণ নাহিক উপায়।
আকুল হইয়া কদ্রু স্মরে দেবরায়॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি॥
বহুবিধ স্তুতি কদ্রু কৈল পুরন্দরে।
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল ডাকি সব জলধরে॥
ততক্ষণে মেঘগণ ঢাকিল আকাশ।
জল সৃষ্টি করিয়া ভরিল দিগপাশ॥
তবে খগপতি সব লৈয়া নাগগণ।
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণ॥
নাগের আলয় দ্বীপ অতিমনোহর।
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর॥
ফুল ফলে সুশোভিত চন্দনের বন।
মলয় সুগন্ধি বায়ু বহে অনুক্ষণ॥
আপনার আলয়ে বসিল নাগগণ।
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন॥
উড়িবার বড় শক্তি আছয়ে তোমার।
চড়িয়া তোমার কান্ধে করিব বিহার॥
আর এক দ্বীপে লইয়া চল খগেশ্বর।
শুনিয়া গরুড় গেল মায়ের গোচর॥
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
পুনরপি কান্ধে লইতে বলে নাগগণ॥
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবকের তরে।
কি হেতু এমন বাক্য বলে বারে বারে॥
এক বার কান্ধে কৈনু তোমার আজ্ঞায়।
পুনরপি বলে দেহে সহন না যায়॥
বিনতা বলিল পুত্র দৈবের লিখন।
আমি তার দাসী তুমি দাসীর নন্দন॥

গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
তুমি তার দাসী হৈলা কিসের কারণ॥
বিনতা কহিল পূর্ব্বে দেখি শ্রেষ্ঠ হয়।
হারিলাম আমি পণ করিয়া নিশ্চয়॥
দাসী পণে সেই হৈতে খাটি তার আমি।
তেকারণে দাসীপুত্র হৈলা বাপু তুমি॥
এত শুনি মহাক্রোধ করিল সুপর্ণ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্ত বর্ণ॥
মায়ে এড়ি গেল সর্পমায়ের নিকটে।
কদ্রুর অগ্রেতে বীর কহে করপুটে॥
আজ্ঞা কর জননিগো করি নিবেদন।
কি মতে মায়ের হয় দাসত্ব মোচন॥
কদ্রু বলে মুক্ত যদি করিবা জননী।
শুন তবে অমৃত আমারে দেহ আনি॥
এত শুনি খগবর আনন্দ অপার।
মায়ের নিকটে বীর গেল আরবার॥
যে বলিল সর্পমাতা মায়েরে কহিল।
না ভাবিহ আর দুঃখ অবসান হৈল॥
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে।
ক্ষুধায় উদর জ্বলে দেহ কিছু খাইতে॥
জননী বলিল যাহ সমুদ্রের তীরে।
খাও গিয়া যথা বৈসে সর্ব্ব নিশাচরে॥
কিন্তু এক কহি তাহে দ্বিজবর আছে।
বুঝিয়া খাইবা বাপু দ্বিজে খাও পাছে॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কহিনু তোমারে।
ক্ষুধায় আকুল বাছা খাও পাছে তারে॥
অগ্নি সূর্য্য বিষহৈতে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণ কোপেতে বাছা নাহিক নিস্তার॥
গরুড় বলিল যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ।
কোন চিহ্ন ধরে দ্বিজ কেমন বরণ॥
বিনতা বলিল তুমি ক্ষুধায় আকুল।
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবা বহুল॥
খাইতে তোমার কষ্ট জন্মিবে যখন।
নিশ্চয় জানিবা পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ॥
এত বলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদ।
যাহ পুত্র অমৃত আনহ অপ্রমাদ॥
ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোন জন॥
এত বলি খগবর করিল মেলানি।
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়িল তখনি॥
গরুড়ে উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের প্রায় যেন সিন্ধু উথলিল॥

পাকসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল ত্রাস সুরাসুর নরে॥
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
নিশ্বাস সহিতে সব মুখে প্রবেশিল॥
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড় উদরে॥
গরুড় স্মরিল তবে মায়ের বচন।
ডাকিয়া বলিল শীঘ্র নিঃসর ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিল নিঃসরিব কি প্রকারে।
ভার্য্যা মোর পুড়ি মরে তোমার উদরে॥
কৈবর্ত্তানী ভার্য্যা মম প্রাণের সমান।
ভার্য্যা বিনা আমি না রাখিব এই প্রাণ।
গরুড় বলিল দ্বিজ মোর বধ্য নহে।
ত্বরিত নিঃসর অগ্নি যাবত না দহে॥
ধরিয়া ভার্য্যার হাতে আইস বাহিরে।
এত শুনি ধরে দ্বিজ কৈবর্ত্তীর করে॥
লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির।
অন্তরীক্ষে উড়িল গরুড় মহাবীর॥
হেন কালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
গরুড় বলিল তবে আছি যে কুশলে।
সকল কুশল মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে॥
মায়ের বচনে খাইলাম নিশাচরে।
না হইল তৃপ্তি কিছু পুড়িছে উদর॥
বিমাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধায় অবশ তনু জ্বলি অন্তরেতে॥
তুমি আর কিছু মোরে দেহ খাইবারে।
ভাল ভাবি দেহ গো উদর যেন পূরে॥
কশ্যপ বলিল তবে শুন খগেশ্বর।
দেব নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর॥
গজ কূর্ম্ম দুই জন তথা যুদ্ধ করে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে॥
বিশ্বাবসু সুপ্রতীক দুই সহোদর।
মহাধনে ধনী দোঁহে মুনির কোঙর॥
শত্রুগণ দোঁহারে করিল ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দোঁহে হইল বিচ্ছেদ॥
সুপ্রতীক কনিষ্ঠ সে পৃথক হইল।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল॥
শত্রুগণে বলিল অনেক ধন আছে।
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে॥
বিশ্বাবসু জ্যেষ্ঠ কহে এ ভাগ উহার।
অকারণে দ্বন্দ্ব করে সহিত আমার॥

দোঁহাকারে এই মত কহে শত্রুগণে।
বহু দিন এই মত দ্বন্দ্ব দুই জনে॥
নিত্য আসি সুপ্রতীক ভাইয়ে মাগে ধন।
ক্রোধে বিশ্বাবসু শাপ দিল ততক্ষণ॥
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি।
না লইয়া দ্বন্দ্ব কর পরবাক্যে তুমি॥
নিত্য আসি জঞ্জাল করিস মোর স্থানে।
দিনু শাপ গজ হৈয়া থাক গিয়া বনে॥
সুপ্রতীক বলে মোরে ভাগ নাহি দিয়া।
শাপ দিস আর মোরে কিসের লাগিয়া॥
তুমিত কচ্ছপ হও জলের ভিতরে।
দুই জনে দুই শাপ দিলেক দোঁহারে॥
গজ গেল অরণ্যে কচ্ছপ গেল জলে।
ভাই সহ বিসম্বাদ কৈলে হেন ফলে॥
পরবাক্যে ভাই সহ করে যে বিবাদ।
অতি ক্লেশ জন্মে তার হয়ত প্রমাদ॥
সেইত কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
যুড়িয়া যোজন দশ তার কলেবর॥
তাহার দ্বিগুণ হয় হস্তির শরীর।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবরতীর॥
সেই গজ কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে জিনি দেবগণ॥
ত্রিভুবনপরাজয়ী হও মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাখুক তোমার শরীর॥
কশ্যপের আজ্ঞা পাইয়া গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর॥
আকাশহইতে দেখে বিনতানন্দন।
বনহৈতে নিঃসরিল গজ ততক্ষণ॥
সরোবরতীরে আসি করিল গর্জ্জন।
ক্রোধ করি কূর্ম্ম দেখা দিলেক তখন॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ কহন না যায়।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা দেখে খগরায়॥
একনখে গজ ধরি কূর্ম্ম আর নখে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপ লোকে॥
কোথায় খাইব বলি ভাবে মনে মন।
নানা জাতি বৃক্ষ দেখে পরশে গগণ॥
রৌহিণ নামতে বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
জানিয়া গরুড়ে ডাকি বলিল উত্তর॥
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার।
সুস্থ হয়ে ইথে বসি করহ আহার॥
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতানন্দন।
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষণ॥
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
বালিখিল্ল মুনিগণ তাহে তপ করে॥
শাখা ধরি অধোমুখে আছে মুনিগণ।
দেখিয়া হইল ভীত বিনতানন্দন॥
ভূমিতে ফেলিলে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল মনে ভয় গণি॥
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল গজ কূর্ম্ম নখে।
বহু দিন গরুড় উড়িল হেন পাকে॥
কশ্যপ দেখিল গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীতে॥
বালিখিল্ল মুনিগণ হৈতেছে লম্বিত।
তার ভয়ে গরুড় হইল সবিস্মিত॥
কশ্যপ বলেন পুত্র করিলা কি কায।
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ষাটি সহস্র ব্রাহ্মণ।
উপায় করহ ক্রোধ নহে যতক্ষণ॥
তবেত কশ্যপ মুনি করি যোড় কর।
মুনিগণে নতি স্তুতি করিল বিস্তর॥
এইত গরুড় হয় সভাকার হিত।
তেকারণে ক্রোধ তারে না হয় উচিত॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ।
হিমালয় গিরি সভে করিল গমন॥
তবে খগেশ্বর জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
কোথা ফেলাইব ডাল আজ্ঞা কর মোরে॥
কশ্যপ বলিল যাহ বিপুরুষ গিরি।
জীব জন্তু নাহি সেই পর্ব্বত উপরি॥
কশ্যপের আজ্ঞা পাইয়া বীর খগেশ্বর।
ফেলিল সে ডাল লইয়া পর্ব্বত উপর॥
গজ কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিয়া।
অমৃত আনিতে যায় তৃপ্তমনা হৈয়া॥
মহাতেজে গগণে উঠিল খগেশ্বর।
পাকসাটে উড়ি গেল পর্ব্বত শিখর॥
দিনকরে আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার।
অমরনগরে হৈল উৎপাত অপার॥
উল্কাপাত নির্ঘাত হইছে ঘনে ঘন।
ঘোর বায়ু মেঘে করে রক্ত বরিষণ॥
শচীপতি বৃহস্পতিপ্রতি জিজ্ঞাসিল।
এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতে হইল॥
বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্ব্ব পাপে।
এই সে গরুড় পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে॥
সুধার কারণে আইসে বিনতানন্দন।
অবশ্য লইবে সুধা যিনি দেবগণ॥

এত শুনি কুপিত হইল পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ।
সসজ্জ হইল সভে করিবারে রণ॥
মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ॥
কশ্যপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদিত ভুবনে।
তাঁর পুত্র পক্ষী হৈল কিসের কারণে॥
কামরূপী পক্ষী সেই মহাবলধর।
কি হেতু হইল কহ পূর্ব্ব অবান্তর॥
সৌতি বলে এই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
তপ করে পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনিবর।
ইন্দ্র আদি যত দেব তাঁর অনুচর॥
যজ্ঞকাষ্ঠ আনিবারে গেল মুনিগণ।
ইন্দ্র যম সূর্য্য বায়ু আদি যত জন॥
ভাঙ্গিয়া লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা নিল পুরন্দর॥
শীঘ্রগতি কাষ্ঠ ফেলি আইল সুরমণি।
পথেতে দেখিল যত বালখিল্য মুনি॥
পলাশের পত্র গোটি মাথার উপরে।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সভে যায় ধীরে ধীরে॥
কত দূরে যায় সভে গোক্ষুর দেখিয়া।
পার হৈতে না পারি রহিল ডাণ্ডাইয়া॥
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ॥
উপহাস করিলি করিয়া অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণেরে নাহি চিন মত্ত দুরাচার॥
বালখিল্য মুনিগণ এতেক ভাবিল।
আর ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল॥
ইন্দ্রহইতে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে।
কামরূপী মহাকায় আবিষ্ট করিবে॥
এই হেতু যজ্ঞ করে মহামুনিগণ।
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র করে নিবেদন॥
শীঘ্রগতি গেল তেঁহ যজ্ঞের সদন।
মুনিগণ প্রতি তবে বলিল বচন॥
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মাকে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিযোজিল॥
অন্য ইন্দ্র হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন॥
ব্রহ্মার বচন রাখ আমার পীরিত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ যে হয় উচিত॥
বালখিল্য বলে যজ্ঞে পাই বহু কষ্ট।
রাখিতে তোমার বাক্য সব হৈল ভ্রষ্ট॥
কশ্যপ বলিল ভ্রষ্ট হবে কি কারণ।
হউক পক্ষীন্দ্র যে জিনিবে ত্রিভুবন॥
মুনিগণ সম্বোধিয়া বলে পুরন্দরে।
উপহাস আর পাছে কর ব্রাহ্মণেরে॥
ব্রাহ্মণেরে দেখিয়া না কর অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কারো নাহিক নিস্তার॥
এত বলি দেবরাজে করিল মেলানি।
বিনতারে বলেন কশ্যপ মহামুনি॥
সফল করিলা ব্রত শুন গুণবতি।
তোমার গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র উৎপত্তি॥
এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
হেন মতে পক্ষী হৈল কশ্যপ কোঙর॥
তবেত গরুড় বীর গেল দেবালয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সভে করে ভয়॥
যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিগে করিতে লাগিল বরিষণ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি ভুষণ্ডি তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদ্গর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষণ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি করে দেবগণ॥
কামরূপী পক্ষিরাজ নির্ভয় শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
গরুড়ের তেজ বাড়ে যত অস্ত্র পড়ে॥
জিনিয়া মেঘের শব্দ গরুড় গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ সভাই অবোধ।
না জানিয়া আমাসঙ্গে বাড়ায় বিরোধ॥
ক্ষণেকে মারিতে পারি চক্ষুর নিমিষে।
সাধিব আপন কার্য্য কি ফল বিনাশে॥
এত চিন্তি ততক্ষণে বিনতানন্দন।
পাখসাটে ধূলাতে পূরাইল গগণ॥
অনিমিষ নয়নে যতেক দেবগণ।
ধূলায় পূরিল অঙ্গ চিন্তে সর্ব্বজন॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নানা রত্ন ছিল।
গরুড়ের পাখসাটে সকল ভাঙ্গিল॥
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর।
ধূলা উড়াইয়া তুমি ফেলাও সত্বর॥

ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধূলা উড়ায় পবন।
পুন আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্ব জন ॥
চতুর্দ্দিগে নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখিয়া রুষিল বীর বিনতানন্দন ॥
পাখসাট মারি কারো বিদারিল নখে।
ঠোঁটেতে চিরিয়া ফেলে যে পড়ে সম্মুখে ॥
রক্তে জরজর হৈল সভার শরীর।
মস্তক ভাঙ্গিল কারো বুক হৈল চির ॥
পাখসাটে উড়াইয়া ফেলে চারিদিগে।
দক্ষিণে পলায় যম ইন্দ্র পূর্ব্ব ভাগে ॥
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পলাইল ডরে।
অশ্বিনী কুমার দোঁহে পলায় উত্তরে ॥
পুনঃ পুন আসি যুদ্ধ করে দেবগণ।
প্রাণপণ করে সভে চন্দ্রের কারণ ॥
কামরূপী বিহঙ্গম বলে মহাবল।
অতিক্রোধে হৈল যেন জ্বলন্ত অনল ॥
প্রলয় অনল যেন দহে সর্ব্ব জনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণে ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি জ্বলিয়া সমরে।
চন্দ্র লোকে উত্তরিল নিমিষ ভিতরে ॥
চন্দ্রের নিকট গিয়া দেখে মহাবল।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল ॥
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগবর।
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া সান্ধায় ভিতর ॥
অগ্নি পার হৈয়া বীর দেখে খগেশ্বর।
তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর ॥
মক্ষিকা পড়িলে তাতে হয় শতখান।
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান ॥
সূচের প্রমাণ রন্ধ্র ছিল চক্রমাঝ।
ততোধিক ক্ষুদ্র তথা হৈল পক্ষিরাজ ॥
চক্র পার হৈয়া দেখে বিনতানন্দন।
অমৃত করিল পান আনন্দিত মন ॥
ঢাকিয়া লইল চন্দ্র পাখার ভিতরে।
অতিবেগে তথাহৈতে চলিল সত্বরে ॥
কামরূপী মহাকায় বিনতানন্দন।
সেইরূপে যাইতে ইচ্ছা করিল তখন ॥
চক্রঅগ্নি লঙ্ঘিয়া আইসে খগবর।
এ সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্র ধর ॥
শূন্যে আইলেন যথা বিনতানন্দন।
দুই জনে যুদ্ধ হৈল না যায় কহন ॥
চতুর্ভুজ চারি অস্ত্রে যুঝেন নারায়ণ।
পাখসাটে গরুড় করয়ে নিবারণ ॥
আঁচড় কামড় আর মারে পাখসাট।
ক্ষুব্ধ হয় গোবিন্দের হৃদয় কপাট ॥
অনেক হইল যুদ্ধ লিখন না যায়।
তুষ্ট হইয়া গরুড়ে বলেন দেবরায় ॥
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হইলাম খেচর।
মনোনীত মাগ তুমি দিব আমি বর ॥
গরুড় বলিল যদি দিবা তুমি বর।
তোমাহইতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর ॥
অজর অমর হৈব অজিত সংসারে।
বিষ্ণু বলেন যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে ॥
বর পাইয়া হৃষ্ট চিত্তে বলে খগেশ্বর।
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর ॥
গোবিন্দ বলেন যদি দিবা তুমি বর।
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর ॥
গরুড় বলিল মম সত্য অঙ্গীকার।
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার ॥
উচ্চস্থল দিতে যে আমারে দিলা বর।
শ্রীহরি বলেন বৈস রথের উপর ॥
এইমত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া।
তথাহইতে চলে বীর চন্দ্রেরে লইয়া ॥
পবন অধিক বীর গরুড়ের গতি।
দৃষ্টমাত্রে সুর লোকে গেল মহামতি ॥
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাতেজে মারে বজ্র গরুড় উপর ॥
হাসিয়া গরুড় বলে শুন দেবরাজ।
বজ্র অস্ত্র ব্যর্থ হৈলে পাবা বড় লাজ ॥
মুনিবর অস্ত্র বজ্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হইলে মম কি করিতে পারে ॥
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন।
এক গুটি পাখা দিব তোমার কারণ ॥
এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপড়িয়া।
ইন্দ্র মারে বজ্র তাতে দিল ফেলাইয়া ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন দেব পুরন্দর।
সবিনয়ে বলে তবে শুন খগেশ্বর ॥
তোমার চরিত্র দেখি হইলাম পীরিত।
সখ্য করিবারে চাহি তোমার সহিত ॥
গরুড় বলিল যদি ইচ্ছা কর তুমি।
আজিহইতে হইনু তোমার সখা আমি ॥
ইন্দ্র বলে সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না যায় কথন ॥
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি।
তোমার বিক্রম দেখি তিন লোক ডরি ॥

ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষিরাজ।
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ ॥
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে যুয়ায়।
আমার বলের কথা শুন দেবরায় ॥
সাগর সহিত ক্ষিতি এক পক্ষে করি।
আর পক্ষে তোমা সহ অমর নগরী ॥
দুই পক্ষে লইয়া উড়িব বায়ু ভরে।
শ্রম না হইবে মম সহস্র বৎসরে ॥
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে ইহা সত্য মানি খগেশ্বর ॥
যতেক বলিলা সর্ব সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা কহি আরবারে ॥
চন্দ্র লইয়া যাও তুমি কিসের কারণ।
এই শশধর হয় সভার জীবন ॥
গরুড় বলিল যে মায়ের দাসীপণ।
চন্দ্র গেলে হইবেক তাহার মোচন ॥
চন্দ্র লৈতে বলিল যতেক সর্পগণ।
এই হেতু লই চন্দ্র সহস্রলোচন ॥
ইন্দ্র বলে হেন কথা যুক্তিযুক্ত নয়।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে ক্ষয় ॥
তোমার হইলে শত্রু হয়তো আমার।
শত্রুকে অমৃত দিতে না হয় বিচার ॥
হেন জনে চন্দ্র দিবা কিসের কারণ।
উপায় করিয়া মায়ের করিব মোচন ॥
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইয়া চন্দ্রে করহ মোচন ॥
গরুড় বলিল সখা এ নহে বিচার।
মায়ের অগ্রেতে করিলাম অঙ্গীকার ॥
এখনি আনিব চন্দ্র বলিয়াছি বাণী।
হেন চন্দ্র কেমনে ছাড়িব বজ্রপাণি ॥
আর এক বাক্য সখা করহ বিচার।
তব বাক্য রহে হয় মায়ের উদ্ধার ॥
সর্পগণ চন্দ্র পায় চন্দ্র মুক্তি পায়।
বুঝিয়া এমন যুক্তি করহ উপায় ॥
মায়াবলে থাক তুমি আমার সংহতি।
যেখানে লইয়া আমি থুই নিশাপতি ॥
তথাহইতে চন্দ্র লইয়া করহ গমন।
শুনি দেবরাজ হইল হরষিত মন ॥
ইন্দ্র বলে তুষ্ট হই তোমার বচনে।
বরে ইচ্ছা থাকে যদি মাগ মম স্থানে ॥
গরুড় বলিল আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
তথাপি তোমার বাক্য করিব পালন।
বর দেহ ফণী মোর হইবে ভক্ষণ ॥
কপটেতে দুষ্টগণ মায়ে দুঃখ দিল।
গরুড়েরে বর দান বাসব করিল ॥
বর পাইয়া তথাহইতে চলে খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গেতে চলিল পুরন্দর ॥
পথে যাইতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন ক্ষণে ক্ষণ।
এখনহ দৃঢ় করি বলহ বচন ॥
যথায় রাখিবা চন্দ্র যবে লব আমি।
মোর সহ দ্বন্দ্ব পাছে পুন কর তুমি ॥
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়।
তথাপি ইন্দ্রের চিত্তে না হয় প্রত্যয় ॥
তথাহইতে চলে বীর তারা যেন খসে।
নাগ লোকে গেল বীর চক্ষের নিমিষে ॥
ডাক দিয়া আনিল যতেক নাগগণ।
হের চন্দ্র আনিলাম দেখ সর্ব্ব জন ॥
দাসীত্ব মোচন কর আমার জননী।
এত শুনি আনন্দিত হৈল সব ফণী ॥
ফণিগণ বলিলেক নাহি আর দায়।
দাসীত্ব মোচন করিলাম তব মায় ॥
এত শুনি হৃষ্টচিত্ত বিনতানন্দন।
নাগগণ ডাকি তবে বলিল বচন ॥
স্নান করি আইস শুচি হৈয়া সর্ব্ব জন।
আনন্দিত হইয়া সুধা করহ ভক্ষণ ॥
এই চন্দ্র রাখি দেখ কুশের উপর।
এত বলি চন্দ্র থুইয়া গেল খগেশ্বর ॥
গরুড়ের বাক্যে সবে করে স্নান দান।
এথা চন্দ্র লৈয়া ইন্দ্র হৈল অন্তর্ধান ॥
শুচি হইয়া আসিল যতেক নাগগণ।
চন্দ্র না দেখিয়া হৈল বিরসবদন ॥
জানিয়া হরিয়া ইন্দ্র দেবরাজ নিল।
সবে মেলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল ॥
তীক্ষ্ণধারে সভার জিহ্বাতে হইল চির।
সেইহেতে দুই জিহ্বা হইল ফণির ॥
পবিত্র হইল কুশ চন্দ্র পরশনে।
সকল নিষ্ফল কর্ম্ম কুশের বিহনে ॥
গরুড় বিক্রম আর বিনতা মোচন।
নাগের নৈরাশ আর চন্দ্রের হরণ ॥
এ সব রহস্য কথা যেই জন শুনে।
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে২ ॥
পুত্রার্থিকে পুত্র দেয় ধনার্থিকে ধন।
যাহাকে প্রসন্ন হন বিনতানন্দন ॥

আদি পর্ব্বে ভারতে গরুড় জন্ম কথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালিতে গাঁথা॥
শৌনকাদি মুনি বলে সূতের নন্দন।
শুনিলাম গরুড় কথা অদ্ভুত কথন॥
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন কর্ম্ম কৈল কিবা নাম সভাকার॥
সৌতি বলে কতেক কহিব মুনিগণ।
কিছু নাম কহি শ্রেষ্ঠ ফণি যত জন॥
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকি।
ঐরাবত তক্ষক কর্কট পিঙ্গলাক্ষি॥
বামন কালিয় হলপূর্ণ ধনঞ্জয়।
প্রাক্ষ অনিল নীল পনস অজয়॥
অসিবর্ণ শঙ্খচূড় মার্জ্জক উশক।
সর্পক পোতক রুদ্র বিমন বিতক॥
নহুষ নির্দ্ধব ধৃতরাষ্ট্র অতিশ্রম।
হেন মত নাগ সব কত লব নাম॥
সর্ব্বহৈতে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শেষ বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর॥
ভাই সব দুরাচার দেখি নাগরাজ।
বিশেষ মায়ের শাপ ভাবি হৃদি মাঝ॥
ত্যজিয়া সকল গেল তপ করিবারে।
নানা তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে॥
হিমালয় আশ্রম করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর॥
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে তপ কেন কর ফণিপতি॥
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি করহ গ্রহণ।
কর যোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন॥
আমি কি কহিব সব তোমার গোচর।
দুষ্ট দুরাচার মোর সব সহোদর॥
গরুড় আমার ভাই বিনতানন্দন।
তার সহ কন্দল করয়ে অনুক্ষণ॥
বলেতে সমর্থ কেহ সম নহে তার।
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার॥
সদাই কপট কর্ম্ম লোকের হিংসন।
অহঙ্কারী কুপথী যতেক ভ্রাতৃগণ॥
সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ত্যজিব আমি তপস্যা করিয়া॥
পুন যেন সংসর্গ না হয় তার সনে।
মরিব তপস্যা করি তাহার কারণে॥
বিরিঞ্চি বলেন শেষ না ভাব এখন।
দুষ্টের সংসর্গ তব হইবে মোচন॥
ধর্ম্মেতে তৎপর তুমি বলে মহাবল।
আপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল॥
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড় সহিত ব্রহ্মা মৈত্র করাইল॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল ভিতর।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর॥
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
নাগ লোকে দেব লোকে সভে করে পূজা॥
হেন মতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিল তেঁহো ব্রহ্মার বচনে॥
শেষ যদি গেল তবে বাসুকি চিন্তিত।
মায়ের শাপেতে ভাই অত্যন্ত দুঃখিত॥
সব ভ্রাতৃগণ লৈয়া করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি॥
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতিকার।
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার॥
ক্রোধ করি জননী যখন শাপ দিল।
পিতৃ পিতামহ সবে স্বীকার করিল॥
জনমেজয় যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার।
এখন তাহার ভাই কর প্রতিকার॥
এতেক বচন যদি বাসুকি বলিল।
যার যেবা যুক্তি আইসে কহিতে লাগিল॥
এক নাগ বলে আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জনমেজয়ের যজ্ঞে ভিক্ষা মাগি লব॥
আর নাগ বলে আমি রাজমন্ত্রী হৈয়া।
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া॥
আর নাগ বলে কোন সে বিচিত্র কথা।
কি মতে করিবে যজ্ঞ খাব যজ্ঞ হোতা॥
নহিলে খাইব সব ব্রাহ্মণে ধরিয়া।
দ্বিজ বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া॥
আমরা সকলে তবে একত্র হইয়া।
যজ্ঞের সদন সবে থাকিব বেড়িয়া॥
যাহারে দেখিব তারে করিব ভক্ষণ।
ভয়েতে করিবে রাজা যজ্ঞ নিবারণ॥
এতেক বলিল যদি সব নাগগণে।
বাসুকি বলিল নাহি রুচে মম মনে॥
আমা সভা মারিবারে যে শক্তি ধরিবে।
কাহার শকতি ভাই তাহাকে হিংসিবে॥
মায়ের বচন কভু নহেত লঙ্ঘন।
যত যুক্তি কৈলে সভে সব অকারণ॥
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না যায় খণ্ডন॥

পাণ্ডুবংশে জনমেজয় হইবে উৎপত্তি।
তার যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি॥
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্ব জন।
অবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন॥
পুত্রগণে যখন জননী শাপ দিল।
নাগগণ তখনে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিল॥
হেন শাপ কেহ দেয় আপননন্দনে।
আর কোন জন হেন আছয়ে ভুবনে॥
ব্রহ্মা বলে মাতৃশাপ পুত্রে নাহি বাধে।
সবে মিলি স্বীকার করিল নাগবধে॥
ধর্ম্মে অনুগত তাহে যেই নাগ হবে।
জনমেজয়যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে॥
আছয়ে উপায় তার শুন নাগগণ।
জটাচার্ব্ব বংশে জরৎকারু যে নন্দন॥
জরৎকারু কন্যা গর্ভে হইবে কুমার।
সেই পুত্রে নাগকুল পাইবে নিস্তার॥
এইরূপে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল নাগগণে।
এ সকল কথা আমি শুনেছি শ্রবণে॥
আর যত প্রকার করহ ভাইগণ।
না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ॥
সেই জরৎকারু এই ভগিনী আমার।
জরৎকারু বিবাহ করিলে সে নিস্তার॥
এতেক বলিল ইলাবর্ণ বিষধর।
সাধু২ করি সবে করিল উত্তর॥
তবেত কতক দিনে সমুদ্র মথিল।
মন্দর মথন দড়ি বাসুকি হইল॥
তুষ্ট হৈয়া দেবগণ ব্রহ্মারে বলিল।
বাসুকিহইতে সিন্ধু মথন হইল॥
মাতৃশাপে বাসুকির দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে যেন ডর॥
ব্রহ্মা বলে জরৎকারু ভগিনী তোমার।
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার॥
বাসুকি শুনিয়া হৈল আনন্দিত মন।
জরৎকারু স্থানে চর কৈল নিযোজন॥
চরগণে বলেন থাকিবা অলক্ষিতে।
জরৎকারু আজ্ঞা হইলে কহিবা ত্বরিতে॥
যাহা জিজ্ঞাসিত সৌতি বলে মুনিগণে।
বাসুকি ভগিনী দিল তথির কারণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
যথাশক্তি বর্ণন করিব যত পারি॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ হবে নরে।
তাদৃশ নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য ভিতরে॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি বাঞ্ছে সদা ভারত শ্রবণ॥
সৌতি বলে এই রূপে গেল বহুকাল।
পাণ্ডুবংশে হৈল পরীক্ষিত মহীপাল॥
মহাপুণ্যবান রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্য শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর॥
সত্য দয়া ক্ষমা যজ্ঞ দানে বড় রত।
মৃগয়াতে প্রিয় বনে ভ্রমে অবিরত॥
দৈবে এক দিন রাজা বিন্ধিয়া হরিণে।
পলায় হরিণ পাছে ধাইল আপনে॥
পরীক্ষিত বাণে জীয়ে কাহার জীবন।
পলাইয়া গেল মৃগ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
বহু দূরে অরণ্যে পশিল নরবর।
দেখিল না গেল মৃগ অরণ্যভিতর॥
তৃষ্ণায় আকুল বড় হইল রাজনে।
শুনিল গভীর শব্দ গহন কাননে॥
শব্দ অনুসারে রাজা করিল গমন।
বসি আছে এক জন দেখিল রাজন॥
আমি পরীক্ষিত বলি বলেন ডাকিয়া।
দেখিলা কি গেল মৃগ কোন পথ দিয়া॥
মৌনব্রতে আছে মুনি রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পাইয়া রাজা ক্রোধ কৈল মনে॥
একেত রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় অতিথি।
উত্তর না দিল দুষ্ট ইহার প্রকৃতি॥
এত ভাবি নৃপতি কুপিত হৈল মনে।
মৃত সর্প ছিল দৈবে তার সন্নিধানে॥
ধনু হুলে করি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব আরোহণে রাজা হস্তিনায় গেল॥
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে।
কৃশ নামে তার সখা বলিল তাহারে॥
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না জানিয়া।
তোর বাপে রাজা দণ্ডে ঘরে দেখ গিয়া॥
এত শুনি গেল শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলায় দেখিল বেড়া আছে মৃত সাপ॥
ক্রুদ্ধ হৈল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেক শাপ হাতে করি জল॥
আজিহৈতে সাত দিনে পরীক্ষিত নৃপে।
তক্ষকে দংশিবে তারে মম এই শাপে॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ।
মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ॥
ছাওয়াল অজ্ঞান তুমি করিলা কি কর্ম্ম।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম॥

রাজারে দিবার শাপ উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা পায়॥
রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্যধন॥
দুষ্ট দৈত্য চোর হয় রাজার বিহনে।
রাজ্য রক্ষা হেতু ধাতা করিল রাজনে॥
রাজা দশ শ্রোত্রিয় সমান বেদে বলে।
হেন নৃপে শাপ দিয়া কুকর্ম্ম করিলে॥
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরীক্ষিত।
পিতামহসম রাজা স্বধর্ম্মে পণ্ডিত॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমা রাজা নাহি জানে।
ক্ষুধার্ত্ত আইল রাজা আমার সদনে॥
না করিলা গৃহধর্ম্ম দিলা আর শাপ।
ক্ষমা করি পুত্র তারে খণ্ড মনস্তাপ॥
এত শুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
যে কথা বলিলা পিতা নারি খণ্ডিবারে॥
সহজ বচন মম না হয় খণ্ডনে।
যে শাপ দিলাম ইহা খণ্ডিব কেমনে॥
এত শুনি মুনিবর হইয়া চিন্তিত।
নিশ্চয় জানিল মুনি না হয় খণ্ডিত॥
গৌরমুখ নামে শিষ্য আনিল ডাকিয়া।
পাঠাইল নৃপ স্থানে সকল কহিয়া।
আজ্ঞা পাইয়া গেল শীঘ্র হস্তিনা নগর।
প্রবেশ করিল গিয়া যথা নৃপবর॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
কোথাহইতে আইলা বসিয়া জিজ্ঞাসিল॥
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুন সাবধানে।
মৃগয়া কারণ তুমি গিয়াছিলা বনে॥
যে দ্বিজের গলে জড়াইলা মৃতসাপ।
অজ্ঞান তাহার পুত্র ক্রোধে দিল শাপ॥
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে।
সেকারণ আমা পাঠাইল তোমা স্থানে॥
বহু২ প্রীতি বাক্য পুত্রেরে কহিল।
কদাচিত শাপান্ত করিতে নাপারিল॥
সাত দিনে করিবেক তক্ষক দংশন।
জানিয়া উপায় শীঘ্র করহ রাজন॥
বজ্রাঘাত পড়ে তার শুনিয়া বচন।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে রাজন॥
করিলাম কোন কর্ম্ম দুষ্ট কদাচার।
ব্রাহ্মণের হিংসা করি না করি বিচার॥
আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে।
ব্রাহ্মণের তাপ হেতু নিন্দয়ে আপনে॥
ধ্যানেতে ছিলেন মুনি আগে নাহি জানি।
যে দণ্ড হইল মম সত্য করি মানি॥
মুনিরাজে জানাইহ আমার প্রণয়।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডন না হয়॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে করিয়া মেলানি।
মন্ত্রণা করয়ে যত মন্ত্রিগণ আনি॥
তক্ষক দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে।
কি করি উপায় শীঘ্র জানাও আমারে॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
মঞ্চ এক উচ্চতর করহ নির্ম্মাণ॥
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ করিল রচন।
চতুর্দ্দিগে জাগিয়া রহিল মন্ত্রিগণ॥
সর্পের যতেক মন্ত্রী আছয়ে সংসারে।
চতুর্দ্দিগে রাখিলেক যোজন বিস্তারে॥
বেদবিজ্ঞ বিপ্র যত সিদ্ধ বাক্য যার।
শত২ চতুর্দ্দিগে রহিল রাজার॥
তাহে বসি দান ধ্যান করে নৃপবর।
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
সৌতি বলে অবধানে শুন মুনিগণ।
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রিগণ॥
কশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্পে লোক মুখে শুনি॥
ধন ধর্ম্ম যশ পাব ভাবি দ্বিজবর।
চাতুরীতে গেল দ্বিজ হস্তিনা নগর॥
তক্ষক আইসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে।
বট বৃক্ষ তলে দেখা পাইল কশ্যপে।
তক্ষক বলিল দ্বিজ আইলা কোথাহৈতে।
কোথাকারে যাও বড় গমন ত্বরিতে॥
কশ্যপ বলিল পরীক্ষিত নরবর।
আজি তারে দংশিবে তক্ষক বিষধর॥
সেকারণে যাই আমি রাজার সদনে।
মন্ত্রবলে আমি রক্ষা করিব রাজনে॥
তক্ষক বলিল তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ।
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক দংশন॥
ফিরি নিজ গৃহে যাহ শুন দ্বিজবর।
অকারণে লজ্জা পাবা সভার ভিতর॥
কশ্যপ বলিল আমি গুরুমন্ত্র বলে।
রাখিতে পারি যে আমি তক্ষক দংশিলে॥
শুনিয়া তক্ষক ক্রুদ্ধ হৈল অতিশয়।
আমিত তক্ষক বলি দিল পরিচয়॥

নিবারিতে পার যদি আমার দংশন।
এই বৃক্ষ দংশি দেখি করহ রক্ষণ॥
কশ্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর।
মন্ত্রবলে রাখি দেখ আপন গোচর॥
এতেক কশ্যপবাক্য তক্ষক শুনিয়া।
দংশিলেক তরুবর যায় ভস্ম হৈয়া॥
লাফ দিয়া ভস্মমুটি কশ্যপ ধরিল।
মন্ত্র পড়ি ভস্মমুটি গর্ত্তেতে ফেলিল॥
দৃষ্টিমাত্র সেই ক্ষণে অঙ্কুর হইল।
বাড়িতে লাগিল বৃক্ষ আশ্চর্য্য মানিল॥
দুই পত্র হয়ে হৈল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা পত্র পূর্ব্বে যেন আছিল সুন্দর॥
দেখিয়া তক্ষক হৈল বিস্ময় বদন।
কশ্যপে চাহিয়া বলে বিনয় বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি গুণে মহাগুণী।
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনি॥
রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার।
কেবল আমার বিষে কৈলা প্রতিকার॥
আমাকে রাখিতে পার আছয়ে শকতি॥
রাখিতে নারিবা পরীক্ষিত নরপতি।
পূর্ব্বেতে দংশিল তারে ব্রাহ্মণের বিষ।
যেই বিষে ভয় করে দেব জগদীশ॥
পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি।
স্তবন করিল ভয় পাছে দেয় গালি॥
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কী দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর॥
আর যত নাগ আছে দেখ পৃথিবীতে।
হেন জন কেবা ডরে বিপ্রের গালিতে॥
ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে যদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন॥
যশ লুভিবারে যদি যাবা দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবা সভার ভিতর॥
ধন ইচ্ছা করি যদি যাহ তথাকারে।
আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে॥
এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল।
শুনিয়া কশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল॥
ভাল বলে ফণিবর লয় মোর মন।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন॥
নিশ্চয় জানিনু আয়ু নাহিক রাজার।
চিন্তিয়া তক্ষকবাক্য করিল স্বীকার॥
কশ্যপ বলিল আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে আর কেন যাব পাই যদি ধন॥
যাইতাম ধন ধর্ম্ম যশের কারণে।
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে॥
তুমি যদি দেহ ধন যাইব ফিরিয়া।
এত শুনি ফণী মণি দিলেক ডাকিয়া॥
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হৈয়া বাহুড়িল দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
বাহুড়ি কশ্যপ গেল চিন্তে ফণিবর।
পরস্পর কহে লোক শুনিল উত্তর॥
কেহ বলে নৃপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল॥
কেহ বলে রাজা বড় করিল উপায়।
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসি আছে তায়॥
কাহার নাহিক শক্তি যাইতে তথায়।
কেমতে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায়॥
নানা মত মহৌষধি আছে চারি ভিতে।
গুণিগণ শূন্য পথ রুধিল মন্ত্রেতে॥
অন্য অন্যে এই কথা বলে সর্ব্ব জন।
শুনিয়া চিন্তিল চিত্তে কদ্রুর নন্দন॥
সহচরগণ চাহি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তোরা হও সর্ব্ব জন॥
কেবল যাইতে নাহি ব্রাহ্মণের মানা।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তোরা হও সর্ব্বজনা॥
ফল ফুলে আশীর্ব্বাদ করিবা রাজারে।
এই ফল গুটী লৈয়া দিবা তার করে॥
শীঘ্রগতি না যাইবা যাবা ধীরে২।
দেখিতে না পারে যেন রাজঅনুচরে॥
এত বলি ফলমধ্যে করিল আশ্রয়।
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্রমূর্ত্তি হয়॥
সেই ফল নানা পুষ্প হাতে করি নিল।
যথা মঞ্চে নরপতি তথায় চলিল॥
ব্রাহ্মণের রোধ নাই রাজার দুয়ারে।
ফল ফুলে আশিষ করিল নরবরে॥
আনন্দে নৃপতি তার পুষ্প ফল নিল।
খুঁত ফল দেখি রাজা নখে বিদারিল॥
ক্ষুদ্র এক পোকা তাহে লোহিত বরণ।
কৃষ্ণ বর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন॥
হেন কালে নৃপতি বলিল মন্ত্রিগণে।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত আজি হই সাত দিনে॥
মুহূর্ত্তেক অস্ত হইতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হইল অদ্ভুত কাহিনি॥
এই হেতু শঙ্কা বড় হইতেছে মনে।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণশাপ হইল খণ্ডনে॥

এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
দংশুক আমারে রহুক ব্রাহ্মণ বচন॥
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হউক বলিল॥
হেন মতে রাজা মন্ত্রী করয়ে বিচার।
ততক্ষণে তক্ষকধরিল নিজাকার॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন।
শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রিগণ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সভে কৈল ডর॥
জড়াইল লাঙ্গূলে রাজার কলেবর॥
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার॥
নৃপতিরে দংশিয়া চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্ত পদ্ম আভা তনু দেখে সর্ব্ব লোকে॥
অগ্নি হোত্রি ঘৃত তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল রাজার যে হিত লক্ষণ॥
মন্ত্রিগণ সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তার পুত্র জনমেজয় তারে কৈল রাজা॥
বয়সে বালক শিশু বড় বুদ্ধিমন্ত।
পরাক্রমে জনমেজয় দুষ্টের দুরন্ত॥
রাজার দেখিয়া গুণ যত মন্ত্রিগণ।
কাশীরাজের কন্যা তারে করিল বরণ॥
বপুষ্টমা নামে কাশীরাজের নন্দিনী।
নানা রত্নে ভূষিয়া দিলেন নানা মণি॥
বিভা করি জনমেজয় আইল গৃহে লৈয়া।
চির দিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হইয়া॥
এক পত্নী বিনা তাঁর অন্যে নাহি মন।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দন॥
নাগের চরিত্র আর কশ্যপের কর্ম্ম।
পরীক্ষিত স্বর্গে বাস জনমেজয়ের জন্ম॥
এ সভ রহস্য কথা শুনে যেই জন।
বংশ বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি হরি পদে মন॥
স্ববাঞ্ছিত ফল পায় কহিলেন ব্যাস।
রোগহইতে কভু তার নাহিক বিনাশ॥
আদি পর্ব্বে ভারত অমৃতবৎ কথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির গাঁথা॥
শৌনকাদি মুনি বলে শুন সূতসুত।
কহিলা সকল কথা শ্রবণে অদ্ভুত॥
জরৎকারু মুনিরে বাসুকি ভগিনী দিল।
কহ শুনি আস্তীকের কিসে জন্ম হৈল॥
সৌতি বলে জরৎকারু বিবাহ করিয়া।
পূর্ব্ববৎ বনে ভ্রমে একাকী হইয়া॥
জরৎকারু ভগিনীকে বাসুকি কহিল।
কহ ভগিনী মুনি সহ কি কথা হইল॥
রক্ষণ ভরণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি তুমি কহ অগ্রেতে আমার॥
জরৎকারু বলে আমি মুনি নাহি দেখি।
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী॥
এত শুনি বাসুকির বিষণ্ণ বদন।
আর দিনে মুনির পাইল দরশন॥
বাসুকি বলেন মুনি কর অবধান।
তোমাকে আপন ভগিনী করিলাম দান॥
যত্নেতে রাখিয়াছিলাম তোমার কারণ।
বিবাহ করিয়া তার করিবা পালন॥
মুনি বলে মোর চিত্তে বিবাহ না ছিল।
পিতৃগণ দুঃখ দেখি বিবাহ হইল॥
গৃহবাস করিতে না লয় মোর মন।
শরীরে না সহে মোর কাহার বচন॥
তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে।
কখনহ কোন বাক্য না বলিবে মোরে॥
যদি বলে ত্যজিব আমার সত্য বাণী।
বাসুকি বলিল সত্য যাহা বল মুনি॥
মম ভগিনী করিবে অপ্রিয় যেই দিনে।
নিশ্চয়ে করিও ত্যাগ তাহারে সে দিনে॥
তবেত বাসুকি গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
রত্নময় গৃহে দিল মণিময় স্থান॥
জরৎকারু সহ মুনি করিল পয়াণ।
কত দিনে নাগিনীর হইল ঋতুস্নান॥
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশিকলা বাড়ে যেন দিবসে দিবসে॥
বহু সেবা করে কন্যা জানি মুনিমন।
কর যোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ
যখন যে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
আজ্ঞামাত্রে সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী॥
হেন মতে বহু সেবা করে প্রতিদিনে।
দৈবে এক দিনে দেখে দিন অবসানে॥
মুনি নিদ্রাযুক্ত কন্যাউরু শির দিয়া।
শয়ন করিছে মুনি অচেতন হৈয়া॥
নিদ্রা যায় মুনি আইল সন্ধ্যার সময়।
দেখিয়া নাগিনী মনে ভাবিলেক ভয়॥
অস্ত গেল দিনকর সন্ধ্যা যায় বৈয়া।
না বলিলে ক্রোধ মোরে করিবে জাগিয়া॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
হইল পরম চিন্তা এত সব গণি॥

যে হউক সে হউক ত্যজুক মুনি রাজ।
সন্ধ্যা ধর্ম্ম না রাখিলে হইবে অকায॥
অবহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে।
পঞ্চ মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে॥
এত ভাবি জরৎকারু বলিল ডাকিয়া।
উঠ সন্ধ্যা কর প্রভু সন্ধ্যা যায় বৈয়া॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে মুনি উঠি মহাকোপে।
লোহিত লোচন মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
অমান্য করিলি মোরে করি অহঙ্কার।
এই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর॥
জরৎকারু বলে প্রভু মোর নাহি দোষ।
না বুঝিয়া কেন মোরে কর অভিরোষ॥
সন্ধ্যা বহি যায় প্রভু সূর্য্য যায় অস্ত।
সন্ধ্যাহীনে যত পাপ জান হসমস্ত॥
সে কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিলাম তোমার॥
তবে ত্যাগ কর মোরে বুঝিয়া বিচার॥
মুনি বলে নাগিনি বলিস না বুঝিয়া।
আমি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়া।
ওরে২ সন্ধ্যা তোর কেমত বিচার।
মোরে না বলিয়া যাহ বড় অহঙ্কার॥
সন্ধ্যা বলে মুনিরাজ না করহ ক্রোধ।
এইত আছি যে আমি তব উপরোধ॥
মুনি বলে নাগিনি শুনিলি নিজ কাণে।
অবজ্ঞা করিলি মোরে কি সামান্য জ্ঞানে॥
নিশ্চয় ত্যজিয়া তোরে যাই আমি বন।
পুনরপি না দেখিব তোমার বদন॥
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
কান্দিতে২ কহে চরণেতে ধরি॥
না জানিয়া করিলাম প্রভু অপরাধ।
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ॥
ভাই সব শুনি মোর হইবে নিরাশ।
মোরে দিলেক ভাই বড় করি আশ॥
মাতৃশাপে ভ্রাতৃ মনে বড় ছিল ভয়।
তোমারে আমাকে দিয়া খণ্ডিল সংশয়॥
তোমার ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
তাহাহইতে রক্ষা পাবে মোর ভ্রাতৃগণ॥
বংশ না হইতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া॥
নিশ্চয়ে ছাড়িয়া যদি তুমি যাবে মোরে।
শরীর ত্যজিব আমি তোমার গোচরে॥
এত শুনি সদয় হইল মুনি বর।
আশ্বাসিয়া কন্যার উদরে দিল কর॥
অস্তি২ বলিয়া বুলায় গর্ব্ভে হাত।
এই গর্ব্ভে আছে পুত্র নাগ কুল নাথ॥
এই গর্ব্ভে আছে যেই পুরুষ রতন।
তোর কুল মোর কুল করিবে রক্ষণ॥
চিন্তা ছাড়ি যাহ প্রিয়ে নিজ ভ্রাতৃ গৃহে।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবা যেন দুঃখ নহে॥
বলিলাম বাক্য মোর কভু মিথ্যা নয়।
ত্যজিলাম তোমারে যে জানিহ নিশ্চয়॥
মস্তকেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ॥
ত্যজিয়া কন্যার পাশ মুনি গেলা বনবাস
নাগিনী রাখিয়া একাকিনী।
অশ্রু জল পূর্ণ মুখে করাঘাত হানে বুকে
ভ্রাতৃ স্থানে চলিল নাগিনী॥
ক্রন্দন করয়ে স্বসা মুখে না আইসে ভাষা
দেখিয়া বাসুকি চমকিত।
আশ্বাসিয়া নাগরাজ স্বসাকে জিজ্ঞাসে কায
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত॥
ভ্রাতৃর বচন শুনি কহে গদ২ বাণী
আপনার যত বিবরণ।
অবধান কর ভাই কিছু মোর দোষ নাই
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন॥
নির্ঘাত সদৃশ বাণী ভগিনীর বাক্য শুনি
নাগ হইল বিষণ্ণ বদন।
পূর্ব্বেতে মায়ের শাপে সর্ব্বদা শরীর কাঁপে
অতি শীঘ্র জিজ্ঞাসে কারণ॥
বলহ ভগিনি মোরে জিজ্ঞাসিতে লজ্জা তোরে
আপনি জানহ সভ কথা।
মাতৃ শাপে ভ্রাতৃগণে বড় ভয় ছিল মনে
উপায় করিয়া দিল ধাতা॥
মুনিবীর্য্যে গর্ব্ভে তব যে পুত্রের উদ্ভব
নাগ কুল করিবে সে ত্রাণ।
তথির কারণ তোরে চির দিন রাখি ঘরে
জরৎকারে করিলাম দান॥
তোমার যতেক ভ্রাতৃ আমার যতেক পিতৃ
দুই কুল করিবে উদ্ধার।
এতেক বলিয়া মোরে মুনি গেল দেশান্তরে
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার॥
ত্যজ ভাই মন স্তাপে চিন্তা নাহি মাতৃ শাপে
কভু নাহি মিথ্যা কহে মুনি।
জরৎকারু ইহা বলে যেন সুধা বৃষ্টি হৈলে
আনন্দেতে নাচে সব ফণী॥

উল্লাসিত নাগ রাজা ভগিনীর করে পূজা
নানা রত্নে করিল ভূষিত।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার বহু ভক্ষ্য উপহার
সেবায় যতেক নিয়োজিত॥
তবে ভুজঙ্গম পতি পুছে জরৎকারু প্রতি
কহ তুমি ইহার কারণ।
কহ সত্য জরৎকারি কি দোষ তোমার হেরি
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন॥
আমি তারে ভাল জানি বড় উগ্র সেই মুনি
বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোমা।
তথাপি কিবলি দোষ করিলেক এত রোষ
একা গৃহে ছাড়ি গেল রামা॥
জরৎকারু বলে ভাই শুন তবে বলি তাই
আজিকার দিন অবসানে।
শির দিয়া মোর উরে নিদ্রা গেল মুনি বরে
অস্ত গেল তপন গগণে॥
সন্ধ্যাহত হয় মুনি মনে আমি ভয় গণি
জাগরণে পাছে ক্রোধ করে॥
সন্ধ্যাহীন যেই দ্বিজ সর্প যেন হীন বীজ
একারণে জাগাইলাম তারে॥
জাগি রক্ত মুখ কোপে দেখিয়া হৃদয় কাঁপে
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি।
আমি সন্ধ্যা না করিতে সন্ধ্যা যাবে কোন মতে
সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি॥
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই বলে আমি নাহি যাই
আছি যে তোমার উপরোধে।
সন্ধ্যার বচন শুনি ত্যাগ করি গেল মুনি
এই মাত্র মম অপরাধে॥
মুনির বচন শুনি বিস্ময় মানিল ফণী
ভগিনীরে তোষে মৃদু ভাষে।
ভাল হৈল গেল দ্বিজ দুঃখ না ভাবিহ নিজ
থাক গৃহে পরম সন্তোষে॥
সহস্রেক সহোদর আর যত অনুচর
সহস্রেক বধূর সহিত।
সেবিবে তোমার পায় সর্ব্বদা ঈশ্বরী প্রায়
মোর গৃহে থাক অচিন্তিত॥
এত বলি ফণিবর ডাকি সব সহোদর
নিযোজিল তাহার সেবনে।
হেন মতে জরৎকারী সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি
রহিলত ভ্রাতৃর সদনে॥
গর্ভ বাড়ে অহর্নিশি শুক্লপক্ষে যেন শশী
প্রসবিল সময় সংযোগে।
পরম সুন্দর কায় শিশু পূর্ণ শশি প্রায়
দেখি আনন্দিত সব নাগে॥
রূপে গুণে অনুপাম আস্তীক থুইল নাম
গর্ভকালে কহি গেল পিতা।
শৈশব হইতে সুত সকল গুণেতে যুত
বেদ বিদ্যা ব্রতে অনুগতা॥
আস্তীকের জন্ম কথা অপূর্ব্ব ভারতে গাঁথা
শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥
সৌতি বলে অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ।
কহিব অপূর্ব্ব কথা পুরাণ বচন॥
অবন্তি নগরে দ্বিজ নাম সন্দীপন।
তার স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন॥
এক শিষ্যে দ্বিজ গবী কৈল সমর্পণ।
গুরু আজ্ঞা পাইয়া তারে করয়ে রক্ষণ॥
কত দিনে বলে গুরু কহ শিষ্যবর।
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর॥
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্য বাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড় পাণি॥
গবীগণ দোহনান্তে পীয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে খাইযে আমি করিয়া দোহন॥
গুরু বলে এতদিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল॥
আর কভু তুমি না করহ হেন কায।
গবী দুহি খাও তুমি মুখে নাহি লাজ॥
গুরু আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গবী লৈয়া।
কত দিনে পুনতারে কহিল ডাকিয়া॥
উচিত কহিতে শিষ্য না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে বড় দেখি হৃষ্ট পুষ্ট॥
গবী দুগ্ধ পুন প্রায় তুমি কর পান।
শিষ্য বলে গোঁসাই করহ অবধান॥
যেই হইতে তুমি মোরে করিলা বারণ।
ভিক্ষা করি করি নিত্য উদর ভরণ॥
গুরু বলে ভিক্ষা করি পূরহ উদরে।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দেহ মোরে॥
এত শুনি গবী লৈয়া গেল দ্বিজবর।
পুন জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর॥
কহ শিষ্য বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া রহিয়াছ কহিবা আমায়॥
শিষ্য কহে গবী রাখি অরণ্য ভিতর।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাইয়ে নগর॥

দিবসের যত ভিক্ষা দেই তব ঘরে।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে॥
হাসিয়া বলিল গুরু এ কোন বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার॥
রাত্রি দিবা যত পাও আনি দিবা মোরে।
এত শুনি গবী লৈয়া গেল বন ঘোরে॥
ক্ষুধায় আকুল আত্মা ভ্রমে বনে বন।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ॥
বড়ই দুর্ব্বল হইল শীর্ণ হৈল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায়॥
ভুমিতে২ দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক কূপ মধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল সব গোধনের পাল॥
শিষ্য না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য ভিতর॥
কোথা গেল উদ্দালক ডাকে দ্বিজবর।
উদ্দালক বলে আমি কূপের ভিতর॥
গুরু বলে উদ্দালক পড়িলা কিমতে।
উদ্দালক বলে চক্ষে না পাই দেখিতে॥
অর্ক পত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হইল।
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল॥
দেববৈদ্য অশ্বিনী কুমার দুই জন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাহাকে স্মরণ॥
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরু পাদ।
সন্তোষ হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ॥
চারিবেদ যত শাস্ত্র জানহ সকলে।
যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম মঙ্গলে॥
আজ্ঞা পাইয়া গেল দ্বিজ পরম আহ্লাদে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হইল গুরু আশীর্ব্বাদে॥
তবেত দ্বিতীয় শিষ্য নাম সন্তাপন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ॥
ধান্য ক্ষেত্র জল যায় বাহির হইয়া।
যত্ন করি আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া॥
আজ্ঞামাত্রে সন্তাপন করিল গমন।
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন॥
দন্তেতে খুদিয়া মাটী বাঁধালেতে ফেলে।
রহিতে নাপারে মাটী অতি বেগ জলে॥
পুনঃপুনঃ সন্তাপন করিল যতন।
না পারিল ক্ষেত্র জল করিতে রক্ষণ॥

জল সব যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধাল উপরে॥
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিষ্য দ্বিজ চলিল আপনি॥
ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে শুইয়া আছি বান্ধের উপর॥
বহু যত্ন করিলাম নহিল বন্ধন।
আপনি শুইলাম বান্ধে তাহার কারণ॥
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরু পায় প্রণমিল গিয়া॥
আশিষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারিবেদে আর শাস্ত্রে হউক তব জ্ঞান॥
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম দাসে কহে ভব পরিত্রাণ॥
উতঙ্গ তৃতীয় শিষ্য পঠে গুরু স্থানে।
কত দিনে যায় গুরু যজ্ঞ নিমন্ত্রণে॥
উতঙ্গে বলিল গুরু থাক তুমি ঘর।
কিছু নষ্ট যেন নহে থাকিবা গোচর॥
এত বলি গেল দ্বিজ যথা যজ্ঞস্থান।
কত দিনে গুরু পত্নী কৈল ঋতু স্নান॥
উতঙ্গে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী বলিল।
তোমারে সমর্পি গৃহে তব গুরু গেল॥
কোন দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ॥
শুনিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল উতঙ্গ।
উদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয়ে আতঙ্গ॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
গৃহ রক্ষা হেতু গুরু রাখিল আমায়॥
ঋতু রক্ষা কর্ম্ম এই না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ তাহে গুরুদার॥
এত চিন্তি ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর।
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর॥
উতঙ্গের ব্রাহ্মণীর তাপ মনে জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে॥
দিবে গুরু দক্ষিণা উতঙ্গ যেইক্ষণে।
পাঠাইবা তাহাকে আমার সন্নিধানে॥
তবে দ্বিজ জানিল এ সব বিবরণ।
তুষ্ট হইয়া উতঙ্গে বলিল ততক্ষণ॥
যাহ দ্বিজ সর্ব্ব শাস্ত্রে হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্গ কহে করি যোড় হাত॥

আজ্ঞা কর গোসাঞি দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে আমিত তোমায় না মাঙ্গিব॥
যদি দিবা দেহ গুরু পত্নী যাহা মাগে।
এত শুনি গেল দ্বিজ গুরু পত্নী আগে॥
দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি যোড় পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী॥
পৌষ্য নৃপতির স্ত্রীর শ্রবণ কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল॥
সপ্ত দিন ভিতরে আনিয়া দিবা মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোমারে॥
এত শুনি উতঙ্গ গুরুরে নিবেদিল।
যাও হে নির্ব্বিঘ্নে আইস গুরু আজ্ঞা দিল॥
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্গ চলিল।
কত দূর পথে এক বৃষভ দেখিল॥
পুরী মত্য জিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্গে দেখিয়া বৃষব লিল ডাকিয়া॥
হের দেখ মল মোর উতঙ্গ ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ॥
উতঙ্গ বলিল হেন নহে কদাচন।
অসম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন॥
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য খাও এ গোবর॥
গুরু দিব্য শুনি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর॥
তথা হইতে চলি গেল পৌষ্য নৃপ ঘর।
মাগিল কুণ্ডল যুগ্ম নৃপতি গোচর॥
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।
কর্ণ হইতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে॥
কর্ণ হইতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রাণী।
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেল দ্বিজমণি॥
যেইক্ষণে দ্বিজ হাতে কুণ্ডল পাইল।
সেইক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল॥
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি।
পাছে২ হইয়া থাকে সন্যাসি মুরতি॥
কত পথে উতঙ্গ দেখিয়া সরোবর।
স্নানেতে নামিল বস্ত্র থুইয়া উপর॥
বসন ভিতরে দ্বিজ কুণ্ডল থুইল।
ছিদ্র পাইয়া তক্ষক কুণ্ডল হরি নিল॥
উতঙ্গ থাকিয়া দেখে জলের ভিতরে
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লইয়া পশি লবিদারে॥
ত্যজিয়া যে স্নান দ্বিজ ধায় মুক্ত চুল।
বদারের দ্বার দেখে না পৈশে অঙ্গুলি॥

উপায় না দেখি মুনি বিষাদিত মন।
নখেতে বিদার দ্বার করয়ে খনন॥
এ সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখ হইল অন্তর॥
সেই দণ্ডে নিজ বজ্র কৈল নিযোজন।
বিদারের দ্বার মুক্ত হইল ততক্ষণ।
পাতালে প্রবেশ গিয়া উতঙ্গ করিল।
লিখিল অনেক কথা যতেক দেখিল॥
চন্দ্র সূর্য্য গতায়াত গ্রহ তারাগণ।
মাস বর্ষ ষড় ঋতু সভার সদন॥
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল ভিতরে।
না দেখিল সন্ন্যাসিরে গেল কোথাকারে॥
হেন কালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্বানর।
হে উতঙ্গ ব্রাহ্মণ আমার বাক্য ধর॥
গুরু জ্ঞানে মোরে তুমি করহ বিশ্বাস।
শ্রেয় হবে মোর গুহ্যে করহ বাতাস॥
গুরু নাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইয়া মুখে ফুঁক গুহ্যে দিল॥
গুহ্যে ফুঁক দিতে ধূম বাহিরাইল মুখে।
ধূম ময় সকল করিল নাগ লোকে॥
প্রলয়ের প্রায় হৈল ঘোর অন্ধকার।
বিস্ময় হইয়া নাগ করিল বিচার॥
বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ।
কি হেতু হইল ধূম জিজ্ঞাসে কারণ॥
চর মুখে বৃত্তান্ত পাইল ততক্ষণ।
তক্ষকে আনিয়া বহু করিল গর্জ্জন॥
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল ব্রাহ্মণ হউক সুখী।
এত বলি দ্বিজে তুষ্ট করিল বাসুকি॥
কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্ব স্থানে।
পৃষ্ঠেকরি অশ্ব লইয়া থুইল ব্রাহ্মণে॥
সপ্ত দিন পূর্ণে আইল গুরুর গৃহেতে।
দেখে গুরু পত্নী ক্রোধে আছে জল হাতে।
মুখেতে নির্গত হৈতে ছিল শাপবাণী।
হেন কালে উতঙ্গ দিলেন যুগ্ম মণি॥
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্টা ব্রাহ্মণী হইল।
উতঙ্গ সকল কথা গুরুকে কহিল॥
গুরু বলে যেই বৃষ দিলেক গোবর।
বৃষ নহে অমৃত দিলেক পুরন্দর॥
সন্ন্যাসির বেশে যেই লইল কুণ্ডল।
তক্ষক বিমুখ দ্বারে গেল রসাতল॥
অশ্বরূপে যে তোমার কৈল উপকার।
অশ্বনহে, অগ্নি ইষ্ট সহজে আমার॥

এত শুনি উতঙ্গে রমনে হইল তাপ।
বিনা দোষে দুঃখ মোরে দিল দুষ্ট সাপ॥
তার সমুচিত ফল দিব আমি তারে।
এত শুনি বিদায় মাগিল দ্বিজবরে॥
গুরু প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
যথা রাজা জনমেজয় চলিল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিল মুনি বরে কেন আগমন॥
দ্বিজ বলে নৃপতি করহ কোন কর্ম্ম।
পিতৃ বৈর না শুধিলে নহে পুত্র ধর্ম্ম॥
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার॥
তাহার উচিত রাজা করিতে যুয়ায়।
সর্প কুল বিনাশিতে করহ উপায়॥
উতঙ্গ বচন শুনি রাজা জনমেজয়।
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়া বিস্ময়॥
কহ সত্য মন্ত্রিগণ ইহার কারণ।
তক্ষক দংশনে হইল পিতার মরণ॥
ব্রহ্মশাপে মরিলেন পিতা হেন জানি।
তক্ষক এমত কৈল কভু নাহি শুনি॥
রাজার এমত বাক্য শুনি মন্ত্রিগণ।
কহিতে লাগিল তবে কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
প্রতাপে তোমার বাপ পাণ্ডব সমান॥
মৃগয়া করিতে রাজা ভ্রমে বনে বন।
এক দিন হইল তথা দৈব নির্ব্বন্ধন॥
বিন্ধিয়া হরিণ রাজা পাছে২ ধায়।
আচম্বিতে দ্বিজ এক দেখিল তথায়॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তারে।
মৌনি ছিল কিছুই না কহিল রাজারে॥
ক্রোধে মৃত সাপ তার গলে জড়াইল।
কিছু না বলিল মুনি রাজা ঘরে গেল॥
শৃঙ্গী নামে ঋষিপুত্র দিল শাপ বাণী।
সপ্তম দিবসে তোরে দংশিবেক ফণী॥
পুত্র শাপ দিল পিতা দুঃখিত হইয়া।
রাজারে জানায় মুনি দূত পাঠাইয়া॥
বার্ত্তা পাইয়া করিলেন তাহার উপায়।
সপ্তম দিবস কথা কহি শুন রায়॥
কশ্যপ নামেতে মুনি সর্প মন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোক মুখে শুনি॥
রাখিতে আসিতে ছিল হস্তিনা নগরে।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে॥
নিজ নিজ গুণ পরক্ষিতে দুই জনে।
ভস্ম হইয়া গেল বৃক্ষ তক্ষক দংশনে॥
পুনরপি কশ্যপ রাখিল মন্ত্রবলে।
সেকারণে ধন তারে ফণি বর দিলে॥
ধন পাইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল।
কপটে তক্ষক আসি দংশন করিল॥
এত শুনি নৃপ জিজ্ঞাসিল আরবার।
সত্য কহ শুনিয়া করিব প্রতিকার॥
কশ্যপে তক্ষকে কথা হইল যখন।
এ সকল বার্ত্তা কহিলেক কোনজন॥
মন্ত্রিগণ বলে সর্প যে বৃক্ষ দংশিল।
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে এক জন ছিল॥
বৃক্ষের সহিত সেই ভস্ম হইয়া গেল।
পুনরপি বৃক্ষের সহিত সে জীবিল॥
দেখিল শুনিল যত কহিল নগরে।
এত শুনি নৃপতি কপালে কর করে॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করয়ে ক্রন্দন।
গদ২ ভাষে রাজা বলেন বচন॥
আশ্চর্য্য শুনিহে যত কশ্যপের কথা।
মন্ত্র বলে রাখিতে পারিত মোর পিতা॥
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী এবে জানা গেল॥
বিপ্রের বচনে আসি করিল দংশন।
কশ্যপেরে ফিরাইল কিসের কারণ॥
ধন দিয়া করে লোক পর উপকার।
ধন দিয়া মোর বাপে করিল সংহার॥
পুনরপি রাজা কহে শুন মন্ত্রিগণ।
সত্য কহিলেক যত উতঙ্গ ব্রাহ্মণ॥
উতঙ্গের প্রেম আর প্রিয় পিতৃ কর্ম্ম।
ধ্বংসিব নাগের কুল মোর এই ধর্ম্ম॥
এতেক বলিয়া রাজা আনি পুরোহিত।
আর যত দ্বিজগণ আনিল ত্বরিত॥
সভারে কহিল রাজা নিজ প্রয়োজন।
মোর পিতৃ বৈরী যত আছে সর্পগণ॥
সর্প বিনাশিতে চেষ্টা হইল আমার।
সবংশ সকল নাগ করহ সংহার॥
বিষ জ্বালে যেমত পুড়িল মোর বাপ।
সেই রূপ অগ্নিতে পোড়াও সব সাপ॥
বিপ্রগণ বলে রাজা আছয়ে উপায়।
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায়॥

তোমার নামেতে মন্ত্র আছে বেদমতে।
তোমা বিনা নাহি শক্তি অন্যেরে করিতে॥
এত শুনি নরপতি আনন্দিত মন।
আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণে যজ্ঞের কারণ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত মন্ত্রিগণ।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল তখন॥
পত্রেতে লিখিল দ্রব্য বলে মন্ত্রিগণে।
দেশ দেশান্তরহইতে আনে সর্ব্বজনে॥
সঙ্কল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান।
শিল্পকারে যজ্ঞ স্থান করিল নির্ম্মাণ॥
যজ্ঞ কুণ্ড করিল সে শিল্প বিচক্ষণ।
রাজারে ভবিষ্য কথা কৈল নিবেদন॥
দেখিলাম রাজা যজ্ঞ পূর্ণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ হইতে তব যজ্ঞ বিঘ্ন হবে॥
শুনি নরপতি তবে বলে দ্বারিগণে।
যজ্ঞ কালে আসিতে না দিবা কোন জনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশি২।
আনাইল যজ্ঞ হেতু কত দ্বিজ ঋষি॥
হোতা চণ্ড ভার্গব নামেতে দ্বিজবর।
সদাচারি ব্রতি দ্বিজ আইল বিস্তর॥
ঋষি সে নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল।
উদ্দালক শৌনক আইল যে দেবল॥
বিপ্রগণ বেদ মন্ত্রে জ্বালিল অনলে।
লইয়া নাগের নাম যজ্ঞকুণ্ডে তুলে॥
পর্ব্বত প্রমাণে অগ্নি দেখি লাগে ভয়।
মন্ত্রবলে আসি কুণ্ডে পড়ি ভস্ম হয়॥
আকাশে থাকিয়া যেন মেঘে বৃষ্টি করে
বৃষ্টি ধারাবৎ পড়ে অগ্নির উপরে॥
হাহাকার শব্দ হৈল নগরে নগরে।
প্রলয় সমুদ্র শব্দ কান্দে উচ্চস্বরে॥
আপন ইচ্ছায় উঠে আকাশ উপরে।
নানা বর্ণে নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতরে॥
কেহ অশ্ব কেহ উষ্ট্র কেহ হস্তিপ্রায়।
কেহ কৃষ্ণবর্ণ কেহ শুক্লবর্ণ কায়॥
জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে কোটরে প্রবেশে।
যজ্ঞ স্থানে টানি বান্ধি আনে মন্ত্র পাশে॥
একশত দুইশত পঞ্চশত শির।
পর্ব্বত জিনিয়া কারো বিপুল শরীর॥
মস্তকে লাঙ্গুল ফিরে জিহ্বা লড় বড়ি।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি॥

সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হইয়া ব্যাকুলে।
মহানাদে গর্জ্জি সব পড়য়ে অনলে॥
দুর্গন্ধ হইল যত পূরিল সংসার।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার॥
যখন প্রতিজ্ঞা যে করিল জনমেজয়ে।
ইন্দ্র স্থানে তক্ষক শরণ নিল ভয়ে॥
কহিল বৃত্তান্ত যত যজ্ঞের কারণ।
জনমেজয় যজ্ঞে করে সর্পের নিধন॥
প্রাণ ভয়ে শরণ লইল সুরেশ্বরে।
শুনিয়া নির্ভয় তারে দিল পুরন্দরে॥
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল।
এথাতে নাগের কুল উচ্ছন্ন হইল॥
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ।
চমকিত হইল বাসুকি নাগরাজ॥
ভয়েতে কম্পিত তনু মূর্চ্ছা ঘনেঘন।
ভগিনীরে ত্বরিত করিল নিবেদন॥
দেখহ ভগিনি সব নাগের সংহার।
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার॥
নাগ বংশ রক্ষা হেতু তোমার নন্দন।
পুত্রে কহি রাখ শেষ আছে যেই জন॥
মায়ের শাপেতে যেই চিত্তে ছিল ভয়।
সেই কাল হইল এই নাগের প্রলয়॥
ভ্রাতারে আকুল দেখি কাঁদয়ে নাগিনী।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে সকরুণ বাণী॥
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মাতৃশাপ।
সেই হেতু আমায় পাইল তোর বাপ॥
মম ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার।
এ মহাপ্রলয়ে প্রাণ রাখহ আমার॥
আস্তীক বলিল মাতা কাঁদ কি কারণ।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব এখন॥
জরৎকারু বলে যজ্ঞ করে জনমেজয়।
মন্ত্র বলে সকল ভুজঙ্গ করে ক্ষয়॥
মরিছে মাতুল বংশ করিতে উদ্ধার।
তোমা বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর॥
আস্তীক বলিল মাতা না কর বিষাদ।
এখনি খণ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ॥
বাসুকিরে বল তুমি থাকহ নির্ভয়।
এখনি করিব ত্রাণ নাহিক সংশয়॥
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত।
জনমেজয় যজ্ঞ স্থানে হইল উপনীত॥
প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তারে।
ক্রোধেতে আস্তীক কহে কম্প ওষ্ঠাধরে॥

ব্রাহ্মণ হেলন কর মূঢ় দুরাচার।
নাহি জান এই হেতু হইবে সংহার॥
আস্তীকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পমান।
দ্বার ছাড়ি প্রণমিল অতি সাবধান॥
তথাহইতে আস্তীক গেলেন যজ্ঞস্থান।
বেদ ধ্বনি করি সভা কৈল কম্পমান॥
সভার ব্রাহ্মণগণে করিল বন্দন।
নৃপতিরে বলে তবে আশিষ বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি॥
আইল আস্তীক মুনি করি মহাবেদ ধ্বনি
নৃপতির করিল কল্যাণ।
ধন্য যত চন্দ্র বংশ হেন পুত্র অবতংস
ক্ষত্র মধ্যে না দেখি সমান॥
দেখেছি শুনেছি কত যজ্ঞ হৈল যত যত
কারে দিব ইহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম কুবের বরুণ সোম
আর যত না যায় গণনা॥
যুধিষ্ঠির পাণ্ডু পতি বসুদেব মহামতি
শ্বেতবাহ নহুষ যযাতি।
মান্ধাতা মরুত্ত ভূপ নানা যুগে প্রতিরূপ
দক্ষিণ সগরদাশ রথি॥
ইক্ষ্বাকু ভরতাত্মজ রাজা শিবি শিখী কুজ
নানা যজ্ঞ করিল বহুল।
কেহ শত কেহ ত্রিশ কেহ ষষ্টি কেহ বিশ
এক যজ্ঞ নহে সমতুল॥
পুত্র সহ ব্যাস ঋষি যাহার সভায় বসি
যজ্ঞ হেতু শিষ্যগণ লৈয়া।
সাক্ষাত হইয়া যায় বৈশ্বানর হবি খায়
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
ধন্য শ্রীজনমেজয় নাহি হবে নাহি হয়
তুলনা নাহিক ভূমণ্ডলে।
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির ধনুর্ব্বেদে রঘুবীর
কীর্ত্তি ভগীরথ সমতুলে॥
তেজে সূর্য্য সম প্রভ রূপে যেন কামদেব
ব্রতাচারীভীষ্মের সমান।
ধর্ম্মেতে বাল্মীক মুনি ক্ষমাতে বশিষ্ঠ গণি
বৈভবেতে যেন মরুত্মান॥
আস্তীক বচন শুনি জনমেজয় নৃপমণি
মন্ত্রিগণে বলেন বচন।
বালক দ্বিজের সুত কথা কহে বৃদ্ধ মত
যত২ পূর্ব্ব পুরাতন॥
যাহা মাগে দিব আমি গো অন্নকাঞ্চন ভূমি
এ দ্বিজের পূরাইব আশ।
নাগ শিশু যেই মনে মনোনীত মোর স্থানে
এত বলি করিল আশ্বাস॥
এত শুনি হোতা গণে বলি নররাজার স্থানে
নহে এই দানের সময়।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি করি তক্ষক সে পিতৃবৈরী
যাবৎ অনলে ভস্ম নয়॥
শুনি রাজা বলে দ্বিজে রাখিয়াছ কোন কাযে
অদ্যাপিহ তক্ষক দারুণ।
দ্বিজ বলে নৃপমণি তক্ষক দারুণ ফণী
দেবরাজে লৈয়াছে শরণ॥
শুনিয়াত মহাকোপে দশনে অধর চাপে
বলিল যতেক দ্বিজগণে।
ইন্দ্র রাখে মোর বৈরী তাহার সহিত করি
তক্ষকেও লও হুতাশনে॥
নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া স্রুবদণ্ড হাতে লৈয়া
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে রথে চড়ি দেবরাজে
দেবগণে সঙ্গতি চলিল॥
অপ্সরী অপ্সর যত বাদ্য গীতে হৈয়া রত
মন্ত্র পাশে হইয়া বন্ধিত॥
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
কাশীরাম দাসে বিরচিত॥
সূর্য্য মণ্ডলেতে শুনি নৃত্য গীত নাদ।
যত যজ্ঞে হোতাগণ গণিল প্রমাদ॥
নৃপতির ক্রোধে করিলাম কোন কায।
সর্ব্বনাশ হবে আজি মরে দেবরাজ॥
এত চিন্তি হোতাগণ করিল বিচার।
ইন্দ্র ছাড়া তক্ষকে আকর্ষে আরবার॥
তক্ষক প্রত্যয়ে ইন্দ্র উত্তরিতে ভরি।
অনুগত রক্ষা হেতু আছে কান্দে করি॥
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন।
ইন্দ্র হইতে ছাড়াইল মন্ত্রের বন্ধন॥
আইসে তক্ষক নাগ করিয়া গর্জ্জন।
সঘনে নিশ্বাস ঘোর করিয়া ক্রন্দন॥
মূর্ত্তিমান বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আইসে॥
মাতুল অনলে পোড়ে আস্তীক জানিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ বলি আস্তীক বলিল॥
শূন্যেতে রহিল সর্প আস্তীকের বোলে।
তক্ষক সঘনে কাঁপে ব্রহ্মমন্ত্রবলে॥

আস্তীক বলিল রাজা হও কৃপাবান।
আজ্ঞা কর নৃপতি মাগি যে আমি দান॥
রাজা বলে দ্বিজ শিশু বৈস হস ভায়।
যে মাগিবা দিব আমি বল্যাছি সভায়॥
যজ্ঞ পূর্ণ দিব পিতৃবৈরী দুরাচার।
এই মাত্র মুহূর্ত্তেক বিলম্ব আমার॥
আস্তীক বলিল যদি তক্ষকে পোড়াবে।
তবে তুমি মোরে আর কোন দান দিবে॥
আস্তীকের বাক্য শুনি রাজা চমৎকার।
রাজা বলে যাহা চাহ দিব আমি আর॥
আস্তীক বলিল রাজা কর অবধান।
ইহা বিনা তোমারে না মাগি আমি দান॥
রাজা বলে দ্বিজ হেন না বলিহ আর।
মোর পিতৃবৈরী সে তক্ষক দুরাচার॥
তার হেতু মরিলেক ভুজঙ্গ সকল।
তারে না মারিলে যজ্ঞ সকলি বিফল॥
তাহার নিধনে তুমি না হও বাধক।
অন্য যাহা ইচ্ছা মোরে মাগহ বালক॥
আস্তীক বলিল রাজা তুমি সুপণ্ডিত।
তোমারে বুঝাবে অন্য না হয় উচিত॥
আয়ুঃ শেষে যমে নিল তোমার জনকে।
অকারণে অপরাধি করহ তক্ষকে॥
অসংখ্য ভুজঙ্গ গণে করিলা সংহার।
অহিংসক জনে মার না করি বিচার॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার।
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার॥
আস্তীক বলিল যদি এতেক বচন।
রাজারে বলিল তবে যত সভাজন॥
আপনি বলিলা ব্যাস ডাকিয়া রাজারে।
প্রবোধ করহ মহারাজ ব্রাহ্মণেরে॥
নিবৃত্ত করহ যজ্ঞ সভে বলে ডাকি।
ব্রাহ্মণ বালকে রাজা না কর অসুখী॥
নিবৃত্ত২ বলি হইল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ নৃপতি আপনি॥
সর্পযজ্ঞ নরেন্দ্র করিল নিবারণ।
আস্তীকের পূজা কৈল দিয়া বহুধন॥
নানা দানে তুষিলেক যত দ্বিজগণ।
নিজ২ দেশে সভে করিল গমন॥
আস্তীকে বলিল রাজা করিয়া মেলানি।
অশ্বমেধ কালেতে আসিবা দ্বিজমণি॥
তবেত আস্তীক গেল আপনার ঘর।
কহিল বৃত্তান্ত মাতা মাতুল গোচর॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ হইল আনন্দিত।
নাগ লোকে উৎসব হইল অপ্রমিত॥
যে কিছু আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা কৈল আস্তীকেরে বহু রত্ন দিয়া॥
পুনর্জ্জন্ম দাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর দিব মাগ তুমি যেই মনেলয়॥
আস্তীক বলিল যদি সভে দিবে বর।
এই বর মাগি আমি সভার গোচর॥
প্রতি সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে।
নাগগণ হইতে তার সংশয় নহিবে॥
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
নাগ হইতে কভু ভীত নহিবে সে জন॥
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন।
সত্য কর তবে তার নিশ্চয় মরণ॥
ফাটিবেক শির যেন শিরীষে রফল।
আস্তীকের বাক্য যেই করিবে নিষ্ফল॥
বর দান করিলাম বলে নাগগণে।
নিকটে না যাব কেহ তোমার স্মরণে॥
আদি পর্ব্বে ভারতের নানা উপাখ্যান।
কাশীদাস বিরচিল শুনে পুণ্যবান॥
সৌতি বলে তবে পরীক্ষিতের নন্দন।
ডাকিয়া আনিল যত পাত্র মিত্রগণ॥
সভারে বলয়ে রাজা করিয়া বিলাপ।
না হইল দূর মোর হৃদয়ে রতাপ॥
আপনার চিত্তে আমি করিলাম বিচার।
দ্বিজ বিনা শত্রু মোর কেহ নহে আর॥
ধর্ম্মশীল তাত মোর জগতে বিখ্যাত।
বিনা অপরাধে শাপ দিলেক নির্ঘাত॥
পিতৃ বৈরি বিনাশিতে বহু চেষ্টা ছিল।
তাহে পুন দ্বিজ আসি বাধক হইল॥
শাপেতে মরিল পরীক্ষিত নরবর।
মারিতে রাখিল পুন তক্ষক পামর॥
মোর রাজ্য বসিয়া এতেক অহঙ্কার।
দ্বিজের কুরীতি অঙ্গে সহ্য নহে আর॥
ক্রোধানলে মোর অঙ্গ হইছে দহন।
হেন মনে হয় সব মারিব ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য করিলেক দ্বিজধ্বংস।
উদর চিরিয়া মারিলেক ভৃগুবংশ॥
সেই মত দ্বিজ সব করিব সংহার।
যে হউক এই সত্য বচন আমার॥
নৃপতির বাক্য শুনি সভে স্তব্ধ হইল।
যত পাত্র মিত্রগণ উত্তর না দিল॥

রাজা বলে কেহ কেন না দেহ উত্তর।
মন্ত্রিগণ বলে অবধান নরবর॥
বিষম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে।
কে দিবেক যুক্তি রাজা দ্বিজ বিনাশিতে॥
কহিলা যে কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন॥
সেই ভৃগু কুলে জাত রাম ভগবান।
ক্ষত্রিয় শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান॥
ক্ষত্রি বলি পৃথিবীতে না রহিল আর।
ব্রাহ্মণ ঔরসে পুন হইল সঞ্চার॥
বচনে সৃজন করে বচনে পালন।
ক্ষণেকেতে করে ভস্ম যাহার বচন॥
অগ্নি সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে রাজা নাহিক নিস্তার॥
এক যুক্তি চিত্তেতে আইসে নৃপমণি।
উপায় করিয়া দ্বিজবীর্য্য কর হানি॥
কুশোদকে দ্বিজের পবিত্র হয় অঙ্গ।
কুশ বিনা হইবেক কর্ম্ম অঙ্গভঙ্গ॥
হীন তেজে হইবে দ্বিজের ধর্ম্মহীনে।
পশ্চাৎ করিব দগ্ধ আন দ্বিজগণে॥
রাজা বলে ভাল যুক্তি কৈলা সর্ব্বজন।
এমতে নাশিব দ্বিজ লৈল মোর মন॥
এত বলি নরপতি দূতগণ আনে।
আজ্ঞা করে ডাকিয়া আনিয়া কোড়াগণে॥
সব কোড়াগণ তোরা চতুর্দ্দিগে যাহ।
পৃথিবীর যত কুশ খুদিয়া ফেলহ॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা এ নহে বিচার।
রাজা নষ্ট করে কুশ বন্সিবে সংসার॥
না খুদিলে মরিবেক করিব উপায়।
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আনি দেহ তায়॥
এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশমূলে।
স্থানে পিপীলিকা গিয়া খাইবে সকলে॥
পিপীলিকা কুশমূল কাটিয়া পাড়িবে।
কার্য্যসিদ্ধি হবে হিংসা কেহ না জানিবে॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল ততক্ষণ।
চারি ভিতে চলিল যতেক দূতগণ॥
রাজ্যে২ বার্ত্তা কৈল যত অনুচরে।
মারিল সকল কুশ দেশ দেশান্তরে॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরামদাস গদাধরাগ্রজ॥
কুশ না মিলিলে দ্বিজ হইল চমৎকার।
স্থানে২ বসি সভে করেন বিচার॥
এত সব করিল জানিল ব্যাস মুনি।
নৃপতিকে বুঝাবারে চলিল আপনি॥
ব্যাস দেখি আনন্দিত জনমেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তার বহু করে পূজা॥
আনন্দিত ব্যাস মুনি বসিয়া আসনে।
নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে॥
বদরিকাশ্রমেতে শুনিলাম সমাচার।
ব্রাহ্মণ হিংসন কর কিমত বিচার॥
সর্ব্ব ধর্ম্মবিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা মন॥
যার ক্রোধে যদুকুল হইল বিধ্বংস
যার ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যার ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
যার ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি॥
যার ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ।
যার ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ॥
পূর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহগণ।
যারে সেবি বিজয়ী হইল ত্রিভুবন॥
হেন জন সহ হিংসা কর কিকারণ।
শুনিয়া বলিল রাজা নিজ নিবেদন॥
বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি।
পিতৃবৈরি মারিতে বাধক হৈল আসি॥
এই হেতু ক্রোধ মনে হইতেছে আমার।
নিজ দুঃখ নিবেদন অগ্রেতে তোমার॥
ব্যাস দেব বলে ধীর হও নরপতি।
ক্রোধে ধর্ম্ম নাশ করে বিনাশে বিভূতি॥
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজা কর অকারণ।
ভবিষ্যৎ খণ্ডন না হয় কদাচন॥
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন।
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্র বিজ্ঞ জন॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম করিবেক অপ্রমিত।
ভুজঙ্গ দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত॥
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার।
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করিহ আর॥
কে খণ্ডিতে পারে রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
অকারণ না বুঝি ব্রাহ্মণ সহ দ্বন্দ্ব॥
ব্যাসের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন।
ভাবিয়াত কুশ হিংসা কৈল নিবারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
রাজা বলে অকারণ করিলাম এত।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত॥

এ পাপ নরকহইতে না দেখি নিস্তার।
কহ মুনি কিমত ইহাতে পাব পার॥
জ্ঞাতি বধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ।
অশ্বমেধ করি পাপ হইল মোচন॥
আমিও করিব সেই বাজিমেধ যজ্ঞ।
শুনি নিষেধিল ব্যাস সকল শাস্ত্রজ্ঞ॥
রাজা বলে মুনি কেন করহ নিষেধ।
পিতৃ পিতামহ মোর কৈল অশ্বমেধ॥
অক্ষম জানিয়া মোরে নিষেধহ প্রায়।
সাক্ষাতে কহি যে যজ্ঞ করিব নিশ্চয়॥
মুনি বলে ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে।
বাজিমেধ নাহি রাজা এ কলিযুগেতে॥
মাংস শ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ।
দেবরহইতে পুত্র কলিতে নিষেধ॥
অবশ্য করিব যজ্ঞ বলে মহারাজ।
মোরে বিঘ্ন করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ॥
মুনি বলে করহ যে তব মনে লয়।
কি মতে কহিব আমি বেদে নাহি কয়॥
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্ধান।
নৃপতি করিল তবে যজ্ঞের বিধান॥
যজ্ঞ অশ্ব নিযোজিল সেনাপতিগণ।
বহুদেশ দেশান্তর করিল ভ্রমণ॥
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল।
যত রাজাগণ বলে জিনিয়া আনিল॥
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে॥
বপুষ্টমা রাণী সহ আছে নৃপবর।
অসিপত্রব্রত আচরিয়া সম্বৎসর॥
হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র পূর্ণিমাতে।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ভুনিল অগ্নিতে॥
দ্বিজগণ বেদশব্দে পূরিল গগণ।
শূন্য মণ্ডলেতে থাকি দেখে দেবগণ॥
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলি যুগমাঝ।
বেদনিন্দা ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ॥
কাটা মুণ্ড অশ্বের যে আছিল বিশেষ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে হইল প্রবেশ॥
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভাখণ্ড॥
রাণী সহ নৃপতি আছয়ে সভামাঝ।
নাচে মুণ্ড সভাখণ্ড পাইল বড় লাজ॥
যতেক সভার লোক অধোমুখ হইল।
ব্রাহ্মণ কুমার এক হাসিয়া উঠিল॥
পুনঃপুন তালি মারে হাসে খল খল।
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত অনল॥
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরশান।
দ্বিজ পুত্র কাটিয়া করিল দুইখান॥
হাহাকার শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায়।
চতুর্দ্দিগে দ্বিজগণ পলাইয়া যায়॥
ব্রহ্মবধী মহাপাপী এই দুরাচার।
দেখিলে হইবে পাপ বদন ইহার॥
যত দূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার।
তত দূর দ্বিজের বসতি নাহি আর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ নাম করিয়া আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংস খায় এবে জানা গেল॥
ফেলাহ ইহার দ্রব্য যেআছে যথায়।
এত বলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায়॥
ব্রাহ্মণবধির মুখ দেখা অনুচিত।
রাজাগণ যথা তথা গেল চতুর্ভিত॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন।
সভে গেল একামাত্র রহিল রাজন্॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম কহে শুনি তরিবে সংসার॥
অন্তর্য্যামি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপরাশর মুনি।
বর্ণনা না যায় যার অপ্রমিত গুণী॥
সত্যবতীহৃদয় নন্দন মুনি ব্যাস।
যার মুখ চন্দ্র তিন ভুবন প্রকাশ॥
যেই মুখ পঙ্কজ গলিত সুধাধার।
পাপেতে তরিল প্রাণী এভব সংসার॥
কনক পিঙ্গল জটা বিরাজিত শির।
কৃষ্ণ অঙ্গ শোভে যেন তড়িতে মুদির॥
অম্বর সম্বরি যে ভারত বাঁধি কাঁখে।
দক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে২॥
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয় হৃদয়।
উপনীত সেখানে যেখানে জনমেজয়॥
অধোমুখে আছে রাজা হয়ে শোকাবেশ।
ব্যাস দেখি লজ্জাবান হইল বিশেষ॥
মুনি বলে অভিমান ত্যজ নরপতি।
বাক্য না শুনিলা রাজা হৈল এই গতি॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস।
চরণে পড়িয়া কহে গদগদ ভাষ॥
আমা হেন নিন্দিত নাহিক এ সংসারে।
তোমার বচন না শুনিলাম অহঙ্কারে॥
তার সমুচিত ফল নিকটে পাইলাম।
দুস্তর নরক সিন্ধুমধ্যেতে পড়িলাম॥

কৃপা কর মুনিরাজ পড়িলাম চরণে।
তোমা বিনা তারে মোরে নাহি অন্যজনে॥
ত্যজিল আমারে ভ্রাতৃ মন্ত্রি যত জন।
ত্যজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগণ॥
পাপী বলি কেহ মোর নিকটে না আইসে।
আপনি আইলা মোরে তুমি স্নেহরসে॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কি করি এখন।
পাপ সিন্ধুহৈতে মোরে করহ তারণ॥
মুনি বলে চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার॥
ব্রহ্মবধ আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ ফল পাবা নাহিক সংশয়॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত কাহিনী।
শুচি হয়ে এক মনে শুন নৃপমণি॥
খণ্ডিবেক পাপ তাপ নাহিক সংশয়।
আমার বচনে যদি করহ প্রত্যয়॥
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নৃপবর॥
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করাতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবা নিশ্চিতে॥
পূর্ব্বে জিজ্ঞাসিলা পিতৃ পিতামহ কথা।
সেই সব কথা এই ভারতেতে গাঁথা॥
মহাপুণ্য যত কথা অতুল সংসারে।
করহ শ্রবণ মুক্ত হবা নৃপবরে॥
এত শুনি জনমেজয় আনন্দ হৃদয়।
ধরিল মুনির পায় করিয়া বিনয়॥
কৃপাবান যদি মোরে কর এই মত।
আপনি শুনাহ মোরে শ্রীমহাভারত॥
মুনি বলে ভারতের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার॥
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন॥
ইনি শুনাইবেন মহাভারত আখ্যান।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করেন সম্মান॥
এত বলি মুনিরাজ গেল নিজস্থান।
বৈশম্পায়নে বৈল কহিতে পুরাণ॥
শৌনকাদি মুনি সূতপুত্রে জিজ্ঞাসিল।
আস্তীকের উপাখ্যান কহিলা সকল॥
কশ্যপাদি মুনি ছিল যজ্ঞের সদনে।
কোন২ প্রসঙ্গ হইল সেই স্থানে॥
সৌতি বলে কহি শুন অদ্ভুত কথন।
যজ্ঞস্থানে ব্যাস মুনি আইল যখন॥
ব্যাস দেখি আনন্দিত জনমেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করিলেন পূজা॥
প্রসন্ন হইয়া ব্যাস বসিলেন তথা।
বিনয়ে জনমেজয় জিজ্ঞাসেন কথা॥
আমারে বলহ মুনি ইহার কারণ।
চির দিন শুনিতে উৎসুক মম মন॥
কোন হেতু আমার প্রপিতামহগণ।
ভাই২ যুদ্ধ করি হইল নিধন॥
আপনি আছিলা তুমি সে সব সময়।
তবে কেন বিবাদে হইল সব ক্ষয়॥
ব্যাস বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার॥
দেখহ আমার শিষ্য যে বৈশম্পায়ন।
এ সব কথায় ইনি বড় বিচক্ষণ॥
যাহা জিজ্ঞাসিবা তাহা কহিবে সকল।
এত বলি গেল ব্যাস আপনার স্থল॥
তবে শ্রীজনমেজয় ব্যাসের বচনে।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে ততক্ষণে॥
তার তলে বসি রাজা সহ মন্ত্রিগণ।
চারি জাতি নগরেতে শ্রেষ্ঠ যতজন॥
নানা রত্ন দিয়া মুনিরাজে কৈল পূজা।
বিনয় বচনে তবে জিজ্ঞাসিল রাজা॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামে বিরচিত শুনে পুণ্যবান॥
তবে শ্রীজনমেজয় মুনিরে লইয়া।
জিজ্ঞাসিল পুণ্য কথা বিনয় করিয়া॥
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত কাহিনী॥
প্রথমে বন্দিল গুরু ব্যাস মহামুনি।
যাহার রচিত গ্রন্থ ভারত কাহিনী॥
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে॥
রাজা হইয়া শুনিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
ব্রাহ্মণে শুনিলে নহে নরকের ভয়॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খণ্ডয়ে সব দুঃখ।
অপুত্রক শুনিলে দেখয়ে পুত্রমুখ॥
রাজভয় শত্রুভয় পথিভয় আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে আর যত ব্যাধি॥
মোক্ষ শাস্ত্র বলি যেই ব্যাসের রচিত।
সম্পূর্ণ সকল রসে করিল বর্ণিত॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
তার সম ফল নাহি স্বর্গের উপর॥

ইহ লোকে আয়ু যশ অন্তে স্বর্গে যায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়॥
শুচি হৈয়া মন দিয়া যে জন শুনায়।
ব্যাসের বচন ইথে নহেক সংশয়॥
এক লক্ষ শ্লোক এই ভারত নির্ম্মাণ।
নানা ধর্ম্ম চিত্র সুবিচিত্র উপাখ্যান॥
হরি শব্দ কর সভে শুন এক চিতে।
প্রথমেতে সভাকার রক্ষা যেই মতে॥
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষত্র হইল অপার।
মহামত্ত হৈয়া সভে করে কদাচার॥
লোক হিংসা সহিতে না পারি জনার্দ্দন।
ভৃগুবংশে হইলেন অবতার তখন॥
করেতে কুঠার জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
ক্ষত্র বলি ক্ষিতিমধ্যে না রাখিল রাম।
মারিল দুগ্ধের শিশু ক্ষত্র যার নাম॥
ব্রাহ্মণের রাজ্য দিয়া গেল তপোবন।
বিপ্রগৃহে প্রবেশিল ক্ষত্রিয়াণীগণ॥
রাজকর্ম্ম বিপ্রগণে সম্ভব না হয়।
ক্ষত্রগর্ভে বিপ্র জন্ম হইল তনয়॥
ক্ষত্র স্ত্রীতে বিপ্রবীর্য্যে হইল কুমার।
পুনঃ ক্ষিতিমধ্যে হৈল ক্ষত্রিয় প্রচার॥
নিষ্পাপ হইল সভে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ হইল অধিক॥
ধর্ম্মেতে করিল সভে প্রজার পালন।
রাজ্যেতে নাহিক আর অকাল মরণ॥
নিজ২ বৃত্তিতে করেন সভে কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের যে ধর্ম্ম॥
পাপের প্রসঙ্গ নাহি ধর্ম্মেতে তৎপর।
সাগর অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হৈল নর॥
স্বর্গের বৈভবে পূর্ণ হৈল ক্ষিতিমাঝ।
রাজাগণ হইল দ্বিতীয় দেবরাজ॥
এত দেখি যতেক দানব দৈত্যগণ।
দেবহৈতে পরাভব হইল যখন॥
সুখ ভোগ স্থান ক্ষিতি দেখি মনোরম।
ভোগের কারণে নিল মনুষ্য জনম॥
জন্মিয়া পৃথিবীমধ্যে হইল প্রবল।
তপ জপ যজ্ঞ দান হিংসিল সকল॥
হিংসকের ভার ধরা সহিতে না পারে।
দণ্ডবৎ করি গিয়া ব্রহ্মার গোচরে॥
দণ্ডবৎ হইয়া ক্ষিতি ব্রহ্মার গোচরে।
নয়ন গেল পূর্ণ অশ্রুজল ঝরে॥
ক্ষিতির রোদন দেখি দেব প্রজাপতি।
জানিয়া সকল তত্ত্ব সান্ত্বাইল ক্ষিতি॥
না কর ক্রন্দন তুমি স্থির কর মন।
উপায় তোমার কার্য্যে করিব সাধন॥
তোমার বিকলে আমি সব দেবগণে।
নররূপে জন্মাইব অসুর নিধনে॥
এত বলি পৃথিবীরে করিল মেলানি।
দেবগণ লৈয়া যুক্তি করে পদ্মযোনি॥
প্রলয় অসুরগণ হৈল ক্ষিতিভার।
হরি বিনা কার শক্তি করিবে সংহার॥
চল সভে ইহা জানাইব নারায়ণে।
এত বলি ব্রহ্মা সহ যত দেবগণে॥
ঊর্দ্ধবাহু করি স্তুতি করে প্রজাপতি।
কৃপা কর নারায়ণ অনাথের গতি॥
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি সভার জীবন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল ভুবন॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে দানব প্রবল।
তোমা বিনা রক্ষা নাহি মজিল সকল॥
কাতর হইয়া ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি।
করিলেন অনুজ্ঞা কৃপায় লক্ষ্মীপতি॥
তোমার বচনে ব্রহ্মা হৈব অবতার।
আপনি খণ্ডিব আমি অবনির ভার॥
নিজ২ অংশ লৈয়া যত দেবগণে।
সভে জন্ম লও গিয়া মনুষ্যভুবনে॥
এতেক আকাশবাণী শুনি প্রজাপতি।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল দেবগণ প্রতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত বিদ্যাধরে।
সভে জন্ম লহ গিয়া আজ্ঞা অনুসারে॥
ব্রহ্মার আদেশ পাইয়া যত দেবগণ।
অবনির মাঝে গিয়া জন্মিল তৎক্ষণ॥
দেবতা মানব দৈত্য একত্র হইল।
শুনি জনমেজয় মুনিরে জিজ্ঞাসিল॥
কোন জন দৈত্য ইথে কেবা দেবনর।
প্রত্যেকে আমারে সব কহ মুনিবর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেমন হইল শুন সৃষ্টির সৃজন॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র হইল ছয় জন।
ছয় জনহইতে শুন জন্মে ত্রিভুবন॥
মরীচ ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জানি।
তাঁর পুত্র হইল কশ্যপ মহামুনি॥
তের কন্যা দক্ষের বিবাহ করে মুনি।
তাসভার নাম শুন প্রত্যেকে ব্যাখানি॥

অদিতি কপিলা দনু কদ্রু মুনি ক্রোধা।
দনায়ু সিংহিকা কালি দিতি আর প্রধা॥
বিশ্বা আর বিনতা নামে তের জন গণি।
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি॥
অদিতির গর্ব্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ।
যাহার কিরণে এই প্রকাশ দিবস॥
যম মিত্র অংশ ভগ বরুণ গরিতা।
অষ্টা বিষ্ণু বিবস্বান্ সবিতা বিধাতা॥
ইত্যাদি অদিতিপুত্র হৈল বহুতর।
সকল পুত্রের শ্রেষ্ঠ হৈল পুরন্দর॥
দিতিপুত্র দুই হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যক।
দেবের পরম শত্রু প্রতাপে পাবক॥
হিরণ্যকপুত্র তবে হৈল পঞ্চ জন।
প্রধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্যপাবন॥
তিন পুত্র হৈল তার মহাধনুর্দ্ধর।
বিরোচন কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর॥
বিরোচনের পুত্র হৈল বলি মহাশয়।
তার পুত্র বাণ বীর ভুবনদুর্জ্জয়॥
মহাকাল নাম তার শিবের কিঙ্কর।
সহস্রেকভুজেতে ভূষিত কলেবর॥
দনুর নন্দন হৈল দানব সকল।
চতুস্ত্রিংশৎ পুত্র হৈল বলে মহাবল॥
বিপ্রচিত্তি শম্বর পুলোমা মঞ্জুকেশী।
এবং বিধ বহু নাম দানবেতে ঘুষি॥
ইহা সভাকার পুত্র পৌত্র কোটি কোটি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে দানব দল কোটি॥
রাহু নামে এক পুত্র সিংহিকা উদরে।
চক্রে কাটি দুই অঙ্গ কৈল চক্রধরে॥
দনায়ুর চারি পুত্র হইলেক ক্রমে॥
জানহ বিক্ষর বল বীর বৃত্র নামে।
কালার নন্দন হৈল কালকেতুগণ॥
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবন।
বিনতার দুই পুত্র গরুড় অরুণ॥
পক্ষির ঈশ্বর হৈল পন্নগনাশন।
কদ্রুর নন্দন হৈল অনন্ত বাসুকি॥
ইত্যাদি কদ্রুর পুত্র সহস্রেক লিখি।
অনুরম্ভা আকীরা বিশ্বার দুহিতা॥
প্রধার নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা॥
অলম্বুষা মিশ্রকেশী রম্ভা তিলোত্তমা।
সুবাহু সুব্রতা আদি লোকে অনুপমা॥
হাহা হুহু নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা।
কপিলার পুত্রগণে সভে করে পূজা॥

ব্রাহ্মণ অমৃত গবী কপিলা উদরে।
যাহার মহিমা গুণ বিখ্যাত সংসারে॥
চিত্র রথ আর যত অপ্সর কিন্নরে।
কান্যপ কপিল জন্ম ক্রোধার উদরে॥
মুনির উদরে জন্ম সন্তকি যে মনি।
জগত জননী এই তের দাক্ষায়ণী॥
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র তার তিন সুত।
বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর্ত্ত গুণযুত॥
পৌলস্ত্য মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
বিশ্বশ্রবা পুত্র তার সর্ব্বগুণ ধরে॥
কুবেরাদি যক্ষ যত তাহার নন্দন।
রাক্ষস রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ॥
অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি।
পঞ্চাশত কন্যা তার হইল উৎপত্তি॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয়।
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয়॥
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া।
বুদ্ধি লজ্জা মতি এই বংশ দশ প্রিয়া॥
তিন পুত্র ধর্ম্মের শুনহ তার নাম।
সর্ব্ব ঘটে স্থিতি তার শম হর্ষ কাম॥
কামের বনিতা রতি প্রাপ্তিপতি শম।
হর্ষের রমণী নন্দা এই তার ক্রম॥
অশ্বিন্যাদি কন্যা সপ্ত বিংশ দাক্ষায়ণী।
বিবাহ করেন চন্দ্র দিল দক্ষ মুনি॥
দক্ষের তনয় হৈল বসু অষ্ট জন।
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন॥
বিশ্বকর্ম্মা আদি বহুবসুর কুমার।
মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র আদি সন্ততি তাহার॥
যত কহিলাম পুর্ব্ব সৃষ্টির সঞ্চার।
প্রত্যক্ষে শুনহ তত মহ্য অবতার॥
দানব প্রধান বিপ্র চিত্তি মহাতেজা।
জরাসন্ধ নামে হৈল মগধের রাজা॥
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যের প্রধান।
শিশুপাল হইল সে মহাবলবান॥
শল্য সে হইল পুর্ব্বে সংহ্লাদ যে ছিল।
অনুহ্লাদ আসি মর্ত্ত্যে ধৃষ্টকেতু হৈল॥
বাস্কল আসিয়া হৈল ভগদত্তনাম।
কালনেমি হৈল কংস মথুরায় ধাম॥
শরভনামেতে দৈত্য পৌরব হইল।
উগ্রসেন নামেতে গরিষ্ঠনাম হৈল॥

দীর্ঘজিহ্ব নামে দৈত্য নাম কাশীরাজা।
মণিমান নাম বৃত্রাসুর মহাতেজা॥
কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্য দেশে।
হরিদশ্ব হৈল রুক্মী ভীষ্মক ঔরসে॥
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে।
কালকেতুগণ আসি জন্মিল ভূতলে॥
বৃহস্পতি অংশে হইল দ্রোণ মহাশয়।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয়॥
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য অজর অমর।
বসু অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নৃপবর॥
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্ব অংশে জন্ম।
অত্রি শশি পাণ্ডুর বিদুর হইল জন্ম॥
সুবাহু গন্ধর্ব্ব ধৃতরাষ্ট কুরুপতি।
সিদ্ধি বৃদ্ধি কুন্তী মাদ্রী গান্ধারী সে মতি॥
ধর্ম্ম অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা।
বায়ু অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা॥
দেবরাজ অংশে জন্ম নিল ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার হৈতে মাদ্রীর তনয়॥
চন্দ্র হইল আসি অভিমন্যু মহাবীর।
কামহৈতে প্রদ্যুম্ন বিখ্যাত যদুবীর॥
বসুদেবে দয়া করি দয়াময় হরি।
তার গৃহে জন্মিলা গোলোক পরিহরি॥
শেষ অংশে জন্ম হৈল রোহিণীনন্দন।
দ্রৌপদী জন্মিল আসি সভার নিধন॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন যুযুৎসু তৎপর।
দুঃশাসন দুঃসহ দুঃশল বীরবর॥
প্রথম দুর্ম্মুখ তথা বিবিংশতি বীর।
বিকর্ণ শ্রীজলসন্ধ সুলোচন ধীর॥
বিন্দ অনুবিন্দ শ্রীদুর্দ্ধর্ষ সুবাহুক।
দুঃপ্রধর্ষ দুর্ম্মর্ষণ দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ॥
দুষ্কর্ণ আরো যে কর্ণ চিত্র তারপর।
উপচিত্র পরেতে চিত্রাক্ষ নামধর॥
চিত্রাঙ্গদ দুর্ম্মদ জানহ অনন্তর।
দুঃপ্রহর্ষ বিবিৎসু বিকট তৎপর॥
ঊর্ণনাভ পদ্মনাভ নন্দনামধর।
উপনন্দ সেনাপতি সুষেণ কুণ্ডোদর॥
মহোদর চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্মা ধীর।
সুবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন অযো বাহুবীর॥
মহাবাহু চিত্রচাপ নামে সুকুণ্ডল।
ভীমবেগ ভীমবল বলাকী তৎপর॥
শ্রীভীমবিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তারপর॥

দৃঢ়বর্ম্মা দৃঢ়ক্ষেত্র সোমকীর্ত্তি বীর।
অনূদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর॥
সত্যসন্ধ সহস্রবাক্ উগ্রশ্রবা খ্যাত।
উগ্রসেন ক্ষেমমূর্ত্তি আর অপরাজিত॥
পণ্ডিতক বিশালাক্ষ দুরাধন বীর।
দৃঢ়হস্ত সুহস্ত আর বাতবেগ ধীর॥
সুবর্চ্চা আদিত্যকেতু বহ্বাশী অপর।
নাগদত্ত অনুযায়ী কবচী তৎপর॥
জানহ নিষঙ্গী দণ্ডী আর দণ্ডধার।
ধনুগ্রাহ উগ্র তথা ভীমরথ আর॥
বীর বীরবাহু অলোলুপ নামধেয়।
অভয় আর রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ জ্ঞেয়॥
অনাধৃষ্ট কুণ্ডভেদী বিরাবী তৎপর।
সুদীর্ঘলোচন দীর্ঘবাহু অনন্তর॥
মহাবাহু ব্যূঢ়োরু তাহার যে অনুজ।
জানহ কনকাঙ্গদ পরেতে কুণ্ডজ॥
চিত্রক শ্রীপুরুমিত্র করণ তৎপর।
আর সত্যব্রত এই শত সহোদর॥
বেশ্যাপুত্র যুযুৎসু সে হয় শতোপরি।
একা সহোদরামাত্র দুঃশলা সুন্দরী॥
জ্যেষ্ঠ অনুক্রমে করিলাম এ রচন।
ভারতে যেমন আছে ব্যাসের বচন॥
শত এক সুত ধৃতরাষ্ট্রের হইল।
দুঃশলারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল॥
অংশ অবতার কথা প্রত্যক্ষে প্রকাশ।
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস॥
মুনি বর বলে শুন রাজা জনমেজয়।
ভারত বংশের কথা শুন মহাশয়॥
দুষ্মন্তনামেতে রাজা জগতে বিদিত।
তাঁহার মহিমা কথা না হয় বর্ণিত॥
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে দুষ্টেরে সংহারে॥
মহাপরাক্রমী রাজা রূপ গুণবন্ত।
পৃথিবীতে একছত্র করিল দুষ্মন্ত॥
মৃগয়াতে বড় রত মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর॥
হস্তী হয় পদাতিক না যায় গণন।
সসৈন্য বেড়িল রাজা একমহাবন॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
অনেক মারিল রাজা না যায় গণন॥
যতেক রাজার সৈন্য মারি মৃগচয়।
শকটে পূরিয়া কেহ কান্ধে করি লয়॥

কোন২ জন তথা খাইল পুড়িয়া।
আর এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া॥
হিরণ্যনামেতে বন অতি মনোরম।
চৈত্র বন সমান সে মুনির আশ্রম॥
নানা জাতি বৃক্ষ তথা ফুল ফল ধরে।
নানা জাতি পক্ষি তথা সদা নাদ করে॥
মধু চক্র ডালে ডালে বৈসে তরুগণে।
বায়ু তেজে পুষ্পবৃষ্টি হয় অনুক্ষণে॥
নানা পক্ষিগণ তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পক্ষিকে না করে ভক্ষ মুনিরাজ ডরে॥
মালিনী নামেতে নদী দেখিয়া নিকটে।
মুনিগণ বৈসেন তাহার দুই তটে॥
মুনির আশ্রম বুঝি দুষ্মন্ত নৃপতি।
ডাকিয়া বলেন রাজা সৈন্যগণ প্রতি॥
অগ্নিহোত্র ধূম গিয়া পরশে গগণ।
ব্রহ্মার সদনে যেন মন্ত্র উচ্চারণ॥
মুনি সম্ভাষিয়া আমি আসি যতক্ষণ।
এই খানে তাবত থাকহ সর্ব্ব জন॥
এত বলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া।
কণ্বের আশ্রমে রাজা উত্তরিল গিয়া॥
প্রবেশ করিল গিয়া মুনির অন্তঃপুরে।
দেখিল সে কণ্ব নাই চিন্তে নৃপবরে॥
হেন কালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তুষ্ট কৈল নৃপমণি॥
দেখিয়া কন্যার রূপ নৃপতি মোহিত।
জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতিকামে হতচিত॥
দুষ্মন্ত নৃপতি আমি শুন সুবদনি।
এথা আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি॥
কোথায় গেলেন মুনি কহত সুন্দরি।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি॥
কন্যা বলে গেল পিতা ফলের কারণ।
মুহূর্ত্তেক রহ এথা আসিবে এখন॥
মুনির নন্দিনী আমি শুন নৃপবর।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর॥
তোমার সদৃশ রূপ কোথাহ না দেখি।
মুনিকন্যা সত্য তুমি কহ শশিমুখি॥
পরম তপস্বী মুনি ফলমুলাহারী।
দারাত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাব্রহ্মচারী॥
তাহার তনয়া তুমি হইলা কিমতে।
কহ সত্য সুবদনি আমার সাক্ষাতে॥
কন্যা বলে শুন মম জন্মের কাহিনী।
যে মতে হইলাম আমি মুনির নন্দিনী॥

বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন তপস্যা করেন অনাহারে॥
তার তপ দেখি কম্পবান পুরন্দর।
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই মুনিবর॥
সর্ব্ব দেবগণ মিলি ভাবে নিরন্তর।
মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর॥
তব রূপ গুণে তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
মম কার্য্য সিদ্ধি কর আপনার গুণে॥
বিশ্বামিত্র তপেতে কম্পিত মম কায়।
তার তপ ভঙ্গ কর করিয়া উপায়॥
শুনিয়া মেনকা অতিবিষণ্ণ বদন।
যোড় হাত করি ইন্দ্রে করে নিবেদন॥
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি।
মহাতেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী॥
বশিষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মারিল।
ক্ষত্রি ক্ষেত্রে জন্মি তবে ব্রাহ্মণ হইল॥
কৌশিকী নামেতে নদী আজ্ঞাতে সৃজিল।
সহজাঙ্গে ব্যাধি করি পুনর্ম্মুক্ত কৈল॥
দ্বিতীয় করিল সৃষ্টি বিখ্যাত জগতে।
আপনি করহ ভয় যাহার তপেতে॥
তারতপ নষ্ট করে হেন কোন জন।
কর্ম্ম না হইবে হবে আমার মরণ॥
অগ্নি সূর্য্য তেজ যার যুগল নয়নে।
তাহার তপস্যা ভঙ্গ করে কোন জনে॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে নাপারি।
তব কার্য্য সিদ্ধি হউক আমি বাঁচি মরি॥
কামদেব বায়ুদেব আমার সহায়।
তবে যেন মতে হয় করিব উপায়॥
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল সঙ্গে যাহ দুই জন।
দেবরাজ আজ্ঞা পাইয়া চলিল তখন॥
হেমন্ত পর্ব্বতের নিকটে মুনিবর।
মুনি দেখি মেনকার কাঁপিল অন্তর॥
অতিশয় সুবেশ হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি॥
হেনকালে বায়ু বহে অতিখরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলাইল অন্তর॥
আস্তে ব্যস্তে মেনকা উঠিয়া বস্ত্র ধরে।
বিবিধ প্রকারে পবনকে নিন্দা করে॥
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর॥
মেনকা ধরিয়া মুনি নিল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নিত্য করে শৃঙ্গার বিশেষ॥

হেন মতে বহু দিন গেল ক্রীড়া রসে।
তপ জপ সকল ত্যজিল কাম বশে ॥
এক দিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা হেতু বলে বেগে জল দেহ আনি॥
শুনিয়া মেনকা হাসি বলিল বচন।
এত দিনে ভাল সন্ধ্যা হইল স্মরণ॥
এত শুনি মুনি হৈল কুপিত অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্তর॥
হৈয়াছিল যেই গর্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেল নিজ দেশে॥
মুনির তপ নষ্ট করি গেল নিজ স্থানে।
আমারে ফেলিয়া গেল নির্জ্জন কাননে॥
সিংহ ব্যাঘ্র পশুগণ হিংসা নাহি করে।
পশুগণ বেড়িয়া যে রহিল আমারে॥
তপস্যা করিতে গেল কণ্ব সেই বনে।
অনাথা দেখিয়া তার দয়া হৈল মনে॥
গৃহে আনি পালন করিল মুনিবর।
সেঁই আমি তাঁর কন্যা শুন দণ্ডধর॥
শকুনে বেড়িয়াছিল নিকুঞ্জকাননে।
শকুন্তলা নাম মুনি থুইল তেকারণে॥
মম জন্মকথা এক মুনি জিজ্ঞাসিল।
কহিলেন কণ্ব তারে তাহে জানা গেল॥
আদি পর্ব্বে দিব্য শকুন্তলা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
রাজা বলে কন্যা তুমি পরম সুন্দরী।
রাজযোগ্যা হও তুমি হও মোর নারী॥
গাছের বাকল ত্যজ পর পট্টবাস।
রত্ন অলঙ্কার পর যেই অভিলাষ॥
এত শুনি লজ্জিতা হইয়া শকুন্তলা।
মৃদুভাষে নৃপতিকে কহিতে লাগিলা॥
শুন রাজা আমি করিলাম অঙ্গীকার।
পিতা আসি সম্প্রদান করিবে আমার॥
রাজা বলে মুনি বর বিলম্বে আসিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম মৃত্যু হবে॥
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টক প্রকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয় আচার॥
আপনি বিবাহ কর যদ্যপি আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হবে তোমারে॥
রাজার বিনয় বাক্য শকুন্তলা শুনি।
রাজারে বলিল সত্য কহ নৃপমণি॥
বেদের বিহিত যদি আছে পূর্ব্বাপর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হবে শুন নৃপবর॥
আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
সত্য কর তুমি তারে দিবা রাজ্যভার॥
কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ করি ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥
তবে নরপতি বলে কন্যারে চাহিয়া।
রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
যাইতে২ পথে চিন্তে মনেমন॥
কি বলিবে মুনিরাজ আসি নিজঘরে।
দুষ্মন্ত নিতান্ত ভীত ভাবিয়া অন্তরে॥
স সৈন্যে আপন দেশে গেল নরপতি।
কতক্ষণে গৃহে আইল মুনি মহামতি॥
কান্ধে হইতে ফল ভার ভূমিতে থুইল।
শকুন্তলা আইস বলি মুনি ডাক দিল॥
লজ্জায় মলিন কন্যা নহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্মিত চিত্ত হইল মুনির॥
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ।
হাসিয়া কন্যার প্রতি বলিল বচন॥
আমার হেলন করি কৈলা এই কর্ম্ম।
দুষ্মন্ত নৃপতি সহ করিলা অধর্ম্ম॥
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন।
না করিহ ভয় চিত্তে স্থির কর মন॥
সবিনয়ে কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মুনিবর॥
যোগ্যপাত্র সেই সে দুষ্মন্ত নৃপবর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহে তারে বরিলাম বর॥
ক্ষমহ রাজার দোষ আমারে দেখিয়া।
এত শুনি মুনিবর বলিল হাসিয়া॥
তোমার কারণেতে দিলাম তারে বর।
শুনি শকুন্তলা হৈল হরিষ অন্তর॥
হেন মতে মুনিগৃহে আছে শকুন্তলা।
বিস্মৃত হইল রাজা রাজভোগে ভোলা॥
কত কালে প্রসব হইল শকুন্তলা।
পরম সুন্দর পুত্র শশি ষোলকলা॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল রাজা নাহি জানে॥
মহাপরাক্রম বীর হইল শিশুকালে।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ধরি আনে পালে২॥
তার পরাক্রম দেখি মুনি চমৎকার।
দমনক বলি নাম দিলেন তাহার॥
শকুন্তলা সহ মুনি করিল বিচার।
যুবরাজ যোগ্য পুত্র হইল তোমার॥

পুত্র সহ যাহ তুমি রাজার আলয়।
পিতৃগৃহে কন্যা কভু সম্ভব না হয়॥
ধর্ম্ম ক্ষয় অপযশ হয় কুচরিত্র।
পিতৃগৃহে বহুধর্ম্মে না হয় পবিত্র॥
এত বলি শিষ্য এক দিলেন সংহতি।
পুত্র সহ পাঠাইল যথা নরপতি॥
দুষ্মন্ত নৃপতি বৈসে হস্তিনানগর।
শকুন্তলা গেল যথা আছে নৃপবর॥
পাত্র মিত্র সহ রাজা আছেন বসিয়া।
পুত্র আগে করি তথা উত্তরিল গিয়া॥
রাজারে চাহিয়া শকুন্তলা কহে বাণী।
এই পুত্র তোমার দেখহ নৃপমণি॥
পূর্ব্বের নিয়ম রাজা করহ স্মরণ।
তপোবনে গিয়াছিলা মৃগয়াকারণ॥
সত্য আপনার রাজা করহ পালন।
যুবরাজ যোগ্য হয় এইত নন্দন॥
শুনি সভাসদ লোক বিস্ময় অন্তর।
হাসিয়া দুষ্মন্ত রাজা করিল উত্তর॥
কোথাকার তপস্বিনী কাহার নন্দিনী।
কোন কালে পরিচয় আমি নাহি জানি॥
এত শুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত।
ক্রোধেতে অধর ওষ্ঠ সঘনে কম্পিত॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া বলে শকুন্তলা।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিলা রাজ ভোগে ভোলা॥
কি বাক্য বলিলা রাজা নাহি ধর্ম্মভয়।
তুমি হেন মিথ্যা বল উচিত না হয়॥
দৈবে সেই সব কথা কেহ নাহি জানে।
আপনা আপনে রাজা ভাব মনে মনে॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন।
সহস্র বৎসর তার নরক ভোজন॥
লুকাইয়া যেই জন করে পাপ কর্ম্ম।
লোক কি না জানিলে না জানেন কি ধর্ম্ম॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল॥
দিবা রাত্রি সন্ধ্যা প্রাত বাল বৃদ্ধ জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল তারে দেয়ত শমনে॥
মিথ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন॥
পুত্ররূপে জন্ম হয় ভার্য্যার উদরে।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে জানে চরাচরে॥
সেকারণে ভার্য্যারে জননীসমা দেখি।
করিলা বিস্তর দোষ আমাকে উপেক্ষি॥
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্ব শাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে॥
পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সদায় দুঃখিত সেই সদায় উদাস॥
ভার্য্যাবন্ত লোক ইহকাল বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তারে পর লোকে॥
স্বামির জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামিঅনুসারে॥
মরিলে স্বামিরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতিশাস্ত্রে রাজা কহে সুরবর্গে॥
ভার্য্যাহৈতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
যাহাহৈতে লোক সব ভুঞ্জে নানা সুখ॥
ভার্য্যা বিনা পুত্র করে কাহার শকতি।
দেব ঋষি মুনি আদি যত মহামতি॥
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতা মাতা তরে॥
পিণ্ড দানে পুত্র তার করয়ে উদ্ধার।
হেন নিত্য কহে রাজা বেদেতে ব্রহ্মার॥
চতুষ্পদে গবী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রাহ্মণে।
অধ্যয়নে গুরু শ্রেষ্ঠ পুত্র আলিঙ্গনে॥
ধূলায় ধূসর পুত্র করে আলিঙ্গন।
হৃদয়ের সর্ব্বদুঃখ হয়ত খণ্ডন॥
হেন পুত্র দাঁড়াইয়া তোমার সম্মুখে।
আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে॥
অবজ্ঞা না কর রাজা নীচ পুত্র নহে।
ইহার মহিমা যত মুনিগণ কহে॥
শত২ করিবেক অশ্বমেধ যত।
সসাগর এক ছত্র করিবে নিয়ত॥
উজ্জ্বল করিবে বংশ এইত নন্দন।
প্রত্যক্ষে দেখহ রাজা দ্বিতীয় তপন॥
পিতার হতাশে পুত্র সদা ভাবে দুঃখী।
সেকারণে দেখিতে আইল তব মুখ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা তোষহ কুমারে।
আমাকে রাখহ না রাখহ বা বিচারে॥
বিশ্বামিত্র পিতা মোর মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে গেল থুয়া একাকিনী॥

জননী ত্যজিল পূর্ব্বে তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কি মরিব এই ভাবে॥
নিশ্চয় মরিব আমি নাহি তব দুঃখ।
এ পুত্র বিচ্ছেদে মোর বিদরিছে বুক॥
এত যদি শকুন্তলা বিনয় করিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে প্রত্যুত্তর দিল॥
অকারণে পুনঃপুনঃ কহ কি আমারে।
তোমার বচন শুনি কেবা শ্রদ্ধা করে॥
তোমার জনক যদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপ্সরী বেশ্যা তোমার জননী॥
বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয়বীর্য্যে গেল বিপ্রপথে॥
বেশ্যা বলি মেনকারে কেবা নাহি জানে।
বেশ্যার প্রকৃতি তোর খণ্ডিবে কেমনে॥
বেশ্যাগর্ব্ভে জন্ম তোর বেশ্যার প্রকৃতি।
এই পুত্র তোর নহে এই লয় মতি॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি প্রতার আমারে।
যাহ বা থাকহ কেহ না জিজ্ঞাসে তোরে।
শকুন্তলা কহে রাজা কহ বিপরীত।
দেব লোক নিন্দা কর নহেত উচিত॥
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা রাজা কর পাঠান্তর॥
মম মাতা স্বর্গবাসী তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গেমর্ত্ত্যে সম তুল কর নরপতি॥
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে॥
ইন্দ্র যম কুবের ভুবন আদি করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি॥
যত নিন্দা কর সহি স্বামির কারণে।
আপনা না জান নিন্দা কর অন্য জনে॥
কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্ব লোকে।
যতক্ষণ দর্পণেতে মুখ নাহি দেখে॥
সত্য সম পুণ্যরাজা নাহিক তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনি জনা॥
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইল নিশ্চয়।
তোমার নিকটে রহি উচিত না হয়॥
এত বলি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
হেন কালে শব্দ শুনি আকাশ উপর॥
যতেক বচন সত্য বলে শকুন্তলা।
শকুন্তলাবাক্য রাজা না করিহ হেলা॥
সতী পতিব্রতা এই তোমার গৃহিণী।
পুত্র সহ সম্বরণ কর নৃপমণি॥
স্বামী বলি শকুন্তলা তোমারে ক্ষমিল।
শকুন্তলার ক্রোধে তব নাহি হবে ভাল॥
বংশের তিলক রাজা এই সে নন্দন।
আমার বচনে কর রক্ষণ ভরণ॥
ভরত বলিয়া নাম রাখহ ইহার।
ইহাহইতে বংশোজ্জ্বল হইবে তোমার॥
দুষ্মন্ত নৃপতি শুনে মন্ত্রি পুরোহিত।
এতেক আকাশবাণী হৈল আচম্বিত॥
রাজা বলে মন্ত্রিগণ করিলা শ্রবণ।
আমিহ জানি যে ইহা নাহি বিস্মরণ॥
জানিয়া না জানি আমি লোকাচারে ডরি।
লোকে বলিবেক এই কোথাকার নারী॥
একারণে আমি ভাণ্ডিলাম মন্ত্রিগণে।
বেশ্যা বলি ইহারে জানিল সর্ব্বজনে॥
এত বলি শীঘ্র উঠি দুষ্মন্ত রাজন।
শকুন্তলা হস্তে ধরি ফিরায় তখন॥
মহানন্দ নরপতি পুত্র কৈল কোলে।
শত২ চুম্ব দিল বদন কমলে॥
শকুন্তলা কৈল রাজা রাজপাটেশ্বরী।
পরম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি॥
কত দিনে বৃদ্ধ কালে দুষ্মন্ত রাজন।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন॥
পৃথিবীতে মহারাজ হইল ভরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে শত শত॥
লক্ষ পদ্ম সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
দাতা যে নাহিক কেহ ভরত সমান॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল ভুজবলে।
অদ্যাপি ভারত ভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে॥
তার বংশে যত যত হইল নৃপতি।
ভরতের বংশ বলি হইল সুখ্যাতি॥
ভরতের উপাখ্যান যেই নর শুনে।
আয়ু যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
আদি পর্ব্ব ভারত রচিল বেদব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥
জনমেজয় বলে কহ মুনি মহামতি।
চন্দ্র বংশে ভরতের হইল উৎপত্তি॥
চন্দ্রহইতে বংশ হইল কিমত প্রকারে।
সে সকল কথা মুনি শুনাও আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব সকল কথা করহ শ্রবণ॥
ভাল২ জিজ্ঞাসিলা ভারত আখ্যান।
সোমবংশ চরিত্র করহ অবধান॥

মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিখ্যাত সংসার।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাহার॥
তাহার নন্দন হইল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্বত নাম হৈল তাহার তনয়॥
তাহার নন্দন হৈল বিদিত জগতে।
ইলাগর্ব্ভে পুরূরবা বুধের বীর্য্যেতে॥
চন্দ্রের নন্দন বুধ বিখ্যাত সংসার।
পুরূরবা মহারাজ তাহার কুমার॥
অষ্টাদশ দ্বীপে তেঁহ হৈল নরপতি।
চিরদিন ক্রীড়া করে উর্ব্বশী সংহতি॥
নৃপতি হইল আয়ু তাহার তনয়।
তার পুত্র হইল নহুষ মহাশয়॥
স্বর্গে ইন্দ্র হৈল রাজা আপনার গুণে।
সর্পযোনি পাইয়াছে ব্রাহ্মণবচনে॥
যযাতি নৃপতি হৈল তাহার কুমার।
যযাতির গুণ যত কহিতে অপার॥
শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত তাহার শরীর।
পুত্রে জরা দিয়া রাজ্য করিল সুধীর॥
জনমেজয় বলে কহ ইহার কারণ।
শুক্রস্থানে কোন দোষ করিল রাজন॥
কোন হেতু শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সে সব চরিত্র কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
দেবতা অসুর যুদ্ধ নিরন্তর হয়॥
নিজ২ হিত দোঁহে বাঞ্ছা করি মনে।
দুই জনে পুরোহিত কৈল নিযোজনে॥
বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বাসব।
দৈত্যবংশে পুরোহিত হইল ভার্গব॥
যুদ্ধে যত দৈত্য বধ করে যত দেবে।
সকল জীয়ান শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে॥
সঞ্জীবন মন্ত্রে ভৃগুপুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে নাহিক বিনাশ॥
যুদ্ধে যত দেবগণ হয়ত নিধন।
জীয়াইতে নাপারেন অঙ্গিরানন্দন॥
শুক্রের প্রভাবে দেবগণ চমৎকার।
সকলে মিলিয়া এক করিল বিচার॥
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাহারে বলিল তবে সব দেবগণ॥
সঞ্জীবন মন্ত্র জানে ভৃগুর নন্দন।
উপায় করিয়া কর সে মন্ত্রগ্রহণ॥
বৃষপর্ব্বপুরে হয় শুক্রের বসতি।
তোমা বিনা যাইতে না পারে কোন কৃতী॥
শিষ্য হইয়া শুক্রস্থানে কর অধ্যয়ন।
দেবযানী তাঁর কন্যা করিবে সেবন॥
এত যদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্বার পুরে কচ করিল গমন॥
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার॥
অঙ্গিরার পৌত্র আমি জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন॥
এত শুনি শুক্র তারে করিল আশ্বাস।
পড়াব সকল শাস্ত্র যেই অভিলাষ॥
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত মন।
ব্রহ্মচর্য্য আদি বিদ্যা করেন পঠন॥
বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাহার কন্যারে॥
কর যোড়ে থাকে কচ দেবযানীর আগে॥
অবিলম্বে আনে কচ যাহা কন্যা মাগে॥
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা তার তোষে মন।
আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া তার থাকে প্রতিক্ষণ॥
হেন মতে পঞ্চশত বৎসর যে গেল।
গবী রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল॥
গোধন রক্ষণে কচ নিত্য যায় বনে।
দৈত্যগণ তাহারে দেখিল এক দিনে॥
জানিল দেবের গুরু তাহার নন্দন।
মায়া করি আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ॥
তবে সব দৈত্যগণ কচেরে ধরিয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিল কাটিয়া॥
অস্থি মাংস যতেক শার্দূলে খাওয়াইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল॥
সন্ধ্যাকালে গবীগণ প্রবেশে নগরে।
কচ নাহি গবীগণ প্রবেশিল ঘরে॥
কচ নাহি দেবযানী হইল চিন্তিতা।
কান্দিয়া পিতার ঠাঁই জানায় ত্বরিতা॥
গবীগণ আইল ঘরে কচ নাহি আইল।
সিংহ ব্যাঘ্র দৈত্য কিবা অরণ্যে মারিল॥
নিশ্চয় মরিব আমি কচের অভাবে।
এত বলি দেবযানী আছে ম্লান ভাবে॥
শুক্র বলে দেবযানি না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন॥
আইস কচ বলি শুক্র তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল॥
কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলা এতক্ষণ॥

কচ বলে দৈত্যগণ আমারে মারিল।
প্রসন্ন হইয়া গুরু পুন জীয়াইল॥
এত শুনি দেবযানী পিতাগ্রে কহিল।
গোধন রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল॥
ভারতের কথা হয় শ্রবণে অমৃত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাসবিরচিত॥
তবে কত দিনে কচে বলে দেবযানী।
দেব আরাধিব কিছু পুষ্প দেহ আনি॥
আজ্ঞা পাইয়া গেল কচ পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অসুরে॥
তিলেক প্রমাণ কৈল খড়্গেতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজি অস্থি মাংস একত্র করিয়া॥
তবে সব দৈত্যগণ করিল বিচার।
অন্য জনে খাইলে তার নাহিক নিস্তার॥
পুন জীয়াইবে শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে।
কচ প্রাণ পাবে আর তার প্রাণ যাবে॥
এতেক বিচার করি যত দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ শুক্রেরে ভোজন॥
পুনরপি দেবযানী বাপে জিজ্ঞাসিল।
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল॥
এতক্ষণ হইল পিতা কচ না আইল।
হেন বুঝি দৈত্যগণ পুনশ্চ মারিল॥
নিশ্চয় মরিব পিতা কচে না দেখিয়া।
পুনরপি তারে পিতা দেহ জীয়াইয়া॥
শুক্র বলে দেবযানি না কর বিলাপ।
মৃত জন হেতু কেন কর পরিতাপ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য মরিলে না জীয়ে।
তার হেতু কেন মর ক্রন্দন করিয়ে॥
দেবযানী বলে পিতা যাহা কহ তুমি।
নিশ্চয় মরিব কচে না দেখিলে আমি॥
কচের যতেক সেবা কহিতে না পারি।
কচের সৌজন্য পিতা পাসরিতে নারি॥
আজিহৈতে পিতা এই সত্য অঙ্গীকার।
শরীর ত্যজিব আমি করি অনাহার॥
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন॥
কন্যা প্রবোধিয়া শুক্র ভাবিল অন্তরে।
ধ্যানে দেখে কচ আছে আপন উদরে॥
শুক্র বলে কচ তুমি কহ বিবরণ।
আমার উদরে আইলা কিসের কারণ॥
কচ বলে আমারে মারিল দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ তোমার ভক্ষণ॥

জ্ঞান নাহি স্ফুটে মম তব অধ্যয়নে।
কেমনে বাহির হব ভাবিতেছি মনে॥
এত শুনি শুক্র তবে বলে আরবার।
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার॥
বাহির না করিলে ব্রাহ্মণবধ হয়।
মরণহইতে বড় বিপ্রবধে ভয়॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আছে যত জন।
ব্রহ্মবধ পাপ হয় কাহার মোচন॥
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন।
নিশ্চয় দেখি যে পুত্র আমার মরণ॥
সঞ্জীবন মন্ত্র আমি দিতেছি তোমারে।
বাহির হইয়া তুমি জীয়াইবা মোরে॥
এত বলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দন।
গর্ব্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র অধ্যয়ন॥
তবে দৈত্যগুরু নিজ খড়্গ করে লইয়া।
বাহির করিল কচ উদর চিরিয়া॥
হইল বাহির কচ শুক্র ত্যজে প্রাণ।
পুনরপি জীয়াইল মন্ত্র করি ধ্যান॥
তবে মহাক্রুদ্ধ হইল ভৃগুর নন্দন।
সুরা প্রতি শাপ দিল মুনি ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কায নষ্ট হবে ঘ্রাণ॥
আজিহইতে সুরা পান করে যেই জন।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হবে সেইক্ষণ॥
ইহলোকে অপূজিত হবে সেই জন।
মরিলে নরকমধ্যে হইবে গমন॥
তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি।
মম শিষ্যে মারিলা এ কেমন প্রকৃতি॥
আজিহইতে কচেতোমরাকেহ না হিংসিবে।
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় দুঃখ পাবে॥
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিয়া।
যথা সুখে বিহারহ নির্ভয় হইয়া॥
শুক্রের বচনে কচ নির্ভয় হইল।
নানা বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অধ্যায় করিল॥
বিদ্যা পড়ি শুক্রস্থানে সুরপুরী যায়।
দেবযানী স্থানে গেল হইতে বিদায়॥
আজ্ঞা কর আমি যাই আপনার দেশ।
চিত্তে অনুগ্রহ মোরে করিও বিশেষ॥
এত শুনি দেবযানী বিষণ্ণ বদন।
কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন॥
দেখহ আমার কচ যৌবন সময়।
তোমারে দেখি যে যোগ্য কর পরিণয়॥

শুনিয়া বিস্ময় হইল জীবের কুমার।
হেন অনুচিত বাক্য না বলিহ আর॥
গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।
এমত কুৎসিত কেন বল দেবযানি॥
দেবযানী বলে তুমি না কর খণ্ডন।
তোমারে করিতে পতি আছে মম মন॥
মরেছিলা তুমি জীয়াইলাম বারে বার।
মম বাক্য নাহি রাখ কেমন বিচার॥
পূর্ব্বের সৌহৃদ্য রাখ আমার বচন।
এত শুনি কচ হৈল বিষণ্নবদন॥
কচ বলে দেবযানি এ নহে উচিত।
তোমায় আমায় হেন না হয় পীরিত॥
যেই শুক্রহইতে তোমার জন্ম হয়।
সেই শুক্রহইতে আমার জ্ঞানোদয়॥
সহোদরা তুমি হও সহজে আমার।
কিমতে এমত বল লোকে কদাচার॥
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন আলয়।
শুনি দেবযানী কোপ করে অতিশয়॥
স্ত্রী হইয়া বারে বারে করিনু বিনয়।
না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয়॥
যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে॥
কচ বলে দেবযানি করিলা কি কর্ম্ম।
বিনা দোষে শাপ দিলা নহে এই ধর্ম্ম॥
কামুকী হইয়া আর বল অনুচিত।
সেকারণে দিব শাপ ইহার বিহিত॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তার।
মোর শাপে ক্ষত্র ভর্ত্তা হইবে তোমার॥
মোরে শাপ দিলা তুমি না যায় খণ্ডন।
বিফল হইবে যে করিলাম পঠন॥
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
তারে ফলদায়ী হবে মোর অধ্যয়নে॥
এত বলি কচ গেল ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত সকল অমর॥
কহিল সকল কচ যত বিবরণ।
নিঃশব্দ হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ॥
দেব দৈত্য যুদ্ধ কথা না যায় লিখন।
এতেক শুনিলা দেবযানীর কথন॥
মহাভারতের কথা ব্যাসের রচিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরামবিরচিত॥

জনমেজয় জিজ্ঞাসিল যুড়ি দুই পাণি।
কি প্রকারে বিবাহিতা হৈল দেবযানী॥
মুনি বলে অবধান কর দণ্ডধর।
তাহার বিবাহ কথা অতিমনোহর॥
আর কত দিনে তবে বৃষপর্ব্বপুরে।
কন্যাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ব্বার কুমারী।
স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গে করি॥
শুক্রকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি।
একত্র চলিল সভে স্নানেতে যুবতী॥
চৈত্ররথ নামে বনে আছে সরোবর।
জলক্রীড়া করে সভে তাহার ভিতর॥
নিজ২ বস্ত্র সব থুইয়া তার কূলে।
উন্মত্তা হইয়া সভে ক্রীড়া করে জলে॥
হেন কালে খরতর বহিল পবন।
একত্র করিল যত সভার বসন॥
জলক্রীড়া করিয়া উঠিল কন্যাগণ।
চিনিয়া পরিল সভে আপন বসন॥
শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি।
দেবযানীর বস্ত্র পরে হইয়া বিস্মৃতি॥
দেবযানী বলে তোর এত অহঙ্কার।
শূদ্র হৈয়া বস্ত্র তুই পরিস আমার॥
দেবযানীর বাক্য শুনি শর্ম্মিষ্ঠা কুপিল।
দেবযানী চাহি তবে ক্রোধেতে বলিল॥
তোমার আমার দেখ অনেক অন্তর।
মোর ধন খাইয়া রক্ষা কর কলেবর॥
মোর বাপে তোর বাপ সদা স্তুতি করে।
মোরে হেন বাক্য বল কোন অহঙ্কারে॥
অল্প হেন করি তোরে করি যে গণনা।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর না চিন আপনা॥
বলিতে২ ক্রোধ অধিক বাড়িল।
বলে ধরি কূপে দেবযানীরে ফেলিল॥
তাকে তারা কূপে ফেলি গেল নিজাগার।
মরিল কি বাঁচিল সে না দেখিল আর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাবারে পারে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগ মারিবারে॥
মৃগয়াতে রত বড় নহুষনন্দন।
সসৈন্য যযাতি রাজা গেল সেই বন॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈল যযাতি রাজন।
জল অন্বেষণে ভ্রমে সব সৈন্যগণ॥
ভ্রমিতে২ দেখে কূপের ভিতর।
পড়ি আছে কন্যা এক পরম সুন্দর॥
আস্তে ব্যস্তে লোক গিয়া জানায় রাজারে।
শুনিয়া নৃপতি তবে আইল তথাকারে॥

অতিপুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে।
পড়িয়াছে চন্দ্রের সমান কন্যা তাতে॥
রাজা বলে কন্যা কহ নিজ বিবরণ।
কূপে পড়িয়াছ তুমি কিসের কারণ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় ত্রৈলোক্যমোহিনী।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী॥
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী।
দেবযানী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী॥
আমার বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে।
আগে নরপতি মোরে তোল কূপেহৈতে॥
কুলীন পণ্ডিত তুমি দেখি মহাজন।
মহাতেজবন্ত দেখি রাজার লক্ষণ॥
করে ধরি তোল মোরে না কর বিচার।
বিষম প্রমাদহৈতে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি নৃপতি বলিল আরবার।
তোমার বচন চিত্তে না লয় আমার॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
দ্বিতীয়ে নবীন যুবা বয়স তোমার॥
সেকারণে তোমারে ছুঁইতে না যুয়ায়।
কন্যা বলে রাজা দোষ নাহিক তোমায়॥
অন্ধকূপে পড়িয়া আমার প্রাণ যায়।
ত্বরিতে উদ্ধার করি প্রাণ রাখ রায়॥
এত শুনি নরপতি কন্যার বচন।
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরি ততক্ষণ॥
করে ধরি নরপতি উপরে তুলিল।
কন্যা উদ্ধারিয়া রাজা নিজদেশে গেল॥
হেন কালে পূর্ণিকা নামেতে উপকারী।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী॥
কান্দিয়া কহিল যত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানাহ গিয়া মোর সমাচার॥
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন।
কোন লাজে লোকে আমি দেখাব বদন॥
চল যাহ পূর্ণিকা কহ পিতার স্থান।
তাঁহাকে কহিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥
ত্বরিতে জানাহ গিয়া শুক্রে মহামতি।
এত শুনি পূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি॥
কর যোড়ে পূর্ণিকা বলিছে সবিনয়।
দেবযানীর বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত গেল স্নান করিবারে।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা ফেলাইল কূপে তারে॥
এত শুনি শুক্র হৈল বিরস বদন।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন॥

দেখে শুক্র দেবযানী বনের ভিতরে।
হেট মুখে বসি আছে চক্ষে জল ঝরে॥
বস্ত্র দিয়া দৈত্যগুরু পুঁছিল বদন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কিবা কহ বিবরণ॥
কোন কালে তুমি সে করিয়াছিলে পাপ।
তথির কারণে তুমি পাইলে এত তাপ॥
পাপহৈতে দুঃখ পাইলে না যায় খণ্ডন।
শুনি দেবযানী বলে গদ২ বচন॥
পাপ নাহি জানি গো যাবত মম জ্ঞান।
কহি যত বিবরণ কর অবধান॥
বৃষপর্ব্বকন্যা বলে আমারে ধরিয়া।
ঘরে গেল আমারে সে কূপে ফেলাইয়া॥
শূদ্রী হৈয়া মম বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন॥
মোর বাপে স্তুতি শুক্র করে অনুব্রতে।
সকুটুম্ব বাঁচিস আমার ধনহৈতে॥
পুনঃপুনঃ কহিলেক যেবা আইল মুখে।
তার বাক্য বজ্র হেন বাজিয়াছে বুকে॥
শুক্র বলে দেবযানি ত্যজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয় ক্রোধে হয় পাপ॥
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ব ধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে॥
শতেক বৎসর তপ করে যেইজন।
অক্রোধি সহিত সম নহে কদাচন॥
দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি।
অপ্রতিভা কৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনী॥
সর্পের দংশনে যেন বিষে অঙ্গ দয়।
কাষ্ঠে২ ঘর্ষণে যেমন অগ্নি হয়॥
ততোধিক পিতা মম দহে কলেবর।
না হয় নিবৃত্ত যেন দহিছে অন্তর॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
বৃষপর্ব্ব দৈত্য স্থানে করিল গমন॥
বৃষপর্ব্ব চাহি শুক্র বলিল বিশেষ।
অন্য দেশে যাব ত্যজি তোমার এ দেশ॥
পাপি দুরাচার যেই হিংসা করে লোকে।
পুণ্যবান জন তার নিকটে না থাকে॥
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে যেই জন।
অনুরূপ দুঃখ পায় না যায় খণ্ডন॥
তারে না ফলিলে তার পুত্র পৌত্রে ফলে।
ব্যর্থ নাহি হয় হেন বিধি বেদে বলে॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন।
পুনঃপুনঃ তুই তারে করিলি নিধন॥

মম কন্যা দেবযানী প্রাণের সমান।
কূপে ফেলাইল তারে নিধন বিধান॥
নারীবধ ব্রহ্মবধ কৈলে বারেবার।
সহজে অসুর তুই দুষ্ট দুরাচার॥
থাকিলে পাপির কাছে নিত্য পাপ বাড়ে।
সেকারণে সাধু জন পাপিসঙ্গ ছাড়ে॥
এত বলি ভৃগুসুত চলিল সত্বর।
পায়ে ধরি রহাইয়া বলে দৈত্যেশ্বর॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
আপনার গুণে প্রভু কর প্রতিকার॥
জাতি ধন রাজ্য প্রাণ কুটুম্বাদি করি।
এ সব আমার দুব্যে তুমি অধিকারী॥
নিশ্চয় গোসাঞি যদি ছাড়ি যাবে মোরে।
গোষ্ঠীর সহিত আমি পশিব সাগরে॥
শুক্র বলে তুমি গিয়া প্রবেশ সাগরে।
শরীর ত্যজহ কিবা যাও দেশান্তরে॥
প্রাণের সদৃশ হয় আমার কুমারী।
ইহারে অপ্রিয় আমি করিবারে নারি॥
ইহাতে যদ্যপি ক্ষমা করে দেবযানী।
তবে ক্ষান্ত হই আমি শুন দৈত্যমণি॥
এত শুনি দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া।
কহে দেবযানীর আগেতে দাঁড়াইয়া॥
হইল কুকর্ম্ম ক্ষম মম অপরাধ।
আমারে সদয় হও করহ প্রসাদ॥
দেবযানী বলে রাজা বুঝহ অন্তরে।
তবে সে প্রসন্না আমি হইব তোমারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষী।
পরিবার সহ মোরে করি দেহ দাসী॥
এত শুনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
এইক্ষণে আনি অগ্রে দিবত তোমার॥
এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে॥
ক্রোধ করি যায় শুক্র নগর ত্যজিয়া।
সেকারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
না মানে প্রবোধ কারো ভৃগুর নন্দন।
কেবল তাঁহার ক্রোধ তোমার কারণ॥
অতএব শীঘ্র তুমি চল তথাকারে।
তোমাকে লইতে রাজা পাঠাইল মোরে॥
কন্যা বলে যাহে হবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্রাচার্য্যে করিব নিশ্চল॥
এত বলি যায় কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথায় আছেন পিতা দৈত্যঅধিপতি॥
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইল তলে॥
বৃষপর্ব্বা বলে কন্যা দৈবের লিখনে।
দেবযানীর কাছে তুমি থাক দাসীপণে॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলিল পিতা যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্ম আপনার॥
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী।
কিমতে হইবা দাসী তুমি ঠাকুরাণী॥
তোর বাপে মোর বাপ সদা স্তুতি করে।
তোমা অপেক্ষাতে রাখিয়াছি কলেবরে॥
হেন জন তুমি দাসী হইবে কেমনে।
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে॥
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ॥
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক নহিবে।
তথাচ রাজার কন্যা সভাই বলিবে॥
পরে শুক্র দেবযানী গেল নিজঘরে।
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেল সহপরিবার॥
আদি পর্ব্বে হয় দেবযানীর আখ্যান।
কাশীদাস বলে সব অমৃত সমান॥

হেন মতে নানা রঙ্গে বঞ্চে দেবযানী।
দাসী ভাবে সেবে তারে দৈত্যের নন্দিনী॥
কত দিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া।
সহস্রেক দাসীগণ সংহতি করিয়া॥
চৈত্ররথ নামে বন অতিমনোহর।
নানারঙ্গে ক্রীড়া করে তাহার ভিতর॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় তালী।
নানা বাদ্যারম্ভে কেহ দেয় হুলাহুলী॥
কিসলয় শয্যায় শোয়েন দেবযানী।
পদসেবা করে তাঁর দৈত্যের নন্দিনী॥
হেন কালে সেই বনে দৈবের লিখন।
যযাতি নৃপতি আইল মৃগয়াকারণ॥
কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপমণি।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী॥
এত শুনি দেবযানী করিল উত্তর।
দৈত্যগুরু শুক্র নামে খ্যাত চরাচর॥
তাঁহার তনয়া আমি নাম দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দৈত্যের নন্দিনী॥
তুমি কিবা নাম ধর কাহার নন্দন।
এথাকারে আইলে তুমি কোন প্রয়োজন॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলেন নৃপতি।
নহুষনন্দন আমি নামেতে যযাতি॥

ব্রহ্মচর্য্যশীল আমি বিখ্যাত সংসারে।
মৃগয়াকারণে আইলাম এথাকারে॥
দেবযানী বলে আমি ভালমতে জানি।
তোমার বংশের কথা অদ্ভুত কাহিনী॥
পরম সুন্দর তুমি বলে মহাতেজা।
ব্রহ্মচর্য্যবিজ্ঞ তুমি ধর্ম্মশীল রাজা॥
পূর্ব্বে কূপহৈতে তুমি তুলিলা আমারে।
পুরুষ হইয়া তুমি ধরিয়াছ করে॥
এক্ষণে আমারে কর বিবাহ নৃপতি।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা সংহতি॥
তোমার বংশেতে কেহ বিবাহ না করে।
হাত ধরি লইয়া যায় কন্যা সেই বরে॥
এক্ষণে আমার হস্ত ধরি লহ তুমি।
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজা বরিলাম আমি॥
রাজা বলে শুক্র জানি তপঃ কল্পতরু।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আরো দৈত্যগণগুরু॥
তাঁহার নন্দিনী তুমি বন্দিতা আমার।
সেকারণে যোগ্য আমি না হই তোমার॥
বিবাহ করিতে তোমায় বড় ধায় মন।
কিন্তু শুক্র ক্রোধে হয় সংশয় জীবন॥
সর্পের বিষের তেজে এক জন মরে।
ব্রাহ্মণের ক্রোধবিষে সবংশে সংহারে॥
দেবযানী বলে রাজা কি তোমার ভয়।
অযাচকে যাচি দিলে কিবা তার হয়॥
রাজা বলে শুক্র যদি দেন অনুমতি।
তবেত বিবাহ করি শুন গুণবতি॥
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর।
রাজারে রাখিয়া গেল পিতার গোচর॥
পিতারে কহিল কন্যা যত বিবরণ।
যযাতি নৃপতি আইল মৃগয়াকারণ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা নহুষতনয়।
তারে সম্পদান কর মোরে মহাশয়॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলে শুক্রাচার্য্য।
যযাতিকে দিব তোমায় এ নহে আশ্চর্য্য॥
এত বলি দৈত্যগুরু চলে শীঘ্রগতি।
দেবযানী সহ গেল যথা নরপতি॥
শুক্রে দেখি নরপতি প্রণতি করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল॥
শুক্র বলে শুনহ যযাতি নৃপমণি।
এই দেবযানী হয় আমার নন্দিনী॥
স্বেচ্ছামত ইহারে বিবাহ কর তুমি।
হস্তে ধরি সম্প্রদান করিলাম আমি॥

রাজা বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানহ আপনি।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্যা নহে ব্রাহ্মণনন্দিনী॥
শুক্র বলে আছে দোষ বলে দেববাণী।
ব্রাহ্মণতনয়া তিন.বর্ণের জননী॥
তথাপি বিবাহ কর আজ্ঞায় আমার।
মম তপোবলে দোষ খণ্ডিবে তোমার॥
এক বাক্য আমার শুনহ নৃপমণি।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈত্যের নন্দিনী॥
মম কন্যা দেবযানীর সেবকী এ হয়।
ইহারে ডাকিহ নাহি শয়ন সময়॥
এত বলি সমর্পিয়া দিল দেবযানী।
শুক্রে প্রণমিয়া দেশে গেল নৃপমণি॥
শর্ম্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতী।
অশোক বনেতে রাজা দিলেন বসতি॥
যথাযোগ্য ভক্ষ যোগ্য বসন ভূষণ।
প্রত্যক্ষে সভারে রাজা কৈল নিযোজন॥
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেন মতে ক্রীড়া করে দিবস শর্ব্বরী॥
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশ মাসে প্রসব হইল দেবযানী॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র প্রায় হইল নন্দন।
নন্দনের যদু নাম রাখিল রাজন॥
কত দিন পরে দেখ দৈবের যে গতি।
দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুমতী॥
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিত হৃদয়।
স্বামিহীনা হইলাম কর্ম্ম দুরাশয়॥
বৃথা জন্ম গেল মোর এ নবযৌবনে।
পুত্রহীনা হইলাম বঞ্চি দাসীপণে॥
হরি হরি বিধি মোরে হইল নিষ্ঠুর।
কোন কর্ম্ম লভিলাম জন্মে মর্ত্ত্যপুর॥
ভাগ্যবতী দেবযানী যৌবন সময়।
লভিল আপন কার্য্য পাইল তনয়॥
এতেক বিষাদ করি ভাবে মনে মনে।
পুত্র বর মাগি লব যযাতি রাজনে॥
দেবযানী সখী মোর হয়ত ঈশ্বরী।
তাহার ঈশ্বর হৈলে মোর অধিকারী॥
যদি পাই একান্তে নৃপতি দরশন।
ঋতুস্নান মাগি লব এই লয় মন॥
যযাতির সত্য ব্রত বিখ্যাত সংসারে।
যে কিছু যে চাহে তাহা অন্য নাহি করে॥
এতেক চিন্তিতে দেখ দৈবের লিখন।
আইল নৃপতি তথা বিহারকারণ॥

নানা বৃক্ষ ফল ফুলে শোভে রম্য বন।
একাকী ভ্রময়ে তথা যযাতি রাজন॥
হেন কালে শর্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি।
সন্নিকটে গিয়া প্রণমিল শশিমুখী॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।
বিনয়পূর্ব্বক কন্যা কহিতে লাগিল॥
উপেন্দ্র মহেন্দ্র চন্দ্র জলেন্দ্রের প্রায়।
সর্ব্ব গুণে নৃপতি তোমারে গণি তায়॥
আমারে নৃপতি তুমি জান ভাল মতে।
শুনহ প্রার্থনা এক করি যে তোমাতে॥
কামভাবে তোমারে না করি নিবেদন।
ঋতুরক্ষা কর মোর ধর্ম্মের কারণ॥
রাজা বলে ইহা না কহিও কদাচন।
শুক্রের বচন নাহি তোমার স্মরণ॥
দেবযানী বিবাহে বলিল বারে বারে।
শয়নে কদাচ না ডাকিবা শর্ম্মিষ্ঠারে॥
শুক্রের বচন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
কি শক্তি আমার পরশিব যে তোমারে॥
কন্যা বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব আমি না হয় উচিত॥
বিবাহের কালে সর্ব্বধন অপহারে।
কৌতুকেতে আর নারীসহিত বিহারে॥
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চ স্থানে মিথ্যা পাপহেতু নহে॥
দেবযানী তোমারে বলিল যেইক্ষণে।
আমার বচন রাজা হৈল সেই দিনে॥
একে সখী দেবযানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী।
তার ভর্ত্তা তুমি মোর হৈলা অধিকারী॥
রাজা বলে নহে এই ধর্ম্মের বিচার।
কখনহ মিথ্যা বাক্য না শোভে রাজার॥
লোকে মিথ্যা পাপ কৈলে দণ্ড করে রাজা।
রাজা মিথ্যাবাদী হৈলে লোকে নাহি পূজা॥
কন্যা বলে রাজা নহে অধর্ম্ম আচার।
ভার্য্যা পুত্র দাসেতে স্বামির অধিকার॥
ঈশ্বরী ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর।
সেকারণে তোমাতে মাগিলাম পুত্র বর॥
কন্যার বচন শুনি সত্য ধর্ম্ম নীতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে কহে নরপতি॥
রাজা বলে পূর্ব্বে করিয়াছি অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
সেকারণে তোমার পূরাব অভিলাষ।
এত বলি গেল রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ॥
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিয়া নরপতি।
কেহ না জানিল গেল আপন বসতি॥
রাজার ঔরসে গর্ভ শর্ম্মিষ্ঠা ধরিল।
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল॥
পরম সুন্দর হৈল রাজার নন্দন।
হস্ত পদে চক্র শোভে কমললোচন॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল লোকে হৈল শব্দ।
বার্ত্তা পাইয়া দেবযানী হৈল মহাস্তব্ধ॥
আশ্চর্য্য শুনি যে পুত্র হইল কিমতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিল ত্বরিতে॥
দেবযানী বলে সখি করিলা কি কর্ম্ম।
কার দ্বারা হইল তোমার পুত্র জন্ম॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন সখি দৈবের লিখন।
মোর ঋতু কালে আইল ঋষি এক জন॥
কামভাবে তাহারে না করিলাম কামনা।
পুত্রদান দিয়া মোরে গেল সেই জনা॥
দেবযানী বলে সখি কহ সত্য কথা।
কি নাম ঋষির পুত্র তার বাস কোথা॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন ঋষি পরম সুন্দর।
মহাতেজ ধরে ঋষি যেন দিবাকর॥
তারে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার।
সেকারণে নাম গোত্র না জানি তাহার॥
দেবযানী বলে সখি তুমি পুণ্যবতী।
ঋষিবরে হৈল পুত্র চন্দ্রসমদ্যুতি॥
এত বলি দেবযানী গেল অন্তঃপুরে।
হেন মতে তার কত দিবস অন্তরে॥
দেবযানী প্রসবিল দ্বিতীয় কুমার।
তুর্ব্বসু বলিয়া নাম রাখিল তাহার॥
দেবযানী প্রসবিল এ দুই নন্দন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত সর্ব্ব জন॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্ম ঔরসে রাজার।
ঋতু যোগে জন্মাইল এ তিন কুমার॥
জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যু অনু তার দ্বিতীয় কুমার।
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ব্ব গুণাধার॥
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে।
ঋষিহৈতে পুত্র হয় দেবযানী জানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
হেন মতে কত দিনে যযাতি নৃপতি।
বিহারে চলিল দেবযানীর সংহতি॥
নানা বৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন।
ফলে ফুলে সুগন্ধি সুনাদ পক্ষিগণ॥

দেবযানী সহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠা আইল সেই বনের ভিতর॥
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র বাপেরে দেখিয়া।
রাজার নিকটে সভে আইল ধাইয়া॥
সুন্দর কুমার তিন দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল কার পুত্র কহ নৃপমণি॥
মৌনেতে রহিল রাজা না করে উত্তর।
কুমারগণেরে জিজ্ঞাসিল তত্তঃপর॥
কি নাম তোমরা ধর কাহার নন্দন।
সত্য কহ এথায় আইলা কি কারণ॥
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন।
প্রত্যক্ষে আপন নাম কহে তিন জন॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে আমাসভাকার মাতা।
রাজা দেখাইয়া বলে এই মোর পিতা॥
এত বলি গেল তিন রাজার নিকটে।
নমস্কার করি দাঁড়াইল করপুটে॥
দেবযানীভয়ে রাজা না বলিল কিছু।
বিরস হইয়া বাহুড়িল তিন শিশু॥
এত শুনি দেবযানী অরুণ নয়ন।
শর্ম্মিষ্ঠারে ডাকিয়া বলিল ততক্ষণ॥
পূর্ব্বে যে কহিলি তুই আমার গোচরে।
এক ঋষি পুত্রদান দিলেক আমারে॥
এক্ষণে তোমার কথা হইল বিদিত।
শর্ম্মিষ্ঠা শুনিয়া তাহা হইল বিস্মিত॥
কর যোড় করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নাহি ঘাটি আমি শুন ঠাকুরাণী॥
তুমি মোর ঈশ্বরী তোমার রাজা পতি।
সেকারণে মোর ভর্ত্তা হৈল নরপতি॥
সেবকীর পুত্রগণ তোমার সেবক।
ক্রোধ পরিহর মোরে দেখিয়া বালক॥
দেবযানী বলে তুমি সেবকী হইয়া।
মোর স্বামী পরিহর ভয় না চিন্তিয়া॥
ক্রোধে দেবযানী ভূপতির প্রতি বলে।
শুক্র বাক্য লঙ্ঘন করিলা অবহেলে॥
গুরুবাক্য লঙ্ঘ আর পরশ সেবকী।
এবে জানিলাম তুমি পরম পাতকী॥
আর না রহিব আমি তোমার সদন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন॥
কান্দিতে২ যায় জনকের ঘর।
বিনয় করিয়া রাজা বুঝান বিস্তর॥
রাজার বিনয়বাক্য না শুনিল কাণে।
দেখিয়া পাইল বড় ভয় রাজা মনে॥

পাছে নাহি চাহে ক্রোধে যায় শীঘ্রগতি।
পাছে২ নরপতি চলিল সংহতি॥
শুক্রের সম্মুখে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার চরিত॥
অবধান কর পিতা মোর নিবেদন।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈল যযাতি রাজন॥
তোমার নিয়ম বাক্য করিয়া হেলন।
বৃষপর্ব্বকন্যা সহ করিল রমণ॥
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।
দুর্ভগা করিল মোরে রাজা অবিচারে॥
আমার উদরে দুই পুত্র জন্মাইল।
এথায় তোমার বাক্য হেলন করিল॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মম বাক্য লঙ্ঘ রাজা এ কোন বিহিত॥
গুরুজনে লঙ্ঘ রাজা করি অহঙ্কার।
এই পাপে জরা অঙ্গ হইবে তোমার॥
শুনিয়া শুক্রের শাপ কম্পিত হৃদয়।
কর যোড় করি রাজা বলিছে বিনয়॥
মোর কোন শক্তি প্রভু তোমারে লঙ্ঘিতে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম মুনি গোচর তোমাতে॥
কামভাবে শর্ম্মিষ্ঠারে না করি রমণ।
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠা করিল যে প্রার্থন॥
সেকারণে তাকে করিলাম ঋতুদান।
না করিলে নাহি পাপ তাহার সমান॥
নপুংসক হৈয়া জন্ম হয় ক্ষিতিতলে।
নরকের মধ্যে গিয়া পড়ে অন্তকালে॥
ঋতুদান করিলাম এই ধর্ম্ম ভয়।
আগে মোর অঙ্গীকার জান মহাশয়॥
যেই যাহা মাগে তাহা না করিব আন।
সেকারণে দিলাম সে মাগিল ঋতুদান॥
শুক্র বলে ধর্ম্ম ভয় করিলা বিচার।
মোর বাক্যে ভয় নাহি এত অহঙ্কার॥
এতেক বলিবামাত্রে ভৃগুর নন্দন।
রাজার শরীরে জরা হইল তখন॥
অশক্ত হইল রাজা শুক্ল হৈল কেশ।
সম্মুখে নাস্ফুরে বাক্য হৈল বৃদ্ধ বেশ॥
আপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময়।
যোড় হাতে কহে পুনঃ করিয়া বিনয়॥
যুবভাবে তৃপ্ত নহি না পূরে কামনা।
তব কন্যা দেবযানী প্রথম যৌবনা॥

হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের সুখে।
কৃপায় শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর মোকে॥
শুক্র বলে মম বাক্য না যায় খণ্ডন।
ভোগ করিবারে রাজা যদি আছে মন॥
আপনার জরাবস্থা দিয়া অন্য জনে।
সাংসারিক সুখ ভোগ করহ আপনে॥
রাজা বলে আছে মোর পঞ্চম কুমার।
যেই জরা লবে তারে দিব রাজ্যভার॥
শুক্র বলে জরা লইবেক যেই জন।
দীর্ঘ আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন॥
বংশবৃদ্ধি হবে আর রাজ্যে হবে রাজা।
পরম পণ্ডিত হবে বলে মহাতেজা॥
শুক্রের পাইয়া আজ্ঞা যযাতি রাজন।
দেবযানী সহ দেশে করিল গমন॥
যযাতি চরিত্র কথা শুনিতে অমৃত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাসবিরচিত॥
দেশে আসি নৃপতি বসিল সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরে বলিল ততক্ষণে॥
শুক্র শাপে জরা বাপু হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পূরে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হও তুমি পরম পণ্ডিত।
খণ্ডিতে পিতার দুঃখ হওত উচিত॥
সেকারণে মম জরা লহ রে শরীরে।
তোমার যৌবন পুত্র দেহত আমারে॥
সহস্র বৎসরে পুত্র হইবে যৌবন।
এত শুনি যদু হৈল বিরসবদন॥
জরাসম দুঃখ পিতা নাহিক সংসারে।
অন্ন পান হীন শক্তি না থাকে শরীরে॥
শরীর কুৎসিত হয় লোকে উপহাসে।
এ জরা লইতে মোর চিত্ত না প্রকাশে॥
আর চারি পুত্র পিতা আছয়ে তোমার।
তাহা সভাকারে জরা দেহ আপনার॥
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ যযাতি রাজন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া তুমি হইলা অভাজন॥
তোর বংশে রাজা নাহি হবে কোনকালে।
জ্যেষ্ঠ হৈয়া তুমি আমার কুপুত্র হইলে॥
তাহার অনুজ নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপবর॥
শুক্রশাপে জরা হইল না যায় খণ্ডন।
জরা লয়ে দেহ পুত্র আপন যৌবন॥
বলহরা লহ জরা সহস্র বৎসর।
আমার বচন রাখ উপকার কর॥

তুর্ব্বসু বলিল পিতা জরা বড় দুঃখ।
আচারে বর্জ্জিত যায় সংসারের সুখ॥
এ জরা লইতে আমি অপারক অতি।
শুনিয়া কোপিত অতি হইল নৃপতি॥
তুমি পুত্র পিতৃবাক্য কর অনাদর।
এই পাপে ম্লেচ্ছ দেশে হবা দণ্ডধর॥
তব বংশে যতেক হইবে পুত্রগণ।
মুর্খ হৈয়া করিবেক অভক্ষ্য ভক্ষণ॥
দেবযানীর দুই পুত্র না শুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণে ডাকিল আপনি॥
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যু নাম ধরে।
মধুর বচনে রাজা বলিল তাহারে॥
মম জরা লহ তুমি সহস্র বৎসর।
পুনঃ জরা দিয়া লবা যুবা কলেবর॥
দ্রুহ্যু বলে রাজা জরা বহু দোষ ধরে।
অন্যের থাকুক কায বাক্য নাহি স্ফুরে॥
না পারিব সহিতে জরার যে যন্ত্রণা।
অন্যেরে করহ আজ্ঞা লবে সেইজনা॥
শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে বলে ততক্ষণ।
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য করিলা লঙ্ঘন॥
চারি জাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে॥
যতেক করিবা আশা হইবে নৈরাশ।
কভু পূর্ণ না হইবে তব অভিলাষ॥
অনু বলি পুত্র তার কনিষ্ঠ দোসর।
তাহারে ডাকিয়া তবে বলে নৃপবর॥
মম জরা লহ বাপু কর পুত্র কায।
শুনিয়া বলয়ে অনু শুন মহারাজ॥
জরা সম দুঃখ নাই লোকের সংসারে।
সদাই অশুদ্ধ দেহ থাকে অনাচারে॥
যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা না বল আমারে॥
রাজা বলে তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলা আমার॥
যতেক জরার দুঃখ কহিলা আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে॥
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে।
যৌবন কালেতে তারা সভাই মরিবে॥
তবেত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সভার কনিষ্ঠ পুত্র ডাকিল ত্বরিত॥
সভাহৈতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয় কর্ম্ম কর রাখ আমার বচন॥

কাব্যশাপে জরা হইল আমার শরীরে।
তৃপ্তি নাহি পাই সুখে জানাই তোমারে॥
পুত্র কর্ম্ম কর দেহ আপন যৌবন।
সহস্র বৎসরে পুনঃ হইবে তেমন॥
মম জরা দুঃখ পুত্র বহ নিজ কায়।
স্বীকার করিলে তুমি মম দুঃখ যায়॥
পিতার বচন শুনি কহে যোড় করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য না রাখে যে জন।
ইহ লোকে অপযশ নরকে গমন॥
তব জরা দেহ পিতা আমার শরীরে।
আমার যৌবনে ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে॥
যতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্রে বলেন বচন॥
বংশবৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
এতেক বলিয়া শুক্রে করিল স্মরণ।
পুরু অঙ্গে জরা থুইয়া হইল যৌবন॥
যৌবন পাইয়া তবে যযাতি রাজন।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম কর্ম্ম না যায় লিখন॥
যজ্ঞ হোমে তুষ্ট হৈল যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে॥
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সুপালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ॥
অভ্যাগত অতিথি তুষিল নৃপবর।
প্রতাপে নাহিক দুষ্ট রাজ্যের ভিতর॥
কামরসে কামিনী গণেরে রাজা তোষে।
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রি তোষে প্রিয় ভাষে॥
হেন মতে রাজা করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ব বাক্য স্মরণ করিল নৃপবর॥
জরায় পীড়িত পুরু দেখিয়া নৃপতি।
আপনারে ধিক্কার করে মহামতি॥
আপনার জরাতে দিলাম পুত্রে দুঃখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ॥
লোভেতে পুত্রের কষ্ট না দেখি নয়নে।
কামভাবে মত্ত আমি দুঃখিত নন্দনে॥
কামুকের কাম পূর্ণ না হয় খণ্ডন।
যত ইচ্ছা তত বাড়ে নহে তৃপ্ত মন॥
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে॥
পুত্র কর্ম্ম করি প্রীত করিলা আমারে।
তোমার মহিমা যত ঘুষিবে সংসারে॥
আপন যৌবন লহ জরা দেহ মোরে।
ছত্র দণ্ড দিব আমি তোমার উপরে॥
এত বলি জরা নিল নহুষনন্দন।
পুরুরে হইল প্রাপ্তি আপন যৌবন॥
পুরু রাজা হবে বলি দিলেন ঘোষণা।
পাত্র মিত্র অমাত্য ডাকিল সর্ব্ব জনা॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত প্রজা।
রাজ্যেতে যতেক বৈসে আনাইল রাজা॥
পুরু অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ।
কহিতে লাগিল যত প্রজা ক্ষত্রিগণ॥
নানা শাস্ত্র বিজ্ঞ তুমি নহুষতনয়।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কি হয়॥
সর্ব্বগুণযুক্ত যদু পরম সুন্দর।
তার বিদ্যমানে পুরু নহে রাজেশ্বর॥
ধর্ম্মনীতি যত তুমি জান মহাশয়।
কনিষ্ঠে করিবা রাজা কোন শাস্ত্রে কয়॥
প্রজাগণ বচন শুনিয়া নৃপবর।
ক্ষণেক থাকিয়া রাজা করিল উত্তর॥
পিতৃ মাতৃ বাক্য যেই পুত্র নাহি রাখে।
তারে পুত্র বলে হেন কোন শাস্ত্রে লেখে॥
পুরুকে জানি যে আমি আপন কুমার।
আর পুত্র অকারণ হইল আমার॥
পরম পণ্ডিত পুরু জানে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
রাখিয়া আমার বাক্য কৈল পুত্র কর্ম্ম॥
জরায় পীড়িত আমি না দিল যৌবন।
আমা বাক্য না রাখিল এই চারি জন॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার।
সহস্র বৎসর নিল মোর জরা ভার॥
সেকারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
হেন পুরু রাজা হবে ধর্ম্ম কেন নয়॥
প্রজাগণ বলে শুক্র জগতে বিদিত।
তার নাতিগণ যোগ্য সংসারে পূজিত॥
তাহারে না দিয়া অন্যে দিবা অধিকার।
হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার॥
রাজা বলে শুক্রে করিয়াছি নিবেদন।
যেই জরা লইবে সে রাজ্যের ভাজন॥
শুক্র বলে যেই পুত্র লবে জরাভার।
আপনার রাজ্যে তারে দিবা অধিকার॥
প্রজাগণ বলে কিছু কহিতাম আর।
শুক্র আজ্ঞা হইয়াছে নাহিক বিচার॥
পিতৃ মাতৃ বাক্য যেই করয়ে পালন।
তারে পুত্র বলি হেন কহে মুনিগণ॥

রাজা যোগ্য হয় পুরু ধর্ম্মেতে তৎপর।
সভার স্বীকার পুরু হয় দণ্ডধর॥
এত যদি বলিল সকল প্রজাগণ।
অভিষেক করিল পুরুকে ততক্ষণ॥
ছত্র দণ্ড দিল তবে নৃপতি যযাতি।
পুত্রে শিক্ষা করাইল যত রাজনীতি॥
আদি পর্ব্বে বিচিত্র যযাতি উপাখ্যান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
হইল নৃপতি পরে জরাযুত অঙ্গ।
রাজ্য ত্যজি গেল বন মুনিগণসঙ্গ॥
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল মূলাহার করে বনের ভিতর॥
অতিথির পূজা রাজা করয়ে তথায়।
হেন মতে সহস্র বৎসর তথা যায়॥
শিলোঞ্ছিত ব্রত রাজা বঞ্চে বহু ক্লেশে।
ফল মূল আহার ত্যজিল অবশেষে॥
জলপান ত্যজিয়া করিল বাতাহার।
তপস্যায় হৈল রাজা অস্থি চর্ম্মসার॥
হেন মতে গেল দুই সহস্র বৎসর।
পঞ্চাগ্নি করিল বৎসরেক নৃপবর॥
যোগযাগে শরীর ত্যজিল মহারাজ।
দিব্য রথে চড়ি গেল ইন্দ্রের সমাজ॥
তথাহইতে ব্রহ্মলোকে গিয়া নরপতি।
দশ লক্ষ বর্ষ ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি॥
ব্রহ্মলোকহৈতে রাজা আইল ইন্দ্রস্থানে।
কপটে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র তার বিদ্যমানে॥
জরায় পীড়িত তুমি ছিলা গুণাধার।
জরা নিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার॥
কোন নীতি শিক্ষাইলা তারে মহারাজ।
কেন বা ছাড়িয়া আইলা ব্রহ্মার সমাজ॥
রাজা বলে শুন শিক্ষাইলাম যে তারে।
রাজনীতি বিধিমত শাস্ত্র অনুসারে॥
রাজ ছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ যত শুন এক মনে॥
ক্রোধী নাহি হয় যেই ক্রোধ করাইলে।
গালি দিলে যেই জন কিছু নাহি বলে॥
পর দুঃখে দুঃখী যেই পর উপকারী।
মধুর কোমল বাক্য বলে মৃদু করি॥
মর্ম্মকথা পরেরে না বলে কোন কালে।
কপট কুবৃত্তিহীন সদা সত্য বলে॥
আপনারে ক্লেশ করি পাবে পরিত্রাণ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান॥
এ সব লোকের বাক্য শুনিবা শ্রবণে।
পুত্রবৎ করিয়া পালিবা প্রজাগণে॥
দুঃখিত দরিদ্র দুঃখ বিনাশিবা ধনে।
বিপ্রগণ তুষিবা বিপুল শ্রদ্ধা দানে॥
উৎসব করিয়া বন্ধুগণেরে তুষিবা।
চোরখণ্ড দুষ্ট লোক রাজ্যে না রাখিবা॥
দয়া করি পালিবা অনাথ বৃদ্ধ জনে।
অবহেলা না করিবা অতিথি সেবনে॥
অবশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্রে দিয়া রাজ্যভার।
তপস্যা করিবা বনে ফল মূলাহার॥
ইন্দ্র বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার যতেক ধর্ম্ম না হয় বর্ণিত॥
ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক ভ্রম নিজসুখে।
তোমার সদৃশ নাহি দেখি ব্রহ্মলোকে॥
কি পুণ্য করিলা তুমি জন্মিয়া সংসারে।
কহ নৃপবর ইচ্ছা আছে শুনিবারে॥
রাজা বলে বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে না দেখি এক জন।
আমার সহিত তার করি যে গণন॥
শুনিয়া হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ।
আপন প্রশংসা নিন্দে দেবের সমাজ॥
এই পাপে ক্ষীণপুণ্য হইলা যযাতি।
তোমারে না শোভে আর স্বর্গের বসতি॥
স্বর্গহইতে চ্যুত হও বলে পুরন্দর।
বিস্মিত হইয়া তবে বলে নৃপবর॥
কহিলাম বাক্য আমি আর না নেউটে।
ভুঞ্জিব আপন কর্ম্ম আছে যে ললাটে॥
এক নিবেদন মোর তোমার গোচরে।
কৃপা করি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে॥
পুণ্যবান লোক যত আছে যেই পথে।
সেই পথে পড়ি আজ্ঞা কর শচীপতে॥
ইন্দ্র বলে রাজা তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে।
নিজ গুণে পুনঃ স্বর্গ আসিবা নিকটে॥
এতেক বলিতে তবে পড়িল রাজন।
আকাশহইতে যেন পড়িল তপন॥
হেন কালে শূন্যে অষ্টকাদি চারি জন।
ডাক দিয়া বলে রহ পড়ে কোন জন॥
পুণ্যবান আজ্ঞা কভু না হয় খণ্ডন।
শূন্যেতে হইল স্থির যযাতি রাজন॥
অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন॥

সূর্য্য অগ্নি চন্দ্রতেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গহইতে পড় কেন না বুঝি বিচার॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি॥
পুণ্যবান জনেরে করিলাম অমান্য।
সেই হেতু হইল আমার ক্ষীণ পুণ্য॥
ধনহীন পৃথিবীতে বন্ধুগণে ত্যজে।
পুণ্যহীন স্বর্গে ত্যজে দেবের সমাজে॥
অষ্টক বলিল তুমি আছিলা কোথায়।
কি কারণে চ্যুত হইলা কহিবা আমায়॥
রাজা বলে মর্ত্ত্যেতে ছিলাম মহারাজা।
পৃথিবীর লক্ষ রাজা সবে কৈল পূজা॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া পুনঃ গেলাম কাননে।
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে॥
শরীর ত্যজিয়া স্বর্গে হইল গমন।
স্বর্গ ভোগ করিলাম না যায় কথন॥
সহস্র বৎসর তথা স্বর্গভোগ করি।
তথাহৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর।
নানা ভোগ করিলাম সহস্র বৎসর॥
তথাহইতে ব্রহ্মলোক হইল মোর গতি।
দশ লক্ষ বর্ষ যে হইল তথা স্থিতি॥
নন্দনাদি বন তথা কি কব সে কথা।
অপ্সরীর সহ ক্রীড়া করিলাম তথা॥
কামরূপী হইয়া বেড়াই যথা তথা।
দৈবে ইন্দ্র এক দিন জিজ্ঞাসিল কথা॥
ইন্দ্রে কহিলাম আপনার পুণ্যচয়।
তথাহৈতে সেকারণে পড়ি মহাশয়॥
অষ্টক বলিল কহ শুনি মহামতি।
তথাহৈতে পড়িলে হইবে কোন গতি॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য হয় যেই জন।
ভূমি নরকের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ॥
রজোবীর্য্যযুত হয়ে পুনঃ দেহ ধরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় যোনি অনুসারে॥
পশু কীট পতঙ্গ বিবিধ যোনি পায়।
গৃধ্র শিবাগণ তারে পুনঃপুনঃ খায়॥
অষ্টক বলিল তবে তরে কোনমতে।
এ ঘোর নরকহইতে মোচন কি মতে॥
রাজা বলে তপঃশান্তি দয়া দানফলে।
এ সব স্বর্গের ভোগ হয় অবহেলে॥
যজ্ঞ হোম ব্রত করে অতিথি সেবন।
গুরু দ্বিজ সেবা করে দেব আরাধন॥

তবেত তরিতে পারে নরকহইতে।
কহিলাম বৃত্তান্ত এ সকল তোমাতে॥
অষ্টক বলিল তুমি বড় পুণ্যবান।
এথায় নাহিক কেহ তোমার সমান॥
চিরদিন এথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক নাহি ইন্দ্রে ভয়॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নহি অধিকারী॥
শুনিয়া অষ্টক শিবি বসু প্রতর্দন।
রাজারে ডাকিয়া তথা বলে চারি জন॥
আমা সভাকার পুণ্য যতেক আছয়।
সেই পুণ্যে এথা তুমি রহ মহাশয়॥
রাজা বলে পর দ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বৃত্তি এই শুন মহাজন॥
শিবিরাজা বলে তুমি তৃণ গাছি দিয়া।
আমার বিভাগ পুণ্য লহত কিনিয়া॥
রাজা কহে যত কহ ছাওয়ালের ভাষ।
তৃণ দিয়া লব পুণ্য লোকে উপহাস॥
এত শুনি বলে অষ্টকাদি চারি জন।
নিশ্চয় এথায় যদি না রহ রাজন॥
তোমার সহিত তবে যাব চারি জন।
যথায় নরক তুমি করিবা গমন॥
এতেক বচন যদি তাহারা বলিল।
দিব্য মূর্ত্তি পঞ্চ রথ সেখানে আইল॥
পঞ্চ রথে চড়িয়া চলিল পঞ্চ জন।
ইন্দ্রের অমরাবতী করিল গমন॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন জনমেজয়।
সেই চারি জন তার কন্যার তনয়॥
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি॥
যযাতি চরিত্র কথা অমৃতসমান।
শ্রবণে মধুর নাহি ইহার সমান॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যেই নর শুনে।
ধন ধর্ম্ম যশ লভে ব্যাসের বচনে॥
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হয়তো উদিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাসবিরচিত॥
জনমেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর।
পুরুরে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর॥
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কি কর্ম্ম করিল তারা কহ মহামতি॥
মুনি বলে যদুহৈতে জন্মিল যাদব।
তুর্ব্বসু বংশহইতে জবন উদ্ভব॥

দ্রুহ্যু হইতে বন্দিত হইল ভোজবংশ।
অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ অবতংস॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব।
যার বংশে আপনার হইয়াছে সম্ভব॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুরুর যতেক কর্ম্ম লোকে অগোচর॥
পুরু রাজপাটেশ্বরী পৌষ্টী নাম ধরে।
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে॥
প্রবীর প্রধান পুত্রে দিল রাজ্যভার।
শূরসেনী নামে কন্যা বনিতা তাহার॥
তার পুত্র মনস্যু হইল নরবর।
তিন পুত্র হইল তার পরম সুন্দর॥
তিন পুত্র মধ্যে হইল রাজা সংহনন।
মিশ্রকেশী গর্ব্ভেতে জন্মিল তিন জন॥
দশ পুত্র মধ্যে রাজা হৈল মতিনার।
তংসু আদি চারি পুত্র হইল তাহার॥
ইনিল তাহার পুত্র বলে মহাতেজা।
তার পঞ্চ পুত্রেতে দুষ্মন্ত হইল রাজা॥
শকুন্তলা ভার্য্যা তার বিখ্যাত সংসার।
ভরত নামেতে পুত্র হইল তাহার॥
ভরতের গুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তার।
ভূমন্যু বলিয়া পুত্র হইল তাহার॥
সুহোত্র বলিয়া রাজা তাহাতে উৎপত্তি।
তার পুত্র হস্তী নামে হইল সুকীর্ত্তি॥
বসাইল আপনার নামেতে নগর।
হস্তিনা বলিয়া নাম ভুবন ভিতর॥
অজমীঢ় মহারাজ হস্তির নন্দন।
তার পুত্র রাজা হৈল নাম সম্বরণ॥
সম্বরণ রাজা কালে অনাবৃষ্টি কৃত।
দুর্ভিক্ষ হইল লোক ব্যাধিতে পীড়িত॥
পঞ্চাল দেশের রাজা বলে নিল দেশ।
সম্বরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ॥
সিন্ধুনদী কূলে হিমালয়ের নিকটে।
সহস্র বৎসর তথা রহিল সঙ্কটে॥
কৃপা করি বশিষ্ঠ সহায় হইল তার।
পুনরপি রাজ্যপ্রাপ্তি হইল তাহার॥
নানা যজ্ঞ দান তবে করিল নৃপতি।
তাঁর জায়া সূর্য্যকন্যা নামেতে তপতী॥
তাহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভূতলে।
কুরুক্ষেত্র নির্ম্মায়িল নিজ বাহুবলে॥
জনমেজয় আদিকরি পঞ্চ পুত্র তার।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা জনমেজয়ের কুমার॥

প্রতীপ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
তিন পুত্র হইল তার বিখ্যাত ভুবন॥
দেবাপি শান্তনু আর তৃতীয় বাহ্লিক।
এই তিন পুত্র জন্মাইল সে প্রতীপ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সংন্যাস ধর্ম্ম নিল।
বালক কালেতে সেই অরণ্যে পশিল॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হৈল নরপতি।
গঙ্গাগর্ব্ভে তার পুত্র ভীষ্ম মহামতি॥
বিবাহ না করে ভীষ্ম বংশ না হইল।
সত্যবতী কন্যারে বিবাহ পিতা দিল॥
তার গর্ব্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় বিচিত্রবীর্য্য আর॥
গন্ধর্ব্বে মারিল জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ বীরে।
সেই রাজ্যে বিচিত্রবীর্য্য হৈল দণ্ডধরে॥
বংশ না হইতে তার হইল নিধন।
পুনর্ব্বংশ বৃদ্ধি কৈল ব্যাস তপোধন॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু তার হইল নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র হৈল এক শত জন॥
ভ্রাতৃর বিবাদে তারা হইল সংহার।
বংশরক্ষা হেতু হৈল পাণ্ডুর কুমার॥
দেববরে পঞ্চ পুত্র পাণ্ডুর হইল।
যাহার মহিমা যশে পৃথিবী পূরিল॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয়।
নকুল পঞ্চম সহদেব মহাশয়॥
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা উদরে।
যৌবনে মরিল তেঁহো ভারত সমরে॥
তার ভার্য্যা উত্তরা আছিল গর্ব্ভবতী।
পরীক্ষিত মহারাজ তাহাতে উৎপত্তি॥
আপনি হইলা তুমি তাঁহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ দুই জন॥
শতানীক আর শঙ্কু দুই সহোদর।
মেধদত্ত হৈল শতানীকের কোঙর॥
ইলা বংশ চরিত্র যে জন শুনে ভণে।
আয়ু যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
সংসারে যতেক ধর্ম্ম বিধি বেদে কয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল পায় নাহিক সংশয়॥
আদিপর্ব্বে ভারত শ্রীব্যাসবিরচিত।
কাশীদাস কহে তাহা রচিয়া সঙ্গীত॥

জনমেজয় বলে মুনি কহ আর বার।
সংক্ষেপে কহিলা কহ করিয়া বিস্তার॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বিষ্ণু অংশে জন্ম।
শান্তনুর ভার্য্যা শুনি এ অদ্ভুত কর্ম্ম॥

মুনি বলে শুন কহি তাহার কারণ।
মহাভিষ নামে রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন॥
ইন্দ্রের সম্মতে যজ্ঞ করিল বিস্তর।
সহস্রেক অশ্বমেধ কৈল নৃপবর॥
দেব দ্বিজ দরিদ্রে তুষিল মহামতি।
দানেতে পৃথিবী পূর্ণ কৈল নরপতি॥
ব্রহ্মলোক গেল রাজা যজ্ঞ পুণ্য বলে।
ব্রহ্মার সহিতে তথা বৈসে কুতূহলে॥
বহু কাল তথায় আছয়ে নরপতি।
এক দিন দেখে রাজা দৈবের যে গতি॥
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয়া আসনে।
সম্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ মুনিগণে॥
ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর।
সভে তথা চতুর্ম্মুখ গৌর কলেবর॥
দক্ষআদি প্রজাপতি ইন্দ্রআদি দেবে।
দেব ঋষি মুনিগণ নিত্য আইসে সভে॥
সভা করি বসিয়াছে মুনির সমাজ।
তথায় আছয়ে মহাভিষ মহারাজ॥
গঙ্গা দেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন।
হেন কালে তেজবন্ত বহিল পবন॥
বায়ু তেজে জাহ্নবীর উড়িল বসন।
দেখি হেট মুণ্ড করিলেন সিদ্ধগণ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে।
মহাভিষ রাজা দেখে নিশ্চল নয়নে॥
মহাভিষ রাজা অতিরূপে অনুপম।
তার ভিতে গঙ্গা দেবী চান্ অবিরাম॥
দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি কহে প্রজাপতি।
মোর লোকে আসি রাজা করিলা অনীতি॥
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য আচার।
মর্ত্ত্যে জন্ম লয়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার॥
পুনরপি এথায় আসিবা পুণ্যবলে।
সোম বংশে জন্ম গিয়া হও ভূমণ্ডলে॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তথাহৈতে পতন হইল শীঘ্রগতি॥
সোম বংশে মহারাজ প্রতীপ আছিল।
মহাভিষ রাজা তার গৃহে জন্ম নিল॥
বাহুড়িল গঙ্গা করি ব্রহ্মা দরশন।
পথেতে দেখিল আইসে বসু অষ্ট জন॥
বিরস বদন গঙ্গা দেখি বসুগণে।
জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে॥
বসুগণ বলে চিন্তা করি নিজ দোষে।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ জন্মিতে মানুষে॥
পৃথিবীতে জন্ম হবে কাঁপিছে অন্তর।
বিশেষে মনুষ্যযোনি নরক দুস্তর॥
উপায় না দেখি চিন্তা ভাবি সেকারণ।
ভাল হৈল তব সঙ্গে হৈল দরশন॥
কোটি২ পাপী পাপে করহ উদ্ধার।
আমা সভাকার তুমি কর-প্রতিকার॥
গঙ্গা বলে কি করিব কহ সংবিধান।
যে করিব অঙ্গীকার না করিব আন॥
বসুগণ বলে মর্ত্ত্যে জন্মিব নিশ্চয়।
নর যোনি জন্মিতে হইছে বড় ভয়॥
আপনি মনুষ্য লোকে হয়ে রাজনারী।
আমা সভাকার তুমি হও গর্ব্ভধারী॥
আর এক নিবেদন করি যে তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইয়া দিও গঙ্গানীরে॥
বসুর বচন গঙ্গা স্বীকার করিল।
শুনি অষ্টবসু তবে মুদিত হইল॥
কুরুবংশে আছিলা প্রতীপ নামে রাজা।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড় তপে মহাতেজা॥
দেবাপি নামেতে তার প্রথম নন্দন।
অল্পকালে সন্ন্যাসী হইয়া গেল বন॥
দেবাপি বিহনে রাজা হৈল পুত্রহীন।
গঙ্গাজলে থাকে সদা বয়স প্রবীণ॥
তপ জপ ব্রত করে বেদ অধ্যয়ন।
বৃদ্ধ কালে নরপতি রূপেতে মদন॥
তার রূপ গুণ দেখি প্রীতি যে পাইল।
জলেহৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল॥
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হইল কিরণ॥
দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল রাজার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল কৌরব কুমার॥
রাজা বলে কি করিব কি বাঞ্ছা তোমার
সত্য করি কহ যেই বাঞ্ছা আপনার॥
কন্যা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
তোমারে ভজিনু তুমি হও মোর পতি॥
স্ত্রী হইয়া পুরুষে ভজয়ে যদি নারী।
পুরুষ না ভজিলে সেই হয় পাপকারী॥
রাজা বলে পরদার আমি নাহি ভজি।
পরদার পরশিলে নরকেতে মজি॥
কন্যা বলে নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেব কন্যা আমি মোরে ভজ নৃপমণি॥
রাজা বলে কন্যা না বলি হেন বাণী।
দক্ষিণ উরুতে বৈসে পুত্রবধূ গণি॥

পুরুষের বাম উরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিয়া এমত বাক্য কহ কি কারণ॥
সেকারণে তোমারে বধূর মধ্যে গণি।
কেমনে করিব ভার্য্যা অনুচিত বাণী॥
গঙ্গা বলে রাজা তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসার॥
তোমার বচন মোর হইল স্বীকার।
বরিব তোমার পুত্রে এই অঙ্গীকার॥
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে আমার প্রিয় কায॥
তবে সে তোমার পুত্রে করিব বরণ।
এত বলি অন্তর্ধান করিল তখন॥
কন্যার বচনে রাজা মুদিত হইল।
পুত্র হবে বলি রাজা ভার্য্যারে কহিল॥
ভার্য্যা সহ ব্রতাচার করিল নৃপতি।
কত দিনে গর্ব্ভে পুত্র হইল উৎপত্তি॥
দশ মাস দশ দিনে হইল কুমার।
রাজীব লোচন মুখ চন্দ্রের আকার॥
শান্ত শীল পুত্র নাম শান্তনু থুইল।
তাহার অনুজ নাম বাহ্লীক রাখিল॥
দিনে২ বাড়ে তার যুগল তনয়।
কত দিনে দেখি পুত্র যৌবনসময়॥
শান্তনুনিকটে আসি বলে নৃপবর।
রাজনীতি ধর্ম্ম শিক্ষা করিলা বিস্তর॥
অবশেষে পুত্রেরে বলিল নরপতি।
আমার বচন এই না হও বিস্মৃতি॥
তব জন্ম না হইতে দৈবে এক দিনে।
পরম সুন্দরী কন্যা আইল এ স্থানে॥
বধূ করি তাহারে করিলাম বরণ।
অঙ্গীকার করি কন্যা করিল গমন॥
পরম সুন্দরী কন্যা হয় দেবরূপী।
তোমার সদনে যদি আইসে কদাপি॥
তোমারে ভজিলে তুমি ভজিহ তাহারে।
নিষেধ না করিবা সে যেই কর্ম্ম করে॥
পিতা যত বলে তাহা স্বীকার করিল।
শান্তনুরে রাজ্য দিয়া রাজা বনে গেল॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনি ভববারি হই পার॥
হস্তিনানগরে রাজা হইল শান্তনু।
পৃথিবী পূর্ণিতা তার গুণে দিব্য তনু॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বনের ভিতর॥

জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা॥
পদ্মের কেশর বর্ণ শুক্ল বস্ত্রধারী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গবিদ্যাধরী॥
আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া॥
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
কি বা নাগকন্যা তুমি কি বা নরনারী॥
অনুপম রূপ ধর বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন হও মোর নারী॥
কন্যা বলে রাজা ভার্য্যা হইব তোমার।
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার॥
আমার নিয়ম যদি করিবা পালন।
তবে নরপতি আমি করিব বরণ॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কায।
আমারে নিষেধ না করিবা মহারাজ॥
কদাচিত কভু যদি বল কুবচন।
সেই দিন তুমি আমি নাহি দরশন॥
ত্যাগ করি তোমারে যাইব নিজ স্থান।
স্বীকার করিল রাজা তার বিদ্যমান॥
যে কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখনহ নিষেধ না করিব তোমাকে॥
রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আইল॥
দিব্য রত্ন ভূষণ বসন অলঙ্কার।
বিবিধ ভূষণে তোষ করিল গঙ্গার॥
অনুগত হইয়া থাকেন নরপতি।
চিরকাল ক্রীড়া করে গঙ্গার সংহতি॥
মুনিশাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণ শশী॥
পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিছে রাজন॥
এথা পুত্র লয়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন॥
তবে কত দিনে আর এক পুত্র হৈল।
সেই মত করি গঙ্গা জলে ডুবাইল॥
পূর্ব্ব সত্য ভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র শোকানলে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
একে২ গঙ্গাদেবী করিল নিপাত॥

পুত্র শোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কত দিনে হৈল জন্ম অষ্টম কুমার॥
পুত্র লৈয়া গঙ্গা দেবী যায় নিজ জলে।
আগে হৈয়া নরপতি গঙ্গা প্রতি বলে॥
কেমন মায়াবী তুমি আইলে কোথাহৈতে।
তব সম নিন্দিত না দেখি পৃথিবীতে॥
আপনার গর্ব্ভে যেই জন্মিল কুমার।
কেমনে এমন পুত্র করিলা সংহার॥
পাষাণ শরীর তোর বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি ডাকি নিল আপন তনয়॥
গঙ্গা বলে পুত্র বাঞ্ছা কৈলা নরপতি।
পূর্ব্বের নিয়ম পূর্ণ হৈল মহামতি॥
তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এই পুত্র পাইলা রাজা করিয়া যতন॥
আমা পরিচয় তোরে দিব নরপতি।
আমিত জাহ্নবী তিন লোকে মোর প্রীতি॥
আমার উদরে যত হৈল পুত্রগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্ট জন॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
আমারে মিনতি করি মাগিলেক বর॥
গর্ব্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার।
সেকারণে হইলাম বনিতা তোমার॥
রাজা বলে কহ শুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ॥
গঙ্গা বলে সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র সে বশিষ্ঠ মহামতি॥
হিমালয় পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা ফল ফুলেতে শোভিত তরুগণ॥
দক্ষকন্যা সুরভী সে কশ্যপগৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী॥
সেই ধেনু প্রাপ্তি হৈল বরুণনন্দনে।
বৎসর সহিত থাকে মুনির সদনে॥
দৈবে এক দিন তথা বসু অষ্ট জন।
ভার্য্যার সহিত তথা করিল গমন॥
আপন২ ভার্য্যা সহ অষ্ট জনে।
ক্রীড়া করি ভ্রমে সভে মুনির কাননে॥
দিব্যবসু ভার্য্যা কামদুঘা গবী দেখি।
এক দৃষ্টে চাহে কন্যা অনিমিষ আঁখি॥
সুন্দর দেখিয়া গবী কহিল স্বামিরে।
কাহার সুন্দর গবী দেখি বনে চরে॥
দিব্যবসু বলে এই বশিষ্ঠের গবী।
কশ্যপের অংশে জন্ম জননী সুরভী॥
ইহার যতেক গুণ কহন না যায়।
এক পল দুগ্ধ যদি নরলোকে পায়॥
পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বৎসর॥
সদাই যুবক থাকে শরীর বিজ্বর॥
স্বামির বচন শুনি বলিল সুন্দরী।
এ গবীর দুগ্ধ অতিশয় হিতকারী॥
নর লোকে সখী এক আছয়ে আমার।
উশীনরকন্যা জিতবতী নাম তার॥
তাহার কারণে তুমি গবী দেহ মোরে।
যদ্যপি থাকয়ে স্নেহ তোমার আমারে॥
বিনয় করিয়া কন্যা বলে বারেবারে।
স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গবীরে॥
ভার্য্যাবোলে গবী ধরে পাছে না গণিল।
কামদুঘা ধেনু লইয়া নিজগৃহে গেল॥
কত ক্ষণে মুনিবর আইল আশ্রমে।
গবী না দেখিয়া মুনি তপোবন ভ্রমে॥
না পাইল গবী মুনি ভ্রমিল বিস্তর।
কেবা নিল গবী মুনি চিন্তিল অন্তর॥
ধ্যান করিয়া দেখে বরুণনন্দন।
জানিল হরিল গবী বসু অষ্ট জন॥
ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে।
নর যোনি জন্ম গিয়া হও অষ্ট জনে॥
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ শুনি বসুগণে।
কর যোড়ে স্তুতি করে মুনি বিদ্যমানে॥
মুনি বলে মোর বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরেক গর্ব্ভবাসি হবা সাত জন॥
বৎসরে২ বৎসরে ক্রমে হইবে কুমতি।
সভে না হইবে তাহে একই সুকৃতী॥
তোমা সভামধ্যে গবী লৈল যেই জনে।
নর লোকে রহি মুক্ত হবে চিরদিনে॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করি আমারে মাগিল এই বর॥
জন্মমাত্র আমা সভা ডুবাইবা জলে।
অঙ্গীকার করিলাম তা সভার বোলে॥
সেকারণে ভার্য্যা আমি হইলাম তোমার।
এইত কুমার রাজা বসু অবতার॥
মায়ের বিহনে পুত্র দুঃখিত হইবে।
সেকারণে আমার সহিত পুত্র যাবে॥
পালন করিয়া পুত্র যুবক হইলে।
তোমারে আনিয়া দিব কত দিন গেলে॥
এত বলি পুত্র লৈয়া হৈল অন্তর্ধান।
কান্দিতে২ রাজা গেল নিজ স্থান॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে শুনিলে জন্মযে দিব্য জ্ঞান॥
গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
নিরন্তর গঙ্গা গুণ স্মরে নৃপবর॥
গঙ্গার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে॥
হেন মতে বহু দিন আছে নরপতি।
নানা দান যজ্ঞ রাজা করে নিতি২॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মেতে তৎপর।
দেবাসুরে নরে পূজ্য যেন পুরন্দর॥
তেজে দিনকরসম শান্ত যেন ইন্দু।
ক্ষমায় পৃথিবী রাজা গুণে পূর্ণসিন্ধু॥
গতিতে পবন রাজা দুষ্টগণে যম।
দুঃখি অন্ধ অথর্ব্বের হৈল পিতাসম॥
দুঃখিতান্ধ অথর্ব্বের হইল পিতা মাতা।
ধর্ম্মেতে তৎপর রাজা কল্পতরু দাতা॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
ধন্য২ বলি সব হইল ভুবনে॥
বৎসর শতেক ষষ্টি গেল সেই মতে।
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে॥
এক রথে ভ্রমে রাজা ভাগীরথী তীরে।
আচম্বিতে গঙ্গা দেখে বসে আছে নীরে॥
ছয় ঋতু বহে গঙ্গা গহন গম্ভীর।
আচম্বিতে দেখে রাজা আছে এক বীর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা ভাবে মনে২।
উদন্ত জানিতে তবে গেল ততক্ষণে॥
কত দূরে দেখে রাজা এক মহাবীর।
কামদেব যিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
হাতে ধনুঃশর বসি আছে মহাবল।
শরজালে বান্ধিয়াছে জাহ্নবীর জল॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় বদন।
রাজা দেখি জলে প্রবেশিল ততক্ষণ॥
জলে প্রবেশিল তাহা শান্তনু দেখিয়া।
বসিল তথায় রাজা চিন্তিত হইয়া॥
শান্তনু দেখিয়া গঙ্গা হইল সদয়।
বাহির হইল আগে করিয়া তনয়॥
পূর্ব্ব রূপ ত্যজি গঙ্গা অন্য মুর্ত্তি হৈয়া।
নৃপতির তরে তবে বলিল ডাকিয়া॥
কেন মনে চিন্তা তুমি করহ রাজন।
হের দেখ লহ রাজা আপন নন্দন॥
আমাহইতে পাইলা যে অষ্টম কুমার।
দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার॥
পুত্রের গুণ রাজা না শুনিয় কথনে।
অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে॥
দেবগুরু দৈত্যগুরুসম শাস্ত্রে জ্ঞান।
অস্ত্রবিদ্যা জানে ভৃগুরামের সমান॥
সংসারে যতেক বিদ্যা নীতি শাস্ত্র ধর্ম্ম।
এ পুত্রের অগোচর নহে কোন কর্ম্ম॥
তোমারে দিলাম পুত্র লহ মহারাজ।
অভিষেক করিয়া করহ যুবরাজ॥
এত বলি গেল গঙ্গা অন্তর্ধান গতি।
পুত্র পাইয়া আনন্দিত হৈল নরপতি॥
পুত্র লৈয়া আইল রাজা আপন নগরে।
আনন্দিত পুরজন দেখিয়া কুমারে॥
রাজার সহিত যত মন্ত্রির সমাজ।
শুভক্ষণ করিয়া করিল যুবরাজ॥
পুত্র পাইয়া দুঃখ পাসরিল মহারাজা।
আনন্দিত হইল অমাত্য আরো প্রজা॥
পুত্রে অধিকার দিয়া শান্তনু নৃপতি।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে অচিন্তিত মতি॥
স্বচ্ছন্দে মৃগয়া করি ভ্রমে নরবীর।
এক দিন গেল রাজা যমুনার তীর॥
কালিন্দীর তীরে করে মৃগ অন্বেষণ।
সুগন্ধ সহিত তথা বহিল পবন॥
গন্ধে আমোদিত রাজা চারি ভিতে চায়।
কিসের সুগন্ধ আইসে না জানিল রায়॥
গন্ধ অনুসারে তবে যায় নরপতি।
আচম্বিতে নৌকা জলে দেখিল যুবতী॥
পরম সুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী।
কিরণে উজ্জ্বল করে যমুনার বারি॥
যুগল খঞ্জন সম কন্যার নয়ন।
বিকচ কমলপ্রায় তাহার বদন॥
বচনে জিনিল মত্ত কোকিলের ভাষা।
কুসুমে কবরীভার সুচারু সুকেশা॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে পীড়িল মদন।
আপ্ত হৈয়া কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন॥
কোন জাতি হও তুমি কোথা তব ধাম।
কাহার নন্দিনী তুমি তোমার কি নাম॥
কন্যা বলে আমি দাশরাজার তনয়া।
ধর্ম্মার্থে বাহি যে নৌকা পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া॥
কন্যার বচনে রাজা গেল শীঘ্র গতি।
যথায় কন্যার পিতা দাশের বসতি॥
রাজা দেখি ধীবর উঠিল সে ত্বরিতে।
রত্ন সিংহাসন লইয়া দিলেক বসিতে॥

করযোড় করি দাশ রাজা আগে কয়।
কি হেতু আইলা আজ্ঞা কর মহাশয়॥
রাজা বলে আইলাম তোমার এ স্থান।
তোমার যে কন্যা আছে কর মোরে দান॥
দাশ বলে মোর যদি বংশে ভাগ্য থাকে।
তবে মোর কন্যা দান করিব তোমাকে॥
যদি থাকে কন্যার কপালে সুলিখন।
যোগ্যা যোগ্য বর পায় ধর্ম্ম নির্ব্বন্ধন॥
তুমি কুরু মহাবংশ বিখ্যাত সংসারে।
এক মাত্র নিবেদন আছয়ে তোমারে॥
ধর্ম্মপত্নী করি যদি কর নৃপমণি।
এই সত্য কর তবে কন্যা দিব আমি॥
আমার কন্যার যেই হইবে কুমার।
তাহারে যদ্যপি দেহ রাজত্বের ভার॥
রাজা বলে হেন কর্ম্ম করিতে না পারি।
দেবব্রত পুত্র মোর রাজ্যঅধিকারী॥
এমত বিবাহে মোর নাহি প্রয়োজন।
উঠিয়া নৃপতি দেশে করিল গমন॥
যেইক্ষণহইতে কন্যা দেখিল নৃপতি।
অনুক্ষণ চিন্তে রাজা না হয় বিস্মৃতি॥
অধোমুখে বৈসে রাজা করিয়া ধেয়ান।
কন্যার ভাবনা বিনা নাহি মনে আন॥
পিতারে চিন্তিত দেখি দুঃখিত তনয়।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা কেন কর মহাশয়॥
পৃথিবীতে কোন কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
নাগ যক্ষ সুরাসুর ইন্দ্র যম আদ্য॥
আজ্ঞা কর এখনি সাধিয়া দিব কায।
কোন হেতু অনুক্ষণ চিন্ত মহারাজ॥
পুত্রের বচন শুনি বলে নরপতি।
যে কারণে চিন্তা মোর শুনহ সুমতি॥
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত সংসার।
হেন বংশধর তুমি একই কুমার॥
জীবন যৌবন পুত্র চিরকাল নয়।
কদাচিত তোমার বিপদ যদি হয়॥
তবেত কৌরব বংশ হইবে বিনাশ।
এই চিন্তে তাপ পুত্র না করি প্রকাশ॥
যাবত আছহ তুমি বংশেতে নন্দন।
সহস্র কুমার আর কোন প্রয়োজন॥
সংসারে যতেক ধর্ম্ম কহে পদ্মযোনি।
বংশ রক্ষা ধর্ম্ম ষোল কলায় না গণি॥
বংশহীন লোকে ধর্ম্ম ফল নাহি ফলে॥
বিবাহ না করি তুমি থাকিলে কুশলে॥

তোমা বিদ্যমানে আর কি কায কুমার।
বিবাহের কোন কার্য্য কাম পাপাচার॥
তথাপি আছয়ে পূর্ব্বে কহে মুনিগণ।
এক পুত্র পুত্র নহে বংশের কারণ॥
এই হেতু চিন্তা মোর হয় নিরবধি।
উপায় না দেখি পুত্র ইহার ঔষধি॥
এতেক পিতার বাক্য দেবব্রত শুনি।
বিচার করিতে গেল বিজ্ঞ মন্ত্রী জানি॥
কহিল পিতার কথা মন্ত্রিগণ স্থানে।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী বলিল তখনে॥
মৃগয়া করিতে রাজা গিয়াছিল বন।
গন্ধকালী কন্যা সনে হৈল দরশন॥
তার হেতু তার বাপে বলিল বচন।
নাহি দিল কন্যা সেই তোমার কারণ॥
মন্ত্রিগণ স্থানে শুনি এতেক বচন।
রথে চড়ি তথাকারে করিল গমন॥
ততক্ষণে দেবব্রতে দেখিয়া ধীবর।
রাজার বিধানে পূজা কৈল বহুতর॥
দেবব্রত বলে রাজা তুমি ভাগ্যবান।
আমার জনকে তুমি কন্যা দেহ দান॥
এত শুনি যোড় হাতে বলে দাশবান।
মোর নিবেদন এক কর অবধান॥
দাশ বলে মোর কন্যা বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার মহিমা যত বলে মুনিগণে॥
এত শুনি রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ কন্যা মুনিবর কেমনে পাইল॥
সহজে কৈবর্ত্ত জাতি নীচমধ্যে গণি।
তার ঘরে হৈল কন্যা কোন হেতু মুনি॥
মুনিবর বলে রাজা কর অবধান।
সে কন্যার গুণ কর্ম্ম শুনহ বিধান॥
মৎস্যের উদরে জন্ম ব্যাসের জননী।
দয়া করিলেন তারে পরাশর মুনি॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনি ভববারি হবে পার॥
দ্বাপর যুগেতে রাজা নামে পরিচয়।
সত্যশীল ধর্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর॥
সকল ত্যজিয়া রাজা ধর্ম্মে দিল মন।
কঠিন তপস্যা বনে করে অনুক্ষণ॥
শিরে জটা ধরে রাজা বল্কপরিধান।
কভু ফল মূল খায় কভু অম্বুপান॥
কখন গলিত পত্র কভু বাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার॥

গ্রীষ্ম কালে চতুর্দ্দিগে জ্বালিয়া অগনি।
উর্দ্ধপদে তার মধ্যে রহে নৃপমণি॥
হেন মতে তপ করে সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দর॥
ঐরাবতে চড়িয়া চলিল দেবরাজ।
যথা তপ করে রাজা অরণ্যের মাঝ॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র শুন নৃপবর।
দেখিয়া তোমার তপ সভে পাইল ডর॥
নিবর্ত্ত কঠোর আর না কর রাজন।
এত বলি দিল ইন্দ্র দিব্য আভরণ॥
বৈজয়ন্তী মালা দিল নৃপতির গলে।
ছত্র দণ্ড দিল দুই শ্রবণে কুণ্ডলে॥
চেদি নামে রাজ্যে করি অভিষেক তারে।
রাজা করি দেবরাজ গেল নিজপুরে॥
চেদি রাজ্যে নৃপতি হইল পরিচর।
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নিরন্তর॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা পর্ব্বতে পাইল।
পরম সুন্দরী দেখি বিবাহ করিল॥
নানা ক্রীড়া করে রাজা ভার্য্যার সহিত।
কত দিনে ঋতু কাল হৈল উপনীত॥
ঋতুস্নান করিল রাজ্যের পাটেশ্বরী।
পবিত্র হইল তবে স্নান দান করি॥
সেই দিন পিতৃ লোক কহিল রাজায়।
মৃগ মাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর মহাশয়॥
পিতৃগণ আজ্ঞা পাইয়া রাজা পরিচর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
মহাবনে প্রবেশিল মৃগ অন্বেষণে।
ঋতুমতী ভার্য্যা তার সদা পড়ে মনে॥
মৃগয়া করয়ে রাজা নাহি তাহে মন।
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হয়ত স্মরণ॥
কাম হেতু তাঁর বীর্য্য হইল স্খলিত।
দেখিয়া নৃপতি চিত্তে হইল চিন্তিত॥
হাতেতে সঞ্চান পক্ষি আছিল রাজার।
পত্রে করি বীর্য্য দিল স্থানেতে তাহার॥
এই বীর্য্য লৈয়া দিবা পাটেশ্বরী স্থানে।
এত বলি নরপতি পাঠায় সঞ্চানে॥
চলিল সঞ্চান পক্ষী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্য পথে॥
ভক্ষ্য দ্রব্য বলিয়া তাহারে ছোঁমারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল সঞ্চান যুদ্ধ হইল॥
পক্ষি স্থানহৈতে রেত পড়ে সেই কালে।
অন্তরীক্ষহৈতে পড়ে যমুনার জলে॥

দির্ঘীকা নামেতে ছিল স্বর্গবিদ্যাধরী।
মুনিশাপে জলমধ্যে হইয়াছে শফরী॥
সেইত শফরী বীর্য্য করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না যায় কভু দৈবের ঘটন॥
সেইহৈতে দশ মাসে ধীবরের জালে।
পড়িল প্রবীণ মৎস্য তুলিলেক কূলে॥
কূলেতে তুলিল মৎস্য প্রসব হইল।
মুনিশাপে মুক্ত হৈয়া নিজ দেশে গেল॥
এক গুটি সুতা তাহে এক গুটি সুত।
দেখিয়া ধীবরগণ জানিল অদ্ভুত॥
যুগল বালক তবে নিল কোলে করি।
যথা রাজা পরিচর চেদি অধিকারী॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা লইল বিস্ময়।
কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয়॥
অপুত্রক রাজা পুত্রে করিল পালন।
মৎস্যরাজ বলি নাম করিল ঘোষণ॥
কন্যা লইয়া ধীবর আইল নিজ ঘরে।
বহু যত্ন করি তারে পালিল ধীবরে॥
রূপেতে তাহার সম নাহি পাঠান্তর।
সভে দোষ দুর্গন্ধ মৎস্যের কলেবর॥
দুর্গন্ধেতে কেহ তার নিকটে না যায়।
দেখিয়া ধীবর রাজা চিন্তিল উপায়॥
যমুনার জলে পথ গহন কাননে।
সেই পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে॥
কন্যারে বলিল তুমি থাক এইখানে।
ধর্ম্ম অর্থে পার কর যত মুনিগণে॥
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া কন্যা থাকিল তথায়।
নিরন্তর মুনিগণে পার করে নায়॥
মহামুনি পরাশর শক্তির কুমার।
তীর্থ যাত্রা করি তেঁহো যান পুনর্ব্বার॥
আচম্বিতে পরাশর আইল সেই পথে।
কৈবর্ত্তী কুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে॥
অনিন্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন।
মত্ত কোকিলের স্বর জিনিয়া বচন॥
তাহার লাবণ্য দেখি মোহপ্রাপ্ত মুনি।
জিজ্ঞাসিল কন্যা তুমি কাহার নন্দিনী॥
কন্যা বলে আমি দাশরাজার কুমারী।
পিতা মাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি॥
মুনি বলে কন্যা তুমি জগত মোহিনী।
আমারে ভজহ আমি পরাশর মুনি॥
এত শুনি কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
কন্যা জাতি প্রভু মুঞি নহি স্বতন্ত্র॥

সহজে কৈবর্ত্তকন্যা হই নীচজাতি।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মোর দেখ মহামতি॥
দুর্গন্ধেতে নিকটে না আইসে কোন জনে।
আমারে পরশ মুনি করিবা কেমনে॥
তাহাতে কুমারী আমি বিবাহ না হয়।
কিমতে ভজিব আমি শুন মহাশয়॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন পরাশর।
আমি বর দিব কন্যা নাহি তোর ডর॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তোর কলেবরে।
পদ্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে॥
অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে।
সদা এই রূপে থাক আমার বচনে॥
বলিলা আমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মোর বরে॥
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল।
পূর্ব্ব গন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধা হৈল॥
অত্যন্ত সুন্দরী হৈল মুনিরাজ বরে।
আপনা নেহালি কন্যা হরিষ অন্তরে॥
পুনরপি বলে কন্যা যুড়ি দুই কর।
খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর॥
যমুনার দুই তটে আছে লোক জন।
যমুনার জলে আছে নৌকা অগণন॥
ইহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি।
লোকেতে প্রচার যেন না হয় কাহিনী॥
শক্তিপুত্র পরাশর মহাতপোধন।
আজ্ঞাতে কুজ্ঝটি মুনি করিল সৃজন॥
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন।
পদ্মগন্ধা কন্যা মুনি করিল রমণ॥
সেই কালে গর্ভ হৈল কন্যার উদরে।
ব্যাস দেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে॥
দ্বীপে জন্ম হেতু তার নাম দ্বৈপায়ন।
চারি ভাগ কৈল বেদ ব্যাস সেকারণ॥
জন্মমাত্র জননীরে বলেন বচন।
আজ্ঞা কর মাতা আমি যাব তপোবন॥
যখন তোমার কিছু হয় প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ॥
জননীর আজ্ঞা পাইয়া ব্যাস তপোধন।
মাতারে কহিল এই পূর্ব্ব বিবরণ॥
জনমেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন বাক্য বলিল ধীবর॥
মুনি বলে দাশরাজ বিবিধ বিধানে।
বিনয়পূর্ব্বক বলে শান্তনুনন্দনে॥
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা আসিয়াছিল এথা।
কন্যার কারণে কহিলেন এই কথা॥
এখনে আপনি তুমি কহ মহাশয়।
মোর কর্ম্ম দোষে ইহা ঘটন না হয়॥
রূপেতে তোমার পিতা কামদেব জিনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে॥
হেন বংশে দিব কন্যা ভাগ্য নাহি করি।
সভে এক কথা আছে এই হেতু ডরি॥
দেবব্রত বলে কহ আছে কোন কথা।
মম বশ হইলে তাহা খণ্ডিব সর্ব্বথা॥
দাশ বলে মহারাজ কর অবধান।
এই হেতু নাহি করিলাম কন্যা দান॥
কেবল সপত্নী দোষ আছয়ে ইহাতে।
বলিষ্ঠ সপত্নী যার তোমা হেন সুতে॥
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে।
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র আদি দেব ডরে॥
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন॥
যতেক কহিলা তুমি নহে অপ্রমাণ।
নাহিক কন্যার দুঃখ আমা বিদ্যমান॥
সেকারণে সত্য আমি করি দাশরাজ।
অবধানে শুন যত ক্ষত্রিয় সমাজ॥
পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার।
আজিহৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার॥
তোমার কন্যার গর্ভে হইবে কুমার।
হস্তিনানগরে তার হবে রাজ্যভার॥
দাশরাজ বলে তব অব্যর্থ বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন॥
তুমি সত্য করিলে তা করিবা পালন।
পাছে দ্বন্দ্ব করিবে তোমার পুত্রগণ॥
সেকারণে ভয়াম্বিত আমার অন্তর।
এত শুনি দেবব্রত করিল উত্তর॥
আমি ত্যাগ করিলাম যদি রাজ্যভার।
পুত্র হেতু ভয় কেন হইল তোমার॥
তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার॥
দেবব্রত এই মত বচন কহিল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর বিস্মিত হইল॥
ধন্য২ শব্দে সভে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে নরলোকে॥
স্বর্গ বিদ্যাধরী সব অপ্সরী অপ্সর।
ঝাঁকে২ পুষ্পবৃষ্টি করে নিরন্তর॥

স্বর্গহইতে ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈল শান্তনুনন্দন॥
দেবাসুর নরে এই কর্ম্ম অনুপম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা ভীষ্ম তব নাম॥
সত্য করি কন্যা লইয়া দিবা জনকেরে।
আজিহইতে সত্যবতী নাম কন্যা ধরে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্মে আনি কন্যা নিবেদিল সত্যবতী॥
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম বলে যোড় হাতে।
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে॥
রথে চড়াইয়া লইয়া করিল গমন।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তথা যত রাজা ছিল।
অপূর্ব্ব শুনিয়া তবে দেখিতে আইল॥
ধন্য২ বলিয়া ডাকয়ে সর্ব্ব জনে।
ভীষ্ম২ বলি সব হইল ভুবনে॥
কন্যা লইয়া দিল ভীষ্ম বাপের গোচর।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় অন্তর॥
তুষ্ট হৈয়া বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছামৃত্যু হইও তুমি মম বর দানে॥
ভীষ্ম জন্ম কর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব ভারত কথা ত্রৈলোক্য পবিত্র॥
এ সব রহস্য কথা যেই নর শুনে।
শরীর নির্ম্মল হয় জ্ঞান ততক্ষণে॥
ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত॥

সত্যবতী পাইয়া শান্তনু শান্ত মনে।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে॥
কিছুকালানন্তরে হইয়া গর্ব্ভবতী।
দশ মাসে প্রসব হইল সত্যবতী॥
পরমসুন্দর পুত্র মুখ কোকনদ।
সুন্দর দেখিয়া নাম থুইল চিত্রাঙ্গদ॥
আর কত দিনেতে দ্বিতীয় পুত্র হৈল।
বলিয়া বিচিত্রবীর্য্য তার নাম থুইল॥
সত্যবতী গর্ব্ভে হইল যুগল কুমার।
পরমসুন্দর যেন কাম অবতার॥
কত দিন অন্তরে শান্তনু নৃপবর।
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর॥
রাজার মরণে দুঃখী হইল সর্ব্ব জন।
ভীষ্ম সত্যবতী হইল শোকাকুল মন॥
বালক কুমার দুই অভাবে পিতার।
পালন করেন ভীষ্ম আপনি দোঁহার॥
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনে পালেন ভীষ্ম করি রাজ্যখণ্ড॥
কত দিনে চিত্রাঙ্গদ হইল যুবক।
মহাধনুর্দ্ধর হইল প্রতাপে পাবক॥
আপন সদৃশ কেহ না দেখে নয়নে।
এক রথে চড়ি বীর সভাকারে জিনে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দৈত্য নর নাগে।
হেন জন নাহি যুঝে চিত্রাঙ্গদ আগে॥
হেন মতে এক রথে জিনিল সকল।
এক রথে ভ্রমে বীর পৃথিবী মণ্ডল॥
চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
কুরুক্ষেত্রে তাহারে ভেটিল নরবর॥
হিরাবতী নদী তীরে হইল সমর।
সংপূর্ণ হইল যুদ্ধ দ্বাদশ বৎসর॥
নিজ তেজে গন্ধর্ব্ব অধিক হৈল বলে।
চিত্রাঙ্গদে মারি গেল গগণমণ্ডলে॥
চিত্রাঙ্গদ বধ শব্দ হইল নগরে।
ধরিল বিচিত্রবীর্য্য রাজছত্র শিরে॥
বিবাহের হেতু চিন্তা তার নিরন্তর।
শুনিল কাশীর রাজা করে স্বয়ম্বর॥
একবারে তিন কন্যা করে স্বয়ম্বর।
এ কথা হইল সব রাজার গোচর॥
স্বয়ম্বর শুনি ভীষ্ম চলিল ত্বরিত।
এক রথে কাশীপুরে হৈল উপনীত॥
দেখিল অনেকে বসিয়াছে স্বয়ম্বরে।
রাজা রাজেশ্বর যত পৃথিবী উপরে॥
হেন কালে বলে ভীষ্ম সভার ভিতর।
আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর॥
আমার অনুজ আছে শান্তনুনন্দন।
তার হেতু তব কন্যা করিলাম বরণ॥
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি ডাক দিয়া রাজাকে কহিল॥
স্বয়ম্বরহৈতে কন্যা বলে যাই লৈয়া।
যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আসিয়া॥
ভীষ্মের বচন শুনি যত রাজাগণ।
নানা অস্ত্র লইয়া চলিল ততক্ষণ॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ কেহ কেহ চড়ে রথে।
শতপুর করিয়া বেড়িল চারি ভিতে॥
শেল শূল জাঠি শক্তি মুষল মুদ্গর।
নানা বর্ণে অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর॥
মুহূর্ত্তেকে হৈল শব্দ অন্ধকার প্রায়।
না দেখয়ে ভীষ্ম বীর আছয়ে কোথায়॥

শীঘ্র হস্ত ভীষ্ম বীর গঙ্গার কোঙর।
বশিষ্ঠ মুনির শিক্ষা যমের দোসর॥
শরজালে আপনারে করে আচ্ছাদন।
শরে২ সব অস্ত্র করিল বারণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
নিজ অস্ত্রে রাজাগণে করিল প্রহার॥
কাটিল কাহার মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
শ্রবণ কাটিল কারো দেখি বিপরীত॥
শরীর ত্যজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি।
রত্ন অলঙ্কার সব যায় গড়াগড়ি॥
বাম হস্ত সহিত ধনুক গেল কাটি।
বুকেতে বাজিল কেহ করে ছটফটি॥
পড়িল সকল সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
করিল গঙ্গার পুত্র ক্ষণে রক্তে নদী॥
বিমুখ হইল কেহ না রহে সম্মুখে।
ধন্য২ ভীষ্ম বলি রাজাগণ ডাকে॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত রাজাগণ।
চলিল আপন দেশে শান্তনুনন্দন॥
কন্যা লইয়া যায় ভীষ্ম শাল্ব রাজা দেখে।
না পলাও না পলাও পাছে থাকি ডাকে॥
হস্তিনী কারণে যেন ক্রোধে হস্তিবর।
ধাইয়া আইল তেন সাল্ব নৃপবর॥
ক্রোধেতে আকর্ণ পূরি মহাধনুর্দ্ধর।
দিব্য অস্ত্র প্রহারিল ভীষ্মের উপর॥
নেউটিয়া ভীষ্ম বীর নিল শরাসন।
সাল্ব ভীষ্ম দুই জনে হৈল মহারণ॥
দুই জনে যুঝে যেন পর্ব্বত উপর।
দুই বৃষে যুঝে যেন গোষ্ঠের ভিতর॥
ক্রোধেতে নির্দ্ধূম অগ্নি যেন ভীষ্ম বীর।
দুই বাণে কাটে তার সারথির শির॥
চারি অশ্ব কাটিয়া কাটিল রথধ্বজ।
ধনুক কাটিল তার গঙ্গার অঙ্গজ॥
অশ্ব রথ সারথি ধনুক গেল কাট।
পলাইয়া যায় শাল্ব ভূমে বহি বাট॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণ দান।
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান॥
সংগ্রাম জিনিয়া তবে চলে মতিমান।
কন্যা লইয়া নিজ দেশে করিল পয়াণ॥
আনন্দিত সব লোক হস্তিনাপুরের।
বিবাহ উদ্যোগ কৈল বিচিত্রবীর্য্যের॥
পুরোহিত লইয়া করিল শুভক্ষণ।
আইল যতেক দেব বিবাহ কারণ॥

বরের নিকটে তিন কন্যা বসাইল।
অম্বা নামে জ্যেষ্ঠ কন্যা তখন কহিল॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনুনন্দন।
তোমারে করি যে আমি এক নিবেদন॥
সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে।
শাল্বেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে॥
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শাল্বেরে।
আমার বিবাহ দেহ জানিয়া ভাইরে॥
ব্রাহ্মণ সভাতে কন্যা এইত কহিল।
বিচার করিয়া ভীষ্ম তাহারে ত্যজিল॥
অম্বালিকা অম্বা আর যুগল সুন্দরী।
রূপেতে দোঁহার নিন্দি স্বর্গবিদ্যাধরী॥
বিচিত্রবীর্য্যের সেই দুই কন্যা দিল।
শচী তিলোত্তমা যেন দেবেন্দ্র পাইল॥
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বয়স।
যুগল কন্যার সহ শৃঙ্গার বিশেষ॥
অল্পকালে যক্ষ্মাকাশ তাহারে ঘটিল।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহার করিল॥
বহু যতন করি রক্ষা নারিল করিতে।
মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে॥
শোকেতে আকুল হৈল যত বন্ধুগণ।
বধূসহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন॥
অগ্নিহোত্র মধ্যেতে করিল প্রেত কর্ম্ম।
যেন পূর্ব্বাপর আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
তবে সত্যবতী আমি গঙ্গার নন্দন।
কহিতে লাগিল তারে করিয়া ক্রন্দন॥
কুরু কুলমহাবংশ পৃথিবী ঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর॥
রাজা হৈয়া রাজ্য রাখ পাল প্রজাগণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ॥
কুরুকুল অস্ত যায় করহ তারণ।
তোমা বিনা রক্ষা হেতু নহে অন্য জন॥
নরকহইতে উদ্ধারহ পিতৃগণে।
সর্ব্ব শাস্ত্র ধর্ম্ম বাপু জানহ আপনে॥
অপুত্রক তব ভাই হইল নিধন।
অপুত্রক আছে তব ভ্রাতৃবধূগণ॥
অবিরোধ ধর্ম্ম বাপু আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার॥
এতেক শুনিয়া বলে শান্তনুনন্দন।
বেদের সদৃশ মাতা তোমার বচন॥
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে।
অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে॥

ত্রিভুবনে কেহ যদি দেয় অধিকার।
তথাপি না লব রাজ্য সত্য অঙ্গীকার॥
যাবত শরীরে মোর আছয়ে পরাণ।
না ছুঁইব রামা সত্য নহে মোর আন॥
দিনকর ত্যজে তেজ চন্দ্র শীত ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দেবরাজে॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন॥
সত্যবতী বলে পুত্র আমি সব জানি।
তোমার মহিমা গুণ কহে সুর মুনি॥
আমার বিবাহে যে করিলা অঙ্গীকার।
সকল জানি যে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার॥
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোন মতে।
আপনি উপায় কর কুল ধর্ম্ম হইতে॥
বিপদে দেবতা পুছে বৃহস্পতিস্থানে।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে॥
তোমা বিনা আমি জিজ্ঞাসিব কার কাছে।
যেমতে জানহ কর যাহে বংশ বাঁচে॥
দৈব বিধি ধর্ম্মপুত্র তোমাতে গোচর।
অবিরোধে ধর্ম্মপুত্র বংশ রক্ষা কর॥
এত বলি সত্যবতী করয়ে ক্রন্দন।
নিবর্ত্তিয়া পুনঃ বলে গঙ্গার নন্দন॥
ক্ষত্রিয় হইয়া যেই প্রতিজ্ঞা না পালে।
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে॥
কুরু বংশ রক্ষা হেতু করিব বিধান।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান॥
জমদগ্নিসুত রাম পিতার কারণে।
দশশত ভুজধর মারিল অর্জ্জুনে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষত্র করিল সংহার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
ক্ষত্র আর না রহিল পৃথিবীভিতরে।
যত ক্ষত্র আসি প্রবেশিল বিপ্রঘরে॥
বেদেতে পারগ যেই পবিত্র ব্রাহ্মণ।
তাহার ঔরসে বংশ করিল রক্ষণ॥
বেদ বিধি দ্বিজগণ ধর্ম্মেতে বুঝিয়া।
বৃদ্ধি কৈল ক্ষত্রগণ ঋতুদান দিয়া॥
ক্ষত্র ক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ ঔরসে।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র বেদে হেন ভাষে॥
বিপ্রহৈতে ক্ষত্র ধর্ম্ম আছে পূর্ব্বাপর।
অদূষিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর॥
আর পূর্ব্ব কথা মাতা কহি যে তোমারে।
উতথ্য নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে॥
তাহার কনিষ্ঠ দেবগুরু বৃহস্পতি।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্যযুবতী॥
কামেতে পীড়িত হৈয়া ধরে বৃহস্পতি।
মমতা ডাকিয়া বলে বৃহস্পতি প্রতি॥
ক্ষমা কর এই নহে রমণ সময়।
মম গর্ব্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয়॥
অক্ষয় তোমার বীর্য্য আছয়ে সন্ততি।
দুইপুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত তুমি নহে সুবিচার।
পরম পণ্ডিত আছে গর্ব্ভেতে আমার॥
গর্ব্ভেতে ষড়ঙ্গবেদ করে অধ্যয়ন।
নিবর্ত্তহ বৃহস্পতি বুঝিয়া কারণ॥
কামেতে পীড়িত গুরু না করি বিচার।
নিষেধ না শুনি তারে করিল শৃঙ্গার॥
উতথ্যনন্দন যেই গর্ব্ভেতে আছিল।
বৃহস্পতি প্রতি সেই ডাকিয়া বলিল॥
অনুচিত কর্ম্ম তাত কর কি বিধান।
তব বীর্য্যহেতু শুন নাহি এই স্থান॥
সংকীর্ণেতে শুন আমি আছি পূর্ব্বহৈতে।
মোরে পীড়া করিবেক তোমার বীর্য্যেতে॥
না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন।
কামেতে হইয়া রত করিল রমণ॥
এতেক দেখিয়া তবে উতথ্যকুমার।
যুগল চরণে রুদ্ধ কৈল রেতদ্বার॥
পড়িল জীবের বীর্য্য না পাইয়া স্থল।
দেখি ক্রোধে হৈল গুরু জ্বলন্ত অনল॥
মম বীর্য্য ঠেলিয়া ফেলিলা ভূমিতলে।
দিল শাপ হও অন্ধ নয়নযুগলে॥
অন্ধ হৈয়া জন্ম হৈল উতথ্যনন্দন।
সৌরভি বংশেতে তেহ কৈল অধ্যয়ন॥
গোধর্ম্ম পটল কৈল গরুর আচার।
যারে পায় তারে ধরি করিল শৃঙ্গার॥
তার কর্ম্ম দেখিয়া যতেক ঋষিগণ।
ধিক্কার করিয়া সভে বলিল বচন॥
নিকটে বসতিযোগ্য নহে দুরাচার।
দূর করি দেহ এরে করি গঙ্গাপার॥
এত বলি সব মুনি ধরিল তাহারে।
বান্ধি ভাসাইয়া দিল জাহ্নবীর নীরে॥
ভেলার বন্ধনে ভাসি গেল বহু দূর।
দৈবেতে দেখিল তারে বলি মহাশূর॥
ধরিয়া আনিল ভেলা দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাহার যতেক বিবরণ॥

কহিল সকল কথা উতথ্যনন্দন।
বলি বলে আমি তোমা করিলাম বরণ॥
মোর বংশ বৃদ্ধি কর নিজ তপোবলে।
স্বীকার করিল দ্বিজ দৈত্যপতি স্থলে॥
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা রাণীরে ডাকি বলিল বচন॥
এই দ্বিজে ভক্তি কর বংশের উন্নতি।
দ্বিজহৈতে হইবেক আছে হেন নীতি॥
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল অনাদর।
শূদ্র দাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর॥
দ্বিজের ঔরসে তার হৈল পুত্রগণ।
চারি বেদ ষট শাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
হেন কালে বলি গেল দ্বিজের ভুবন।
জিজ্ঞাসিল এই সব আমার নন্দন॥
দ্বিজ বলে এরা নহে কুমার তোমার।
শূদ্রগর্ব্ভে জন্ম হইল আমার কুমার॥
অন্ধ দেখি আমারে তোমার পাটেশ্বরী।
না আইল মোর স্থানে অনাদর করি॥
এত শুনি বলি গেল নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা রাণীরে॥
তবেত বলির রাণী স্বামির আদেশে।
তিন পুত্র জন্মাইল দ্বিজের ঔরসে॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এ তিন পুত্র নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা হৈল অনুপম॥
অঙ্গ দেশ বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ।
কলিঙ্গ কলিঙ্গদেশে বঙ্গদেশে বঙ্গ॥
হেন মতে দ্বিজহৈতে ক্ষত্রিয় উৎপত্তি।
পূর্ব্বাপর আছে হেন কৈল প্রজাপতি॥
পারম্পর্য্য আছে এই কহে বেদবাণী।
তোমার বিচারে যেই আইসে জননি॥
মন্ত্রী পুরোহিত লৈয়া করহ বিচার।
ভারত বংশের হেতু কর প্রতিকার॥
সত্যবতী বলে পুত্র তুমি ধর্ম্মাচারী।
তোমার বচন আমি বেদতুল্য করি॥
মোর পূর্ব্ব বিবরণ কহি যে তোমাতে।
যখন ছিলাম আমি তাতের গৃহেতে॥
ধর্ম্মে পিতা বাহে নৌকা যমুনার জলে।
এক দিন কৌতুকে গেলাম সেই স্থলে॥
দৈবে সেই দিনে মহামুনি পরাশর।
মহাতেজা জ্যোতির্ম্ময় দেখি লাগে ডর॥
কহিবার যোগ্য পুত্র নহেত তোমারে।
সে মুনির কর্ম্ম পুত্র অদ্ভুত সংসারে॥

মৎস্যের দুর্গন্ধ মোর শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র সেইত সুগন্ধি দেহ হৈল॥
কুজ্ঝটি সৃজিয়া মুনি কৈল অন্ধকার।
ক্রোধভয়ে বশীভূতা হইলাম তার॥
তাহার ঔরসে মোর হইল নন্দন।
দ্বীপমধ্যে পুত্র মোর হইল ততক্ষণ॥
জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোকে অনুপম।
দ্বীপে জন্ম হৈল তেঞি দ্বৈপায়ন নাম॥
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস, সেকারণে।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের কারণে॥
জন্মমাত্র পুত্র তবে যায় তপোবন।
আমারে বলিয়া গেল এইত বচন॥
আসিতে আসিব তুমি করিতে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মোর ব্যাস তপোধন॥
তোমার সম্মত হৈলে করি যে স্মরণ।
তুমি আমি কহি তারে বংশের কারণ॥
করযোড় করি বলে শান্তনুনন্দন।
তবে চিন্তা কর মাতা কিসের কারণ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম আছে নাহিক বিচার।
কুলশ্রেয় কর্ম্ম এই সম্মত আমার॥
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাহার স্মরণ॥
দেবগণমধ্যে এথা ব্যাস তপোধন।
ভীষ্মের বচনে দেবী করিল স্মরণ॥
নানা শাস্ত্র ধর্ম্ম কহিছেন দেবস্থানে।
উৎকণ্ঠা জন্মিল তাঁর মাতার স্মরণে॥
সেইক্ষণে আসি তথা হৈল উপনীত।
দেখি ভীষ্ম পুজা তাঁরে কৈল বিধিনীত॥
চিরদিনে সত্যবতী দেখিয়া নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে করেন ক্রন্দন॥
নয়নেতে নীর ঝরে দুগ্ধ ঝরে স্তনে।
স্নেহে দুগ্ধে স্নান করাইল তপোধনে॥
মায়ের রোদন দেখি বিস্ময় বদন।
কমণ্ডলু জল মুখে করিল সেচন॥
নিবারিয়া ক্রন্দন বলেন ব্যাস মুনি।
কেন ডাকিয়াছ আজ্ঞা করহ জননি॥
করিব তোমার প্রিয় আজ্ঞা দেহ মোরে।
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব সংসার ভিতরে॥
সত্যবতী কহে পুত্র কহিতে অশেষ।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিশেষ॥
শিশু পুত্র রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠ পুত্রে করিল বিনাশ॥

কনিষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল।
কাশীরাজ দুই কন্যা বিবাহ যে দিল॥
বংশ না হইতে তার হইল নিধন।
বিধবা যুগল বধূ নবীন যৌবন॥
কুরুকুল অস্ত যায় নাহি রাজ্যস্বামী।
এ শোকসাগরে পুত্র পড়িয়াছি আমি॥
উপায় না দেখি তোমায় করিলাম স্মরণ।
উপায়ে আমার বংশ করহ রক্ষণ॥
পিতা মাতাহৈতে হয় সন্তান সন্ততি।
এক বিনা অন্যে নহে সন্তান সঙ্গতি॥
তুমি পুত্র যেমন তেমন দেবব্রত।
ইহার উপায় কর দোঁহার সম্মত॥
আমার বিবাহে ভীষ্ম করিল স্বীকার।
বংশ না করিব নাহি লব অধিকার॥
সেকারণে তোমা বিনা না দেখি উপায়।
আপনি উদ্ধার কর কুল অস্ত যায়॥
ব্যাস বলে জননি করিলাম স্বীকার।
করিব পালন আজ্ঞা যে হয় তোমার॥
সত্যবতী বলে তব আছে ভ্রাতৃবধূ।
পরম পবিত্ররূপে জিনি পূর্ণ বিধু॥
আপন ঔরসে তারে দেহ পুত্র দান।
ইহা বিনা উপায় না দেখি আমি আন॥
ব্যাস বলে মাতা তুমি ধর্ম্মেতে তৎপরা।
ধর্ম্মের বিহিত এই আছে পরম্পরা॥
তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্য হিতে তব কুল করিব রক্ষণ॥
আর এক নিবেদন শুনহ জননি।
পবিত্র হইতে বধূ বলহ আপনি॥
সংপূর্ণ বৎসর এক ব্রত আচরিবে।
দান যজ্ঞ হোম করি পবিত্র হইবে॥
তবে সে পরশ অঙ্গ করিব তাহার।
দেবতুল্য পরাক্রম হইবে কুমার॥
সত্যবতী বলে পুত্র বিলম্ব না সয়।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট দুষ্ট চোর হয়॥
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন।
মোর ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি হবে দরশন॥
সেই মুর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে।
সুপুত্র হইবে তবে তাহার উদরে॥
আসিব বলিয়া তবে গেল মুনি ব্যাস।
সত্যবতী গেল তবে অম্বিকার পাশ॥
মধুর বচন তারে বলে সত্যবী।
আমার বচনে বধূ কর অবগতি॥
মজিল ভরত বংশ নাহিক উপায়।
বংশ হেতু রক্ষা বধূ কহি যে তোমায়॥
যে উপায় বলে মোরে গঙ্গার কুমার।
সেইত উপায় আছে নিকটে তোমার॥
আমার বচন তুমি কর অঙ্গীকার।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার॥
অর্দ্ধরাত্রে আসিবেন তোমার ভাসুর।
ভজিবা তাঁহারে তুমি ভয় করি দূর॥
আপনে থাকিয়া তবে দেবী সত্যবতী।
বিবিধ কুসুমে তারে শয্যা দিল পাতি॥
পুনঃপুনঃ কহি দেবী গেল নিজ স্থান।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যাসদেব করিল পয়াণ॥
কৃষ্ণ বর্ণ অঙ্গ সুপিঙ্গল জটাভার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন ভৈরব আকার॥
দেখি মহাভয়ে রাণী মুদিল নয়ন।
তবে ব্যাসমুনি হৈল বিস্ময় বদন॥
রজনি বঞ্চিয়া মুনি কৈল স্নান দান।
প্রাতঃকালে সত্যবতী গেল তার স্থানে॥
সত্যবতী বলে পুত্র কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে পালিলাম তোমার বচন॥
মহাবলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তির বল হইবে তাহার॥
কেবল হইবে অন্ধ জননীর দোষে।
শত পুত্র হইবেক তাহার ঔরসে॥
সত্যবতী বলে পুত্র নহিল কারণ।
কুরুকুলে অন্ধ রাজা নহিবে শোভন॥
আর এক পুত্র কর বংশের ধারণ।
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন॥
তবে দশ মাস পরে ধৃতরাষ্ট্র হৈল।
যুগল নয়ন অন্ধ মুনি যাহা কৈল॥
পুনরপি অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুনঃব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান॥
পূর্ব্ব ভয়ে অম্বালিকা না মুদিল আঁখি।
শরীর পাণ্ডুর বর্ণ হৈল মুনি দেখি॥
তবে ব্যাস মহামুনি মায়েরে কহিল।
আমারে দেখিয়া বধূ পাণ্ডুরাঙ্গ হইল॥
সেকারণে হবে পুত্র পাণ্ডুর বরণ।
এত বলি গেল চলি ব্যাস তপোধন॥
সত্যবতী বলে পুত্র কর অবধান।
আর এক পুত্র দেহ গন্ধর্ব্বসমান॥
মায়ের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল।
অন্তর্ধান করি মুনি নিজ স্থানে গেল॥

বৎসরেক বয়স হইল পাণ্ডু বীর।
অপূর্ব্ব গঠন রূপ পাণ্ডুর শরীর॥
পুনরপি আইল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তার স্থানে॥
সেবকী আছিল তার পরম সুন্দরী।
পাঠাইল মুনি স্থানে সুবেশাদি করি॥
নবীন যৌবন তার হয় শূদ্র জাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি॥
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হবে তোমার উদরে॥
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান॥
মুনিবরে গর্ব্ভ তার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল আসি যম মহামতি॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অবিরত॥
জনমেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
যম আসি জন্ম নিল কিসের কারণ॥
মুনি বলে মাণ্ডব্য নামেতে মুনিবর।
সত্যবন্ত ধর্ম্মশীল তপেতে তৎপর॥
জন্মাবধি তপ করে বৃক্ষমূলে বসি।
ঊর্দ্ধ বাহু মৌন ব্রত সদা উপবাসী॥
হেন মতে চিরকাল আছে মুনিবর।
দৈবে এক দিন তথা নগর ভিতর॥
চুরি করি নগরেতে চোরগণ যায়।
নগররক্ষক লোক পাছে পাছে ধায়॥
পলাইতে নাহি পারে যত চোরগণ।
মুনির আশ্রমেতে প্রবেশে সর্ব্ব জন॥
নানা দ্রব্য নগরেতে যে করিল চুরি।
মুনির আশ্রমেতে রাখিল সব পুরি॥
তার পাছে আইল যত নিশাপতিগণ।
মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ॥
এই পথে আগে আগে চোরগণ আইল।
দেখিয়াছ মহাশয় কোন পথে গেল॥
কিছু না বলিল মুনি ছিল মৌনব্রতে।
হেন কালে দ্রব্য দেখি সেই আশ্রমেতে॥
ভূমিতে২ তথা দেখে চোরগণ।
চোরগণে ধরি তবে করিল বন্ধন॥
নিশাপতিগণ তবে করিল বিচার।
জানিল সকল কর্ম্ম এই বামনার॥
লোকেরে ভণ্ডনা করি তপের আরম্ভ।
ইহারে বন্ধন করি না কর বিলম্ব॥
চোরগণ সহিত বান্ধিয়া নিল তারে।
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে॥
রাজা আজ্ঞা দিল শূলে দেহ সর্ব্ব জনে।
নগর বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে॥
মাণ্ডব্যেরে শূলে দিল চোরের সহিতে।
চিরদিন আছে মুনি বসিয়া শূলেতে॥
এক দিন মুনিগণ দেখিল তাহারে।
দেখিয়া পরম চিন্তা হৈল সভাকারে॥
মুনিগণ মিলি তবে সে শূল ধরিল।
অনেক যতনে উপাড়িতে না পারিল॥
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন পাপে মুনি তব এতেক দুর্গতি॥
মাণ্ডব্য বলিল আমি বহু পাপকারী।
কোন পাপে হেন শাস্তি বলিতে না পারি॥
মুনিগণ কথা কহে শুনিল ভূপতি।
শূলেতে আছয়ে মুনি রাজা ভীত অতি॥
স্বকুটুম্ব সহ সে আইল শীঘ্রগতি।
অশেষ বিশেষে মুনিবরে করে স্তুতি॥
রাজা তাঁরে নানাবিধ করিল বিনয়।
দয়া করি মুনিরাজ হইল সদয়॥
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনি অঙ্গহৈতে শূল কাড়িতে লাগিল॥
অনেক যতনে শূল নহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল নৃপতির॥
বাহিরে যতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল॥
তথাপিহ দুঃখ মনে নাহিক মুনির।
নাহিক বেদনা চিত্তে প্রফুল্ল শরীর॥
মুনিগর্ব্ভে যুক্ত শূল লোকে অসম্ভব্য।
সেইহৈতে নাম হৈল মুনি যে মাণ্ডব্য॥
এক দিন মুনিবর ভাবিল অন্তরে।
কোন পাপে ধর্ম্ম শাস্তি দিলেন আমারে॥
ধর্ম্মস্থানে ইহা হেতু জানিতে যুয়ায়।
কোন পাপে হেন গতি করিল আমায়॥
তবে মুনিবর গেল ধর্ম্মের সদন।
কহিল সভারে সব নিজ বিবরণ॥
কহ ধর্ম্মরাজ মোরে কারণ ইহার।
কোন দোষে হেন শাস্তি করিলা আমার॥
ধর্ম্মরাজ বলে তুমি বালক বয়সে।
বালকসহিত ছিলা বাল্য ক্রীড়ারসে॥
এক দিন তুমি ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধরিলা।
ঈষিকাতে তার গুহ্যে তুমি শূল দিলা॥

তাহার উচিত শাস্তি পাইলা আপনি।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি কহে বেদবাণী॥
এত শুনি মহাক্রোধে বলে তপোধন।
মম তপোবল আমি দেখাই এখন॥
অল্প দোষে হেন শাস্তি এ তোর বিচার।
তাহাতে বালক বুদ্ধি কি জ্ঞান আমার॥
বাল্য কালে অল্প দোষে অন্যায় তোমার।
এমত করিলে তবে মজিবে সংসার॥
পাঁচ বর্ষপর্য্যন্ত যতেক করে পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ॥
এত বলি মুনিরাজ চলিল আশ্রম।
তার শাপে শূদ্রযোনি পাইলেন যম॥
পণ্ডিত পরম বুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুররূপে যম অবতার॥
হেন মতে কুরু-বংশে তিন পুত্র হৈল।
অহর্নিশি নানা দান নানা যজ্ঞ কৈল॥
তিন পুত্র ভীষ্ম বীর করেন পালন।
নানা অস্ত্র শাস্ত্র বিদ্যা করাণ পঠন॥
কত দিনে দেখি সভে যৌবন সময়।
বিবাহ কারণে চিন্তে গঙ্গার তনয়॥
যদুবংশে সুবল নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী নামেতে কন্যা তাঁহার নন্দিনী॥
ভগবানে আরাধিয়া পাইল কন্যা বর।
এক শত পুত্র হবে মহাবলধর॥
বার্ত্তা পাইয়া ভীষ্ম বীর দূত পাঠাইল।
সুবল রাজারে দূত সকল কহিল॥
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুর বিখ্যাত বীর রণে অনুপম॥
তার হেতু বরিবারে তোমার কুমারী।
ভীষ্ম বীর মোরে পাঠাইল শীঘ্র করি॥
শুনিয়া গান্ধার রাজা ভাবে মনে মনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে॥
সকল সম্পন্ন দেখি অন্ধমাত্র বর।
না দিলে বিরস হবে ভীষ্ম কুরুবর॥
এতেক বিচার করি গান্ধার রাজন।
বিবাহের দ্রব্য করিলেন আয়োজন॥
হস্তী হয় রথ রত্ন শকটে পুরিয়া।
দাস দাসী গো মহিষ বিপুল করিয়া॥
শকুনিরে সঙ্গে দিল অনেক ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দোলে কন্যা দিল করিয়া সাজন॥
গান্ধারী শুনিল অন্ধবরে সমর্পিল।
আপন কুকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল॥
শুক্ল পট্ট বস্ত্র দেবী শত পূর করি।
আপন নয়ন যুগে বান্ধিল সুন্দরী॥
পতি প্রতি অতিসতী মুদিল নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারীর জগতে ঘোষণ॥
শকুনি সে চলিল ভগিনীর সংহতি।
হস্তিনানগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে সমর্পিল ভগিনী রতন।
নানা রত্ন অলঙ্কারে করিয়া ভূষণ॥
হস্তী অশ্ব রথ রত্ন করি বহু দান।
শকুনি আপন দেশে করিল পয়াণ॥
জ্যেষ্ঠের বিবাহ দিয়া গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ হেতু সচিন্তিত মন॥
শূর নামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্ত ভোজ নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ॥
পিতৃস্বসৃপুত্র কুন্তে অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশিমুখী॥
পৃথারে আনিয়া বলে কুন্ত নরপতি।
অতিথি শুশ্রূষা তুমি কর গুণবতি॥
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া কন্যা পূজে অতিথিরে।
কত কালে আইল দুর্ব্বাসা সেই ঘরে॥
মুনিরাজে দেখি কন্যা পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ প্রক্ষালিল॥
রত্নময় খাটে তবে করাইল শয়ন।
মিষ্টান্ন পক্বান্ন দিয়া করাইল ভোজন॥
কর যোড় করি কুন্তী মুনি আগে রয়।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল মুনি মহাশয়॥
তুষ্ট হইয়া বলিল দুর্ব্বাসা মহামুনি।
এক মন্ত্র দিব তোমা লহ সুবদনি॥
মন্ত্র জপি যেই দেবে করিবা স্মরণ।
তোমার অগ্রেতে সে আসিবে ততক্ষণ॥
এত বলি মন্ত্র দিয়া গেল মুনিবর।
মন্ত্র পাইয়া কুন্তীদেবী হরিষ অন্তর॥
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি॥
কুন্তীর স্মরণে তথা আইল দিনকর।
সূর্য্য দেখি কুন্তী হইল বিরস অন্তর॥
কর যোড় করি কুন্তী প্রণাম করিল।
সবিনয়ে কুন্তী দেবী বলিতে লাগিল॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ।
শেষ না গণিয়া করি তোমারে স্মরণ॥
অপরাধ করিলাম অজ্ঞাত মোহিত।
বালা জাতি সদা দোষী ক্ষমিতে উচিত॥

সূর্য্য বলে ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহে কন্যা কভু মম আগমন॥
প্রথম লইয়া মন্ত্র ডাকিলা আমারে।
ব্যর্থ তোর মন্ত্র হবে না ভজিলে মোরে॥
কুন্তী বলে কন্যা আমি শৈশব বয়েসে।
করিলে কুৎসিত কর্ম্ম লোকে অপযশে॥
দিনকর বলে ভয় না করিহ মনে।
মোর হেতু দোষ তোর নহিবে ভুবনে॥
প্রবোধিয়া কুন্তীকে সে অনেক প্রকার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার॥
তার বীর্য্যে গর্ব্ভে এক হইল নন্দন।
জন্মহৈতে অক্ষয় কবচ বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে সুবর্ণমণ্ডিত।
পুত্র দেখি কুন্তীদেবী হইল বিস্মিত॥
লোকে খ্যাত হবে বলি হইল বিরস।
কুলেতে কলঙ্ক কর্ম্ম লোকে অপযশ॥
এতেক চিন্তিয়া কুন্তী পুত্র লৈয়া কোলে।
তাম্র কুণ্ড করি ভাসাইয়া দিল জলে॥
এক সূত সদা করে যমুনায় স্নান।
ভাসি যায় তাম্র কুণ্ড দেখে বিদ্যমান॥
ধরিয়া আনিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দেতে লইয়া গেল গৃহে আপনার॥
রাধা নামে ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
অপুত্রক আছিল পুষিল পুত্র করি॥
শূরসেন নাম করি থুইল তাহার।
দিনে২ বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর।
অহর্নিশি আরাধন করয়ে মিহির॥
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অনুরত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেয় অনুব্রত॥
যেই যাহা চাহে দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চায় তেঞি রহে প্রাণ॥
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর।
পুত্র হিতে মায়ায় ব্রাহ্মণ কলেবর॥
কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
ততক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুরে করে তিন অঙ্গ আপনার।
সেইহৈতে কর্ণ নাম ঘোষয়ে সংসার॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে লহ বর।
একঘ্নী মাগিয়া নিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
একঘ্নী নামেতে অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ॥
কর্ণ নাম দিয়া ইন্দ্র গেল নিজ পুর।
সেইহৈতে হৈল কর্ণ ঘোষে তিনপুর॥
কুন্তী ভোজনন্দিনী আছিল পিত্রালয়ে।
স্বয়ম্বর করিল সে যৌবন সময়ে॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজাগণে।
আইল সকল রাজা তার নিমন্ত্রণে॥
বসিল সকল রাজা যার যেই স্থান।
মধ্যেতে বসিল পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান॥
গ্রহগণ মধ্যে যেন শোভে দিনকর।
পাণ্ডুতেজে আচ্ছাদিল যত নৃপবর॥
পাণ্ডুরে দেখিয়া কুন্তী উল্লাসিত মন।
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ॥
ভোজরাজ পাণ্ডুর করিল সুসম্মান।
নানা রত্নে ভূষিয়া করিল কন্যা দান॥
রাজাগণ চলি গেল যার যে নগরে।
কুন্তী লৈয়া পাণ্ডু আইল আপনার ঘরে॥
পুরন্দর কোলে যেন পুলোমনন্দিনী।
রজনী পতির কোলে শোভিত রোহিণী॥
হস্তিনানগরে লোক হইল হরষিত।
স্থানে২ নগরে হইল নৃত্য গীত॥
তবে কত দিনে ভীষ্ম বিচারিয়া মনে।
বংশ বৃদ্ধি হেতু আর বিবাহ কারণে॥
শল্য নামে রাজা আছে মদ্রের ঈশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর॥
তাহার ভগিনী আছে পরম সুন্দরী।
বার্ত্তা পাইয়া গেল ভীষ্ম তহার নগরী॥
শল্য রাজা শুনিল ভীষ্মের আগমন।
আগু সরি নিজগৃহে নিল ততক্ষণ॥
বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পূজিল তখন।
জিজ্ঞাসিল কোন কার্য্যে এথা আগমন॥
ভীষ্ম বলে তুমি রাজা বিখ্যাত সংসারে।
বন্ধু করিবার ইচ্ছা হৈয়াছে তোমারে॥
তোমার ভগিনী আছে কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মম কর সমর্পণ॥
হাসিয়া সে বলে শল্য বিধি মিলাইল।
কে জানে এমত ভাগ্য আমার যে ছিল॥
একমাত্র নিবেদন আছয়ে আমার।
পূর্ব্বাপর আছয়ে আমার কুলাচার॥
ঠেলিতে না পারি কৈল পিতামহপিতা।
তোমারে কহিতে যোগ্য নহে সেই কথা॥
তব স্থানে ধন লই নহি যে নির্দ্ধন।
কেবল চাহি যে কুল ধর্ম্মের রক্ষণ॥

শল্যের বচনে ভীষ্ম বুঝিল কারণ।
কুলধর্ম্ম রক্ষা হেতু কর্ত্তব্য যতন ॥
ইন্দ্র প্রতি প্রজাপতি বলিল বচন।
দোষ কর্ম্ম কুল ধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন॥
আপন কুলের ধর্ম্ম করিবে পালন।
নাহিক তাহাতে দোষ বেদের বচন॥
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
সাত কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন ॥
অশ্ব রথ গজ দিল বিচিত্র বসন।
ধন লাভে প্রীত হৈল মদ্রের নন্দন॥
নানা রত্নে ভূষিয়া ভগিনী আনি দিল।
মাদ্রী লৈয়া ভীষ্ম দেব নিজ দেশে গেল॥
পাণ্ডুর বিবাহে মহাউৎসব করিল।
দেখিয়া মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট হৈল॥
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখিয়া সমান।
দুই ভার্য্যা সম ভাব নাহি ভেদ জ্ঞান॥
তবে পাণ্ডু কত দিনে সভার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিগ্বিজয় করিতে॥
পদাতি রথাশ্ব গজ চতুরঙ্গ দলে।
সাজিয়া পশ্চিম দিগে গেল মহাবলে॥
দশার্ণ দেশের রাজা পূর্ব্ব অপরাধী।
তাহারে জিনিয়া পাইল বহু রত্ন নিধি॥
মগধ রাজ্যেতে জিনি মদ্রুরথ রাজা।
মিথিলাঈশ্বর কাশীচণ্ড মহাতেজা॥
জ্বলদগ্নিসম তেজে পাণ্ডু মহামতি।
একে২ জিনিল সকল নরপতি॥
তবেত সকল রাজা একত্র হইয়া।
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিয়া॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিল যত নৃপবর।
পাণ্ডুরে পূজিয়া তবে দেয় রাজকর॥
হস্তী ঘোড়া রথ গবী বিবিধ রতন।
উট খর মেষ অজ না যায় নগণ॥
রাজাগণ জিনি পাণ্ডু লয়ে রাজকর।
আপনার রাজ্যে গেল হস্তিনানগর॥
পাণ্ডুর মহিমা যশ পৃথিবী পূরিল।
পূর্ব্বেতে ভরত রাজা যে কর্ম্ম করিল॥
পাণ্ডু প্রতি বড় প্রীত গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তক চুম্বন॥
তবে একে২ পাণ্ডু সভারে বন্দিল।
যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল॥
ধন পাইয়া ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা যজ্ঞ করিয়া করিল বহু দান॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
হস্তী হয় গো স্বর্ণ ভূমি দান দিল॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পাণ্ডু রাজ্য অধিকার।
মৃগয়াতে রত সদা বনেতে বিহার॥
কুন্তী মাদ্রী সহ রাজা সদা থাকে বনে।
যথা থাকে তথা যেন হস্তিনা ভুবনে॥
তবে কত দিনে ভীষ্ম বিদুর কারণ।
সুদেব রাজার কন্যা করিল বরণ॥
সুদেব রাজার কন্যা নামে পরাশরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
কুরুবংশ বৃদ্ধি কথা যেই নর শুনে।
তার বংশ বৃদ্ধি হয় ব্যাসের বচনে॥
মহাভারতের কথা অমৃতার্ণবে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীদাস দেবে॥

মুনি বলে শুন কর অবধান
পূর্ব্ব পিতামহকথা।
ব্যাস তপোনিধি পূজে নিরবধি
গান্ধারী সুবলসুতা॥
তার সেবা বশে বর দিল ব্যাসে
হইয়া হরিষযুত।
মহাবলবান স্বামির সমান
পাইবা শতেক সুত॥
পরম হরিষে কতেক দিবসে
গর্ভ্ভ ধরিল গান্ধারী।
বিশ মাস যায় প্রসব না হয়
চিত্তে চিন্তিত সুন্দরী॥
হেন কালে ধ্বনি আচম্বিতে শুনি
কুন্তীর পুত্র হইল।
শুনিয়া গান্ধারী আপনা পাসরি
মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়িল॥
পুত্র হইলে জ্যেষ্ঠ রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ
কুরুকুলে হবে রাজা।
কুন্তী ভাগ্যবতি পাইল সন্ততি।
সভাই করিবে পূজা॥
আমি অভাগিনী পরম পাপিনী
কর্ম্ম ফল আপনার।
দ্বিবৎসর হৈল কিছু না জন্মিল
পরিশ্রমমাত্র সার॥
প্রসবি যদ্যপি ভাবনা তথাপি
সহজে হইবে দাস।
হেন অনুমানে দৃঢ় কৈল মনে
গর্ভ্ভ করিব বিনাশ॥

লোহার মুদ্গরে আপন উদরে
নির্ঘাত করিয়া হানে।
পাই লোহাঘাত গর্ভ হৈল পাত
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে॥
নাহি পদ মুণ্ড সবে মাংসপিণ্ড
গান্ধারী প্রসব হৈল।
ডাকাইয়া দাসী চিত্তে ঘৃণা বাসি
ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল॥
জানিয়া কারণ মুনি দ্বৈপায়ন
আসি হৈল উপনীত।
বলে ক্রোধ করি শুন গো গান্ধারি
এ কর্ম্ম কোন বিহিত॥
জানি সর্ব্ব ধর্ম্ম কর হেন কর্ম্ম
তোমার উচিত নহে।
হিংসা মহাক্লেশ অধর্ম্ম অশেষ
আপনা আপনি দহে॥
শুনিয়া বচন লজ্জিত বদন
কহে কর যোড় করি।
আমার বচন হইল লঙ্ঘন
এ বড় বিস্ময় হেরি॥
তুমি দিলা বর শতেক কুমার
হবে বলি আশা ছিল।
যুগল বরষে মহাশ্রম ক্লেশে
মাংসপিণ্ড জনমিল॥
বলে ব্যাসমুনি শুন সুবদনি
মোর বাক্য অন্য নয়।
দুঃখ পরিহর মোর বাক্য ধর
হইবে শত তনয়॥
শত কুণ্ড করি ঘৃতে তাহা পূরি
মাংসপিণ্ড সিঞ্চ জলে।
এত বলি মুনি সিঞ্চিয়া আপনি
মাংসপিণ্ড করি কোলে॥
শীতল জলেতে সিঞ্চিতে২
যেন বিধি নিরমিল।
এক মাংসপিণ্ড হৈল খণ্ড২
একাধিক শত হৈল॥
অঙ্গুলির পর্ব্ব প্রায় হৈল খর্ব্ব
ঘৃতে কুণ্ডে লৈয়া থুইলে।
তবে তপোধন সুদৃঢ় বচন
গান্ধারী দেবীরে বলে॥
এই কুণ্ডগণে রাখিবা যতনে
নাহি হও উতরোল।
আপন ইচ্ছায় জন্মাহ রাজায়
নাহি ভাঙ্গ মোর বোল॥
এত বলি ঋষি হিমালয়বাসী
গেল হিমালয়ে চলি।
তবে কত দিনে হৈল দুর্য্যোধনে
মুর্ত্তিমন্ত যুগ কলি॥
ভীম যেই দিনে জন্মিল কাননে
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জনমমাত্রকে শিখিগণ ডাকে
যেমত গৃধ্র গর্জ্জন॥
তার ডাক শুনি যেন গৃধ্রধ্বনি
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুক্কুর শৃগাল ডাকে পালে পাল
নগর পূরিল কাকে॥
বহে তপ্ত বাত সঘনে নির্ঘাত
দশদিগ যায় পুড়ি।
মিহির মুদির বরিষে রুধির
ঝনঝনা হয় গিরি॥
এ সব চরিত দেখি বিপরীত
চিন্তিত কৌরবপতি।
ভীষ্ম মহামতি বিদুর প্রভৃতি
আনাইল শীঘ্রগতি॥
সভার অগ্রেতে লাগিল কহিতে
ধৃতরাষ্ট্র গুণাধার।
শব্দ শুনা গেল পাণ্ডুপুত্র হৈল
বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার॥
রাজা হবে সেহ নাহিক সন্দেহ
মোর মন তাহে সুখী।
মোর পুত্রহৈতে অতি বিপরীতে
বহু অনুকূল দেখি॥
বিধান ইহার করিয়া আচার
কহ মোরে সর্ব্বজন।
রাজার বচন শুনি সর্ব্ব জন
বিদুরে কৈল তখন॥
ভারত সঙ্গীত জগত মোহিত
কেবল অমৃতনিধি।
কাশীদাস কয় খণ্ডে যমভয়
পান কর নিরবধি॥
বিদুর বলেন অবধান মহারাজ।
যত অমঙ্গল দেখি ভাল নহে কায॥
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজা নাহি আর কিছু।
তবে সে মঙ্গল হয় ত্যজ এই শিশু॥

কুলের অন্তক রাজা এ পুত্র তোমার।
ইহাকে পালিলে দুঃখ পাইবা অপার॥
নিজ কুল হিত তুমি চিন্তহ রাজন।
এক উন হউক তব শতেক নন্দন॥
কুলের কারণ রাজা ত্যজি এক জন।
কুল ত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ॥
গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জনপদ হিতে।
পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে॥
হেন নীতিশাস্ত্র রাজা আছে পূর্ব্বাপর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মারি বংশ রাখ নৃপবর॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র হেলন করিল॥
তবে আর ঊনশত হইল নন্দন।
হেনমতে হৈল ভাই একশত জন॥
একশত পুত্র হৈল কন্যা এক গণি।
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
আপনি বলিলা ব্যাস দেবের যে বরে।
একশত পুত্র হবে গান্ধারীউদরে॥
অধিক হইল কন্যা কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন॥
মুনি বলে শুন তত্ত্ব শ্রীজনমেজয়।
যখন বিভাগ করে ব্যাস মহাশয়॥
সতী পতিব্রতা দেবী সুবলনন্দিনী।
মনেতে বাঞ্ছিল এক কন্যা দেহ মুনি॥
শুনিয়াছি স্ত্রী লোকের কন্যায় পীরিত।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীত॥
শত পুত্র বর দিল ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি॥
কায়মনো বাক্যে যদি হই আমি সতী।
পতিব্রতা হই আমি পতি মোর গতি॥
ব্রাহ্মণেরে গবী দিয়া থাকি কোটি২।
তবে মোর ইথে কন্যা হবে একগুটি॥
ব্রত তপ করে্যা থাকি গুরুর সেবন।
যদি কভু পূজে থাকি দেব দ্বিজগণ॥
গান্ধারী মানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাসদেব করিল সিঞ্চন॥
একে একশত ভাগ মাংসপিণ্ড হৈল।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীরে কৈল॥
আমার বচন বধূ কভু মিথ্যা নয়।
এই দেখ পাইলাম শতেক তনয়॥
একখানি অধিক যে সুবলনন্দিনি।
তোমার মানসহৈতে হৈল একখানি॥

শুনি হরষিত হৈল সুবলদুহিতা।
সেকারণে অধিক হইল এক সুতা॥
অন্যা ধৃতরাষ্ট্র ভার্য্যা বৈশ্যের কুমারী।
বহু সেবা ধৃতরাষ্ট্রে করিল সুন্দরী॥
তাহার উদরে হইল একই নন্দন।
যুযুৎসু বলিয়া জানে নাম সর্ব্বজন॥
হেন মতে একত্রেতে শত সহোদর।
সভে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর॥
বিবাহ করিল সভে রাজার কুমারী।
জয়দ্রথে সমর্পিল দুঃশলা সুন্দরী॥
কৌরবের জন্মকথা কহিলাম সব।
বলি শুন পাণ্ডবের যেমতে উদ্ভব॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

চিরকাল বৈসে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত সহচর॥
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগ অন্বেষণে।
পর্ব্বত কন্দর ঘোর মহাশালবনে॥
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী খড়্গী ভল্লুক শূকর।
পাইয়া পাণ্ডুর শব্দ যায় বনান্তর॥
হেন মতে এক দিন দেখে নৃপবর।
হরিণী যূথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর॥
কিন্দম নামেতে সেই ঋষির কুমার।
মৃগরূপ ধরি করে মৃগীতে শৃঙ্গার॥
মৃগদেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর।
তীক্ষ্ণ শরে ভেদিল ঋষির কলেবর॥
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটফটি।
মৃগীর উপরহৈতে ভূমে পড়ি লুঠি॥
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া এ কর্ম্ম করিলে॥
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে।
বড় শত্রু হইলে এ সময়ে না মারে॥
পাণ্ডু বলে মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণ।
ক্ষত্রিধর্ম্ম মৃগ মারি পাই হে যখন॥
কুম্ভযোনি করিলেন ভক্ষ্য মৃগগণ।
দেবর্ষি ভক্ষ্য হেতু মৃগের সৃজন॥
রিপুসম মৃগে অস্ত্র করিব প্রহার।
হেন নীতি শাস্ত্রে কহে ক্ষত্রিয় আচার॥
ঋষি কহে মৃগবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
রমণে বিরোধ করা মহাপাপ কর্ম্ম॥
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত।
রতিরসে জ্ঞাত সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত॥

রাজা হয়ে হেন কর্ম্ম কর দুরাচার।
রাজা যদি পাপ করে মজিবে সংসার॥
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর।
সকল ত্যজিয়া থাকি বনের ভিতর॥
মৃগরূপে করি আমি হরিণীরমণ।
হেন কালে আমারে করিলা নির্জীবন॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জান আমারে।
সেই হেতু ব্রহ্মবধ নহিবে তোমারে॥
মৃগ দেহ মারিলা ইহাতে পাপ নয়।
এই পাপ মারিলা যে মৈথুনসময়॥
এই হেতু শাপ আমি দিলাম রাজন।
মৈথুন সময়ে হবে তোমার মরণ॥
আমি যেন অশুচিতে যাই পরলোক।
এই মত হইবে তোমার চিত্তে শোক॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি নহিবে তোমার।
কভু মিথ্যা নহিবেক বচন আমার॥
এত বলি ঋষিপুত্র ত্যজিল জীবন।
হইল শুনিয়া পাণ্ডু বিষণ্ণ বদন॥
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন।
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন॥
ভার্য্যা সহ কান্দেন যেমন বন্ধুশোকে।
অশেষ বিশেষে রাজা নিন্দে আপনাকে॥
কেন হেন বড় কুলে হইল উদ্ভব।
আপনার কর্ম্ম ভোগ করে লোক সব॥
শুনিয়াছি পিতা করিলেন কদাচার।
কাম লোভে অল্প কালে তাঁহার সংহার॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম সহজে অধম।
দুষ্ট বুদ্ধি দুরাচার তেঁই ব্যতিক্রম॥
রাজনীতি ধর্ম্ম কত আছয়ে সংসারে।
সব ত্যজি ভ্রমি মৃগবধ অনুসারে॥
সমুচিত ফল তার হৈল এত কালে।
খণ্ডন না হয় কর্ম্ম অনুসারে ফলে॥
আজিহৈতে ত্যজিলাম সংসার বিষয়।
শরীর ত্যজিব তপ করিয়া আশ্রয়॥
একাকী হইয়া পৃথ্বী করিব ভ্রমণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিব দমন॥
কুন্তী মাদ্রী প্রতি রাজা বলিছে বচন।
হস্তিনানগরে দোঁহে করহ গমন॥
ভীষ্ম জ্যেষ্ঠ তাত আর কৌশল্যা জননী।
সত্যবতী আই আর অন্ধ নৃপমণি॥
বিদুরপ্রভৃতি যত সুহৃদ সকল।
যে দেখিলা শুনিলা কহিবা অবিকল॥

এত শুনি দুই জন করেন ক্রন্দন।
কান্দিতে২ কহে গদ২ বচন॥
কি দোষে আমরা দোষী তোমার চরণে।
হস্তিনানগর যাই বল কি কারণে॥
তোমা বিনা শরীর ধরিব কোন কাযে।
কি বা ফল পাইব থাকিয়া গৃহমাঝে॥
তোমা বিনা রাজা গতি নাহি মোসভার।
তোমার যে গতি সেই গতি দোঁহাকার॥
তপস্যা করিব দোঁহে তোমার সংহতি।
তোমার সেবনে রাজা পাইব সন্ততি॥
ফলাহারী হব করি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।
নানা তীর্থ স্বচ্ছন্দে ভ্রমিব তব সহ॥
হেন মত আশ্রম আছয়ে সন্ন্যাসিতে।
ধর্ম্মপত্নী আমি দোষ নাহিক ইহাতে॥
নিশ্চয়ে নৃপতি যদি না লবে সংহতি।
ক্ষণেক রহিয়া যাহ শুন নরপতি॥
আমরা তোমার অগ্রে প্রবেশি আগুনে।
স্বচ্ছন্দে গমন কর যেখানে সেখানে॥
অনেক বিনয় করি কান্দে দুই জন।
দেখিয়া ব্যাকুল পাণ্ডু নৃপতি তখন॥
বলিলেন নিশ্চয় সহিত যদি যাবা।
তোমরা অশেষ ক্লেশ অরণ্যেতে পাবা॥
গাছের বাকল পর ত্যজহ বসন।
শিরে জটা ধর আরো ত্যজ আভরণ॥
ফলমূলাহারী হও ত্যজ দিব্য হার।
লোভ মোহ কাম ত্যজ ক্রোধ অহঙ্কার॥
স্বামির বচন তবে শুনি দুই জন।
ততক্ষণে বাহির করিল আভরণ॥
কেশপাশে করিল মস্তকে জটাভার।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার॥
দেখিয়া নৃপতি মনে হইল বিস্ময়।
দেখিয়া দোঁহার বেশ বিদরে হৃদয়॥
তবে রাজা ত্যজিলেন নিজ অলঙ্কার।
করিয়া সকল ত্যাগ তপস্বী আকার॥
রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে করিলেন দান।
তপস্যা করিতে রাজা করেন প্রস্থান॥
অনুচরগণ যত আছিল সংহতি।
সভাকারে বলিলেন পাণ্ডুনরপতি॥
হস্তিনানগর সব করহ গমন।
সভাকারে কহিবা আমার বিবরণ॥
যত্নে প্রবোধিবা সভে মায়ের ক্রন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রবোধিবা মধুর বচনে॥

পাণ্ডুর বচন এত শুনি সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দে করে সকলে ক্রন্দন॥
সঘনে নিশ্বাস মুখে গদগদ বচন।
হস্তিনানগরে সভে করিল গমন॥
একে২ সভারে কহিল সমাচার।
শুনি পুরলোক সভে করে হাহাকার॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সাগর কল্লোল॥
গাঙ্গেয় বিদরআদি আর যত জন।
পাণ্ডুর শোকেতে করে সকলে ক্রন্দন॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা অত্যন্ত অস্থির।
নাহি রুচে অন্ন জল না হন বাহির॥
রত্নময় পালঙ্গ ছাড়িয়া নৃপবর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকেতে কাতর॥
হেন মতে রোদন করিছে বন্ধু জন।
এথা পাণ্ডু প্রবেশ করিলেন কানন॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর তথা করিছে বিহার॥
সে বন ত্যজিয়া যান নৈমিষকানন।
বহু নদ নদী দেশ করিয়া লঙ্ঘন॥
তিনে হিমালয় করিলেন আরোহণ।
তথাহৈতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন॥
তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
মহাপুণ্য তীর্থ যাহে বাঞ্ছিত অমর॥
তাহে স্নান করিয়া গেলেন তিন জন।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করেন আরোহণ॥
মহাউচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম।
অনেক তপস্বী ঋষিগণের আশ্রম॥
পর্ব্বত পাইয়া রাজা আনন্দিত মন।
করেন তপস্যা তথা সহ ঋষিগণ॥
করেন কঠোর তপ তথা তিন জন।
দিন শেষে ফল মূল করেন ভক্ষণ॥
বরষা আতপ শীত সহে কালধর্ম্ম।
কেবল শরীর তিনে সার অস্থি চর্ম্ম॥
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগণ।
তপস্যাতে সিদ্ধ হইলেন তিন জন॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হইল হেন বাসি।
তথাহইতে গেলেন প্রণমি সব ঋষি॥
অতিউচ্চ গিরিবর পরশে গগণ।
স্বর্গেতে যাইতে করিলেন আরোহণ॥
পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান।
নানা রত্নে বিভূষিত বিচিত্র বিমান॥
দেখেন গঙ্গার মধ্যে প্রবল তরঙ্গ।
দেবকন্যাগণ তথা করে ক্রীড়ারঙ্গ॥
কোন স্থানে দেখিলেন পর্ব্বত উপর।
জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর॥
তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি।
আছুক অন্যের কাষ যাইতে নারে পাখী॥
তিন জন দেখিলেন তথা ঋষিগণ।
ডাক দিয়া ঋষিগণ বলিল বচন॥
কোথাকারে যাহ হে তোমরা তিন জন।
অগম্য বিষম ভূমি যাহ কি কারণ॥
ঋষিগণবচনে বলেন নরপতি।
পাণ্ডু নামে আমি কুরুবংশেতে উৎপত্তি॥
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্ম দোষে।
সংসার ত্যজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে॥
চারি ঋণ লইয়া মনুষ্য দেহ ধরে।
ঋণহইতে পার হইলে মুক্ত কলেবরে॥
যজ্ঞ করি দেব ঋণে হইবেক পার।
মুনিগণে তুষিবেক করি ব্রতাচার॥
পিতৃ ঋণে মুক্ত হয় পিতৃ পিণ্ড দিয়া।
মনুষ্যে হইবে পার অতিথি ভুঞ্জিয়া॥
ঋণে পার আমি হইলাম তিন স্থানে।
সভে না হইলাম পার পিতৃগণঋণে॥
আপন কুকর্ম্ম ফল না হয় খণ্ডন।
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সেকারণ॥
ঋষিগণ বলে তুমি পণ্ডিত সুজন।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
পুত্রহীন জন স্বর্গে যাইতে না পারে।
দ্বারপালগণ তথা দ্বার রক্ষা করে॥
অকারণে তথাকারে যাও নরপতি।
কদাচিত না পাইবা স্বর্গের বসতি॥
পৃথিবীতে বহু দান পুণ্য লোক করে।
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে॥
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধ ঋষি।
মর্ত্ত্যে পুত্র জন্মাইয়া সভে স্বর্গবাসী॥
শুনিয়া বলেন রাজা বিনয় বচন।
কি করি আমারে কর আজ্ঞা তপোধন॥
মুনিগণ বলে রাজা থাক এই স্থানে।
হইবেক পুত্র তব দেব বরদানে॥
দিব্য চক্ষে আমি সব পাই দরশন।
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ॥
ঋষিগণবচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিলেন বসতি॥

মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
কুন্তীরে বলেন তবে পাণ্ডু নৃপবর।
আপনি শুনিলা মুনিগণের উত্তর॥
দেবহৈতে পুত্র হবে উক্তি দেবতার।
আপনি করহ কুন্তি বিধান ইহার॥
মৃগঋষি শাপে শক্তি নাহিক আমার।
উপায় করিয়া পিতৃঋণে কর পার॥
আর হেন আছে পূর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান।
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান॥
স্বয়মুৎপাদিত কেহ সহজে নন্দন।
নতুবা কাহারে পুত্র দেয় কোন জন॥
মুল্য লৈয়া পোষ্য করে পুত্রবত করি।
আপনি প্রবেশে কেহ অন্নহেতু মরি॥
পুত্রহীনে কোন জন কন্যা করে দান।
তার পুত্র হইলে সে হয় পুত্রবান॥
নতুবা স্বামির আজ্ঞা লৈয়া কোন জনে।
আপন সদৃশ কিম্বা উচ্চ জন স্থানে॥
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দন।
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন॥
সেই অনুসারে আমি বংশের কারণ।
আজ্ঞা করি কর তুমি বংশের রক্ষণ॥
কুন্তী বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
কি কারণে কহ তুমি বচন কুৎসিত॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে।
তোমা বিনা অন্য জন না দেখি নয়নে॥
তুমি বল শ্রেষ্ঠহইতে জন্মাহ নন্দনে।
তোমাহইতে শ্রেষ্ঠ কে বা আছে ত্রিভুবনে॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাজা কহে মুনিগণ।
ব্যুষিতাশ্ব রাজা ছিল পৌরবনন্দন॥
মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব ধর্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর॥
তার দক্ষিণায় মত্ত হৈল দ্বিজগণ।
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ॥
ভদ্রা কল্যা দুই ভার্য্যা পরম সুন্দরী।
রাজারে সেবয়ে দোঁহে পুত্রকাম্য করি॥
দোঁহার কামনায় কামুক নরবর।
দোঁহার সঙ্গমে ব্যাধিযুক্ত কলেবর॥
যক্ষ্মাকাশ রোগে তার হইল নিধন।
অপুত্র মরিল রাজা কান্দে ভার্য্যাগণ॥
স্বামী বিনা ভার্য্যা জীয়ে ধিক তার প্রাণ।
স্বামী বিনা ঘর দ্বার শ্মশান সমান॥
স্বামির বিহনে নারী জীয়ে যেই জনা।
নিত্য২ ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রণা॥
স্বামিপুত্রহীন নারী লোকে অনাদর।
গণনা না করে কেহ মনুষ্যভিতর॥
হেন মতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন।
ডাকিয়া তাহারে শব বলে ততক্ষণ॥
না কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি যাহ ঘরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান।
শবেরে রাখিল করি যতন বিধান॥
ঋতু যোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে।
চারি পুত্র উদরে ধরিল ক্রমে২॥
শব স্বামীহৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল।
হেন মত আছে পূর্ব্ব মুনিরা কহিল॥
তুমিহ এখন রাজা যোগ কর মনে।
আমার উদরে জন্ম করাহ নন্দনে॥
পাণ্ডু বলিলেন সে মনুষ্যে না সম্ভব।
দৈববলে শবহৈতে পুত্রের উদ্ভব॥
সেইরূপ শক্তি কুন্তি নাহিক আমার।
পূর্ব্ব ধর্ম্মউক্তি কুন্তি কহি শুন আর॥
পূর্ব্বেতে না ছিল কুন্তি এ সব নিয়ম।
যারে ইচ্ছা যার হয় করিত সঙ্গম॥
ইচ্ছামত স্ত্রীগণ যাইত যথা স্থানে।
নাহিক বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে॥
নিয়ম করিল ঋষিপুত্র এক জন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
উদ্দালক নামে এক মহাতপোধন।
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন॥
পিতা মাতার কোলে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
হেন কালে আইল তথা মুনি এক জন॥
কামাতুর হৈয়া মুনি ধরে তার মায়।
স্বামী পুত্র কোলে হৈতে ধরি লইয়া যায়॥
বিস্ময় পাইয়া শিশু চায় পিতা পানে।
ক্রোধমুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে॥
কোথাহৈতে আইল দ্বিজ বড় দুরাচার।
জননীরে লয়ে যায় কোথায় আমার॥
শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপু না করহ ক্রোধ॥
যার যারে ইচ্ছা ভুঞ্জে সে তারে শৃঙ্গার।
নাহিক বিরোধ হেন সৃষ্টি বিধাতার॥
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কোপিত।
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত॥

সৃষ্টি করে প্রজাপতি নিয়ম না জানে।
হেন অনুচিত কর্ম্ম করে সে কারণে ॥
আজিহৈতে সৃষ্টিমধ্যে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মম তপ পরাক্রম ॥
নিজ২ স্বামী ভার্য্যা ত্যজে যেই জন।
পরনারী পরস্বামী করিবে গমন ॥
সংসারে যতেক পাপে হইবেক পাপী।
নরকহইতে পার না হবে কদাপি ॥
স্ত্রী হইয়া স্বামির বচন নাহি শুনে।
স্বামী যদি নিযোজয় বংশের রক্ষণে ॥
অবজ্ঞায় স্বামিবাক্য করে অনাদর।
চিরকাল মজে সেই নরকভিতর ॥
হেন মতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্ব মত ত্যজি সেই হেন মত হৈল ॥
আর পূর্ব্ব কথা কুন্তি শুনহ বচন।
সূর্য্যবংশে ছিল নামে সৌদাসনন্দন ॥
মদয়ন্তী ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
অপত্যবিরহে দোঁহে সদা চিন্তা করি ॥
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল।
মুনির ঔরসে তার বহু পুত্র হৈল ॥
আমা সভাকার জন্ম জানহ আপনে।
ব্যাস করিলেন যথা পিতার বিহনে ॥
বংশ হেতু হেন মত আছে পূর্ব্বাপর।
বিস্ময় না কর ইথে ধর্ম্মের উত্তর ॥
সেই হেতু আজ্ঞা আমি করি যে তোমারে।
পুত্রার্থে নাহিক শক্তি কি বল আমারে ॥
কৃতাঞ্জলি করি কুন্তি নিবেদি তোমায়।
পুত্র জন্মাইতে কর আপনি উপায় ॥
রাজার কার্পণ্য বাক্য শুনি কুন্তসুতা।
কহিতে লাগিল পূর্ব্ব আপনার কথা ॥
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।
অতিথি সেবনে ছিল মম নিযোজন ॥
অকস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনির সেবন করিলাম সুবিস্তর ॥
পরম সঞ্চিতব্রত মুনি মহাশয়।
সেবা বশে আমাপ্রতি হইয়া সদয় ॥
মন্ত্র দিয়া আমারে কহিলেন সে মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তব হবে সুবদনি ॥
এই মন্ত্র পড়ি তারে করিবা আহ্বান।
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তোমাস্থান ॥
যেই বর ইচ্ছা কর পাবা সেই বর।
এত বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর ॥
এখন যেমত আজ্ঞা কর দণ্ডধর।
আজ্ঞা কর দেবস্থানে মাগি পুত্রবর ॥
যে তোমারে কহিলাম পূর্ব্বের বিধান।
আজ্ঞা কর কোন দেবে করিব আহ্বান ॥
রাজা বলিলেন মুনি দিয়াছেন বর।
তবে কেন চিন্ত চিন্তা করহ অন্তর ॥
হোম যজ্ঞ পূজা করি যাহার উদ্দেশে।
নানা ব্রতে অর্চ্চি যারে অতিশয় ক্লেশে ॥
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন।
উদ্দেশে মাগি যে বর যার যেই মন ॥
হেন দেব সাক্ষাতে চাহিবা তুমি বর।
শুভকার্য্যে সুবদনি বিলম্ব না কর ॥
দেবতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়।
সর্ব্ব পাপ হরে নিলে যাহার আশ্রয় ॥
সেই ধর্ম্মদেবে তুমি করহ আহ্বান।
পুত্রবর কুন্তি তুমি মাঁগ তার স্থান ॥
ধর্ম্মবন্ত হইবেক তেঁই সে কুমার।
মহাবলবন্ত হবে সর্ব্ব গুণাধার ॥
নিয়ম করিয়া ধর্ম্ম করহ স্মরণ।
আজিকার বিলম্ব না সহে একক্ষণ ॥
স্বামির বচনে কুন্তী করিল স্বীকার।
স্বামি প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার ॥
আদি পর্ব্ব ভারতের ব্যাসের রচিত।
পরম পবিত্র পুণ্য শ্রবণে অমৃত ॥
আয়ু যশ পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদেব দাস ভণে ॥

মুনি বলিলেন শুন রাজ্যঅধিকারী।
বৎসরেক গর্ভ যবে ধরিল গান্ধারী ॥
এইত সময়ে তবে ভোজের নন্দিনী।
পূর্ব্বে মন্ত্র দিল যে দুর্ব্বাসা বর মুনি ॥
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিল আহ্বান।
তৎক্ষণে আইল ধর্ম্ম কুন্তীবিদ্যমান ॥
ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈল গর্ব্ভের সঙ্গতি।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী ॥
ইন্দু চন্দ্র সম কান্তি তেজে দিবাকর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ॥
দিন দুই প্রহরেতে পুণ্য তিথি যুত।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিল কুন্তীসুত ॥
সেইক্ষণে শুনি ধ্বনি আকাশ উপর।
সকল ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এই পুত্রবর ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজা।
জগতের লোকে তারে করিবেক পূজা ॥

এতেক আকাশবাণী শুনিয়া রাজন।
কুন্তীরে ডাকিয়া পুনঃ বলেন বচন॥
শুনিলা আকাশবাণী বলে দেবগণ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইবে নন্দন॥
ক্ষত্রিয় প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোঙর।
ধার্ম্মিক গণি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণভিতর॥
সেকারণে কুন্তি তুমি ভজ পুনর্ব্বার।
যাহাহৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার॥
রাজার বচনে কুন্তী ভাবে মনে মনে।
দেবগণমধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে॥
মন্ত্র জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ।
সেইক্ষণে বায়ু তথা হইল প্রবেশ॥
বায়ুর সঙ্গমে পুত্র লভিল জনম।
জাতমাত্র তাহার শুনহ যে বিক্রম॥
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তী কোলে লৈতে চায়।
তুলিতে নারিল ভারি পর্ব্বতের প্রায়॥
কিছুমাত্র ভূমে হৈতে তুলিল যতনে।
সহিতে না পারি ভার ফেলে ততক্ষণে॥
অশক্তা হইয়া ফেলে পর্ব্বত উপরে।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কাঁপিল থরহরে॥
শিলা বৃক্ষ গিরিশৃঙ্গ হৈল চূর্ণময়।
বালকের শব্দে পায় গিরিবাসী ভয়॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি যত পশুগণ।
পর্ব্বত ত্যজিয়া সভে গেল অন্য বন॥
হেন কালে শূন্যবাণী শুনি ততক্ষণ।
শুন কুন্তি পাণ্ডু এই তোমার নন্দন॥
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবীভিতর।
সভাহৈতে জ্যেষ্ঠ এই মহাবলধর॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্ট জনরিপু।
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই বজ্রসম বপু॥
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিয়া তনয়॥
পুনরপি কুন্তীরে বলেন নৃপবর।
এইমত জন্ম হৈল যুগল কোঙর॥
এক হৈল ধার্ম্মিক নির্দ্দয় আর জন।
সর্ব্বগুণযুত এক জন্মাহ নন্দন॥
কুন্তী বলে হেন পুত্র হইবে কেমনে।
সর্ব্বগুণ পুত্র পাব কার আরাধনে॥
ইহা শুনি পাণ্ডু কহিলেন মুনিগণে।
দেব মধ্যে আছে কোন জন সর্ব্বগুণে॥
তারে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দন।
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণ॥

সর্ব্ব দেবগণমধ্যে ইন্দ্র দেবরাজ।
তাহারে সেবিলে রাজা হবে সিদ্ধ কায
ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর।
নিয়ম করিয়া রাজা কর সম্বৎসর॥
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর।
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর॥
ঊর্দ্ধবাহু এক পদে রহে দাঁড়াইয়া।
সম্বৎসর করে তপ বায়ু আহারিয়া॥
তপে তুষ্ট বাসব আইলেন তথায়।
কহিলেন পাণ্ডুরে শুনহ কুরুরায়॥
আপন বাঞ্ছিত ফল মাগ মহাশয়।
সর্ব্ব গুণে দিব এক তোমার তনয়॥
বর দিয়া ইন্দ্র হইলেন অন্তর্ধান।
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেলেন স্বস্থান॥
কুন্তীরে কহিলেন পাণ্ডু হরিষ অন্তর।
পুত্র বর আমারে দিলেন পুরন্দর॥
স্ববাঞ্ছিত ফল রাজা হইবে তোমার।
সর্ব্ব গুণযুত তুমি পাইবা কুমার॥
তপস্যায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে।
মুনিমন্ত্রে স্মরণ করহ তাঁরে তবে॥
স্মরণ করিল কুন্তী স্বামির বচনে।
দেবরাজ আইলেন সেখানে ততক্ষণে॥
উভয়ের সঙ্গম হইল সুসময়।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম লইল তনয়॥
জাতমাত্র শূন্যবাণী হইল গভীর।
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর॥
অদিতির যেমন তনয় নারায়ণ।
তেমতি তোমার কুন্তি হইবে নন্দন॥
পরাক্রমে হবে তুল্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিন লোকে বিখ্যাত হইবে পুত্রগুণ॥
পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে।
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে॥
ভ্রাতৃ সহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
ভৃগুরাম সদৃশ শিখিবে ধনুর্ব্বেদ॥
শিখিবেক দিব্য অস্ত্র দিব্য মন্ত্র মতে।
এ পুত্র না জানে হেন নাহিক জগতে॥
পিতৃ লোক উদ্ধারিবে এই পুত্রবর।
খাণ্ডব দহিবে এ তুষিবে বৈশ্বানর॥
এতেক আকাশবাণী হইল আকাশে।
দেখিতে আইল সব লোক তার পাশে॥
ইন্দ্র সহ আইল যতেক দেবগণ।
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন॥

দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ ঋষিগণ যত অপ্সরী অপ্সর॥
একাদশ ঋষি ঊনপঞ্চাশ পবন।
অশ্বিনীকুমার আর বিশ্বাবসুগণ॥
যক্ষ রাজা প্রজাপতি আইল দেখিতে।
দেবাঙ্গনা যতেক আইল নৃত্য গীতে॥
দেবগণ ঋষিগণ করিয়া কল্যাণ।
নিবর্ত্তিয়া সভে গেল আপনার স্থান॥
হরষিত হৈল পাণ্ডু ভোজের নন্দিনী।
সর্ব্বদুঃখ পাসরিল পুত্রগুণ শুনি॥
তবে কত দিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া।
কুন্তী প্রতি বলিলেন একান্ত ভাবিয়া॥
আমার পুত্রের বাঞ্ছা পূর্ণা নাহি হয়।
পুনরপি কহিতে তোমারে যোগ্য নয়॥
চতুর্থ পুরুষে নারী হয় যে স্বৈরিণী।
পঞ্চম পুরুষ হৈলে বেশ্যামধ্যে গণি॥
সেকারণে তোমারে কহিতে না যুয়ায়।
পুত্র বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না দেখি উপায়॥
হেন মতে কুন্তী সহ কথোপকথনে।
পুত্র চিন্তা নরবর সদা ভাবে মনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

এক দিন পাণ্ডু নৃপে একান্তে দেখিয়া।
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটে বসিয়া॥
কুরুবংশে তিন বধূ যে আছে সম্প্রতি।
ইতি মধ্যে দুই জন হৈল পুত্রবতী॥
শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখি তিন জন॥
অভাগিনী আমি ইথে হইলাম বঞ্চিত।
তোমারে কি কব মম কর্ম্মের লিখিত॥
দয়া করি কুন্তী যদি অনুগ্রহ করে।
মন্ত্রবলে জপি পুত্র লব দেববরে॥
সহজে সতিনী কুন্তী কি বলিতে পারি।
দেয় বা না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি॥
আপনি বলহ যদি কুন্তীরে এ কথা।
তোমার বচন নাহি করিবে অন্যথা॥
মাদ্রীর বচন শুনি বলে নরবর।
মম চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর॥
তোমারে প্রকাশ আমি তেঁই নাহি করি।
শুন কি না শুন তুমি নহ ধর্ম্মনারী॥
এখন আপনি তুমি কহিলা আমারে।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে॥
মম বাক্য কুন্তী কভু না করিবে আন।
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা যান কুন্তীস্থান॥
কুন্তীরে একান্তে পায়ে কহেন নৃপতি।
কুলের কল্যাণ হেতু কহি শুন সতি॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে।
যশের কারণে আর শাস্ত্র অনুসারে॥
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ।
তথাপিহ করে তারা দ্বিজের সেবন॥
সেইহেতু কুন্তি আমি কহি যে তোমারে।
মাদ্রীরে উদ্ধার কর এ ভব সংসারে॥
মাদ্রীর বংশের হেতু করহ উপায়।
তাঁর পুত্র হইলে হবে এ পুত্রসহায়॥
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায়।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায়॥
মাদ্রীরে ডাকিয়া তবে কুন্তী পাণ্ডুপ্রিয়া।
মন্ত্র বলি দিল তারে প্রসন্না হইয়া॥
একবার দিতে রাণী বলেন বচন।
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন॥
একবার বিনা কুন্তী না দিবেক আর।
কি উপায়ে হবে তবে অধিক কুমার॥
করিল ভাবিয়া মাদ্রী যুক্তি এই সার।
দেবমধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনীকুমার॥
অশ্বিনীকুমার দ্বয়ে করিল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রভাবে দোঁহে আইল ততক্ষণ॥
তাহার ঔরসে গর্ভ হইল সঞ্চার।
প্রসবিল মাদ্রীদেবী যুগল কুমার॥
জন্মমাত্র শুনি শব্দ আকাশউপরে।
রূপে গুণে শোভা দোঁহে করিবেক নরে॥
হেন মতে ক্রমে পঞ্চ নন্দন হইল।
পর্ব্বতনিবাসি ঋষি আসি নাম দিল॥
জ্যেষ্ঠ হেতু নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হইল ভীম বীর॥
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম থুইল ঋষিগণ।
চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন॥
সহদেব নাম থুইল পঞ্চম কুমার।
দিনে২ বাড়ে যেন দেব অবতার॥
সিংহগ্রীব সিংহচক্ষু মাজা সিংহসম।
মহাবীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের বিক্রম॥
পঞ্চ পুত্র নৃপতির দেখিতে সুন্দর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর॥
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অপার।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিয়া কুমার॥

পুত্রসঙ্গ তিন জন তিলেক না ছাড়ে।
ক্ষণেক না করে রাজা নয়নের আড়ে॥
হেন মতে পঞ্চ পুত্র করেন পালন।
এক দিন কুন্তী প্রতি বলেন রাজন॥
পুত্র সম সুখ নাহি সংসার ভিতর।
বঞ্চিত সকল সুখে পুত্রহীন নর॥
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন।
পুত্র বিনা তার হয় সব অকারণ॥
ইহ কালে সুখদায়ী লোকেতে গৌরব।
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব॥
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রপিতা।
সে কারণ কহি শুন ভোজের দুহিতা॥
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্রনন্দিনীরে।
বহু পুত্রে বহু সুখ হয় এসংসারে॥
শুনিয়া বলেন কুন্তী যুড়ি দুই কর।
আর না করিবা আজ্ঞা শুন নৃপবর॥
পরম কপটী মাদ্রী দেখহ আপনে।
একবার মন্ত্র সে পাইয়া মম স্থানে॥
তাহে জন্মাইল মাদ্রী যুগল নন্দনে।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সে কারণে॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমারে।
মাদ্রীর কারণে আর না কহ আমারে॥
মৌনী রহিলেন পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
আর পুত্র বাঞ্ছা ত্যাগ করিলেন মনে॥
পাণ্ডবের জন্ম কথা অপূর্ব্ব কথন।
স্ববাঞ্ছিত ফল লভে শুনে যেই জন॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥
সুখেতে থাকেন রাজা পুত্রের সহিত।
ঋতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত॥
বসন্ত কালেতে বন হইল শোভিত।
নানা বৃক্ষগণ সব হইল পুষ্পিত॥
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর।
পারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর॥
হৃদয়ে সানন্দ পাণ্ডু দেখিয়া কানন।
গহন নিকুঞ্জ বনে করেন ভ্রমণ॥
কুন্তীসহ পুত্রগণ রাখিয়া মন্দিরে।
মাদ্রী সহ ভ্রমে রাজা অরণ্যভিতরে॥
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তী নাহি জানে।
গহন কাননমধ্যে ভ্রমে দুই জনে॥
একেতে একান্ত ভার্য্যা বসন্ত পবন।
চির দিন বিহারিতে মাতিল মদন॥
মদনের শরে হৈল অবশ রাজন।
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরীক্ষণ॥
বদন বিকচ পদ্ম শশধর জিনি।
শ্রবণে পরশে চারু পঙ্কজনয়নী॥
যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধর।
বিপুল নিতম্ব ভারে গমন মন্থর॥
সতত মধুর ভাষে বরিষয়ে সুধা।
নিরখিয়া পাণ্ডুর জন্মিল রতিক্ষুধা॥
মদনে আছন্ন রাজা অতিঅচেতন।
হইলেন বিস্মৃত সে মুনির বচন॥
নিবৃত্ত হইতে শক্তি নহিল রাজার।
মাদ্রীকে ধরিয়া বলে করেন শৃঙ্গার॥
নিবৃত্ত২ ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতিউচ্চস্বরে ডাকে হাহাকার ধ্বনি॥
হস্ত পদ আস্ফলয়ে ছটফট করে।
কুৎসিত আচারে মাদ্রী ভৎসিল তাহারে॥
মৃগঋষি শাপ প্রভু ভুলিলা এখন।
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে না জান কারণ॥
তথাপি মদনরসে হইয়া বিভোল।
পাণ্ডু না শুনিলেন মাদ্রীর যত বোল॥
কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে॥
সঙ্গম করিতে রাজা মাদ্রীর সহিত।
ঋষিশাপে মৃত্যু আসি হইল উপনীত॥
শরীর ত্যজেন পাণ্ডু দেখিল সুন্দরী।
ক্রন্দন করিছে মাদ্রী হাহাকার করি॥
এথাতে ভোজের কন্যা উচাটিত মন।
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন॥
হইল অনেক বেলা যাব কোথাকারে।
পুত্র সহ গেল কুন্তী চাহিতে রাজারে॥
কত দূর যাইতে শুনিল উচ্চধ্বনি।
হাহাকার শব্দে ডাকে মদ্রের নন্দিনী॥
শব্দ অনুসারে যায় অতিশীঘ্রগতি।
দেখিল কান্দিছে মাদ্রী কোলে নরপতি॥
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হইল আচম্বিতে।
মূর্চ্ছিতা হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতে॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে উচাটন মন।
কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলিছে বচন॥
কি কর্ম্ম করিলা মদ্রকন্যা স্বামি বধি।
এই হেতু তোমারে যোগায় নিরবধি॥
কেন একা আইলা তুমি রাজার সঙ্গতি।
কি হেতু নিবৃত্ত না করিলে নরপতি॥

যদি বা আইলা সঙ্গে আনিতা নন্দন।
তবে কেন নৃপতির হইবে নিধন॥
মৃগঋষি শাপ তোর না ছিল স্মরণে।
সকল ত্যজিয়া বনে বঞ্চ এ কারণে॥
অনিমিষে থাক তুমি রাজার রক্ষণে।
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি জানিব কেমনে॥
আপনা খাইয়া মোর হেন হৈল গতি।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি॥
মাদ্রী বলে কুন্তি মোরে নিন্দ অকারণ।
আমি করিলাম বহুবিধ নিবারণ॥
দৈবে যাহা করে খণ্ডে হেন কোন জন।
না রাখি আমার বাক্য ঘটিল নিধন॥
কুন্তী বলে ভাবি কর্ম্ম না যায় খণ্ডন।
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন॥
পঞ্চ পুত্রে পালন করিহ ভাল মতে।
অনুমৃতা যাই আমি রাজার সহিতে॥
মাদ্রী বলে হেন তুমি না বল আমারে।
তিলেক না জীব আমি না দেখি রাজারে॥
তোমার বিলম্বে এত ক্ষণ আছে প্রাণ।
এখনি শরীর ত্যজি যাব প্রভুস্থান॥
আমার যৌবনে প্রভু তৃপ্ত নাহি হয়।
আমা সনে রমণে যাহার হইল ক্ষয়॥
তাহার সঙ্গতি আমি ছাড়িব কেমনে।
পাণ্ডু স্বামী ত্যজি দেহ রাখিব কেমনে॥
তোমার নিকটে করি এক নিবেদন।
বিদায় তোমার স্থানে মাগি যে এখন॥
পুনঃপুনঃ তোমারে করি এ পরিহার।
যত্নেতে পালিবা এই দুইটি কুমার॥
ইহা বিনা তোমারে কহিতে নারি কিছু।
বিচ্ছেদ না করিহ আমার দুই শিশু॥
পিতৃ মাতৃ বিনা পুত্র সহজে অনাথ।
তুমি সর্ব্ব বন্ধু যেন তুমি মাতা তাত॥
এতেক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল।
নিবিড় করিয়া শবে আলিঙ্গন দিল॥
আলিঙ্গন করি মাদ্রী ত্যজিল পরাণ।
শুনি শতশৃঙ্গবাসী আইল সেই স্থান॥
ঋষিগণ মিলিয়া করিল এ বিচার।
পুত্র সহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার॥
এখন শরীর ত্যাগ করিল রাজন।
অনাথ হইল কুন্তী শিশু পুত্রগণ॥
রাজপুত্রগণ স্থিতি না শোভে কাননে।
দেশেরে লইয়া রাখ পাণ্ডু পুত্রগণে॥
তবে সভাকার ধর্ম্ম থাকে হেন বাসি।
বিচার করিল এই শতশৃঙ্গবাসী॥
মৃত শব কান্ধে করি লহ চরগণ।
পুত্র সহ কুন্তী লৈয়া যাহ ঋষিগণ॥
অল্প দিনে গেল কুন্তী জাঙ্গলনগর।
প্রবেশ করিল সভে নগর ভিতর॥
রাজঅন্তঃপুরেতে হইল সমাচার।
কুন্তী সহ আইল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
ভীষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লীক বিদুর।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত বৈসে অন্তঃপুর॥
সত্যবতী সহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী।
গৃহেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধ নারী॥
ঋষিগণে প্রণমিয়া দিলেন আসন।
কহিতে লাগিল বার্ত্তা সব ঋষিগণ॥
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে ছিলেন পাণ্ডুরাজে।
ব্রহ্মচর্য্য করিতেন ঋষির সমাজে॥
দেববরে পঞ্চ পুত্র হইল তাঁহার।
কালেতে তাহারে কালে করিল সংহার॥
মদ্রকন্যা অতিধন্যা ভুবনে মানিতা।
হইলেন অনুমৃতা পাণ্ডুর বনিতা॥
এই কুন্তী সহ দেখ পুত্র পঞ্চ জন।
এই পাণ্ডু মাদ্রী দোঁহে রহিত জীবন॥
যেমত বিচার হয় করহ বিধান॥
এত বলি মুনিগণ করিল প্রয়াণ॥
এত শুনি রোদন করেন সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দ মুখে গদগদ বচন॥
সত্যবতী আই কাঁদে কৌশল্যা জননী।
শ্রীভীষ্ম বিদুর কাঁদে অন্ধ নৃপমণি॥
নগরের লোক করে বিলাপ ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণী কাঁদয়ে সর্ব্বজন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুরে ডাকিয়া।
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া॥
যেন রাজবিধান আছয়ে পূর্ব্বাপর।
শুনিয়া বিদুর তবে হইল সত্বর॥
দুই শব কান্ধে করি লয়ে ক্ষত্রিগণে।
চতুর্দ্দোল বিভূষিত বিবিধ বিধানে॥
উপরে ধরিল ছত্র যেন রাজনীত।
শত২ চামর ঢুলায় চারিভিত॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনিল বিস্তর।
কলসে২ ঘৃত আনে থরেথর॥
মন্ত্রপড়ি দ্বিজগণ পাবক জ্বালিয়া।
অগ্নিহোত্রে রাজার করিল দাহক্রিয়া॥

পঞ্চ ভাই দিল পিণ্ড ক্ষত্রিয় বিধান।
দ্বাদশ দিবসে করে অগ্নি শান্তি দান॥
স্বর্ণ দান ভূমি দান করে গবী দান।
কাঞ্চন রতন দান বিবিধ বিধান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান॥
কত দিন পরে আইলেন বেদব্যাস।
একান্তে কহেন মুনি জননীর পাশ॥
অবধানে শুন মাতা আমার বচন।
ধর্ম্ম কাল গেল হৈল পাপ উপাসন॥
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার।
কপট হইবে বড় হিংসা অহঙ্কার॥
এই সভাকার পাপে মজিবে সকল।
পৃথিবী হরিবে শস্য মেঘে অল্পজল॥
ধর্ম্ম লুপ্ত হইবেক হত যজ্ঞবর।
আত্ম২ হিংসা সভে করিবে বিস্তর॥
ধৃতরাষ্ট্র কপটে হইবে কুলক্ষয়।
ধর্ম্ম ত্যজি নর সব অধর্ম্ম আশ্রয়॥
সেকারণে মাতা আমি কহি যে তোমায়।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না যুয়ায়॥
গৃহ ত্যজি জননি চলহ তপোবন।
সংসার ত্যজিয়া মাতা তপে দেহ মন॥
এত বলি ব্যাস মুনি হৈল অন্তর্ধান।
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তেন বিধান॥
দুই বধূ ডাকিয়া আনিল নিজ পাশ।
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস॥
তোমার নন্দন বধূ করিবে দুর্নীতি।
কপট হিংসক হবে করিবে দুষ্কৃতি॥
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে।
এ সব শুনিয়া আমি জানাই তোমারে॥
সেকারণে এই আমি যাই তপোবনে।
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে॥
শুনিয়া যুগল বধূ চলিল সঙ্গতি।
ভীষ্মে আনি সব কথা কহিলেন সতী॥
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধ নারীগণ।
সত্যবতী সহ সভে গেল তপোবন॥
ফল মুলাহারী হৈয়া তপ আচরিল।
যোগে মন দিয়া সভে শরীর ত্যজিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত প্রস্তাবে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥
মুনি বলিলেন রাজা শুন অনন্তরে।
পুত্র সহ কুন্তীদেবী রহে অন্তঃপুরে॥
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর শত।
বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে সভে পারগত॥
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে।
ক্রীড়ায় উত্তম সভে সদা ক্রীড়া করে॥
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সভারে অধিক বলে বীর বৃকোদর॥
ধাইতে পবনসম সিংহসম হাঁকে।
আস্ফালনে গজসম মেঘসম ডাকে॥
যেই দিগ দিয়া ভীম বেগে যায় চলি।
দশ বিশ ভূমে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি॥
ক্রোধে সব সহোদর ধরে একবারে।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে॥
কত দূর পড়ে সভে অচেতন হৈয়া।
পৃষ্ঠে গায় নাসিকায় রক্ত যায় বৈয়া॥
দুই হস্তে ধরে বীর সভাকার কর।
চক্রাকার করিয়া ভ্রমায় বৃকোদর॥
প্রাণ যায়২ পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতকল্প দেখিয়া তবে সে ভীম রাখে॥
জলমধ্যে ক্রীড়া যবে করে ভ্রাতৃগণ।
একবারে ধরে ভীম দশ দশ জন॥
জলের ভিতরে ডুবে চাপি দুই কাখে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণমাত্র রাখে॥
ভয়েতে ভীমের কেহ না যায় নিকটে।
জলেতে দেখিলে ভীমে সভে থাকে তটে॥
ফলহেতু উঠে সভে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণে প্রহারে॥
চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থরথর।
ফল সহ ভূমে পড়ে সব সহোদর॥
বালক কালেতে ভীম মহাপরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম॥
দুর্য্যোধন দেখি হইল পরম চিন্তিত।
বালক কালেতে বল ধরে অপ্রমিত॥
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল।
ইহার জীবনে নাই আমার কুশল॥
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার।
ভীমেরে মারিব হেন যুক্তি করে সার॥
ভীমে মারি চারি ভাই রাখিব বান্ধিয়া।
তবেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া॥
বালক কালেতে করে এমত বিচার।
যেকালে না জানে লোক হিংসা অহঙ্কার॥
তবে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
গঙ্গাতীরে আছে যথা গহন কানন॥

তাহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ।
উত্তম রমণ ঘর কর স্থানে স্থান॥
চর্ব্ব্য চূষ্য পেয় লেহ্য শকটে পূরিয়া।
সকল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর গিয়া॥
আজ্ঞামাত্র করে সব অনুচরগণ।
সব ভ্রাতৃগণেরে ডাকিল দুর্য্যোধন॥
আজি চল ভাই সব যাই গঙ্গাজলে।
জল ক্রীড়া করিব পরম কুতূহলে॥
উত্তম বিহার করি আহার সহিতে।
ভক্ষদ্রব্য আছে সব প্রমাণকোটিতে॥
শুনিয়া সম্মত হইলেন যুধিষ্ঠির।
করিব সলিল ক্রীড়া চল গঙ্গাতীর॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই একত্র করিয়া।
রথ গজ অশ্ব যানে আরোহণ হৈয়া॥
প্রমাণকোটিতে যে করিল দুর্য্যোধন।
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন॥
অনুচরগণ সব চলিল সহিতে।
সব ভ্রাতৃগণ গেল প্রমাণকোটিতে॥
একত্র হইয়া সভে আসনে বসিল।
নানা দ্রব্য উপহার খাইতে লাগিল॥
উপহার পূরি করে অঞ্জলি অঞ্জলি।
এক জন মুখে দেয় আর জন তুলি॥
হেন কালে ক্রূর কুরুপতি দুর্য্যোধনে।
দুষ্ট কালকূট দিল ভীমের বদনে॥
পুনঃপুনঃ তথিপর দিল উপহার।
ভক্ষণে সন্তুষ্ট ভীম আনন্দ অপার॥
কালকূট পান করিলেন বৃকোদর।
দুর্য্যোধন হৈল বড় হরিষ অন্তর॥
তবে সব ভ্রাতৃগণ গেল গঙ্গাজলে।
জল ক্রীড়া আরম্ভিল মহাকুতূহলে॥
কেহ উঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল।
ক্রীড়ায় হইল হীন ভীম মহাবল॥
জলক্রীড়া করি শ্রান্ত হৈল সর্ব্বজন।
প্রমাণকোটিতে পুনঃ করিল গমন॥
দিব্য বস্ত্র পিন্ধন ভূষণ অলঙ্কার।
উপহার দ্রব্য যত করিল আহার॥
রত্নময় পালঙ্গেতে করিল শয়ন।
ক্রীড়া শ্রমে নিদ্রাগত ভাই সর্ব্বজন॥
বিষেতে আবৃত্ত ভীম হৈল অচেতন।
সভে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্য্যোধন॥
অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি।
হস্ত পদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি॥
ধরিয়া ফেলিল গঙ্গা অগাধ সলিলে।
নাহিক শরীরে জ্ঞান জারিল গরলে॥
ভাসিয়া চলিল বীর স্রোত বিপরীত।
নাগের আলয় গিয়া হৈল উপনীত॥
বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ।
ক্রোধে চতুর্দ্দিগে সভে করিল দংশন॥
নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেতে।
চেতন পাইয়া ভীম দেখে চতুর্ভিতে॥
অবহেলে ছিন্দে কর পদের বন্ধন।
মুষ্টিঘাতে প্রহারে যতেক নাগগণ॥
ভীমের মুষ্টির ঘাত বজ্রের সমান।
পলায় সকল নাগ লইয়া পরাণ॥
বাসুকির আগে গিয়া করে নিবেদন।
নাগকুল নাশিল মনুষ্য এক জন॥
মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার।
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর অবতার॥
বন্ধনেতে ছিল এথা আইল ভাসিয়া।
ক্রোধে সব নাগগণে ফেলিল মারিয়া
অচেতন ছিল পূর্ব্বে পাইল চেতন।
সভে পলাইল শুনি তাহার গর্জ্জন॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ চলিল ধরিতে।
পাছে২ যত নাগ চলিল সহিতে॥
ভীম পরাক্রমে বীর আছে সেইখানে।
দিব্য চক্ষু বাসুকি জানিল ততক্ষণে॥
পবনঔরসে জন্ম কুন্তীর নন্দন।
মধুর বচনে ভীমে করে সম্ভাষণ॥
আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয় করহ উত্তর॥
ধন রত্ন লহ তুমি যেই ইচ্ছা মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে॥
তোমার পরম বন্ধু যদি এ কুমার।
ভক্ষ ভোজ্য দিয়া তুষ্টি জন্মাও ইহার॥
ধন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভক্ষণ॥
এত শুনি ফণিরাজ লৈয়া বৃকোদর।
গৃহমধ্যে বসাইল পালঙ্গ উপর॥
নাগের আলয়ে আছে সুধা কুণ্ডগণ।
ভীমে বলে কর পান যত লয় মন॥
সহস্র হস্তির বল এক কুণ্ডপানে।
যত ইচ্ছা তত পান করহ এক্ষণে॥
একে বৃকোদর তাহে পরিশ্রম ক্ষুধা।
তাহে লোভী অপূর্ব্ব পাইল কুণ্ড সুধা॥

একে২ অষ্ট কুণ্ড পান সে করিল।
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পূরিল॥
রত্নময় পালঙ্গেতে করিল শয়ন।
হেথা নিদ্রা অবসানে কুরুপুত্রগণ॥
গৃহেতে যাইব হেন করিল বিচার।
রথে অশ্বে গজে উটে চড়ে যে যাহার॥
ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
সভে আছে না দেখি কেবল ভীম বীর॥
ফল হেতু ভীম কি বা গিয়াছে কাননে।
গঙ্গাজলে গেল কি বা বিহার কারণে॥
ভীমের উদ্দেশ কর ভাই সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিগে ভ্রাতৃগণ গেল ততক্ষণ॥
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ মধ্য ভাগে।
ভীম২ বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিগে॥
না পাইয়া বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগণ।
ভীমেরে না পাই ভাই বলে সর্ব্বজন॥
যুধিষ্ঠির হইলেন বিরসবদন।
কোথাকারে গেল ভীম না জানি কারণ॥
কেহ বলে বৃকোদর ছিল এই ক্ষণ।
কেহ বলে আগে ঘরে করিল গমন॥
অসন্তোষ যুধিষ্ঠির উঠিয়া সত্বর।
গৃহে গিয়া দেখেন জননী একেশ্বর॥
মায়ে দেখি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের কোঙর।
গৃহে আসিয়াছে মাতা ভাই বৃকোদর॥
গৃহের মধ্যেতে না দেখি যে কি কারণে।
কি বা কোথা পাঠাইলা বুঝি অনুমানে॥
ভীমে না দেখি আমার স্থির নহে মতি।
ভীমের কুশল মাতা কহ শীঘ্রগতি॥
জল স্থল দেখিলাম কানন নগর।
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর॥
শুনি বিরসবদন হয়ে রাজসুতা।
বলিলেন ভীম নাহি আইসেন এথা॥
কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন।
শীঘ্র গিয়া উটকিয়া আন পুত্রগণ॥
আইল বিদুর তবে কুন্তীর আদেশে।
বিদুরে কহেন কুন্তী গদ২ ভাসে॥
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সভে আইল বৃকোদর না আইল কেনে॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নির্লজ্জ সে মারিয়াছে তারে॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রণা।
হৃদয় অস্থির চিত্তে হইল যন্ত্রণা॥

বিদুর কহিল কুন্তী এ কথা না কহ।
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ॥
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার।
ছিদ্র কথা শুনিলে করিবে অবিচার॥
এত শুনি কুন্তী দেবী করেন ক্রন্দন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারি জন॥
ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ।
অধোমুখে কান্দে তবে করিয়া বিলাপ॥
ক্ষণেকে চিন্তিয়া তবে কহিল বিদুর।
না কর ক্রন্দন সভে শোক কর দূর॥
ব্যাসের বচন তুমি ভুলিলা এখন।
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চ জন॥
ব্যাসের বচন কুন্তি কভু মিথ্যা নয়।
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয়॥
এত বলি প্রবোধিয়া গেল নিজ ঘর।
শোকাকুলমতি সেহ চারি সহোদর॥
তথা সুধাপানে নিদ্রা বীর বৃকোদর।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর
ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগণ।
আপন আলয় তুমি করহ গমন॥
ভাই সব শোকাকুল কাঁদয়ে জননী।
অষ্ট দিন হৈল কেহ বার্ত্তা নাহি জানি॥
এত বলি নাগগণ নানা রত্ন দিয়া।
কান্ধে করি প্রমাণকোটিতে থুইল লৈয়া॥
তথাহৈতে চলে বীর মত্ত গজপতি।
আপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
মায়ে প্রণমিয়া প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে।
তিন ভাই আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল শিরে॥
আনন্দিত যুধিষ্ঠির দেখি বৃকোদর।
হরিষে চক্ষুর জল বহে জলধর॥
জিজ্ঞাসেন কোথা ভাই এত দিন ছিলা।
আমা সভা পরিহরি কেমনে রহিলা॥
শুনিয়া কহিল যত সব বিবরণ।
যেনমতে দুর্য্যোধন করিল বন্ধন॥
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে।
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে॥
নাগের দংশনে পুন হইল চেতন।
ক্ষুধায় বাসুকি খাইতে দিলেন ভক্ষণ॥
এত বলি রত্ন যত দিল মাতৃ স্থানে।
চমকিত যুধিষ্ঠির সেই বিবরণে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভাই চারি জনে।
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে॥

দুর্য্যোধন দুষ্ট কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ॥
হেনমতে বিচার করিয়া পঞ্চ জন।
সেইহৈতে বাল্য ক্রীড়া করিল বর্জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
তবে কত দিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্র শিক্ষা হেতু নিযোজিল পৌত্রগণ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান ঋষিপুত্র হস্তিনাতে ধাম॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব।
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব॥
বলেন জনমেজয় কহ মহাশয়।
ক্ষত্র ধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণতনয়॥
মুনি বলিলেন নৃপ কর অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান॥
শরদ্বান নাম হইল শর সহ জন্ম।
ধনুর্ব্বেদে রত হৈল ত্যজি দ্বিজ কর্ম্ম॥
বেদশাস্ত্র নাহি পড়ে ধনুর্ব্বেদে মন।
তপোবন মধ্যে তপ করে অনুক্ষণ॥
তার তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রতু।
সৃজিলেন উপায় সে তপো ভঙ্গ হেতু॥
জানপদী দেবকন্যা দেন পাঠাইয়া।
যথা তপ করে তথা উত্তরিল গিয়া॥
কন্যা দেখি শরদ্বান হৈল হতধৈর্য্য।
ধনুঃশর খসিল স্খলিত হইল বীর্য্য॥
স্খলিত হইতে মুনি হইল চেতন।
সে বন ত্যজিয়া মুনি গেল অন্য বন॥
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে।
দুই ঠাঞি হইয়া পড়িল সেই স্থলে॥
তপস্বি ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নয়।
এক গুটি কন্যা হইল একটি তনয়॥
শান্তনু নৃপতি গেল মৃগয়া কারণে।
ভ্রমিতে২ গেল সেই তপোবনে॥
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচরে।
আস্তেব্যস্তে জানাইল রাজার গোচরে॥
শুনিয়া গেলেন রাজা ভাবি চমৎকার।
দেখেন রোদন করে কুমারী কুমার॥
ধনুঃশর আছে আর আছে কৃষ্ণ চর্ম্ম।
অনুমানে জানিলেন ঋষির আশ্রম॥
গৃহে আনি দোঁহারে করিলেন পালন।
কত দিনে আইল শরদ্বান তপোধন॥

শরদ্বান বলে রাজা তুমি ধর্ম্মময়।
কৃপায় পুষিলা এই তনয়া তনয়॥
সেকারণে নাম রাখিলাম দোঁহাকার।
কৃপ কৃপী বলি যেন ঘোষয়ে সংসার॥
তবে শরদ্বান মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষাইল দিনে২॥
পরে দ্রোণাচার্য্যেতে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করাইল জ্ঞাপন॥
ধনুর্ব্বেদে কৃপসম নাহিক মানুষে।
অল্প কালে আচার্য্য বলিয়া লোক ঘোষে॥
কুরু বংশ যদু বংশ অন্ধ বৃষ্ণিবংশে।
আর যত রাজাগণ বৈসে দেশে দেশে॥
সভে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করে কৃপস্থানে।
কৃপ গুরু বলি নাম ব্যাপিল ভুবনে॥
পরে ভীষ্ম মহাবীর চিন্তিলেন মনে।
বিশেষ কিমতে শিক্ষা হবে পৌত্রগণে॥
এত ভাবি দ্রোণেতে করেন সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করাইল জ্ঞাপন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস দেব কহে শুনে পুণ্যবান॥
রাজা বলিলেন মুনি কর অবধান।
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য কোথা তার ধাম॥
ধনুর্ব্বেদ শিক্ষাইল তাঁরে কোন জন।
কুরুদেশে গুরু হইলেন কি কারণ॥
ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞাতা।
কহিবারে লাগিলেন দ্রোণাচার্য্যকথা॥
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমণ্ডলে।
এক দিন স্নানার্থ গেলেন গঙ্গাজলে॥
অন্তরীক্ষে চলে যায় ঘৃতাচী অপ্সরা।
পরম সুন্দরী হয় অপ্সরাতে বরা॥
দক্ষিণ পবনে তার উড়িল বসন।
মুনি তার অঙ্গ করিলেন দরশন॥
দেখিয়া তাঁহার চিত্তে জন্মিল উদ্বেগ।
পঞ্চশর শরের অধিকতর বেগ॥
নাহি হেন জন যারে না মোহে কামিনী।
স্খলিত হইল রেত চিন্তান্বিত মুনি॥
সম্মুখে দেখিয়া দ্রোণী রাখিলেন তায়।
দ্রোণীমধ্যে পুত্র জন্ম হইল ত্বরায়॥
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ বিধান।
পুত্র লৈয়া গেলেন যে আপনার স্থান॥
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র তেঁই দ্রোণ আখ্যা।
বেদ বিদ্যা সর্ব্ব শাস্ত্র করিলেন শিক্ষা॥

ছিলেন প্রশস্ত নামে পঞ্চাল রাজন।
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাহার নন্দন॥
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সদা যায়।
সমান বয়স দ্রোণসহিত খেলায়॥
এক ঠাঞি দুই জন করে অধ্যয়ন।
ক্রীড়া করে এক ঠাঞি ভোজন শয়ন॥
তিলেক না রহে দোঁহে না হইলে দেখা।
পরস্পর হইল দোঁহার দোঁহে সখা॥
তবে কত দিনে রাজা প্রশস্ত মরিল।
পঞ্চাল দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল॥
স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ যান তপোবন॥
কত দিনে দ্রোণাচার্য্য পিতৃ আজ্ঞা মানি।
বিবাহ করেন কৃপাচার্য্যের ভগিনী॥
পরম সুন্দরী কন্যা ব্রতে অনুব্রতা।
যজ্ঞ হোমে সতী নিষ্ঠা তপে পতিব্রতা॥
যজ্ঞ তপ ফলে তার হইল নন্দন।
জন্মমাত্রে করিলেক অশ্বের গর্জ্জন॥
হেন কালে আচম্বিতে হৈল শূন্য বাণী।
জন্মমাত্র পুত্র করিলেক অশ্বধ্বনি॥
অশ্বত্থামা নাম পুত্রে থুইল সেকারণে।
দীর্ঘজীবী হবে আর পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
পুত্রে দেখি দ্রোণাচার্য্য আনন্দিত মন।
নানা বিদ্যা তারে করাইলেন জ্ঞাপন॥
তবে কত দিনে দ্রোণ করেন শ্রবণ।
জমদগ্নিসুতের দানের বিবরণ॥
নানা ধন রাম বিপ্রে দিতেছেন দান।
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান॥
মহেন্দ্র পর্ব্বতমধ্যে রামের নিলয়।
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের তনয়॥
দ্রোণে দেখি জিজ্ঞাসেন ভৃগুর নন্দন।
কোথাহইতে আইলা দ্বিজ কোন প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন আমি দ্রোণাচার্য্য নাম।
ভরদ্বাজ আমার জনক গুণধাম॥
বহু দান কর তুমি শুনি লোকমুখে।
বার্ত্তা পাইয়া আইলাম তোমার সম্মুখে॥
পূর্ণ করি ধন দিবা আমারে হে রাম।
সকল কুটুম্বে যেন পূরে মনস্কাম॥
শুনিয়া বলেন জমদগ্নির নন্দন।
সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন॥
হেন কালে আইলা তুমি ব্রাহ্মণকুমার।
কোন দ্রব্য দিয়া তুষ্টি করিব তোমার॥
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার।
কশ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার॥
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃশর দ্রোণ।
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ ধন॥
দ্রোণাচার্য্য মাগিলেন তবে ধনুর্ব্বাণ।
মন্ত্র সহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান॥
ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইয়া দ্রোণাচার্য্য।
পরে চলিলেন তিনি দ্রুপদের রাজ্য॥
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ না মাগেন কারে।
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে॥
বালক কালের সখা দ্রুপদ রাজন।
তার স্থানে গেলে হবে দারিদ্র্যভঞ্জন॥
ভাবিয়া গেলেন দ্রোণ পঞ্চালনগর।
উত্তরেন যথায় দ্রুপদ নরবর॥
পিস্কন মলিন জীর্ণ কটি মাত্র ঢাকে।
সকল শরীর শীর্ণ সদাকাল দুঃখে॥
রাজারে বলেন আজি চিরকালে দেখা।
অবধান কর রায় হই আমি সখা॥
এত শুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায়।
নয়ন লোহিতবর্ণ কহে কম্পকায়॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কি বা হইবা দুর্ম্মুখ॥
আমি মহারাজ হই পঞ্চালঈশ্বর।
কোন লাজে সখা বল সভার ভিতর॥
ধনিরে নির্দ্ধনী সখা কভু না যুয়ায়।
সুর নরলোকে কভু সখা নাহি হয়॥
কোথা সখা হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে।
সমানে সমানে সখা যায় অতিসুখে॥
উত্তমে অধমে সখ্যে নাহি হয় সুখ।
অধমে উত্তমে দ্বন্দ্ব সেইরূপ দুঃখ॥
কোথাহইতে আইলা তুমি দরিদ্র এখানে।
দেখেছি কি না দেখেছি নাহি পড়ে মনে॥
এতেক শুনিয়া তার নিষ্ঠুর উত্তর।
অভিমানে দ্রোণের কম্পিত কলেবর॥
সর্পবৎ শ্বাস বহে নেত্র দুটি শোণ।
মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ হৈয়া রহিলেন দ্রোণ॥
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন।
কারে কিছু না বলিয়া অমনি গমন॥
তথাহৈতে যান দ্রোণ হস্তিনানগর।
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর॥
দারা পুত্র সহ দ্রোণ থাকেন তথায়।
হেনমতে গুপ্ত বেশে কত দিন যায়॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরামবিরচিত ॥
এক দিন তথা যত কুরুপুত্রগণ।
নগর বাহিরে ক্রীড়া করে সর্ব্বজন ॥
এক গোটা লৌহভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া।
হাতে দণ্ড করি তাহা লৈয়া যায় তাড়িয়া ॥
হেন লৌহভাঁটা তবে দৈব নির্ব্বন্ধনে।
নিরুদক কূপমধ্যে পড়িল তাড়নে ॥
কূপেতে পড়িল দেখি সকল কুমার।
তাহা তুলিবারে যত্ন করিল অপার ॥
অনেক উপায় করে না হয় বাহির।
হইল পরম ক্লেশী ঘামিল শরীর ॥
লজ্জিত হইল সভে মলিন বদন।
হেন কালে আইলেন দ্রোণ তপোধন ॥
শুক্ল কেশ শুক্ল বস্ত্র কান্ধেতে উত্তরী।
শ্যামল দেহের বর্ণ গতি মত্তকরী ॥
শিশুগণে দেখি দ্রোণ বিরস বদন।
জিজ্ঞাসেন মনোদুঃখ কিসের কারণ ॥
এতেক শুনিয়া বলে যতেক কুমার।
ধিক্ ক্ষত্র কুলে জন্ম আমাসভাকার ॥
ধিক্ প্রাণ ধিক্ ধনু ধিক্ অধ্যয়ন।
ভাঁটা উদ্ধারিতে শক্ত নহে কোন জন ॥
হের দেখ জলহীন কূপের ভিতরে।
পড়িয়াছে লোহাভাঁটা পাই দেখিবারে ॥
দ্রোণাচার্য্য শুনিয়া বলিলেন হাসিয়া।
কূপহইতে ভাঁটা দেখ দেই উদ্ধারিয়া ॥
এই ইষীকার তেজে করিব উদ্ধার।
ভোজ্য দিয়া তুষ্ট তবে করিবা আমার ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রোণাচার্য্যে বলেন বুঝিয়া সে কারণ ॥
কূপেহইতে ভাঁটা পার করিতে উদ্ধার।
কি দ্রব্য ভোজনে তবে সকলি তোমার ॥
কৃপাচার্য্য সমেতে ভুঞ্জহ নানা সুখ।
এত গুণে দ্বিজবর ভোজনে কি দুঃখ ॥
দ্রোণ বলিলেন সভে থাক স্থিররূপে।
এইত অঙ্গুরি আমি ফেলি এই কূপে ॥
অঙ্গুরি তুলিব আর উদ্ধারিব ভাঁটা।
এত বলি আনিলেন ইষীকা কত টা ॥
মন্ত্র পড়ি মারিলেন ইষীকা একটা।
মন্ত্রতেজে সকল ভেটিল লৌহ ভাঁটা ॥
পুনঃপুনঃ তথিপর মারেন অপার।
ইষীকা ইষীকা যুড়ি হৈল দীর্ঘাকার ॥
ইষীকার মূল তবে দ্রোণ ধরি করে।
আকাশে তুলেন ভাঁটা উঠিল উপরে ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ঐই হইল বিস্ময়।
তবে ধনুর্ব্বাণ লইয়া দ্রোণ মহাশয় ॥
মন্ত্র পড়ি অঙ্গুরি উপরে বাণাঘাতে।
শর সহ অঙ্গুরি উঠিল আসি হাতে ॥
দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সকল কুমার।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে করি পরিহার ॥
কোথাহইতে আইলা দ্বিজ কোথায় নিবাস।
এথাকারে আইলা কেন করহ প্রকাশ ॥
অদ্ভুত তোমার কর্ম্ম লোকে অনুপম।
কহ শুনি দ্বিজবর কি তোমার নাম ॥
আজ্ঞা কর দ্বিজবর যেই লয় মন।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব এখন ॥
দ্রোণ বলিলেন শুন আমার উত্তর।
মম সমাচার কহ ভীষ্মের গোচর ॥
রূপ গুণ আমার কহিবা তার স্থান।
আপনি জানিয়া ভীষ্ম করিবে সম্মান ॥
এত শুনি শীঘ্রগতি যতেক কুমার।
পিতামহআগে কহে সব সমাচার ॥
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর শ্যামবর্ণ ধরে।
তাহার যতেক গুণ বিদিত সংসারে ॥
নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার।
কহিলেন তোমার গোচর করিবার ॥
এত শুনি গঙ্গাপুত্র ভাবিয়া হৃদয়।
জানিলেন এতাদৃশ অন্য কেহ নয় ॥
দ্রোণাচার্য্য বিনা অন্য কেহ নাহি জানে।
আইলেন দ্রোণ জানিলাম এ বিধানে ॥
কুরুবংশ যোগ্য গুরু মিলিল এখনি।
দ্রোণ অনুসারে ভীষ্ম চলিল আপনি ॥
প্রণাম করেন দ্রোণে গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া দ্রোণ দেন আলিঙ্গন ॥
ভীষ্ম বলিলেন কহ আপন কল্যাণ।
বড় ভাগ্য কুরুবংশে দ্রোণ অধিষ্ঠান ॥
এতেক শুনিয়া ভরদ্বাজের নন্দন।
লাগিলেন কহিতে আপন বিবরণ ॥
তপোবনে থাকি বহু করি তপঃ ক্লেশ।
ফলমূলাহারী ধরি জটা বল্কবেশ ॥
বংশ হেতু কত দিন পিতৃ আজ্ঞা পায়ে।
গৌতমী কৃপের ভগিনী করিলাম বিয়ে ॥
জন্মিল তাহার গর্ভে একটী নন্দন।
অশ্বত্থামা নাম দিল তার দেবগণ ॥

কত দিনে ক্রীড়া কাল পাইল কুমার।
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা করয়ে বিহার॥
আচম্বিতে এক দিন আইল ধাইয়া।
আমার অগ্রেতে কহে কান্দিয়া২॥
গবী দুগ্ধপান করে সকল বালক।
সেইমত দুগ্ধ দেহ আমারে জনক॥
অনেক রোদন করি মাগিল নন্দন।
দুগ্ধ হেতু করিলাম বহু পর্য্যটন॥
গবীর কারণে ভ্রমিলাম বহু স্থান।
সত্যশীল কেহ না করিল গবীদান॥
নাহি চাহিলাম কোন অধমের স্থান।
গবী না পাইয়া গৃহে করিলাম পয়াণ॥
পুনরপি কান্দে শিশু দুগ্ধের কারণ।
দেখি হইলাম বড় ব্যাকুলিত মন॥
সহজে দরিদ্র আমি দুগ্ধ পাব কোথা।
ক্রন্দন নিবর্ত্ত হেতু তবে তার মাতা॥
পিটালি গুলিয়া জলে দুগ্ধ বলি দিল।
আনন্দিত হৈয়া শিশু তাহা পান কৈল॥
বালকের মধ্যে তবে উত্তরিল গিয়া।
বলিল যে আইলাম দুগ্ধ অন্ন খাইয়া॥
সকল বালকগণ নৃত্য করে রঙ্গে।
অশ্বত্থামা নাচিতে লাগিল শিশু সঙ্গে॥
দুগ্ধপানে নাচে শিশু সবে বলবান।
অশ্বত্থামা নৃত্য করে নহিল সমান॥
শিশুগণ উপহাস তাহারে করিল।
পুনরপি আসি পুত্র আমারে কহিল॥
পুত্রের শুনিয়া কথা চিত্তে হইল তাপ।
জননী শুনিয়া বহু করিল বিলাপ॥
ধিক্ ধিক্ আমারে অধিক ধিক্ দ্রোণে।
পৃথিবীতে গৃহবাসী ধিক্ ধনহীনে॥
ইহাতে আমার পূর্ব্ব হইল স্মরণ।
বালক কালেতে সখা প্রশস্তনন্দন॥
অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল তাহার সহিত।
পঞ্চালে গেলাম ভাবি পূর্ব্বের পীরিত॥
সখা বলি সম্ভাষা করিলে দ্রুপদেরে।
দেখিয়া অনেক নিন্দা করিল আমারে॥
কোথাকার দরিদ্র তুমি আমি নৃপমণি।
তব সঙ্গে সখ্য কবে আমি নাহি জানি॥
পুনঃ২ কত বলে নিষ্ঠুর বচন।
সেবকে বলিল দেহ একটি ভোজন॥
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া তাহার।
ক্ষণেক বিলম্ব তথা না করিলাম আর॥
ভেদিলেক মর্ম্ম মম তাহার বচনে।
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম তথির কারণে॥
আইলাম প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ চিত্তে।
নিকটে করিব তাহা তোমার সম্মতে॥
সেই হেতু আইলাম হস্তিনানগর।
কি করিব প্রীতে তাহা কহ নৃপবর॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাগ্য বড়ই আমার।
অতএব এথায় করিলা আগুসার॥
এই কুরুজাঙ্গল কৌরব অধিকার।
রাজ্য অর্থ পরিবার সব আপনার॥
পৌত্রগণ সমর্পিয়া দিল হাতে২।
পাণ্ডব কৌরব পঞ্চোত্তর শত সুতে॥
পৌত্রগণে সমর্পি তোমার বিদ্যমান।
কৃপা করি সভাকারে দেহ দিব্য জ্ঞান॥
এত বলি ভীষ্ম তবে পূজি বহুতর।
রহিবারে দিলেন সুরত্নময় ঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
দ্রোণাচার্য্য সব রাজকুমার লইয়া।
কহিবারে লাগিলেন একান্তে বসিয়া॥
অস্ত্র বিদ্যা সভারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন॥
আমার যে বাঞ্ছা আছে শুন সব শিষ্য।
সত্য কর তোমরা তা করিবা অবশ্য॥
দ্রোণের বচন শুনি যত শিষ্যগণ।
নিঃশব্দ হইল সভে না কহে বচন॥
অর্জ্জুন বলেন করি সত্য অঙ্গীকার।
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার॥
অর্জ্জুন বচনে দ্রোণ হরিষ অন্তর।
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তকউপর॥
একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারো সদৃশ তোমার॥
তবে দ্রোণাচার্য্য সব লৈয়া শিষ্যগণ।
সর্ব্বদা করান নানা অস্ত্র অধ্যয়ন॥
অস্ত্র শিক্ষা করে কুরু পাণ্ডব কুমার।
রাজ্যে২ গেল দ্রোণ গুরু সমাচার॥
যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ।
হস্তিনানগর সভে করিল গমন॥
ঋষিবংশ যদুবংশ অনু ভোম আদি।
আর যত রাজাগণ সাগর অবধি॥
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদা দুর্য্যোধনের সে অনুগত জন॥

সেহ অস্ত্র দ্রোণস্থানে করে অধ্যয়ন।
হেন মতে বহু শিষ্য হইল ঘটন॥
শিক্ষাহেতু শিষ্যগণ থাকে নিরন্তর।
নিজ পুত্রে পড়াইতে নাই অবসর॥
সভারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া।
গঙ্গাজল আন কমণ্ডলুতে ভরিয়া॥
কমণ্ডলু লয়ে যত রাজপুত্রগণ।
জল আনিবারে সভে করিল গমন॥
একান্তে পুত্রেরে দ্রোণ দেন শিক্ষা গুণ॥
এ সব বৃত্তান্তমাত্র জানেন অর্জ্জুন॥
বরুণ নামেতে অস্ত্র ধনুকে সাধিয়া।
কমণ্ডলু দিল লৈয়া জলেতে পূরিয়া॥
জল আনিবারে যায় সব শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুন করেন অধ্যয়ন॥
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রম সদা হাতে ধনুঃশর॥
নিরবধি গুরুপদ করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি সদা স্তুতি বিনয় বচন॥
পার্থের সৌজন্য দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহু বিদ্যা অর্জ্জুনে দিলেন অপ্রমিত॥
তবে এক দিন তথা দ্রোণ গুরু স্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন॥
দ্রোণ বলিলেন তুই হইস নীচ জাতি।
তারে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি॥
অনেক বিনয় বলে নিষাদনন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন॥
দ্রোণাচার্য্য মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটা বল্ক পরিধান ফল মুলাহারী॥
মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তার করয়ে পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্বমন্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর॥
তবে কত দিনে তবে কৌরবনন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
সঙ্গেতে চলিল পরিবার ক্রমে ক্রমে॥

মৃগয়া নিপুণা শুনী লইয়া সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
মৃগয়া করিছে যত রাজার কোঙর।
হেন কালে এক পাণ্ডবের অনুচর॥
করিয়া কুক্কুর সঙ্গে যায় পাছে২।
উত্তরিল যথায় নিষাদপুত্র আছে॥
মৃত্তিকা পুথলি আগে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি॥
কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মারে সপ্তবাণ॥
না মরিল কুক্কুর না হৈল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা॥
কুক্কুর নিঃশব্দ হৈল মুখে সপ্তশর।
কতক্ষণে গেল সব কুমার গোচর॥
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্ময় হইয়া॥
এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহুবিদ্যা জানি হেন বিদ্যা নাহি জানি॥
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোন জন॥
অনুচর লৈয়া গেল যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি॥
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলা অধ্যয়ন॥
ব্রহ্মচারী বলে মম একলব্য নাম।
অস্ত্র শিক্ষা করিলাম দ্রোণ গুরুধাম॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার॥
মৃগয়া সম্বরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণস্থানে করিলেক সব নিবেদন॥
বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস বদন।
আমারে নিগ্রহ কেন করিলা বিদ্বন্॥
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি ছিল অঙ্গীকার।
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার॥
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিক্ষাইলে নিষাদকুমারে॥
অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেকে নিঃশব্দে চিন্তা করেন হৃদয়॥

অর্জ্জুনেরে বলেন সে আছে কোন স্থানে।
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুই জনে॥
দ্রোণ আর অর্জ্জুন করিলেন গমন।
দ্রোণে দেখি আস্তে ব্যস্তে নিষাদনন্দন॥
দূরে থাকি ভূমে লুঠি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি করিয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল॥
নিষাদনন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু হেতা কোন প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরু দক্ষিণা আমারে আজি দেও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা এই দেশে॥
এ দ্রব্য কি সে দ্রব্য নাহি করহ বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরুর অধিকার॥
যে কিছু মাগিবা প্রভু সকল তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার॥
দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটী দিবা॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল॥
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয়॥
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুই জন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিলেন গমন॥
তবে কত দিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে॥
কাষ্ঠে রচিয়া পক্ষী রাখিলেন বৃক্ষেতে॥
একে২ ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির আগে সেইক্ষণে॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকরে।
ভাস পক্ষি দেখাইয়া কহেন তাহারে॥
ঐ দেখ ভাস পক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য রাখ ধনুঃশর॥
যে ক্ষণে আমার আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির॥
এত শুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাসপক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির॥
ডাকিয়া বলিলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন২ জনে তুমি পাও দেখিবারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাস দেখি বৃক্ষোপর।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদর॥
এত শুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড়২ বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া॥
দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে২ সভারে দিলেন ধনুঃশর॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেইমত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ॥
সভাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণবীর।
ধনু লৈয়া ঢেকা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে॥
নির্গত হইবামাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দে করিবা বাপু পক্ষিশির হানি॥
গুরুবাক্যে তখনি টানিয়া ধনুর্গুণ।
পক্ষি প্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন॥
কত ক্ষণ থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন২ জন তুমি দেখহ নয়নে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে সভে দেখিবারে পাই পাখি॥
হৃষ্ট হৈয়া দ্রোণ পুন বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥
দ্রোণ বলিলেন অস্ত্রে কাট পক্ষিশির।
নিস্ফুরিতে মাত্র বাক্য কাটে পার্থবীর॥
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃপুনঃ করেন চুম্বন॥
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হইল সকল কুমার॥
তবে এক দিন দ্রোণ যান গঙ্গাস্নানে।
সঙ্গেতে করিয়া লইলেন শিষ্যগণে॥
জলে নামিলেন গুরু শিষ্যগণ তটে।
কুম্ভীর ধরিল তাঁরে দশন বিকটে॥
শক্তিসত্ত্বে মুক্ত নাহি হইয়া আপনে।
ডাক দিয়া বলিলেন সব শিষ্যগণে॥
আমারে কুম্ভীর ধরি লইয়া যায় জলে।
এই ডুবাইল রাখ আমারে সকলে॥
দ্রোণের বচনে সভে হইল চমৎকার।
অস্তেব্যস্তে লৈয়া যায় অস্ত্র যে যাহার॥
দ্রোণের মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী।
অলক্ষিতে পঞ্চ বাণ মারিল ফাল্গুনি॥
খণ্ড২ হইল কুম্ভীর কলেবর।
মরিল কুম্ভীর ভাসে জলের উপর॥
জলহইতে উঠি দ্রোণ ধরিয়া অর্জ্জুনে।
বারবার করিলেন চুম্ব আলিঙ্গনে॥

ভূষিয়া দিলেন অস্ত্র নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর॥
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা রাক্ষসে।
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে॥
দেখিয়া গুরুর এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে দুর্য্যোধন ভাবে মরণসমান॥
হেন মতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে।
নানা বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন যতনে॥
রথ আরোহণে দৃঢ় হন যুধিষ্ঠির।
গদায় কুশল দুর্য্যোধন ভীম বীর॥
তুরঙ্গে নকুল হৈল সহদেব কুন্ত।
হেন মতে হইলেন সবে বিদ্যাবন্ত॥
ইন্দ্রের নন্দন ইন্দ্রঅনুজ সমান।
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইল বাখ্যান॥
রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্র অভ্যাস।
ধনু খড়্গ গদা আদি সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥
সর্ব্বশিষ্যগণ যবে হইল প্রখর।
দ্রোণ চলিলেন যথা অন্ধ নৃপবর॥
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রগণ।
সভাতে কহেন ভরদ্বাজের নন্দন॥
বিদ্যায় পারগ হৈল সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সভাকার॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
বিদুরে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন॥
রঙ্গভূমি সজ্জাদি করহ শীঘ্রগতি।
যেইরূপ আচার্য্য কহেন মহামতি॥
রাজআজ্ঞা পাইয়া বিদুর ততক্ষণে।
আদেশ করেন যত অনুচরগণে॥
একস্থান প্রশস্ত চৌদিগেতে সোসর।
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর॥
চতুর্দ্দিগে নির্ম্মাইল উচ্চ গৃহগণ।
নানা রত্নে গৃহ সব করিল মণ্ডন॥
রাজাগণ বসিবারে তথির উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা থুইল বিস্তর॥
রাজনারীগণ হেতু কৈল ভিন্নস্থল।
জলহেতু মঞ্চ নির্ম্মাইল সুকোমল॥
হেনমতে রঙ্গভূমি করিয়া নির্ম্মাণ।
বিদুর জানাইলেন ধৃতরাষ্ট্র স্থান॥
শুভদিন করিয়া চলিল সর্ব্বজন।
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দন॥
বাহ্লীক চলিল সহ পুত্র সোমদত্ত।
আর যত রাজাগণ আইল শত২॥
গান্ধারী সুবলসুতা কুন্তীআদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুরনারী॥
রথ গজ অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
লক্ষপূর করিয়া রহিল দেখিবারে॥
নানা বাদ্য বাজে শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধুর কল্লোলি॥
আইলেন তখন আচার্য্য মহাশয়।
তারামধ্যে হৈল যেন চন্দ্রের উদয়॥
শুক্লবাস শুক্লকেশ শুক্লপুষ্প মালে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ ভালে॥
পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইয়া সভামাঝে।
কহিলেন আসিবারে পাণ্ডুর অঙ্গজে॥
সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্ঠির।
বিকচ পঙ্কজ মুখ নির্ম্মল শরীর॥
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ সন্ধি দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর॥
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করেন সৃজন।
বায়ব্য অনলআদি বহু অস্ত্রগণ॥
ধন্য২ করি সভে করিল বাখান।
সভে বলে কেহ নাহি ইহার সমান॥
নিবর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠিরে তপোধন দ্রোণ।
আজ্ঞা করিলেন আইস ভীম দুর্য্যোধন॥
গদা হাতে করিয়া আইল দুই বীর।
মল্লবেশ রঙ্গমাটি ভূষিত শরীর॥
মাথায় মুকুট পরিধান বীরধড়া।
দুইভিতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চূড়া॥
গদা হাতে করি দোঁহে করিয়া মণ্ডলি।
দোঁহার হুঙ্কার শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে যড়াযড়ি।
চরণে২ মুণ্ডে২ তাড়াতাড়ি॥
দোঁহার দেখিয়া কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর।
অন্যোঅন্যে কথা হয় সভার ভিতর॥
কেহ বলে মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহ বলে ভীমহৈতে বলী কুরুবর॥
হেন মতে দুই পক্ষ হইল সভায়।
উঠিল প্রলয় শব্দ কথায়২॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণমাতা।
তিন জনে বিদুর কহেন সব কথা॥
বুঝিয়া লোকের মর্ম্ম দ্রোণ মহাশয়।
আজ্ঞা করিলেন দোঁহে নিবৃত্ত যে হয়॥

মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল গুরুর নন্দন।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন॥
আজ্ঞা করিলেন গুরু অর্জ্জুনে আসিতে।
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে॥
নবজলধর প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ শশধর মুখ রাজীবলোচন॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত সভাজন।
কেহ বলে আইলেন কুন্তীর নন্দন॥
কেহ বলে পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব মধ্যম।
কেহ বলে কুরুশ্রেষ্ঠ রিপুগণযম॥
বীরধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্ব লোকে বলে।
ইহা সম বীর্য্যবান নাহি ভূমণ্ডলে॥
এইমত কথা বার্ত্তা সভাতে২।
ধন্য২ বলি শব্দ হৈল আচম্বিতে॥
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র যমে জিজ্ঞাসিল।
কি হেতু এমত শব্দ সভাতে হইল॥
বিদুর বলেন রাজা আইল অর্জ্জুন।
সভাসদ সকলে প্রশংসে তার গুণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন বিস্তার।
কুরুবংশে ভাগ্য মম এমত কুমার॥
ধন্য কুন্তী এই পুত্র গর্ভে জন্মাইল।
যাহার মহিমা যশ সভাতে পূরিল॥
কুন্তীদেবী শুনি আনন্দিত হৈল মন।
স্তনযুগে স্রবে দুগ্ধ সজল নয়ন॥
তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া।
সভাতে পূরেন শব্দ ধনুষ্টঙ্কারিয়া॥
মারিলে অনল অস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি প্রবেশিল গিয়া গগণমণ্ডল॥
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
চতুর্দ্দিগে দেখে সব হৈল অগ্নিময়॥
যুড়িয়া বরুণবাণ কুন্তীর নন্দন।
বারিলেন অগ্নিবৃষ্টি বরিষে জীবন॥
বায়ু অস্ত্রে বারিলেন জলবরিষণ।
আকাশ অস্ত্রেতে বায়ু করেন বারণ॥
সাধিয়া পর্ব্বত অস্ত্রে করি গিরিবর।
পর্ব্বত করেন চূর্ণ মারি বজ্রশর॥
ভূমি অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল।
সিন্ধুঅস্ত্রে জল পূর্ণ করেন সকল॥
অন্তর্ধান অস্ত্র করি হইলেন লুকি।
কোথায় আছেন পার্থ কেহ নাহি দেখি॥
কভু রথে ধনঞ্জয় কভু ভূমিপরে।
বাদিয়ার বাজি যেন করেন সত্বরে॥
নানা বিদ্যা প্রকাশ করেন ধনঞ্জয়।
ধন্য২ বলি শব্দ হৈল সভায়॥
নিবর্ত্তিয়া সব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন।
বাহুস্ফোটে করিলেন বজ্রের নিস্বন॥
সেই শব্দে সভার কর্ণেতে লাগে তালি।
গুরুআগে রহিলেন করি কৃতাঞ্জলি॥
মহাভারতের কথা অমৃতার্ণবে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥
অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান।
রণভূমিমধ্যে কর্ণ করিল পয়াণ॥
শাতকুম্ভ জিনি তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর॥
দুই দিগে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥
অবহেলে অবজ্ঞা করয়ে সর্ব্বজনে।
বালকের ক্রীড়া প্রায় ভাবে লোক মনে॥
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার।
কেহ বলে এই হবে দেবের কুমার॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা না জানি নির্ণয়।
আচম্বিতে কোথাহৈতে আইল দুর্জ্জয়॥
দেখিবার তরে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
যতেক করিলা তুমি সভার ভিতর।
তাহাহৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর॥
দেখিয়া আমার বিদ্যা হইবে বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়॥
এত শুনি সর্ব্বলোক বিষণ্ণ বদন।
দুর্য্যোধন শুনি হইল আনন্দিত মন॥
বিরস বদন হৈল বীর ধনঞ্জয়।
এত শুনি আজ্ঞা দেন দ্রোণ মহাশয়॥
কোন বিদ্যা জানহ সভার আগে কহ।
শুনি কর্ণ মহাবীর করিল সন্দেহ॥
প্রকাশিল নানা অস্ত্র লোক অগোচর।
করিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দেখিয়া সভার মনে বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হইল॥
ভ্রাতৃগণমধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন।
অতিশীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন॥

ধন্য২ বীর তুমি ছিলা কোন দেশে।
এথায় আইলা তুমি মম ভাগ্যবশে॥
ক্ষিতিমধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার।
আজিহৈতে দিলাম সে সকল তোমার॥
কর্ণ বলে সত্য আমি করি অঙ্গীকার।
আজিহৈতে দাস আমি হইলাম তোমার॥
কেবল আছয়ে এই এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতিকম্পিত শরীর॥
তারে বলিলেন তোরে কে ডাকিল এথা।
কেবা বলে তোমারে সভাতে কহ কথা॥
অনাহূত করি দ্বন্দ্ব আসিস সভায়।
ইহার উচিত ফল পাবি রে ত্বরায়॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন।
আপনি আসিয়া খায় বিনা নিমন্ত্রণ॥
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেই জন।
সেই গতি মম স্থানে পাইবি এখন॥
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর।
সভাতে সকল লোক জিনি অস্ত্র ধর॥
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা।
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা॥
হীন লোক প্রায় কেন দেহ গালাগালি।
অস্ত্রে২ দ্বন্দ্ব কর তবে জানি বলী॥
মম সঙ্গে রণে জিন তবে জানি বীর।
দ্রোণ গুরু অগ্রেতে কাটিব তোর শির॥
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘূর্ণিতনয়ন।
আজ্ঞা দেন অর্জ্জুনেরে কর গিয়া রণ॥
এত শুনি সুসজ্জ হইয়া ধনঞ্জয়।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করেন প্রলয়॥
সপক্ষ হইল পৃষ্ঠে চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম বীরবর॥
আগু হইল কর্ণবীর হাতে ধনুঃশর।
সপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর॥
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষ২।
কেহ পাণ্ডবের পক্ষ কেহ কুরুপক্ষ॥
পুত্রস্নেহে গগণে আগত পুরন্দর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া যত জলধর॥
কর্ণভিতে যত তাপ করেন তপন।
সুসজ্জ হইল সভে করিবারে রণ॥
সকুণ্ডল বীর কর্ণ দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তীদেবী জানিলেন আপন নন্দনে॥
স্বপুত্রের বিবাদ দেখিয়া কুন্তীদেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয় মহাতাপ ভাবি॥
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া।
সর্ব্ব লোক শুনে কহে কুন্তীরে চাহিয়া॥
এই পার্থবীর হয় পৃথার নন্দন।
কুরু মহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন॥
তোমার সহিত আজি করিবেক রণ।
তুমি কহ কোন বংশ কাহার নন্দন॥
জ্ঞাত হৈলে দোঁহাকারে করাইব রণ।
সমবংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন॥
নাহি অভিমান সম জয় পরাজয়।
রাজপুত্র ইতর লোকেতে যুদ্ধ নয়॥
শুনিয়া কৃপের কর্ণ এতেক বচন।
হেট মুণ্ড কৈল বীর বিরস বদন॥
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃষ্টি হৈলে ছন্ন যেন কমলের দল॥
কৃপেরে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
ত্রিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন॥
সহজ বংশজ আর লোকে যারে পূজে।
সভাহৈতে যেই জন বীর্য্যবন্ত তেজে॥
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেন রণ।
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন॥
অঙ্গ দেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধর।
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর॥
অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণ বীরে কনক আসনে॥
শিরেতে ধরিল ছত্র রতনে মণ্ডিত।
রাজাগণে চামর ঢুলায় চারিভিত॥
কনক অঞ্জলি সব ফেলিল নিছিয়া।
ভীষ্ম দ্রোণ রহিলেন বিস্ময় হইয়া॥
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্ন বদন।
দুর্য্যোধন প্রতি বলে হৈয়া হৃষ্ট মন॥
দিলা অঙ্গ দেশেতে আমার অধিকার।
আজ্ঞা কর প্রিয় কিবা করিব তোমার॥
দুর্য্যোধন বলে অন্য নাহি প্রয়োজন।
হইব তোমার সখা এই মম মন॥
অচল সৌহৃদ্য ইচ্ছা তোমার সহিত।
এই মম বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তুমি মিত॥
কর্ণ বলে সখা মম সুদৃঢ় বচন।
পরম স্নেহেতে দোঁহে করে আলিঙ্গন॥
হেন কালে অধিরথ জাতিতে সারথি।
লোকমুখে শুনি পুত্র হৈল নরপতি॥

অধিক বয়সে সেই চলে যষ্টিভরে।
ছুড়িতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে ॥
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ ॥
অধিরথে দেখি কর্ণ অস্তে ব্যস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুঠি ॥
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণ।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেক সভা জন ॥
পাণ্ডব জানিল কর্ণ সূতের নন্দন।
এতক্ষণ নাহি জানি এত বিবরণ ॥
অর্জ্জুন সহিতে রণে তুমি শক্তিমন্ত।
এখনে সে জানিলাম তব আদিঅন্ত ॥
সভাতে সম্ভ্রম কার্য্য কর জাতিমত।
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি চালা গিয়া রথ ॥
আরে নরাধম তোর কি মত যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হও এ অদ্ভুত কথা ॥
যজ্ঞের নিকটে যদি শুনী কভু যায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুক্কুরে কি পায় ॥
ভীমমুখে শুনি কর্ণ কাঁপয়ে অধর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিনকর ॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন।
আগু হৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন ॥
সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে যোগ্য তোরে বৃকোদর ॥
জ্যেষ্ঠ বলি ক্ষত্রমধ্যে বলিষ্ঠ যে জন।
শূরের অন্ত নদীর অন্ত পায় কোন জন ॥
জলহৈতে শীতল যে না শুনিশ্রবণে।
তাহাতে জন্মিলে অগ্নি দহে ত্রিভুবনে ॥
দধীচির হাড়েতে বজ্রের হৈল জন্ম।
দৈত্যের দনুজ দলে করে শূরকর্ম্ম ॥
কার্ত্তিকের জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিবহৈতে কেহ বা আগুনে ॥
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকার।
জন্মের নিয়ম নাই পূজ্য সভাকার ॥
বিপ্রহৈতে ক্ষত্র জন্ম সর্ব্বকাল জানি।
ক্ষত্র হৈয়া বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি ॥
কলসে জন্মিল দ্রোণ কৃপ শরবনে।
বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র কেবা নাহি জানে ॥
তোমা সভাকার জন্ম জানি ভালমতে।
তুমি নিন্দা কর মিত্রে আমার অগ্রেতে ॥
কর্ণেরে কিমত বলী লয় তোর মনে।
ক্ষিতিমধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে ॥
সকুণ্ডল কবচ যাহার কলেবর।
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ণ সম দিবাকরে।
ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয় মৃগীর উদরে ॥
সকল পৃথিবী শোভে কর্ণে অধিকার।
কর্ণ রাজা হৈতে অঙ্গদেশ কোন ছার ॥
কর্ণ বাহুবীর্য্যে সভে করিবেক পূজা।
অনুগত হইবে আমার সর্ব্ব রাজা ॥
এতেক কহিল সভামধ্যে দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন ॥
কেহ বলে ভেদাভেদ হইল ভ্রাতৃগণ।
কেহ বলে দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারণ ॥
কেহ বলে কুরুকুল আজি হৈল অন্ত।
কেহ বলে ক্ষত্রকুল মজিল সমস্ত ॥
অস্ত গেল দিনকর রজনী প্রবেশ।
রাজাগণ চলি গেল যার যেই দেশ ॥
কর্ণ হস্তে ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
যোগান চলিল ভাই একশত জন ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলেন নিজ স্থান।
আগে পাছে পরিবার করিল পয়াণ ॥
হরষিতা কুন্তীদেবী জানিয়া কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হইল আমার নন্দন ॥
দুর্য্যোধন হরষিত হইল নির্ভয়।
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয় ॥
ত্যজিল অর্জ্জুনভয় কর্ণেরে পাইয়া।
যুধিষ্ঠির ভীত অতিকর্ণেরে দেখিয়া ॥
কর্ণসম বীর নাহি আর যে সংসারে।
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের অন্তরে ॥
আদি পর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম দেব কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

কত দিনে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণ প্রতি।
দক্ষিণা আমারে দেহ বলেন সুমতি ॥
দ্রোণ বলিলেন শুন পার্থ দুর্য্যোধন।
রত্নআদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
পঞ্চালঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ ভূপতি।
রণমধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈলা কুন্তীর নন্দন।
পূর্ব্বে সত্য করিলা না করিতে অধ্যয়ন ॥
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন।
আমার দক্ষিণা এই শুন শিষ্যগণ ॥
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন।
সৈন্যগণে সাজিতে বলিলেন তখন ॥

রথ গজ অশ্ব সাজে পদাতি বহুল।
সাজ২ বলি ধ্বনি হইল তুমুল॥
সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
এক রথে চড়ি যান নির্ভয়হৃদয়॥
করপুটে জ্যেষ্ঠেরে করেন নিবেদন।
তুমি তথাকারে যাবা কিসের কারণ॥
আমাহৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
তবে প্রভু পাঠাইহ কোন২ জন॥
এতেক বলিয়া পার্থ হইয়া সত্বর।
প্রবেশ করেন ক্ষণে পঞ্চালনগর॥
দ্রুপদ পাইল অর্জ্জুনের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার॥
দ্রুপদ চিন্তিত চিত্ত না জানি কারণ।
অর্জ্জুনের আগমন কোন প্রয়োজন॥
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জ্জুন গোচর।
মন্ত্রী বলে অর্জ্জুনে করিয়া যুগ্মকর॥
কহ কুরুবর আইলা কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন॥
রাজার মন্দিরে চল লহ রাজপূজা।
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা॥
অর্জ্জুন বলেন সব হবে ব্যবহার।
রাজারে জানাহ এই সংবাদ আমার॥
অতিথির যত পূজা পাইলাম আমি।
কেবল আমারে আজি যুদ্ধ দেহ তুমি॥
সসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামের স্থলে।
নহিলে অনিষ্ট বড় হইবে পঞ্চালে॥
কহিলেক মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর।
শুনি ক্রোধে কম্পিত দ্রুপদ নৃপবর॥
ক্ষত্র হৈয়া হেন বাক্য সহে কার প্রাণে।
চতুরঙ্গ দলে হৈল বাহির তখনে॥
অশ্ব গজ রথ তার না যায় গণনে।
সসৈন্যে বেড়িল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে॥
বসিয়া আছেন পার্থ নিঃশঙ্ক হৃদয়।
নানা অস্ত্র বরিষণ করে সৈন্যচয়॥
অস্ত্র বরিষণ দেখি উঠেন অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারিল ধনুর্গুণ॥
দ্রোণের চরণ ভাবি এড়েন যে শর।
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল দেব দিবাকর॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন নবজলধর।
বৃষ্টিধারা পড়ে যেন সৈন্যের পর॥
রথী কাটা গেল যদি পলায় সারথি।
দশন কাটিল পলাইয়া যায় হাতী॥
পলায় তুরঙ্গ কাটা গেল আসোয়ার।
পদাতি পলায় হাত কাটা গেল যার॥
পলাইল যত জন পাইল সে প্রাণ।
আর যত সৈন্য বলে হৈল সমাধান॥
হত সৈন্য হইয়া পলায় নরপতি।
পাছু থাকি ডাকিয়া বলেন পার্থ কৃতী॥
নির্ভয় হইয়া রাজা বাহুড় দ্রুপদ।
আমার নিকটে তোর নাহিক আপদ॥
প্রাণ ভয় পায়ে যেই ভঙ্গ দেয় রণে।
নিশ্চয় লইব ধরি না যায় খণ্ডনে॥
বাহুড়িল নরপতি অর্জ্জুন বচনে।
হইল দারুণ যুদ্ধ দ্রুপদ অর্জ্জুনে॥
মন্ত্র পড়ি দিব্য অস্ত্র ছাড়েন অর্জ্জুন।
কাটিলেন তখনি তাহার ধনুর্গুণ॥
ধনু কাটা গেল রাজা লাগিল চিন্তিতে।
ধরিলেন অর্জ্জুন তাহারে দুই হাতে॥
নিজ রথে চড়াইয়া করেন গমন।
হেন কালে সম্মুখে আইল দুর্য্যোধন॥
চতুরঙ্গ দলে আইসে কৌরবঈশ্বর।
দ্রুপদে দেখিল পার্থ রথের উপর॥
দুর্য্যোধন বলে পার্থ নহিল শোভন।
গুরুআজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন॥
এত বলি আপনি উঠিল দুর্য্যোধন।
হস্তপদ দ্রুপদের করিল বন্ধন॥
ভূমে চালাইয়া নিল করে কেশ ধরি।
সেইমতে উত্তরিল দ্রোণ বরাবরি॥
ফেলাইল দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে।
দ্রুপদে দেখিয়া দ্রোণ বলেন তখনে॥
হেদেরে দ্রুপদ তোর সৈন্য গেল কোথা।
কোথা তোর প্রজাগণ নবদণ্ড ছাতা॥
পুনরপি হাসিয়া বলেন গুরু দ্রোণ।
স্থির হও ভয় নাই আমার সদন॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণমাত্র ক্রোধ।
বিশেষ বালক সখা চিত্তে উপরোধ॥
পূর্ব্বের বচন সখা হয় কি স্মরণ।
সেবকে বলিলা দিতে একটি ভোজন॥
এখনে সমান হইলাম দুই জন।
এবে সখা বলিবা কি আমারে রাজন॥
বাল্যকালে করিয়াছিলা যে অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে তোমা অর্দ্ধ অধিকার॥
পালিতে নারিলা তুমি আপন বচন।
এবে সব রাজ্য হইল আমার শাসন॥

তুমি না পালিলা আমি চাহি পালিবারে।
পঞ্চালে অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে॥
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কর অধিকার।
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ রাজ্য এই দোঁহার সমান।
পুনঃ সখা হও যদি হও যত্নবান॥
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর।
পরম মহত তুমি জগত ভিতর॥
যে আজ্ঞা করিলা তাহা স্বীকার আমার।
তুমি হও সখা আমি হইলাম তোমার॥
দ্রোণ কহিলেন তব ঘুচুক বন্ধন।
মুক্ত হয়ে যাও তুমি দ্রুপদ রাজন॥
সহজে ক্ষত্রিয় জাতি ক্ষমা নাহি মনে।
দেশে নাহি গেল রাজা অতিঅভিমানে॥
মাকন্দী নগরে বৈসে ভাগীরথীতীরে।
তথায় রহিল দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে॥
দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়।
কুরু বল আদি শিষ্য যাহার সহায়॥
বলেতে নহিব শক্ত দ্রোণের সংহতি।
এই মনে চিন্তে সদা দ্রুপদ নৃপতি॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
আমারে সভাতে নিল করিয়া বন্ধন॥
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিমন্ত্রণ॥
দ্বিজবাক্য মন্ত্র বিনা নাহিক উপায়।
এই ভাবি যজ্ঞ করে পঞ্চালের রায়॥
অর্দ্ধেক পঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণে।
তার অধিকারী হৈল দ্রুপদ রাজনে॥
অহিচ্ছত্রা নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর।
অর্দ্ধেক পঞ্চালে দ্রোণ হৈলেন ঈশ্বর॥
মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অনন্তরে শুন পিতামহ উপাখ্যান॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান।
যুবরাজ করিতে করেন অনুমান॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল বীর॥
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক কৈল যুবরাজ।
পাইল পরম প্রীতি সকল সমাজ॥
যুধিষ্ঠির সৌজন্যেতে সভে হৈল বশ।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্মপুত্র যশ॥
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রাজআজ্ঞা পায়ে।
চতুর্দ্দিগে রাজাগণ বেড়ায় শাসিয়ে॥
জিনিল অনেক দেশ কত লব নাম।
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম॥
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহু রত্ননিধি॥
কুরুকুল ক্রমে যেই অসাধ্য আছিল।
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই আয়ত্ত করিল॥
নানা রত্নে কৈল পূর্ণ হস্তিনানগর।
পৃথিবী পূরিল যশে দুই সহোদর॥
সহদেব হৈল মন্ত্রী অতুল ভুবনে।
সর্ব্বজ্ঞ হইল দেবগুরু আরাধনে॥
নকুল দুর্জ্জয় যোদ্ধা সর্ব্বগুণে বীর।
কৌরব কুমার মধ্যে দুর্জয় শরীর॥
পাণ্ডবের প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য২ বলি ক্ষিতি হইল ঘোষণ॥
কুরুবংশে কুলক্রমে যত রাজগণ।
পাণ্ডব সূর্য্যেতে যেন তারা আচ্ছাদন॥
দিনে২ বাড়ে তেজ শুক্লপক্ষ শশী।
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোক গায় অহর্নিশি॥
ধৃতরাষ্ট্র দেখিয়া হইল চূর্ণমতি।
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে নিতি২॥
বিধির লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
সংশয় হইল চিত্তে অন্ধ নরবরে॥
মম পুত্রগণগুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে॥
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ।
শয়নে নাহিক নিদ্রা না রুচে ভোজন॥
কুরুবংশে বৃদ্ধ মন্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কণিকেরে ডাকি আনাইল ততক্ষণ॥
একান্তে কণিকে আনি বলিল তাহাকে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকাই তোমাকে॥
দিবানিশি আমার হৃদয়ে নাহি সুখ।
তোমার মন্ত্রণা বলে খণ্ডিবে সে দুঃখ॥
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে দিনে২।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে॥
ইহার উপায় তুমি চিন্ত নরবর।
কণিক শুনিয়া তবে করিল উত্তর॥
আমার বচন যদি রাখ নৃপবর।
খণ্ডিবে সকল চিন্তা হইবা বিজ্বর॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি যে কর বিচার।
মম দৃঢ় বাক্য সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কণিক বলিল রাজা শুন রাজনীত।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত॥

কার্য্য না থাকিলে তবু সাধিবেক দণ্ড।
আত্মবশ করিবেক সব রাজ্যখণ্ড ॥
আত্ম ছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে।
রিপু ছিদ্র পাইলে ধরিবে ততক্ষণে ॥
সময় বুঝিয়া রাজা করিবেক কর্ম্ম।
ক্ষণে গুপ্ত ক্ষণে ব্যক্ত যেন হয় কূর্ম্ম ॥
দুর্জ্জন দেখিয়া শত্রু দয়া নাহি করি।
শরণ লইলে তবু না রাখিব বৈরী ॥
বালক দেখিয়া শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি রিপু জল একই সমান ॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি করিবে বিনয়।
অপমান বহু ক্লেশ সহিবে হৃদয় ॥
সদাই থাকিবে তারে কান্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মারি ভূমে আছাড়িয়া ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ সর্ব্বনীতি ॥
সিংহ ব্যাঘ্র নকুল মূষিক ও শৃগাল।
পঞ্চ জন সখা বনে আছে চিরকাল ॥
এক দিন বনে চরে একটী হরিণ।
অতিশয় মাংস তার আছয়ে প্রবীণ ॥
শৃগাল দেখিয়া মৃগে মৃগের ঈশ্বরে।
কহিলেন সিংহ তারে নারে ধরিবারে ॥
শৃগাল বলিল তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণ শুন আমার বচন ॥
বলেতে সমর্থ কেহ নহিবে তাহার।
মুষিকহইতে তারে করিব সংহার ॥
শ্রান্ত আছে হরিণ শুইবে কোন স্থান।
ধীরে২ মুষা তুমি করহ প্রয়াণ ॥
দূরে থাকি যাবা তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দেতে যাবা যেন না জানে কুরঙ্গ ॥
সুড়ঙ্গফুকরে তার চরণ যথায়।
কাটিবা পদের শির করিয়া উপায় ॥
পদ শির কাটাগেলে অশক্ত হইবে।
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে ॥
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যে বলিল জম্বুক করিল ততক্ষণ ॥
কাটাগেলে পদশির মুষিক দংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে ॥
হরিণ পড়িল সভে হরিষ বিধান।
শৃগাল আপন চিত্তে করে অনুমান ॥
আমি বুদ্ধিবলে মৃগে করিলাম হত।
সিংহ ব্যাঘ্র খাইলে মাংস আমি পাব কত ॥
সকল খাইতে মাংস করিব উপায়।
প্রযত্ন করিলে পাছে যে হয় সে হয় ॥
ইহা ভাবি শৃগাল করিয়া যোড় কর।
নীতি বুঝাইয়া কহে সভার গোচর ॥
দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণ।
মাংস শ্রাদ্ধ করি আজি পিতৃলোক দিন ॥
স্নান করি শুচি হৈয়া সভে আইস গিয়া।
ততক্ষণ মৃগ আজি রাখিব জাগিয়া ॥
বুদ্ধিমন্ত শৃগালের সভে যুক্তি ধরে।
ততক্ষণে গেল সভে স্নান করিবারে ॥
সভাহৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে।
গিয়া স্নান করি আইল চক্ষুর নিমিষে ॥
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁট মুখে ॥
সিংহ বলে সখা কেন বিরস বদন।
স্নান করি আইস মাংস করিব ভক্ষণ ॥
শৃগাল কহিল সখা কি কহিব কথা।
মুষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা ॥
যখনে আপনি গেলে স্নান করিবারে।
কুবচন বলে যে কহিতে লজ্জা করে ॥
মহাবলী সিংহ বলি বলে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম মৃগ করিবে ভক্ষণ ॥
সিংহ বলে হেন বাক্য সহে কোন জন।
কোন ছার মুষা হেন বলিবে বচন ॥
না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি।
নিজ বীর্য্য বলে মৃগ ধরিব এখনি ॥
হেন বাক্য বলে তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত বস্তু আপনি খাইব ॥
এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সেখানে ॥
অস্তে ব্যস্তে কহে শিবা কহ প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে তোমারে সিংহ না পাইল দেখা ॥
অত্যন্ত তোমাতে ক্রোধ হইয়াছে তাহার।
নাহি জানি কি কহিল কি বা সমাচার ॥
এখনি গেলেন তেঁহো তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল তুমি না বলিহ তারে ॥
চিরকাল সখা তুমি না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে ॥
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল বচন।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন ॥
নাহি জানি কোন দোষ করিলাম তায়।
কুপিয়াছে পাছে না বুঝিয়া অভিপ্রায় ॥

এথায় থাকিলে হবে দেখিলে প্রমাদ।
স্থান তেয়াগিয়া যাব কি কায বিবাদ॥
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে।
কতক্ষণে মুষিক আইল সেই স্থানে॥
মুষিকে দেখিয়া শিবা যুড়িল ক্রন্দন।
আইসহ সখা তোমা করি আলিঙ্গন॥
সখা হেন নকুলের হইল কুমতি।
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব আপন প্রকৃতি॥
আচম্বিতে সর্প সঙ্গে হৈল তার দেখা।
যুদ্ধে হারি তার কাছে হৈল তার সখা॥
স্নান করি এখানে আইল দুই জন।
সর্পে না দিলাম মাংস করিতে ভক্ষণ॥
পঞ্চ জন মিলিয়া যে মারিলাম মৃগী।
এখন নকুল আনে আর এক ভাগী॥
সখা না পাইলে ভাগ নকুল কুপিল।
তোমারে ধরিয়া খাইতে নকুল বলিল॥
দুই জন মেলি গেল তোমা খুজিবারে।
এথা আইলে ধরিহ বলিয়া গেল মোরে॥
এত শুনি মুষিকের উড়িল পরাণ।
অতিশীঘ্র পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনকালে নকুল আসিয়া উপনীত।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময় উচিত॥
সিংহ আদি তিন জন করিল সমর।
হারিয়া আমার যুদ্ধে গেল বনান্তর॥
তোর শক্তি থাকিলে আসিয়া কর রণ।
নহিলে পলাহ তুমি লইয়া জীবন॥
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনমতে চারি বুদ্ধি চারি জনে কৈল।
বুদ্ধে সভা জিনি মৃগ আপনি খাইল॥
কণিক বলিল রাজা কর অবধান।
এমত করিলে রাজা হয় রাজ্যবান॥
বলিষ্ঠে যুদ্ধেতে জিনি মারিবেক বলে।
লুব্ধ জনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে॥
শত্রুরে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িবে।
জন্মাইয়া বিশ্বাস বিপক্ষেরে মারিবে॥
জানিবে যে শত্রু মম জীবনের বৈরী।
তাহারে মারিবে আনাইয়া দিব্য করি॥
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারে শত্রু সব।
নাহিক ইহাতে পাপ কহেন ভার্গব॥
শত্রুরে পালন করি করিয়া বিশ্বাস।
খাচরী জন্মিলে যেন গর্ব্ভের বিনাশ॥
এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায়।
এবে না করিলে শেষে দুঃখ পাবা রায়॥
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর।
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নৃপবর॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
কাশীদাস দেবে কহে অদ্ভুত চরিত্র॥
যুধিষ্ঠির যুবরাজ সুখী সর্ব্বজন।
স্থানে২ বিচার করয়ে প্রজাগণ॥
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর।
পুত্রভাবে দেখে রাজা অমাত্য কিঙ্কর॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল সব থাকি সুখে।
রাজার নন্দন রাজ্য সম্ভবে তাহাকে॥
ভীষ্ম রাজা নহিলেন সত্যের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র না হইল অন্ধ দ্বিনয়ন॥
পূর্ব্বেতে ছিলেন রাজা পাণ্ডু মহাশয়।
বিধি এই আছে রাজপুত্র রাজা হয়॥
বিশেষে রাজার যোগ্য পাত্র যুধিষ্ঠির।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি গভীর॥
চলহ যাইয়া প্রজা আছি যে যতেক।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর করি অভিষেক॥
হাট বাট নগরে চাতরে এই কথা।
দুর্য্যোধনে শুনিয়া জন্মিল বড় ব্যথা॥
বিরস বদনে গেল পিতার গোচর।
দেখিল জনক বসিয়াছে একেশ্বর॥
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন।
অবধান কর রাজা বলে প্রজাগণ॥
অবজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে।
পতি ইচ্ছা করে সবে কুন্তীর কুমারে॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ সেই রাজযোগ্য নয়।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর সে রাজতনয়॥
এইমত বিচার করয়ে সর্ব্বজন।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন॥
তাহার নন্দন হইলে সেহ হবে রাজা।
আমা সভাকারে আর না গণিবে প্রজা॥
অকারণে জন্মে যেই পরভাগ্যজীবী।
অকারণে আমারে ধরিল এ পৃথিবী॥
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন।
হৃদয়ে বাজিল শেল চিন্তিত রাজন॥
কি করিব কি হইবে চিন্তে মনেমন।
হেনকালে আইল তথা দুষ্ট মন্ত্রিগণ॥
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিয়া কহে কথা অন্ধরাজ প্রতি॥

পাণ্ডবের ভয় রাজা তবে দূর যায়।
বাহির করিয়া দেহ করিয়া উপায়॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকানন্দন।
কিমতে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগণ॥
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত সে পূজা॥
নামমাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যাহা পায়॥
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া থাকে অনুক্ষণ।
ভাই হইয়া কার ভাই নহিবে এমন॥
তাহার অধিক হইল তার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া মম থাকে অনুক্ষণ॥
দেব প্রায় আমারে সেবে সে যুধিষ্ঠির।
কোন দোষ দিয়া তারে করিব বাহির॥
বিশেষে বলিষ্ঠ হয় পঞ্চ সহোদর।
তার অনুগত যত আছয়ে কিঙ্কর॥
পিতৃ পিতামহ তার পুষিল সভারে।
কোন শক্তি হয় বলাৎকার করিবারে॥
দুর্য্যোধন বলে যাহা কহিলা প্রমাণ।
পূর্ব্বে আমি জানিয়া করিলাম বিধান॥
যত রথী মহারথী আছে ভ্রাতৃগণ।
সবারে করিব বশ দিয়া বহু ধন॥
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার।
নিশ্চয় বুঝিয়া কর্ম্ম কর আপনার॥
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ মাতৃ সহ তথা যাউক যুধিষ্ঠির॥
এথা আমি নিজ রাজ্য স্ববশ করিলে।
এথাতে আসিবে পুনঃ কত দিন গেলে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলেন করিলা যে বিচার।
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার॥
পাপকর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচারে বড় ডরি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরের ধর্ম্ম চিত।
এ কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত॥
এ চারি জনার যদি নহিবে স্বীকার।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক কেমন প্রকার॥
এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন॥
অশ্বত্থামা গুরুপুত্র মম অনুগত।
দ্রোণ কৃপ সহ অশ্বত্থামার সম্মত॥
বিদুর সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে।
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে॥

তুমিত চিন্তহ পিতা ইহার উপায়।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমায়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে যদি করি বলাৎকার।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
কেমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণা॥
এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানারত্ন লৈয়া গেল মন্ত্রিগণ ঘর॥
তবে দুর্য্যোধন দিয়া বিবিধ রতন।
ক্রমে২ বশ করে সব মন্ত্রিগণ॥
শিক্ষাইল মন্ত্রিগণে কপট করিয়া।
নগর বারণাবত উত্তম বলিয়া॥
অনুব্রত কহে সভে সম্মুখে বিমুখে।
নগর বারণা সম নাহি ইহ লোকে॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পাইয়া মন্ত্রিগণে।
সেই মত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে॥
কত দিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে সব মন্ত্রিগণ আসি॥
নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি।
প্রত্যক্ষে বৈসেন তথা দেব শূলপাণি॥
আর মন্ত্রী বলে সে জগত মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম॥
আর মন্ত্রী বলে তার নাহিক তুলনা।
অমর কিন্নর তথা থাকে সর্ব্বজনা॥
হেন মতে মন্ত্রিগণ বলিল বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না যায় খণ্ডন॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে পুণ্যক্ষেত্র বর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
হৃদয়ে কপট মুখে অমৃত বচন॥
ইচ্ছা যদি হয় তথা করিতে বিহার।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ যত পরিবার॥
জননী সহিত তথা পঞ্চ সহোদর।
যথা সুখে বিহরহ বারণানগর॥
ধন রত্ন সঙ্গে লহ যেই মনে লয়।
কত দিন বঞ্চিয়া আসহ নিজালয়॥
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বারেবার।
স্বীকার করেন রাজা ধর্ম্মের কুমার॥
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখন যাইতে বলে সহ পরিবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাবহ ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর আজ্ঞা কখন না করেন লঙ্ঘন॥

যাইব বারণাবত করি অঙ্গীকার।
ধৃতরাষ্ট্র চরণে করেন নমস্কার॥
বিজ্ঞ মন্ত্রিগণে তবে করিয়া সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির চলিলেন জননীর পাশ॥
দেখি দুর্য্যোধন হৈল হরিষ অন্তর।
পুরোচন মন্ত্রি বলি ডাকিল সত্বর॥
জাতিতে যবন দুর্য্যোধনের বিশ্বাস।
একান্তে আসিয়া তারে কহে মৃদুভাষ॥
তোমার সমান নাহি মন্ত্রির ভিতরে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকি হে তোমারে॥
তোমার সহিত আমি করি হে বিচার।
অন্য জনমধ্যে ইহা না হয় প্রচার॥
নগর বারণাবত পাণ্ডুপুত্র যায়।
তারা না যাইতে আগে যাইবা তথায়॥
খচর সংযোগ রথে করি আরোহণ।
অতিশীঘ্র তুমি তথা করহ গমন॥
উত্তম করিয়া স্থল করিয়া আলয়।
অগ্নিগৃহ বিরচিবা যেন ব্যক্ত নয়॥
স্তম্ভ বিরচিয়া তাতে পুরাইবা ঘৃতে।
স্বর্ণ নিযোজিয়া গৃহ করিবা তাহাতে॥
মধ্যে২ দিবা বাঁশ ঘৃতে পূর্ণ করি।
যেন মতে অগ্নি দিলে নিবারিতে নারি॥
এমত রচিবা কেহ লক্ষিতে না পারে।
নানাচিত্র বিরচিবা লোক মনোহরে॥
জতুগৃহ বেড়িয়া করিবা অস্ত্রঘর।
মন্ত্র বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবা ভিতর॥
জৌগৃহহৈতে কদাচিত হয় ত্রাণ।
অস্ত্রগৃহে অস্ত্রবাজি হারাইবে প্রাণ॥
তার চতুর্দ্দিগে তবে খুদিবা গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীম বীর॥
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবা সে আলয়।
একত্র থাকিবা তবে সমস্ত সময়॥
ত্বরিতে চলিয়া যাহ না কর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রি পুরোচন।
বাহন যুড়িল রথে পবনগমন॥
ক্ষণেকে পাইল গিয়া বারণানগর।
গৃহ বিরচিতে নিযোজিল নিশাচর॥
যেমত করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন॥
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সব বৃদ্ধগণে যান মাগিতে মেলানি॥

বাহ্লীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত গৃহে স্ত্রীগণ যত॥
একে২ সভা স্থানে হইয়া বিদায়।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল রায়॥
পাণ্ডবের মিলন দেখিয়া দ্বিজগণ।
ধৃতরাষ্ট্র নিন্দে বহু করিয়া গর্জ্জন॥
দুষ্ট বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র করিল কুমতি।
সেকারণে হেন কর্ম্ম করিছে অনীতি॥
সত্য বুদ্ধি ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগণ।
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
হেন ছার নগরে রহিতে না যুয়ায়।
যথা যান যুধিষ্ঠির যাইব তথায়॥
ধৃতরাষ্ট্র করেন করুন দুরাচার।
কেমনে করেন ইহা গঙ্গার কুমার॥
তারা সভে সহিলেক সভে দুষ্ট চিত।
আমা সব না সহিব যাইব নিশ্চিত॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সুমতি।
পুত্রদারা পরিবার লইয়া সংহতি॥
আগুসরি বিদুর গেলেন কত দূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছ ভাষাচারে॥
বারণাবতেরে যাহ পঞ্চ সহোদর।
সাবধানে থাকিবা আছয়ে তাহে ডর॥
স্বযোনি অন্তক যেই শীতলের রিপু।
তাহে সাবধানেতে রাখিবা সব বপু॥
এত বলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
স্নেহ বশে শিরে ধরি করিল চুম্বন॥
নয়নের নীর ঝরে ভাষে গদগদে।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল পদে॥
বাহুড়িয়া বিদুর চলিল নিজালয়।
বারণা গেলেন পঞ্চ পাণ্ডবতনয়॥
প্রবেশ করেন গিয়া নগর ভিতর।
আগুসরি নিল যত নগরের নর॥
হেনকালে পুরোচন করে নমস্কার।
ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন রাজব্যবহার॥
করপুট করি দুষ্ট পুরোচন কহে।
এথায় রহিলা কেন চল নিজ গৃহে॥
পূর্ব্বহইতে আছে এথা পুরীর নির্ম্মাণ।
মনোহর দিব্যস্থল রাজযোগ্য স্থান॥
তোমার গমন শুনি করিনু মণ্ডন।
বিলম্ব না কর তুমি দিন শুভক্ষণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া পঞ্চ সহোদর।
জননী সহিত গিয়া প্রবেশেন ঘর॥

বিচিত্র নির্ম্মাণ মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্ম্মের তনয়॥
তবে কত ক্ষণে পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন তখন॥
গৃহের পরীক্ষা দেখি লহ বৃকোদর।
মম মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর॥
বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতু ঘৃতের নির্ম্মাণ॥
বৃকোদর বিস্মিত কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জৌঘৃত সরিষা তৈল গন্ধ পাই ঘরে॥
প্রত্যক্ষে অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সভা দহিবারে করেছে নির্ম্মাণ॥
পথেতে দেখিলা যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য আন্যাছিল অনুক্ষণ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে প্রমাণ হইল।
আসিতে জবনভাষে বিদুর বলিল॥
বিশ্বাস করিয়া সভে থাকিব এ ঘরে।
অচেতন হইব সকলে নিদ্রা ভরে॥
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন।
হেন বুদ্ধি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
ভীম বলিলেন এই অনলের ঘর।
পুনরপি যাই চল হস্তিনানগর॥
যুধিষ্ঠির বলেন এ নহে সুবিচার।
এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার॥
দুর্য্যোধন বিচার করিবে নিজ চিতে।
নিশ্চয়ে আমার কার্য্য পারিবে জানিতে॥
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাতে সর্ব্ব সৈন্য সর্ব্ব রত্ন ধন॥
কি কায বিবাদে ভাই না যাব তথায়।
নির্দ্ধন নিঃসৈন্য আমি নাহিক সহায়॥
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা জানি যে ইহা কেহ না বলিব॥
পঞ্চ ভাই একত্র না রব কোন স্থলে।
এথা হইতে পলাইব কত দিন গেলে॥
অনুক্ষণ মৃগয়া করিব পঞ্চ জন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হব বন উপবন॥
সব জ্ঞাত হব ইহা কেহ নাহি জানে।
হেন মত বিচারে রহিল ছয় জনে॥
এথায় আকুল চিত্ত বিদুর সুমতি।
নিরন্তর অনুশোচে পাণ্ডবের প্রতি॥
কিমতে বাহির হবে জৌগৃহহৈতে।
নিশ্চয় যাইবে কেহ না পারে লক্ষিতে॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল জানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্ম পাশ॥
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে২ কহে বিদুরের সমাচার॥
পাঠাইল বিদুর আমাকে তব কাছে।
ভূমি খনিবার বিদ্যা যে আমার আছে॥
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজ পাশ।
দুর্য্যোধন লোক বলি না যাবা বিশ্বাস॥
অতএব এই চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে কি ম্লেচ্ছভাষা কহিল তোমারে॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করিলেন আশ্বাস।
জানিলাম তোমারে নাহিক অবিশ্বাস॥
বিদুরের প্রিয় তুমি তেঁই পাঠাইল।
তুমি যে বিদুরতুল্য আজি জানা গেল॥
আমাসভাকার ভাগ্যে হৈলা উপনীত।
অবধানে দেখ দুষ্ট কৌরব চরিত॥
শণ জৌ ঘৃত বাঁশ সংযোগে রচিত।
যন্ত্রের খিলনি করি গৃহ চতুর্ভিত॥
করে চতুর্দ্দিগে গর্ত্ত গভীর বিস্তার।
অক্ষৌহিণীবলে পুরোচন রাখে দ্বার॥
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে।
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয় জনে॥
লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ।
হেন বুদ্ধি কর তুমি হও বিচক্ষণ॥
শুনিয়া খনক তবে বলিল উত্তর।
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর॥
সুড়ঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম।
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমিসম॥
চতুর্দ্দিগে ছিল গর্ত্ত গহন গভীর।
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর॥
গঙ্গাতীরপর্য্যন্ত খনক খনি গেল।
সম্পন্ন করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল॥
শুনিয়া হরিষ চিত্ত পঞ্চ সহোদর।
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজ ঘর॥
পুনরপি কহে পূর্ব্ব বিদুরবচন।
চতুর্দ্দশী রাত্রে অগ্নি দিবে পুরোচন॥
সাবধান হইয়া থাকিবে পঞ্চ জন।
এত বলি খনক চলিল ততক্ষণ॥
এ কথায় তথায় রহিল পঞ্চ জন।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন॥

বৎসরেক জতুগৃহে করিল নিবাস।
পুরোচন জানিল যে হইল বিশ্বাস॥
পুরোচন মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন।
ভাইগণে আনিয়া বলেন ততক্ষণ॥
আমা সভা বিশ্বাস জানিল পুরোচন।
সাবধান হইয়া থাকিব পঞ্চ জন॥
আজি রাত্রে অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন।
বিদুরের কথা ভাই চিন্তহ এখন॥
ভীম বলে দিবসে করিতে নারে বল।
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল॥
কুন্তীদেবী শুনিয়া বলেন পুত্রগণে।
পলাইলে কোথায় ভ্রমিবা বনে বনে॥
ভাল মতে কর আজি ব্রাহ্মণ ভোজন।
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ দিয়া বহুধন॥
জননীর আজ্ঞায় আনিল দ্বিজগণ।
কুন্তীদেবী করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন॥
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন।
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখিগণ॥
পঞ্চপুত্রসহ এক নিষাদগেহিনী।
অন্ন হেতু আইল যথা কুন্তী ঠাকুরাণী॥
পুত্রগণে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন তায়।
আপন দুঃখের কথা নিষাদী জানায়॥
তার দুঃখে হইলেন কুন্তী দুঃখান্বিতা।
তথায় রহিল সুখে নিষাদবনিতা॥
দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল।
যথা স্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল॥
পরিবার সহ গৃহে শুইল পুরোচন।
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন॥
বৃকোদরে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
পুরোচনদ্বারে অগ্নি দেহ এইক্ষণ॥
বৃকোদর পুরোচনদ্বারে অগ্নি দিল।
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্ত্তে প্রবেশিল॥
অন্য গৃহে জতুগৃহে দিয়া হুতাশন।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈল পবননন্দন॥
মাতৃসহ পঞ্চ ভাই অতিশীঘ্র চলে।
এথা জৌগৃহ ব্যাপ্ত হইল অনলে॥
অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামবাসিগণ।
জল লইয়া চতুর্দ্দিগে ধায়ে সর্ব্বজন॥
নিকটে যাইতে শক্তি নহিল কাহার।
চতুর্দ্দিগে ভ্রমে লোক করে হাহাকার॥
জৌঘৃত তৈলের গন্ধ চতুর্দ্দিগে পায়।
জতুগৃহ বলিয়া লোকের জ্ঞান হয়॥

দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই নহে অপরাধী।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণনিধি॥
তবে সভে জানিল পুড়িল পুরোচন।
ভাগ্য২ বলিয়া বলয়ে সর্ব্বজন॥
নির্দ্দোষি জনের হিংসা করে যেই জন।
এইরূপ শাস্তি তারে দেন নারায়ণ॥
এত বলি কান্দে যত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি করে বহু শোক॥
জননী সহিত এথা পাণ্ডুর নন্দন।
সুড়ঙ্গ বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন॥
ঘোর অন্ধকার নিশা গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন॥
রাজার কুমার সব রাজার গৃহিণী।
তাহে অন্ধকার নিশা পথ নাহি জানি॥
চলিতে অশক্ত কুন্তী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র কোমল শরীর॥
কত দূরে যান কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্র গতি যাইতে না পারে পঞ্চ জন॥
তবে বৃকোদর নিল মায়ে কান্ধে করি।
দুই কান্ধে মাদ্রীপুত্র হস্তে দোঁহা ধরি॥
বায়ুবেগে যান ভীম লৈয়া পঞ্চ জনে।
বৃক্ষশিলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে॥
অতিশীঘ্র গতি যায় ভীম মহাবীর।
নিশাযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর॥
গভীর গঙ্গার জল অতি সে বিস্তার।
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হব পার॥
চিন্তিত ভোজের পুত্রী পঞ্চ সহোদর।
গঙ্গাজল পরিমাণ করে বৃকোদর॥
হেন কালে দিব্য এক আইল তরণি।
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনী॥
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
না জানিয়া পঞ্চ ভাই চিন্তিত অন্তর॥
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার॥
আমারে পাঠাইয়া দিল পরম যতনে।
তোমা সভা পার করিবারে নৌকা সনে॥
অবিশ্বাসী নহি আমি বিদুরের জন।
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল সেকারণ॥
যখন আইস সভে বারণানগর।
ম্লেচ্ছ ভাষে তোমারে সে কহিল উত্তর॥

যহোজন্ম তাহে ভক্ষ শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয় যাহ যেই দেশে॥
এই চিহ্ন বলে মোরে আসিবার কালে।
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে॥
তাহার বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ছয় জন গিয়া নৌকা আরোহণ কৈল॥
চালাইল নৌকা তবে পবন গমনে।
পুনরপি কহে দাস বিদুর বচনে॥
বিদুর বলিল এই করুণা বচন।
এথা থাকি শিরে ঘ্রাণ করি আলিঙ্গন॥
কত কাল অজ্ঞাত বঞ্চহ কোন স্থানে।
দুঃখ ক্লেশ সহি কর কালের হরণে॥
এই কথা কহিতে হইয়া গঙ্গাপার।
কূলে উঠিলেন সভে পাণ্ডুর কুমার॥
বলেন কৈবর্ত্ত প্রতি ধর্ম্মের নন্দন।
বিদুরে কহিবা গিয়া এই নিবেদন॥
বিষম প্রমাদহৈতে হইলাম পার।
তোমাহৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর॥
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন।
পুন ভাগ্য হইলে হইবে দরশন॥
এত বলি কৈবর্ত্তেরে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনি॥
গঙ্গার দক্ষিণে যান কুন্তী সনন্দন।
উত্তরে বাহিয়া নৌকা ধীবর গমন॥
এখানে প্রভাত হইলে নগরের লোক।
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক॥
জল দিয়া নিবাইল যে ছিল অনল।
ভস্ম উট্‌কিয়া সভে নিরীক্ষে সকল॥
দ্বারমধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।
তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগণ॥
অস্ত্রগৃহে পুড়িল যতেক অস্ত্রধারি।
প্রত্যেকে২ ভস্ম দেখিল বিচারি॥
জতুগৃহদ্বারে তবে গেল ততক্ষণ।
দেখিল অনলে দগ্ধ আছে ছয় জন॥
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
গড়াগড়ি দিয়া বলে ভূমির উপরে॥
হায়২ কোথা কুন্তী মাদ্রীর নন্দন।
নিরক্ষিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন॥
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
জতুগৃহ করিতে আইল পুরোচন॥
দুষ্ট বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র সেহ ইহা জানে।
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে॥

এইক্ষণে আমরা সর্ব্বে করি এই কায।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বল না করিহ কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হৈল দুরাশয়॥
হস্তিনানগরে দূত গেল শীঘ্র গতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি॥
জৌগৃহে ছিলেন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন।
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোন জন॥
পুত্রসহ কুন্তীদেবী হইল দহন।
পরিবারসহ দগ্ধ হৈল পুরোচন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করিল ক্রন্দন॥
হাহা কুন্তি যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়।
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয়॥
আজি জানিলাম আমি পাণ্ডুর নিধন।
ভ্রাতৃশোক না ছিল এ সভার কারণ॥
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর।
সমাচার গেল অন্তঃপুরীর ভিতর॥
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ।
শোকেতে আকুল সভে করয়ে ক্রন্দন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আতুর॥
নগরের লোক সব কান্দয়ে শুনিয়া।
পাণ্ডবের গুণ সব বিনায়া বিনায়া॥
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির কেহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয় কেহ মাদ্রীর কোঙর॥
হাহা কুন্তী বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন।
এই মত নগরে কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান।
ব্রাহ্মণেরে দিল বহু রত্ন ধেনু দান॥
এথায় পাণ্ডবগণ ভোগি অতিক্লেশ।
হিড়িম্বঅরণ্যেতে করিলেন প্রবেশ॥
পথশ্রম আর ভয় ক্ষুধা তৃষ্ণা যত।
কহেন ডাকিয়া কুন্তী প্রতি পঞ্চ সুত॥
বহু দূর আইলাম অরণ্যে ভিতর।
তৃষ্ণায় আকুল নাহি চলে কলেবর॥
যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে।
কত ক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
না জানি মরিল কিবা জীয়ে পুরোচন॥
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা॥

তবেত সাজিয়া বল আসিবে এথায়।
কি করিব তবে পুনঃ কহত উপায়॥
ভীম বলে নিঃশব্দে থাকহ এইখানে।
পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈয়া জলপানে॥
অন্য সর্ব্বজনকে রাখিয়া বটমূলে।
জল অন্বেষণে ভীম ভ্রমে নানাস্থলে॥
জলচর শব্দ বীর শুনি কত দূরে।
শব্দঅনুসারে গেল জল আনিবারে॥
জলেতে নামিয়া ভীম কৈল স্নান পান।
জল লইবারে ভীম নাহি পায় স্থান॥
স্থল না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল॥
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ।
ক্ষণমাত্রে পুন আইল পবননন্দন॥
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন।
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন॥
বসুদেবভগিনী যে কুন্তের নন্দিনী।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ পাণ্ডুর গৃহিণী॥
বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাহি হয় যার তাহার উপর॥
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে।
হরি২ বিধি হেন লিখিল কপালে॥
কমল অধিক যার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমিতলে লোটায় সে বীর॥
তিন লোক ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন।
সহজ মনুষ্য প্রায় ভূমিতে শয়ন॥
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন জন।
হেন ভাই কৈল হায় ভূমিতে শয়ন॥
সুন্দর নকুল সহদেব অনুপম।
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্বগুণধাম॥
এরূপ দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে।
দুষ্ট বুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে॥
আপদে তরয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়।
বনে যেন বৃক্ষে২ বাতে রক্ষা পায়॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতিবৈরী।
গৃহ ত্যজি যার হেতু বনে বনচারী॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র সেহ দুষ্ট করিল অনীতি॥
ধর্ম্মেরে না করে ভয় রাজ্যে লুব্ধ মন।
পাপেতে নিমগ্ন হইল দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
পুণ্যবল নাহি দুষ্ট জীয়ে দেব বলে।
কোন দেব বরদায়ী হৈল কোন কালে॥
সেকারণে আজ্ঞা না করেন যুধিষ্ঠির।
গদার বাড়িতে তার লোটাই শরীর॥
কোন মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন জন।
সেকারণে রহে দুষ্ট তোমার জীবন॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠিরে করে পাপাচার।
সেকারণে এত দুঃখ আমা সভাকার॥
কোন কর্ম্মে অশক্ত যে আমি ইহা সব।
তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল বৃকোদরে।
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই করে॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রা ভঙ্গ না করেন বিচারিয়া মনে॥
জাগিয়া রহিল ভীম বট বৃক্ষমূলে।
চারি ভাই মাতা নিদ্রা যায়েন বিভোলে॥
হেন কালে হিড়িম্ব নামেতে নিশাচর।
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর॥
দন্তপাটি বিদাকাটী জিহ্বা লহলহ।
দীর্ঘকর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কূপ গৃহ॥
কৃষ্ণঅঙ্গ অতিব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর।
সেই কাল ছিল ভাল মহীর উপর॥
পেয়ে গন্ধ হয়ে অন্ধ চতুর্দ্দিগে চায়।
চন্দ্র প্রভা মুখ শোভা জলরুহ প্রায়॥
সুশোভন ছয় জন দেখি বটমূলে।
হৃষ্টমতি স্বসা প্রতি নিশাচর বলে॥
চির দিন ভক্ষহীন থাকি উপবাসে।
দৈবযোগে দেখ আগে আইল মানুষে॥
সুপ্রভাত অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয় জনে মোর স্থানে আনহ ত্বরিত॥
নাহি ভয় নিজালয় যাহ শীঘ্রগতি।
মোর বন কোন জন বিরোধিবে কৃতী॥
ভ্রাতৃকথা শুনি তথা চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুণ্যবান॥
নিশাচরী দূরে থাকি বীর বৃকোদরে দেখি
শরীর নেহারে ঘনেঘন।
কিবা সুমেরুর চূড়া যেন শালক্রম কোঁড়া
শশিমুখ পঙ্কজ নয়ন॥
সিংহের বিক্রম ধর ভুজযুগ করিকর
কম্বুকণ্ঠ খগবর নাসা।
অঙ্গ নিরক্ষিয়া ক্ষণে মাতিল অনঙ্গবাণে
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা॥

এমন সুন্দর রূপ নাহি দেখি অপরূপ
যক্ষ রক্ষ মানুষভিতরে।
মোর ভাগ্য হেতু বিধি মিলাইল হেন নিধি
স্বামী আমি করিব ইহারে॥
ভাই মোর দুরাচারী এ হেন পুরুষ মারি
মাংস খাইবেক মন সুখে।
ইহারে রাখিয়া আমি বরিয়া করিব স্বামী
চিরকাল বঞ্চিব কৌতুকে॥
এতেক কামনা করি কামরূপা নিশাচরী
দিব্যরূপা হইল কামিনী।
পূর্ণ চন্দ্র মুখখানি নয়ন কুরঙ্গ জিনি
স্তনযুগবরা নিতম্বিনী॥
কামের কার্ম্মুক ভুরু তিলপুষ্প নাসা চারু
শ্রুতিযুগ নিন্দিত গৃধিনী।
করিকর যুগ উরু সুন্দর কদলী তরু
মত্তবর মাতঙ্গ চলনী॥
চম্পক কুসুম আভা অঙ্গের বরণ শোভা
কটাক্ষে মোহিত মুনিগণ।
আসিয়া ভীমের পাশে সলজ্জিত মৃদুভাষে
কহে যেন কোকিলভাষণ॥
কহ তুমি কোন জন কোথাহইতে আগমন
কি হেতু আইলা এই বন।
দেবতার মুর্ত্তি প্রায় ভূমিতলে নিদ্রা যায়
কেবা হয় এই চারি জন॥
নিদ্রা যায় নিরুপমা সুবদনী ঘনশ্যামা,
এ রামা তোমার কেবা হয়।
এ ঘোর দুর্গমবনে নিদ্রা যায় অচেতনে
নাহি জান রাক্ষসআলয়॥
তিলেক নাহিক ডর যেন আপনার ঘর
অতিশয় দেখি দুঃসাহস।
এই বনঅধিকারী পাপআত্মা দুরাচারী
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস॥
হয় সে আমার ভ্রাতা মোরে পাঠাইল এথা
তোমা সভা ধরিয়া লইতে।
মনুষ্যাদি জন বৈরী মাংস লোভী পাপকারী
ইচ্ছা করে তোমায় খাইতে॥
দেখিয়া তোমার রঙ্গ দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ
স্বামী করি বরিনু তোমারে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি বুঝি কার্য্য কর স্বামী
সাবধান হও রাক্ষসেরে॥
আজ্ঞা কর এইক্ষণে লৈয়া যাই অন্য স্থানে
পর্ব্বতকন্দর অন্য বনে।

হিড়িম্বার মুখে শুনি মেঘের নিনাদ বাণী
বৃকোদর কহে ততক্ষণে॥
দেখি তোরে সুলক্ষণী কহিস অনীতি বাণী
এই কথা না সম্ভবে লোকে।
কেন হেন দুরাচারী ভ্রাতৃ মাতৃ পরিহরি
স্ত্রী লইয়া যাইব কৌতুকে॥
সভারে রাক্ষসমুখে দিয়া আমি যাব সুখে
তোমারে লইয়া অন্য স্থান।
কহিতে এমন কায মুখে তোর নাহি লাজ
কামশরে হইলি অজ্ঞান॥
এত শুনি নিশাচরী কহে যোড়কর করি
মৃদু২ মধুর বচনে।
আজ্ঞা কর মহাশয় যে তোমার প্রিয় হয়
প্রাণপণে করিব এক্ষণে॥
বড় দুষ্ট মোর ভ্রাতা এক্ষণি আসিবে এথা
সাবধান হইতে জানাই।
জাগাইয়া সর্ব্বজনে মোর পৃষ্ঠআরোহণে
লইয়া যাইব অন্য ঠাঁই॥
ভীম বলে ভ্রাতৃমায় সুখে শুয়া নিদ্রা যায়
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন।
তোর ভাই কোন ছার কেবা ভয় করে তার
আমি তারে না করি গণন॥
কোন কীট করি রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ
নাহি সহে মোর পরাক্রম।
হের দেখ সুলোচনি আমার যুগল পাণি
দেখিয়া করয়ে ভয় যম॥
যাহ বা থাকহ এথা মনে লয় যেই কথা
কর চিত্তে যেই অভিলাষ।
নতুবা তথায় গিয়া ভাইয়ে দেহ পাঠাইয়া
কি করিবে আসি মোর পাশ॥
ভীম হিড়িম্বাতে কথা বিলম্ব দেখিয়া হোতা
হিড়িম্ব হইল ক্রোধ মন।
অতিভয়ঙ্কর মুর্ত্তি যুগান্তের সমবর্ত্তী
আইসে ঘোর করিয়া গর্জন॥
দেখি মহাপ্রিয়ঙ্করী স্তব্ধ হৈয়া নিশাচরী
সকরুণে কহে বৃকোদরে।
হের দেখ মোর ভাই যেন ঘোর মহাবাই
আইসে দুরন্ত ক্রোধভরে॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতর খাইল অনেক নর
দেখিয়াছি মোর বিদ্যমান।
বিলম্ব না কর তুমি বিশেষে রাক্ষসভূমি
মায়াবী অধিক বলবান॥

বিলম্ব না কর প্রভু আজ্ঞা মোরে দেহ তভু
পৃষ্ঠে করি লই সভাকারে।
উড়িব পবনভরে যথা বল তথাকারে
লৈয়া যাব নিমিষভিতরে॥
হিড়িম্বে দেখিয়া উগ্র হিড়িম্বারে দেখি ব্যগ্র
হাসি বলে মরুতনন্দন।
স্থির হও সুবদনি কি ভয় কর লো ধনি
বসি দেখ কৌতুক এখন॥
আসুক তোমার ভাই মুহূর্ত্তেকে মোর ঠাঁই
প্রাণ দিবে পতঙ্গসমান।
এই মাত্র হবে তোকে মজিবি ভাইয়ের শোকে
ইহা বহি নাহি দেখি আন॥
ভারত সঙ্গীতরস শ্রবণেতে পুণ্য যশ
শুভাশুভ পরম পবিত্র।
কলির কলুষ নাশ বিরচিল কাশীদাস
আদি পর্ব্বে পাণ্ডবচরিত্র॥

ভীম হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন।
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষণ॥
বসিআছে হিড়িম্বা ভীমের বাম দিকে।
ভুবন মোহন রূপ বিদ্যুত ঝলকে॥
কবরী বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক প্রবাল মুক্তা হার তার গলে॥
বসন ভূষণ দিব্য নূপুর কঙ্কণ।
স্বর্গ বিদ্যাধরী মোহে নবীন যৌবন॥
প্রিয়ভাবে যেমন দম্পতী কথা কয়।
দেখিয়া হিড়িম্ব ক্রোধে জ্বলে অতিশয়॥
ভগিনীরে ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব॥
ধিক তোর জীবন কুলের কলঙ্কিনী।
মানুষ ভাতারে লোভ করিলি পাপিনী॥
মোর ক্রোধ তোমার হইল পাসরণ।
মোর ভক্ষ ব্যাঘাত করিলি সেকারণ॥
এই হেতু আগে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাৎ এ সব জনে করি ছারখার॥
এত বলি যায় হিড়িম্বারে মারিবারে।
নয়ন লোহিত দন্ত কড়মড় করে॥
ভীম বলে রাক্ষস রে তোর লাজ নাই।
ভগিনীকে পাঠাইলি মানুষের ঠাঁই॥
তুই পাঠাইলি তেঞি আইল এথায়।
মদনের বশ হৈয়া ভজিল আমায়॥
কামে পত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মোর বিদ্যমানে দুষ্ট বলিস দুর্ভাষা॥
মারিবারে চাহ আর করিস অহঙ্কার।
এইক্ষণে পাঠাইব যমের দুয়ার॥
মাতৃ ভ্রাতৃ শুইয়া নিদ্রায় যে বিহ্বল।
নিদ্রাভঙ্গ হইবেক না করিস গোল॥
ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে।
ঊর্দ্ধবাহু যায় মারিবারে হিড়িম্বাকে॥
হাসিয়া কুন্তীর পুত্র দুই হাতে ধরে।
এক টানে লৈল অষ্ট ধনুক অন্তরে॥
মহাবল রাক্ষস আপন হাতে কাড়ি।
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আঁকাড়ি॥
বায়ুর নন্দন ভীম অতিভয়ঙ্কর।
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর॥
মত্ত মৃগপতি যেন ক্ষুদ্র মৃগ ধরে।
পুনরপি টানিয়া লইল কত দূরে॥
দুই জনে টানাটানি ধরি ভুজে ভুজে।
শুণ্ড টানাটানি যেন করে গজে গজে॥
দুই মেষ যেন মুণ্ডে২ তাড়াতাড়ি।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে দন্ত কড়মড়ি॥
দুই মত্ত সিংহ যেন করে সিংহনাদ।
মেঘের নিস্বন যেন করয়ে আহ্লাদ॥
দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ।
পলায় কাননবাসি ত্যজিয়া কানন॥
কাননে পূরিল শব্দ দোঁহার গর্জ্জনে।
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিল পঞ্চ জনে॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা নিন্দিত বিদ্যাধরী।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভোজের কুমারী॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি।
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসেন হিড়িম্বার প্রতি॥
কে তুমি কোথায়হৈতে আইলা তুমি এথা।
অপ্সরী নাগিনী কিবা বনের দেবতা॥
হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তী প্রতি বলে।
জাতিতে রাক্ষসী আমি নিবসি এই স্থলে॥
এই বননিবাসী হিড়িম্ব নিশাচর।
মহাযোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর॥
পঞ্চপুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে।
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল এথাকারে॥
পরম সুন্দর দেখি তোমার তনয়।
কামে বশ হৈয়া আমি ভজিলাম তায়॥
বিলম্ব দেখিয়া সে আইল মোর ভাই।
তোমার পুত্রের সহ যুঝে দেখ তাই॥
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর।
চারি ভাই ভীমস্থানে চলিল সত্বর॥

ভীম হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ণনা।
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখি দুই জনা॥
যুদ্ধধূলি ধূসর দোঁহার কলেবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর॥
দুইভিতে দোঁহাকারে টানে দুই জনে।
নিশ্বাস পবন ঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণে॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
রাক্ষসেরে ভয় ভাই না কর এখন॥
তোমা সহ রাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ।
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ॥
সভে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এত শুনি বলে ভীম পবনকুমার॥
কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয়।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া।
এত বলি দিল লাফ ভুজ পসারিয়া॥
অর্জ্জুন বলেন বহু করিলা বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু পাইলে পরিশ্রম॥
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে।
আমি বিনাশিব ভাই দুষ্ট নিশাচরে॥
অর্জ্জুন বচনে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভুমেতে ফেলিল॥
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত।
পক্ষিবৎ করি তারে করিল নিপাত॥
মধ্য দেশে ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান।
দেখাইল লৈয়া সব ভ্রাতৃ বিদ্যমান॥
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে।
প্রশংসিল ভ্রাতৃ সব বীর বৃকোদরে॥
অর্জ্জুন বলিলেন চাহিয়া যুধিষ্ঠিরে।
এইত নিকটে গ্রাম আছে নহে দূরে॥
এহ সমাচার যদি শুনে কোন জন।
লোকমুখে বার্ত্তা পাবে তবে দুর্য্যোধন॥
সেকারণে ক্ষণেক রহিতে না যুয়ায়।
শীঘ্র চল অন্য স্থান ত্যজিয়া এথায়॥
এই বিবেচনাতে পাণ্ডব পঞ্চ জন।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করেন গমন॥
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি॥
সহজে রাক্ষস জাতি নানা মায়া ধরে।
ধরিয়া মোহিনী বেশ ভাণ্ডে সভাকারে॥
আপন স্বভাব কভু ছাড়িতে না পারে।
সময় পাইলে আমা পারে মারিবারে॥

সহজে ভ্রাতৃর বৈর সাধিবার মনে।
আমার সংহতি এ চলিল সেকারণে॥
এক চড়ে করি তোরে ভ্রাতৃর সংহতি।
এত বলি মারিবারে যায় মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভীম শুন আর।
অবধ্য স্ত্রীজাতি কেন করিবা সংহার॥
মহাবল হিড়িম্বের করিলা সংহার।
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ইহার॥
যুধিষ্ঠির বচনে রহিল বৃকোদর।
হিড়িম্বা কুন্তীরে কহে হইয়া কাতর॥
কায়মনোবাক্যে মোর সত্য অঙ্গীকার।
তোমা বহি গুরু মোর গতি নাহি আর॥
তোমারে না ভুলাইব প্রপঞ্চ বচনে।
স্ত্রীলোকের মর্ম্ম পীড়া জানহ আপনে॥
কামবশ হৈয়া আমি অজ্ঞান হইনু।
আপন কুলের ধর্ম্ম ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু॥
সব ত্যজি মজিলাম তোমার নন্দনে।
এক্ষণে অনাথ আমি নিলাম শরণে॥
শরণাগতেতে ক্রোধ না হয় উচিত।
আপনি করহ দয়া দেখিয়া দুঃখিত॥
সদাই সেবিব আমি তোমার চরণে।
বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধারিব বনে॥
আজ্ঞা কর বৃকোদর ভজি যে তোমারে।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি করিছি বিনয়।
নহিলে অধর্ম্ম তব হইবে নিশ্চয়॥
হিড়িম্বা এতেক যদি বলিল বচন।
দয়াময় যুধিষ্ঠির কহেন তখন॥
সত্য বলে হিড়িম্বা নাহিক ইথে আন।
শরণ লইলে জনে করি তার ত্রাণ॥
চল যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদর।
যথা সুখে কর ক্রীড়া বনের ভিতর॥
পুনরপি আমাসভা নিকটে মিলিবা।
আপনার সত্য বাক্য কভু না লঙ্ঘিবা॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা অতিহৃষ্টমন।
ভীম লৈয়া হিড়িম্বা চলিল ততক্ষণ॥
শূন্য পথে লইয়া চলিল নিশাচরী।
নানা বনে উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি॥
যথা মন করে তথা যায় মুহূর্ত্তেকে।
নদনদী মহাগিরি ভ্রময়ে কৌতুকে॥
নিত্য নিত্য অন্য বেশ ধরে অনুপম।
হেনমতে বহুদিন ক্রীড়া অবিশ্রাম॥

কত দিনে ঋতুযোগে হইল গর্ব্ববতী।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুত্র হইল উৎপত্তি॥
জন্মমাত্রে যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুরে বিপুল শরীর॥
বিবিধ বরণ কচ ঘট স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ নাম তেঁই ভীমের কুমার॥
মহাবলবান হৈল হিড়িম্বানন্দন।
ইন্দ্রের একঘ্নী শক্তির যে হবে ভাজন॥
ঘটোৎকচ মাতৃসহ মন্ত্রণা করিয়া।
কৃতাঞ্জলি কহে দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
আজ্ঞা কর যাব আমি আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব এই রহিল নিশ্চয়॥
আজ্ঞা পায়ে মায়ে পুত্রে করিল গমন।
উত্তর দিগেতে গেল আপন ভুবন॥
পাণ্ডবেরা চলিলেন সংহতি জননী।
এক স্থানে না থাকেন একই রজনি॥
পরিধান বল্ক শোভে শিরে জটাভার।
কোথায় ব্রাহ্মণ কোথা তপস্বীআকার॥
পথে লোক জন দেখি লুকায়েন বনে।
শীঘ্রগতি যান কোথা কেহ নাহি জানে॥
ত্রিগর্ত্ত পঞ্চাল মৎস্যাদিক যত দেশ।
ভ্রমিলেন বহুক্লেশ করিয়া বিশেষ॥
হেন মতে ভ্রমেন যে পাণ্ডুপুত্রগণ।
আচম্বিতে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
ব্যাসে দেখি কুন্তীদেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিলা দাঁড়াই অগ্রেতে॥
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তী করেন ক্রন্দন।
বহু বিলাপিয়া দেবী বলেন বচন॥
নিবর্ত্তিয়া তারে ব্যাস কহিলেন বাণী।
আমারে কি বল ইহা সব আমি জানি॥
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
অনেক সঙ্কটেতে ভ্রমিলা বনে বন॥
যত কৈল অগোচর নাহিক আমায়।
সেকারণে দেখিবারে আইলাম এথায়॥
দুঃখ না ভাবিহ বধূ স্থির কর মন।
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন॥
তব পুত্রগণগুণ না জানহ তুমি।
মম অগোচর নাহি সব জানি আমি॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিবে সকল।
বিভব করিবে সাগরান্ত ভূমণ্ডল॥
এখনে যে বলি আমি শুন সাবধানে।
বহু দুঃখ পাইলে বহু ভ্রমিলা কাননে॥
নিকটে নগর এই বামচক্র নাম।
কত দিন রহি তথা করহ বিশ্রাম॥
গুপ্ত বেশে এইখানে থাক ছয় জনে।
তাবত থাকিবা আমি আসি যত দিনে॥
এত বলি ব্যাস সভে লইয়া সংহতি।
নগরে ব্রাহ্মণগৃহে দিলেন বসতি॥
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয় জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহাতপোধন॥
পুণ্য কথা ভারতের অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান॥
অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণগৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ।
নগর ভ্রমেন নিত্য ভিক্ষার কারণ॥
ভিক্ষা করি আসি সভে দিন অবসানে।
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে॥
জননী করিয়া পাক দেন সভাকারে।
অর্দ্ধেক বাঁটিয়া দেন বীর বৃকোদরে॥
মাতা সহ অর্দ্ধখান চারি সহোদর।
তথাপিহ তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদর॥
হেন মতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে বহু ক্লেশে।
ভিক্ষা করি আনি দেন ব্রাহ্মণের বেশে॥
এক দিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
করুণ হৃদয় কুন্তী সহিতে নারিয়া।
কহেন নিকটে বৃকোদরেরে ডাকিয়া॥
এত দিন বিপ্রগৃহে আছি যে অজ্ঞাতে।
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপদে॥
এখন বিপদগ্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপদে তার করহ রক্ষণ॥
উপকারি জনের সাহায্য নাহি করে।
পরলোকে পাপ হয় অযশ সংসারে॥
ভীম বলিলেন মাতা জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
শক্তি অনুসারে রক্ষা করিব তৎক্ষণে॥
ভীমের আশ্বাস পায়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎসের বন্ধনে যেন ধায়েত সুরভি॥
ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তী করিয়া গমন।
দেখেন ব্যাকুল হইয়া কান্দিছে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ কাতর হয়ে বলে ব্রাহ্মণীরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে॥
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়।
সে দেশে বসতি কভু উপযুক্ত নয়॥

পিতা মাতা স্নেহে তুমি লঙ্ঘিলা বচন।
তাহার উচিত দুঃখ পাইলা এখন॥
কি করিব উপায় না দেখি যে ইহার।
কোন বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতিকার॥
তুমি ধর্ম্মপত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদা সুখপ্রদায়িনী॥
বিশেষ বালক পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা বিনা মুহূর্ত্তেক না জীয়ে কুমার॥
অরণ্যের প্রায় দুঃখ হবে তোমাবিনা।
জীয়ন্তে হইব মরা তোমার মরণে॥
আপনি রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশ হবে আমা সংসার ভিতরে॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুবদনী।
কন্যারে রাক্ষসে দিলে কুযশ কাহিনী॥
কন্যা জন্ম হৈলে পিতৃ লোকে করে আশ।
দান কৈলে সদাকাল হয় স্বর্গবাস॥
ইহা লৈয়া দিব আমি রাক্ষসভক্ষণে।
ধিক২ আর তবে কি কায জীবনে॥
আপনি যাইব আমি রাক্ষসের স্থানে।
এত বলি কান্দে দ্বিজ সজল নয়নে॥
ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু কেন দুঃখ ভাব।
তোমরা থাকহ সুখে আমি তথা যাব॥
তুমি যদি যাও তথা একে হবে আর।
একেবারে মরিবে সকল পরিবার॥
আমি সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুই জনে॥
তবে কদাচিৎ যদি রাখিব জীবন।
কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন॥
তোমা বিনা অনাথ হইব তিন জনে।
অনাথের বহু কষ্ট হবে দিনে দিনে॥
দারিদ্র দেখিয়া তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন॥
অল্পকালে এই পুত্র হবেক ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্ম আর বেদে হইবে বিমুখ॥
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মুগ্ধ হৈয়া।
মোরে আকর্ষিবে চিত্তে অনাথ দেখিয়া॥
বিবিধ দুর্গতি হবে তোমার বিহনে।
অনুচিত তোমার যাইতে সেকারণে॥
অপত্য নিমিত্ত তুমি করিলা সংসার।
কন্যা পুত্র দুইগুটি হৈয়াছে তোমার॥
কন্যাদান কর আর পড়াহ বালকে।
পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাক সুখে॥

আমা বিনা গৃহস্থালি হবে আরবার।
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছারখার॥
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামির সেবন।
স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন॥
সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ ইহ লোকে॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামির প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সংমান॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রের বিহিত।
রাক্ষসের ঠাঞি আমি যাইব নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণী এতেক যদি বলিল উত্তর।
গলে ধরি উচ্চস্বরে কান্দে দ্বিজবর॥
স্বামির ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
মাবাপের দশা দেখি কন্যা বলে বাণী॥
অনাথের প্রায় দোঁহে কাঁদ কি কারণ।
ক্রন্দন সম্বর শুন মোর নিবেদন॥
রাক্ষসের ঠাঞি যদি জননী যাইবে।
জননীবিচ্ছেদে এই বালক মরিবে॥
পিণ্ডস্থান যাবে আর হবে কুলক্ষয়।
সেকারণে মায়ের যাইতে বিধি নয়॥
জন্ম হইলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করে।
বিধির সৃজন ইহা খণ্ডিতে কে পারে॥
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান।
এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে হও ত্রাণ॥
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে।
সেকারণে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতূহলে॥
হইলে আমার পুত্র তারিবে পশ্চাতে।
সংপ্রতি তারিয়া আমি যাইব নিশ্চিতে॥
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তিন জনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি॥
এমত শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সভারে বারণ॥
হাতে এক তৃণ লৈয়া বলে সেই শিশু।
রাক্ষসের ভয় তোরা না করিস কিছু॥
রাক্ষসে মারিব এই বাড়ির প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে॥
বালকের বচন শুনিয়া তিন জন।
হাসিতে লাগিল তারা ত্যজিয়া ক্রন্দন॥
ক্রন্দন নিবৃত্ত দেখি ভোজের নন্দিনী।
বলেন ব্রাহ্মণ প্রতি সকরুণ বাণী॥
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষণ।
জিজ্ঞাসেন কুন্তীদেবী মধুর বচন॥

কি কারণে ক্রন্দন করহ তিন জন।
জানিলে হইলে সাধ্য করিব মোচন॥
দ্বিজ বলে এই হেতু করি যে ক্রন্দন।
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন॥
এইতো নগরে আছে বক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ভিতর॥
যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র ভয়।
তার ভুজবল ইথে নাহিক সংশয়॥
নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর।
রাক্ষসেতে নির্ণয় করিল এই কর॥
পায়স পিষ্টক অন্ন শকট পূরিয়া।
এক নর বলি দেই মহিষ করিয়া॥
এই কর বিনা অন্য নাহিক তাহার।
বহুকালে মোর প্রতি হয়েছে করার॥
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেই জন।
স্বকুটুম্ব সহ তারে করয়ে ভক্ষণ॥
আজি তার পঞ্চক হইল মোর ঘরে।
কি করিব কি হইবে বাক্য নাহি সরে॥
এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছি চারি জনা।
কারে দিব বলিদান করিছি ভাবনা॥
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধন।
সুহৃদ কুটুম্ব তারে নাহি হেন জন॥
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোন জনে।
সভে মেলি যাব কর্ম্মে যে থাকে লিখনে॥
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি।
সদয় হৃদয়ে বলেন ভোজের নন্দিনী॥
ভয় ত্যজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন।
স্বকুটম্বে যাবা কেন রাক্ষসসদন॥
পঞ্চ পুত্র আছে মম শুন হে ব্রাহ্মণ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ॥
ব্রাহ্মণ বলিল ভাল কহিলা বিচার।
অতিথি ব্রাহ্মণ আছ আশ্রমে আমার॥
আপনার প্রাণহেতু করিব এ কর্ম্ম।
লোকে অসম্ভব হবে মজিবেক ধর্ম্ম॥
আত্মা দিয়া দ্বিজে রাখি বেদে হেন কয়।
দ্বিজ দিয়া আত্মরক্ষা উচিত না হয়॥
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ বধে নাহি প্রতিকার।
কুলেতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার॥
কুন্তী বলিলেন যে কহিলা দ্বিজমণি।
মম অগোচর নহে সব আমি জানি॥
লোকের বেদনা মম না সহে পরাণে।
বিশেষ ব্রাহ্মণদুঃখ সহিব কেমনে॥
দ্বিজ বলে হেন বাক্য না বলিহ মোরে।
এ পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ যুগান্তরে॥
নিঃশব্দে বলেন কুন্তী শুন দ্বিজবর।
আমার তনয়গণ মহাবলধর॥
রাক্ষসে খাইবে হেন না করিহ মনে।
রাক্ষস সংহার কৈল মম বিদ্যমানে॥
বেদবিদ্যা বুদ্ধিবলে মম পুত্রগণে।
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোন জনে॥
শত পুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর।
ভয় ত্যজি অন্য বলি করহ সত্বর॥
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন।
মৃত দেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন॥
দ্বিজে সঙ্গে করি কুন্তী করিয়া গমন।
ভীমেরে জানাইলেন সব বিবরণ॥
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার।
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার॥
কত ক্ষণে আইলেন ভাই চারি জন।
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ॥
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিয়া মায়েরে।
জিজ্ঞাসা করেন ভীম গেল কোথাকারে॥
তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায়।
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা উপায়॥
কুন্তী বলেন আমার বচনে বৃকোদর।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর॥
ধর্ম্ম কীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ রক্ষা পরম পৌরুষ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির কহেন বিরস।
কোন বুদ্ধি মাতা হেন করিলা সাহস॥
এমন দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে।
মাতা হৈয়া পুত্র দেয় রাক্ষসের মুখে॥
পুত্রের ভিতর পুত্র কব কি বিশেষে।
সভে প্রাণ রাখিয়াছি যাহার আশ্বাসে॥
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি যথা স্থানে বাস।
পুন রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ॥
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে।
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পায় সভে॥
কাঁদে করি লৈল সভা হিড়িম্বক বন।
হিড়িম্বে মারিয়া কৈল সভার রক্ষণ॥
হেন পুত্র দিবা তুমি রাক্ষসভক্ষণে।
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে॥
গর্ব্ভধারী হয়ে ইহা কেহ নাহি করে।
বেদেতে নাহিক নাহি সংসার ভিতরে॥

রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী।
দুঃখ পাইয়া হত বুদ্ধি হৈলা হেন বাসি॥
কুন্তী বলেন যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ।
মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ॥
অযুত হস্তির বল ধরে কলেবরে।
ভীমে পরাজয় করে নাহিক সংসারে॥
জন্মকালে পরাক্রম শুনহ তাহার।
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার॥
কিছুমাত্র তুলি পুন ফেলাইনু তলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে॥
বারণাবতেতে তুমি দেখিলা নয়নে।
চারি হস্তিতুল্য যে তোমরা চারি জনে॥
আমাসহ সভারে লইল কাঁদে করি।
হিড়িম্বা বরিল বনে হিড়িম্বে সংহারি॥
ভীম পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে।
রাক্ষস সংহার হবে ভীম ভুজবলে॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেই জন।
তাহা সম পুণ্য বাপু না করি গণন॥
বিশেষে গো বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥
রাজ্যরক্ষা দ্বিজরক্ষা আর যে পৌরুষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলা বিরস॥
মায়ের এতেক নীতি শুনিয়া বচন।
ধন্য২ বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পর দুঃখে দুঃখি তুমি দয়ালু হৃদয়।
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয়॥
পরপুত্র ত্রাণ হেতু নিজপুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে রক্ষণ করিলা॥
তোমার পুণ্যেতে মাতা তরিব বিপদে।
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে॥
আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে।
এ সব প্রচার যেন না হয় অন্যেরে॥
তবে কুন্তী তত্ত্ব কহিলেন যে ব্রাহ্মণে।
বলিসজ্জা করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে॥
নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বৈসে বনে বক উত্তরিল গিয়া॥
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর।
এত বলি অন্ন খান বীর বৃকোদর॥
নাম ধরি ডাকাতে ক্রোধেতে থরহর।
বকবীর আইসে যেন পর্ব্বতে কিন্নর॥
মহাকায় মহাবেশ মহাভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে॥
অন্ন খান বৃকোদর দেখে বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অরুণসমান॥
ডাক দিয়া বলে বক অরে দুষ্টমতি।
মানব হইয়া কেন করিস অনীতি॥
সকুটুম্ব ব্রাহ্মণ খাইব তোর দোষে।
এত বলি নিশাচর ধরে অতিরোষে॥
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিয়া কাণে।
পৃষ্ঠ দিয়া তারে অন্ন পূরেন বদনে॥
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জন।
উর্দ্ধ বাহু করি ধায় অতি ক্রোধমন॥
দুই হাতে বজ্রসম পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাহি বীর বৃকোদরে॥
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খান বীর বসি নিঃশঙ্কায়॥
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপড়িয়া হানে ভীমের উপরে॥
তথাপিও অন্ন খান হাসি বৃকোদর।
বাম হাতে কাড়িয়া নিলেন তরুবর॥
পুন মহাবৃক্ষ উপড়িল নিশাচর।
তর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর॥
ভোজনান্তে বৃকোদর করি আচমন।
বৃক্ষ উপড়িলেন যে ঘোর দরশন॥
বৃক্ষে২ যুদ্ধ হৈল না যায় কথনে।
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে॥
শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহু২ যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্কর॥
মুণ্ডে২ বুকে২ ভুজে২ তাড়ি।
ধরাধরি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি॥
যুদ্ধেতে হইল শ্রান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কোঙর॥
বাম হস্তে দুই জানু দক্ষহস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিলেন ভীমবীর॥
মধ্যে২ ভাঙ্গিয়া করেন দুইখান।
মহাশব্দ করি বীর ত্যজিল পরাণ॥
আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সভে গেল বনান্তর॥
নগরনিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃভ্রাতৃস্থানে সব কহিলেন গিয়া॥
হরষিতা কুন্তীদেবী ডাকি যুধিষ্ঠিরে।
আলিঙ্গিয়া প্রশংসা করেন বৃকোদরে॥
রজনী প্রভাত হৈল উদয় অরুণ।
বাহির হইল যত নগরের জন॥

দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত আকার॥
কেহ বলে এ কর্ম্ম করিল কোন জন।
কেহ বলে নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন॥
পরম দুরন্ত বক সদা হিংসা করে।
আপনার পাপে দুষ্ট এত দিনে মরে॥
তবে সভে বিচারিয়া নগরের জন।
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন॥
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক।
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক॥
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নির্ণীত।
সভে মেলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল ত্বরিত॥
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলিল শুন ইহার কারণ॥
কালিকার পঞ্চক আছিল মম ঘরে।
আম্যাকে শোকার্ত্ত দেখি এক দ্বিজবরে॥
সদয় হইয়া দিল আমারে অভয়।
বলি লৈয়া বক স্থানে গেল মহাশয়॥
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার।
এইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার॥
এত শুনি মহাহৃষ্ট হৈল সর্ব্বজন।
ব্রাহ্মণেরে মহাপূজা করি বিচক্ষণ॥
আনন্দে ব্রাহ্মণ আইল আপনার ঘরে।
দেবতুল্য দ্বিজবর পুজে পাণ্ডবেরে॥
হেনমতে দ্বিজগৃহে কত দিন যায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায়॥
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন।
পঞ্চ পুত্রসহ কুন্তী করেন শ্রবণ॥
দ্বিজ বলে করিলাম দেশ পর্য্যটন।
বহু নদ তীর্থ ক্ষেত্র না যায় গণন॥
দেখিলাম আশ্চর্য্য সে পঞ্চালনগরে।
মহোৎসব দ্রুপদ কন্যার স্বয়ম্বরে॥
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণানাম ধরে।
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞহৈতে।
যাজ্ঞসেনীনাম তেঁঞি বিখ্যাত জগতে॥
দ্রুপদের পুত্র এক রূপ গুণধাম।
দ্রোণ বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ॥
দ্বিজ বলে পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত।
কত দিনে কলহ হইল আচম্বিত॥
অভিমানে গিয়া দ্রোণ হস্তিনানগরে।
অস্ত্র শিক্ষা করাইলেন কৌরব কোঙরে॥
শিক্ষা অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিলে।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আনিতে কহিলে॥
কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন গুরুর আজ্ঞা পাইয়া।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া॥
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া দ্রোণ হইলেন মিত।
মুক্ত করি দ্রুপদেরে দিলেন ত্বরিত॥
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্ন জল।
কেমনে মারিব চিন্তে দ্রোণ মহাবল॥
এইত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমণ॥
যাজ উপযাজনামে দুই সহোদর।
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ কোঙর॥
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল এক দিনে।
বহু পূজা ভক্তি কৈল তাহার চরণে॥
বিনয়ে মধুর ভাষে যুড়ি দুই কর।
উপযাজ প্রতি বলে পঞ্চালঈশ্বর॥
এক লক্ষ ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ।
যাহা চাহ দিব আমি করি মনঃপূর্ণ॥
মম ইষ্ট কর্ম্ম এই শুন মহাশয়।
দ্রোণ নামে আছে ভরদ্বাজের তনয়॥
অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতিমাঝে।
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে॥
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে।
হেন বুদ্ধি কর তারে জিনি যে সংগ্রামে॥
ক্ষত্রিয়ে অশক্য শক্তি হৈয়াছে তাহার।
তপোমন্ত্রবলে তার কর প্রতিকার॥
হেন যজ্ঞ কর হয় আমার নন্দন।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন॥
উপযাজ বলে মম এই যুক্তি নয়।
ব্রাহ্মণের বধকর্ম্ম উচিত না হয়॥
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন॥
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইয়া বলে শুন দণ্ডধর॥
মম জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদেতে পারগ সদা অরণ্যনিবাসী॥
প্রার্থনা তাহার স্থানে করহ রাজন।
তিনি করিবেন তব দুঃখ বিমোচন॥
উপযাজবাক্যে গেল যাজের সদন।
প্রণমিয়া সকল করিল নিবেদন॥

সদয় হইয়া যাজ করিল স্বীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে প্রসিতকুমার॥
বলি সহ শ্রুত আচরিল নরবর।
যজ্ঞে পূর্ণ দিতে জন্ম হইল কোঙর॥
অগ্নি বর্ণ হৈল বীর হাতে ধনুঃশর।
অঙ্গেতে কবচ ধরে মাথায় টোপর॥
সব্যহস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর।
পুত্র দেখি আনন্দিত পঞ্চালঈশ্বর॥
তবে সেই যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্রে দশ দিক করে মহাদ্যুতি॥
নীলোৎপল আভা অঙ্গে অমরবর্ণিনী।
নিষ্কলঙ্ক ইন্দু জ্যোতি পীনঘনস্তনী॥
অঙ্গের সৌরভে এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব বাঞ্ছিত॥
পুত্র কন্যা দুই জন যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেন কালে আকাশে আকাশবাণী হৈল॥
এ কন্যার জন্ম হৈল ভার নিবারণে।
ইহাহৈতে ক্ষত্র সব যাইবে নিধনে॥
কুরুবংশে ভয় হবে এই কন্যাহৈতে।
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে॥
এতেক আকাশবাণী শুনি সর্ব্বজন।
জয়২ শব্দ কৈল পঞ্চালের গণ॥
যত বীর যোদ্ধাগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
আনন্দে দ্রুপদ রাজা ছাড়িল বিষাদ॥
কন্যা তনয়ের নাম থুইল তখন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিয়া ডাকিল সর্ব্ব জন॥
কৃষ্ণ অঙ্গে কৃষ্ণা নাম থুইল তখনি।
পিতৃনামে দ্রৌপদী যজ্ঞেতে যাজ্ঞসেনী॥
সম্প্রতি হইবে সে কন্যার স্বয়ম্বর।
দেখিতে আইল যত রাজরাজেশ্বর॥
দ্বিজমুখে শুনিয়া এতেক সমাচার।
যাইতে হইল চেষ্টা তথা সভাকার॥
পুত্রগণচিত্ত জানি ভোজের নন্দিনী।
সভাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি॥
বহুদিন করিলাম এখানে বসতি।
এক স্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি॥
পূর্ব্ব মত ভিক্ষা ইথে না মিলে এখন।
বড় দয়াবন্ত শুনি পঞ্চালরাজন॥
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ভ্রাতৃগণ॥
পুত্র সহ কুন্তীদেবী করেন বিচার।
হেনকালে আইলেন ব্যাস সদাচার॥
প্রণাম করেন তাঁরে ভোজের নন্দিনী।
পঞ্চ ভাই প্রণমেন লোটায়ে ধরণি॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি সভাকার।
পরস্পর মিষ্টবাক্য হৈল শিষ্টাচার॥
মুনি বলিলেন শুন পঞ্চসহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা স্বয়ম্বর॥
অদ্ভুত রচিল লক্ষ পঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ কাটিতে নাহি কাহার শকতি॥
অর্জ্জুন কাটিবে লক্ষ সভার ভিতরে।
পঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তোমারে॥
শীঘ্রগতি যাহ তথা না কর বিলম্ব।
চিরদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ॥
এত বলি বেদব্যাস গেলেন স্বস্থান।
কুন্তীসহ পঞ্চ ভাই করেন প্রস্থান॥
অন্তর্হিত হইলেন ব্যাস তপোধন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুপুত্রগণ॥
দিবানিশি চলিলেন নাহিক বিশ্রাম।
নানাদেশ নদী লঙ্ঘিলেন বন গ্রাম॥
আগে যান ধনঞ্জয় ঘোর রজনীতে।
অন্ধকার হেতু ধরি দিউটি করেতে॥
কত দিনে উত্তরেন জাহ্নবীর তীরে।
স্ত্রীসহ গন্ধর্ব্ব এক তথায় বিহরে॥
পাণ্ডবের শব্দ পাইয়া বলে ডাক দিয়া।
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া॥
প্রয়াগ গঙ্গার মধ্যে আমার আশ্রয়।
রাত্রিকালে আসি জীয়ে কে হেন আছয়॥
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ।
নিশাকালে অধিকারি এই সব জন॥
বিশেষে অঙ্গারপর্ণ নাম মোর খ্যাত।
নিশ্চয় আমার হাতে হইবা নিপাত॥
পার্থ বলিলেন শাস্ত্র না জান দুর্ম্মতি।
জাহ্নবীর জলে স্নানে দিবা কি বা রাতি॥
অকাল হইল, তাহে কিবা তোরে ভয়।
তোমাতে অশক্ত যে সে তোমারে ডরায়॥
এ গঙ্গার মহিমা না জান মূঢ়মতি।
স্বর্গেতে অলকানন্দা ভূমে ভাগীরথী॥
পিতৃলোকে বৈতরণী অধো ভোগবতী॥
অকাল সুকাল নাহি সদা লোক গতি॥
হেন গঙ্গাস্নান রুদ্ধ করহ অজ্ঞান।
ইহার উচিত ফল পাবা মম স্থান॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কোপে গন্ধর্ব্বঈশ্বর।
ধনুষ্টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শর॥

হাতেতে উলকা ছিল ইন্দ্রের নন্দন।
তাহে করিলেন তার অস্ত্র নিবারণ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন রে গন্ধর্ব্ব।
এই অস্ত্র বলেতে করিতেছিলা গর্ব্ব॥
তোর বাণ নিবারিলাম সহ মম বাণ।
এই বাণে লইব তোমার আজি প্রাণ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে।
এড়িলাম অস্ত্র এই রাখ আপনারে॥
এত বলি ধনঞ্জয় এড়িলেন অস্ত্র।
গন্ধর্ব্বের রথ পুড়ি হইলেক ধ্বস্ত॥
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রণে ভঙ্গ দিয়া।
পাছে২ অর্জ্জুন ধরেন চুলে গিয়া॥
স্বামির দেখিয়া হেন সঙ্কট সময়।
নারীগণ গেল যথা ধর্ম্মের তনয়॥
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভীনসী নাম ধরে।
যুধিষ্ঠিরে পায়ে ধরি বিনয় সে করে॥
সাধুজন শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আশ্রয়ে দুঃখ খণ্ডে সভাকার॥
পরম সঙ্কটহৈতে মোরে কর ত্রাণ।
সহস্র সতিনে মোর স্বামী দেহ দান॥
কামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া ভূমিপতি।
অর্জ্জুনে করেন আজ্ঞা ছাড় শীঘ্রগতি॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়েন অর্জ্জুন।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয় বচন॥
মোরে প্রাণদান যদি দিলা মহাশয়।
করিব তোমার প্রীতি উচিত যে হয়॥
অদ্ভুত চাক্ষুষী বিদ্যা আছে মোর স্থানে।
এ বিদ্যা জানিলে লোক জানে সর্ব্বজনে॥
মনু পূর্ব্বে এই বিদ্যা দিলেন চন্দ্রেরে।
বিশ্বাবসু চন্দ্রস্থানে সে দিল আমারে॥
মনুষ্য অধিক আমি সেই বিদ্যাহইতে।
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতিতে॥
ভাই প্রতি শত অশ্ব দিব আনি আর।
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার॥
পূর্ব্বে ইন্দ্র বেত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল।
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল॥
স্থানে২ সেই বজ্র কৈল নিযোজন।
সভাহৈতে শ্রেষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মণ বচন॥
শূদ্রগণ কর্ম্ম করে বজ্র তার সেহি।
বৈশ্যগণ দান করে বজ্র তারে কহি॥
ক্ষত্রিয় থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে।
সেকারণে দিব অশ্ব তোমার সেহিতে॥

অর্জ্জুন বলেন তুমি হারিলা সমরে।
তব স্থানে লব অস্ত্র না শোভে আমারে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যাতে সর্ব্বলোকে জানে।
হেন বিদ্যা জানি তুমি ত্যজ কিকারণে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি জানিলাম সকল।
ভয় পাইয়া এতেক বিনয় কেন বল॥
গন্ধর্ব্ব বলিল আমি জানি যে তোমারে।
তপতীহইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে॥
তোমার পুরুষক্রমে জানি ভালমতে।
গুরু দ্রোণে জানি তেঁহ খ্যাত ত্রিজগতে॥
তবু রুষিলাম রাত্রে আমার বিষয়।
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময়॥
স্ত্রীসহিত ক্রীড়াতে অবজ্ঞা কেবা করে।
বলাবল নাহি বুঝি রুষ্ঠ করি তারে॥
অনাহূত অনাগ্নেয় যেই দ্বিজগণ।
তাহারে করি যে বন্ধ নিশার কারণ॥
আর যত জাতি আমি পাই নিশাকালে।
অবশ্য সংহার তার মোর শরানলে॥
পুরোহিত কিম্বা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া।
গৃহহৈতে বাহিরায় দেবতা স্মরিয়া॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার যথাকারে যায়।
তাহাকে নাহিক শক্তি হিংসিতে আমায়॥
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক তোমরা পঞ্চ জন।
আমারে জিনিতে শক্ত হৈলা সেকারণ॥
মোর বাক্য তাপত্য শুনহ এক্ষণে।
সকল নিষ্ফল পুরোহিতের কারণে॥
সহজে পরের হিত সদা হিতকারী।
পরহিত যেই ইন্দ্র স্বর্গঅধিকারী॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বলি যে তোমারে।
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে॥
জননী আমার কুন্তী আছেন সংহতি।
তাপত্য বলিয়া বল কেবা সে তপতী॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন ইহার কারণ।
তব পূর্ব্ব বংশ কথা শুন দিয়া মন॥
এইত সূর্য্যের কন্যা হইল তপতী।
ত্রৈলোক্যেতে তার সম নাহি রূপবতী॥
যৌবন সময়ে তারে দেখি দিনকর।
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্যা যোগ্যবর॥
তোমার উপর বংশে রাজা সম্বরণ।
নিরবধি করিলেন সূর্য্যের সেবন॥
উপবাস নিয়ম করেন চিরকাল।
বায়সে হৈলেন তুষ্ট দেব লোকপাল॥

সূর্য্যের সেবায় সম্বরণ মহারাজা।
রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজা॥
তার রূপ গুণে তুষ্ট হৈল দিনকর।
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যোগ্যবর॥
তবে কত দিনে সম্বরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্যভিতর॥
একা অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে বনে২।
বহুশ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে॥
অশ্বহীন পদব্রজে ভ্রমে নৃপবর।
দিগ জানিবারে উঠে পর্ব্বত উপর॥
পর্ব্বত উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতের পুঞ্জ কিবা কাঞ্চন প্রতিমা॥
কন্যার রূপের তেজে দীপ্ত করে গিরি।
দেখিয়া নৃপতি চিন্তে আপনা পাসরি॥
সফল আমার জন্ম বলে নৃপবর।
হেন রূপ করিলাম চক্ষুর গোচর॥
পূর্ব্বেতে নৃপতি যত দেখিল স্ত্রীগণে।
সভাকারে নিন্দা রাজা করে নিজমনে॥
ত্রিভুবন রূপ কিবা বিধাতা মথিল।
সভাকার শ্রেষ্ঠ করি ইহারে নির্ম্মিল॥
স্থির করি কায় রাজা করে নিরীক্ষণ।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় হইল রাজন॥
কত ক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যাপাশে॥
রাজা বলে কহ শুনি মন্মথমোহিনী।
নির্জন কাননে কেন আছ একাকিনী॥
যুগল অতুল পদ্ম যুগপদ্ম চারু।
তাহাতে স্থাপন তোর যুগ্ম রম্ভাউরু॥
নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ কাঁকালিত সরু।
নয়ন খঞ্জনযুগ কামচাপভুরু॥
অতুল যুগল কুচ কন্দর্প সকল।
ভুজঙ্গযুগল ভুজ জঘন সরল॥
আনন্দিত অঙ্গ কন্যা দেখিয়া তোমার।
পরশিতে বাঞ্ছা করে রত্ন অলঙ্কার॥
কে তুমি দেবতাকন্যা নতুবা অপ্সরী।
নাগিনী মানুষী কিবা হবা বা কিন্নরী॥
কত দেখিয়াছি চক্ষে শুনিয়াছি কাণে।
এমত অদ্ভুত নাহি কহে কোন জনে॥
কে তুমি কাহার কন্যা কহ শশিমুখি।
কি হেতু পর্ব্বতমধ্যে আছহ একাকী॥
চাতকের প্রায় মোর কর্ণ করে আশা।
তৃপ্তি কর কর্ণে মোর কহি এক ভাষা॥

বিবিধ বিনয় করি নৃপতি বলিল।
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্ধান হইল॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুত লুকায়।
উন্মত্ত হইয়া রাজা চারি দিগে চায়॥
কন্যা না দেখিয়া হৈয়া অতি অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা সম্বরণ॥
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা তপতী দেখিল।
ডাক দিয়া তপতী সে রাজারে বলিল॥
কি কারণে অচেতন হৈলা নৃপবর।
উঠহ নৃপতি তুমি যাহ নিজ ঘর॥
কন্যার এতেক রাজা শুনিয়া বচন।
মৃত কলেবরে যেন পাইল চেতন॥
চেতন পাইয়া রাজা উর্দ্ধমুখে চায়।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায়॥
রাজা বলে কামশরে হানিল শরীর।
ইচ্ছা করি ধৈর্য্য ধরি চিত্ত নহে স্থির॥
তোমার বদন দেখি অন্য নাহি মনে।
গরলে ব্যাপিত যেন ভুজঙ্গ দংশনে॥
তোমা বিনা অন্য দেখি রাখিব জীবন।
কদাচিত নহে হেন অবশ্য মরণ॥
পাইলাম প্রাণ শুনি তোমার বচন।
অনুগ্রহ কৈলা মোরে হেন লয় মন॥
মোর প্রতি দয়া যদি হইল তোমার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার॥
কন্যা বলে নরপতি এ নহে বিচার।
প্রার্থনা পিতার স্থানে করহ আমার॥
পরিচয় আমার শুনহ নরপতি।
সূর্য্যকন্যা আমি নাম ধরি যে তপতী॥
তপঃক্লেশ ব্রত কর সূর্য্য আরাধন।
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবা রাজন॥
এত বলি তপতী হইল অন্তর্ধান।
পুনঃ পড়ে নরপতি হইয়া অজ্ঞান॥
এথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া।
ভ্রমিল সকল বন রাজা না দেখিয়া॥
পর্ব্বত উপর তবে দেখে নরবর।
পড়িয়াছে অজ্ঞান মোহিত কলেবর॥
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ।
ধরি বসাইল তবে করিয়া যতন॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারি দিগে চায়।
মন্ত্রিগণ দেখি কিছু না বলিল কায়॥
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে॥

রাজা বুদ্ধিমন্ত এক রাখিল সংহতি।
সূর্য্যের উদ্দেশ তপ করে নরপতি ॥
উর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে।
এক চিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে ॥
তবে চিত্তে অনুমানি রাজা সম্বরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিল স্মরণ ॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি রাজার স্মরণে।
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে ॥
তপতী কারণে তপ তপন সেবনে।
জানি মুনিরাজ চিত্তে জানিল তখনে ॥
অন্তরীক্ষে উঠি গেল আকাশ মণ্ডল।
দ্বিতীয় ভাস্কর তেজ যার তপোবল ॥
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম ॥
ভাস্কর বলেন মুনি কহ সমাচার।
কোন প্রয়োজনে আইলা আলয় আমার ॥
কোন কার্য্যে অভিলাষ বলহ আমারে।
দুষ্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে ॥
প্রণমিয়া বশিষ্ঠ কহেন পুনর্ব্বারে।
মম এই নিবেদন তোমার গোচরে ॥
ভারতবংশের রাজা নাম সম্বরণ।
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন ॥
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুরত।
চিরকাল সম্বরণ তোমা অনুগত ॥
তাহার বরণ হেতু তোমার তনুজা।
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী অনুজা ॥
অযোগ্য না হয় রাজা উর্ব্বীতে উত্তম।
এই হেতু যে আজ্ঞা করহ বিহঙ্গম ॥
ভাস্কর বলেন তুমি মুনিতে প্রধান।
নাহি কেহ ক্ষত্রেতে সম্বরণ সমান ॥
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা।
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ যে তোমরা তিন জনা ॥
তোমার বচন আমি না করিব আন।
তপতী কন্যারে দিব সম্বরণে দান ॥
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিল গমন ॥
তপতী দেখিয়া তপ ত্যজি নৃপবর।
বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড়কর ॥
তবে ঋষি দোঁহার বিবাহ করাইল।
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রমে গেল ॥
বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা সেই মহাবনে।
তপতী লইয়া ক্রীড়া করে সম্বরণে ॥

যেই বৃদ্ধমন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি।
তারে রাজা ভার দিয়া পাঠায় নৃপতি ॥
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বতউপরে।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসরে ॥
এথায়ে রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল ॥
বৃক্ষ আদি যত শস্য গেল ভস্ম হৈয়া।
অশ্বগণ পক্ষী যত মরিল পুড়িয়া ॥
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে হয় ডাকা চুরি।
একেরে না মানে অন্যে সত্য পরিহরি ॥
কুটুম্ব বান্ধবগণে কেহ নাহি সয়।
সকল মনুষ্যগণ হইল শব প্রায় ॥
হীনশক্তি স্থানে২ রহিল পড়িয়া।
স্থানে২ অস্থিপুঞ্জ পর্ব্বত জিনিয়া ॥
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি শুনি।
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গণি ॥
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে।
আইলেন বশিষ্ঠ সে দেশে কত দিনে ॥
রাজ্যভঙ্গ দেখিয়া চিন্তিত মুনিবর।
রাজারে আনিতে যান পর্ব্বতউপর ॥
বার্ত্তা পাইয়া অনুতাপ করিল রাজন।
তপতী সহিত দেশে করিল গমন ॥
দেশে আসি যজ্ঞ দান করে নৃপবর।
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর ॥
পুনঃ শস্য জন্মিল সানন্দ প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সম্বরণ ॥
তপতী সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল।
তপতীর গর্ভে হইল কুরুমহীপাল ॥
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় লিখন।
কুরুবংশ নাম খ্যাতি হৈল সে কারণ ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য কারণ।
পাইলেন ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্বরণ ॥
তপতীর গর্ভে জাত কুরু নরবর।
তোমরা যাহার বংশে পঞ্চ সহোদর ॥
তাপত্য বলিয়া তেঞি বলি যে তোমারে।
পূর্ব্ববংশ কথা এই খ্যাত চরাচরে ॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্বঈশ্বর ॥
সম্বরণ নৃপে রক্ষা করিলেন যিনি।
কে তিনি বশিষ্ঠ কহ তার কথা শুনি ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম্ম না যায় কহন ॥

কাম ক্রোধে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে॥
বিশ্বামিত্র বহু তারে ক্রোধ করাইল।
তথাপিহ মুনি তারে কিছু না কহিল॥
ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা যার বুদ্ধি বলে।
নিষ্কন্টকে বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অদ্ভুত কথন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ॥
গন্ধর্ব্ব কহিল শুন কথা পুরাতন।
কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামেতে রাজন॥
তার পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্বগুণযুত।
বেদবিদ্যা বুদ্ধি বলে ভুবনে অদ্ভুত॥
এক দিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগয়া কারণ॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হইল নৃপবর॥
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম।
ভ্রমিতে২ গেল বশিষ্ঠ আশ্রম॥
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন।
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন॥
রাজারে দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি।
অতিথি বিধানে পূজা করিলেন তিনি॥
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত মানি।
নন্দিনী ধেনুর প্রতি বলিলেন মুনি॥
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
কামনানুসারে তোষ কর সভাকার॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পাইয়া সুরভীনন্দিনী।
সংসারে যাহার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী॥
হুংকারে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানা রত্নধন॥
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুসুম চন্দন।
বিচিত্র পালঙ্ক আরো বসিতে আসন॥
যেই যাহা ইচ্ছা তাহা পায় ততক্ষণ।
পাইল পরমানন্দ সর্ব্ব সৈন্যগণ॥
গবীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্ময় রাজন।
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাধির নন্দন॥
এই গবী মুনিরাজ আজ্ঞা কর মোরে।
এক কোটি গবী দিব স্বর্ণমণ্ডিখুরে॥
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগণ॥
বশিষ্ঠ বলেন নাহি দিতে পারি দান।
দেবতা অতিথি হেতু আছে মম স্থান॥
রাজা বলে মুনি তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্য নাহি প্রয়োজন॥
হেন দ্রব্য মুনিবর রাজাকে সে সাজে।
কি করিবা তুমি ইহা থাক বনমাঝে॥
গবী নাহি দিবা যদি আপন ইচ্ছায়।
নিশ্চয় লইব গবী জানাই তোমায়॥
মাগিলে না দিবা গবী লৈয়া যাব বলে।
ক্ষত্র কর্ম্ম আমার লইব বলে ছলে॥
বশিষ্ঠ বলেন তুমি অধিকারী দেশে।
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয় সৈন্য সহায় বিশেষে॥
যথা ইচ্ছা কর শীঘ্র না কর বিচার।
সহজে তপস্বী দ্বিজ কি শক্তি আমার॥
শুনি বিশ্বামিত্র বলে ওরে সৈন্যগণ।
কামধেনু লৈয়া চল করিয়া বন্ধন॥
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি।
চালাইল কামধেনু পাছে মারে বাড়ি॥
প্রহারে পীড়িল গবী তভু নাহি যায়।
ঊর্দ্ধমুখে সজলাক্ষে মুনিপানে চায়॥
মুনি বলেন নন্দিনি কি চাহ মম ভিতে।
তোমার যতেক কষ্ট দেখেছি চক্ষেতে॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি।
বলে তোমা লয়ে যায় রাজ্যঅধিকারী॥
তবে রাজসৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া।
আগে লৈয়া যায় তার গলে দড়ি দিয়া॥
বৎসকে ধরিয়া লয় কান্দয়ে নন্দিনী।
ডাক দিয়া বলে হের দেখ মহামুনি॥
উপরোধ না মানিল যদি দুষ্ট লোকে।
কি করিব মুনি আজ্ঞা করহ আমাকে॥
মুনি বলেন আমি তোমা ত্যাগ নাহি করি।
বলে লৈয়া যায় রাজা কি করিতে পারি॥
নিজ শক্তি বলে যদি পার রহিবারে।
তবে সে রহিতে পার কব কি তোমারে॥
মুনিরাজ মুখে যদি এতেক শুনিল।
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর তনু বাড়াইল॥
ঊর্দ্ধমুখ করি গবী হাম্বারবে ডাকে।
নানা জাতি সৈন্য বাহিরায় লাখেলাখে॥
পল্লব নামেতে জাতি নানা অস্ত্র হাতে।
পুচ্ছহৈতে বাহির হইল আচম্বিতে॥
মূত্রেতে পাইল জন্ম বহু ব্যাধগণ।
দুই পার্শ্বে জন্ম নিল কিরাত জবন॥
জন্মিল অনেক সৈন্য মুখের ফেণাতে।
নানাজাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারি পদহৈতে॥

নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন।
দুই সৈন্য দেখাদেখি হইল ভিড়ন॥
বিশ্বামিত্র সৈন্যগণ যতেক আছিল।
এক জন প্রতি তার পঞ্চ জন হৈল॥
করিতে নারিল যুদ্ধ বিশ্বামিত্রসেনা।
রাজার সম্মুখে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
মুনিসৈন্য রাজসৈন্যের পাছে যায় খেদি॥
পলায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়।
সর্ব্ব সৈন্য বশিষ্ঠের পাছে দেখি যায়॥
বনের বাহির করি গাধির কুমারে।
বাহুড়িয়া সৈন্যগণ মুনিরে জোহারে॥
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান।
মুনির নিকটে এত পাই অপমান॥
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনে মনে গণে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিলাম এতক্ষণে॥
ধিক ক্ষত্র জাতি মম ধিক রাজপদে।
একই তপস্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে॥
এ জন্ম রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন।
তপস্যা করিয়া আমি হইব ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ হইব কি বা যায় যাউক প্রাণ।
এত চিন্তি বিশ্বামিত্র করে সম্বিধান॥
দেশে পাঠাইয়া দিল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
তপস্যা করিতে গেল গহন কানন॥
বিশ্বামিত্র তপ কথা অদ্ভুত কথন।
যার তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্ভিতে জ্বালিয়া জ্বলন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন॥
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন।
অস্থি চর্ম্ম সারমাত্র আহার পবন॥
বরিষা কালেতে সদা জলদ বরিষে।
যোগাসন করি রাজা তার মধ্যে বৈসে॥
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপর।
স্থাবর সদৃশ হৈয়া থাকে নৃপবর॥
শীতকালে হীনবস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়।
হেমন্ত পর্ব্বতে যথা সদা বরিষয়॥
এই তপ করে দশ সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট হইলেন ব্রহ্মা তদুপর॥
ব্রহ্মা বলেন বর মাগ গাধির নন্দন।
বিশ্বামিত্র বলে কর আমারে ব্রাহ্মণ॥
বিরিঞ্চি বলেন তব ক্ষত্রকুলে জন্ম।
কেমনে হইবা দ্বিজ দুষ্কর এ কর্ম্ম॥

অন্য বর চাহ তুমি যেই লয় মন।
বিশ্বামিত্র বলে অন্যে নাহি প্রয়োজন॥
ব্রহ্মা বলেন আর জন্মে হইবা ব্রাহ্মণ।
এক্ষণে যে চাহ তাহা মাগহ রাজন॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি অন্য নাহি চাই।
কি বা প্রাণ যায় কি বা ব্রহ্মত্ব বা পাই॥
এত শুনি বিধাতা করিলেন গমন।
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন॥
ঊর্দ্ধ দুই পদ করি ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া।
এক পদে অঙ্গুলিতে রহে দাণ্ডাইয়া॥
শুষ্ক কাষ্ঠ মত সে হইল নরবর।
কেবল জাগয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর॥
তার তপে মহাতাপ হৈল তিন লোকে।
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সভাকে॥
সহিতে নারিয়া ব্রহ্মা আসি আরবার।
বলিলেন বর মাগ গাধির কুমার॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি মাগিয়াছি অগ্রে।
ব্রাহ্মণ আমারে কর যদি থাকে ভাগ্যে॥
এড়াইতে নারিয়া সৃষ্টির অধিকারী।
বিশ্বামিত্র গলে দেন আপন উত্তরী॥
বর দিয়া বিধাতা করিলেন গমন।
বিশ্বামিত্র মুনি হৈল মহাতপোধন॥
কেহ নহে তপস্যায় তাঁহার সমান।
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান॥
সুরাসুর নাগ নর বশিষ্ঠকে পূজে।
সোমপান করিল সহিত দেবরাজে॥
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুঁজি ভ্রমে অনুক্ষণে॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা সর্ব্বগুণ ধাম।
সংসারেতে বিখ্যাত কল্মাষপাদ নাম॥
মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত।
যজ্ঞ হেতু তাঁহারে করিল নিমন্ত্রিত॥
বশিষ্ঠ বলেন কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এক্ষণ॥
মুনি না আইল রাজা হইল ক্রোধমন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠনন্দন॥
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্তি বলে মোরে পথ দেহ দণ্ডেশ্বর॥
রাজা বলে রাজপথ জানে সর্ব্বজনে।
পথ ছাড় যাব আমি যজ্ঞের কারণে॥

শক্তি বলে দ্বিজপথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি দেহ মোরে যাইব ত্বরিত॥
এই মতে বোলাবুলি হইল দুই জন।
কেহ না ছাড়িল পথ কুপিল রাজন॥
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোধে মুনিঅঙ্গে রাজা করিল প্রহার॥
প্রহারে জর্জ্জর শক্তি রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধ চক্ষে চাহিয়া রহিল নৃপবরে॥
উত্তম বংশেতে জন্ম করিস অনীতি।
ব্রাহ্মণেরে হিংসা তুই করিস দুর্ম্মতি॥
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পূরুক উদর॥
শাপ শুনি ব্যস্ত হইল সৌদাসনন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয় বচন॥
হেনকালে বিশ্বামিত্র পাইয়া অবসর।
রাজঅঙ্গে নিযোজিল এক নিশাচর॥
রাক্ষস শরীর হৈল রাজা হতজ্ঞান।
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি হৈল অন্তর্ধান॥
সম্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ॥
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট ভুঞ্জ তার ফল।
এইত বলিয়া তার ঘাড় মুচড়িল॥
শক্তি কে খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত হইয়া বুলে বনের ভিতর॥
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তর।
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেল মুনিবর॥
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার।
কাল পাইয়া বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার॥
একে২ দেখাইয়া সর্ব্বজনে দিল।
রাক্ষস সভারে ধরি ভক্ষণ করিল॥
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়।
শত পুত্র না দেখিয়া হইল বিস্ময়॥
ধ্যানেতে জানিল যত বিশ্বামিত্র কৈল।
শক্তিসহ শত পুত্র রাক্ষসে ভক্ষিল॥
শত পুত্র শোকে তার দহয়ে শরীর।
মহাধৈর্য্যবন্ত তবু হইল অস্থির॥
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়া মুনিবর।
শোকাকুল প্রবেশিল সমুদ্রভিতর॥
সমুদ্র দেখিয়া তাঁরে রাখি গেল কুলে।
মরণ নহিল যদি সমুদ্রের জলে॥
অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গিয়া উঠিল সে মুনি।
তথাহইতে শোকাকুল পড়িল ধরণি॥

বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চহইতে পড়ি।
তুলারাশি হইল মুনি যায় গড়াগড়ি॥
তাহাতে নহিল মৃত্যু চিন্তে মুনিরাজ।
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ॥
যোজন প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে।
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে॥
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্যভিতর।
নানা পশু ব্যাঘ্র হস্তী ভাল্লুক শূকর॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া সভে পলাইয়া যায়।
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায়॥
মরণ নহিল মুনি ভ্রমিল সংসার।
কত দিনে আইল মুনি গৃহে আপনার॥
এক শতপুত্র নাই দেখি মুনিবর।
পুত্র শোকে অবশ হইল কলেবর॥
চতুর্দ্দিগে অনুক্ষণ বেদ অধ্যয়ন।
নানা শাস্ত্র পঠন করেন পুত্রগণ॥
এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি হয় চিত॥
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর।
মরিতে উপায় মুনি করে নিরন্তর॥
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গম্ভীর।
ভয়ঙ্কর লক্ষ২ আছয়ে কুম্ভীর॥
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি।
হেন কালে পাছুহইতে শুনে বেদধ্বনি॥
বিস্ময় হইয়া মুনি উলটিয়া চায়।
শক্তি ভার্য্যা অদৃশ্যন্তী দেখিল তথায়॥
যোড়হাত করি বলে শক্তির বনিতা।
তোমার সংহতি প্রভু আইলাম এথা॥
মুনি বলে সঙ্গে আর আছে কোন জন।
শত২ বেদধ্বনি করে উচ্চারণ॥
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর।
এত শুনি বলে দেবী বিনয় উত্তর॥
শক্তির নন্দন আছে আমার উদরে।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে॥
এত শুনি বশিষ্ঠ হইল হৃষ্টমন।
বংশ আছে শুনিয়া বর্ত্তিল তপোধন॥
বধূসঙ্গে লইয়া চলিল পুনর্ঘর।
হেন কালে ভেটিল রাক্ষস নরবর॥
নির্জ্জন গহনবনে থাকে নিরন্তর।
বহুনর পশু খাইয়া পূর্ণিত উদর॥
নৃপতি কল্মাষপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে॥

বিপরীত মূর্ত্তি দেখি হাতে কাষ্ঠদণ্ড।
তৃতীয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড॥
নিকটে আইল মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর।
দেখি অদৃশ্যন্তী দেবী কাঁপে থর২॥
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে শুন মহাশয়।
মৃত্যু উপস্থিত হের রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি হেন জন॥
বশিষ্ঠ বলিল বধূ না করিহ ভয়।
নৃপতি কল্মাষপাদ রাক্ষস এ নয়॥
এতেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকটে।
মুনি গিলিবারে যায় দশন বিকটে॥
মুনির হুৎকারেতে রহিল কত দূরে।
কমণ্ডলু জল মুনি ফেলিল উপরে॥
রাজঅঙ্গহৈতে হৈল রাক্ষস বাহিরে।
ইহা দেখি অত্যন্ত বিরস মুনিবরে॥
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন।
কৃতাঞ্জলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি পাপের নাহি অন্ত।
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত॥
মুনি বলে চল শীঘ্র অযোধ্যানগরে।
কদাচিত অমান্য না করহ দ্বিজেরে॥
রাজা বলে আজিহৈতে তোমার কিঙ্কর।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী আমি যাবৎ কলেবর॥
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর সৌদাসনন্দন।
হেন কর মোরে নাহি নিন্দে কোন জন॥
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা সে পাইয়া।
অযোধ্যানগরে পুন রাজা হৈল গিয়া॥
বধূসহ বশিষ্ঠ আইল নিজঘর।
কত দিনে জন্ম হৈল মুনি পরাশর॥
পুত্র দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল।
অতি যত্নে মুনিরাজ তনয়ে পুষিল॥
শিশুকালহৈতে পরাশর মহামুনি।
পিতা বলি বশিষ্ঠেরে নিজ মনে জানি॥
এক দিন পরাশর মায়ের গোচরে।
বাপ২ বলিয়া ডাকেন বশিষ্ঠেরে॥
শুনি অদৃশ্যন্তী শোক করিল প্রচুর।
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া॥
যেই কালে ছিলা তুমি আমার উদরে।
তোমার জনকে বনে খাইল নিশাচরে॥

মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বিশেষে মায়ের দেখি শোকেতে ক্রন্দন॥
ক্রোধেতে শরীর কম্পে লোহিত লোচন।
কি করিব হৃদয় চিন্তিল তপোধন॥
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে মোর বিনাশিল পিতা॥
আজি তার সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন।
না রাখিব ত্রিলোকে তাহার এক জন॥
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল সে এ সব সমাচার॥
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে তাত তুমি কারে কর ক্রোধ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এই না হয় উচিত।
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত॥
কর্ম্ম অনুরূপে শক্তি হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর অকারণ॥
কার এত শক্তি তারে মারিবারে পারে।
ধর্ম্ম অনুরূপফল ভুঞ্জয়ে সংসারে॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপু তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবা নিধন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত করি তোমারে গোচর।
কার্ত্তবীর্য্য বলি ছিল এক নরবর॥
ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত।
নানা যজ্ঞ ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত॥
সর্ব্ব ধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
ধনহীন হৈল যেই রাজা হৈল দেশে॥
ভৃগুবংশে বিপ্রগণে আনিল ধরিয়া।
মাগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া॥
ভয়ে তবে বিপ্রগণ বলিল বচন।
যার গৃহে যত আছে দিব সব ধন॥
এত শুনি ছাড়ি দিল সর্ব্ব দ্বিজগণ।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজন॥
রাজভয়ে কোন দ্বিজ সর্ব্বধন দিল।
কেহ২ কত ধন পুতিয়া রাখিল॥
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচর।
অল্প ধন দেখিয়া রুষিল নরবর॥
অনুচরহৈতে ভেদ পাইল রাজন।
ঘরের ভিতরেতে পুতিল সর্ব্বধন॥
সসৈন্যেতে গৃহ সব বেড়িল যে গিয়া।
বাহির করিল ধন যে ছিল পুতিয়া॥
ধন দেখি ক্রোধ হৈল যত ক্ষত্রিগণ।
ব্রাহ্মণে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন॥

হাতে খড়গ করিয়া যতেক রাজবল।
যতেক ব্রাহ্মণগণ কাটিল সকল॥
বাল বৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল।
দুগ্ধ পোষ্য বালআদি সকলি মারিল॥
গর্ব্ভবতী স্ত্রীগণের চিরিয়া উদর।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর॥
বড় কলরব হৈল ব্রাহ্মণনগরে।
প্রাণ লইয়া স্ত্রীগণ যায় দেশান্তরে॥
এক ভৃগুপত্নী সে আছিল গর্ব্ভবতী।
স্বামিগর্ব্ভ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী॥
উদরহইতে গর্ব্ভ উরুতে থুইয়া।
ক্ষত্রগণ ভয়েতে যায়েন পলাইয়া॥
যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে।
যাইতে নহিল শক্তি পূর্ণ গর্ব্ভভরে॥
মহাভয়ে প্রসব হইল সেইখানে।
দশসূর্য্য প্রায় তেজ ধরয়ে নন্দনে॥
দৃষ্টমাত্রে ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল।
কত২ ক্ষত্রগণ ভস্ম হৈয়া গেল॥
যোড়হাতে স্তুতি করে যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণীরে স্তুতি বহু বিনয় বচন॥
পুত্রে কহি ব্রাহ্মণী সভারে চক্ষু দিল।
প্রাণ লৈয়া ক্ষত্রগণ পলাইয়া গেল॥
পিতৃ পিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার।
মহাক্রুদ্ধ হইল তবে ভৃগুর কুমার॥
মহাদুষ্ট ক্ষত্রগণ কৈল অবিচার।
অনাথের প্রায় দ্বিজ হইল সংহার॥
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এক্ষণ।
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন॥
এত চিন্তি তপস্যা করয়ে ভৃগুবর।
অনাহারে তপ ষষ্টি হাজার বৎসর॥
তপানলে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন॥
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন।
নিবারণ হেতু পাঠাইল সর্ব্বজন॥
ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন।
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারণ॥
আমা সভা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে।
আমা সভা মারিবারে কার শক্তি পারে॥
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন।
সেকারণে ক্ষত্র হাতে হইল মরণ॥
আপনার মনে জানি ক্ষমা করি মনে।
হীনকর্ম্মে হীনতাপি নাহি কোন জনে॥

শম তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।
আমা সভা না রুচে তোমার ক্রোধকর্ম্ম॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া ঔর্ব্ব মুনি।
কহেন কহিলা যত আমি সব জানি॥
পূর্ব্বে আমি ক্রোধে করিলাম অঙ্গীকার।
তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিব সংহার॥
বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ কৈল দুরাচার।
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার॥
দুষ্ট লোকে সমুচিত যদি ফল নয়।
সংসারে যতেক লোক দুষ্টতা করয়॥
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রগণ।
অল্প দোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মণ॥
যখন ছিলাম আমি জননীউদরে।
ক্ষত্রভয়ে মোর মাতা এড়িলেন উরে॥
আর যত ব্রাহ্মণী পাইয়া গর্ব্ভবতী।
উদর চিরিয়া মারিলেক দুষ্টমতি॥
অনাথের প্রায় করি মারিল সভারে।
সে সব স্মরিয়া মম হৃদয় বিদরে॥
হেন দুষ্টজনে যদি শাস্তি না হইবে।
এই মত দুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে॥
শক্তি আছে শাস্তি নাহি দেয় যেই জন।
কাপুরুষ বলি তার সংসারে ঘোষণ॥
এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার।
নিবৃত্ত না হবে ক্রোধ না করি সংহার॥
ঔর্ব্ব প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ।
নিবৃত্ত করহ ক্রোধ শান্ত কর মন॥
ক্রোধ তুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে।
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে॥
বিশেষে যতির ক্রোধ চাণ্ডাল গণন।
এ সর্ব্ব গণিয়া বাপু কর সম্বরণ॥
আমরা তোমার পিতৃগণ গুরুজন।
আমা সভাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন॥
নিবৃত্ত করিতে যদি নাহিক শকতি।
উপায় কহি যে এক শুন মহামতি॥
ত্রৈলোক্য জনের প্রাণ জলের ভিতরে।
জল বিনা মুহূর্ত্তেকে না বাঁচে সংসারে॥
সেকারণে জলমধ্যে এড় ক্রোধানল।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইবে সকল॥
ঔর্ব্ব বলে না লঙ্ঘিব সভার বচন।
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন॥
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ অনলের তেজে।
দ্বাদশযোজন নিত্য পোড়ে সিন্ধুমাঝে॥

বশিষ্ঠ বলেন তাত পূর্ব্বের কাহিনি।
এত অপরাধ ক্ষমা কৈল ঔর্ব্ব মুনি॥
এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল॥
রাক্ষস আমার তাতে করিল ভক্ষণ।
পিতৃবৈরি নিশাচরে করিব নিধন॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
পরাশর মুনি এত দৃঢ় কৈল চিতে॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল মরণ।
রাক্ষসেতে আরম্ভিল শক্ত্রির নন্দন॥
পরাশর যজ্ঞ কথা অদ্ভুত কথন।
যে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষসনিধন॥
রাক্ষসের দুরাচার জানিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল॥
বেদমন্ত্রে অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গীকার।
সঙ্কল্প করিল সহ রাক্ষস সংহার॥
যজ্ঞের অনল গিয়া উঠিল আকাশে।
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে॥
গিরীন্দ্রনগর কানন আদি গ্রাম।
দ্বীপ দ্বীপান্তরে যথা রাক্ষসের ধাম॥
লক্ষ লক্ষ কোটি২ অর্বুদ অর্বুদে।
হাহাকার কলরব করিয়া শবদে॥
পুঞ্জ২ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে।
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চস্বরে॥
মহাতেজ মহাকায় মহাভয়ঙ্কর।
কারু সপ্ত মুণ্ড কারু অষ্ট দশ কর॥
বিকট দশন রক্ত লোমাবলি দেহ।
কূপসম চক্ষুতে রহয়ে ঘন লোহ॥
পর্ব্বত আকার কেহ জিহ্বা লহলহ।
বিপুল উদর কারু দেখি শুষ্ক দেহ॥
কেহ২ প্রবেশিল পর্ব্বত কোটরে।
প্রাণ ব্যগ্র কোন জন বৃক্ষ চাপি ধরে॥
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্রভিতরে।
পাতালে প্রবেশে কেহ যায় দিগন্তরে॥
কর্কট সিংহেতে যেন সলিল বরষে।
লিখন না যায় যত অনল প্রবেশে॥
দশদিগে কলরব হইল হাহাকার।
প্রলয় কালেতে যেন মজয়ে সংসার॥
আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পয়ে তনু যায় গড়াগড়ি॥
কোন কোন রাক্ষসের নাহিক রক্ষণ।
যজ্ঞে লৈয়া আইসে মন্ত্রে করিয়া বন্ধন॥
পরাশর যজ্ঞে হইল রাক্ষস সংহার।
পৌলস্ত্য পাইল সে সকল সমাচার॥
পৌলস্ত্য নামেতে তথা ব্রহ্মার নন্দন।
যার সৃষ্টি হৈল যত নিশাচরগণ॥
সৃষ্টি নাশ হইল চিন্তিত মুনিবর।
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর॥
পৌলস্ত্যেরে দেখিয়া উঠিল মুনিগণ।
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন॥
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর।
পরাশরে চাহি মুনি করিল উত্তর॥
বড় যশ উপার্জিলা শক্ত্রির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিলা নিধন॥
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হৈয়া কর হেন কর্ম্ম।
কোন বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংসাধর্ম্ম॥
পৃথিবীতে দ্বিজ নাহি তোমার বিচারে।
আর কেহ দ্বিজ নাহি কেহ তপ করে॥
তোমার বিচারে শক্তি ছিল হীন জন।
সেকারণে কৈল তারে রাক্ষস ভক্ষণ॥
মৃত্যু বলি সংসারে বড়ই আছে ব্যাধি।
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু ইহার ঔষধি॥
শত বৎসরেতে কেহ সহস্র বৎসরে।
শরীর ধরিলে লোক অবশ্য যে মরে॥
ব্যাঘ্র হস্তী হাতে কিম্বা জলে ডুবি মরে।
শত শত ব্যাধি আরো আছয়ে সংসারে॥
যথায় যাহার মৃত্যু কর্ম্ম নির্ব্বন্ধন।
কার আছে শক্তি তাহা করয়ে খণ্ডন॥
সকল জানহ তুমি শাস্ত্রের গোচরে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম কর অবিচারে॥
বিশেষ আপন দোষে শক্ত্রির নিধন।
মহাক্রোধ হইল অল্প দোষের কারণ॥
আপনার মৃত্যু তবে আপনি সৃজিল।
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল॥
অল্প দোষে মহাক্রোধ দ্বিজে অনুচিত।
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম নির্বন্ধিত॥
রাক্ষসের কোন দোষ বুঝিলা আপনে।
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম কৈলা কিকারণে॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি দ্বিজের এ নয়।
দ্বিজ ক্রোধ কৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয়॥
বধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে॥
ক্রোধ শান্ত কর বাপু আমার বচনে।
হুতশেষ যে আছে রক্ষহ রক্ষগণে॥

আমার বচন যদি মনোরম্য নহে।
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহে ॥
বশিষ্ঠ কহেন সত্য কহিলেন মুনি।
পূর্ব্বেই কহিনু বাপু এ সব কাহিনি ॥
অকারণে হিংসাকর্ম্মে উপজিল পাপ।
এ সর্ব্ব করিলে কি বা পুনঃ পাবে বাপ ॥
ক্রোধ ত্যাগ করি ছাড় লোকের হিংসন।
পৌলস্ত্য মুনির বাক্য করহ পালন ॥
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান।
বহু যত্নে কৈল যজ্ঞ অগ্নির নির্ব্বাণ ॥
নিবৃত্ত না হইল অগ্নি পূর্ব্ব অঙ্গীকারে।
সংকল্প করিল সর্ব্ব রাক্ষস সংহারে ॥
আহুতি না পাইয়া অগ্নি প্রবেশিল বনে।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন দাহনে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন।
কহিলাম এ সকল কথা পুরাতন ॥
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে।
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে ॥
তথাপিহ তারে ক্রোধ না করিল মুনি।
যমহইতে লৈতে পারে তথাপি না আনি ॥
কারণ বুঝিয়া মুনি অতি ক্ষমাবান।
নৃপতি কল্মাষপাদে দিল পুত্রদান ॥
যে রাজা হইল হেতু শতপুত্র নাশে।
তারে পুত্রবান কৈল আপন ঔরসে ॥
অর্জ্জুন বলেন কহ ইহার কারণ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন ॥
একেতো পরের দারা দ্বিতীয়ে অগম্য।
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন তার বিবরণ।
শক্তি শাঁপে নিশাচর হইল রাজন ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল সদায় কলেবর।
ভক্ষ অনুসারে ফিরে অরণ্য ভিতর ॥
হেন কালে দেখে পথে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুই জন ॥
দেখিল ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল নৃপতি।
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণযুবতি ॥
কাতর হইয়া বলে বিনয় বচন।
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাসনন্দন ॥
তোমার বংশেতে সভে দ্বিজের কিঙ্কর।
ব্রাহ্মণেরে বধ না করিহ নরবর ॥
আজি মোর প্রথম হৈয়াছে ঋতুস্নান।
প্রথম বয়স নাহি যাই স্বামিস্থান ॥
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি।
আমারে ভক্ষণ কর ছাড় মোর স্বামী ॥
এতেক কাতর যদি ব্রাহ্মণী বলিল।
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনি না শুনিল ॥
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ।
ঘাড়ভাঙ্গি রক্ত পান কৈল ততক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল।
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জ্বালিল অনল ॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে নৃপে।
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মোর শাঁপে ॥
মোর ঋতু ভুঞ্জিতে না পাইলেন স্বামী।
এইমত নিরাশ হইবা দুষ্ট তুমি ॥
স্ত্রীস্পর্শ কৈলে তোর অবশ্য মরণ।
এ শাপ দিলাম তোরে নহিবে খণ্ডন ॥
সূর্য্যবংশ কারণ জানাই উপদেশে।
বংশরক্ষা হবে তোর ব্রাহ্মণঔরসে ॥
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝ।
দ্বাদশবৎসর বনে ফিরে মহারাজ ॥
বশিষ্ঠহইতে মুক্ত হইয়া রাজন।
সচেতন হৈয়া দেশে করিল গমন ॥
স্নান দান জপ হোম করিল নৃপতি।
শয়ন করিতে গেল যথা মদয়ন্তী ॥
মদয়ন্তী বলে রাজা নাহিক স্মরণ।
ব্রাহ্মণী দিলেক শাঁপ দারুণ বচন ॥
স্ত্রীস্পর্শ করিলে তব হবেক মরণ।
সেকারণে মোর অঙ্গ না ছুও রাজন ॥
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিল নরপতি।
বংশ রক্ষা কারণ চিন্তিত মহামতি ॥
বশিষ্ঠহইতে হবে শুনি লোকমুখে।
ভার্য্যা নিযোজন কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে ॥
বশিষ্ঠহইতে তার হইল সন্ততি।
সূর্য্য বংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি ॥
এত শুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন।
গন্ধর্ব্বেরে বলিলেন বিনয় বচন ॥
এ সব শুনিয়া মম ব্যগ্র হইল মন।
পুরোহিত যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ ॥
রাজগণ পূর্ব্বে পুরোহিতের সুতেজে।
বহু সঙ্কটেতে রক্ষা পাইল ক্ষিতিমাঝে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যদি পুরোহিতে মন।
দেবল ঋষির ভাই ধৌম্য তপোধন ॥
পুরোহিত করি তারে করহ বরণ।
এত শুনি পার্থ তবে প্রসন্ন বদন ॥

আর যত দিয়াছিল গন্ধর্ব্ব রাজনে।
পার্থ বলিলেন ইহা থাকুক এখানে॥
কার্য্যকালে অস্ত্র সব মাগিব তোমারে।
তখনে এ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে আমারে॥
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন।
একে২ পঞ্চভাই কৈলে আলিঙ্গন॥
বিদায় হইয়া গেল আপন নিলয়।
উৎকোচকতীর্থে গেল কুন্তীর তনয়॥
পুরোহিত করি ধৌম্য করিল বরণ।
উল্লাসেতে কৈল ধৌম্য আশীষ বচন॥
ধৌম্য সহ পঞ্চ ভাই চলেন পঞ্চালে।
পথেতে যাইতে বহু ব্রাহ্মণ দেখিলে॥
দ্বিজগণ বলে কে তোমরা পঞ্চ জন।
কোথহৈতে আইসহ কোথায় বা গমন॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে একচক্রাহৈতে।
পঞ্চ ভাই যাইতেছি জননী সহিতে॥
দ্বিজগণ বলে চল আমার সংহতি।
কন্যা স্বয়ম্বর করে পঞ্চালের পতি॥
স্বয়ম্বর দেখিব পাইব বহুধন।
আমাসভা সংহতি চলহ পঞ্চ জন॥
তোমা পঞ্চ জনে যদি পাঞ্চালী দেখিবে।
মনে হেন লয় তোমা অবশ্য বরিবে॥
তোমা পঞ্চ জনে কৃষ্ণা বরিবে কাহারে।
দেখিয়া বিস্ময় তার জন্মিবে অন্তরে॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সহিত।
পঞ্চালনগরেতে হইল উপনীত॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোকে তরি॥
আদিপর্ব্বে উত্তম বশিষ্ঠ উপাখ্যান।
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুণ্যবান॥

পঞ্চালনগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
কুম্ভকারগৃহমধ্যে করেন আশ্রয়॥
ভিক্ষা করি আনি তথা ব্রাহ্মণের বেশে।
হেনমতে কত দিন থাকেন সে দেশে॥
স্বয়ম্বর সজ্জা করে পঞ্চালঈশ্বর।
অদ্ভুত করিল লক্ষ লোকে অগোচর॥
যখন জন্মিল কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী।
তখন করিল চিন্তে পঞ্চালাধিকারী॥
এ কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয়।
এ কন্যার যোগ্য পাত্র আর কেহ নয়॥
জতুগৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন।
হেন মতে ধ্বনি হৈল ঘোষে সর্ব্বজন॥
দ্রুপদ বলিল ইহা চিত্তে নাহি লয়।
দেবহৈতে জন্মে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
বহু দেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ।
না পাইল পাণ্ডবেরে চিন্তিত রাজন॥
হেন ধনু কৈল যাহা কেহ নাহি দেখে।
শূন্যেতে রাখিল ধনু অসম্ভব লোকে॥
মধ্য পথে যন্ত্র থুইল মন্ত্র বিরচিতে।
পঞ্চ শর শহ ধনু থুইল সভাতে॥
এই ধনুঃশর এই যন্ত্র রন্ধ্রপথে।
যে বিন্ধিবে লক্ষ কন্যা ভজিবে তাহাতে॥
করিল দ্রুপদ রাজা এইমত পণ।
রাজগণে সর্ব্বত্র করিল নিমন্ত্রণ॥
সাগর অবধি যত রাজগণ বৈসে।
সসৈন্যে আইল সভে পঞ্চালের দেশে॥
রথ অশ্ব পদাতিক না যায় গণনা।
চতুর্দ্দিগে মহাশব্দ বিবিধ বাজনা॥
জল স্থল পর্ব্বত কানন নদ নদী।
দশ দিগ যুড়িয়া আইসে নিরবধি॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
লোকমুখে কলরবে কিছুই না শুনি॥
নগর ঈশান ভাগে পঞ্চালঈশ্বর।
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর॥
চতুর্দ্দিগে পরিসর মঞ্চ বিরচিল।
বিচিত্র বসন মণি রতনে মণ্ডিল॥
কৈলাস শিখর যেন দেখিতে সুন্দর।
রাজগণ রহিবারে বিরচিল ঘর॥
সুবর্ণ রজত মণি মুকুতা প্রবাল।
মঞ্চ বেষ্টি বিরচিল সুবর্ণের জাল॥
গুবাক কদলী রুপিলেক স্থানে২।
উচ্চ নীচ কাটি কৈল একই সমানে॥
চন্দনের ছড়াতে নাশিল সব ধূলি।
সুগন্ধি কুসুমে মত্ত গন্ধে সব অলি॥
স্থানে২ রাখিল বিচিত্র সিংহাসন।
বিচিত্র উত্তম শয্যা বিচিত্র বসন॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় লিখনে না যায়।
বহুদিনে করিল সঞ্চয় তাহা রায়॥
বসিল যতেক রাজা যথাযোগ্য স্থানে।
পুরন্দর সভা যেন অমর ভুবনে॥
মঞ্চের উপরেতে বসিল রাজগণ।
নানা চিত্র বিচিত্র বিবিধ বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল মণি গলে মুক্তাহার।
মাথার মুকুট অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥

রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বগুণশালী॥
আইল যতেক রাজা না হয় বর্ণনা।
চতুরঙ্গ দলেতে লইয়া নিজ সেনা॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সহ যত আর॥
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কর্ণ কৃপ সোমদত্ত।
কোটিকোটি রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত॥
জরাসন্ধ জয়সেন রাজা চক্রসঙ্গ।
মৎস্যরাজ শল্য শাল্ব সিন্ধুরাজ রঙ্গ॥
শকুনি সৌবল বৃহদ্বল মহাবীর।
গান্ধাররাজার পুত্র যুদ্ধে মহাধীর॥
অংশুমান চেদিপাল কাশীদণ্ডধর।
পশুপাল শ্বেতশঙ্খ বিরাট উত্তর॥
প্রভৃতি পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা।
রুক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা॥
শত ভাই কলিঙ্গ নৃপতি অনুগত।
বৃন্দ অনুবৃন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ॥
নীলধ্বজ শ্রীবৎস যে রাজা সত্রাজিত।
চিত্র উপচিত্র দূর্ব্বানন্দের সহিত॥
বৃহৎক্ষত্র উলূক কৈতব জলসন্ধ।
ভগদত্ত চক্রসেন শূরসেন চন্দ্র॥
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরসিবাহন।
মহারাজ শল্য আইল মাদ্রীর নন্দন॥
ভূরি ভূরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্মা সঞ্জয়।
গোশৃঙ্গ বাহ্লীক দীর্ঘস্বর প্রদ্যোদয়॥
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল মঞ্চোপর।
শরদের কালে যেন শোভে শশধর॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর জানিয়া অমর।
দেখিবারে ইন্দ্র সহ আইল সত্বর॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
দেবতা তেত্রিশকোটী গন্ধর্ব্ব চারণ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর ঋষি অপ্সরা অপ্সরী।
নৃত্য গীত বাদ্যেতে যেমন স্বর্গপুরী॥
গরুড়ারোহণে আইলেন জগন্নাথ।
পাণ্ডব বিবাহ হেতু সপ্ত বংশ সাত॥
কামপাল কামদেব কামের নন্দন।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ॥
বিদূরথ কৃতবর্ম্মা উদ্ধব অক্রূর।
পৃথু ঝিল্লী পিণ্ডারক শঙ্কু উশীনর॥
শূন্যেতে রহিলেন খগপতি আরোহণ।
করিলেন শঙ্খধ্বনি স্বয়ং নারায়ণ॥

পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
পৃথিবীর যত বাদ্য সব লুকাইল॥
যত সভ্যগণ সভামধ্যে বসিছিল।
গোবিন্দ আগত দেখি সম্ভ্রমে উঠিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত।
শল্য ভূরিশ্রবা ক্রথ কৌশিকসহিত॥
কৃতাঞ্জলি করি শিরে কৈল দণ্ডবত।
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজগণ যত॥
শিশুপাল আর শাল্ব রুক্মি দন্তবক্র।
জরাসন্ধ সহ যত রাজা দুষ্টচক্র॥
কেহ বলে কারে সভে করিলা প্রণাম।
দেব কি পশুত্ব খণ্ডি পুরাইবে কাম॥
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল।
সভাহৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল॥
তেঁইসে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে।
বাদ্যকরগণ সহ বাজাবার তরে॥
জরাসন্ধ বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান।
তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান॥
এ সভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম।
গোপসুতে প্রণম ক্ষত্রিয়ের কি ধর্ম্ম॥
নন্দগোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপঅন্ন খাইয়া রাখিত গরুপাল॥
সর্ব্ব লোক জ্ঞাত খ্যাত ভারত ভূমিতে।
জানিয়া এমত কর্ম্ম করিলা কিমতে॥
ভীষ্ম বলিলেন এত তত্ত্ব নাহি জানি।
পুরাতনজ্ঞান বৃদ্ধলোক মুখে শুনি॥
গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্যভিতর॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশলোকে।
বিরাটপুরুষ ধরে এক লোমকূপে॥
তিন অর্দ্ধকোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট যার নিশ্বাসে পলায়॥
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার।
মায়াতে মানুষ দেহ দেব নরাকার॥
লীলায় হইল যার চরাচর জন।
নাভি কমলেতে স্রষ্টা করিল সৃজন॥
ললাটে জন্মিল ধাতা চক্ষুতে তপন।
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন॥
ক্রমি কীট পর্য্যন্ত যতেক মহীপাল।
সর্ব্ব ভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল॥
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন।
সেইসে মস্তকে বন্দে গোপালচরণ॥

পঞ্চমুণ্ড অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ।
চারিমুণ্ডে বিধাতা সহস্রমুণ্ডে শেষ॥
হেন জনে প্রণমিতে আমি কিসে জানি।
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি॥
ভীষ্মের বচন শুনি হাসে জরাসন্ধ।
কোন মূঢ়বাক্যে তুমি পড়িয়াছ ধন্দ॥
যখন মারিল দুষ্ট আমার জামাতা।
তখন না শুনিলাম এদুরন্ত কথা॥
ভয়েতে মথুরা ত্যজি গেল সিন্ধুতীরে।
সেইত দিবসেমাত্র পলাইল ডরে॥
কহ ভীষ্ম এই যদি দেবনারায়ণ।
আমার ভয়েতে পলাইল কি কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন সে সকল জানি আমি।
না জানিয়া বলি চিত্তে না ভাবিহ তুমি॥
পূর্ব্বে ছিলা রাজা তুমি দৈত্যঅধিপতি।
কৃষ্ণ হস্তে মরিলে পাইবা দিব্যগতি॥
সেকারণে নারায়ণ তোমা না মারিল।
না জানিয়া বলভদ্র মারিতে পারিল॥
শূন্যবাণী শুনি তোমা না মারিল প্রাণে।
অষ্টাদশবার হারি পলাইল রণে॥
এত শুনি জরাসন্ধ ক্রোধ রক্তআঁখি।
পুনশ্চ বলেন ভীষ্ম ক্রোধমুখ দেখি॥
কি হেতু করহ তাপ মগধপ্রধান।
এই আমি এথাহৈতে যাই অন্যস্থান॥
কৃষ্ণ নিন্দাস্থানে আমি তিলেক না থাকি।
নিন্দকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি॥
এত বলি তথাহৈতে যান অন্যস্থান।
কাশীদাস বিরচিল শুনে পুণ্যবান॥
হেন মতে তথায় ষোড়শ দিন গেল।
একলক্ষ রাজা যবে সভায় বসিল॥
তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণ।
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীর করিতে সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা সর্ব্বধাত্রীগণ।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ॥
নানা পুষ্পে সাজাইল যেখানে যে সাজে।
বত্রিশকলাতে যেন শোভে দ্বিজরাজে॥
দ্রৌপদীর পুরোহিত পড়িল মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল॥
সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্চ্ছিত॥
কামাগ্নি দহিল যেন হৈল অচেতন।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় সব রাজগণ॥

কেহ২ সেই স্থানে পড়িল মোহিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া॥
সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চাহে আর।
কেহ২ জীবন বাখানে আপনার॥
ধন্য এ জীবন যাহে দেখিলাম এ রূপ।
পাইব এ কন্যা চিত্তে করে কোন ভূপ॥
হেনমতে রাজগণ বিস্ময় অন্তরে।
কাশীদাস বিরচিল রচিয়া পয়ারে॥
পূর্ণ সুধাকর হইতে প্রবর
কে বলে কমল মুখ।
গজমতি ভূষা তিলফুল নাসা
দেখি মুনিমন সুখ॥
নেত্র যুগমীন দেখিয়া হরিণ
লাজে দোঁহে গেল বন।
চারুভুরু লতা দেখিয়া মন্মথ
নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর বিরাজে অধর
পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী
সিন্দূর চাচরবালে॥
তড়িত মণ্ডল গণ্ডেতে কুণ্ডল
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ লজ্জায় দাড়িম্ব
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধিমাঝে।
নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি ব্যাল
প্রবেশিল বিলে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ প্রবেশে বিপিন
করিহর হরি লাজে।
করে কোকনদ পাইল বিপদ
নখতেজে দ্বিজরাজে॥
কনক কঙ্কণ করে ঝন২
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর বিহার কন্দর
স্বর্ণ কাঞ্চী অবতংস॥
রামরম্ভা তরু চারু যুগ উরু
দেখি নিন্দে হাত হাতি।
উদর সুকৃশ মাজা মৃগঈশ
নিতম্ব যুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল শরীর অমল
কমলে গঠিত অঙ্গ।

ভারের কারণ হীন আভরণ
সহজে মোহে অনঙ্গ ॥
কমল বদন কমল নয়ন
কমল গঞ্জিতগণ্ড।
দ্বিকর কমল কমলাংঘ্রিতল
ভুজ কমলের দণ্ড ॥
মন্দ২ বায় যোজনেকে যায়
অঙ্গের কমলগন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত ধায় চতুর্ব্বিত
কোমল মধুপবৃন্দ ॥
কুরুকুল ধ্বংসে কমলার অংশে
সৃজিল কমলাজাত।
কমলাবিলাসি বন্দি কহে কাশী
কমলাকান্তের সুত ॥
দ্রৌপদীর মুখ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সভাই উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সভে য়ায বায়ুবেগে।
সভে বলে রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
সুহৃদে সুহৃদে সভে উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ ॥
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তি ক্ষত্রকুলে মহাতেজা ॥
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃপুনঃ।
নোয়াইয়া ধনু হুলে দিতে নিল গুণ ॥
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া নৃপতি পড়িল কত দূরে ॥
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিয়া বহুল।
ধনু ধরে জানুপাতি নোয়াইয়া হুল ॥
মুখে রক্ত উঠিল কম্পিত কলেবর।
কত দূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধূলায় ধূসর ॥
তবে মৎস্যঅধিপতি বিরাট রাজনে।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণে ॥
তুলিতে না পারিল ছাড়িতে না পারিল।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল ॥
কন্যাকে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ ॥
তুলিতে নাহিক শক্তি বিন্ধিবারে চাও।
এই মুখে মৎস্যদেশ রাজপণে খাও ॥
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনুঃ।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কত দূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ॥
পায় চাপি ধরি ধনু গুণ দিতে চায়।
কত দূরে পড়িল হইয়া মৃতপ্রায় ॥
মত্ত দশসহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম।
ধনুতে দিবার গুণ না হইল ক্ষম ॥
শিশুপাল মহারাজ চেদির ঈশ্বর।
বড় লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর ॥
লজ্জা ভয়ে প্রাণপণে নোয়াইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য হৈতে হীনবীর্য্য তনু ॥
ধনুহুলে চিবুক লাগিয়া উলটিল।
কত দূরে রাজগণউপরে পড়িল ॥
মুকুট ভাঙ্গিল তনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন ॥
একে২ যত ছিল নৃপতির গণ।
রুক্মি ভগদত্ত শল্য সাল্ল নৃপাসন ॥
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশ্ম ভোজনরপতি।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি ॥
সত্যসেন সুষেণ রোহিত বৃহন্নল।
দীর্ঘপিঙ্গ কেশি দন্তবক্র মহাবল ॥
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয় প্রধান।
লক্ষ২ নরপতি সভে বলবান ॥
একে২ সভাই বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোয়াইতে কেহ না হইল ক্ষম ॥
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি।
কোথা পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্ন মণি ॥
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় হৈল নাকে।
মুখে রক্ত উঠে কারো ঝলকে ঝলকে ॥
হাহাকার করে কেহ ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর তনু যায় গড়াগড়ি ॥
বড়২ নৃপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান ॥
প্রথমে বিন্ধিব বলি হৈল মহাগোল।
লজ্জায় কাহারু মুখে নাহি আর বোল ॥
দম্ভ করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে।
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে ॥
অজেয় জানিয়া সভে বিপুল ধনুক।
যত ক্ষত্রকুল সভে হইল বিমুখ ॥
রাজগণ যখন হইল ভঙ্গিয়ান।
কর যোড় করি বলে পঞ্চালপ্রধান ॥
অবধান কর যত রাজার সমাজ।
স্বয়ম্বর করিয়া যে পাইলাম লাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম যত রাজগণ।
না হইল কার্য্যসিদ্ধি করি প্রাণপণ ॥

সভে বলে রাজা তোর না বুঝি চরিত।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরীত॥
বহুস্থানে এমত আছয়ে লক্ষপণ।
লক্ষ বিন্ধি সভে লইয়াছে কন্যাগণ॥
এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনু ভরে মূর্চ্ছা হৈল সব নৃপমণি॥
বিন্ধিবার কায থাকু গুণ দিতে নারি।
আমা সভা বিড়ম্বিতে করেছ চাতুরী॥
বহু ধনু দেখিয়াছি আমাসভে জানে।
হেন ধনু দেখি নাহি শুনি নাহি কাণে॥
মদ্রুরাজ পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ম্বর কৈল।
যোজনেক উচ্চ রাধাচক্র করেছিল॥
তাহাতেহ গুণ দিল কোন কোন জনা।
লক্ষ বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষণা॥
ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেহ এইমত পণ করিল নৃপতি॥
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সে ধনু নহিবেক এ ধনুর তুলনা॥
তাহাতেহ গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ বিন্ধি কন্যা দিন দুর্য্যোধনে॥
জনমেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সংবোধনে।
কহ মুনি কর্ণ লক্ষ বিন্ধিল কেমনে॥
কহ শুনি ভানুমতীর স্বয়ম্বরকথা।
কোন২ রাজগণ গিয়াছিল তথা॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
প্রাগদেশে ভগদত্ত কন্যা ভানুমতী॥
নৃপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল সব নৃপবর॥
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পঞ্চালনন্দন॥
সাল্ব শিশুপাল দন্তবক্র পুরোহিত।
জয়দ্রথ শল্য মদ্রু কৌশল সহিত॥
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ মহাতেজা।
স্বয়ম্বরে গেল আশী সহস্রেক রাজা॥
হেন মতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত নৃপতি করিল নিবেদন॥
এই মত মৎস্য লক্ষ উচ্চার্দ্ধ যোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেই জন॥
সেই মম কন্যা লইবেক ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি॥

ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
ভানুমতী রূপে তেন করিল প্রকাশ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
বত্রিশ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন॥
তবে যত রাজগণ উঠি একে২।
কার শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে॥
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহু শক্তি দিল গুণ ধনু নোয়াইয়া॥
লক্ষের উদ্দেশে বাণ বিন্ধিল নৃপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ কাহার শকতি॥
লক্ষ পরশিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
সে লাজ পাইয়া ধনু হাতেহৈতে ফেলে॥
যত সব রাজগণ হইল বিমুখ।
কার শক্তি নোয়াইতে নারিল ধনুক॥
সভারে বিমুখ দেখি প্রাগদেশপতি।
করযোড়ে কহে সব নৃপতির প্রতি॥
কাহাহৈতে নহিল আমার প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এক্ষণ॥
রাজগণ বলে শক্তি নাহি মোসভার।
উপায় করহ চিত্তে যে হয় বিচার॥
যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কার শক্তি তারে কিছু বলিতে না পারি॥
এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত্ত।
অস্ত্র ধারী হইয়া আছয়ে ইথে যত॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
যে বিন্ধিবে লক্ষ সে লভিবে ভানুমতী॥
এই ভাষা পুনঃপুনঃ বলিল রাজন।
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেক টঙ্কার।
লক্ষের উদ্দেশে অস্ত্র করিল প্রহার॥
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টভেদি।
এক বাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি॥
দেখি হৃষ্টমতি তবে হইল ভানুমতী।
কর্ণগলে মালা দিতে যায় শীঘ্রগতি॥
পাছে হৈয়া মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় হইল॥
রহ২ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা।
শুনিয়া বলিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা॥
কর্ণ বলে লক্ষ যে বিন্ধিলাম সভাতে।
ভানুমতী আইল আমারে মালাদিতে॥
মৈত্র হেতু আমি তারে করিনু বারণ।
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ॥

জরাসন্ধ বলে অর্দ্ধভাগী হই আমি।
মোর গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি॥
গুণ দিলে ধনুকে অর্দ্ধেক হয় তার।
হয় নয় বুঝ সভে করিয়া বিচার॥
এত শুনি কহিল যতেক নরপতি।
সত্য কহিলেন জরাসন্ধ মহীপতি॥
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
ভানুমতী উপরেতে স্বামিত্ব দোঁহার॥
এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান।
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান॥
ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেই জন।
এইমত কহিল সকল রাজগণ॥
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি॥
বহু শক্তি দিলা গুণ করি প্রাণপণ।
নোয়াইতে ধনু তাহে নহিলা ভাজন॥
কন্যা লোভে দ্বন্দ্ব এবে কর মিথ্যা দায়।
ইহার উচিত ফল পাবা মোর ঠাঁই॥
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার।
হেন লক্ষ বিন্ধিবারে কি শক্তি আমার॥
অন্যথা তথায় লক্ষ রাখ লৈয়া পুনঃ।
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুণ॥
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর।
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দোঁহাকারে দোঁহে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি॥
নানা অস্ত্র কর্ণ বীর করে বরিষণ।
নিবারয়ে তাহা বৃহদ্রথের নন্দন॥
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হইল দোঁহার।
ধনু এড়ি গদা লইল মগধকুমার॥
গদা যুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ।
গদাঘাতে চূর্ণ সে করিল কর্ণরথ॥
সারথি তুরঙ্গ রথ সে চূর্ণ করিল।
লাফ দিয়া কর্ণ বীর ভূমিতে পড়িল॥
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন॥
মারমার করিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে।
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে॥
মেঘের বর্ষণাধিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে।
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধূলি হইয়া পড়ে॥
হেনমতে কত ক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥

খণ্ড২ করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
আর গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল॥
সেহ গদা কাটি কর্ণ কৈল খানখান।
আর গদা নৈল পুনঃ মগধপ্রধান॥
পুনঃপুনঃ জরাসন্ধ যত গদা লয়।
তিল তিল করি কাটে সূর্য্যের তনয়॥
বহু গদা কাটাগেল গদা নাহি আর।
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধকুমার॥
আমি অস্ত্র হীন তুমি হও অস্ত্রধারী।
অস্ত্র ত্যজ আইস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি॥
শুনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুঃশর।
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে ভূমির উপর॥
মুণ্ডে২ ভুজে২ বুকে২ তাড়ি।
চরণে২ ছান্দি যায় গড়াগড়ি॥
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টিক প্রহার।
চট২ শব্দ বাজে অঙ্গে দোঁহাকার॥
কোথায় পড়িল রত্ন কণ্ঠহার ছিঁড়ি।
মাথার মুকুট গেল চূর্ণ হয়ে উড়ি॥
দোঁহাকার সংগ্রামে না হয় যে বিরাম।
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবণ শ্রীরাম॥
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ।
দুই মত্ত দন্তাবল করে মহারণ॥
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্যপরাক্রম।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কালান্তক যম॥
ভুজবলে জরাসন্ধে পাড়িল ভূতলে।
বুকে চাপি বসিয়া চাপিয়া ধরে গলে॥
জরাসন্ধ সঙ্কট দেখিয়া রাজগণ।
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ॥
হারি অপমান হইয়া মগধের পতি।
আপনার দেশ গেল হৈয়া দুঃখমতি॥
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধন আগে লৈয়া দিল ততক্ষণ॥
হৃষ্ট হৈয়া দুই মিত্র করে কোলাকুলি।
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজদেশে চলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
জিজ্ঞাসিল জনমেজয় কহ মুনিবর।
তবে পুনঃ কি করিল পঞ্চালঈশ্বর॥
মুনি বলে অবধান কর নৃপমণি।
পুনঃপুন রাজগণ বলে কটুবাণী॥
উপহাস করিবারে নৃপতিমণ্ডলে।
মিথ্যা স্বয়ম্বর করি নিমন্ত্রি আনিলে॥

আমাসভামধ্যে বিন্ধে নাহি হেন জন।
কহ বিন্ধিবারে তোর যারে লয় মন॥
রাজগণ বাক্য শুনি দ্রুপদকুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে মধ্যেতে সভার॥
ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যত জন।
যে বিন্ধিবে তারে কৃষ্ণা করিবে বরণ॥
হউক নহুক রাজা নাহিক বিচার।
লভিবেক কৃষ্ণা লক্ষ বিন্ধে শক্তি যার॥
পুনঃ২ ধৃষ্টদ্যুম্ন সভাকার আগে।
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রভাগে॥
রাম দৃষ্টি করিলেন কৃষ্ণের বদন।
ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিছেন নারায়ণ॥
আমাসভাকার তাহে নাহি কিছু কায।
অকারণে সভায় উঠিয়া পাব লাজ॥
বলভদ্র বলেন যে রহি কি কারণ।
ব্যর্থ স্বয়ম্বর কৈল পঞ্চালরাজন॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল একলক্ষ রাজা।
বিংশতি দিবস সভাকার করে পূজা॥
কোন রাজা নোয়াইতে নারিল ধনুক।
তোমাহেন জন যাতে হইল বিমুখ॥
আর বা সংসারমধ্যে আছে কোন জন।
এ লক্ষ বিন্ধিয়া কন্যা করিবে গ্রহণ॥
চল অকারণে আর কেন রহি ইথি।
পনর দিবস ছাড়িলাম দ্বারবতী॥
গোবিন্দ বলেন আজিকার দিন রহ।
লক্ষ বিন্ধিবার দেব কৌতুক দেখহ॥
যেই বিন্ধে ইতিমধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি।
এই লক্ষ বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি॥
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।
ইন্দ্র যমপ্রভৃতি বরুণ দিকপালে॥
এ লক্ষ বিন্ধিতে সভে এক জন ক্ষম।
মনুষ্য লোকের শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম॥
শুনিয়া বলেন রাম বিস্ময় বদন।
কহ কৃষ্ণ এমত আছয়ে কোন জন॥
তিন লোক বীর তার নহিল সমান।
নরে শ্রেষ্ঠ তোমাবিনা কেবা আছে আন॥
তোমা আমাহৈতে শ্রেষ্ঠ আছে যে মানুষ।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মম মানস কলুষ॥
অবর্ণিতরূপ কৃষ্ণা লক্ষ্মী স্বরূপিণী।
সংপূর্ণ চন্দ্রমা মুখ জাতিতে পদ্মিনী॥
এ কন্যা লভিবে সেই পুরুষউত্তম।
কহ কৃষ্ণ আমাহৈতে অন্য কে বা ক্ষম॥

গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
এ লক্ষ বিন্ধিতে পার্থ বিনা নাহি আন॥
ইন্দ্রের নন্দন যেই পাণ্ডব মধ্যম।
লক্ষ বিন্ধিবারে মাত্র সেই হয় ক্ষম॥
রাম বলিলেন শুনি গোবিন্দের কথা।
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহিবা আর এথা॥
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল।
সে পারিবে দ্বাদশবৎসর যে মরিল॥
আশ্চর্য্য লাগিল মম শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস॥
অগ্নিমধ্যে পুড়িল যে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বিনা লক্ষ বিন্ধে নাহি হেন জন॥
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ কহ নারায়ণ।
কি হেতু রহিতে বল না বুঝি কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্যবন্ত তারা অবধ্য সংসারে॥
দেবহৈতে হৈল পঞ্চ কুন্তীর কুমার।
ভূমিভার বিনাশিতে জন্ম সভাকার॥
তাহারে মারিতে পারে কাহার শকতি।
কতকাল গুপ্তে গোঙাইল যথিতথি॥
এই সভামধ্যেতে আছয়ে পঞ্চ জন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন রোহিণীনন্দন॥
রাম বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হইল যে মন॥
অগ্নিতে মরিল পুড়ে বিখ্যাত ভুবনে।
এতকাল কোন দেশে বঞ্চিল গোপনে॥
কোন বেশে কোনখানে আছে পঞ্চ জন।
পার্থ লক্ষ বিন্ধিতে না উঠে কিকারণ॥
এত শুনি বলিলেন মৃদু যদুবীর।
হোর সভামধ্যে দেখ রাজা যুধিষ্ঠির॥
এক্ষণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয়।
লক্ষ বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয়॥
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে।
লক্ষ বিন্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিবে॥
শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্ঠিরপানে।
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরস বদনে॥
তৈল বিনা তাম্রবর্ণ লোমাবলি ঠুলি।
মাথায় ঝাঝর ছত্র কান্দে ভিক্ষার ঝুলি॥
রাম বলিলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে ব্যাখ্যান॥
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠির।
অনাহারে মহাক্লিষ্ট দুঃখিত শরীর॥

রাজা দুর্য্যোধন দেখি অতুল বৈভব।
সভায় বসিতেছেন দ্বিতীয় বাসব॥
গোবিন্দ বলেন অবধান মহাশয়।
পাপআত্মা দুর্য্যোধন জানিহ নিশ্চয়॥
পাপেতে পাপির ধন বৃদ্ধি হয় নীতি।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি॥
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মিজন।
দুঃখ সুখ কতকাল দৈবের লিখন॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ।
সভাই ত্যজিল লক্ষ বিন্ধিবার মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
পুনঃপুন ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ংবর স্থলে।
লক্ষ বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি॥
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নম্র করিলেন মহাধনু॥
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্ব জন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন॥
শুনহ পঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ॥
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়েন ধনুকে।
হেন কালে শিখণ্ডিকে দেখেন সম্মুখে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থুইলা মহামতি॥
তবেত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পঞ্চালনন্দন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে সবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ বিন্ধি কদাচন॥
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদকুমারী।
সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী॥
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ হানি।
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বামপাণি॥
টঙ্কারিয়া গুণ পুনঃ বলেন আচার্য্য।
খসাইয়া দিব গুণ এ কোন আশ্চর্য্য॥
বিন্ধিতে যে শক্ত তার গুণেতে কি ভয়।
দুই স্থানে অধিকারী দুর্য্যোধন হয়॥
তেঁই গুণ ঘুচাইতে নাহি প্রয়োজন।
বিশেষে ভীষ্মের দত্ত নহে অন্যজন॥
তবে দ্রোণ লক্ষ দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ দ্রুপদ নৃপেতে॥
পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণমৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
মধ্যে রন্ধ্র আছেমাত্র যায় একবাণ॥
উর্দ্ধদৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রছিদ্র পথে॥
অধোমুখ চাহিয়া থাকিবে মৎস্যলক্ষ।
উর্দ্ধবাহু বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলছায়া চায়।
দেখিয়া সে হৃদয়ে চিন্তেন যদুরায়॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানাবিদ্যা অস্ত্র শাস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয়॥
বিশেষে সভার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ।
সকল লোকেতে খ্যাত সৃষ্টি করে ভেদ॥
লক্ষ বিন্ধিবারে কিছু চিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ নাহিক অন্যথা॥
সুদর্শন চক্র আচ্ছাদেন চক্রধর।
মৎস্য লক্ষ ঢাকি রহে সেই চক্রবর॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রছিদ্র পথ বিন্ধে জলেতে চাহিয়া॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগণমণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হৈয়া অধোমুখ॥
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রৌণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে।
আকর্ণ পূরিয়া চক্রছিদ্র পথে হানে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খানখান॥

দ্রোণ দ্রৌণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন॥
বামহস্তে ধরে ধনু দিয়া পদভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
উর্দ্ধকরে অধোমুখে যুড়িল সন্ধান॥
ছাড়িলেক বাণ বায়ুতর বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে॥
সুদর্শন চক্র ঠেকি চূর্ণ হৈয়া গেল।
তিলবত হৈয়া বাণ ভূতলে পড়িল॥
লজ্জা পাইয়া কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হৈয়া সভামধ্যে বৈসে গিয়া॥
ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃপুন ডাকি বলে দ্রুপদকুমার॥
দ্বিজ হৌক ক্ষত্র হৌক বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ বিন্ধিবেক যদি॥
লভিবেক দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মোর পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পঞ্চালনন্দন॥
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন তথা গেল হেনমতে॥
দ্বিজসভামধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিগে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণমধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃপুন ডাকে।
লক্ষ আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে॥
যে লক্ষ বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হৈলেন অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পাইয়া ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়াত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভাহৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সভে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য সাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়সমাজে॥
বলিবেক ক্ষত্রগণ লোভি দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সেকারণ॥
বহুদূরহইতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব্য আশা কেন কর দ্বিজ ইতে॥
অনর্থ না কর বৈস আসিয়া ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ॥
পুনঃপুন ডাকি বলে দ্রুপদতনয়।
শুনিয়া অধৈর্য্যচিত্ত বীর ধনঞ্জয়॥
পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন মতি।
হেন কালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
দুষ্টরাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হইল॥
শঙ্খশব্দ শুনি পার্থ হৈলেন উল্লাস।
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস॥
উঠ২ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর।
লক্ষ বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর॥
গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠিলেন অর্জ্জুন।
পুনঃ গিয়া ধরিলেন যতেক দ্বিজগণ॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলা বাতুল।
তোর কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই যত দ্বিজগণ॥
সভাহইতে সভাকারে দিবে খেদাইয়া।
পাবার থাকুক কার্য্য লইবে কাড়িয়া॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন জন॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমাসভার কি কায॥
যুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি ছাড়ি দিল সভে।
ধনুক নিকটে ধনঞ্জয় যান তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্ম দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥

সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ।
তাহে পরাজয় হইল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিম্বা করি অনুমান॥
কিবা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নহে কি যাবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণেরে এমনে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্ম পত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ করে লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানু লম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত॥
বুকপাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নিঅংশু যেন পাংশুআচ্ছাদিল নাগে॥
এইক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ।
কাশী ভণে কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অশক্য॥
এইমত রাজগণ করিছে বিচার।
ধনুর নিকটে যান কুন্তীর কুমার॥
প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিনবার।
শিবদাতা শিবে করিলেন নমস্কার॥
বামকরে করি ধনু তুলিলেন অর্জ্জুন।
নোয়াইয়া ফেলিলেন কর্ণ দত্ত গুণ॥
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সেশব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সভার॥
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তেন হৃদয়।
সাক্ষাৎ কি রূপ হবে অজ্ঞাতসময়॥
পুর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে আমারে।
বাঞ্ছ যদি আমারে প্রণাম করিবারে॥
আগে এক অস্ত্র মারি কর সম্বোধন।
অন্য অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন॥
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের গহনে॥
বিশেষে সভারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে॥
দুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ॥
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দ্রোণাচার্য্য তায়॥
বিস্মিত হইয়া দ্রোণ চিন্তেন তখন।
মম প্রিয়শিষ্য এই হবেক সুজন॥
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তাঁরে করিলেন পার্থ শত নমস্কার॥
দ্রোণ বলিলেন দেখ শান্তনুতনয়।
লক্ষবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময়॥
ভীষ্ম বলিলেন আমি ক্ষত্র এ ব্রাহ্মণ।
আমারে প্রণাম সে করিবে কি কারণ॥
দ্রোণ বলেন দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষত্রকুল শ্রেষ্ঠ এই ছন্ন দ্বিজরূপী॥
যেই বিদ্যা দেখাইল সভাবিদ্যমানে।
মম শিষ্য বিনা ইহা অন্যে নাহি জানে॥
বড়২ রাজা ইহা কেহ নাহি জানে।
এ বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে॥
বিশেষে তোমারে সে করিল নমস্কার।
তোমার বংশেতে জন্ম হইয়াছে ইহার॥
এক্ষণে বিদিত আর হবে মুহূর্ত্তেকে।
কতক্ষণ লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে॥
ভীষ্ম বলেন এ আমি হৃদয়ে ভাবিতেছি।
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি॥
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্র মুখ।
কহনে না যায় যত জন্মিতেছে সুখ॥
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে।
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন কহিতে ভয় করি।
কেহ পাছে শুনে ইহা দুষ্টলোকে ডরি॥
বিশেষে অনেক দিন মরিল যে জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে॥
ভীষ্ম বলিলেন কহ কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহুদিন কি নাম তাহার॥
দ্রোণ বলেন যে বিদ্যা করিল এ সভায়।
পার্থ বিনা মম ঠাঁই কেহ নাই পায়॥
পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিলাম স্বীকার।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার॥

সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে।
আমারে দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে॥
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তেঁই পার্থ বলি ইহা লয় মম মনে॥
পার্থের শুনিয়া কথা ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে আর্দ্র হইল দুকূল॥
কি বলিলা আচার্য্য করিলা কোন কর্ম্ম।
জ্বালিলা নির্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব সে সাধুপুত্রগণে॥
এত বলি ভীষ্ম দেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন ভীষ্ম ত্যজ শোকমন॥
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর নন্দন।
দেবহইতে জন্মিল পাণ্ডব পঞ্চ জন॥
পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে কহে সর্ব্বজনে।
সে কথায় আমার প্রতীতি নহে মনে॥
বিদূরের মন্ত্রণায় তাহে গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিন পাছে করি॥
হেন নীতি কার আছে মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক ক্ষিতিতলে॥
এত শুনি ভীষ্ম বীর ত্যজিয়া ক্রন্দন।
দুই জনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন॥
যদ্যপিও কুন্তীপুত্র হইবে ফাল্গুণি।
লক্ষ বিন্ধি লবে এই দ্রুপদনন্দিনী॥
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড়হাতে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য হয় যেই ভিতে॥
দেখিয়া কল্যাণ বাক্য কহেন শ্রীপতি।
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্রপ্রতি॥
অবধানে দেখ হের রেবতীবল্লভ।
তোমারে প্রণাম করে মধ্যম পাণ্ডব॥
রাম বলিলেন পার্থ বিন্ধিবেক লক্ষ।
কন্যা লৈয়া যাইবারে না হইবে শক্য॥
একা ধনঞ্জয় এত সমুহ বিপক্ষ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ॥
অনুপমরূপা কৃষ্ণা অনঙ্গ মোহিনী।
সভাকার মন হরিয়াছে সে ভাবিনী॥
এই হেতু সভাই করিবে প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজগণ॥
বিশেষে ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সভে জানে।
এত লোকে কি করিবে পার্থ এক জনে॥
কৃষ্ণ বলেন অন্যায় করিবে দুষ্টগণ।
তুমি আমি বসিয়াছি কিসের কারণ॥
মম বিদ্যমানেতে করিবে বলাৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার॥
জগতজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফলদাতা॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব॥
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে যেন নিক্ষত্রিয়া কৈল ভৃগুপতি॥
নিঃশেষ করিতে অবনির মহাভার।
তেঞি জন্ম অবনিতে হয়েছে আমার॥
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত মনে।
গোবিন্দচরণে কাশীদাস বিরচনে॥

প্রণাম করেন পার্থ ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে॥
লক্ষবেন্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলি॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ বিন্ধি প্রাপ্তা হউক দ্রুপদনন্দিনী॥
ধনু লৈয়া পঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ বলহ নিশ্চয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্র পথে মৎস্য পাইবা দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্যচক্র বিন্ধিবেক যেই জন॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
উর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণে টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্যচক্ষু ছেদিলেক অর্জ্জুনের শর॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয়২ শব্দ দ্বিজ সভামধ্যে হৈল॥
বিন্ধিল২ বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি॥
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনি॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি।
লক্ষ বিন্ধিবার কোথা ইহার শকতি॥

মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহারি উচিত এইক্ষণে দিতে পারি॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধ লক্ষ শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিছে কি না বিন্ধিছে কে জানে নির্ণয়॥
বিন্ধিল২ বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জল করে নিরীক্ষণ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কিপ্রকারে হইবে প্রত্যয়॥
শূন্যহৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে সে না প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এই রূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল পঞ্চালনন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
অকারণে মিথ্যাদ্বন্দ্ব কর কেন সভে।
মিথ্যা কথা কহে যে সে কার্য্য নাহি লভে॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্ব কাল রজনি দিবস নাহি রয়।
মিথ্যা২ সত্য২ লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নাহি বলি সম্মুখে সভার।
যতবার কহিবা বিন্ধিব তত বার॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পড়িল লক্ষ সভার সম্মুখে॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয়২ শব্দ করে সকল ব্রাহ্মণ॥
হাতে দধি পাত্র মাল্য দ্রৌপদীসুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে সব রাজগণ॥
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল।
হোর দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল॥
সহজে দরিদ্র জীর্ণবস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান॥

রত্ন ধন সহিতে দ্রুপদ রাজা দিবে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে॥
ব্রহ্মতেজে লক্ষ বিন্ধিলেন তপোবলে।
কি করিবে কন্যা তার অন্ন নাহি মিলে॥
ধনের প্রয়াস ব্রাহ্মণের আছে মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে॥
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া॥
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর॥
যে বলিল তোমারে করি যে নিবেদন।
তোমা সম কর্ম্ম নাহি করে কোন জন॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায়॥
বহুরাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
একশত দ্বিজকন্যা বিবাহ করাব॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদদুহিতা॥
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নিপ্রায়।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায়॥
ওহে দ্বিজ যেইমত বলিলা বচন।
অন্যজাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ॥
সেকারণে মোর ঠাঞি পাইলা জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন জন॥
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মম দূত হয়ে তথা যাহ পুনর্ব্বার॥
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তোসভার থাকে যদি মনে॥
আমি দিব তোসভারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানা রত্ন দিব হে আনিয়া॥
তোমা সভাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাস্থানে কহিবা আপনি॥
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত সবরাজার গোচর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে॥
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল ব্রাহ্মণার।
হেন বুঝি লক্ষ বিন্ধি করে অহঙ্কার॥
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত।
দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত॥
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন।
প্রাণ আশা থাকিতে কহিবে কোন জন॥

দ্বিজ জাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ।
হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ ॥
এ হেন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে।
বিশেষে এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে ॥
ক্ষত্রস্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কায।
দ্বিজ হৈয়া কন্যা লবে ক্ষত্রকুলে লাজ ॥
এমত কহিয়া যদি রহিবে জীবন।
এইমতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ ॥
সেকারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমত না হয় ॥
দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার।
আমা সভা নাহি মানে করে অহঙ্কার ॥
মহারাজগণ ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে।
এমত কুৎসিতকর্ম্ম সহে কার প্রাণে ॥
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে সভার বিহিত ॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মণেরে বধে নাহি ভীত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥
যার যেবা লৈয়া অস্ত্র যত রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য সাল্ব আর দুর্য্যোধন ॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি।
রুক্মি ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি ॥
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা ॥
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু রাজন।
অনুপেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুষেণ ভূষণ ॥
আর যে লইয়া সৈন্য নৃপতিমণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল ॥
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি ভুষণ্ডী তোমর।
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গর ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্রবৃষ্টি ॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ॥
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাণ্ডাইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে ॥

কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবা লক্ষ নৃপমণি ॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি দেখ গুণবতি।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি ॥
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে নাহি পারে অজাযূথপতি ॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষি নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥
এক ব্যাঘ্রে কি করিবে লক্ষমৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষ বিষধর মথিল সমুদ্র ॥
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেই মত নৃপগণে করিব কি শঙ্কা ॥
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুর্গুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া ॥
তবেত দ্রুপদ রাজা পুত্র সমুদিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি সহিত সত্যজিত ॥
মুহূর্ত্তেক যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে ॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবননন্দন ॥
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়।
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায় ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন অনর্থ হইল।
একলক্ষ রাজা একা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥
শীঘ্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবার কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর ॥
দশযোজন দীর্ঘতরু নিষ্পত্র করিয়া।
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া ॥
ক্ষত্রগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ।
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন ॥
হের দেখ ক্ষত্রির পাপিষ্ঠ দুরাচার।
সভামধ্যে লক্ষ দ্বিজ বিন্ধিল আমার ॥
লক্ষ বিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন।
এবে দ্বন্দ্ব করে কেন একাত ব্রাহ্মণ ॥
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয়।
যুদ্ধ করি প্রাণ পাছে দিব দ্বিজ রায় ॥
মারিব২ আজি করিব সমর।
হেন কর্ম্ম সহিবে কাহার কলেবর ॥
এত বলি দ্বিজ দণ্ড লইয়া সে করে।
মৃগচর্ম্ম করি দৃঢ় বান্ধি কলেবরে ॥

লক্ষ২ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে।
হাতে ঠেঙ্গা করিয়া নৃপতিগণআগে॥
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণ পদধূলি॥
তোমরা আইলা দ্বন্দ্বে কিসের কারণ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন॥
যাহারে করিবা ভস্ম মুখের বচনে।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে॥
তোমাসভাকারমাত্র চরণ প্রসাদে।
দুষ্ট ক্ষত্রগণেরে মারিব পরমাদে॥
যেপ্রকার দুষ্টাচার করিয়াছে সবে।
তাহার উচিত এইক্ষণে শাস্তি পাবে॥
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ।
রাজগণ প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দন॥
হাসিয়া বলেন রাম দেখ ভগবান।
পূর্ব্ব যেই কহিয়াছি হইল বিদ্যমান॥
এই দেখ লক্ষ রাজা একত্র হইয়া।
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে স্বসৈন্য লইয়া॥
একা পার্থ প্রবোধিবে কত কত জনে।
প্রতিকার ইহার না দেখি যে নয়নে॥
প্রতিজ্ঞা করিল সব মিলি রাজগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে॥
রামের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ।
নয়নযুগল যেন বিকচারবিন্দ॥
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর।
হে বলিলা সত্য দেব যাদবঈশ্বর॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল একজনে।
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য পরাণে॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি।
মুহূর্ত্তেকে নিতে পারে সসাগরা ভূমি॥
মনুষ্য যতেক আর সুরাসুর সহ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করিবে কলহ॥
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ।
তারে কি করিতে পারে রাজগণ ছাগ॥
কহিলা যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে॥
নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে।
ব্যাঘ্রমুখে আমিষ শৃগাল কোথা ধরে॥
তবে যদি অর্জ্জুনের ন্যূনতা দেখিব।
সুদর্শনচক্রে আমি সভারে ছেদিব॥
শুনি নল হইলেন সভয় অন্তর।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতিপ্রিয়তর॥
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আছয়ে অন্তরে।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে॥
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণে রেবতীরমণ।
আমাসভাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন॥
বিশেষে আপনি বল পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক নৃপতি সকল॥
সেই কথা পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
অভ্যন্তরে থাকি যুদ্ধ দেখহ আপনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি না যাইব রণে।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে॥
একা পার্থে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হয় নয় এখন দেখিবা বিদ্যমানে॥
সুমেরু টলিবে শুষিবেক সিন্ধুজল।
শীতল হইয়া যাবে যদি দাবানল॥
পশ্চিমে উদয় যদি দিনমণি হবে।
তথাপি অর্জ্জুনে কেহ রণে না পারিবে॥
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
নিঃশব্দে থাকেন রাম হইয়া বিমন॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল চতুর্দ্দিগে।
নাহিক সম্ভ্রম পার্থ সিংহ যেন মৃগে॥
হিমাদ্রি পর্ব্বত প্রায় ধীর মহাবীর।
সমুদ্রসদৃশ বুদ্ধি অত্যন্ত গভীর॥
জন্তুগণমধ্যে যেন কালান্তক যম।
ইন্দ্রের নন্দন বীর ইন্দ্রপরাক্রম॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়।
তাদৃশ অর্জ্জুন অঙ্গে বাণবৃষ্টি হয়॥
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর।
অর্জ্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর॥
একা পার্থ কোটি কোটি বেড়িল বিপক্ষ।
হাতে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবার লক্ষ॥
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ তূর্ণ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণপূর্ণ॥
বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হৈয়া অর্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক এড়েন অস্ত্রগণ।
নিমিষেকে শর বৃষ্টি করেন বারণ॥
যেন মহাবাতাসে উড়ায় মেঘমালা।
সমুদ্র লহরি যেন নিবরিল ভেলা॥
শিশুগণমধ্যে যেন করে গেণ্ডুলীলা।
যুদ্ধে বীর তাদৃশ করেন নানা খেলা॥
দাবাগ্নি নিবৃত্ত যেন হৈল বৃষ্টিজলে।
নিমিষে করেন পার্থ শান্ত সে সকলে॥

মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥
প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার২ শব্দে ডাকে যত নৃপবর॥
চতুর্দ্দিগে সভাকার মুখে এই রব।
রহ২ দুষ্টমতি দ্বিজগণ সব॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ মুখে ঘোরনাদ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণে গণিল প্রমাদ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব।
দেখ হের অন্তে যেন উথলে অর্ণব॥
উঠ২ দ্বিজ সর্ব্ব চলহ সত্বর।
নির্ভয় হয়েছ মনে নাহি কিছু ডর॥
মরিবার হেতু দুষ্ট সঙ্গে আনিছিলা।
আপনি মরিল সব দ্বিজে দুঃখ দিলা॥
ক্ষত্র রাজগণ সহ হইল বিবাদ।
আছুক দক্ষিণা প্রাণে পড়িল প্রমাদ॥
পলাহ২ দ্বিজ চলহ সত্বর।
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ বিন্ধিলেক লোভে॥
এথায় রহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
এত বলি পলাইল যতেক ব্রাহ্মণ॥
বিংশতি সহস্র শিষ্য লইয়া মার্কণ্ড।
পঞ্চদশ শিষ্য লয়ে পলাইল কৌণ্ড॥
বাইশ সহস্র শিষ্য লৈয়া যান ব্যাস।
ধাইল পৌলস্ত্য মুনি বহে ঊর্দ্ধশ্বাস॥
ষষ্টিদশশত শিষ্যে পলায় দুর্ব্বাসা।
দ্বাদশসহস্র গর্গ নাহি স্ফুরে ভাষা॥
পঞ্চবিংশসহস্রেতে পরাশর মুনি।
চতুর্দ্দিগে ধায় সভে নাহি সরে বাণী॥
দ্বন্দ্ব দেখি হরষিত দ্বন্দপ্রিয় ঋষি।
ঘন করতালি দিয়া নাচেন উল্লাসি॥
লাগ২ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
ক্ষণে২ সকল রাজারে গালি পাড়ে॥
ব্যর্থ ক্ষত্রকুলে জন্ম ব্যর্থ তোমাসব।
একা দ্বিজ করিল সভারে পরাভব॥
কন্যা লৈয়া যায় যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কোন লাজে লোকে তোরা দেখাবি বদন॥
এত বলি ঊর্দ্ধবাহু নাচে তপোধন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ না যায় লিখন॥
সভাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
করেন প্রহার নিজ অস্ত্রে রাজগণ॥
কাহারো কাটিল ধনু কারু কাটে গুণ।
কাহার কাটিল খড়্গ কারো কাটে তূণ॥
কাহার কাটিল রথ কাহার সারথি।
কাহার কাটিল শর শেল শূল শক্তি॥
নিরস্ত্র হইল তবে যত রাজচয়।
দশ২ বাণ বিন্ধে সভার হৃদয়॥
মুখে পঞ্চ ভুজে চারি চারি চারি পায়।
মুর্চ্ছিত হইয়া সভে রথ ছাড়ি যায়॥
রথ ফিরাইল যত রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল চতুর্দ্দিগে যত নরপতি॥
কহেন আশ্বাসবাক্য পার্থ দ্রৌপদীরে।
পাছে থাকি হাসিয়া কহিছে কর্ণ বীরে॥
কি কর্ম্ম করিস দ্বিজ মুখে নাহি লাজ।
পরনারী সম্ভাষহ কেন সভামাঝ॥
আপনার ভোজ্য আগে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা সহ কর কথোপকথন॥
এ অদ্ভুত কারে কহি উপহাস কথা।
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছে রাজার দুহিতা॥
নেউটিয়া দেখি পার্থ রাধার নন্দনে।
কহিলেন কহ কর্ণ আছত জীবনে॥
অরে কর্ণ দুরাচার ধন্য তোর প্রাণ।
জীবন্ত আছিস যে খাইয়া মম বাণ॥
কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি ভাষা কহ।
কোন দেশে ঘর তোর আমা না জানহ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি করি উপরোধ।
কার প্রাণ জীয়ে আমি করিলে রে ক্রোধ॥
কর্ণবাক্য শুনি পার্থ কহিলেন তারে।
দ্বিজ আমি এই কথা কে বলিল তোরে॥
যুদ্ধভয় করি বুঝি কহ এই কথা।
দুর্য্যোধনে ভাণ্ডি রাজ্য খাও তুমি বৃথা॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
নাহি যুদ্ধ তার সনে যেই রণভীত॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্রের বিধান।
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই সমান॥
তুমি বড় ধর্ম্মিতর ব্রহ্মবধভয়।
তেঞি এক জনেরে বেড়িলা রাজচয়॥
হারিয়া এক্ষণ বল করি উপরোধ।
কে বলিল তোমারে করিতে শান্ত ক্রোধ॥
যত শক্তি আছে তব নাহি কর ক্ষমা।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জানিও আমা॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণ কোপে জ্বলে।
নানাবর্ণ অস্ত্র বীর পার্থোপর ফেলে॥

কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
হাতে বৃক্ষ উপনীত বীর বৃকোদর॥
মার২ বলি অস্ত্র ফেলেন চৌদিগে।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে মেঘে॥
মুষল মুদ্গর শেল শূল শক্তি জাঠি।
গদা চক্র পরশু ভুষণ্ডি কোটি২॥
মার২ বলি সভে চতুর্দ্দিগে ডাকে।
বৃষ্টিবত নানা অস্ত্র ফেলে ঝাঁকে২॥
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর॥
বায়ুর নন্দন ভীম বায়ুপরাক্রম।
অজাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ যেন ব্যাঘ্র করে ক্রম॥
পরম আনন্দ যার পাইলে বিক্রম।
এত অস্ত্র প্রহারে তিলেক নাহি শ্রম॥
সংগ্রাম আহার আর রমণী রমণে।
তিন ঠাঞি ভঙ্গ যার না হয় কখনে॥
অনলের তেজ যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
ক্রোধেতে উথলে ভীম যত অস্ত্র পড়ে॥
জন্তুগণমধ্যে যেন যুগান্তের অন্ত।
ভীম বিহরে যেন দেখি সন্ধ্যাকান্ত॥
প্রলয়ের মেঘরাজি জিনিয়া গর্জ্জন।
বৃক্ষ বুলাইয়া অস্ত্র করে নিবারণ॥
আথালি পাথালি বীর মারে বৃক্ষবাড়ি।
সহস্র২ চূর্ণ হয় ভূমে পড়ি॥
ভাঙ্গিল অনেক রথ রথি অশ্ব ধ্বজ।
সহস্র২ ঘোড়া লক্ষ২ গজ॥
দক্ষিণ বামেতে বীর ধায় আগে পাছে।
মুহূর্ত্তেকে বহু সৈন্য নিপাতিল গাছে॥
মুণ্ড তুলি বৃকোদর যেই ভিতে চায়।
পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়॥
সিন্ধুজলমধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
পদ্ম বন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে।
দানবগণের মধ্যে যেন আখণ্ডলে॥
দণ্ডহাতে যম যেন বজ্রহাতে ইন্দ্র।
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥
যেই দিগে বৃকোদর সৈন্যে যায় খেদি।
দুই দিগে তট যেন মধ্যে হয় নদী॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা।
খরস্রোতে রক্ত বহে ভাদ্রে যেন গঙ্গা॥
ব্যাঘ্র যেন খেদি যায় ছাগলের পাল।
পলায় যতেক রাজা নাহি বান্ধে বাল॥

সঙ্গেতে থাকয়ে যার সদা নৃপবৃন্দ।
বিংশ অক্ষৌহিণীপতি ধায় জরাসন্ধ॥
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন।
সাত অক্ষৌহিণীপতি বিরাট রাজন॥
পঞ্চ অক্ষৌহিণীপতি যায় শিশুপাল।
নব অক্ষৌহিণীপতি কলিঙ্গ ভূপাল॥
বিভু অনুবিভু চারি অক্ষৌহিণীপতি।
কোথা গেল রথ গজ তুরঙ্গ পদাতি॥
একা একি প্রাণ লৈয়া সভাই পলায়।
আইল২ বলি পাছে নাহি চায়॥
মুকুট পড়িল খসি হাতের ধনুক।
তুলিয়া লইতে কেহ নাহি বান্ধে বুক॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সভে পাছে নাহি দেখে।
মার২ বলিয়া সে ভীমসেন ডাকে॥
শরণ লইনু বৈলে মারে আছাড়িয়া।
পলাইলে রক্ষা নাই মারিল বাড়িয়া॥
পলায় নৃপতিগণ না দেখে নিষ্কৃতি।
উঠিলেন গর্জ্জিয়া মদ্রের অধিপতি॥
বিবিধ প্রহার করে ভীমের উপর।
বৃক্ষ লৈয়া প্রহারয়ে বীর বৃকোদর॥
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া গেল।
লাফ দিয়া শল্য রাজা ভূমেতে পড়িল॥
হয় রথ চূর্ণ হৈল বৃক্ষের প্রহারে।
গদা লৈয়া শল্য রাজা ভূমের উপরে॥
গদাহস্ত শল্য রাজা তরুহস্ত ভীম।
দোঁহাকার মহাযুদ্ধ হইল নিঃসীম॥
কৌতুক দেখয়ে সভে থাকিয়া অন্তরে।
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে চারিভিতে ফিরে॥
পর্ব্বত উপরে যেত পড়িল পর্ব্বত।
সর্ব্ব রাজগণ যেন জানিল অদ্ভুত॥
পর্ব্বত উপরে যেন বজ্রাঘাত হইল।
সেইমত দোঁহাকার শব্দেতে পূরিল॥
পর্ব্বত পড়য়ে যেন পর্ব্বত উপর।
মহাশব্দে প্রহারে দোঁহার কলেবর॥
দুই মত্তহস্তী যেন পর্ব্বত উপর।
দুই মত্তবৃষ যেন গোষ্ঠের ভিতর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন দোঁহার গর্জন।
ঘন২ হুহুঙ্কারে কাঁপে সর্ব্বজন॥
বিপরীত দোঁহার দন্তের কড়মড়ি।
ভূমিকম্প চরণে চলনি তড়বড়ি॥
এইমত কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় বীর বৃকোদর॥

বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া যায়।
দেখিয়া সকল রাজা অমনি পলায়॥
ঘুরাইয়া বৃক্ষ প্রহারিল সব্যহাতে।
খসিয়া পড়িল গদা গুরুতর ঘাতে॥
নিরস্ত্র হইল শল্য কিছু নাহি আর।
লাফ দিয়া ধরে তাঁরে পবনকুমার॥
শল্যেরে ধরিল ভীম ভূমে ফেলি বৃক্ষ।
পায় ধরি তাহারে ঘুরায় অন্তরীক্ষ॥
দেখিয়া হাসয়ে যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
টিটকারি দিয়া নাচে দিয়া করতালী॥
অরে২ দুষ্টগণ যে কর্ম্ম করিলা।
তাহার উচিত ফল হাতে২ পাইলা॥
দয়াযুক্ত হৈয়া তবে যতেক ব্রাহ্মণ।
ছাড়২ বলিয়া করিল নিবারণ॥
এই মদ্রপতি সদা ব্রাহ্মণ সেবয়।
সেকারণে মারিবারে উচিত না হয়॥
শল্য যেন মরিল হরিল তার জ্ঞান।
আর দুই তিন পাকে ছাড়িবে পরাণ॥
শুনি ভীম অনেক দ্বিজের উপরোধ।
বিশেষে মাতুল জানি ত্যাগ কৈল ক্রোধ॥
মৃতপ্রায় করিয়া শল্যেরে ছাড়ি দিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় মানিল॥
বাহুযুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে।
এক হলধর আর বৃকোদর পারে॥
মনুষ্যের কর্ম্ম নয় হইল নিশ্চয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়॥
প্রাণ লইয়া পলায় যতেক নৃপবর।
খেদাড়িয়া পাছে২ যায় বৃকোদর॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু শুনে অবিরত॥
অর্জ্জুন কর্ণের যুদ্ধ লোকে অনুপম।
করিলেন যেন যুদ্ধ রাবণ শ্রীরাম॥
যেন বৃত্র বৃত্রহা মাধব উমাধব।
বালি সুগ্রীবেতে কিবা গজেন্দ্র কচ্ছপ॥
নানা অস্ত্রে দুই জনে দোঁহারে খেদায়।
দূরে রহি রাজগণ দাণ্ডাইয়া চায়॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ।
একবাণে সৃজিলেন শত শত সাপ॥
মহাশব্দে আইসে সর্প যুড়িয়া আকাশ।
দেখিয়া নৃপতিগণে লাগিল তরাস॥
হাসিয়া গরুড়অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ॥
শত২ খগবর উড়য়ে আকাশে।
ভুজঙ্গ গিলিয়া পার্থে গিলিতে আইসে॥
অগ্নিঅস্ত্র এড়ি পার্থ করেন অনল।
আগুনে পক্ষির পক্ষ পুড়িল সকল॥
ঝাঁকে২ অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর।
দেখি কর্ণ এড়িলেক অস্ত্র জলধর॥
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর।
মুষলধারায় জল বর্ষে পার্থোপর॥
পুনরপি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্য বাণ॥
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
উড়াইলেন জল অস্ত্র পার্থ বলবান॥
বায়ু অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়॥
সাধিয়া আকাশ অস্ত্র সংহারিল বাত।
এইমত দুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত॥
সূচিমুখ অর্দ্ধচন্দ্র পরশু তোমর।
জাটা জাঠি শক্তি শেল মুষল মুদ্গর॥
নানা অস্ত্র ফেলে দোঁহে যেবা যত জানে।
মুষলধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখি যে আর।
দিন দুইপ্রহরে হইল অন্ধকার॥
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত নৃপতি যত দেখিয়া সমর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ তুমি বেশধারী কি হেতু ব্রাহ্মণ॥
কিম্বা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ॥
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদ কিম্বা তুমি রাম।
কিম্বা তুমি জয়ন্ত পাণ্ডবার্জ্জুন নাম॥
এত জনমধ্যে তুমি হবা কোন জন।
মোর ঠাঞি অন্য কে জীবেক এতক্ষণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে আমারে তোরে দিলে পরিচয়॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন কায।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ॥
একা দেখি বেড়িলা লইয়া লক্ষ২।
হারি পরিচয় মাগ শুনিতে অশক্য॥
যদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কোপিত।
অরুণনয়নযুগ্ম ঘোরে বিপরীত॥

অরুণনন্দন বীর অরুণপ্রতাপে।
অরুণসদৃশ বাণ বসাইল চাপে॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়িলেক বাণ।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান২॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটী॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয়॥
বিরথি হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
হাহাকার করি ধায় যত নৃপবর॥
কর্ণরক্ষাহেতু সব বেড়িল অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন করেন অস্ত্র বরিষণ রণে॥
বরিষার কালে যেব বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর তেজ যেন সব ঠাঞী লাগে॥
কারু২ অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার॥
কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত॥
ধনুক সহিত কাটিলেন বামহাত।
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাজে ঘাত॥
ভাদ্রমাসে পাকাতাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জে২ স্থানে২ পার্থ কাটি পাড়ে॥
ভীষণ দশন হাতে পর্ব্বত আকার।
মুষল মুদ্গার ধরে মুণ্ডে সভাকার॥
নবমেঘ ঘটা যেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থের নির্ঘাতে সব গড়াগড়ি ধূলে॥
লক্ষ২ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী।
অর্ব্বুদ২ কত পড়িল পদাতি॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজগণ মথিল সকল॥
রক্তের বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে।
রক্তমাংসাহারি ধায় ঘোররব করে॥
বিস্ময় মানিয়া চিন্তে নর রাজগণ।
জানিল মনুষ্য নহে এই দুই জন॥
এত ভাবি নিবৃত্ত হইল রাজগণ।
দুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন॥
চতুর্দ্দিগহইতে আইল দ্বিজগণ।
জয়২ দিয়া করে আশিষ বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে হিত উপকার॥
কাশীরামদাস কহে পাঁচালির ছন্দ।
সজ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দ॥

দশ২ যোজনে চৌদিগে হৈল খেদা।
আড়ে দীর্ঘ শত ক্রোশ রক্তে হৈল কাদা॥
দ্বিজ মার মার বলি পূর্ব্বে শব্দ হৈল।
সেই ভয়ে যতেক ব্রাহ্মণ পলাইল॥
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস যায় শীঘ্র চলি।
দণ্ড কমণ্ডলু পড়ে নাহি লয় তুলি॥
ফেলে চর্ম্মপাদুকা যে কান্ধেহৈতে ছাতা।
মৃগচর্ম্ম ফেলি কেহ ছিঁড়ি ফেলে পৈতা॥
বায়ুবেগে ধায় সভে পাছে নাহি চায়।
লক্ষ২ চতুর্দ্দিগে ব্রাহ্মণ পলায়॥
পশ্চাত হইল যুদ্ধ ক্ষত্র ভঙ্গিয়ান।
বর্ণনে না হয় রাজগণঅপমান॥
কোথা রথ কোথা গজ কোথা ভৃত্যগণ।
কেবল লইয়া প্রাণ ধায় রাজগণ॥
যে দিগে পারিল যাইতেসে গেল সে দিগে।
পলায় পশ্চিমবাসি রাজা পূর্ব্বভাগে॥
উত্তরের রাজগণ দক্ষিণেতে গেল।
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিগে পাইল॥
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ।
একে চাঠি আরে যায় যেই বলবন্ত॥
বৃষ উষ্ট্র পদে চাঠি যায় হস্তিগণ।
হস্তির উপর দিয়া রথের গমন॥
রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার।
অবস্থা হইল যত কি কব তাহার॥
ঠেলাঠেলি চাঠাচাঠি অর্দ্ধ সৈন্য মৈল।
স্থানে২ পর্ব্বত আকার শব হৈল॥
একপদ কাটা কারু কাটা দুই ভুজ।
বুকের প্রহারে কেহ হৈয়াছে কুবজ॥
সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
মুক্তকেশ উলঙ্গ শ্রবণকাটা কার॥
আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড় অরণ্যে পশিয়া।
জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া॥
ক্ষত্র দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে।
দ্বিজে দেখি ক্ষত্রির লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে॥
দ্বিজের ক্ষত্রিয়ভয় ক্ষত্র দ্বিজভয়।
দ্বিজ ক্ষত্রবেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয়॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল।
মাথায় মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥
তুলিয়া লইল ছত্র দণ্ড কমণ্ডল।
ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল॥
প্রাণের ব্যগ্রেতে কেহ ডুবি রহে জলে।
কেহ কাঁটাবনে পৈশে কেহ বৃক্ষডালে॥

মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে।
দশযোজন গিয়া কেহ ভয়ে স্থির নহে॥
ভাঙ্গিল রাজ্যের ঘর দেউল প্রাচীর।
বৃক্ষ লতা চূর্ণ হৈল প্রাসাদ মন্দির॥
পঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ ঘর।
কেবল পাইল রক্ষা দ্রুপদনগর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু জন করে পান॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা শ্রীজনমেজয়।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয়॥
কহ মুনিবর পুনঃ অদ্ভুত এ কথা।
পৃথিবীর রাজগণ মিলিয়াছিল তথা॥
অসঙ্খ্য অর্ব্বুদ সৈন্য না যায় গণন।
সকল দলিল মাত্র ভাই দুইজন॥
না চাহি দ্রুপদ নৃপে হেন অবিহিত।
ক্ষত্র হৈয়া পলাইল রণে পাইয়া ভীত॥
সমুহ ক্ষত্রিয়মধ্যে ছাড়িয়া কন্যারে।
কি বুঝিয়া পলাইয়া গেল কি প্রকারে॥
কোথা গেল ধর্ম্মরাজ সহ মাদ্রীসুত।
কোথা গেল যদুবংশ শ্রীরাম অচ্যুত॥
ভাঙ্গিল প্রাসাদ বৃক্ষ পঞ্চালনগর।
কিমতে রহিল কুন্তী কুম্ভকার ঘর॥
কহ শুনি অপূর্ব্ব কথন মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদি মাঝ॥
মুনি বলে রহস্য শুনহ কুরুরাজ।
যখন বেড়িল আসি ক্ষত্রিয়সমাজ॥
করিল অনেক যুদ্ধ দ্রুপদ নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্যজিত শিখণ্ডি সংহতি॥
শিশুপাল সহ সত্যজিতের সংগ্রাম।
বিরাট শিখণ্ডি যুদ্ধ লোকে অনুপম॥
তিন অক্ষৌহিণী দলে কৈল মহারণ।
অনেক সংগ্রাম কৈল করি প্রাণপণ॥
জরাসন্ধ সহিত দ্রুপদ নরপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল যুদ্ধ কীচকসংহতি॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলিলেন দ্রোণাচার্য্য।
নিবর্ত্তহ দ্বিজ সঙ্গে দ্বন্দ্বে নাহি কার্য্য॥
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ সভার বিদিত।
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় বিহিত॥
অবিহিত কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্ম নাহি সহে।
অধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে কভু জয় নহে॥
অনাথ দুর্ব্বল জনে কৃষ্ণ বলবান।
দুষ্টকর্ম্ম ভাল নহে তাঁর বিদ্যমান॥
গরুড়আরূঢ় হয়ে আছেন শ্রীপতি।
তার বলে যুঝে বীর হেন লয় মতি॥
যাবত না হন ক্রুদ্ধ দেব হৃষীকেশ।
চল ভাল ভালে প্রাণ লৈয়া যাই দেশ॥
ভীষ্ম যাহা বলিলেন হইল বিদিত।
কুন্তীপুত্র পার্থ এই জানিহ নিশ্চিত॥
অচল পর্ব্বত প্রায় দাঁড়াইয়া আছে।
কার শক্তি নাহি যে যায়েন তার পাছে॥
মনুষ্য কাহার শক্তি বিন্ধে হেন লক্ষ।
কার শক্তি নিবারয়ে এতেক বিপক্ষ॥
শরদের মেঘ যেন উড়ায় পবনে।
বড়২ রাজগণ ভঙ্গ দিল রণে॥
ভীষ্ম বলিলেন দ্রোণ যাইব কেমনে।
লক্ষ রাজা বেড়িলেক একত্র ব্রাহ্মণে॥
পরার্থে দ্বিজার্থে সাধু সদা ত্যজে প্রাণ।
হেন নীতিশাস্ত্রে কহে আগম পুরাণ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইহা যাইব কেমনে।
রাখিব ব্রাহ্মণ আজি মারি রাজগণে॥
তোমাকেহ হেন কর্ম্ম না চাহি আচার্য্য।
প্রাণপণে করে লোক স্বজাতি সাহায্য॥
হোর দেখ হীনাস্ত্র দুর্ব্বল দ্বিজগণ।
প্রাণ পণে ধাইতেছে জাতির কারণ॥
দ্বিজ নহে এ যদি সে কুন্তীর নন্দন।
এ কষ্টে রাখিয়া যাই করিয়া কেমন॥
দ্রোণ বলেন একা পার্থ হয় ইথে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিবে আজি পার্থের বিক্রম॥
এই সে অর্জ্জুন রণে করে পরিশ্রম।
হের দেখ বন্ধু তার দুষ্টগণযম॥
মুহূর্ত্তেকে সভাকার করিবে সংহার।
এইখাতে রহিবাতে ভদ্র নাহি আর॥
হোর দেখ বেগে আইসে হাতে তরুবর।
অন্য কেহ নহে এই বীর বৃকোদর॥
জানি আমি ভাল মতে তাহার চরিত।
নাহি পরাপর জ্ঞান যুদ্ধেতে বিপরীত॥
পূর্ব্বের বালক বলি নাহি জান ভীমা।
পিতামহ বলিয়া না কহিবেক তোমা॥
জতুগৃহে পোড়াইলা সেহ ক্রোধ আছে।
হোর দেখ এই দিগে আইসে হাতে গাছে॥
চল শীঘ্র নহিলে হইবে পরমাদ।
প্রায় বুঝি বৃক্ষ বাড়ি খাইতে আছে সাধ॥
ভীষ্ম চলিলেন শুনি দ্রোণের বচন।
দুর্য্যোধন প্রভৃতি লইয়া সৈন্য গণ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু শুনে পুণ্যবান॥
ভীমের ভৈরব নাম ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।
হাতে বৃক্ষ যায় যে যুগান্ত সমবর্ত্তী॥
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ ধায় চতুর্ভিত।
মহারোল নগরে হইল অপ্রমিত॥
হেন কালে আইল পুরের এক জন।
দ্রৌপদীর আগে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
দেখ সৈন্য ভঙ্গ যেন সিন্ধু উথলিল।
নগরের পুর ঘর সকল ভাঙ্গিল॥
প্রাণ লৈয়া দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হৈল না জানি এতক্ষণ॥
ধনে প্রাণে রাজ্য দেশ সভার সহিত।
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত॥
শুনিয়া কাতরা হইল দ্রুপদনন্দিনী।
জনকের ঠাঞি শীঘ্র পাঠায় কেশিনী॥
যাহ শীঘ্র কেশিনি জনকে গিয়া কহ।
ত্যজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ॥
আপনার প্রাণ রাখ রাখ পুত্রগণ।
দারা বধূ রাখ গিয়া রাখহ স্ত্রীগণ॥
আপনা রাখিলে তাত সকলি পাইবা।
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবা॥
যে পণ করিয়াছিলা হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ সভার বিদিত॥
মম ভাল মন্দ এবে তোমারে না লাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাম আছি তার আগে॥
যাহ শীঘ্র না রহিও আমার শপদ।
শুনিয়া দ্রৌপদীবার্ত্তা ব্যথিত দ্রুপদ॥
পুত্রগণে আনি কহে সকরুণ বাণী।
যতেক কহিয়া পাঠাইল যাজ্ঞসেনী॥
চল যাহ পুত্রগণ সম্বরহ রণ।
এ সৈন্য সাগর কে করিবে নিবারণ॥
সমান সহিতে সে সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গ প্রায় অগ্নিতে মরণ॥
বিশেষ না জানি অন্তঃপুর ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণ কোলাহল প্রলয় সমুদ্র॥
আপনার প্রাণ রাখ রাখ পুরজন।
আমি রহিলাম দ্বিজ সাহায্য কারণ॥
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার।
কৃষ্ণার যে গতি আজি সে গতি আমার॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে বুড়া মুখে নাহি লাজ।
ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ॥
হেন প্রাণ রাখি আর কোন প্রয়োজন।
কোন লাজে লোকে দেখাইব এ বদন॥
মারিব মরিব আজি করিব সমর।
তুমি যাহ রাখ গিয়া আপনার ঘর॥
পুত্রের বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ।
কৃষ্ণা পাঠাইল বলি আপন সম্পদ॥
যত দিন কৃষ্ণা হইয়াছে মম গৃহে।
কভু নাহি লঙ্ঘি আমি কৃষ্ণা যাহা কহে॥
বৃহস্পত্যধিক বুদ্ধি কৃষ্ণা শশিমুখী।
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্যে আমি সুখী॥
কৃষ্ণা যে কহিল যুদ্ধ করিতে বারণ।
তোমা সভা যাইতে কহি তথির কারণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিল তোমরা যাহ ঘর।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর॥
এত বলি প্রবোধি পাঠায় সভাকারে।
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে॥
করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি।
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নে করিল বিরথি॥
গদার প্রহারে তার চূর্ণ হৈল জ্ঞান।
হাতে হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুর্ব্বাণ॥
নিরস্ত্র বিরথ হৈয়া দ্রুপদনন্দন।
দ্বিজগণ মধ্যে পশি রাখিল জীবন॥
কাঁদয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল বৃদ্ধ মম বাপ॥
না জানি যে কিবা হৈল ভ্রাতৃ মাতৃগণ।
না জানি কি হইল রাজ্যের প্রজাগণ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি কন ধনঞ্জয়।
কি হেতু কাঁদহ দেবি কারে তব ভয়॥
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ॥
পার্থ বলেন কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয় পঞ্জর হয় গোবিন্দের পাদ॥
এ মহাবিপদ সিন্ধু তরিতে তরণি।
গোবিন্দের স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনি॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপদহর্ত্তা সভাকার তাত॥
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি হেন জন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ॥
তাত মাতা রাখ মোর রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণ॥
তুমি যদি সত্য পাল আমি যদি সতী।
সভা জিনি মোরে লউন দ্বিজ মম পতি॥

দ্রৌপদীর আপদ জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলেন তুলিয়া বামহাত॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিঃশব্দ হৈল যত রিপুসৈন্য॥
সর্ব্ব যদুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ।
এই দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল রাজবৃন্দ॥
সৈন্যগণ গতায়াতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্নপূর্ব্বে রাখ সব পঞ্চালের ঘর॥
শুনিয়া সাত্যকি গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জন॥
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয় বন্ধু বলয়ে সংসার॥
এ মহাসঙ্কটমধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন বেলা তার তুমি হবা সখা॥
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব এই সব।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডব॥
এত বলি চলে সভে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখেন সভারে॥
এতক্ষণ আমি মারিতাম রাজগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ॥
রামের বচন কেবা লঙ্ঘিবারে ক্ষম।
বিশেষে বুঝিব অর্জ্জুনের পরাক্রম॥
পৃথিবীর লোক যদি হয় একভিত।
অর্জ্জুনে জিনিতে নারে কহিনু নিশ্চিত॥
অসুখী না হও কিছু অর্জ্জুনকারণ।
পঞ্চালনগর গিয়া করহ রক্ষণ॥
কৃষ্ণের বচনে যত যাদবভূপাল।
রক্ষা হেতু গেল সর্ব্বে নগরপঞ্চাল॥
অস্ত্র শস্ত্র হানে প্রতিঘরে প্রতিজন।
প্রজাগণ রাক্ষিল নিবারি সৈন্যগণ॥
কুন্তীর বসতি কুম্ভকার কর্ম্মশাল।
তথা রক্ষা হেতু যান শ্রীরাম গোপাল॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অবিরত॥
মুনিবর বলে শুন শ্রীজনমেজয়।
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
ধীরে২ গেলেন ভার্গব কর্ম্মশাল॥
দোঁহার পশ্চাত চলে দ্রুপদনন্দিনী।
মত্তহস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী॥
চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ।
কেমনে বাহির হব চিন্তে দুই জন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলয়ে দ্বিজগণে।
বিদায় হই যে আজি সভাকার স্থানে॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ।
এমত অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারণ॥
তোমা দোঁহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
না জানি কি করিবেক যত ক্ষত্রগণ॥
নিশাকালে তোমা দোঁহা নিঃসখা দেখিয়া।
দোঁহে মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া॥
দোঁহারে বেড়িয়া সভে থাকি চতুর্ভিতে।
যাবত না শুনি ক্ষত্র নাহি এ দেশেতে॥
পার্থ বলেন সে ভয় না কর দ্বিজগণ।
আজি যাহ কালি সভে করিব মিলন॥
অনেক প্রকারে পুনঃপুনঃ বুঝাইল।
তথাপিহ দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল॥
দ্বিজগণ মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণে॥
কোথাকারে যাহ সভে এ দোঁহা সংহতি।
চিনিলে কি এই দোঁহে হয় কোন জাতি॥
কিবা দৈত্য কিবা দেব রাক্ষস কিন্নর।
কাহার তনয় দোঁহে কোন দেশে ঘর॥
ইহার সংহতি তবে কোন প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুক গমন॥
ধৌম্যবাক্য শুনি সভে ভীত হৈল মনে।
দোঁহাকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে॥
দ্বিজগণমধ্যে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিল।
ভগিনীর মমত্ব কদাচ না ছাড়িল॥
গুপ্তবেশে পাছে পাছে চলিল সংহতি।
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি॥
হেন কালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই।
যাইতে ভার্গব গৃহে মিলেন তথাই॥
এথা কুম্ভকারগৃহে ভোজের নন্দিনী।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী॥
না দেখিয়া পুত্রগণে কান্দেন ব্যাকুলে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ভাসে অশ্রুজলে॥
এতক্ষণ না আইল কি হেতু না জানি।
কার সহ দ্বন্দ্ব ভীম করেছে আপনি॥
চতুর্দ্দিগে শুনি যে সৈন্যের কোলাহল।
দ্বিজগণ মার২ ডাকিছে সকল॥
অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব বিনা ভীম নাহি জানে।
আজি বুঝি বিরোধ করিল কার সনে॥
এই হেতু দ্বিজে কিবা মারে ক্ষত্রগণ।
বহু বিলাপিয়া কুন্তী করেন রোদন॥

হেন কালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর।
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর॥
আজি মাতা সমস্ত দিবস দুঃখ পাইলা।
উপবাসে একাকিনী গৃহেতে রহিলা॥
অনেক কলহ আজি হইল জননি।
সেকারণে হইল মাতা এতেক রজনী॥
রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা দেখ আসি মাতা।
কুন্তী বলেন বাঁটিয়া লহরে পঞ্চভ্রাতা॥
তোমাসভাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা।
আনন্দসমুদ্রে ডুবি গেল মম ক্ষুধা॥
আইস২ পুত্র আমার প্রাণ ধন।
নিকটে আইসহ দেখি সভার বদন॥
এত বলি শীঘ্র কুন্তী হইয়া বাহির।
একে২ চুম্ব দিল সভাকার শির॥
সভার পশ্চাত দেখে দ্রুপদনন্দিনী।
পূর্ণ শশধরমুখী মৃগেন্দ্রগামিনী॥
তাঁরে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন পঞ্চসুতে।
কেবা এ সুন্দরী দেখি সভার পশ্চাতে॥
ভীম বলে জননি এ দ্রুপদদুহিতা।
একচক্রা নগরে শুনিলা যার কথা॥
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল।
তোমার প্রসাদে জয় সর্ব্বত্র জন্মিল॥
এই ভিক্ষাহেতু মাতা হইল রজনী।
অন্য ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্ন পানি॥
কুন্তী বলিলেন শুন কহি পঞ্চ ভাই।
কহিলাম কি কথা আগেতো জানি নাই॥
কেন হেন বল পুত্র কি কর্ম্ম করিলা।
কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা॥
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি খাও পঞ্চজন।
কিমতে আমার বাক্য করিবা লঙ্ঘন॥
এত বলি দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে।
যুধিষ্ঠিরআগে কহে কান্দিতে২॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমাতে গোচর।
শুনিয়াছ আমি করিলাম যে উত্তর॥
পুত্র হৈয়া আমাবাক্য লঙ্ঘিবা কিমতে।
না লঙ্ঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে॥
যেমতে লঙ্ঘন তাত নহে মম বাণী।
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদনন্দিনী॥
বুঝিয়া বিধান তাত করহ আপনি।
এত বলি কাঁদেন সে অর্জ্জুনজননী॥
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
ব্যাসের বচন পূর্ব্বে হইল স্মরণ॥
একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্ব দ্বিজকন্যারে কহিলা শূলপাণি॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর না হবে খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিল এক্ষণ॥
ভাবি জানি মায়ে বলে আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা নহিবে লঙ্ঘন॥
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে॥
বড় কর্ম্ম করিলা পাইলা বহুকষ্ট।
লক্ষ বিন্ধি লক্ষ রাজা করিলা হে ভ্রষ্ট॥
বহু কষ্টে প্রাপ্তি হইল দ্রুপদনন্দিনী।
শুভকর্ম্মে বিলম্ব না করা ভাল মানি॥
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণ।
কর আজি বিবাহ রজনি শুভক্ষণ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয়॥
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার আগে হইবে আমার॥
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে।
অনন্তরে আমার শাস্ত্রেতে যেন আছে॥
পার্থবাক্য শুনি ধর্ম্ম হৈয়া হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন॥
ধর্ম্ম চক্রশালে যবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম হৃষীকেশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুইজনে॥
শুনি শূরসেনসুতা দোঁহা করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে॥
কোথা ছিলি তাত মোর অন্ধলার নড়ি।
হাপুতির পুত্র তোরা দরিদ্রের কড়ি॥
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি॥
আজিকার রাত্রি মোর হইল সুপ্রভাত।
দ্বাদশ বৎসরের কষ্ট আজি গেল তাত॥
কহ তাত সভার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি॥
নাহি চাহি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না চাহি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা॥

বনে২ কত ভ্রমিলাম দেশ দেশ।
দ্বাদশ বৎসর মোর না করে উদ্দেশ॥
কৃষ্ণ বলিলেন পিতৃস্বসা ত্যজ তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পাপাপাপ॥
গৃহদাহে মরিলা শুনিয়া এই কথা।
সাত দিন অন্ন জল না ছুঁলেন পিতা॥
আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিছেন অশ্রুজলে॥
শত্রুভয়ে তোমার উদ্দেশ না হইল।
মন আত্মা সকল তোমার প্রতি ছিল॥
শোক না করহ দেবি দুঃখ হৈল শেষ।
কালি কিম্বা পরশ্ব চলহ নিজদেশ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্মপাশ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া সকরুণ ভাষ॥
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন॥
স্নেহভাব দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন।
বহুক্ষণে দোঁহা মুখে না সরে বচন॥
তবে পঞ্চভাই রাম কৃষ্ণ সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কষ্ট কহেন বসিয়া॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জৌগৃহ যেপ্রকারে হইল দাহন॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যে মতে উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার॥
বনে২ দেশে২ তপস্বির বেশ।
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ॥
একে২ কহেন সকল বিবরণ।
শুনি আশ্বাসিয়া বলেন দেবকীনন্দন॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র নষ্ট তার পুত্রগণ।
সমুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষণ॥
যদি প্রীতে বাঁটিয়া না দিবে রাজ্যভার।
সকলে মিলিয়া তার করিব সংহার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন দামোদর।
কিমতে জানিলা আমি কুম্ভকারঘর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন্ত যে করিল তব ভাই।
মনুষ্য করিবে হেন ক্ষিতিমাঝে নাই॥
বিনা ভীমার্জ্জুন অন্য করিতে না পারে।
এতেই জানিলাম আমি আছ এইঘরে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন আজি সুপ্রভাত।
তেঁই আজি নয়ন দেখিল জগন্নাথ॥

একমাত্র বড় ভয় হৈতেছে অন্তরে।
সভে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকারঘরে॥
বিশেষে তোমার হইয়াছে আগমন।
এ সকল বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ভয় কর কারে।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে॥
তিনলোক সহায় করিয়া যদি আইসে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব চক্ষের নিমিষে॥
সপ্তবংশ সহ আমি যজ্ঞসেন সখা।
সভারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে তাহারে না গণি।
জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্র বড় ভয় মানি॥
আজিকার রজনি বঞ্চিব এই বেশে।
যেইচিত্তে লয় কালি করিব দিবসে॥
এত বলি মেলানি করিল দুইজন।
বিদায় হইয়া যান রাম নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
হেতা যজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী শোকে।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদে অধোমুখে॥
রাজারে বেড়িয়া কাঁদে যত মন্ত্রিগণ।
পুত্রগণ কাঁদে যত অন্তঃপুরজন॥
হেন কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা।
রাজা বলে একা দেখি কৃষ্ণা মোর কোথা॥
হরি২ বিধি মোর কৈল হেনগতি।
অবহেলে হারাইলাম কৃষ্ণা গুণবতী॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার।
কি হইল লক্ষবিন্ধা ব্রাহ্মণকুমার॥
এক দ্বিজে বেড়িছিল যত রাজাগণ।
কহ পুত্র সংগ্রামে জিনিল কোন জন॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর।
তার বোলে কৃষ্ণার হইল স্বয়ম্বর॥
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ করিয়া নির্ম্মাণ।
বলিলেন পার্থ বিনা না পারিবে আন॥
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল॥
কহ বাপু কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায়।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন মুখে আইলা এথায়॥
হা কৃষ্ণা২ মম প্রাণের তনয়া।
এত বলি পড়ে রাজা মুর্চ্ছাগত হৈয়া॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখমন॥

ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয়।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয়॥
শুনি কহ২ বলি উঠিল রাজন।
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে অবধানে শুন পিতা।
কহনে না যায় সেই ব্রাহ্মণের কথা॥
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ।
সভাকে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর।
সুরাসুর মানুষে সদৃশ নাই তার॥
হাতে বৃক্ষ আইল যেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল্লা গেল নৃপবৃন্দ॥
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী।
দুই জন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী॥
এ দোঁহার মূর্ত্তি তাত আর তিন জন।
পথেতে যাইতে হইল সভার মিলন॥
ভার্গবের কর্ম্মশাল আশ্রয়ে আছিল।
পঞ্চজন মিলিয়া তথায় চলি গেল॥
স্ত্রী এক আছিল তাহে পরম সুন্দরী।
তার রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি॥
জননী হইবে তার বুঝি অভিপ্রায়।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায়॥
তত রাত্রে গেল দোঁহে ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন॥
রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।
মাতা তার সাদরে বলিল প্রিয় ভাষে॥
আসে পাশে ডাকিয়া আইস পুত্রগণ।
উপবাসি অতিথি থাকয়ে কোন জন॥
অতিথিরে দিয়া যেই অবশেষ থাকে।
দুই ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে॥
এক ভাগ দেহ হের ইহার গোচর।
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পঞ্চ ভাগ কর॥
চারি ভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে॥
এক ভাগ দ্রৌপদি করহ দুই স্থানে॥
তুমি অর্দ্ধ লহ মোরে দেহ অর্দ্ধ আনি।
ক্রোধে বলে এক দ্বিজ চাহিয়া জননী॥
এত রাত্রে অতিথিরে পাইব কোথায়।
ভুঞ্জিয়া থাকিবে কিম্বা থাকিবে নিদ্রায়॥
আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে।
বিশেষে যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে॥
আজিকার মেনে মাতা অতিথি রহুক।
ভয়েতে জননী বলে হউক হউক॥
পুন বলে অতিথির ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা দিও অতিথিরে॥
দেহ২ বলি পুনঃ ডাকিল জননী।
সেইরূপে বাঁটিয়া দিলেন যাজ্ঞসেনী॥
গ্রাস দুই তিনে তাহা সকলি খাইল।
মণ্ড আন মণ্ড আন বলি ডাক দিল॥
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়।
মোর মনে দ্রৌপদীরে মারিলেক প্রায়॥
এই হেতু মাতা তোরে জন্মে মোর ক্রোধ।
তুমি কহ ভীমে নারি করিতে প্রবোধ॥
মাতা বলে তাত আজি মোরে দোষ খণ্ড।
নূতন রান্ধনী আজি না রাখিল মণ্ড॥
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল।
ভোজন করিয়া গিয়া আচমন কৈল॥
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে।
সভার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে॥
সভার উপরে শয্যা করিল মাতার।
পঞ্চ ভাইয়ের শয্যা পদনীচে তাঁর॥
সভার চরণতলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্ট হৈয়া শুইল দ্রৌপদী গুণবতী॥
শুইয়া যে সব তারা কহিল কথন।
তাহে জানিলাম ছন্ন না হয় ব্রাহ্মণ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে॥
পূর্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুণউদয়।
পুরোহিত দ্বিজে কহে করিয়া বিনয়॥
কুম্ভারের শালে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ তারা হয় কোন জাতি॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চ জন॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমণি।
সত্যশীল ধর্ম্ম তুমি বুঝি অনুমানি॥
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবা ভণ্ডন।
পরিচয় ইচ্ছে তোমার দ্রুপদ রাজন॥
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী কুমারী তার যে দিনে জন্মিল॥
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর।
তার পুত্রে কন্যা দিব চিন্তিল অন্তর॥
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চ ভাই।
সভে এই কথা কহে প্রত্যয় না যাই॥

ব্যাস সহ যুক্তি করি লক্ষ কৈল পণ।
বিনা পার্থ বিন্ধিতে নারিবে অন্যজন॥
এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ।
কে তুমি কাহার পুত্র পরিচয় দেহ॥
ধর্ম্ম বলেন পরিচয়ে কোন প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাহি লক্ষ কৈল পণ॥
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়া।
এক্ষণে কি আর জাতি বর্ণ জিজ্ঞাসিয়া॥
পুরোহিত বলে তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে।
পরিচয় দিয়া প্রীত করহ রাজারে॥
যুধিষ্ঠির বলে গিয়া কহ নৃপবরে।
হীন জাতি জন কি বিন্ধিতে লক্ষ পারে॥
শুনি পুরোহিত গিয়া দ্রুপদে কহিল।
পরিচয় না পাইয়া নৃপতি চিন্তিল॥
পুত্রগণ সহ তবে বিচার করিয়া।
ছয়খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া॥
পুত্র পাঠাইল আগুসরি লইবারে।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল তথাকারে॥
চিহ্ন জানিবারে পথে থুইল রাজন।
পাশাক্রীড়া বেদবিদ্যা পুরাণ পঠন॥
ধান্য যব নানা শস্য থুইল দুই ভিতে।
ধনুক বিবিধ অস্ত্র তূণের সহিতে॥
নট নটী নৃত্য তথা গায়েন সুস্বর।
বৃষ অশ্ব রথ সাজাইয়া করিবর॥
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজপ্রতি॥
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চভাই চল তথাকারে॥
ধর্ম্মরাজ শুনিয়া বিলম্ব না করিয়া।
পঞ্চভাই পঞ্চরথে চড়িলেন গিয়া॥
এক রথে কৃষ্ণাসহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল বিবিধবাদ্য সুমঙ্গল ধ্বনি॥
দুই ভিতে নানা রত্ন থুইল রাজন।
কারু ভিতে না তিষ্ঠিল ভাই পঞ্চজন॥
বিচারে জানিল যত বিদ্যাবন্ত জনে।
ভাঙ্গিল ধনুকগণ গুণটঙ্কারণে॥
পাণ্ডবের কর্ম্ম দেখি সভার সংশয়।
লোকে বলে ছদ্মদ্বিজ মনুষ্য এ নয়॥
যথায় বসিয়াছেন রত্ন সিংহাসনে।
রাজা নরগণ আছে তার সন্নিধানে॥
দিব্য রাজাসনে বসিলেন পঞ্চজন।
উঠিয়া আপনি রাজা কৈল সম্ভাষণ॥

কুন্তী সহ দ্রৌপদীরে অন্তঃপুর নিল।
যত নারী হুলাহুলি মঙ্গল করিল॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে মঙ্গল।
কাশীরাম কহে লভে ভারতের ফল॥

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
পাত্রমিত্রগণ আর দ্বিজ পুরোহিত॥
পঞ্চজন মুখ চন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
হরষিত হইয়া বলিছে এ বচন॥
কে তোমরা বাস কোথা কহ সত্যবাণী।
কাহারে জনক বল কাহারে জননী॥
মনুষ্য লোকের প্রায় নহ লয় মনে।
আকৃতি প্রকৃতি দেবতুল্য পঞ্চজনে॥
রূপে পঞ্চজনের না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।
সভার সমান রূপ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ॥
কিবা ইন্দু ইন্দ্র কাম অশ্বিনীকুমার।
ইহামধ্যে হবা চিত্তে লয়েছে আমার॥
আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্যসম নহে।
মিথ্যাসম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমাসভার গোচর।
কহ সত্য শুনুক মনের মতান্তর॥
এত শুনি বলেন ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির।
সজল জলদ যেন বচন গভীর॥
আমরা যে পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
আমি যুধিষ্ঠির এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন॥
এ নকুল সহদেব জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কুন্তী সহিত পার্ষতী॥
এত শুনি নরপতি হইল উল্লাস।
আপনা পাসরে মুখে নাহি আইসে ভাষ॥
কদম্ব কুসুমসম কলেবর ফুলে।
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা করে আলিঙ্গন।
একে২ সম্ভাষিল ভাই পঞ্চজন॥
রাজা বলে পূর্ব্বভাগ্য আমার যে ছিল।
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ণ হৈল॥
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ।
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে গৃহদাহ নয়।
জৌগৃহ করিল পুরোচন পাপাশয়॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিলাম তাহাতে।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিতে॥
এত বড় নির্দ্দয় যে অন্ধ নৃপরাজ।
নাহি ধর্ম্মভয় নাহি লোকভয় লাজ॥

ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে।
মরিবেক পাপিগণ আপন কপটে॥
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।
জৌগৃহ করিল বলি শুনি যে এক্ষণ॥
এ সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর।
মম ধন রাজ্য বাপু সকলি তোমার॥
তবে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন।
বিবাহ করহ পার্থ করি শুভক্ষণ॥
শুনিয়া করেন মানা ধর্ম্মের কুমার।
রাজা বলে যাহা ইচ্ছা বিচার তোমার॥
তুমি কিম্বা বৃকোদর কিম্বা ধনঞ্জয়।
কিম্বা দুই জন এই মাদ্রীর তনয়॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে মায়ের বচনে।
দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে॥
যুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি।
অধোমুখ হৈয়া তবে নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি॥
কুন্তীপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তুমি হেন বল আমি কি কহিব আর॥
বহুপতি ধরে সতী দেখি শুনি ক্ষিতি।
লোকে বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহুপতি॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব যাহা নাহি করে।
সম্প্রতি ধার্ম্মিক সব তাহা না আচরে॥
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি।
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন একথা প্রমাণ।
পূর্ব্ব সাধুগণপথ কে করিবে আন॥
লোকে বেদে যাহা কহে জানিহ রাজন।
গুরুজন বাক্য কভু না করি লঙ্ঘন॥
লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বথা।
কিন্তু গুরুজনবাক্য না করি অন্যথা॥
লোকমধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী।
মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি॥
মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি বেদতুল্য মানি॥
মাতার বচন লঙ্ঘে সেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্মিত দ্রুপদ।
অধোমুখে বৈসে নাহি নাড়ে হস্তপদ॥
কতক্ষণে উত্তর করিল নরপতি।
নারিনু এ বিধি দিতে কি আছে শকতি॥
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ।
এ কথা বিচার করি আমারে সে কহ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অনুব্রত॥

অন্তর্যামি সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডব বিবাহহেতু করিল গমন॥
শিষ্য সহ আইলেন মুনি পরাশর।
জমদগ্নি জৈমিনি শ্রীঅসিত দেবল॥
কৌণ্ড মুনি মাণ্ডব ভার্গব জরদ্গব।
গর্গমুনি পর্ব্বত অগস্ত্য জলোদ্ভব॥
দুর্ব্বাসা লোমশ আঙ্গিরস তপোধন।
শিষ্য ষষ্টি সহস্রে আইল দ্বৈপায়ন॥
যতেক আইল মুনি লিখনে না যায়।
দ্বারি সব আসিয়া দ্রুপদেরে শুনায়॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি।
আগুসরি প্রণমিল ভূমে শির লুঠি॥
আগেতে সামিগ্রী করি আছিল রাজন।
বসিবারে সভে দিল উত্তম আসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা।
যোড়হাতে দাঁড়াইল পঞ্চালের রাজা॥
আমার ভাগ্যের কথা কহন না যায়।
সেকারণে মুনিগণ আইলা এথায়॥
আছিল সন্দেহ এই বিবাহকারণ।
বিধিদাতা সংসারে তোমরা সর্ব্বজন॥
যে বিধান কহিবা বিধান সেই মত।
বিচারিয়া সব কথা দেহ এক পথ॥
মুনিগণ বলে শুন ইহা কি কহিব।
পূর্ব্বে যে ধাতার সৃষ্টি তাহা কি ঘুচাব॥
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু এই নিরূপণ।
পঞ্চ দ্রৌপদীর পতি বিধির লিখন॥
সৃষ্টি স্থিতি গোচরে দেখিতেছি সর্ব্বথা।
পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর কে করে অন্যথা॥
মুনিগণ মুখে শুনি এতেক বচন।
মৌনী হৈয়া রহিলেক দ্রুপদ রাজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এত নাহি সংসারেতে।
লোকে যাহা নাহি তাহা করিব কিমতে॥
যথার্থ করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস।
এমত নিন্দিত কর্ম্মে কহ কেন ভাষ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন অন্য নাহি জানি।
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী॥
মুনিগণ মুখে শুনিয়াছি পূর্ব্বকথা।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা॥
যত দ্বিজগণ তিনি করাণ অধ্যয়ন।
সর্ব্ব শাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থব্যাকরণ॥

পড়াইয়া পাছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্রহৈতে শুন কহি যে বিশেষ॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবা পালন।
না করিবা দ্বিধা রহে বেদের বচন॥
লোক বেদহৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ আমি জানি।
সব গুরুহৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী॥
জননী আমারে আজ্ঞা দেন এই মত।
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অন্য ভিক্ষামত॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহাকে বুঝিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম ধর্ম্মে পাপ করে॥
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মম মন নাহি রয়।
এ কর্ম্ম করিতে মম চিত্তে বড় লয়॥
সেকারণে বুঝি এই হবে ধর্ম্ম কর্ম্ম।
বিশেষে খণ্ডিতে নারি মাতৃবাক্য ব্রহ্ম॥
অনন্তরে বলিতে লাগিল বৃকোদর।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর॥
বেদশাস্ত্র লোক আমি সভার বাহির।
আমা সভাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির॥
আমরা না মানি শাস্ত্র কিম্বা অন্য জনে।
ধর্ম্মআজ্ঞা পালন করি যে প্রাণপণে॥
কে লঙ্ঘিবে যে আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিনু এ পঞ্চালনৃপতির॥
পুনঃ২ ধর্ম্মবাক্য করিল হেলন।
অন্য জন হৈলে আজি নিতাম জীবন॥
সম্বন্ধে শ্বশুর ইনি গুরুমধ্যে গণি।
মম ক্রোধানল শান্ত হইল আপনি॥
লোকে বেদে যদি বলে নহে ভীত মন।
আজিহৈতে সর্ব্বশাস্ত্র করহ লিখন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে আজ্ঞা করিবে।
কাহার আছয়ে শক্তি কে তাহা দুষিবে॥
হেন কালে কুন্তী শুনি হইল বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির॥
ব্যাসের চরণে ধরি সকরুণে কয়।
আমারে নিস্তার কর মিথ্যা বাক্যভয়॥
যেই বল যুধিষ্ঠির বলে এই কথা।
যেনমতে মম বাক্য না হয় অন্যথা॥
মুনি বলেন ত্যজ ভয় না কর ক্রন্দন।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য নহিবে লঙ্ঘন॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরামদাস কহে শুনে সাধুনর॥
ব্যাস বলেন সব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ॥
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতিবাঞ্ছা করি শিব পূজে নিরবধি॥
রচিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ নানা পুষ্প দিয়া।
ঘৃত মধু উপহার বাদ্য বাজাইয়া॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
পতি২ দেহি২ পঞ্চবার বলে॥
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে যাচে ব্যোমকেশ॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড়কর॥
কেন হেন উপহাস কর শূলপাণি।
লোকে বেদে বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী॥
শঙ্কর বলেন কন্যা কি দোষ আমার।
স্বামিবর তুমি যে মাগিলা পঞ্চবার॥
অকারণে কন্যা আর করহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে আমার বচন॥
হইবে তোমার স্বামী পঞ্চ মহারথী।
তথাপিহ ক্ষিতিমধ্যে বলাইবা সতী॥
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তব নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র॥
এত বলি অন্তর্হিত হইলেন হর॥
গঙ্গাজলে কন্যা গিয়া ত্যজে কলেবর॥
পুনঃ সেই কন্যাজন্ম কাশীরাজালয়ে।
সেই জন্ম পতিহীন যৌবন সময়ে॥
না হইল বিবাহ যৌবন কাল গেল।
আপনারে তিরস্করি তপ আরম্ভিল॥
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ।
তপস্যা দেখিয়া চমৎকার দেবগণ॥
নিকটে আইল সভে দেখিয়া অদ্ভুত।
ধর্ম্ম ইন্দ্র পবন অশ্বিনীযুগসুত॥
জিজ্ঞাসিল কন্যা তপ কর কি কারণ।
এমত কঠোর তপ এ নব যৌবন॥
স্বামীইচ্ছা তপস্যায় কর বরাননে।
যারে ইচ্ছা বর তুমি আমা পঞ্চজনে॥
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন পানে।
সভার সমান রূপ দেখিল নয়নে॥
কাহারে বরিব হেন বলিতে নারিল।
অধোমুখ হৈয়া কন্যা নিঃশব্দে রহিল॥
কন্যার হৃদয় কথা জানি পঞ্চজন।
পঞ্চজন বর তারে দিল ততক্ষণ॥
ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি।
আর জন্মে আমরা হইব তব স্বামী॥

এত বলি অন্তর্হিত হৈল দেবগণ।
তপস্যা করিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন॥
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনিসম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞ ভেদি॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীয় পঞ্চজন।
পঞ্চজন অংশে জন্ম পাণ্ডুর নন্দন॥
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা কে করিবে আন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন কহি সে আভাস॥
পূর্ব্বে এক কালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণি না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল।
সভে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেন।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সভাকার।
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলে মন।
মম বাক্য লঙ্ঘিতেছ না চাহি শমন॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড় পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণ মধ্যে আমি হৈলাম চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কায॥
না পাইনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কত কাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেই কালে কায়হৈতে হইল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তাড়ি পত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে॥
যমেরে বলেন তুমি রাখ সাতে এরে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবা কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবা।
ব্যাধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবা॥
আপনার কর্ম্ম ভোগ ভুঞ্জিবে সংসার।
তথাপিহ তোমার উপরে অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সংযমনী স্থানে যান যজ্ঞ সমাপিয়া॥
যমে প্রবোধিয়া সভে যথাস্থানে চলে।
যাইতে কনকপদ্ম দেখে গঙ্গাজলে॥
সহস্র সহস্র পুষ্প ভাসি যায় স্রোতে।
দেখিয়া বিস্ময় হইল সভাকার চিত্তে॥
অম্লান কমলপুষ্প গন্ধে মনোমোহে।
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র পবনেরে কহে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় বায়ু গেল শীঘ্রগতি।
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি॥
তাহার পশ্চাতে ধর্ম্মে পাঠায় ত্বরিত।
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত॥
তাহার পশ্চাতে পাঠাইল দুইজন।
চলি গেল শীঘ্রগতি অশ্বিনীনন্দন॥
হইল অনেকক্ষণ বাহুড়ি না আইল।
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল॥
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি।
হিমালয় গঙ্গাকূলে কান্দিছে যুবতি॥
তার অশ্রুজলে হয় কনককমলে।
খরস্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনীজলে॥
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ।
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজকায॥
নয়নকুরঙ্গ বিম্ব জিনিয়া অধর।
নির্ধূম জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর॥
মুখ তব নিন্দে ইন্দু মধ্য মৃগনাথ।
চারু ভুরু যুগ্ম ঊরু নিন্দে হস্তিহাত॥
কি কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী॥
কন্যা বলে আমি হই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িয়া সংসারসুখ জন্ম তপস্বিনী॥
মোরে হেন কহিতে তোমারে না যুয়ায়।
পাপচক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায়॥
এই মতে আমারে কহিল চারি জন।
তাসভার কষ্ট যত না যায় কহন॥
ইন্দ্র বলে কহ তারা আছয়ে কোথায়।
কন্যা বলে যদি ইচ্ছা আইস তথায়॥
কন্যার সংহতি গেল দেব পুরন্দর।
পর্ব্বত উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর॥

কেতকী বলিল দেব আমি তপস্বিনী।
এ জন আমারে বলে উপহাস বাণী॥
শিব বলিলেন মূঢ় না দেখ নয়নে।
প্রতিফল ইহার পাইবা মম স্থানে॥
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর॥
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার।
চরণে নিগূড় বন্ধি আছয়ে অপার॥
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীরে দেখে চারি জনে।
দেখিয়া হইল ভয় সহস্র লোচনে॥
করযোড়ে বিস্তর করিল স্তব হরে।
তুষ্ট হইয়া সদানন্দ বলেন তাঁহারে॥
আমার তোমার বাক্যে হইল সন্তোষ।
তোমা হেতু ক্ষমিলাম এ চারির দোষ॥
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোমা সব।
তাঁর আজ্ঞা মত কর্ম্ম করিবা বাসব॥
এত বলি সভা লৈয়া যান ত্রিলোচন।
শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ণ॥
কহিলেন সকল কেতকী বিবরণ।
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া তোর নাহি খণ্ডে লোভ।
মর্ত্ত্যে জন্ম হইয়া ভুঞ্জিতে আছে ক্ষোভ॥
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে যাহা করি।
হইবে তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী॥
পঞ্চজন জন্ম গিয়া হৈয়া নরযোনি।
কেতকী হইবে তোমা পঞ্চের ভাবিনী॥
তোমা সভা প্রীতিহেতু আমিহ জন্মিব।
দ্বাপরে ক্ষত্রের দুঃখ নিঃশেষ করিব॥
এত বলি দুই কেশ দিলেন মহেশ।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈয়া রাম হৃষীকেশ॥
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী।
সেই দেবী কেতকী হইল যাজ্ঞসেনী॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর॥

দ্রুপদ কহিল বলি শুন তপোধন।
কার কন্যা কেতকী তাপসী কি কারণ॥
কি হেতু রোদন কৈল গঙ্গাতীরে বসি।
ইহার তদন্ত মোরে কহ হে মহাঋষি॥
অগস্ত্য বলেন শুন তাহার কাহিনী।
সত্যযুগে ছিলা তেঁহ দক্ষের নন্দিনী॥
না হইল বিবাহ সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিল।
হিমালয় মন্দিরে হরেরে নিবেদিল॥
তোমার নিলয়ে আমি তপস্যা করিব।
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি নির্ভয় থাকিব॥
হর বলিলেন থাক এই গিরিবরে।
আমার নিকটে থাক কি ভয় তোমারে॥
পুরুষ হইয়া তোরে যে করে সম্ভাষ।
শীঘ্র তুমি তাহারে আনিবা মম পাশ॥
হরের আশ্বাস পাইয়া কেতকী রহিল।
একাসনে ধেয়ানেতে জন্ম গোঁয়াইল॥
দৈবে এক দিনে তথা আইল সুরভী।
প্যাছে যায় ষণ্ড দেখি ঋতুমতী গবী॥
পঞ্চগোটা ষণ্ড এক সুরভীর প্যাছে।
ষণ্ডে২ মহাযুদ্ধ কেতকীর কাছে॥
ষণ্ডের গর্জ্জনে কেতকীর ধ্যান ভাঙ্গে।
পঞ্চগোটা ষণ্ড দেখে সুরভীর সঙ্গে॥
দেখিয়া কেতকী তবে ঈষদ হাসিল।
কেতকী হাসিল তাহা সুরভী জানিল॥
উপহাস বুঝিয়া হৃদয়ে হইল তাপ।
ক্রুদ্ধা হৈয়া গোমাতা তাহারে দিল শাপ॥
নাহিক ইহাতে লজ্জা গরুজাতি আমি।
নরযোনি হৈয়া তোর হবে পঞ্চ স্বামী॥
পুনঃ২ জন্ম তোর হবে নরযোনি।
দুইজন্ম বৃথা তোর যাবে বিরহিণী॥
তৃতীয় জন্মেতে হবে স্বামী পঞ্চজন।
পাইবে লক্ষ্মীর অঙ্গ হবে বিমোচন॥
একজন অংশে তারা হবে পঞ্চজন।
ভেদাভেদ নহিবেক সবে একমন॥
কেতকী পুছিল তারে করি যোড়হাত।
অল্পদোষে এত বড় শাপিলা নির্ঘাত॥
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন।
এক অংশে কাহারা হইবে পঞ্চজন॥
শাপ দিলা তবে আমি ভুঞ্জিবারে চাই।
ইহার তদন্ত মোরে কহ শুনি গাই॥
সুরভী বলিল শুন তাহার কারণ।
একা ইন্দ্র অংশেতে হইবে পঞ্চজন॥
বৃত্রাসুর নাম ত্বষ্টা মুনির নন্দন।
পরাক্রমে জিনিলেক সকল ভুবন॥
ইন্দ্ররাজ দেব যবে তারে সংহারিল।
শুনি ত্বষ্টা মুনি তবে আগুন হইল॥
আজি সংহারিল ইন্দ্র দেখ সর্ব্ব জন।
নহে মোর তপব্রত সব অকারণ॥
ব্রহ্মবধী বিশ্বাসঘাতকী দুরাচার।
কিমতে বহিছে কর্ম্ম এ পাপির ভার॥

ত্রিশিরস পুত্র মোর তপেতে আছিল।
অনাহারী মৌনব্রতী কারো না হিংসিল॥
হেন পুত্রে মারে মোর দুষ্ট দুরাচার।
বিশ্বাস করিয়া তবু করিল সংহার॥
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করিব তাহারে।
এত বলি মুনিবর ধায় ক্রোধবলে॥
দুইপাটি দন্ত ঘন করে কড়মড়।
সুরাসুর দেখিয়া পলায় উভুরড়॥
বায়ু বলিলেন ইন্দ্র নিশ্চিন্ত আছহ।
ক্রোধান্বিত অষ্টামুনি আইসে দেখহ॥
করে কর কচালে উরুতে মারে চড়।
ক্ষিতি কাঁপে চলিতে চরণ লড়বড়॥
দীঘল জটিল দাড়ি করে নড়বড়।
সঘনে গর্জয়ে যেন ঘন গড়গড়॥
নাসার নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়।
নেত্রানলে পোড়ে বন শুনি চড়চড়॥
ঘন২ জিহ্বা ধরি দিতেছে কামড়।
ভুজে ঠেকি ভাঙ্গে বৃক্ষ শুনি মড়২॥
মম বাক্যে সুরপতি বাহনে না চড়।
আগু হৈয়া অর্দ্ধপথে পায়ে গিয়া পড়॥
দুই হাতে বান্ধি দেহ চরণেতে পড়।
গলায় কুঠারি বান্ধি দন্তে লহ খড়॥
নতুবা পলাও শীঘ্র আইল নিয়ড়।
রহিলে নাহিক রক্ষা কহিলাম দড়॥
শুনি ইন্দ্র ভয়ে আত্মা করে ধড়ফড়।
না স্ফুরে মুখেতে বাক্য হইল যেন জড়॥
কোথায় লুকায় হেন না দেখি আহড়।
আনিবারে কৈল আজ্ঞা যত হস্তিমুড়॥
ঐরাবত আদি যত হস্তী বড়২।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া রাখিল যেন গড়॥
অষ্টার দেখিয়া ক্রোধ ইন্দ্র পায় ত্রাস।
কোথা যাব রক্ষা পাব গেলে কার পাশ॥
নিকটেতে ইন্দ্রের আছিল চারি জন।
চারি জনে চারি অংশ কৈল সমর্পণ॥
পঞ্চ ঠাঞি পঞ্চ আত্মা কৈল পুরন্দর।
এক আত্মা ধরিয়া রহিল কলেবর॥
আর চারি আত্মা সমর্পিল চারি ঠাঞি।
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকুমার দুই ভাই॥
হেনকালে উপনীত অষ্টা মহাঋষি।
দৃষ্টমাত্রে পুরন্দরে কৈল ভস্মরাশি॥
ইন্দ্রে ভস্ম করিয়া বসিল ইন্দ্রাসনে।
আমি ইন্দ্র বলিয়া বলিল দেবগণে॥

কৈতকীর প্রতি তবে সুরভী বলিল।
হেনমতে ইন্দ্র তবে পঞ্চ ঠাঞি হৈল॥
সেই পঞ্চ অংশহৈতে হৈল পঞ্চজন।
তুমি তার ভার্য্যা হবা না যায় খণ্ডন॥
কেতকী বলিল কহ শুনি গো জননি।
কিমতে পাইল প্রাণ পুনর্বজ্রপাণি॥
গবী বলে অষ্টা ইন্দ্রে করিয়া সংহার।
আপনি লইল স্বর্গে ইন্দ্রের যে ভার॥
দেবগণ গিয়া তবে বলিল ব্রহ্মারে।
ইন্দ্র বিনা থাকিতে না পারি স্বর্গপুরে॥
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের সভা দেবের নগর।
নৃত্য গীত নাহি করে অপ্সরী অপ্সর॥
অনুক্ষণ হইল অসুর উপদ্রব।
এই হেতু রহিতে না পারিলাম সব॥
এত শুনি ব্রহ্মা পাঠাইল নারদেরে।
নারদ কহিল সব অষ্টার গোচরে॥
ইন্দ্রত্ব লইলা মুনি কর ইন্দ্রকার্য্য।
ইন্দ্র বিনা উপদ্রব হইল সর্ব্ব রাজ্য॥
মুনি বলে ইন্দ্রত্বে কি মম প্রয়োজন।
জপ তপ ব্রতে মম যায় অনুক্ষণ॥
যাহার ইন্দ্রত্বে ইচ্ছা লউক এখন।
অষ্টার একথা শুনি বলে তপোধন॥
ইন্দ্রেরে সৃজিল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা ইন্দ্রে ইন্দ্রত্ব করিবে কোন জন॥
আপনি ইন্দ্রত্ব যদি না করিবা মুনি।
ক্রোধ ত্যজি বাঁচাইয়া দেহ বজ্রপাণি॥
বিধাতার সৃষ্টি রাখ আমার বচন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন তপোধন॥
ইন্দ্রভস্ম যে ছিল অগ্রেতে আনি দিল।
শান্ত দৃষ্টে চাহি অষ্টা তাঁরে জীয়াইল॥
হেন মতে দেবরাজ পুনঃ পায় প্রাণ।
তোমারে কহিলাম এ কথন পুরাণ॥
এত বলি সুরভি গেলেন নিজ স্থান।
চিন্তিয়া কেতকী চিত্তে করিতেছে ধ্যান॥
গঙ্গাকূলে বসি কান্দে পড়ে অশ্রুজল।
তাহে দিব্য হয় তথা কনককমল॥
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
আকাশে থাকিয়া ডাকি দেবতা কহিল॥
যে বলে অগস্ত্য এই কিছু নহে আন।
পঞ্চ পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণার নির্ম্মাণ॥
শীঘ্র কর শুভ কর্ম্ম সুরপতি ডাকে।
এত বলি পুষ্পবৃষ্টি করে ঝাঁকেঝাঁকে॥

ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল দিব্য আভরণ।
কেয়ূর কুণ্ডল হার বলয় কঙ্কণ॥
অম্লান অমল পারিজাত পুষ্পরাজ।
চিত্ররথ সহ দিল অঙ্গনাসমাজ॥
হেন কালে আইলেন রাম নারায়ণ।
দ্বারকানিবাসি যত স্ত্রী পুরুষগণ॥
বিবাহ মঙ্গল দ্রব্য বসুদেব লৈয়া।
স্ত্রীগণ লৈয়া আইল গরুড়ে চড়িয়া॥
আইল দেবকী দেবী রোহিণী রেবতী।
রুক্মিণী কালিন্দী সত্যভামা জাম্ববতী॥
লগ্নজিতা মিত্রবৃন্দা ভদ্রা সুলক্ষণা।
আর যত যদুনারী কে করে গণনা॥
নানা রত্ন আনিল ভূষণ অলঙ্কার।
দশ কোটি অশ্ব দশ কোটি রথ আর॥
দশ কোটি মাতঙ্গ বৃষভ অগণন।
উট খর শকট শকটে পূরি ধন॥
সকল দিলেন কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দনে।
যুধিষ্ঠির অপার আনন্দযুক্ত মনে॥
মাতুলী মাতুলে প্রণমেন পঞ্চ জনে।
একে একে সম্ভাষেন যত যদুগণে॥
নিকটের রাজগণ পাইয়া বারতা।
বিবাহ সামগ্রী লৈয়া শীঘ্র আইল তথা॥
যারে যেই সম্ভাষা করিল সর্ব্ব জন।
আদরে করিল পূজা দ্রুপদ রাজন॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম কহে সদা সাধু করে পান॥
মুনিগণ দেবগণ আইল সভায়।
বিবাহের আজ্ঞা দিল পঞ্চালের রায়॥
পঞ্চভাই বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিটালি গন্ধ দিল প্রতিজনে॥
পঞ্চতীর্থ জল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রের ভূষণে বিভূষিতাঙ্গ হইল॥
বিবাহ মঙ্গল মত হইয়া সুবেশ।
রত্নবেদি মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ॥
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চভাই সাতবার প্রদক্ষিণ করি॥
পঞ্চজন অগ্রে বেদিমধ্যে বসাইল।
পঞ্চভাই হস্তে হস্তে বন্ধন করিল॥
কৃষ্ণা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হাত।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ॥
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ।
ক্রমে পঞ্চজন কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট॥

দুন্দুভি নিনাদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
হুলাহুলি মঙ্গল করয়ে নরনারী॥
পাঞ্চজন্য বাজান আপনি নারায়ণ।
লক্ষ২ শঙ্খ বাজে বাদ্য অগণন॥
কল্যাণ করিল যত দেব ঋষিগণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল না যায় লিখন॥
হেন মতে সংপূর্ণ করিয়া শুভকার্য্য।
প্রভাতে চলিয়া গেল যেবা যার রাজ্য॥
মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজস্থান।
দ্বারাবতী চলিলেন রাম ভগবান॥
যাইতে বিদুরে স্মরিলেন যদুমণি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে গেলেন আপনি॥
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দজলে ভাসে।
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসনে পূজিল বিশেষে॥
দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি গতায়াত।
বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ॥
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কোন দেশে কোন রূপে আছে তারা কোথা॥
মরিল বাঁচিল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই সভে ধর্ম্মবন্ত॥
হাহা কুন্তি হাহা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
তোমা না দেখিয়া আছে এ পাপ শরীর॥
এত বলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হৈয়া।
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিয়া॥
হাসিয়া বিদুরে কহিলেন জগন্নাথ।
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুল্লতাত॥
পাণ্ডবের বিবাহ যে ত্রৈলোক্য জানিল।
এক লক্ষ রাজা সহ দলে আসিছিল॥
অদ্য রাত্রে বিবাহিতা হৈল যাজ্ঞসেনী।
পঞ্চ পাণ্ডবের ভার্য্যা তিনি একাকিনী॥
আমিহ ছিলাম সব কুটুম্ব সংহতি।
শুভ কর্ম্ম সমাপিয়া যাই দ্বারবতী॥
শুনিয়া বিদুর বড় সানন্দ হইয়া।
গোবিন্দচরণ ধরে ভূমে লোটাইয়া॥
এ কথা এক্ষণে হরি না কহিও আর।
শুনি দুষ্ট লোকে পাছে করে কুবিচার॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ ডর হ কাহারে।
সভে পলাইয়া আইল পাণ্ডবের ডরে॥
ভীমার্জ্জুন পরাক্রম অতুল ভূতলে।
একলক্ষ নৃপতি জিনিল অবহেলে॥
বিদুরে প্রবোধ দিয়া যান ভগবান।
বিদুর ত্বরিত গেল ধৃতরাষ্ট্র স্থান॥

বিদুর বলেন আজি শুভরাত্রি পাইল।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে আইল॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে আনন্দে বিভোর।
আগুসরি আন গিয়া পুত্রবধূ মোর॥
নানারত্ন ফেল দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া।
আগুসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিয়া॥
বিদুর বলিল রাজা এথা বধূ কোথা।
যুধিষ্ঠিরে বরিলেক দ্রুপদদুহিতা॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে।
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা মুখে॥
দুর্য্যোধনহইতে অধিক যুধিষ্ঠির।
শুভবার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হইল শরীর॥
কহ শুনি বিদুর আছয়ে তারা কোথা।
কার ঠাঞি পাইলা হে এ সব বারতা॥
বিদুর বলে কৃষ্ণার করিল লক্ষপণ।
লক্ষ বিন্ধিলেক রাজা ইন্দ্রের নন্দন॥
কন্যাহেতু বহুদ্বন্দ্ব কৈল রাজা সব।
ভীমার্জ্জুন করিল সভারে পরাভব॥
মুনিগণ দেবগণ একত্র হইয়া।
পঞ্চভাই পাণ্ডবে কৃষ্ণারে দিল বিয়া॥
যদুবংশ সহ গিয়াছিলেন শ্রীপতি।
কহি বার্ত্তা আমারে গেলেন দ্বারবতী॥
এত বলি বিদুর গেলেন নিজস্থান।
অধোমুখে অন্ধ রাজা মনে করে ধ্যান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
বার্ত্তা উপরন্তে তার তৃতীয় দিবসে।
দণ্ডভগ্ন দুর্য্যোধন উত্তরিল দেশে॥
যাবার সময়ে গেল দশ অক্ষৌহিণী।
পঞ্চ অক্ষৌহিণীতে আইল নৃপমণি॥
কারু রথে নাহি ধ্বজা দন্তদন্তি কাটা।
কারু ক্ষত পদাতি কুবুজ বোঁচা ঠুটা॥
কারু মুখে নাহি কথা মুখ অতিম্লান।
নাহিক চামর ছত্র নাহি চিহ্নবাণ॥
বাপের চরণে গিয়া নমস্কার কৈল।
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥
কহ তাত যুধিষ্ঠির সহিত মিলিলা।
হুলাহুলি করিয়া সম্প্রীতে বিয়া দিলা॥
কি রূপে পাণ্ডব সহ হইল মিলন।
আইল কি তব সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
শুনি দুর্য্যোধন কর্ণে লাগে চমৎকার।
জানিল ব্রাহ্মণ নহে পাণ্ডুর কুমার॥

কর্ণ বলে কি কথা কহিলা মহাশয়।
হেন বাক্য কিমতে স্ফুরিত মুখে হয়॥
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
আমি দেখা পাইলে কি জীবে পঞ্চজন॥
ছদ্ম দ্বিজবেশ ধরি ভাণ্ডিল আমারে।
দ্বিজবধ ভয় করি ক্ষমিলাম তারে॥
তখন জানিতাম যদি মারিতাম প্রাণে।
পাণ্ডুপুত্র বল্যে শুনি তোমার বদনে॥
দুর্য্যোধন বলে ইহা জানিব কেমনে।
এত কাল জীয়ে আছে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
ধিক২ পুরোচন মৈল ভালে পুড়ি।
কি করিল কার্য্য লজ্জা কৈল ক্ষিতিযুড়ি॥
এক্ষণে কি হইবেক ইহার উপায়।
শিয়রে হইল শত্রু শমনের প্রায়॥
এই সন্নিকটে যদি উপায় নহিবে।
পশ্চাতে ইহার জন্যে অনর্থ হইবে॥
লোক পাঠাইয়া দেহ দ্রুপদের স্থানে।
নিভৃতে কহুক গিয়া পঞ্চালরাজনে॥
সহস্রেক রথ দিব সহস্রেক হাতি।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর আমার সংহতি॥
সখ্য হবে ধৃষ্টদ্যুম্ন তব পুত্র সহ।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডবে মারহ॥
নতুবা পাঠাই এ সুরূপ নারীগণ।
পাণ্ডবের সহ রহুক করুক কথন॥
দ্রৌপদীরে তাহার হউক অনাদর।
তবে ক্রোধ করিবে দ্রুপদ নরবর॥
নতুবা সুহৃদ দ্বিজ তথায় পাঠাই।
প্রকারেতে ভেদ করাউক পঞ্চভাই॥
পঞ্চভাই তারা যদি বিচ্ছেদ করিব।
কোন ছার পাণ্ডুপুত্র নিমিষে মারিব॥
নতুবা যাউক এক অন্তঃপুর লোক।
সভার অগ্রেতে কাঁদি কহে পূর্ব্বশোক॥
তবে তারে পাণ্ডুপুত্র করিবে বিশ্বাস।
বিষ দিয়া বৃকোদরে করুক বিনাশ॥
ভীম বিনা পাণ্ডবেরা হইবে অনাথ।
কর্ণযুদ্ধে অর্জ্জুনের কে যাইবে সাত॥
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া কর্ণ বলে।
কিছু নাহি চিত্তে লাগে যতেক কহিলে॥
দ্রুপদের রাজ্যে রত্নে লোভ করাইবে।
ত্রৈলোক্য পাইলে সেহ না ত্যজে পাণ্ডবে॥
একেত জামাতা আর দ্বিতীয়ে বলিষ্ঠ।
এক্ষণে কি দ্রুপদের আছে পূর্ব্বাদৃষ্ট॥

সুহৃদ্‌ভেদী দ্বিজ দ্বারা কি করিতে পারি।
ভেদ না হইল পঞ্চ স্বামী একনারী॥
ভীমেরে মারিতে পারে আছে কোনজন।
কত না করিলা গৃহে আছিল যখন॥
বিষ দিলা নানা যন্ত্র গর্ত্ত খনিছিলা।
অবশেষে জতুগৃহে দাহন করিলা॥
কিছু না হইল যত করিলা উপায়।
এক্ষণে হইল তার অনেক সহায়॥
নারীগণ কি করিবে পাণ্ডবের ঠাঁই।
চক্ষুকোণে পরস্ত্রী না দেখে পঞ্চভাই॥
যতেক উপায় বল নাহি লয় মনে।
বিনা দ্বন্দ্বে সাধ্য নহে পাণ্ডুর নন্দনে॥
যাবত না আইসেন কৃষ্ণ যদুবলে।
যাবত না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে॥
রজনীর মধ্যে গিয়া নগর বেড়িব।
সপুত্র দ্রুপদ সহ পাণ্ডবে মারিব॥
কর্ণের বচন শুনি অন্ধনৃপবর।
সাধু২ বলিয়া প্রশংসে বহুতর॥
এ বিচার করিতে তোমারে যোগ্য দেখি।
কর্ণ ভীষ্মে বিদুর দ্রোণেরে আন ডাকি॥
সে সভার মত দেখি কি করে যুকতি।
এত বলি সভারে আনিল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান॥
রাজার আদেশে আইল যত মন্ত্রিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন॥
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর।
কুলে শীলে বুদ্ধি বলে খ্যাত তিনপুর॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান জ্যেষ্ঠ তাত।
শুনি যে পাণ্ডব জীয়ে আছে কুন্তীসাত॥
এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেন।
কিছুত ইহার আমি না বুঝি কারণ॥
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ।
আমি সে সভার স্থানে নাহি করি দোষ॥
তবে কেন গুপ্তরূপে পঞ্চালে থাকিয়া।
বিবাহ করিল যে আমারে না বলিয়া॥
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার।
শুনিয়া কহেন তারে গঙ্গার কুমার॥
তব পুত্রাধিক তোমা সেবেত পাণ্ডব।
তুমি তায় পুত্রাধিক করিতা গৌরব॥
কি বুদ্ধি হইল তোমার না জানি কারণ।
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ॥
না জানি যে তথার কি কৈল পুরোচন।
জতুগৃহে দগ্ধ কৈল বলে সর্ব্বজন॥
ত্রিভুবন যুড়ি মম অকীর্ত্তি হইল।
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক করিল॥
যদবধি জতুগৃহ হইল দাহন।
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন॥
জননী সহিতে জীয়ে পাণ্ডুর কুমার।
ইহাতে অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার॥
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল।
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন।
কর পাণ্ডুপুত্রগণ সঙ্গেতে মিলন॥
আমি একা নাহি বলি সভার বিচার।
যেন তুমি তেন পাণ্ডুনৃপতি আমার॥
যেন কুন্তী তেন বধূ গন্ধারনন্দিনী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধনে মানি॥
ইথে ভেদাভেদ ভদ্র নাহিক রাজন।
পাণ্ডুপুত্র সহ তব দ্বন্দ্ব কি কারণ॥
তার পিতা পাণ্ডু ছিল পৃথিবীর রাজা।
তাহার সকল সৈন্য রাজ্য ধন প্রজা॥
সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন জন।
তব হিতহেতু তেঁই বলি এ রাজন॥
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা হবে তব যশ॥
কীর্ত্তি রাখ নৃপতি কীর্ত্তি সে বড় ধন।
অকীর্ত্তিতে অভাজন জীয়ন্তে মরণ॥
কীর্ত্তি রহে নরপতি যাবত ধরণি।
যত পূর্ব্বদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি॥
ভীষ্মের বচন অন্তে বলিলেন গুরু।
সর্ব্ব গুণবান তুমি যেন কল্পতরু॥
আপনার হিতাহিত বিচার কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছ সব মন্ত্রিগণ॥
সেকারণে হিতকথা চাহি করিবার।
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ মম যে বিচার॥
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয় সভার কল্যাণ।
সব কহিলেন গঙ্গাপুত্র মতিমান॥
এক্ষণেত এই কর্ম্ম করহ ভূপাল।
প্রিয়ম্বদ জন এক পাঠাহ পঞ্চাল॥
বিবাহ সামগ্রী লইয়া মঙ্গল বাজন।
নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়া সাজন॥
দ্রৌপদীরে তুষিবে অনেক অলঙ্কারে।
নানা রত্নে তুষিবেক পঞ্চসহোদরে॥

পুনঃপুনঃ সন্তোষিয়া কুন্তীরে কহিবে।
যেন পূর্ব্বদুঃখ স্মরি দুঃখী না হইবে॥
দ্রুপদ রাজার জন্যে দেহ বহু ধন।
প্রত্যক্ষ করিবে তাহা সভ পুত্রগণ॥
হেন জন পাঠাহ সুশীল সত্যবাদী।
পাণ্ডব তোমাতে যেন না হয় বিবাদী॥
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্ত্তন॥
ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে।
সভাই শত্রুর অংশ খ্যাত এ সংসারে॥
মুখেতে সুহৃদ তব অন্তরেতে আন।
যে কহিল বুঝহ করিয়া অনুমান॥
ধন জন সম্পদ এ সভার ভিতরে।
সভাকারে দিয়াছ না দিয়াছ কাহারে॥
তথাপি পাণ্ডব অংশ তোমার অহিত।
জিহ্বায় অন্তর বার্ত্তা হৈতেছে বিদিত॥
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্ট মন্ত্রিমন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে॥
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার।
হে দুষ্ট শুনি রে কহ তোর কি বিচার॥
কলহ করিতে প্রায় চাহ তার সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যাইতে যমগৃহ॥
ভাল মতে জানি আমি তোর বীরপনা।
দেখিল পঞ্চাল রাজ্যে তাহা সর্ব্ব জনা॥
লক্ষ রাজা সহ একা বেড়িলা অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেলা তেঞি রহিলা জীবনে॥
হেন জন সহ দ্বন্দ্ব চাহ করিবারে।
তোমা মত নির্লজ্জ না দেখি এ সংসারে॥
কিমতে কহিব আমি এমত বিচার।
মহাক্ষয় হবে যাতে সভার সংহার॥
এত শুনি বলেন বিদুর মহামতি।
কিংহেতু নিঃশব্দ হইয়া আছহ নৃপতি॥
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার।
ভীষ্ম দ্রোণ সম হিত কে আছে তোমার॥
এ দোঁহার গুণে কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
বিচারে অমরগুরু তেজে আখণ্ডলে॥
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাত।
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিল রঘুনাথ॥
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্ম মুখে ভাষে।
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্ব লোকে ঘোষে॥
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি কারণে উত্তর না দেহ রাজা তুমি॥
ভীষ্ম দ্রোণ যে বলেন সভার স্বীকার।
ইহা না করিয়া চাহ কি করিতে আর॥
কলহ করিতে বুঝি চাহ নরপতি।
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন সংহতি॥
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি।
পঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি॥
সভারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবা যে করিল বৃকোদর॥
অস্ত্রহীন বৃক্ষ লৈয়া প্রবেশিয়া রণ।
একলক্ষ নৃপসৈন্য করিল মথন॥
এক্ষণে সহায় হবে সেই রাজগণ।
স্বঅস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন॥
সহায় সর্ব্বস্ব যার মন্ত্রী জগৎপতি।
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারবতী॥
মাতুলনন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার॥
বিশেষে তোমার দেখ যত রথিগণ।
ভাল মতে জান কি সভাকার মন॥
আমি জানি সভে হবে পাণ্ডবসহায়।
দ্বন্দ্ব ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায়॥
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি।
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি॥
পাণ্ডুপুত্র জীয়ে আছে শুনিয়া শ্রবণে।
সভাই বাসনা করে সদা মনে২॥
সভে ইচ্ছা করে রাজা যুধিষ্ঠির প্রতি।
তার সহ দ্বন্দ্বে ভদ্র নাহি মহামতি॥
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার।
আমাবাক্য শুন রাজা হিত যে তোমার॥
জতুগৃহে পোড়াইলা লজ্জিত অন্তরে।
সব দোষ গেল পুরোচনের উপরে॥
প্রিয়বাক্যে এথারে আনহ পাণ্ডুসুতে।
ঘুচিবেক লজ্জা যশ ঘুষিবে জগতে॥
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
যে বলিলা বিদুর আমার মনে নিলে॥
পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাহি অন্য জন।
আপনি বিদুর তুমি করহ গমন॥
এতেক বলিল যদি অন্ধ নরপতি।
শুনিয়া যে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীদাস কহিছে শ্রবণে ভবে তরি॥
এক ক্ষণ বিদুর বিলম্ব না করিল।
বহু রত্ন ধন লৈয়া পঞ্চালে চলিল॥

একে২ সভাকারে সম্ভাষি বিদুর।
কুন্তীসহ বসিয়াছে যত অন্তঃপুর॥
দ্রৌপদীরে ভূষিল অনেক অলঙ্কারে।
নানা রত্নে বিভূষিল পঞ্চসহোদরে॥
বিদুরে দেখিয়া বড় হরিষ দ্রুপদ।
সূর্য্যের উদয়ে যেন ফুটে কোকনদ॥
পঞ্চভাই দেখিয়া বিদুর মহাশয়।
আনন্দ নয়ন জলে ভাসিল হৃদয়॥
বিদুর চরণে প্রণমিল পঞ্চজন।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ॥
বিদুর কহিল যত কুশল সম্বাদ।
একে২ কহিল সভার আশীর্ব্বাদ॥
বিদুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন।
মিষ্টান্ন পক্কান্নে তারে করায় ভোজন॥
ভোজনান্তে সর্ব্ব লোক বসিল সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে॥
পাণ্ডবে বরিল রাজা তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি॥
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পায়।
সেকারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায়॥
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা সহ সম্বন্ধে হইল প্রীত মন॥
প্রিয় সখা তোমারে করিয়া আলিঙ্গন।
পুনঃ পুনঃ বলিলেন নিজগুভ দ্রোণ॥
চির দিন দেখি নাহি পাণ্ডুপুত্রগণ।
সভাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে কারণ॥
গান্ধারীপ্রভৃতি যত কুরুকুল নারী।
দেখিবারে উতরোল তোমার কুমারী॥
পাণ্ডবেরা বহু দিন হৈয়াছে হতাশ।
চিরদিন নাহি বন্ধুগণের সম্ভাষ॥
আমারেত এই মত কহে নরপতি।
যাইতে পাণ্ডবগণ আপন বসতি॥
দ্রুপদ বলিল ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বতা হৈল॥
যে বল বিদুর সেই মোর মনোনীত।
পাণ্ডবেরে নিজ গৃহে যাইতে উচিত॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক সমান।
তার সেবা পাণ্ডবের হয়ত বিধান॥
ভয় আছে তথা যদি হেন কর মনে।
তোমা সভা বিরোধিবে কাহার পরাণে॥
তথাপিহ নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি॥
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃসহ বিদায় হৈলেন ততক্ষণ॥
রথে চড়ি গেলেন দ্রৌপদী সমুদিত।
হস্তিনা নগর যান বিদুর সহিত॥
পাণ্ডব হস্তিনা আইল শুনি প্রজাগণ।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় দর্শন কারণ॥
লজ্জা ভয় ত্যজি ধায় কুলের যুবতি।
উর্দ্ধশ্বাসে চলি যায় নারী গর্ব্ভবতী॥
পাণ্ডবেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি॥
যষ্টি ভর করিয়া চলিল যত বুড়ি।
পঞ্চভাই গেলেন যেখানে জ্যেষ্ঠতাত।
একে২ তাঁহারে করেন প্রণিপাত॥
কুন্তীসহ অন্তঃপুরে গিয়া যাজ্ঞসেনী।
একে২ সম্ভাষেন কৌরব রমণী॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজনে।
হস্তিনা বসতি তবে নহে সুশোভনে॥
খাণ্ডবপ্রস্থেতে যাহ পঞ্চসহোদর।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর॥
শুনি যুধিষ্ঠির করিলেন অঙ্গীকার।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে সব কৈল আগুসার॥
পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর।
বলভদ্র সঙ্গে যান হস্তিনা নগর॥
ধৃতরাষ্ট্র যে বলিল পাণ্ডবের প্রতি।
খাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দেন অনুমতি॥
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চসহোদর।
শুভক্ষণে আরম্ভ করিলেন নগর॥
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান।
চতুর্দ্দিগে গড় খাই সমুদ্রপ্রমাণ॥
উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম।
কি এবা অমরাবতী ভোগবতী সম॥
প্রাচীর উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ ভোজ্য পদাতি রাইয়তগণ থুইল॥
কুবের ভাণ্ডার জিনি পূরাইল ধন।
শুক্লবর্ণে সব গৃহ বিচিত্র শোভন॥
বেদান্ত পাঠকগণ ক্ষত্র বৈশ্য জাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি॥
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন।
সদ্গোপ বণিক জাতি যত শূদ্রগণ॥
বসিল সকল লোক নগর ভিতরে।
পাণ্ডুর নগর বৈসে ইন্দ্রে নাহি ডরে॥
স্থানে২ নগরে রুপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কানন॥

জম্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল।
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক রাজফুল ॥
পাটলি খদির বেল বদরী কবরি।
পারিজাত পর্কটী আমলকী মহিরি ॥
কদলী গুবাক নারিকেল সখর্জ্জুর।
নানা বর্ণে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর ॥
স্থানে২ খোদাইল দীঘী পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষিগণ সদা করে ধ্বনি ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ ॥
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া যান দ্বারকা নগরী ॥
পাণ্ডবের রাজ্য প্রাপ্তি যেই জন শুনে।
স্থানভ্রষ্ট স্থান পায় দারিদ্র খণ্ডনে ॥
আদি পর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম গায় গীত ॥
জনমেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
পঞ্চভাই এক স্ত্রী কিমতে আচরিল।
বিভেদ নহিল দিন কিমতে বঞ্চিল ॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে ॥
কত দিনে হইল নারদ আগমন।
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পূজিল শ্রীচরণ ॥
কর যোড় করি দাণ্ডাইয়া ছয় জন।
বসিবারে মুনি আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
এক পত্নী পতি যে তোমরা পঞ্চজন ॥
ভাই২ বিভেদ করিয়া থাক পাছে।
স্ত্রীহেতু বিরোধ হয় পূর্ব্বে হেন আছে ॥
সুন্দ উপসুন্দ বলি দুই ভাই ছিল।
স্ত্রীর হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ মুনিবর।
কি হেতু করিল যুদ্ধ দুই সহোদর ॥
নারদ বলেন পূর্ব্বে কশ্যপনন্দন।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুইজন ॥
নির্দ্দয়া অসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যবংশে।
সুন্দ উপসুন্দ দুই তাহার ঔরসে ॥
মহাবল দুই ভাই মহাকলেবর।
অসুরকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর ॥
দুই ভাই একবাক্য একই জীবন।
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি হয়ত কখন ॥
দুই জন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার।
তপোবলে করিব ত্রৈলোক্য অধিকার ॥
গিয়া হিমালয়েতে তপস্যা আরম্ভিল।
অনেক বৎসর বায়ু আহারে রহিল ॥
অনাহারে বহু তপ কৈল দুই জনা।
যতেক কঠোর কৈল না হয় গণনা ॥
দোঁহার কঠোর তপ দেখি পিতামহ।
ডাকিয়া বলেন মনোনীত বর লহ ॥
দুই ভাই বলে মোরে করহ অমর।
বিরিঞ্চি বলেন তুমি মাগ অন্য বর ॥
দুই ভাই বলে মোরা অন্য নাহি চাই।
তবে তপ ত্যজি যবে এই বর পাই ॥
বিধাতা বলেন জন্ম হইলে মরণ।
মরণ বিধান কিছু কর দুইজন ॥
দৈত্য বলে ভেদ যবে হব দুই ভাই।
তবে মৃত্যু হবে আজ্ঞা করহ গোসাঞি ॥
স্বস্তি বলি বর দিয়া গেলেন বিধাতা।
সুন্দ উপসুন্দ গেল নিজগৃহে যথা ॥
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য সাজিল অসুর।
নানা বর্ণে অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর ॥
অমর জানিল ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর ॥
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুইজন ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়।
সভে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয় ॥
যজ্ঞ হোম ব্রত তথা দ্বিজ মুনিগণ।
একে একে উচ্ছন্ন করিল দুইজন ॥
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
ত্রৈলোক্যে পাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী ॥
সে সভারে হরিয়া আনিল নিজঘরে।
যখন যাহারে ইচ্ছা তখনি বিহরে ॥
যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার।
সর্ব্ব রত্নে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার ॥
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব ঋষিগণ।
ব্রহ্মারে সকল গিয়া কৈল নিবেদন ॥
শুনিয়া ক্ষণেক ব্রহ্মা চিন্তিত হৃদয়।
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি কহিলেন মহাশয় ॥
মনোহরা নারী এক করহ রচন।
তুলনা না হয় যেন এ তিন ভুবন ॥
সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা মহাবিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পায়ে করিল সৃজন ॥

ত্রৈলোক্য ভিতরে যত রূপবস্তু ছিল।
সর্ব্ব রূপহৈতে রূপ তিলতিল নিল ॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে লৈয়া দিল ততক্ষণ ॥
যে সব দেবতা সেই কন্যা পানে চাহে।
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন নাহি এ রূপের সীমা।
তিলতিল আনি কৈল নাম তিলোত্তমা ॥
তবে কর যোড়ে কন্যা ধাতাঅগ্রে কয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয় ॥
বিরিঞ্চি বলেন সুন্দ উপসুন্দ শূর।
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিন পুর ॥
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে সংহার।
উপায় করিয়া ভেদ করহ দোঁহার ॥
পাইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা চলিল সুন্দরী।
দেবের মণ্ডলী কন্যা প্রদক্ষিণ করি ॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচন।
চারি ভিতে চারি গোটা হইল বদন ॥
যেই দিগে চায় মুখ সেই দিগে রয়।
পূর্ব্ব সহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয় ॥
মদনে পীড়িত হৈয়া চাহে পুরন্দর।
দশশত চক্ষু তার হৈল কলেবর ॥
আর যত দেবগণ এক দৃষ্টে চায়।
অধৈর্য্য হইল সভে দেখিয়া কন্যায় ॥
দেবগণ বলে প্রভু কার্য্য সিদ্ধি হবে।
ইহার দেখিয়া কোন জনা না ভুলিবে ॥
তবে তিলোত্তমা গেল যথা দুইজন।
ক্রীড়া করে দুইভাই লইয়া স্ত্রীগণ ॥
কোটি২ দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পূর্ণিত ভাণ্ডার ॥
লক্ষ২ বিদ্যাধরী লইয়া দুইজনে।
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে ॥
রঙ্গবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানা পুষ্প আছে সেই পর্ব্বত উপরি ॥
ধীরে২ যথা দৈত্য করিল গমন।
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন ॥
অলি মত্ত করে মত্ত মত্ত মধুপানে।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে ॥
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর।
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর ॥
পরম আনন্দ সুন্দ কন্যারে দেখিয়া।
হাত ছাড় ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া ॥
মোর শয্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি।
ইহারে ধরহ তুমি কেমত কাহিনী ॥
উপসুন্দ বলে এহ আমার রমণী।
ভাতৃবধূ হয় এই ছাড়ি দেহ তুমি ॥
সুন্দ বলে আগে দেখিলাম এ কন্যারে।
উপসুন্দ বলে কন্যা বরেছে আমারে ॥
ছাড়২ বলি দোঁহে করে গালাগালি।
ক্রুদ্ধ হৈয়া দুইভাই দোঁহারে নেহালি ॥
মধু পানে কামবাণে হইল অজ্ঞান।
ক্রোধে দুইজনে হৈল অগ্নির সমান ॥
ভয়ঙ্কর দুইগদা ধরি ততক্ষণ।
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুইজন ॥
যুগল পর্ব্বতপ্রায় পড়ে দুইবীর।
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির ॥
আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়া।
কালরূপা কন্যা জানি যায় পলাইয়া ॥
দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তখন।
কন্যারে দিলেন বর করিয়া বর্ণন ॥
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর।
কার দৃষ্ট নহে যেন তব কলেবর ॥
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তোমার কারণে।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে লোক তোমার বরণে ॥
সেই হেতু সূর্য্য অংশুমধ্যে তুমি রহ।
এত বলি অন্তরে গেলেন পিতামহ ॥
নারদ বলিল শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
তুমি জান অতিপ্রীত পঞ্চ সহোদর।
এই মত প্রীত তারা ছিল দুই জন।
হেন গতি হৈল দোঁহে না বুঝি কারণ ॥
মহাবংশে জন্মিলা তোমরা পঞ্চজন।
ভেদ না হয় যেন ভার্য্যার কারণ ॥
এত শুনি পঞ্চভাই নারদ গোচরে।
সমান নির্ব্বন্ধ সভে বলে যোড়করে ॥
বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক একগৃহে।
অন্য জন তথিপর অধিকারী নহে ॥
কৃষ্ণা সহ তারে যদি দেখে অন্য ভাই।
দ্বাদশ বৎসর সে যে অরণ্যেতে যাই ॥
এ নির্ব্বন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
হেন মতে কৃষ্ণা সহ বঞ্চে পঞ্চজন ॥
তবে কত দিনে সেই রাজ্যের ভিতরে।
ব্রাহ্মণের গবী হরি লৈয়া যায় চোরে ॥
কাতর ব্রাহ্মণ কহে অর্জ্জুনের পাশ।
থাকিয়া তোমার রাজ্যে হৈল সর্ব্বনাশ ॥

গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক আইসে মনে।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন সঙ্কোচে সে ব্রাহ্মণে॥
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ কহ বিবরণ।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ॥
হরিয়া আমার গবী যায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণ॥
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর।
অস্তে ব্যস্তে চলিলেন আয়ুধমন্দির॥
দৈব যোগে অস্ত্রগৃহে কৃষ্ণাযুধিষ্ঠির।
দূরে থাকি জানি পার্থ হৈলেন বাহির॥
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চল।
উচ্চস্বরে কান্দে দ্বিজ চক্ষে পড়ে জল॥
দ্বিজের রোদন দেখি পার্থে হৈল ভয়।
কি করিব চিন্তেতে চিন্তেন ধনঞ্জয়॥
গৃহে প্রবেশিলে দুঃখ হবে বহুতর।
দ্বাদশবৎসর যাব অরণ্যভিতর॥
ব্রাহ্মণের চক্ষুজল যত ভূমে পড়ে।
ততবার মহাপাপ মম শিরে চড়ে॥
দ্বিজআর্ত্তি ভাঙ্গিলে হইবে বড় কর্ম্ম।
বিনা ক্লেশে উপার্জ্জন কভু নহে ধর্ম্ম॥
এত ভাবি অর্জ্জুন গেলেন অস্ত্রঘরে।
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলেন সত্বরে॥
দ্বিজ সহ গেলেন যথায় চোরগণ।
চোর মারি আনি দেন বিপ্রের গোধন॥
দ্বিজে প্রবোধিয়া আসি কহেন ফাল্গুনি।
শুন নিবেদন মম ধর্ম্ম নৃপমণি॥
অতিক্রম করিলাম লঙ্ঘিয়া সময়।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
রাজা বলেন কেন হেন কহ ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বে নারদের অগ্রে কৈলা যে সময়॥
কনিষ্ঠ ভাইর সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে তাহা যদি দেখে॥
তুমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই॥
পার্থ বলিলেন স্নেহে বল মহাশয়।
কপট এ কর্ম্ম প্রভু মম মত নয়॥
সত্যে বিচলিত হই নাহি চাহে মন।
আজ্ঞা কর মহারাজ যাব আমি বন॥
এত বলি পার্থ করিলেন নমস্কার।
মাতৃ ভ্রাতৃ সখা ছিল যত যত আর॥
সভারে বিদায় করি গেলেন কানন।
সব বন্ধুগণ হৈল বিরসবদন॥

অর্জ্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগণ।
পৌরাণিক কথক আর গায়ক চারণ॥
মহাবনে প্রবেশ করিয়া মতিমান।
বহু পুণ্য তীর্থে করিলেন স্নান দান॥
কত দিনে হরিদ্বারে করিয়া গমন।
দেখিয়া হৈলেন হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দন॥
স্নান করি অগ্নিহোত্র করে দ্বিজগণ।
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ॥
তর্পণ করিতে দেখেন অগ্নি হোত্রস্থানে।
জলেহৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে॥
বলে ধরি লৈয়া গেল আপন মন্দির।
উত্তম আলয় তথা দেখি পার্থ বীর॥
অগ্নিহোত্র জলে তথা দেখি ধনঞ্জয়।
সেই অগ্নি পূজিলেন কুন্তীর তনয়॥
নিঃশঙ্ক হৃদয় পার্থ নাহি ভ্রম ভয়।
কন্যারে বলেন এই কাহার আলয়॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার কুমারী।
কি কারণে আমারে আনিলা এই পুরী॥
কন্যা বলে ঐরাবত নাগ রাজবংশে।
কৌরব্য নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে॥
তার কন্যা আমি যে উলূপী মোর নাম।
তোমারে দেখিয়া মোরে পীড়িলেক কাম॥
আনিলাম তোমারে যে এই সে কারণ।
তোমারে ভজিব মোর তৃপ্ত কর মন॥
পার্থ বলিলেন কন্যা না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী আমি ভ্রমি সতত কানন॥
দ্বাদশ বৎসর করিয়াছি এ নিয়ম।
কিমতে লঙ্ঘিব তাহা নাহি কোন ক্রম॥
কন্যা বলে সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণাহেতু নিয়ম যে করিলা আপনি॥
অন্যস্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়।
তাহে আর্ত্তা আমি কর ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
আর্ত্ত জন আমি বাঞ্ছা করি যে তোমারে।
ধর্ম্ম আছে পাপ ইথে নাহিক সংসারে॥
অনুগত জন আমি কহিনু নিশ্চয়।
এক গর্ভ দান মোরে দেহ মহাশয়॥
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করেন বরণ॥
এক নিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গাহৈতে হৈলেন বাহির॥
বিস্ময় পাইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ কহেন সকল॥

তবে দ্বিজগণ সহ কুন্তীর নন্দন।
হিমালয় পর্ব্বতে করেন আরোহণ॥
অগস্ত্য নামেতে বট বশিষ্ঠ আশ্রমে।
বহু তীর্থে পার্থ স্নান করিলেন ক্রমে॥
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করি হেন গণি।
পূর্ব্বসিন্ধুতীরে বীর গেলেন আপনি॥
গয়া গঙ্গা প্রয়াগ নৈমিষারণ্য আদি।
পৃথিবীতে যত তীর্থ যত নদ নদী॥
অঙ্গ বঙ্গমধ্যেতে যতেক তীর্থ বৈসে।
স্নান করি চলিলেন কলিঙ্গ প্রদেশে॥
কলিঙ্গে না পশিল বাহুড়ি দ্বিজগণ।
কলিঙ্গে পশিলে ভ্রষ্ট হয়ত ব্রাহ্মণ॥
কলিঙ্গ নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়।
ক্রমে২ দেখিলেন যত তীর্থচয়॥
সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মহেন্দ্র নামেতে এক আছয়ে নগর॥
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ্যে অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী॥
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা পূর্ণা রূপে গুণে।
নগরে বিহরে কন্যা দেখিল অর্জ্জুনে॥
কন্যা দেখি মোহিত হইয়া ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে রাজার আলয়॥
পার্থ বলিলেন রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারীকে আমারে দেহ দান॥
রাজা বলে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার কোঙর॥
তীর্থবাসী জন হৈয়া বাঞ্ছ রাজসুতা।
কেমন সাহসে তুমি কহ এই কথা॥
অর্জ্জুন বলেন আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তীগর্ব্ভে জন্ম মম নাম ধনঞ্জয়॥
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন॥
রাজা বলে এত দূর আইলা কি কারণ।
বিশেষিয়া কহিলেন সমস্ত অর্জ্জুন॥
রাজা বলে মোর ভাগ্যে আইলা এথায়।
মম বিবরণ শুন কহিব তোমায়॥
প্রভঞ্জন নামে ছিল মম পূর্ব্ববংশে।
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তোমার বংশে হবে রাজা একই কোঙর॥
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে সেই রাজ্যে রাজা হবে॥
পূর্ব্বেতে এমত বর দিলেন ধূর্জ্জটি।
পুত্র না হইল মম হইল কন্যাটি॥
পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন।
মম রাজ্যে রাজা হৈতে নাহি আর জন॥
সেইহেতু করিলাম মনে এ বিচার।
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা।
এক বাক্য সত্য কর তবে দিব সুতা॥
ইহার গর্ব্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে॥
সত্য করিলেন পার্থ রাজা কন্যা দিল।
এক বর্ষ তথা তাঁর রহিতে হইল॥
পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ সাগর।
স্নান দান সর্ব্বত্র করেন বীরবর॥
এক স্থানে তথায় দেখেন ধনঞ্জয়।
পঞ্চ তীর্থ বলি তারে মুনিগণে কয়॥
অশ্বমেধ ফল স্নানে হয়েত বিশেষে।
অন্ধ হৈয়া পড়িয়াছে কেহ না পরশে॥
বিস্মিত হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন পাকে॥
মুনিগণ বলে এই পুণ্যতীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরশে পানি॥
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দন।
নিষেধিল তাঁহারে যাইতে সব জন॥
সৌভদ্র নামেতে তীর্থ পশি ধনঞ্জয়।
স্নান করিলেন বীর নিঃশঙ্কহৃদয়॥
শব্দ শুনি কুম্ভীরিণী আইল নিকটে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরে দশন বিকটে॥
বলে ধরি কূলে তারে তুলেন অর্জ্জুন।
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হইল তখন॥
অদ্ভুত মানিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থ বীর।
কে তুমি কি হেতু হৈলা কুম্ভীর শরীর॥
কন্যা বলে আমি বর্গা নামেতে অপ্সরী।
কুবেরের ইষ্টা পঞ্চ আমরা কুমারী॥
সুবেশ হইয়া যাই যথা ধনেশ্বর।
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর॥
চন্দ্র সূর্য্যসম তেজ মহাতপোধন।
অহঙ্কারে তারে করিলাম বিড়ম্বন॥
তপো ভঙ্গ করিবারে গেনু তার পাশ।
নৃত্য গীত বাদ্য বহু হাস পরিহাস॥
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে শাপ মোসভারে দিল ততক্ষণ॥

অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি।
করিলাম বহুস্তুতি করযোড় করি॥
অবধ্য স্ত্রীজাতি হেন জানিয়া অন্তরে।
বধাধিক শাস্তি দিল আমাসভাকারে॥
ব্রাহ্মণের শীল শান্ত সর্ব্ব শাস্ত্রে জানি।
দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি॥
মুনি বলে গ্রাহ হবা তীর্থের ভিতরে।
তবে মুক্ত হবা যবে তোলে কোন নরে॥
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চ জন।
বাহুড়িয়া যায় ঘরে হইয়া বিমন॥
আচম্বিতে দেখিল নারদ তপোধন।
জানাইল তাহারে আপন বিবরণ॥
নারদ বলেন নাহি হইও বিমন।
পঞ্চতীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চ জন॥
তীর্থযাত্রা হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয়।
তাহার পরশে মুক্ত হইবা নিশ্চয়॥
সত্য হৈল যে বলিল ব্রহ্মার কুমার।
তোমার পরশে মুক্তি হইল আমার॥
চারি তীর্থে চারি সখী আছে যে আমার।
কৃপা করি তাহাদের করহ উদ্ধার॥
বিনয় শুনিয়া পার্থ হয়ে দয়াবান্।
চারি তীর্থে চারি জনে করিলেন ত্রাণ॥
মুক্ত হৈয়া নিজস্থানে গেল পঞ্চ জন।
নিষ্কণ্টকে তীর্থ করি গেলেন অর্জ্জুন॥
পুনঃ বীর মণিপূর করেন গমন।
চিত্রাঙ্গদা সহ পুন হইল মিলন॥
চিত্রাঙ্গদাগর্ব্ভে জন্মাইলেন নন্দন।
নাম রাখিলেন তার শ্রীবভ্রুবাহন॥
কত দিন বঞ্চি পুত্র স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ করিতে গেলেন তথাহৈতে॥
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে।
প্রভাস তীর্থেতে যান পৃথিবীপশ্চিমে॥
প্রভাসআগত পার্থ কুন্তীর কুমার।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিয়া সমাচার॥
অতিশীঘ্র করিলেন তথায় গমন।
প্রভাসে অর্জ্জুন সহ হইল মিলন॥
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর।
উভয়ের হইল উত্তর প্রত্যুত্তর॥
অর্জ্জুনে লইয়া পরে দৈবকীনন্দন।
রৈবতক নামে গিরি করেন গমন॥
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ।
রৈবত পর্ব্বতে পূর্ব্বে করেছে গমন॥
অতিশয় মনোহর গিরিবর যত।
নানা ধাতু বিরাজিত মণি মরকত॥
নানা জাতি বৃক্ষ সর্ব্ব ফল ফুলে শোভে।
নানা জাতি পুষ্প সব আমোদ সৌরভে॥
নানা জাতি পশু ক্রীড়ে নানা পক্ষিগণ।
গিরি দেখি সুখী যদুকুল সর্ব্ব জন॥
কৃষ্ণের বচনেতে দ্বারকাবাসী সব।
রৈবত পর্ব্বতমধ্যে কৈল মহোৎসব॥
বাল বৃদ্ধ যুবজন নর নারী গণ।
নানা বাদ্য নৃত্য গীত করে অনুক্ষণ॥
নানা রত্নে মণ্ডিত যতেক তরুগণ।
শ্বেত পীত রক্ত নীল বিবিধ বসন॥
শ্বেত কৃষ্ণ চামর রাখিল চারি ডালে।
প্রবাল মুকুতা ঝারা বান্ধি ইন্দ্রজালে॥
উগ্রসেন বসুদেব অক্রূর উদ্ধব।
জয়সেন কামদেব সকল বান্ধব॥
বলভদ্র চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
গদ উপগদ যে দারুক প্রদ্যুম্ন॥
ঝিল্লি উপঝিল্লি যত সপ্তবংশনারী।
উদ্যান ভূমিতে সভে চলে আগুসরি॥
দৈবকী রোহিণী আর ভদ্রা শচী রতি।
ভীষ্মকনন্দিনী সত্যভামা জাম্ববতী॥
নগ্নজিতা কালিন্দী লক্ষণা রত্নভূষা।
ভদ্রা মিত্রা বৃন্দাবতী বাণপুত্রী উষা॥
চন্দ্রাবতী ভদ্রাবতী প্রভৃতি কামিনী।
ইত্যাদি কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমণী॥
রৈবত পর্ব্বতমধ্যে করেন বিহার।
হেন কালে উপনীত ইন্দ্রের কুমার॥
অর্জ্জুন আইল বলি শুনি এই কথা।
আগুসরি আনিবারে সভে গেল তথা॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহণ এক রথে।
দোঁহে এক মুর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে॥
দোঁহে নীলঘনবর্ণ অরুণ অধর।
কিরীট কুণ্ডল হার শোভে পীতাম্বর॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ পার্থে বলে হরি।
দোঁহামুর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নর নারী॥
তবে ধনঞ্জয় বীর রথেহৈতে উলি।
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলি॥
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেব দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন বসিয়া॥
কহিলেন অর্জ্জুন আপন বিবরণ।
নারদনিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ॥

বসুদেব বলেন থাকহ এ আলয়।
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পূর্ণ হয়॥
উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যক সাত্যকী।
একে২ সম্ভাষেন পরম কৌতুকী॥
লইয়া চলিল সভে রৈবতক গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী॥
অর্ঘ্য দিয়া কল্যাণ করেন সর্ব্বজন।
পরম আনন্দ সভে শুভ জিজ্ঞাসন॥
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষা করেন নম্র হৈয়া॥
হেন কালে সুভদ্রা যে বসুদেবসুতা।
প্রথম যুবতী সর্ব্ব রূপ গুণযুতা॥
বিচিত্র কবরীভার সুচাচর চুল।
মেঘেতে সঞ্চরে যেন কুরুবকফুল॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিগে ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে॥
দুই গণ্ড মণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমোতি শোভে নাসাস্থলে॥
বদন কেবল চান্দ নাসা তিল ফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে॥
কুচযুগ সমপূগ ঢাকিয়া দুকুল।
মধ্যদেশ মৃগঈশ নহে সমতুল॥
জঘন সরস ঘন নর্ত্তন অতুলে।
হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণঅঙ্গুলে॥
নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতি জুথী তারপরে মালতীবকুল॥
তারে দেখি পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে।
কেবা এ সুন্দরী সখা সভাকার পরে॥
এ কন্যা অবিবাহিতা অনুমান করি।
শুনিয়া পার্থের বাক্য কহেন শ্রীহরি॥
বসুদেবসুতা হয় আমার ভগিনী।
সারণের সহোদরা সুভদ্রানাম্নিনী॥
বিবাহ না হয় নাহি মিলে যোগ্য বর।
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মুর্চ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত॥
সত্যভামা বলেন না আইস ভদ্রা কেনে।
সভে গেল একক বসিলা কি কারণে॥
সুভদ্রা বলিল দেবি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ভুকিল পায় বাহির করহ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে॥
সত্যভামা বলেন কি হেতু ভাঁড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা পড়িলা॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ভুকিল কোথায় পাব দেখি॥
অর্জ্জুনের নয়ন চাহনি তীক্ষ্ণশর।
আজি অঙ্গ আমার হইল জরজর॥
দেখ মোর অঙ্গ তাপ ঘন কম্পমান।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ॥
ছাড় সত্যভামা আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে॥
সত্যভামা বলে ভদ্রা খাইলি কি লাজ।
করিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুলমাঝ॥
পিতা বসুদেব ভাই রাম নারায়ণ।
তিন লোকমধ্যে যারে পূজে সর্ব্বজন॥
ইহা সভাকারে লজ্জা করিতে চাহিস।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস॥
কি অনঢ়া অনূঢ়া কন্যা নাহি রাজকুলে।
পর পুরুষ দেখিয়া কাহার মন ভুলে॥
তোমাহইতে নির্লজ্জা না হয় অন্য জনে।
ধৈর্য্য হও চল ঘর পাছে কেহ শুনে॥
ভারতীর এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনি।
সকরুণে কহে ভদ্রা চক্ষে বহে পানি॥
ধিক২ ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে।
পরবশ দহে তনু বিরহ অনলে॥
সত্যভামা বলেন কি নিন্দিস কামিনী।
নারীরূপা দেখ ক্ষিতি সংসারধারিণী॥
স্ত্রীহৈতে হইল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সভার জীবন॥
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে মঙ্গল কারণ।
লক্ষ্মী আগে বলিয়া পশ্চাতে নারায়ণ॥
শঙ্কর ছাড়িয়া আগে ভবানীর নাম।
রাম সীতা নাহি বলি বলি সীতা রাম॥
গৃহিণী থাকিলে লোকে বলে তারে গেহ।
সংসারে দেখহ নারী বিনা নাহি কেহ॥
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সভার উৎপত্তি।
স্ত্রী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি॥
সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলা সকল।
কিন্তু যে পুরুষ বিনা জীবন বিফল॥
সত্যভামা বলেন না হও উতরোলি।
তোমার বিবাহ দিব স্থির হও বলি॥
উত্তম বংশজ হবে বলিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হবে তব মনোনীত॥

ভদ্রা বলে যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এক্ষণি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
কৌরব বংশীয় যে পাণ্ডব বলবান।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥
সত্যভামা বলেন চলহ এইক্ষণ।
রজনীতে পার্থ সহ করাব মিলন॥
সত্যভামামুখে শুনি বচন সরস।
চলিল সুভদ্রা চিত্তে করিয়া হরষ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি॥
তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার কাহিনি॥
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ।
তার হেতু অদ্যাপি না কর অবধান॥
যত ক্ষণ দেখিয়াছে পার্থের বদন।
তিল এক নাহি ছাড়ে আমার সদন॥
বলে মোরে অর্জ্জুনেরে দেহ পত্নি করি।
নহে নারী বধ দিব তোমার উপরি॥
গোবিন্দ বলেন আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এখানে বহুদিনে॥
কোন ধনে সন্তোষ করিব অর্জ্জুনেরে।
ভাল হৈল সুভদ্রারে দান দিব তারে॥
করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকার।
আজি নিশা তুমি বোধ করাহ ভদ্রার॥
সত্যভামা বলে নহে বিলম্বের কথা।
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা॥
গোবিন্দ বলেন যে আমার সাধ্যনয়।
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয়॥
কৃষ্ণের আদেশে চলিলেন সত্যভামা।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহাধামা॥
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি ডাকেন শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি॥
সত্যভামা বলিলেন সত্রাজিতসুতা।
ঘুচাহ কপাট কিছু আছে গুপ্তকথা॥
অর্জ্জুন বলেন হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি॥
যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতা দূতগণ।
আজ্ঞামাত্রে তথাকারে করিতাম॥
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা কালি করিব তখনি॥
সত্যভামা বলেন যে দূত কর্ম্ম নয়।
সেকারণে আইলাম তোমার আলয়॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে॥
এক ভার্য্যা পঞ্চ ভাই কি সুখ বিলাস।
যেইহেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস॥
সেইহেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব এক আর পরম সুন্দরী॥
অর্জ্জুন বলেন এত স্নেহ কর মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ গোচরে॥
সত্যভামা বলিলেন বিলম্বে কি কায।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর রজনীর মাঝ॥
পার্থ বলিলেন কহ অদ্ভুত এ কথা।
কে বা সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা॥
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
করিতে বিবাহ বল কেমন বিচার॥
সত্যভামা বলিলেন ঘুচাহ দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার॥
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনী।
বিদ্যুতবরণী রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী।
অর্জ্জুন বলেন এ কি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুলপতি॥
তাঁহার অজ্ঞাতে আমি লইব যাদবী।
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবি॥
দেবী বলিলেন ইহা করিবা কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে॥
পঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
তিল এক পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে পাশ॥
যে লোভে নারদবাক্য করিলা লঙ্ঘন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কিমতে করিবা হেন দ্রৌপদীর ভয়॥
পার্থ বলিলেন দেবি নিন্দহ দ্রৌপদী।
ত্রিজগতজনে খ্যাত তব মহৌষধি॥
ষোল শত সহস্র যে অষ্ট পাটরাণী।
সভাহৈতে কোন গুণে তুমি সোহাগিনী॥
অপুত্রা কি রূপহীন হীন কুলে জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি অন্য পাটরাণী সাত॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান॥

দিব্যরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
যেখানে যে পান কৃষ্ণ সকলি তোমার॥
অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবি ইহা কোন গুণে কর॥
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলা যত জগত বিখ্যাত॥
জনমেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিরে যতনে।
কহ শুনি পারিজাত হরণ কেমনে॥
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব রুক্মিণীসহিত।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার চরিত॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর॥
মুনি কহে শুন কুরুবংশচূড়ামণি।
পারিজাত হরণের অপূর্ব্ব কাহিনি॥
এককালে নারায়ণ বিহারকারণ।
রৈবতক পর্ব্বতে করিলেন গমন॥
হেন কালে নারদ তথায় উপনীত।
বাজাইয়া বীণা গান কৃষ্ণ গুণগীত॥
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন।
গোবিন্দের হস্তেতে দিলেন তপোধন॥
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্লভ।
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ॥
দেখিয়া আনন্দযুক্ত হৈয়া হৃষীকেশ।
পুষ্প দিয়া করেন রুক্মিণীকে সুবেশ॥
একেত রুক্মিণী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী।
পারিজাত সুবেশে শোভিল সভা জিনি॥
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন।
বিদায় হইয়া চলিলেন তপোধন॥
কলহে সানন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
মুনি পথে যাইতে চিন্তেন মনে মন॥
সত্যভামা আগে কহি পারিজাত কথা।
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিতসুতা॥
এত চিন্তি গিয়া মুনি দ্বারকানগর।
সত্যভামা গৃহে উপনীত অরাতর॥
মুনি দেখি সত্যভামা করিয়া বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ অর্পিলেন বসিতে আসন॥
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসেন সতী।
কহেন করুণ বাক্য মুনি মহামতি॥
আজি গিয়াছিলাম যে ইন্দ্রের নগর।
পুষ্প দিয়া আমারে পুজিল পুরন্দর॥
নরের অদৃষ্ট পুষ্প দেবের দুর্লভ।
দিল ইন্দ্র মোরে বহু করিয়া গৌরব॥
পুষ্প দেখি আমি চিন্তিলাম এ হৃদয়।
বিনা ইন্দু উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয়॥
সেকারণে পুষ্প আনি দিলাম কৃষ্ণেরে।
পুষ্প দেখি গোবিন্দের আনন্দ অন্তরে॥
সেইক্ষণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ।
স্বহস্তে ভূষণ করিলেন পারিজাত॥
সে পুষ্প ভূষিবামাত্রে ভীষ্মকদুহিতা।
রূপে ত্রৈলোক্যের নারী করিল বিজিতা॥
সভাহৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি।
এবে জানিলাম কৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণী॥
মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে ধ্যান করি॥
ছিঁড়িয়া ফেলিলেন যে কণ্ঠে ছিল হার।
ঘুচাইয়া ফেলেন অঙ্গের অলঙ্কার॥
ছিঁড়িল পুষ্পের মাল্য খসিল কুন্তল।
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল॥
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে২ হাসি।
রৈবত পর্ব্বতে অতিবেগে যান ঋষি॥
রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেন কালে উপনীত তথা তপোধন॥
গোবিন্দ কহেন মুনি কহ সমাচার।
পুনঃ এথা কি হেতু আগমন তোমার॥
মুনি বলিলেন শুন শ্রীমধুসূদন।
দ্বারকা নগরে গিয়াছিলাম যে এখন॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে হৈল পারিজাত কথা॥
এমত করিবে বলি জানিব কেমনে।
রুক্মিণীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ্রবণে॥
সেইক্ষণে মুর্চ্ছাপন্ন পড়িল ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে উচ্চধ্বনি॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভূষণ।
কপালে প্রহারে হস্তে করে ঘনেঘন॥
সব সখীগণ মিলি করয়ে প্রবোধ।
না শুনয়ে কিছুই দ্বিগুণ করে ক্রোধ॥
প্রাণ যাইক প্রাণ যাউক এইমাত্র ডাকে।
দেখিয়া কহিতে আইলাম যে তোমাকে॥
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ময়।
কি হবে২ করি চিন্তেন হৃদয়॥
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ ভাবিয়া।
রুক্মিণীরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া॥
কি করিব বৈদর্ভি আপনি কর ক্ষমা।
তুমি জান যেমন চরিত্র সত্যভামা॥

ক্রোধেতে আপন প্রাণ ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদ হৈল দেহ পুষ্প তারে॥
শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় দুঃখী।
গোবিন্দেরে কহেন হইয়া অধোমুখী॥
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারি।
সহজে দুর্ভগা আমি কি করিতে পারি॥
মোরে দিলা পুষ্প বলি পুড়িছে অন্তরে।
মরুক পুড়িয়া পুষ্প দিব কেন তারে॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন বৃত্তান্ত বিবরি॥
কোথায় পাইলা পুষ্প কহ মুনিবর।
নারদ কহেন আছে স্বর্গে তরুবর॥
ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষণ।
তাহাতে নন্দনবন করয়ে শোভন॥
মাগিয়া পাঠাও পুষ্প সহস্রলোচনে।
১ তব নাম শুনিলে দিবেক সেইক্ষণে॥
গোবিন্দ বলেন মুনি যাহ তুমি তথা।
আমা নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা॥
ক্ষীরোদমথনে পুষ্প হৈয়াছে উৎপত্তি।
একা কেন ভোগ তুমি কর শচীপতি॥
দেহ পারিজাত যে আমার ভাগ আছে।
না দিলে সুহৃদে পুষ্প কষ্ট হবে পাছে॥
সম্প্রীতে প্রথমেতে মাগিহ তপোধন।
না দিলে এ সব পাছে কহিবা কথন॥
এত বলি নারদে পাঠায়ে নারায়ণ।
দ্বারবতী যান সত্যভামার কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি॥
পড়িয়া আছেন সত্যভামা ভূমিপর।
মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর॥
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশিকলা যেমন পতিতা ভূমিতলে॥
চতুর্দ্দিগে ব্যজন ধরিয়া সখীগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে চাপয়ে চরণ॥
সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে।
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে না থাকে॥
আপনি ব্যজন লৈয়া সখীহস্ত হৈতে।
মন্দ বায়ু গোবিন্দ লাগিলেন করিতে॥
গোবিন্দের গমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম।
ষড়ৃতু লইয়া যেন উপনীত কাম॥
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে।
সহস্র২ অলি ধায় ভোঁ২ রবে॥
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণআগমন॥
উচ্চস্বরে কাঁদে ক্রোধে চক্ষু নাহি মিলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখীগণে বলে॥
কে দহে আমার অঙ্গ হুতাশন বায়।
রুক্মিণীর বান্ধব কি আইল এথায়॥
এত বলি মারে শিরে কঙ্কণের ঘাত।
দুই হস্ত হস্তে ধরিলেন জগন্নাথ॥
কেন হেন বল রুক্মিণীর পতি বলি।
সত্যভামাপ্রাণ আমি চাহ চক্ষু মেলি॥
আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া।
কি হেতু এতেক কষ্ট দেও পাও প্রিয়া॥
এত বলি কৃষ্ণ বসাইলেন ধরিয়া।
মুখ মুছাইলেন আপন বস্ত্র দিয়া॥
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
কান্দিতে২ কহেন অর্দ্ধ২ বাণী॥
মুখেতে তোমার সুধা হৃদয় নিষ্ঠুর।
এবে জানিলাম তুমি এত বড় ক্রূর॥
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলা আমা করিয়া নিরাশ॥
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান।
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোমাবিদ্যমান॥
গোবিন্দ কহেন প্রিয়ে ত্যজহ বিলাপ।
কোন দ্রব্য পারিজাত চিন্ত এত তাপ॥
একপুষ্প হেতু তোমা ক্রোধ হইয়াছে।
তোমারে আনিয়া দিব পুষ্প সহ গাছে॥
শুনি সত্যভামা দেবী উল্লাসিত মন।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণে মেলিয়া নয়ন॥
আসনে বসাইলেন উঠি যদুনাথে।
চরণ প্রক্ষালিলেন সুগন্ধি জলেতে॥
ভোজন করিয়া কৃষ্ণ পরম হরিষে।
তাম্বূল যোগান দেবী বসি বামপাশে॥
রত্নময় পালঙ্গেতে করেন শয়ন।
আনন্দেতে রজনী বঞ্চিলেন দুইজন॥
উঠি কৃষ্ণ প্রভাতে করেন স্নান দান।
হেন কালে উপনীত মুনি ঢেঁকিযান॥
কলহ বিদ্যায় বিজ্ঞ দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
কহেন কৃষ্ণের আগে গদগদ ভাষি॥
কি আর কহিব কথা কহিবারে লাজ।
কটুবাক্য আমারে কহিল দেবরাজ॥
শুন২ দেবগণ কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হৈয়া গোপালের দূত॥

দেবের দুর্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মানুষের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ॥
এত অহঙ্কার কেনে গোপালের হৈল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল॥
কংসভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপান্ন খাইয়া॥
এক দিন চুরি করি খাইয়াছিল ননী।
হাতে বান্ধি মারিলেক নন্দের ঘরণী॥
বৃষ অশ্ব সর্প বক করিল সংহার।
সেই হেতু দেখি প্রায় এত অহঙ্কার॥
জরাসন্ধভয়ে স্থল নাহিক সংসারে।
লুকাইয়া আছে গিয়া সমুদ্রভিতরে॥
হেন জনে পারিজাত পুষ্পে হৈল সাধ।
নাহি দিলে বলিয়াছে করিব প্রমাদ॥
হেন কটূত্তর কি আমার প্রাণে সহে।
কি করিব দূত আর অন্য জন নহে॥
যাহ২ নারদ না থাক মম কাছে।
কহ গিয়া করুক যতেক শক্তি আছে॥
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হৈল যুগল লোচন॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ত্ব॥
আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
চলহ সাক্ষাতে তুমি দেখ আপনার॥
সে সকল কথন হইল পাসরণ।
গোকুলেতে ইন্দ্রে দূর করিনু যখন॥
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম।
নহিলেক গোপকুলে পূজা লৈতে ক্ষম॥
এক অহঙ্কার তার সুরপুরে স্থিতি।
উচ্চকুলে নিবাস অমরাবতী ক্ষিতি॥
আর অহঙ্কার চড়ে ঐরাবতোপরে।
আর অহঙ্কার বজ্র অস্ত্র ধরে করে॥
আর অহঙ্কার তার সহস্র লোচন।
মত্ততা করিব দূর পূরিব অঞ্জন॥
সুরপুরহইতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ কুম্ভস্থলে॥
অব্যর্থ মুনির অস্থি সেই তার বাজ।
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ॥
ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাত।
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে শচীনাথ॥
এত বলি গোবিন্দ স্মরেন খগেশ্বরে।
অগ্রে দাঁড়াইল খগরাজ যোড় করে॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাব ইন্দ্রের নগর।
আনিব তথায় পারিজাত তরুবর॥
গরুড় বলিল প্রভু তুমি যাও কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভুবনে॥
নন্দন বনের সহ পুষ্প পারিজাত।
এইক্ষণে এথা আনি দিব জগন্নাথ॥
গোবিন্দ বলেন নহে অশক্য তোমাতে।
কিন্তু আমি তারে লঘু করিব সাক্ষাতে॥
এত বলি গোবিন্দ নিলেন প্রহরণ।
কৌমোদকী গদা খড়্গ চক্র সুদর্শন॥
ধরিয়া শারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ।
অর্পিলেন গরুড়ে অক্ষয় যার তূণ॥
বেশ ভূষা করিলেন কিরীট কুণ্ডল।
মেঘেতে শোভিল যেন মিহির মণ্ডল॥
কণ্ঠেতে ভূষণ গজমুকুতার হার।
ঝিকিমিকি করে যেন বিদ্যুতআকার॥
বক্ষঃস্থলে রত্নরাজ শোভিল কৌস্তুভ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় কোটিমনোভব॥
অঙ্গদ বলয় আর কেয়ূর ভূষণ।
আঁটিয়া পরেন পীতবরণ বসন॥
সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম হরিচন্দন কস্তূরী।
কাঁকালেতে বন্ধন করেন খড়্গ ছুরী॥
হইলেন গরুড়ে আরূঢ় জগন্নাথ।
সত্যভামা বলেন যাইব আমি সাত॥
দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমন ইন্দ্রাণী।
কি রূপে তোমার সহ যুঝে বজ্রপাণি॥
শুনি হরি তাঁরে বসাইলেন যে বামে।
আনিলেন ডাকিয়া সাত্যকি আর কামে॥
দোঁহারে বলেন কৃষ্ণ চল মোর সঙ্গ।
ইন্দ্রসহ সমর দেখহ আজি রঙ্গ॥
কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে করি আরোহণ।
চলিলেন সমর দেখিতে চারি জন॥
হেনকালে বলভদ্রপ্রভৃতি যাদব।
বলিল তোমার সহ যাব মোরা সব॥
গোবিন্দ বলেন থাক দ্বারকা রক্ষণে।
শূন্য জানি আজি কি করিবে দুষ্টগণে॥
এত বলি প্রবোধিয়া সভারে রাখিয়া।
গরুড়ে দিলেন আজ্ঞা চলহ বলিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
নারদের মুখে শুনিলেন নারায়ণ।
অদিতি কহিলেন যে কুণ্ডল কারণ॥

নরকআনিল বলে অদিতিকুণ্ডল।
লুঠিয়া অমরাবতী অমরী সকল॥
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্ম্মতি।
তারে নামারিলে যায় স্বর্গের বসতি॥
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিয়া গমন।
নরকে মারিয়া পাইলেন কন্যাগণ॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা দেবের কুমারী।
এককালে বিবাহ করিলেন মুরারি॥
অদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতিরে।
তথাহইতে চলিলেন অমরনগরে॥
নন্দন কাননমধ্যে হৈয়া উপনীত।
দেখেন কুসুমরাজ গন্ধে আমোদিত॥
সাত্যকিরে বলেন আনহ তরুবর।
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর॥
বৃক্ষের রক্ষণেতে আছিল বহুরক্ষ।
হাতে অস্ত্র লইয়া ধাইল লক্ষ লক্ষ॥
সাত্যকি বলিল প্রাণ যদি সভে চাহ।
না করহ দ্বন্দ্ব ইহা ইন্দ্রেরে জানাহ॥
ধাইয়া ইন্দ্রের ঠাঞি সভে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব না সহে॥
গরুড়আরূঢ় যে মনুষ্য তিন জন।
পারিজাত লইয়া ভাঙ্গিল সব বন॥
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্তে হৈল স্মরণ।
পারিজাত লইতে আইল নারায়ণ॥
ক্রোধে থরহর কলেবর কাঁপে শক্র।
সহস্র লোচন ফিরে যেন কালচক্র॥
নানা অস্ত্র লইয়া সমরে হৈল সাজ।
হাতে বজ্র লইয়া চলিল দেবরাজ॥
শচী বলে যাব আমি সংহতি তোমার।
কি রূপে হইবে যুদ্ধ দেখিব দোঁহার॥
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
জয়দেব সখা আর জয়ন্ত কুমার॥
হেন মতে আরোহণ হৈল চারি জন।
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাশীদাস কহে শুনি তরি ভববারি॥
অস্ত্রে২ দুয় জনে মজিল বিরোধে।
উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে॥
কহ না ভারতি কেন এত গর্ব্ব তোর।
আসিয়াছ লইতে ভূষণ পুষ্প মোর॥
মর্য্যাদা থাকিতে আগে যাহ বাহুড়িয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া॥
বামন হইয়া ইচ্ছ ধরিতে চন্দ্রমা।
দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিমা॥
সত্যভামা বলেন শচি মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্ব্ব॥
শাশুড়ীর কুণ্ডল নরক নিল বলে।
নারিলা আনিতে তাহা কহি আখণ্ডলে॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ কৈল ছারখার।
রাখিবারে না পারিল তোমার ভাতার॥
মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি॥
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন অধিকার।
মথনে জন্মিল পুষ্প বিভাগ সভার॥
তুমি পুষ্প ভূষণ করিবা একা কেনে।
দেখ আজি লৈয়া যাব রাখহ কেমনে॥
সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কোন্দল।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল॥
আনন্দ লহরীতে নারদ মুনি হাসে।
শুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় দেবধামে।
ত্রিভুবন চমৎকার দোঁহার সংগ্রামে॥
নানা অস্ত্র দুই জন করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার॥
দর্পক জয়ন্ত যুদ্ধ কি দিব তুলন।
শরজালে দুই জন ছাইল গগণ॥
সাত্যকি তুলিল তরু গরুড় উপর।
তার সহ জয়দেব করয়ে সমর॥
খগেন্দ্র নাগেন্দ্র যুদ্ধ না হয় বর্ণন।
গর্জ্জনে বধির হৈল ত্রৈলোক্যের জন॥
দশন শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গরুড় গজেন্দ্রে তুণ্ড নখেতে বিদারে॥
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির।
খণ্ড২ হৈল বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির॥
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে ভূমির উপর॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ পর্ব্বতউপর॥
হস্তির চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বতউপরে স্থির হৈল আখণ্ডল॥
ইন্দ্র বলে গর্ব্ব কৃষ্ণ না করহ তুমি।
সমরেতে ম্লান হৈয়া পড়ি নাহি আমি॥
বাহন অস্থির হৈল গরুড় আঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে॥

ইন্দ্রবাক্য শুনিয়া বলেন ভগবান।
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান॥
পুনরপি মুখামুখি হইল সমর।
যত অস্ত্র ইন্দ্রের কাটেন দামোদর॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় মনে পাইল লাজ।
অতিক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি।
বজ্র অস্ত্র হাতে লইয়াছে সুরপতি॥
সুদর্শনে এইক্ষণে তিলতিল করি।
মুনিবাক্য ব্যর্থ হবে এই হেতু ডরি॥
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর।
এক পক্ষ দেহ ফেলি বজ্রের উপর॥
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল।
পক্ষ চূর্ণ করি বজ্র বাহুড়ি চলিল॥
একবার বিনা বজ্র আর নাহি চলে।
দেখিয়া বিস্ময় বড় হৈল আখণ্ডলে॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
গোবিন্দ ইন্দ্রের রণ নাহি অবসান।
ত্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতজ্ঞান॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
ক্ষীরোদে কশ্যপস্থানে গেলেন ত্বরিত॥
নারদ বলেন আছ কশ্যপ কি কাযে।
প্রমাদ পড়িল তব পুত্র দেবরাজে॥
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রণ।
না মারেন কৃষ্ণ তেঞি জীয়ে এতক্ষণ॥
দেবরাজ পরাক্রম করিলেন সব।
নিজ অস্ত্র অদ্যাপি না ছাড়েন মাধব॥
সুদর্শন যদ্যপি ছাড়েন নারায়ণ।
কাটিবেন ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন জন॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মন।
কেমতে দোঁহার দ্বন্দ্ব হবে নিবারণ॥
দোঁহার মধ্যস্থ বিনা শিব অন্যে নারে।
এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হৈয়া ত্রিলোচন।
যুদ্ধ স্থানে গেলেন করিতে নিবারণ॥
খগেন্দ্রেতে উপেন্দ্র গজেন্দ্রে ইন্দ্ররাজ।
যোগেন্দ্র বৃষেন্দ্রারূঢ় দাঁড়াইয়া মাঝ॥
কহিলেন শ্রীহরি করহ অবধান।
তব সহ সমরে কি ইন্দ্র বলবান॥
দেবরাজ করি তুমি করিলা স্থাপিত।
এক্ষণে প্রহর তারে না হয় উচিত॥

গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে।
এক পারিজাত বৃক্ষ না দেয় আমারে॥
স্বতন্ত্র তাহার উপার্জ্জিত নহে ফুল।
ক্ষীরোদ মথিয়া পাইল সুরাসুরকুল॥
মথনের দ্রব্যে সভাকার ভাগ আছে।
বিশেষ বামন আমি জন্ম তার পাছে॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা স্বর্গে যত সুখ।
সকল ইন্দ্রের ভূষা আমি সে বিমুখ॥
একমাত্র পারিজাত বৃক্ষ আমি মাগি।
উচিত কি তারে দ্বন্দ্ব করে ইহা লাগি॥
গোবিন্দের মুখে এত শুনিয়া বচন।
হয় হয় বলিয়া চলেন পঞ্চানন॥
গিরীশ বলেন ইন্দ্র হইলা অজ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান॥
তার সহ কর দ্বন্দ না হয় বিধান।
মম বাক্যে সুরপতি কর সমাধান॥
ইন্দ্র বলে পশুপতি কর অবধান।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবাআদি যত যান॥
শচী বজ্র পারিজাত নন্দন কানন।
ইহাতে ইন্দ্রত্ব মম স্বর্গের ভূষণ॥
পারিজাত লবে যদি দৈবকী কুমার।
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মম কি রহিল আর॥
মহেশ বলেন হরি খর্ব্ব অবতারে।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতিউদরে॥
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ।
দেহ পুষ্পরাজ কৃষ্ণে হউক নিবারণ॥
ইন্দ্র বলে তব বাক্য না করিব আন।
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের যেন আছে ব্যবহার।
তাহা না করিয়া কেন করে বলাৎকার॥
না করিয়া মান্য মোরে লয়ে যায় বলে।
বলে নিল বলিয়া ঘুষিবে ভূমণ্ডলে॥
শুনিয়া বলেন শিব গোবিন্দে চাহিয়া।
ক্রোধ ত্যজ যদুনাথ আমারে দেখিয়া॥
অজ্ঞানে হইয়া মত্ত দেব সুরপতি।
সেইহেতু করে যুদ্ধ তোমার সংহতি॥
আপনি ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে।
বিবিধ উৎপাতে রাখিয়াছ বারেবারে॥
আপন অর্জ্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়॥
পারিজাত পুষ্প লৈয়া যাহ বাধা নাই।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠ ভাই॥

আমার বচন দেব করহ পালন।
শিববাক্য স্বীকার করেন নারায়ণ॥
গেলেন গোবিন্দে লৈয়া শিব ইন্দ্রস্থানে।
প্রণাম করেন হরি কনিষ্ঠ বিধানে॥
হৃষ্ট হৈয়া দেবরাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া।
পারিজাত বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয়া॥
যাবত থাকিবা তুমি অবনীমণ্ডলে।
তাবত থাকিয়া পুষ্প আসিবেক কালে॥
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল।
সত্যভামা চাহি তবে ইন্দ্রাণী হাসিল॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান॥
শচীর দেখিয়া হাসি সতীর অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে কর অবধান॥
প্রণাম করিলা তুমি ইন্দ্রের চরণে।
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে॥
যে প্রতিজ্ঞা কৈল শচী হইল সংপূর্ণ।
কহেছিলা গর্ব্ব আজি করিব তোর চূর্ণ॥
কি কারণে এমত করিলা জগন্নাথ।
নহিলে নহিত পাছে পুষ্প পারিজাত॥
হাসিয়া বলেন প্রভু কমললোচন।
এই হেতু সতী কেন কর দুঃখ মন॥
যতেক দেখহ প্রাণী এ তিন ভুবনে।
আমাহৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনে॥
আপনারে নমস্কার করি যে আপনে।
তোমারে ইহাতে লজ্জা হৈল কি কারণে॥
সতী বলে তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলা।
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মৃত হইলা॥
সহস্রলোচনে দিব ধূলির অঞ্জন।
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের গর্ব্ব কহিলা তখন॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে।
বিশেষে শচীর হাসি দেখি অঙ্গ দহে॥
কৃষ্ণ বলেন আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তের বিক্রীত দেবি আমার শরীর॥
না পারি শিবের বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
ইন্দ্র অপরাধ ক্ষমিলাম সে কারণ॥
সতী বলে আমি প্রায় অভক্ত তোমার।
সে কারণে ক্রোধে দহে শরীর আমার॥
গোবিন্দ বলেন তুমি ক্রোধ ত্যজ মনে।
এক্ষণে লোটাব ইন্দ্রে তোমার চরণে॥
সত্যভামা আশ্বাসিয়া দৈবকীতনয়।
ডাকিয়া বলেন শুন দেব মৃত্যুঞ্জয়॥

তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তথির কারণে আমি ইন্দ্রে মান্য করি॥
ইন্দ্রের আমার কিসে সম্বন্ধনির্ণয়।
কত অবতার মম ধরণীতে হয়॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন।
প্রতাপেতে লইয়াছিল সকল ভুবন॥
মারিলাম তাহারে হইয়া অবতার।
নিষ্কণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার॥
ধর্ম্মবলে বলি লৈয়াছিল ত্রিভুবন।
ছলিয়া পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন॥
দুই পদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল।
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম আখণ্ডল॥
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস অধিপতি।
সকল জানহ ইন্দ্রে কৈল যেই গতি॥
তাহারে মারি যে আমি রাম অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে॥
উহায় আমায় শিব কিসের সম্বন্ধ।
এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ॥
ভূমিতলে লোটাইয়া সহস্রলোচনে।
প্রণাম করিয়া পড়ুক সতীর চরণে॥
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।
নহিলে এক্ষণি অন্যে দিব স্বর্গপুর॥
কহিলেন এ সকল ইন্দ্রে মহেশ্বর।
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবর॥
না করে স্বীকার শিব কহেন কৃষ্ণেরে।
গরুড়ে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন সত্বরে॥
যাহ বীর খগেশ্বর পাতাল ভুবন।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন॥
বলিরে করিব আজি স্বর্গঅধিপতি।
সাধু সেব্য গুণে বলি আমারে ভকতি॥
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত।
গোবিন্দচরণে পড়ে সখার নিমিত্ত॥
সবিনয়ে বচন বলয়ে খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলা চক্রধর॥
মন্বন্তরে বলিরে করিবা অধিকারী।
এক্ষণে বলিরে কি কারণে ডাক হরি॥
কোন ছার ইন্দ্র প্রভু তারে এত কেনে।
দেখি আমি তোমারে কেমনে নাহি মানে॥
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর।
কহিল অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর॥
যাহার পালন সৃষ্টি সৃজন তাহার।
যেই প্রভু তোমারে দিয়াছে অধিকার॥

তার আজ্ঞা লঙ্ঘহ করিয়া অবহেল।
দেখিয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্রপদে ভোল॥
আইস তোমার দোষ ক্ষমা করাইব।
সতীর চরণতলে তোমা ফেলাইব॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রবোধ।
বলি ইন্দ্রপদ লবে বাড়িবেক ক্রোধ॥
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মঘবান।
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈল ভগবান॥
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ।
অজ্ঞান হইয়া তাঁর সঙ্গে কৈনু রণ॥
গরুড়ে বলিল ইন্দ্র শুন সখা তুমি।
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধ না জানিয়া আমি॥
খগেশ্বর বলে সখা শুন মম বাণী।
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি॥
আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা।
নারায়ণ সম্মুখে লইয়া যাব তোমা॥
এত বলি গরুড় করিয়া হাতাহাতি।
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি॥
পড়ি তার সহস্রলোচনে লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ত্রিপদী॥

কত দূরে সতী আগে শিরে দিয়া করযুগে
প্রণমি পড়িল দেবরাজ।
স্তব করে সুরপতি অষ্টাঙ্গে লোটায় ক্ষিতি
সহ যত অমরসমাজ॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী রতি সতী অরুন্ধতী
পার্ব্বতী সাবিত্রী দেবমাতা।
তুমি অধো ক্ষিতি স্বর্গ তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়বিধাতা॥
অনাদিপুরুষ প্রিয়া কে জানে তোমার ক্রিয়া
মায়াতে মানুষ দেহ ধরি।
তুমি বিধাতার ধাতা সভাকার অন্নদাতা
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি॥
বেদপতি বহুখেদে না পাইল চারিবেদে
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব তেঞি মোর হৈল গর্ব্ব
না জানিনু তোমার চরণ॥
করহ এ বার কৃপা তুমি দেবী বুদ্ধিরূপ
সুমতি কুমতি প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জল স্থল পৃথিবী পর্ব্বতানল
সর্ব্বগৃহে জননীরূপিণী॥
শরণ লইনু পদে ক্ষমা কর অপরাধে
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর।
সম্পদে হইয়া মত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব
না চিনিনু আপন ঠাকুর॥
এত বলি সুরপতি পুনঃপুন লোটে ক্ষিতি
ধূলায় ধূসর কেশপাশ।
কিরীট কুণ্ডল হার ছত্র দণ্ড অলঙ্কার
ধূলি লোটে এ মলিন বাস॥
ধূলিতে লুটিতে তনু নয়নে পূরিল রেণু
দেখিতে না পায় পুরন্দর।
খেদি চিত্তে দিল ক্ষমা আজ্ঞা কৈল সত্যভামা
ইন্দ্রের উঠাও খগেশ্বর॥
মন্দাকিনীজল দিয়া চক্ষু ধৌত কর গিয়া
নির্ম্মল হইবে চক্ষু তবে।
শুনিয়া সতীর বাণী লৈয়া মন্দাকিনীপানি
স্নান করাইলত বাসবে॥
নয়ন নির্ম্মল হৈয়া ঐরাবতে আরোহিয়া
ইন্দ্র গেল হইয়া বিদায়।
লৈয়া পুষ্প পারিজাত নারদে করিয়া সাত
দ্বারকা গেলেন যদুরায়॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে বিনাশে ব্যথা
অধর্ম্ম সকল যায় নাশ।
কমলাকান্তের সুত সুজনের প্রীতিযুত
বিরচিল কাশীরামদাস॥

পয়ার॥

রূপিলেন পুষ্পরাজ সত্যভামাদ্বারে।
নানা রত্ন মূল বান্ধিলেন তরুবরে॥
শতশত রবি চন্দ্র যেন করে শোভা।
পৃথিবী যুড়িয়া তার দীপ্ত অতি আভা॥
উপরে বান্ধেন চাঁদ দিয়া রত্নবাস।
তার তলে কৃষ্ণসহ করেন বিলাস॥
হেনকালে আগত নারদ মুনিবর।
দেখি সত্যভামা স্তব করেন বিস্তর॥
নারদ বলেন দেবি কি করি ব্যাখ্যান।
না হইবে নাহি হয় তোমার সমান॥
দেবের দুর্লভ যেই পুষ্প পারিজাত।
তোমার দুয়ারে রূপিলেন জগন্নাথ॥
এক্ষণে করহ দেবি ইহার যে কায।
অবহেলে তোমার হইবে ব্রতরাজ॥

যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি।
জন্ম২ করিবা গোবিন্দ লৈয়া কেলি ॥
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে।
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে ॥
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমনন্দিনী।
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
পর্ব্বতনন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত করি।
শিবের অর্দ্ধাঙ্গ পাইলেন মহেশ্বরী ॥
আর কৈল স্বাহাদেবী অগ্নির গৃহিণী।
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী ॥
শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
প্রভু মোরে এই ব্রত করাহ এক্ষণে ॥
নারদ বলেন লহ কৃষ্ণঅনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন যে কেবল তব পতি ॥
নাহি জান দেবি তুমি এ ব্রতবিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হবে স্বামী দিতে দান ॥
সত্যভামা বলেন এ কহ কেন মুনি।
আমার করিবে মন্দ কে আছে সতিনী ॥
করিব গোবিন্দে দান যে বিধি আছয়।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিব ইথে কি আছে বিষয় ॥
মুনি বলিলেন তবে বিলম্বে কি কায।
শীঘ্র কেন আরম্ভ না কর ব্রতরাজ ॥
এক লক্ষ ধেনু চাহি ধান্য লক্ষ পৌটি।
দক্ষিণা সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটি ॥
বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান।
অশ্ব রথ গজ বৃষ যত রত্ন যান ॥
নারদের বাক্যমত সব আয়োজন।
শুভদিন করিলেন ব্রত আরম্ভণ ॥
গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করেন স্বীকার ॥
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ।
পৃথিবীর মধ্যে যত বৈসেন ব্রাহ্মণ ॥
হইল ব্রতের সজ্জা যে ছিল বিহিত।
বৈসেন নারদ মুনি হৈয়া পুরোহিত ॥
পারিজাত বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশে।
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল কুশে ॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
অভিমানে সভাকার চক্ষে বহে পানি ॥
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথ।
স্বস্তি বলি নারদ দিলেন হাতে হাত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

ঊর্দ্ধবাহু নারদ নাচেন হৃষ্টমনে।
দক্ষিণার ধন দেন দরিদ্র ব্রাহ্মণে ॥
নারদ দ্বারকানাথে লৈয়া যান ধরি।
শুনিয়া দ্বারকা সুদ্ধ ধায় নর নারী ॥
পারিজাত বৃক্ষহৈতে খসান বন্ধন।
গোবিন্দে বলেন সব ফেল আভরণ ॥
এক্ষণ গোপাল আর এ বেশে কি কায।
তপস্বী হইলা ধর তপস্বির সাজ ॥
কিরীট ফেলিয়া শিরে ধর পিঙ্গজটা।
কনক পইতা ফেলি লহ যোগপাটা ॥
কনক মুকুতা হার ফেল বনমাল।
পীতাম্বর ফেলিয়া পরহ বাগছাল ॥
মুনির বচনে হরি ত্যজি সেইক্ষণ।
হৈলেন তপস্বিবেশ দৈবকীনন্দন ॥
হাতেতে করিয়া বীণা কাঁধে মৃগছালা।
পাছে২ যান যেন সন্ন্যাসির চেলা ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ কান্দে সর্ব্বজন।
উগ্রসেন বসুদেব করয়ে ক্রন্দন ॥
কান্দয়ে যাদব যত নারী আর শিশু।
আছুক অন্যের কায কান্দে বন্য পশু ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে ভূমিতলে পড়ি।
দৈবকী রোহিণী কান্দে দিয়া গড়াগড়ি ॥
রুক্মিণীপ্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
পাছে পাছে চলি যায় যতেক কামিনী ॥
নারদ বলেন যে তোমরা যাহ কোথা।
রুক্মিণী বলেন তুমি লৈয়া যাবা যথা ॥
নারদ বলেন কি তোমায় প্রয়োজন।
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥
রুক্মিণী বলেন কৃষ্ণদান পাইলা মুনি।
যৌতুক পাইলা ষোল সহস্র রমণী ॥
মুনি বলেন রুক্মিণি না কর মিছা দ্বন্দ্ব।
পাছে ক্রোধ না করিহ বলি ভাল মন্দ ॥
যখনে করিল দান সত্রাজিতসুতা।
তখনেত কেহ না কহিলা কোন কথা ॥
তার আগে কহিবারে নহিলে ভাজন।
আমার সহিত তর্ক কোন প্রয়োজন ॥
রুক্মিণী বলেন পুনঃ শুন মুনিরায়।
সত্যভামা দিল দান আমার কি দায় ॥
প্রাণনাথ লৈয়া যাহ আমা সভাকার।
কহ মুনি আমরা রহিব কোথা আর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ মুনি যান।
বিষণ্ণ বদন হৈয়া সত্যভামা চান॥
ঘন পড়ি উঠি ধান বাতুল সমান।
দুই হাতে আগুলিয়া মুনিরে রহান॥
বুঝিনু নারদ মুনি চতুরালি তোর।
ভাঁড়িয়া লইয়া যাসি প্রাণপতি মোর॥
বালকে ভাঁড়ায় যেন হাতে দিয়া কলা।
কাঁচ দিয়া লৈয়া যাসি কাঞ্চনের মালা॥
শিলা দিয়া লৈয়া যাহ পরশ রতন।
সুধু কায় দিয়া যাসি লইয়া জীবন॥
না হইত ব্রত না হইত কার্য্য আর।
বাহুড়িয়া দেহ প্রাণপতি যে আমার॥
মুনি বলেন সত্যভামা সত্যে ভ্রষ্ট হৈলা।
সভাকার সাক্ষাতে গোবিন্দদান দিলা॥
এক্ষণে কহিছ ব্রতে নাহি প্রয়োজন।
দান লইয়াছি আমি দিব কি কারণ॥
একক দেখিয়া চাহ বল করিবারে।
মোর ঠাঞি লইতে কাহার শক্তি পারে॥
এত বলি নারদ ঘুরান দুই আঁখি।
শরীর কম্পিত দেবী মুনিমুখ দেখি॥
সত্যভামা বলেন না তব ক্রোধে ডরি।
বড় ক্রোধ হইলে ফেলাবে ভস্ম করি॥
গোবিন্দবিচ্ছেদে মরি সেই মোর সুখ।
না দেখিব কৃষ্ণ আর এই বড় দুখ॥
এক কথা কহি অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে যে বলিলা ব্রত করিল ইন্দ্রাণী॥
পূর্ব্বেতে করিল আর স্বাহা অগ্নিপ্রিয়া।
তারা সব স্বামী পাইল কেমন করিয়া॥
নারদ বলেন সর্ব্বভক্ষ হুতাশন।
চারি মুখ ধরে তার প্রচণ্ড কিরণ॥
তাহারে লইয়া সতি কি করিব আমি।
সেকারণে স্বাহারে ফিরায়ে দিনু স্বামী॥
পার্ব্বতীর পতি রুদ্র বলদবাহন।
হাড়মালা ভস্ম মাখে অঙ্গে ফণিগণ॥
নিরন্তর ভূত প্রেত লৈয়া তার মেলা।
না নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা॥
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন।
ত্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন॥
কভু ঐরাবতে কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে।
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে॥
তারে না নিলাম আমি ইহার লাগিয়া।
তথাপিহ আছে স্বর্গে আমার হইয়া॥

তোমার যে স্বামী কৃষ্ণ রূপে নাহি সীমা।
তিন লোকমধ্যে দিব কাহাতে উপমা॥
যথায় যাইব তথা সঙ্গে করি লব।
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব॥
জনমে২ মম এই বাঞ্ছা ছিল।
অনেক তপের ফলে বিধি মিলাইল॥
নয়ন মুদিয়া সদা ধ্যান করি যাকে।
তাহাকে পাইয়া হাতে দিব কি তোমাকে॥
এ কথা শুনিয়া সতী হইলেন মূর্চ্ছিতা।
নাহি জ্ঞান সত্যভামা মৃতা কি জীবিতা॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া।
নারদেরে বলেন ছাড়হ মুনি মায়া॥
নারদ বলেন কর্ম্ম ভুঞ্জুক আপন।
তোমারে ত্যজিয়া দিল ব্রতফলে মন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন অজ্ঞা সহজে স্ত্রীজাতি।
কোথা পাইবেক জ্ঞান তোমার যেমতি॥
শরীরে নাহিক প্রাণ হেন লয় মনে।
যোগবলে আত্মা মুনি দেহ এইক্ষণে॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট মুনি চমৎকার।
উঠহ বলিয়া ডাকিলেন বারেবার॥
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইয়া চেতন।
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ॥
নারদ বলেন দেবি এক কর্ম্ম কর।
দান দিয়া লৈতে চাহ অধর্ম্ম দুস্তর॥
গোবিন্দ তৌলিয়া দেহ আমারে রতন।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রেতে যেমন॥
শুনি সত্যভামা মনে হইয়া উল্লাস।
পুত্রগণে ডাকিয়া কহেন মৃদুভাষ॥
করহ তুলের সজ্জা যে আছে বিহিত।
মম গৃহহৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত॥
আজ্ঞা পায়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ।
কনকে নির্ম্মাণ তুল কৈল ততক্ষণ॥
একভিতে বসাইল দৈবকীনন্দনে।
আর ভিতে বসাইল যত রত্নগণে॥
সত্যভামা গৃহে রত্ন যতেক আছিল।
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল॥
রুক্মিণী কালিন্দী নগ্নজিতা জাম্ববতী।
যে তাহার ঘরেহৈতে আনে শীঘ্রগতি॥
চড়াইল তুলে তবু সমশীল নহে।
ষোড়শ সহস্র কন্যা নিজধন বহে॥
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া।
ত্বরাতরি চড়াইল তুলে সব লইয়া॥

না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা।
দ্বারকাবাসির দ্রব্য যার ছিল যথা॥
শকটে উটেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ।
নহিল কৃষ্ণের সম দেখে সর্ব্ব জন॥
পর্ব্বতআকার চড়াইল রত্নগণে।
ভূমিহৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন।
ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন॥
উপেন্দ্রাণী বলিয়া বলাসি এই মুখে।
রত্নে ভূথি উদ্ধারিতে নারিলি স্বামিকে॥
শিশুপ্রায় পুনঃপুন করিসি রোদন।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ॥
এবে জানিলাম ধন না পারিবি দিতে।
উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণহাতে॥
শুনি সত্যভামা মুখে উড়ে তার ধূলি।
ভূমে গড়াগড়ি যায় সভে মুক্তচুলী॥
হেন মতে কাঁদে সব যাদবী যাদব।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব॥
আপন শ্রীমুখে কহিয়াছেন বারবার।
আমাহইতে নাম বিনা বড় নাহি আর॥
চিন্তিয়া বলিল সভে মোর বোল কর।
যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ সত্বর॥
একৈক ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক লোমকূপে।
কোন দ্রব্য সম করি তুলিবা তাঁহাকে॥
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম।
তাহে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
নীচে হৈল তুলসী ঊর্দ্ধেতে জগন্নাথ॥
দেখি উল্লসিতা হৈল সকল রমণী।
সাধুবাদে উদ্ধবের হৈল মহাধ্বনি॥
কৃষ্ণনাম গুণের নাহিক বেদে সীমা।
বৈষ্ণবে সে জানে কৃষ্ণনামের মহিমা॥
শ্রীকৃষ্ণহইতে কৃষ্ণনাম ধন বড়।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্তে করি দৃঢ়॥
কৃষ্ণ২ বলিয়া পাইবা কৃষ্ণদেহ।
কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ॥
নামপত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান।
সত্যভামা রত্নগণ ব্রাহ্মণে বিলান॥
পারিজাতহরণের এই বিবরণ।
এক্ষণে কহিব তবে সুভদ্রাহরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে অধর্ম্মী হবে হেলে ভবপার॥
পারিজাতহরণে হরিষ রসকথা।
শ্রবণে শুনিলে ঘুচে সংসারের ব্যথা॥
পুরুষ শুনিলে হয় কৃষ্ণপদে মতি।
নারীজন শুনিলে সৌভাগ্য হয় পতি॥
আয়ু ধন বংশ বাড়ে সর্ব্বত্র কল্যাণ।
কাশীদাস কহে তাহা কহিলা প্রমাণ॥

অতঃপর জিজ্ঞাসিল রাজা জনমেজয়।
পিতামহকথা কহ শুনি মহাশয়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতে।
ভদ্রাপার্থে স্বয়ম্বর হইল যেমতে॥
বলিলেন যদি ইহা বীর ধনঞ্জয়।
সত্যভামা তাহারে কহেন সবিনয়॥
ঔষধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি॥
ভণ্ডমা করিয়া হইয়াছ ব্রহ্মচারী।
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী॥
অর্জ্জুন বলেন স্তুতি করি সত্যভামা।
নিশাশেষ নিদ্রা যাই কর আজি ক্ষমা॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থযাত্রা করি দেশ দেশান্তরে ভ্রমি॥
মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে।
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে॥
বুঝিয়া পার্থের মন উঠেন ভারতী।
সুভদ্রা বলেন কহ কোথা যাহ সতি॥
সতী বলেন আইস করিব উপায়।
এত বলি ভদ্রা লৈয়া গেলেন আলয়॥
নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সত্যভামা শীঘ্রগতি আনেন ডাকিয়া॥
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলেন ঠাকুরাণী এ কোন বিচিত্র॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থিচর্ম্মী অনাহারী পারি মুষিবারে॥
এত বলি সিন্দুর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়নে কজ্জলে॥
যাহ দেবি এক্ষণে যাইতে পাবা বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট॥
শুনিয়া রতির বাক্য সানন্দ হইয়া।
পুনরপি ভদ্রা তথা উত্তরিল গিয়া॥
হস্ত দিতে কপাটের খিলানি ঘুচিল।
অর্জ্জুনসম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল॥
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিল চন্দ্রমা।
চিত্রকার চিত্র যেন কনক প্রতিমা॥

কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুণি।
স্ত্রী নহিলে খড়্গেতে কাটিতাম এখনি ॥
যাহ শীঘ্র এথাহৈতে প্রাণ লৈয়ে বেগে।
নহিলে নাসিকা কাণ কাটিব খড়্গে ॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরী।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গকাঁপে থরহরি ॥
সিঁথায় সিন্দূর তার নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়েন পার্থ হইয়া বিহ্বল ॥
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের হিল্লোলে।
তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে ॥
আইস২ বৈস ওহে প্রাণসখি।
তোমার বদন পূর্ণ চন্দ্রমা নিরখি ॥
নহি নহি করি ভদ্রা মুখ বস্ত্রে ঢাকে।
জাতিনাশ কর কেন ছাড় ছাড় ডাকে ॥
ধনঞ্জয় তোমার কি মত ব্যবহার।
অনূঢ়া কন্যারে কেন কর বলাৎকার ॥
বলেন বাহিরে থাকি সত্রাজিতসুতা।
কহ পার্থ গণ্ডগোল কে করিছে এথা ॥
সুভদ্রা বলেন সখি দেখ না আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া ॥
সত্যভামা বলেন পার্থ অনূঢ়া এ নারী।
কিমতে ধরহ বলে হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
বসুদেবসুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর ধার্ম্মিক আপনি ॥
বলেন বিনয়বাক্য ভীমসহোদর।
অনন্ত নারীর মায়া বুঝিবে কি নর ॥
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচর।
আমি কি বুঝিব নারিলেন দামোদর ॥
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন।
ক্ষমহ তোমার পায় লইনু শরণ ॥
অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলেন ভীত নহ মহামতি ॥
যে হইল অর্জ্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর আছে যেন ধর্ম্ম ॥
পাঁচসাত সখী মিলি দিল হুলাহুলি।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিল তুলি ॥
হেন মতে দোঁহার বিবাহ করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে কহেন সব গিয়া ॥
সত্যভামা বলেন যে আজ্ঞা কৈলে তুমি।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি ॥
কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের কায।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব সমাজ ॥

অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়।
গোবিন্দ বলেন সতি এই মত হয় ॥
কিন্তু বলভদ্রের অর্জ্জুনে নাহি প্রীত।
পার্থে দিতে তাহার নহিবে মনোনীত ॥
সত্যভামা বলেন যে উপায় কি করি।
উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি ॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীদাস কহে সদা সাধু করে পান ॥
প্রভাতে উঠিয়া সভে করি স্নান দান।
একত্র বসিল সব যাদব প্রধান ॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রূর সারণ গদ মুষলী মাধব ॥
প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥
বিবাহের যোগ্যা যে অবিবাহিতা থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্ন জল বলে লোকে ॥
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুমতী।
উভয়তঃ সপ্ত কুল হয় অধোগতি ॥
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
একারণে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ ॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর ইহাতে বিলম্ব না যুয়ায় ॥
আমার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আর।
এক চিত্তে লয় মম কুন্তীর কুমার ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান।
পার্থ যোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান ॥
শুনি বসুদেব তাহা করেন স্বীকার।
যে বলেন কৃষ্ণ চিত্তে হইল আমার ॥
সাত্যকি বলিল যদি কুলে ভাগ্য থাকে।
তবেত পাইবে ভদ্রা স্বামি অর্জ্জুনেকে ॥
অর্জ্জুন সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভাল২ বলি বলে যাদব সকলে ॥
এতেক সভার বাক্য শুনি হলধর।
রক্ত চক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর ॥
কেন চিন্তা কর সভে সুভদ্রাকারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে ॥
কৌরব কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উচ্চ কুল বলি সিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন ॥
বলে জিনে মত্ত দশসহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প জিনে ধনে বৈশ্রবণ ॥
অর্জ্জুনেরে শতাংশ না গণি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি কারণে ॥

দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনানগর।
দুর্য্যোধনে এথা গিয়া আনুক সত্বর॥
শুভ দিন করহ করিতে শুভ কার্য্য।
রাজগণ আনাইব যত রাজ্য২॥
এই বাক্য যদ্যপি বলেন হলধর।
অধোমুখ হয়ে কেহ না দিল উত্তর॥
ততক্ষণে বলরাম ডাকি দূতগণে।
রাজ্যে নিমন্ত্রণ লিখি দেন জনে২॥
দুর্য্যোধনে লিখেন সকল সমাচার।
সুসজ্জ হইয়া আইস বিবাহ তোমার॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরি।
কাশীরাম কহে সাধু যায় ভব তরি॥
দিন অবসান হৈল সন্ধ্যার সময়।
উঠি গেল যদুগণ যার যে আলয়॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি॥
গোবিন্দ বলেন সখি কিসের বিবাহ।
পার্থনাম শুনিয়া রামের জ্বলে দেহ॥
বলেন যে বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
দূত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে॥
শুনি সত্যভামা হৈয়া চমকিতা চিতে।
অধোমুখ করিয়া বসিলেন ভূমিতে॥
বলিলেন কহ দেব কি হবে এক্ষণ।
অনর্থ হইল এত সুভদ্রাকারণ॥
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া।
ভগিনীর দিবা কি হে অন্য বরে বিয়া॥
উপায় না করি কেন মৌনেতে রহিলে।
হেন বুঝি কলঙ্ক করিবা যদুকুলে॥
গোবিন্দ বলেন দেবি কেন কর গোল।
করিব উপায় আমি নহ উত্তরোল॥
সত্যভামা বলেন বিলম্ব কথা নহে।
কেহ যদি এ কথা রামেরে গিয়া কহে॥
এই লজ্জাভয়ে মম হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ আর জলে দিব ঝাঁপ॥
স্ত্রীলোকে জানে সে স্ত্রীলোকের যে বেদন।
শাশুড়ীর আগে আমি করি নিবেদন॥
এত বলি উঠি গেল দৈবকীসদন।
কহিলেন যতেক সুভদ্রাবিবরণ॥
শুন শুন ঠাকুরাণি করি নিবেদন।
কুললজ্জা ভয়ে মম স্থির নহে মন॥
সুভদ্রা আসক্তা হৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
বলিল নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে॥
গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার।
এবে শুনি এখন হইবে বর আর॥
শুনিয়া দৈবকী দেবী হইয়া বিস্মিতা।
বলভদ্রগৃহে যান রোহিণী সহিতা॥
দৈবকী বলেন তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী॥
রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হবে কেন কর আন॥
রাম বলেন জননি না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডব জনের কথা সকল জানহ॥
আমার কুটুম্ব যোগ্য নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য সম্বন্ধে মাতা সব নষ্ট হয়॥
এইহেতু দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত।
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্ব যোগ্য হয় কুরুসুত॥
তিন লোকে বিখ্যাত পাণ্ডব জারজাত।
হেন জনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত॥
রোহিণী বলেন তাত সভার বিচার।
তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর॥
কিহেতু সভার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা সভাকার মন॥
সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ গুণী সর্ব্ব গুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্যজনে॥
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
কল্যপ্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য কম্পিত অধর।
তাম্র দুই চক্ষু যেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
বাতুলের বাক্য মত কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন॥
গোবিন্দের কথা যত করিলা স্বীকার।
জাতি কুল গোবিন্দের নাহিক বিচার॥
ভক্তি করি দুই কথা যেই জন কয়।
না বিচারে ভাল মন্দ সেই বন্ধু হয়॥
কল্য তার পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ নব কুটুম্বিতা॥
শিষ্য বলি তারে অতি স্নেহ আমি করি।
এইহেতু সত্তে ক্রুদ্ধ তাহার উপরি॥
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে।
যাহ মাতা আর কিছু না বল আমারে॥
এতেক রামের বাক্য শুনিয়া রোহিণী।
উঠি গেল দুই জনে বিষণ্ণ বদনী॥
জনমেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিরাজ শুন।
কৃষ্ণের কোন পুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন॥

না কহ আমারে ইহা মুনি কি কারণ।
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
মুনি বলে অবধান কর নৃপবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা স্বয়ম্বর॥
ভানুমতীগর্ব্ভে জন্ম একই দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপমা সর্ব্ব গুণান্বিতা॥
সর্ব্ব সুলক্ষণে পূর্ণা ভুবনমোহনা।
সেকারণে নাম তার থুইল লক্ষণা॥
যুবতি হইল কন্যা দেখি নরবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
পৃথিবীতে নিবাস করিল যে যেখানে॥
আইল যতেক রাজা কত লব নাম।
রূপবন্ত গুণবন্ত কুলে অনুপম॥
রথ গজ অশ্ব দেখি না হয় গমনে।
বিবিধ বাদ্যের শব্দ না শুনি শ্রবণে॥
ধ্বজাছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
চরণধূলিতে আচ্ছাদিল দিনমণি॥
সভাকারে দুর্য্যোধন করিল সম্মান।
বসিল নৃপতিগণ যার যেই স্থান॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পায়ে শাম্ব বীর।
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির॥
একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন।
কিমতে পাইব কন্যা চিন্তে মনেমন॥
অলক্ষিতে একান্তে রহিল রথোপরে।
হেনকালে বাহির করিল লক্ষণারে॥
অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমলপ্রিয় বন্ধু॥
সংপূর্ণ মিহির জিনি অধররঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অনঙ্গচাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা॥
খঞ্জনগঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রচিত।
শুকচঞ্চু নাসা শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত॥
বিপুল নিতম্ব গতি জিনিয়া মরাল।
চরণে রণিত মণিনূপুর রসাল॥
নির্ধূমাগ্নি কিম্বা যেন রচিল বিদ্যুতে।
বাল সূর্য্য উদয় করিল পূর্ব্বভিতে॥
দৃষ্টিমাত্রে রাজগণ হারায় চেতন।
দেখি জাম্ববতীসুতে পীড়িল মদন॥
শীঘ্রগতি ধরি হাতে তোলাইল রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে॥

ধর২ বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লৈয়া ধায় যতেক কৌরব॥
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণের সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্যবাণ॥
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমেষে।
নাহিক ভ্রূভঙ্গ বীর যুঝে অনায়াসে॥
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি পড়ে সারিসারি।
যতেক মারিল যুদ্ধে লিখিতে না পারি॥
ভয়েতে সম্মুখে তার কেহ নাহি রয়।
ক্রোধে আগু হৈয়া বলে সূর্য্যের তনয়॥
বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লৈয়া যাসি অগ্রেতে আমার॥
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে।
এত বলি কর্ণ বীর এড়ে অস্ত্রগণে॥
ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সূর্য্যের নন্দন।
নারি নিবারিতে শাম্ব পড়িল বন্ধন॥
ধরিল২ চোরে বলি শব্দ হৈল।
কাট লৈয়া বলিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল॥
আমা লঙ্ঘি এই চোরা আমার অগ্রেতে।
দক্ষিণ মসানে লৈয়া কাট এই পথে॥
নৃপতির আজ্ঞা পায়ে ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া লৈল করিয়া বন্ধন॥
কর্ণপ্রতি জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলা কি এই চোরা কাহার নন্দন॥
কর্ণ বলে মহারাজ এত গর্ব্ব কার।
চোরপুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর॥
শুনি দুর্য্যোধনের কাঁপিছে কলেবর।
কড়মড় দশন কচালে করে কর॥
গোকুলেতে বাড়িল গোপের অন্ন খাইয়া।
ক্ষত্রিকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া॥
চুরি করি সব ঠাঞি এই মত লয়।
সহজে চোরের জাতি কিবা লাজ ভয়॥
সর্ব্বত্র করিয়া চুরি বাড়িয়াছে মন।
নাহি জানে দুরন্ত এই যমের সদন॥
সভাতে এমন লজ্জা করিল আমায়।
কাট লৈয়া চোরারে বিলম্ব না যুয়ায়॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কে চোর বলিয়া বলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলে যুধিষ্ঠির মহারাজ।
তোমার কি অগোচর সেই চোররাজ॥
ভাই ভাই বলি যারে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুলকামিনী॥

বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মকদুহিতা।
পুত্র কাম কৈল চুরি বজ্রনাভসুতা ॥
পৌত্র চুরি করিলেক বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী ॥
শুনিয়া বিষণ্ণমুখ হৈয়া ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণ নিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হৃদিমাঝ ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দের নিন্দা করা সভার বিদিত ॥
যে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি।
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি ॥
দুর্য্যোধন বলে ভাল বল ধর্ম্মরাজ।
যাহাহৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ ॥
মোর কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার।
তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার ॥
যুধিষ্ঠির কন কন্যা কে করিল চুরি।
আন দেখি তাহারে চিনিতে যদি পারি ॥
দুর্য্যোধন বলে চোরে কোন কর্ম্ম এথা।
কেহ হউক শীঘ্র তার কাট লৈয়া মাথা ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তার বধে ভাল কি হইবে দুর্য্যোধন ॥
কৃষ্ণ বৈরী হৈলে ভাই রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না থুইবে আর ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোন জন ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ প্রাণ লৈয়া এই কালে ॥
এক্ষণি শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণঠাঁই।
মারিব চোরারে আমি কারু না ডরাই ॥
দুর্য্যোধনবাক্য যে শুনিয়া বৃকোদর।
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর ॥
মসানেতে দুঃশাসন ধরি শাম্বচুলে।
কাটিবারে হস্তে বীর খড়গ চর্ম্ম তোলে ॥
বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাতেহৈতে খড়গ চর্ম্ম লইল কাড়িয়া ॥
তাহারে বলিল তোর কিমত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার ॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি।
এত বলি ছিঁড়িল সে বন্ধনের দড়ি ॥
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বেরে।
শাম্ব দেখি যুধিষ্ঠির কহেন সাদরে ॥
জাম্ববতীনন্দন হে বৎসল আমার।
চুম্বিয়া নিলেন কোলে ধর্ম্মের কুমার ॥

দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থরহরে।
দেখ২ বলিয়া বলয়ে সভাকারে ॥
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন বিদিত।
নিরন্তর কহ যে পাণ্ডব তব হিত ॥
কুলের কলঙ্ক যে অধর্ম্ম আচার।
হেন জন মারিতে সহায় হৈল তার ॥
যুধিষ্ঠির বলেন ভাই দেখ দুর্য্যোধন।
এ রূপে এ সভামধ্যে আছে কোন জন ॥
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণপুত্রে দিব কন্যা কুলের আমার ॥
ইহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবা।
পরপূর্ব্বা হৈল কন্যা কলঙ্ক করিবা ॥
কে আর করিবে বিয়া পৃথিবীমণ্ডলে।
সভাতে দেখিল শাম্বে করিলেন কোলে ॥
দুর্য্যোধন বলয়ে তোমার নাহি দায়।
এইমত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায় ॥
মারিব দুষ্টেরে তুমি ছাড় শীঘ্রগতি।
ভীম বলে দুর্য্যোধন ছন্ন হৈল মতি ॥
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোমার।
কৃষ্ণপুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার ॥
কে আসিবে আসুক দেখি তাহার বদন।
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন ॥
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
চক্রিচক্রপ্রায় ফিরে মস্তক উপর ॥
ভীমের বচন শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে।
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোধে ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞাতে যতেক সহোদর।
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর ॥
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাইতে ছাগে যেন শঙ্কা।
দেখি ধায় বৃকোদর সদা রণরঙ্গা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কহে দাঁড়াইয়া মধ্যখানে।
আপনা আপনি তাত দ্বন্দ্ব কর কেনে ॥
বন্ধি করি রাখ শাম্বে আমার গৃহেতে।
বুঝিয়া ইহার ন্যায্য করিব পশ্চাতে ॥
দুর্য্যোধনে বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত।
শ্রুতমাত্রে যদুবলে আসিবে অচ্যুত ॥
ইহারে এক্ষণ যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে ॥
যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাজয়।
তবেত মারিব এরে ঘরেতে আছয় ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভাল২ বলি।
দুর্য্যোধন বলে দেহ চরণে শিকলি ॥

চরণে নিগড় দিয়া নিল গুরু দ্রোণ।
নিজ২ গৃহে সভে করিল গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন॥
কহেন গোবিন্দ প্রতি গদ২ কথা।
শুনহ গোবিন্দ শাম্ব পুত্রের ক্ষমতা॥
দুর্য্যোধনদুহিতার স্বয়ম্বর কালে।
স্বয়ম্বরস্থানে তারে শাম্ব হরি নিলে॥
যুদ্ধ করি বন্ধি তারে কৈল ইন্দ্রজালে।
কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে॥
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণমসানে।
যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভীমসেনে॥
অনেক করিল দ্বন্দ্ব তাহার সহিতে।
বন্ধ করি রাখিলেক ভীষ্মের গৃহেতে॥
ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আরো নানা ক্লেশ।
বিবিধ অস্ত্রের ঘাতে প্রাণমাত্র শেষ॥
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিব সব করিবা শ্রবণ॥
শুনি কৃষ্ণ হইলেন ক্রোধেতে অস্থির।
সেইক্ষণে যদুসৈন্য হইল বাহির॥
এত সব বৃত্তান্ত শুনিয়া হলধর।
দুর্য্যোধনহেতু তাপ করেন বিস্তর॥
ক্রোধে যাইতেছেন কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে।
সবংশেতে মারিবেন আজি দুর্য্যোধনে॥
এত চিন্তি আপনি রেবতীপতি গিয়া।
শ্রীপতিরে কহিছেন বিনয় করিয়া॥
তুমি তথাকারে যাবা কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষণ॥
ইত্যাদি অনেকবিধ কৃষ্ণে বুঝাইয়া।
আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়া॥
হস্তিনানগরে রাম হৈয়া উপনীত।
দুর্য্যোধনে দূত পাঠাইলেন ত্বরিত॥
না বুঝিয়া দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার।
বন্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার॥
যে হইল দোষ ক্ষমিলাম সে তোমারে।
পুত্রবধূ আনি দেহ আমার গোচরে॥
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন।
ক্রোধে থরহর অঙ্গ করয়ে গর্জ্জন॥
যে বাক্য বলিল আমি গুরু করি মানি।
অন্যজন হৈলে সেই দেখিত এক্ষণি॥
পাঠাইল পুত্রে তথা চুরি কর গিয়া।
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া॥
কে পুত্রবধূকে তার দিবে পাঠাইয়া।
লজ্জা নাহি তেঞি হেন পাঠায় কহিয়া॥
যাহ দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার।
ভালে২ স্থানে তুমি যাহ আপনার॥
দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিত নয়ন॥
ক্রোধে হলী মুষল নিলেন তুলি হাতে।
লাফ দিয়া রথেহৈতে পড়েন ভূমিতে॥
ক্রোধে থরহর অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে॥
রাজা প্রজা পাত্র মন্ত্রী সহিত সকলে।
নগর সহিত যেন পড়ে গঙ্গাজলে॥
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার॥
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে।
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় সভে রামের গোচরে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সংহতি।
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃতি॥
করযোড়ে করুণ বচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলদেব রেবতীর পতি॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
অনাদি নিধন তুমি ব্যাপ্ত চরাচর॥
তুমি ক্রোধী হৈলে ভস্ম হইবে সংসার।
তোমার ক্রোধেতে এ হস্তিনা কোন ছার॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু গো ব্রাহ্মণ নারীগণ।
বিশেষে তোমার বধূ আছয়ে নন্দন॥
ক্ষমা কর কৃপাময় পড়ি যে চরণে।
এইবার রাখ প্রভু দয়া করি মনে॥
এতেক সভার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলেন লাঙ্গল হইল ক্রোধ শাম॥
ততক্ষণ দুর্য্যোধন শাম্বেরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া॥
লক্ষণার সহিত লইয়া দোঁহা রথে।
বিবিধ যৌতুক দিল রামের অগ্রেতে॥
দেখিয়া সানন্দ হৈয়া রেবতীরমণ।
পুত্রবধূ লয়ে শীঘ্র করেন গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥
মুনি বলে অবধান করহ নৃপতি।
রামবাক্য শুনি দোঁহে হইল দুঃখমতি॥

অধোমুখে বসিলেন দৈবকী রোহিণী।
সতী বলেন সর্ব্বনাশ হৈল ঠাকুরাণী॥
না দিলে মরিবে পার্থ মারিবেক ক্রোধে।
আর কত মারিবেক তাসহ বিরোধে॥
মরিবে অনেক লোক সুভদ্রাকারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রামরণ॥
গরল খাউক কিবা প্রবেশুক জলে।
সকল অরিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে॥
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধ বিশেষ॥
ভাবিয়া এতেক দেবী ব্যাকুল পরাণ।
পুনঃ উঠি যান সতী গোবিন্দের স্থান॥
দৈবকী রোহিণী দেবী কহিলেন যত।
গোবিন্দে করেন সতী তাহা অবগত॥
গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে ভয় কি তোমার।
উপায় করিব ইথে সে ভার আমার।
দূত পাঠাইয়া আন তুমি ধনঞ্জয়॥
সতী বলে আমি যাই দূতকর্ম্ম নয়॥
একাকিনী যান সতী পার্থের সদন।
দেখেন সুভদ্রা সহ আছেন অর্জ্জুন॥
সত্যভামা বলেন কি নিশ্চিন্ত আছহ।
এতেক প্রমাদ পার্থ কিছু না জানহ॥
পার্থ বলিলেন দেবি কিসের প্রমাদ।
যাহার সহায় দেবি তব পদ্মপাদ॥
পার্থেরে লইয়া সতী যান কৃষ্ণস্থান।
হস্তে ধরি পালঙ্কে বসান ভগবান॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
পিতৃআজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান॥
লাঙ্গলী বলেন আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এত বলি দূত পাঠাইলেন সেখানে॥
কি হইবে কহ সখা উপায় ইহার।
শুনি হাসি বলিলেন কুন্তীর কুমার॥
এই কথাহেতু সখা চিন্তা কেন মনে।
তোমার প্রসাদে আমায় কে জিনে ভুবনে॥
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রে নাহি ডরি।
কামপাল কত শক্তি ধরেন শ্রীহরি॥
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাব তাঁহার গোচর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লয়ে করহ গমন॥
মম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নানহেতু জলে॥
সেই পথে লয়ে তুমি করিবা গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ॥
এতেক বলেন যদি দৈবকীকুমার।
অর্জ্জুন বলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার॥
হেন মতে বিচার করিয়া দুই জন।
নিজ গৃহে চলিলেন করিতে শয়ন॥
প্রভাতে উঠিয়া পার্থ করি স্নান দান।
কি করিব বসিয়া করেন অনুমান॥
এতেক অনর্থ হবে রামসহ রণ।
কিছু না জানেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
লিখিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া॥
আমাকে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস॥
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়া।
ইহার বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া॥
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
পাণ্ডবের সখা বল বুদ্ধি নারায়ণ॥
তিনি কহিবেন যাহা করিবা সে কায।
শুনি পার্থ সানন্দ হৈলেন হৃদিমাঝ॥
হেন মতে সপ্ত নিশা গত হয় তথা।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা শুনিল বারতা॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হৈবে দুর্য্যোধন॥
দেশে২ হইতে আনায় বন্ধুগণ।
বিবাহ সামগ্রীহেতু করে নিযোজন॥
স্থানে২ বসি সভে করেন বিচার।
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর॥
এই কথা অহর্নিশি চিন্তে মনেমন।
আজিহইতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হইল এক্ষণ॥
কেহ বলে কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত।
তাঁর নাহি পরাপর ভক্তজন হিত॥
বিদুর কহেন কথা আশ্চর্য্য লাগয়।
কৃপাচার্য্য বলেন ইহা কদাচিৎ হয়॥
দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়।
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয়॥
দূতস্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
সকলবৃত্তান্ত দূত কহিল তখন॥
দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তীসুত।
তাহারে সুভদ্রা দিব বলেন অচ্যুত॥

পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না করি স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণীকুমার॥
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় এই যা হয় পশ্চাতে॥
ভীষ্ম বলেন দুর্য্যোধন পাবে লজ্জামাত্র।
যে কেহ করুক বিয়া আমরা বরযাত্র॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল ধর্ম্মস্থানে।
সকলে আসিবা মম বিবাহ কারণে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর।
সহদেবে ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর॥
অর্জ্জুন লিখিল পূর্ব্বে ভদ্রাবিবরণ।
দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণ লিখিল এক্ষণ॥
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মন।
কহ সহদেব ইথে হইবে কেমন॥
সহদেব বলেন শুনহ নরনাথ।
সুভদ্রার বিবাহ হইল দিন সাত॥
সত্যভামা দিলেন বিবাহ লুকাইয়া।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বলরামে না কহিয়া॥
রামের বাসনা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যোধন যাইতেছে রামের বচনে॥
ইহার উচিত বিধি করিবা আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হবা নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলেন এ লজ্জার বিষয়।
আমার যাইতে তথা উচিত না হয়॥
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি সসৈন্যে ভীম করহ গমন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ অক্ষৌহিণী দলে চলেন সত্বর॥
আনন্দেতে দুর্য্যোধন বরবেশ ধরে।
রত্নময় চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে না হয় বর্ণনা।
হয় হস্তী রথ পত্তি কে করে গণনা॥
দুর্য্যোধনবেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন তোরা সভাই অবোধ॥
এথাহৈতে দ্বারকা আছয়ে দূর দেশ।
এইখানে কিহেতু করিলা বরবেশ॥
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে॥
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন কন্যা বিবাহিতে যাও বরবেশে॥
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥
অকারণে সভামধ্যে গিয়া পাব লাজ।
তেঁইত বলিনু বরবেশে নাহি কায॥
পিছে কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে॥
বিস্মিত শকুনি কর্ণ দুর্য্যোধন শুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কাণাকাণি॥
দুঃশাসন বলে যে বলিল বৃকোদর।
সত্য হেন লাগে প্রায় সভার অন্তর॥
না জান কি ভীমার যেমত বুদ্ধি খল।
বরবেশ দেখি আত্মা হইল বিকল॥
বাতুলের প্রায় বলে যে আইল মুখে।
চল শীঘ্র দেখিয়া ফাটয়ে যেন বুকে॥
কর্ণ দুর্য্যোধন বলে সত্য এই কথা।
এ বৈভব দেখিতে কেমনে রহে এথা॥
এত বিচারিয়া সভে করিল গমন।
তিন দিনে গেল পথ শতেক যোজন॥
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
রোহিণী নক্ষত্রশেষ অক্ষয় তৃতীয়া।
দ্বিতীয় প্রহরে কল্য উত্তরিব গিয়া॥
করহ কন্যার অধিবাস আজি রাতি।
কালিরাত্রি বৈবাহিক শ্রেষ্ঠ লগ্ন তিথি॥
দূত গিয়া দিল পত্র মুষলির হাতে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাতে॥
করহ ভদ্রার গন্ধঅধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥
আজ্ঞা বলভদ্রের পাইয়া নারীগণ।
পিঠালি হরিদ্রা লৈয়া কৈল উদ্বর্ত্তন॥
তৈল আমলকী গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেল সরস্বতীকূলে॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পায়ে দেবী সত্যবতী।
ভদ্রা লৈয়া গেল সহ অনেক যুবতী॥
অর্জ্জুনে ডাকিয়া বলিলেন নারায়ণ।
অর্জ্জুন শুনিলা যে আইল দুর্য্যোধন॥
আজি অধিবাস আজ্ঞা দেন হলপাণি।
সরস্বতী কূলে গেল সুভদ্রা ভগিনী॥
মৃগয়ার ছলে চড়ি যাহ মম রথে।
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেইপথে॥

দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহেন ইঙ্গিতে।
অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাহ মম রথে॥
যা কহিবে অর্জ্জুন না করিহ অন্যথা।
যথায় বলিবে রথ লৈয়া যাবা তথা॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজিয়া আনিল রথ অর্জ্জুনগোচর॥
সুসজ্জ হইয়া পার্থ লৈয়া ধনুঃশর।
খড়্গ ছুরী গদা শূল চক্র লৈয়া কর॥
কৃষ্ণরথে আরোহণ হৈয়া মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ সরস্বতীতীর॥
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণমাঝে।
ধীরে২ অর্জ্জুন চলেন পদব্রজে॥
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইয়া রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থপথে॥
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণ।
সুভদ্রা হরিয়া লয় কুন্তীর নন্দন॥
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাগণ সব।
ধর২ বলি ডাকে আরেরে পাণ্ডব॥
আরে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহস তোর হেন গৃহে চুরি॥
না পলাহ বলি তার পাছেতে ডাকিল।
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করি শরজাল।
নিমেষে কাটেন তিন লক্ষ সভাপাল॥
সভাপালে মারিয়া চালাইলেন রথ।
নিমেষে গেলেন পার্থ দশক্রোশ পথ॥
সুভদ্রা হরিল বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
চতুর্দ্দিগে ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে॥
কেহ স্নানে কেহ দানে ভোজন শয়নে।
যে যথা আছিল সে ধাইল সর্ব্বজনে॥
চড়িতে তুরগ রথ না হইল কাল।
ক্রোধভরে বাহির হৈলেন কামপাল॥
ক্রোধে বলভদ্রের কাঁপয়ে কর পদ।
যুগল নয়ন যেন স্ফুট কোকনদ॥
ধর২ বিনা শব্দ নাহি কারো মুখে।
ধর গিয়া বলি বলে যারে আগে দেখে॥
কামদেব ধাইয়া চড়িল মীনধ্বজে।
সাত কোটি রথ সঙ্গে নব কোটিগজে॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা করিলেন রাম।
সভার অগ্রেতে গিয়া উত্তরিল কাম॥
সারণ আইল সঙ্গে রথ কোটি সাত।
গজ অশ্ব পদাতিক নানা অস্ত্রহাত॥

কৃপ বৃন্দ উপগদ কৃতবর্ম্মা ধীর।
যে যাহার সৈন্য লইয়া ধায় যদুবীর॥
গদ শাম্ব আইল লইয়া বহুসেনা।
পাইয়া রামের আজ্ঞা ধায় সর্ব্বজনা॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দেন হলধর।
সসৈন্যে সারণ বীর চলিল সত্বর॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
রামের নিকটে আইল যতেক যাদব॥
ক্রোধে বলভদ্রতনু কাঁপে থরহর।
ফুলিয়া হইল তনু যেমন মন্দর॥
প্রলয় মেঘের শব্দে ডাকে যেন গলা।
অঙ্গহইতে ছিঁড়িয়া পড়িল বনমালা॥
রাম বলেন এত গর্ব্ব পাণ্ডবার হইল।
শ্বা হইয়া যজ্ঞ হবি লইতে ইচ্ছিল॥
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা করিল ব্রাহ্মণী।
গারুড়ী অজ্ঞাত যেন ধরে কালফণী॥
যে পুরে সূর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ রয়।
যে পুরে আসিতে শক্তি শমনের নয়॥
দেখ হের মতিছন্ন হইল দুরাচার।
চুরি করি লয়ে যায় ভগিনী আমার॥
এই দোষে তারে আজি মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
তাহাকে মারিব যে হইবে তার বংশে।
পৃথিবী খুজিয়া আজি মারিব সবংশে॥
ইন্দ্রপ্রস্থমাটী আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব লয়ে সমুদ্রের জলে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শত্রু করিবে রক্ষণ॥
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দরীতি।
না জানিয়া করে কৃষ্ণ তার সহ প্রীতি॥
অন্তঃপুরে দেই তারে রহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান॥
যত স্নেহ করিনু শুধিল তার গুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি চুণ॥
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এত বলি বাহির হৈলেন রাম সাজি॥
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্রহস্তে শোভা যেন করে আখণ্ডল॥
কৃষ্ণে ডাক বলি দূতে দেন পাঠাইয়া।
সে প্রিয়সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে সাধু জন সদা করে পান॥

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
চালাইয়া দিল রথ পবনগমন॥
না পলা২ পার্থ ডাকে যদুগণ।
শুনিয়া দারুক প্রতি বলয়ে অর্জ্জুন॥
ফিরাও দারুক রথ ডাকে ক্ষত্রিগণে।
না দিয়া প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥
দারুক বলিল পার্থ কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত॥
অপ্রমিত পরাক্রম ত্রৈলোক্যে অজয়।
দেখ পাছে আইসে যেন সমুদ্রপ্রলয়॥
ইহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া যুঝি আছে ক্ষত্রনীত॥
এ কর্ম্ম করিতে শক্ত নহিবে অর্জ্জুন।
পলাইতে যথা চাহ লইব এইক্ষণ॥
যথা আজ্ঞা কর রথ লইব সত্বর।
ইন্দ্রপ্রস্থে লইব কিবা ইন্দ্রের নগর॥
কুবের বরুণ যম ইন্দ্রের সদন।
যথায় কহিবা রথ লইব এইক্ষণ॥
কেবল না পারি আমি রথ ফিরাইতে।
কিমতে করাব যুদ্ধ যাদব সহিতে॥
কৃষ্ণপুত্রে প্রহারিবা চড়ি এই রথে।
মম শক্তি নহিবে তুরগ চালাইতে॥
পার্থ বলেন দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধহেতু ডাকিতেছে পশ্চাৎ আমার॥
নহে ক্ষত্রধর্ম্ম আমি যাইব ছাড়িয়া।
বিশেষে আমার পাছে যাইবে তাড়িয়া॥
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে।
শৃগালের প্রায় যাব কি কায জীবনে॥
কৃষ্ণপুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে॥
যুদ্ধহেতু আমারে ডাকিবে ক্ষত্র হৈয়া।
কেহ হউক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া॥
নিশ্চয় জানিনু তুমি যদুকুলহিত।
নারিবে সারথি কর্ম্ম করিতে উচিত॥
অবিশ্বাস তোমাতে বিশেষে রণস্থলী।
ফেলাহ প্রবোধ বাড়ি ছাড় কড়িয়ালি॥
চালাইব রথ আমি করিব সমর।
এত বলি বাড়িকাড়ি লইল সত্বর॥
পাশ অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বান্ধিলেন রথ স্তম্ভে আপন দক্ষিণে॥
একপদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারি রহিলেন বাহুড়ি॥

ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে॥
এইরথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
তিনপুর ভ্রমণ করিত যথা রঙ্গে॥
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাইতাম হয়॥
আমার নৈপুণ্য দেখি দেব দামোদর।
ধন্যধন্য বলি ব্যাখ্যা করেন বিস্তর॥
আজ্ঞা কর রথ চালাইব কোনপথে।
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি লৈল হাতে॥
চালাইয়া দিল রথ বায়ুবেগে চলে।
না দেখিতে গেল রথ আদিত্যমণ্ডলে॥
তথাহৈতে চালাইয়া দিল হয়বর।
রথের চঞ্চলগতি অতি মনোহর॥
দৃষ্টিমাত্রে যতেক যাদব বীরগণ।
মুর্চ্ছা হৈয়া রথেতে পড়িল সর্ব্বজন॥
বিদ্যুৎ বরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর॥
অনেক মারেন সেনা পার্থ ধনুর্ধর।
কোটি২ রথী পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর॥
রক্তে নদী বহে সব রক্তেতে সাঁতারে।
কালরূপে দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে॥
কামদেব সারণ বিচারি মনেমন।
রামের নিকটে দূতে করিল প্রেরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম।
হেনকালে দূত গিয়া করিল প্রণাম॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে বার্ত্তা কান্দিতে২।
নাহি আর রক্ষা শুন অর্জ্জুনের হাতে॥
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে কখন ভূমিতে॥
কখন লুকায় মেঘে ক্ষণে শূন্যমাঝে।
নর্ত্তক খঞ্জন প্রায় ঘন ফিরে তেজে॥
ঘন২ সৈন্যমধ্যে ফণিবৎচলে।
ঘন প্রদক্ষিণ করে যেন মৎস্য জলে॥
দক্ষিণ বামেতে ধায় বায়ুবেগে ছুটে।
ক্ষণে২ থাকি সূর্য্যমণ্ডলেতে উঠে॥
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে।
কোন ঠাঁই থাকে তাহে কেহ নাহি দেখে॥
নানা বর্ণে ধনঞ্জয় অস্ত্রগণ ফেলে।
অগ্নি অস্ত্রে কোথায় পোড়ায় দাবানলে॥

কোনখানে বায়ুতে ফেলায় সৈন্যগণ।
কোথায় ভুজঙ্গঅস্ত্র করে বরিষণ॥
কোনখানে জলবৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু।
কোনখানে শরজালে না দেখি যে ভানু॥
সেইসে সভারে মারে কেহ তারে নারে।
যতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে॥
তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার।
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার॥
মুষলী বলেন দূত কহ সত্যকথা।
এমত তুরগ রথ পাইল সে কোথা॥
দূত বলে যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথবরে সুগ্রীবাদি হয়॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে॥
দূতমুখে বলভদ্র শুনি এত কথা।
ভূমিতলে বসিলেন হৈয়া হেটমাথা॥
অভিমানে রামের নয়নে বহে জল।
অঙ্গের কস্তূরীগন্ধ ভাসয়ে সকল॥
সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া তাঁর পড়ে কালঘাম।
যদুগণ চাহিয়া বলেন বলরাম॥
গোবিন্দ সে করায় আমার অপমান।
আপন সারথি দিল অশ্ববর যান॥
অর্জ্জুনের কি শক্তি যে হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে॥
আমার সম্মুখে কহে কপট বচন।
কোন লাজে দেখাইবে আমারে বদন॥
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহ কারণ।
অধিবাসহেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ॥
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম॥
ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রণাম।
নারায়ণে ক্রোধে না চাহেন বলরাম॥
গোবিন্দ বলেন কেন ক্রোধ কর স্বামী।
তব পদে কোন অপরাধ করি আমি॥
উগ্রসেন বলে তুমি করিলা কুকর্ম্ম।
ভদ্রা নিতে পার্থে বল নহে এই ধর্ম্ম॥
নিজরথ তুরঙ্গ সারথি দিলা তারে।
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে॥
গোবিন্দ বলেন ইহা জানে সর্ব্ব জন।
সেই রথে চড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ॥
কিমতে জানিব যে সুভদ্রা লবে হরি।
নরমায়া বুঝিবারে নাহি আমি পারি॥
ইথে অকারণে প্রভু আমারে আক্রোশ।
ভদ্রা যদি বাহে রথ দারুকে কি দোষ॥
কহ সত্য পুনঃ দূত দারুকের কথা।
কি রূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের সেথা॥
দূত বলে দারুক আপন বশে নাই।
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোসাঞি॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক যাদব।
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুভব॥
আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
পুনরপি কহে দূত করি যোড় হাত।
কি কারণে নিঃশব্দ রহিলা যদুনাথ॥
আজ্ঞা দেহ আমি এবে কি করিব কায।
বার্ত্তাহেতু পাঠাইল তোমার সমাজ॥
কামদেব মহাবীর যাদবপ্রধান।
তিন লোকমধ্যে যার অব্যর্থ সন্ধান॥
তিল২ গেল কাটা শর ধনুর্গুণ।
একগুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তূণ॥
শাম্ব গদ সারণ যতেক বীর আর।
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার॥
কাহার নাহিক ধ্বজা কাহার সারথি।
কাহার নাহিক রথ হৈয়াছে পদাতি॥
কাহার নাহিক অস্ত্র কার ধনুর্গুণ।
সভারে করিল জয় একাকী অর্জ্জুন॥
পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর।
আপনি চলহ কিম্বা দৈবকীকুমার॥
মোর বাক্য শুন প্রভু দেখিবা সে চক্ষে।
নারিবে অর্জ্জুনেরে কুমারগণ পক্ষে॥
স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
তেঁই এতক্ষণ প্রভু জীয়ে সর্ব্বজনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি জানি অর্জ্জুনেরে।
যুদ্ধে তারে জিনে হেন না দেখি সংসারে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি কোন জন॥
কি করিবে তাহারে এ সব শিশুগণে।
যে কহিলা তথ্য পার্থ নাহি মারে প্রাণে॥
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব না হয় উচিত।
অর্জ্জুনত কিছু নাহি করে অবিহিত॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে॥
কিন্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনীকর্ম্ম দেখ মহাশয়॥

অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এক্ষণ॥
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা॥
কিন্তু পার্থ জীয়ন্তে ধরিতে না পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা॥
সুভদ্রা না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব ইথে হবে কি কর্ম্মসাধন॥
এক্ষণে আমার এই মত মহাশয়।
সভাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয়॥
প্রিয়ম্বদ এক জন যাউক আপনার।
প্রিয়বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার॥
এক্ষণে আনাও তারে করাহ বিবাহ।
সংপ্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ॥
সকল মঙ্গল হবে লোকেতে সম্মান।
মম চিত্তে ইহা বিনা নাহি লয় আন॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি হলধর।
ক্রোধ সম্বরিয়া তবে করিলেন উত্তর॥
আমারে কি আর জিজ্ঞাসহ অকারণ।
করহ আপনি তব যাহা লয় মন॥
যাহা চিত্তে করিয়াছ তাহাই হইবে।
তুমি যে কহিবা তাহা কে অন্য করিবে॥
তব বাক্য যদি আমি না করি হেলন।
এমত দুঃসহ লজ্জা হবে কি কারণ॥
আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন॥
কৃষ্ণের এমত আজ্ঞা যখন পাইল।
ততক্ষণে রথে চড়ি সাত্যকি চলিল॥
আদি পর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য লইয়া।
যাদব সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া॥
শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া॥
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম পাণ্ডুর সূনুর॥
যে কন্যানিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম হরিল তাহারে॥
মোর দোষাদোষ সব জ্ঞাত হইলা সবে।
এক্ষণে মারিব দেখ কে রাখে পাণ্ডবে॥
কর্ণ বলে মহারাজ বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া আনি আমি॥
শুনি আজ্ঞা দিল তারে গান্ধারীনন্দন।
শীঘ্র ধায় কর্ণ বীর লোহিত লোচন॥
বৃকোদর বলে কোথা যাসি সূতসুত।
অর্জ্জুনে ধরিতে যাসি শুনিতে অদ্ভুত॥
সুরাসুর যক্ষ যারে না পারে সমরে।
তাহারে ধরিতে যাসি লজ্জা নাহি করে॥
অরে মুর্খ দুরাচার এত অহঙ্কার।
এমত প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে আমার॥
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন।
তবে পার্থসহ তুমি কর গিয়া রণ॥
এত বলি লাফ দিয়া পড়িয়া ধরণী।
গদা ফিরাইয়া যান যেন দণ্ডপাণি॥
বিদুর বলিল তাত শুন দুর্য্যোধন।
পার্থ সহ দ্বন্দ্বে কি তোমার প্রয়োজন॥
বরণ করিয়া তোমায় আনিল যে জন।
তার ঠাঁই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ॥
সে যদ্রূপ কহিবে করিবা সেই রীত।
পার্থসহ কলহ তোমার অনুচিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ বলিলেন এই সুবিচার।
যে আনিল তার ঠাঁই জান একবার॥
অনেক কহিয়া দ্বন্দ্ব করিল বারণ।
দ্বারবতী চলিল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
হেন কালে উপস্থিত হইল সাত্যকি।
মধুর কোমল ভাষে পার্থে বলে ডাকি॥
ক্রোধ ত্যজ ধনঞ্জয় কিহেতু আক্রোশ।
না জানিয়া শিশু সব করিয়াছে দোষ॥
তোমার সহিত দ্বন্দ্ব কৈল না জানিয়া।
রাম কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিয়া॥
এ কারণে শীঘ্রগতি পাঠালেন আমারে।
প্রবোধিয়া তোমারে বাহুড়ি লইবারে॥
একত্র বসিয়া যত বৃষ্ণি ভোজগণ।
সুভদ্রাকে তোমাতে করিবে সমর্পণ॥
সাত্যকির এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
ত্যজিয়া সংগ্রাম শান্ত হৈলেন ফাল্গুনি॥
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল।
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল॥
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি।
সবিনয় কহিতে লাগিল মহাবলী॥
যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন।
করিলাম অপরাধ ক্ষম মতিমান॥
দারুক কহিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম।
বন্ধন এ নহে মম রক্ষা কৈলা ধর্ম্ম॥

তুমি যদি আমারে না করিতা বন্ধন।
কোন লাজে দেখাইতাম রামেরে বদন॥
এইমত লহ মোরে সাক্ষাতে তাঁহার।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার॥
অর্জ্জুন বলেন ইহা না হয় উচিত।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হবেন কোপিত॥
চিত্তে করিবেন রাম কপট বন্ধন।
এত বলি মুক্ত করি দিলেন তখন॥
তবে যত যদুগণ সন্তুষ্ট হইয়া।
লইল অর্জ্জুনবীরে আদর করিয়া॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীকপ্রভৃতি॥
সর্ব্বসৈন্য লয়ে ভীম অর্জ্জুনের আগে।
পশ্চাৎ যাদব কাম আদি বীরভাগে॥
আগুসরি লইলেন দেবনারায়ণ।
হুলাহুলি দিয়া নিল যতেক স্ত্রীগণ॥
রত্নময় আসনে দোঁহারে বসাইয়া।
বিবিধ প্রকারেতে দোঁহার দিল বিয়া॥
বসুদেব করিলেন ভদ্রা সম্প্রদান।
যতেক যৌতুক দিলেন নাহি পরিমাণ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান॥
সুভদ্রাহরণ কথা শুনে যেই জন।
মনের বাঞ্ছিত লভে ব্যাসের বচন॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনিয়া সংসার হয় পার॥

কত দিনান্তরে অর্জ্জুন নারায়ণ।
গ্রীষ্মকালে যান দোঁহে ক্রীড়ার কারণ॥
যমুনার জলে গিয়া করেন বিহার।
রুক্মিণী সুভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার॥
যমুনার কূলে করি উত্তম আলয়।
ভক্ষ্য ভোজ্য আনিলেন বহু দ্রব্যচয়॥
ক্রীড়ান্তেতে বসিলেন উভয়ে আসনে।
বিপ্রবেশে হুতাশন আইল সেখানে॥
মাথায় ত্রিজটা ধরে পিঙ্গল নয়ন।
উত্তপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুনঅগ্রে দাণ্ডাইল হুতাশন।
দোঁহারে আশিষ করি বলয়ে বচন॥
যদুকুল শ্রেষ্ঠ তুমি কুরুকুল সার।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি সমান দোঁহার॥
এই হেতু আসিয়াছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুই জন মেলি মোরে করাহ ভোজন॥

হাসিয়া কহেন পার্থ কহ বিচক্ষণ।
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এখন॥
ভক্ষ্যহেতু এত চাটু বল কি কারণ।
যে কিছু মাগহ ভক্ষ্য দিব এইক্ষণ॥
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়।
আমি অগ্নি বলি দিল নিজ পরিচয়॥
ব্যাধিযুক্ত বহু কাল আমার শরীর।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর॥
খাণ্ডব বনেতে সর্ব্বজীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ ধনঞ্জয়॥
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ পশু পক্ষিগণ।
যতেক আছয়ে তাহে করাহ ভোজন॥

এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জনমেজয়।
কহ মুনিরাজ মম খণ্ডাহ বিস্ময়॥
কিহেতু হইল ব্যাধিযুক্ত হুতাশন।
কিসের কারণ চাহে খাণ্ডবদাহন॥

মুনি বলে শুন নৃপ পূর্ব্বের কাহিনী।
সত্য যুগে আছিল শ্বেতকি নৃপমণি॥
যজ্ঞ বিনা অন্য কর্ম্ম না জানে কখন।
নিরন্তর যজ্ঞ করে লইয়া ব্রাহ্মণ॥
বহু কাল যজ্ঞ রাজা করে হেনমত।
সহিতে না পারে কষ্ট দ্বিজগণ যত॥
যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন।
বিনয় করিয়া রাজা বলিল বচন॥
পতিত নহিক আমি নহি কোন দোষী।
কোনহেতু মম যজ্ঞ না কর মহর্ষি॥
দ্বিজগণ বলে ভূপ না দোষি তোমারে।
শক্তি নাহি মোসভার যজ্ঞ করিবারে॥
অপ্রমিত যজ্ঞ তব নাহি হয় শেষ।
সহিতে না পারি আর অগ্নিতাপ ক্লেশ॥
নয়ন নীরস হইল লোমহীন অঙ্গ।
শরীর নীরক্ত হইল সদা অগ্নিসঙ্গ॥
দ্বিজগণ বচন শুনিয়া নরপতি।
করিল অনেকবিধ সবিনয় স্তুতি॥
দ্বিজগণ বলে রাজা বল অকারণ।
তব যজ্ঞ করে হেন না দেখি ব্রাহ্মণ॥
ত্রিদশঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন।
তাঁহা বিনা যজ্ঞ করে নাহিক এমন॥
দ্বিজগণ বাক্যে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল॥
শিব তুষ্ট হইয়া বলেন মাগ বর।
রাজা বলে কৃপা যদি কৈলা মহেশ্বর॥

মম যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন॥
হাঁসিয়া বলেন শিব শুন মহারাজ।
মম কর্ম্ম নহে যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কায॥
যজ্ঞফল যাহা চাহ মাগহ রাজন।
শুনিয়া নৃপতি বলে বিনয় বচন॥
না করিয়া যজ্ঞ ফল নহে সুশোভন।
যজ্ঞের উপায় করি কহ ত্রিলোচন॥
মহেশ কহেন তব যজ্ঞে এত মন।
মম অংশে আছে এক দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ॥
তাহারে লইয়া যজ্ঞ কর নরবর।
যজ্ঞের সামগ্রী গিয়া করহ সত্বর॥
দুর্ব্বাসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধান।
যেনমতে রক্ষা পায় দুর্ব্বাসার মান॥
শিবআজ্ঞা পায়ে রাজা গেল নিজঘর।
যজ্ঞের সামিগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর॥
সংপূর্ণ সামগ্রী করি জানাইল হরে।
শিব করিলেন আজ্ঞা দুর্ব্বাসা মুনিরে॥
শিবের আজ্ঞায় হৈল ক্রোধ তপোধনে।
ছিদ্র কিছু পায়ে আজি নাশিব রাজনে॥
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকি রাজন।
যজ্ঞহেতু করিল আমারে আবাহন॥
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডধর॥
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহাতপোধন।
যখন যে মাগে মুনি যোগায় রাজন॥
শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেয় মুষলের ধারে॥
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিন লোকে চমৎকার শুনে যজ্ঞনাম॥
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত দেব অগ্নি হইল দুর্ব্বল॥
অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে আপন দুঃখ কৈল নিবেদন॥
বিরিঞ্চি বলেন লোভে এ দুঃখ পাইলা।
বহু হবি খায়ে তুমি ব্যাধিত হইলা॥
ইহার ঔষধ আছে শুন হুতাশন।
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগণ॥
সেই বন দগ্ধ যদি পার করিবারে।
তবেত না রবে রোগ তব কলেবরে॥
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি উপদেশ পাইয়া।
অতিশীঘ্র লাগিল খাণ্ডব বনে গিয়া॥

খাণ্ডবে আছিল বহু জীবের আলয়।
অনল দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময়॥
কোটি২ মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
নিবাইল অগ্নি শুণ্ডে করি জল আনি॥
বড়২ সর্প সব মহাভয়ঙ্কর।
পঞ্চ শত সপ্ত অষ্ট দশ ফণাধর॥
মুখেতে করিয়া জল নিবারে অনল।
যে যত আছিল জীব যার যত বল॥
নিবৃত্ত হইল অগ্নি নারিল দহিতে।
বহুবার উপায় করিল হেন মতে॥
খাণ্ডব দহিতে শক্ত নহে হুতাশন।
ক্রোধ চিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন॥
বিনয় করিয়া বহু বলে বিরিঞ্চিরে।
না হৈল আমার শক্তি বন দহিবারে॥
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিন্তিত প্রজাপতি।
না কর হে ভয় অগ্নি স্থির কর মতি॥
ব্রহ্মা বলিলেন আর না দেখি উপায়।
স্থির হইয়া থাক তুমি কাল গত প্রায়॥
ইহার উপায় এক কহি হে তোমায়।
সাবধান হয়ে শুন ইহার উপায়॥
নর নারায়ণ জন্মিবেন মহীতলে।
খাণ্ডব দহিবা দোঁহে সহায় হইলে॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি স্থির করি মন।
বহুকাল রোগযুক্ত রহিল তেমন॥
হইলে দ্বাপর শেষে দোঁহে অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতিশীঘ্র গেল যথা নর নারায়ণ॥
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বীকার।
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার॥
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক সদা দেব পুরন্দর॥
অর্জ্জুন কহেন দেবে নাহি মম ভয়।
বহু ইন্দ্র আসে তবু করিব বিজয়॥
মম যোগ্য ধনুর্ব্বাণ নাহি হুতাশন।
ইন্দ্রসহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগণ॥
অবশ্য বিরোধ হবে দেবরাজ সঙ্গে।
তার যুদ্ধ যোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ॥
ইন্দ্র দেবরাজ সহ বিরোধ হইবে।
ত্রিজগৎলোক তার সাহায্য করিবে॥
সাহায্য করিতে হইল নাহি অস্ত্রগণ।
উপায় বিহনে সিদ্ধি নহে কদাচন॥

আপনি চিন্তহ তুমি ইহার উপায়।
খাণ্ডব দহিতে আমি হইব সহায়॥
এত শুনি ধ্যান করি চিন্তে হুতাশন।
সখা বরুণেরে তবে করিল স্মরণ॥
অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদিল বৈশ্বানর॥
এমত সময় সখা কর উপকার।
চন্দ্রদত্ত রথ আছে আলয়ে তোমার॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সকল দিলে মম খণ্ডে সব দুঃখ॥
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি।
আরো আপনার পাশ দেন জলপতি॥
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডীব মহাধনু।
কপিধ্বজ রথজ্যোতি জিনি চন্দ্র ভানু॥
শুক্ল বর্ণ চারি অশ্ব রথে নিযোজিত।
অক্ষয় যুগল তূণ অস্ত্র সুশোভিত॥
শ্রীকৃষ্ণে করিয়া স্তব দেব হুতাশন।
কৌমোদকী গদা দিল চক্র সুদর্শন॥
এই দুই অস্ত্র দিব্য অতুল সংসারে।
তোমা বিনা অন্য জনে শোভা নাহি করে॥
দোঁহে রথে চড়িলেন নিজ২ সাজে।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজে পার্থ কপিধ্বজে॥
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল উঠে পর্ব্বত আকার॥
দুই ভিতে বনের থাকেন দুই জন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন॥
প্রলয়ের মেঘ যেন শুনি ঘড়ঘড়ি।
নানাবিধ বৃক্ষ পোড়ে শুনি চড়চড়ি॥
নানা জাতি পশু পোড়ে নানা পক্ষিগণ।
নানা জাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ॥
প্রাণব্যগ্রে কোন জন পলাইয়া যায়।
অস্ত্রে কাটি সেনাগণ অগ্নিতে ফেলায়॥
সিংহনাদ করি বলবন্ত কোন জন।
গর্জ্জিয়া বাহির হইল করিবারে রণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণ।
হরষিতে হুতাশন করয়ে ভক্ষণ॥
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর।
অনেক পড়িল জীব অরণ্যভিতর॥
ভার্য্যা পুত্রসহ কেহ করে আলিঙ্গন।
আকুল হইয়া কেহ করয়ে রোদন॥
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে।
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নিতেজে॥
জলেতে পুড়িয়া মরে শফরী কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভালুক বরাহ মৃগগণ।
মহিষ শার্দ্দূল খড়্গী না যায় লিখন॥
অসংখ্য কুঞ্জর পোড়ে দীর্ঘ২ দন্ত।
জম্বুক শশক নকুলের নাহি অন্ত॥
নানা জাতি নাগ পোড়ে গর্জ্জিয়া দহনে।
শত পঞ্চ দশ ফণা ধরে কোন জনে॥
পর্ব্বতআকার অঙ্গ গমনে পবন।
নানা বর্ণে পুড়িয়া মরয়ে পক্ষিগণ॥
আকাশে উড়য়ে কেহ পবনের তেজে।
অর্জ্জুন কাটিয়া বাণে ফেলেন অগ্নিমাঝে॥
আকুল যতেক জীব করে কলরব।
মহাশব্দ হইল যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বতআকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে॥
ভয়েতে লইল সর্ব্বে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডবদাহন॥
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন।
অগ্নির সহায় হইল নর দুই জন॥
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ।
যুঝিবারে চলে লয়ে দেবের সমাজ॥
আদি পর্ব্ব ব্যাসোক্ত খাণ্ডবদাহনে।
পয়ারপ্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী॥

অতিক্রোধে পুরন্দর চড়ে ঐরাবতোপর
বজ্র করে ছত্র শোভে শিরে।
কোপেতে সহস্র আঁখি লোহিত বরণ দেখি
আজ্ঞা দিল যত সহচরে॥
যত আছ দেবগণ লয়ে নিজ প্রহরণ
আইসহ আমার পশ্চাতে।
শুনিবারে উপহাস তিলেক না করে ত্রাস
মম বন পোড়ায় কি মতে॥
সহায় জনের সহ বিনাশিব হব্যবাহ
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
সহ পরিবার যত উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত
চারি মেঘ চৌষট্টী মেদিনী॥
যক্ষারূঢ় মহামতি চলিল ধনের পতি
ভয়ঙ্কর গদা করি করে।
মহিষে মৃত্যুর নাথ লোকান্তক দণ্ডহাত
চলিল সহিত সহচরে॥

নিজ২ যানারোহ চলিল যতেক গ্রহ
অষ্ট বসু অশ্বিনীকুমার।
পবন ধনুক ধরি মৃগে আরোহণ করি
ইন্দ্রসহ কৈল আগুসার॥
চড়িয়া মকরধ্বজে চলিল দেবের রাজে
পাশঅস্ত্র শোভে সব্য করে।
শিখিপৃষ্ঠে আরোহণ শক্তিধর ষড়ানন
চলিল খাণ্ডব রাখিবারে॥
এইমত গুটিগুটি দেবতা তেত্রিশ কোটি
গেল বনরক্ষার কারণে।
আইল গরুড়পক্ষী সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী
রক্ষাহেতু নিজজাতিগণে॥
চিত্তে বহু অনুরাগ আইল অনন্তনাগ
কোটি২ ভুজঙ্গ সংহতি।
আইল তক্ষক সেনা ধরে শত শত ফণা
বিষবৃষ্টি পূর্ণ কৈল ক্ষিতি॥
যক্ষ রক্ষ ভূত দানা সহ নিজ নিজ সেনা
নানা অস্ত্র শিলা শূল লৈয়া।
এমত লিখিব কত ত্রিভুবনে আছে যত
রহে সর্ব্বে আকাশ যুড়িয়া॥
তবে দেব পুরন্দরে আজ্ঞা দিল জলধরে
বৃষ্টি করি নিবার অনল।
আজ্ঞামাত্র অতিবেগে সম্বর্ত্তাদি চারিমেঘে
মুষল ধারায় ফেলে জল॥
প্রলয় কালের বৃষ্টি যেন মজাইতে সৃষ্টি
শিলা জলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে ঝনঝনা ঘন পড়ে
তিনলোকে লাগিল তরাস॥
দেখি পার্থ মহাবল না পড়িতে বৃষ্টিজল
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠেরোষে শোষকেসলিলশোষে
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে॥
মেঘ হৈল পরাজয় অতিক্রোধে হরিহয়
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
জানি নর নারায়ণে বজ্র না চলিল রণে
বাহুড়ি আইসে ইন্দ্রস্থানে॥
তবে ক্রোধে দেবরাজ অস্ত্র ব্যর্থ পায় লাজ
উপাড়িয়া আনিল মন্দর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে যেন স্বর্গ ছিঁড়ে পড়ে
আইসে মন্দর গিরিবর॥
ইন্দ্রপুত্র দিব্য শিক্ষা ভরদ্বাজপুত্র দীক্ষা
অজয় গাণ্ডীব ধরে ধনু।
শীঘ্র হস্তে ধরে বাণ গিরি করে খান২
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্র রেণু॥
পর্ব্বত ফেলিল ছেদি চমকিত জম্ভভেদী
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
অনেক করিছে রণ নিবারিতে হুতাশন
কে করিবে তাহার গণন॥
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল
পরশু মুদ্গার শেল শূল।
চক্র বাণ জাঠা জাঠি নানা অস্ত্র কোটি কোটি
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল॥
তবল সাবল সাঙ্গী ক্ষুরপা বেণব টাঙ্গি
কুঠার পট্টিশ বহুতর।
ভল্ল শেল শব্দভেদী কুন্ত খড়্গ রিপুচ্ছেদী
সূচিমুখ খট্টাঙ্গ বিস্তর॥
যেন বৃষ্টি ঘোর ঘনে ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে
সব নিবারেন ধনঞ্জয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে যেন ভস্ম হয়ে উড়ে
ক্ষণমাত্রে হৈল সব ক্ষয়॥
অগ্নি রাখে নারায়ণ পার্থ করে মহারণ
সুরাসুর সভারে নিবারে।
দেখি অর্জ্জুনের কায সবিস্ময় দেবরাজ
সুরাসুর আগু নহে ডরে॥
দেখি দেব ভঙ্গিয়ান ক্রোধে হইল আগুয়ান
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর।
বজ্রসম দন্ত নখে চলিল বিস্তার মুখে
গিলিবারে পার্থের শরীর॥
আকাশে গরুড় পাখী আইসে তখন দেখি
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
ব্রহ্মশির নামে বাণ পূর্ব্বে কৈল গুরু দান
সকল হইল অগ্নিময়॥
গর্জ্জে ব্রহ্মশির অস্ত্র গরুড় হইল ত্রাস্ত
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম।
নিজপরিবার সঙ্গ গরুড় হইল ভঙ্গ
ক্রোধে ধায় যত ভুজঙ্গম॥
বিস্তারি সহস্র ফণ শ্বাস বহে সমীরণ
গর্জ্জনে শ্রবণে লাগে তালা।
বক্র মুখ দশ শত বিষ বর্ষে অবিরত
যেন কর্কটের মেঘমালা॥
ফাল্গুণ জানিল ফণী গাণ্ডীব ধনুক টানি
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে।
নানা বর্ণ নানা রূপে পিপীলিকা এক চাপে
সকল ভুজঙ্গে গিয়া বেড়ে॥

শিখী নামে দিব্য শর এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর
লক্ষ২ হইল ময়ূর।
উড়িয়া আকাশ দিগে খণ্ড২ করি নাগে
রক্তমাংস বরিষে প্রচুর॥
নারিল সহিতে রণ পাছু হইল ফণিগণ
আগু হইল যক্ষের ঈশ্বর।
কোটি২ যক্ষ সাতে ভয়ঙ্কর গদা হাতে
টঙ্কারিয়া নিল ধনুঃশর॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে নানা বর্ণে অস্ত্র এড়ে
মুহূর্ত্তেকে কৈল অন্ধকার।
না দেখিদিবসপতি যেন অমাবস্যারাতি
শরজালে ঢাকিল সংসার॥
যে অস্ত্রে যে অস্ত্র বারে যথোচিত পার্থ মারে
দৃষ্টমাত্র করিল সংহার।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কোপে দশনে অধর চাপে
গদা লয়ে ধায় ধনেশ্বর॥
পার্থ এড়ে বজ্রশর বাজিল হৃদয়োপর
খসিয়া পড়িল গদাবর।
চিন্তিয়া আপনমনে বিমুখ হইল রণে
রণ ত্যজি চলিল সত্বর॥
সংগ্রামে পাইয়া লাজ বাহুড়িল যক্ষরাজ
নিজপরিবারের সংহতি।
এইমতে ধনঞ্জয় সমরে পাইয়া জয়
দেবতার করেন দুর্গতি॥
এইমত ক্রমে২ অরুণবরুণ যমে
সর্ব্বে আসি করিল সংগ্রাম।
সত্যআদি চারি যুগে নহিল না হবে আগে
সুরে নরে যুদ্ধ অনুপম॥
যুদ্ধে হইল পরিশ্রম চূর্ণ হইল পরাক্রম
যক্ষগণ হইল বিমুখ।
বহু জাতিগণ বধে আইল পরম ক্রোধে
নির্ব্বাণ করিতে হুতভুক॥
রাক্ষস দানব দানা প্রেত ভূত অগণনা
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধর।
মুখেতে উল্কা জ্বলে মহারোল কোলাহলে
পিশাচের সৈন্য ভয়ঙ্কর॥
বিবিধ আয়ুধ ধরে ভয়ঙ্কর গদা করে
কেহ লয়ে পর্ব্বত পাষাণ।
মার২ করি ডাকে বৃক্ষ ধরি লাখে২
ধায় কেহ বিস্তারি বয়ান॥
দেখি দানবের সৈন্য বাজাইয়া পাঞ্চজন্য
সুদর্শন এড়েন মুরারি।
তেজে চক্ষু শতদণ্ড ক্ষণমাত্র লণ্ডভণ্ড
করেন দানবগণ মারি॥
রাক্ষস পিশাচচয় বাণে কাটি ধনঞ্জয়
কৈল বীর অগ্নির তর্পণ।
লিখিবারে পারি কত সংগ্রামে মরিল যত
ভঙ্গ দিল ছিল যত জন॥
এইমত পুনঃ২ সুরাসুর নাগগণ
সংগ্রাম করিল অবিরাম।
হেন কালে বনমাঝ তক্ষক পন্নগরাজ
তার সুত অশ্বসেন নাম॥
সখা করি হরিহয়ে খাণ্ডবে তক্ষকালয়ে
থাকে সহ নিজ পরিজন।
গৃহে রাখি ভার্য্যা পুত্রে গিয়াছিল কুরুক্ষেত্রে
সেই কালে কদ্রুর নন্দন॥
আচম্বিতে বন দহে বেড়িলেক হব্যবাহে
মাতা পুত্রে গণিল প্রমাদ।
উপায় না দেখি কিছু কোলেতে করিয়া শিশু
ফণিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ॥
অনলে নাহিক ত্রাণ নাহি রক্ষা পাবে প্রাণ
অগ্নিতে ফেলাবে শর হানি।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুঃখ চাহিয়া পুত্রের মুখ
কান্দি কহে তক্ষক গৃহিণী॥
উপায় না দেখি আর খাণ্ডবাগ্নিহইতে পার
শুন পুত্র আমার বচন।
প্রবেশহ মোর পেটে যদিহ আমারে কাটে
তুমি যাহ লইয়া জীবন॥
মাতার বচন ধরে উদরে প্রবেশ করে
বায়ুভরে উড়িল নাগিনী।
অন্তরীক্ষে যায় উড়ি পার্থের সম্মুখে পড়ি
দুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনি॥
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড পুচ্ছ কাটি তিন খণ্ড
নাগিনী পড়িল ভূমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি যায় পার্থ না দেখিতে পায়
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে॥
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ পুনঃ ইন্দ্রসহ যুদ্ধ
শরজালে ছাইল মেদিনী।
ইন্দ্রার্জ্জুনে মহারণ চমকিত ত্রিভুবন
আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী॥
না কর না কর দ্বন্দ্ব কেন হৈলে মতিমন্দ
সমর সম্বর দেবরাজ।
এই নর নারায়ণে সংগ্রাম করিয়া জিনে
নাহি হেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ॥

কেন পরিশ্রম হেতু যুদ্ধ কর শতক্রতু
অপমান পরিশ্রম সার।
যেইহেতু চিন্তা আছে কুরুক্ষেত্রেআগুগেছে
তব সখা কশ্যপকুমার ॥
শূন্যবাণী শুনি ইন্দ্র সহ যত সুরবৃন্দ
সমরেতে হইল বিরত।
স্বর্গে গেল সুরপতি নাগগণ ভোগবতী
যথাস্থানে গেল আর যত ॥
নিষ্কণ্টকে হুতাশন দহয়ে খাণ্ডব বন
নানা বর্ণে পশুগণ পোড়ে।
ভক্ষ্য ভক্ষক এক ঠাঁই কেহ কারে চাহে নাই
ভয়ে বিপরীত ডাক ছাড়ে ॥
কুঞ্জর কেশরিকোলে মৃগ ব্যাঘ্র একস্থলে
মুষিক মার্জ্জার সহ বৈসে।
একত্র মণ্ডুক নাগে সন্ধান না চায় কাকে
ঘুঘু ঘন্টী শার্দ্দূল মহিষে ॥
প্রলয় অনলতাপে ভুমে সদা লাফে২
উঠে বড় বৃক্ষের উপরে।
ভল্লুক নকুল যত শিবাগণ শত শত
প্রবেশয়ে বিবরভিতরে ॥
জলেতে যতেক বৈশে অগাধসলিলে পৈশে
খেচর আকাশে উড়ি যায়।
কোথাও নাহিক ত্রাণ হুতাশন লয় প্রাণ
কৃষ্ণার্জ্জুন কাটেন সভায় ॥
হেনকালে ময় নামে আছিল তক্ষকধামে
নমুচি দানব সহোদর।
ভয়ে পলাইয়া যায় পাছে দেখি অগ্নি ধায়
যেই ভিতে দেব দামোদর ॥
দানবে দেখিয়া হরি দেবতাগণের অরি
সুদর্শন ছাড়িলেন তায়।
পাছে ধায় হুতাশন মহাচক্র সুদর্শন
দানবঈশ্বরে গিয়া পায় ॥
কাতরে ডাকয়ে ময় রক্ষা কর ধনঞ্জয়
ত্রৈলোক্যবিজয়ী কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র ক্ষুদ্র মীনে যেন নক্র
পাছে অগ্নি যেন যমদূত ॥
শব্দ শুনি ধনঞ্জয় ডাকি বলে নাহি ভয়
ভীত হইয়া ডাক কোন জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল সুদর্শন ব্রাহুড়িল
অভয় দিলেন হুতাশন ॥
দানব পাইল রক্ষা বন দহে সর্ব্ব ভক্ষা
সকল করিল ভস্মময়।
মনোভীষ্ট করি ভোগ খণ্ডিল অগ্নির রোগ
সংকল্পে তরিল ধনঞ্জয় ॥
বিস্তার খাণ্ডববন নানা বর্ণে বৃক্ষগণ
নানা জাতি আছিল ঔষধি।
পশু পক্ষী নাগ যত লিখন করিব কত
রাক্ষস দানব যক্ষ আদি ॥
যতেক খাণ্ডববাসী পুড়ি হৈল ভস্মরাশি
কেবল রহিল ছয় জন।
আদিপর্ব্ব ব্যাসকৃত পাঁচালি প্রবন্ধে গীত
কাশীদাস দেব বিরচন ॥

পয়ার ॥

বলেন জনমেজয় শুন তপোধন।
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন ছয় জন ॥
শুনিলাম ভুজঙ্গ দানব বিবরণ।
অগ্নিতে বাঁচিল কে বা আর চারি জন ॥
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন ॥
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাবীর।
তপ করি সদাকাল ত্যজিল শরীর ॥
তপঃক্লেশ ফলে রাজা গেল স্বর্গবাস।
স্বর্গে বসি সর্ব্বসুখে হইল নিরাশ ॥
আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে থাকিয়া রাজা চিত্তে বড় দুঃখী ॥
দুঃখচিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মম দুঃখ দূর নহে কি কারণে ॥
কোন কর্ম্ম আমি না করিলাম ক্ষিতিতলে।
কিহেতু স্বর্গেতে মম সুখ নাহি মিলে ॥
দেবগণ বলে পুণ্যভূমি ভূমণ্ডল।
সেথা যাহা করি স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল ॥
ভূমিতে জন্মিয়া কর্ম্ম বহুল করিলা।
কিন্তু মহাশয় পুত্র নাহি জন্মাইলা ॥
পৃথিবীতে পুত্রোৎপত্তি যে জন না করে।
পুণ্যনাশে অন্তে যায় নরক ভিতরে ॥
বহু পুণ্যকর্ম্ম করে বহু করে দান।
নরকে প্রবেশে যদি নহে পুত্রবান ॥
স্বর্গবাসে দুঃখ তুমি পাও সেকারণ।
অন্যোপায় নাহি ইথে শুন তপোধন ॥
এত শুনি মন্দপাল চিন্তিত অন্তরে।
স্বর্গবাসে দুঃখ মম না সহে শরীরে ॥
পুনঃ গিয়া জন্ম লব পৃথিবীভিতর।
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গে আসিব সত্বর ॥

কোন্ যোনি হৈলে হবে ঝটিতি সন্তান।
পক্ষিযোনি হব বলি চিন্তে মতিমান॥
ততক্ষণ দেবদেহ ত্যজি দ্বিজবর।
পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হৈল সংসারভিতর॥
হইল শার্ঙ্গিক পক্ষী খাণ্ডব কাননে।
শার্ঙ্গিকারে ভার্য্যা সে করিল কতদিনে॥
কতদিনে খাণ্ডবেতে লাগিল দহন।
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন॥
চারি পুত্র শিশু তার পক্ষ নাই উঠে।
হেনকালে অগ্নিমধ্যে ঠেকিল সঙ্কটে॥
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখে উপায়।
পুত্ররক্ষা হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায়॥
সংকল্প করেন আজি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবে।
এক জীব না বাঁচিবে অগ্নিতে খাণ্ডবে॥
অগ্নি যদি রাখে তবে জীবে পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্মরণ॥
তুমি ধাতা তুমি ইন্দ্র তুমি বৃহস্পতি।
সকল দেবের মুখ সর্ব্বদেবে স্থিতি॥
চরাচর যত দেখি তোমাতে বিহিত।
হব্য কব্য যত কিছু ত্রিগুণব্যাপিত॥
তুমি ক্রুদ্ধ হইলে কারু নাহিক নিস্তার।
তিলমাত্রে ভস্ম কর সকল সংসার॥
ব্রাহ্মণের ইষ্ট তুমি হও কৃপাবান।
এই চারিগুটি পুত্রে দেহ প্রাণদান॥
দ্বিজস্তুতি বশে অগ্নি দিলেন অভয়।
শুনি মন্দপাল হইল সানন্দহৃদয়॥
খাণ্ডবে লাগিল অগ্নি মহাভয়ঙ্কর।
শার্ঙ্গিকা পুত্রের সহ চিন্তিত অন্তর॥
বালক অজাতপক্ষ এই চারি জন।
উপায় করিয়া পুত্র করিব রক্ষণ॥
সকরুণে বলে তবে চারি পুত্রগণে।
এই গর্ত্তে প্রবেশ করহ এইক্ষণে॥
প্রচণ্ড অনল দেখি পর্ব্বতআকার।
আর কোন উপায়েতে নাহিক নিস্তার॥
মম শক্তি নাই লয়ে যাই চারি জন।
এথা থাকি অন্য স্থানে করহ গমন॥
অশক্ত অজাতপক্ষ তোমরা চারি জন।
গর্ত্তমধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন॥
শিশু বলে প্রবেশিব গর্ত্তেতে কেমনে।
গর্ত্তমধ্যে মুষা আছে বিকট বদনে॥
শার্ঙ্গিকা বলিল মুষায় লইল সঞ্চানে।
ক্ষণেক হইল নিল মম বিদ্যমানে॥
পুত্রগণ বলে গর্ত্তে বড়ই সংশয়।
একে অন্ধকার ঘোর মূষিকের ভয়॥
অদৃশ্য স্থানেতে যাই মন নাহি সরে।
কর্ম্মেতে আছয়ে যাহা কে লঙ্ঘন করে॥
বাহিরে থাকিলে যদি পুড়িব অনলে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হব শাস্ত্রে ইহা বলে॥
কর্ম্মঅনুসারে ফল করিব ভোজন।
তুমি অন্যস্থানে যাহ লইয়া জীবন॥
অনেক মধুর বাক্যে শার্ঙ্গিকা বলিল।
তথাপিহ চারি শিশু গর্ত্তে নাহি গেল॥
সর্ব্ব শিশু কহে মাতা কেন দ্বন্দ্ব কর।
তোমার আমার মাতা সম্বন্ধ কিসের॥
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাও জীবন।
আপনি থাকিলে কত পাইবা নন্দন॥
নিজশক্তি থাকিতে মরহ কেন পুড়ি।
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাহ উড়ি॥
অনলহইতে যদি পাই প্রতিকার।
তোমার সহিত দেখা হৈবে পুনর্ব্বার॥
পুত্রের বচনে শার্ঙ্গিকা উড়ি গেল।
কানন দহিয়া তবে পাবক আইল॥
প্রচণ্ড অনল তাহে মহাবায়ু বহে।
পর্ব্বতআকার জীব জন্তুগণ দহে॥
দেখিয়া কাতর চারি মুনির নন্দন।
অগ্নি প্রতি যোড়করে করে নিবেদন॥
আকুল হইয়া চারি জনে করে স্তুতি।
তুমি দেব লোকপাল সর্ব্ব লোকগতি॥
বালক অজাতপক্ষ মোরা চারি জন।
উপায় না দেখি কিছু রাখিতে জীবন॥
সঙ্কটে ছাড়িয়া গেল মোদের তাত মাত।
তুমি কৃপা কর প্রভু দেখিয়া অনাথ॥
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারি জন।
তুষ্ট হইয়া বলে তারে দেব হুতাশন॥
না করিহ ভয় মন্দপালের তনয়।
পূর্ব্বেতে তোমারে আমি দিয়াছি অভয়॥
আমাহৈতে ভয় না করিহ চারি জন।
যে বর মাগহ লহ দিব তা এক্ষণ॥
শিশুগণ বলে যদি হইলা কৃপাবান।
মনোনীত বর দেহ মাগি তব স্থান॥
এখানেতে আছয়ে মার্জ্জার দুষ্টগণ।
সভাকারে ধরিবারে আইসে অনুক্ষণ॥
তাসভারে ভস্ম কর আমার গোচর।
ঈষদ হাঁসিয়া ভস্ম করে বৈশ্বানর॥

চারি শিশু প্রতি অগ্নি দিলেন অভয়।
সকল খাণ্ডব বন হৈল ভস্মময় ॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র বিস্ময় মানিয়া।
অন্তরীক্ষে থাকি তবে কহিল ডাকিয়া ॥
যাহা করিলেন দোঁহে নর নারায়ণ।
এ কর্ম্ম করিতে শক্য নহে কোন জন ॥
দুর্দান্ত ক্ষত্রিয়গণ মহীতে জন্মিল।
নিজ বলে সমুদয় পৃথিবী শাসিল ॥
যে কর্ম্ম করিলা পার্থ খাণ্ডব দাহন।
সুরাসুর যেই বন করিত রক্ষণ ॥
সে বন দহিলা তুমি বীর বিচক্ষণ।
রাখিতে নারিল বন রক্ষোযক্ষগণ ॥
এইহেতু এক বাক্য বলি যে এক্ষণ।
মনোনীত বর মাগ শুন দুই জন ॥
অর্জ্জুন বলেন বর দিবা সুরেশ্বর।
আমারে অজয় অস্ত্র দেহ পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে দিব অস্ত্র কত দিন গেলে।
শিবে তুষ্ট যখন করিবা তপোবলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন বর মাগি যে তোমায়।
অর্জ্জুনেরে স্নেহে তুমি হইবা সহায় ॥
হৃষ্ট হইয়া বর দিয়া গেল পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥
বর দিয়া নিজ স্থানে গেল হুতাশন।
আনন্দিত হইয়া গেলেন দুই জন ॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডবচরিত্র ॥
ব্যাসবিরচিত এই ভারত সুন্দর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

অনন্তরে অর্জ্জুন প্রভাস তীর্থ দিয়া।
দ্বাদশ বৎসর তথা অরণ্যে বঞ্চিয়া ॥
তবে পুনঃ কত দিন রহি দ্বারবতী।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন সুভদ্রার সংহতি ॥
যুধিষ্ঠির চরণে করেন প্রণিপাত।
ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ দেন শিরে দিয়া হাত ॥
কুন্তী ভীমে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে।
আশীর্ব্বাদ দেন দুই মাদ্রীর তনয়ে ॥
দ্রৌপদীকে সম্ভাষিতে যান অন্তঃপুর।
পার্থে দেখি দুঃখী কৃষ্ণা হইয়া প্রচুর ॥
অধোমুখে রহিলেন অতিক্রোধ মন।
কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন ॥
কিহেতু আমারে প্রিয়ে হইলা বিমুখ।
কোন দোষ দেখি মম হইল অসুখ ॥
দ্বাদশ বৎসরান্তেতে হইল মিলন।
ইহাতে অপ্রিয় কেন না বুঝি কারণ ॥
দ্রৌপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর।
এথা হৈতে গেলে মম চিত্ত হয় স্থির ॥
মম স্থানে তোমার কি আর প্রয়োজন।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন ॥
নব গ্রন্থি দিলে যেন পূর্ব্ব গ্রন্থি হেলা।
আমারে বিস্মৃত হইলা পাইয়া নববালা ॥
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত।
তুমি হেন কহ দেবি না হয় উচিত ॥
তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে।
লক্ষ স্ত্রী হইলে তুমি সভার উপরে ॥
আমরা যে পঞ্চ ভাই সকলি তোমার।
ভদ্রাহেতু কর ক্রোধ না বুঝি বিচার ॥
শুনিয়া দ্রৌপদীমনে হইল উল্লাস।
প্রিয়বাক্যে দুই জনে হইল সম্ভাষ ॥
আইলেন কত দিনে রাম নারায়ণ।
নানা রত্ন সঙ্গেতে অনেক দাসীগণ ॥
অশ্ব হস্তী ধেনু বৃষ বিবিধ যৌতুক।
কৃষ্ণে দেখি ধর্ম্মরাজ পরম কৌতুক ॥
আলিঙ্গন শিরে ঘ্রাণ দিয়া দুই জনে।
অন্যোন্যে সম্ভাষা করিলেন প্রিয় মনে ॥
কত দিন পরে তবে পাণ্ডবের প্রীতে।
বলভদ্র যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে ॥
তবে কতদিনে ভদ্রা হৈল গর্ব্ভবতী।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী ॥
দ্বিতীয়চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরণ।
রূপেতে করিল আলো সকল ভুবন ॥
রূপেতে বীর্য্যেতে হইল জনকসমান।
দ্বিজগণ নাম দিল করি অনুমান ॥
অভিরাম মনোহর সুন্দর শরীর।
মনেতে বিশাল ক্রোধ অতিশয় বীর ॥
সেকারণে অভিমনু্য দিল তার নাম।
পশ্চাৎ কহিব যত তার গুণগ্রাম ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র পঞ্চ জন হইতে।
সভাই সমান হৈল রূপেতে গুণেতে ॥
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।
প্রতিবিন্ধ্য নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন ॥
সুতসোম নাম বৃকোদরসুত হৈল।
শ্রুতকর্ম্মা বলি নাম পার্থসুতে দিল ॥

শতানীক নাম হইল নকুলনন্দন।
সহদেবতনয় নাম হইল জয়সেন॥
এই পঞ্চ নাম হইল পঞ্চম সন্তান।
রূপে গুণে বলে বীর্য্যে জনকসমান॥
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি হইল এমত।
দেখি সব পুত্রমুখ হৈল আনন্দিত॥
ভারত শ্রবণে কিছু না থাকে আপদ।
দুঃখ শোক দূর হয় বাড়য়ে সম্পদ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনহে সংসার।
ইহা বিনা সংসারেতে সুখ নাহি আর॥

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নামে॥
তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে সাধু জনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন এক মনে॥
সুধাময় ভারত এই ব্যাস বিরচিল।
ফাগুণের বিশরোজে সমাপ্ত হইল॥

ইতি শ্রীমহাভারতের আদি পর্ব্ব
সমাপ্ত হইল।

মহাভারত।

সভাপর্ব্ব।

অতিশয় আনন্দে মথিয়া বেদার্ণব।
জগতজনার হিত করিতে সম্ভব ॥
ত্রৈলোক্যে কোথায় নাই যাহার মহিমা।
ব্যাসদেব রচিলেন ভারতচন্দ্রমা ॥
সংসারে যে আছে তাহা আছয়ে ইহাতে।
ইতে যাহা নাহি তাহা না দেখি জগতে ॥
যে জন সাত্ত্বিক দান করে বহুশ্রমে।
বেদবিদ্যা বিতরণ করে পুণ্যক্রমে ॥
তাহার অধিক ফল ভারত শ্রবণে।
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে ॥
জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানবপ্রধান ॥
খাণ্ডব দহিয়া গিয়া পাণ্ডব প্রস্থেরে।
কি কি কর্ম্ম করিলেন তা কহ আমারে ॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মনধন্দ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
অগ্নি সত্য পালিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সর্ব্ব বিবরণ।
ভূপতি সন্তোষে করিলেন আলিঙ্গন ॥
লক্ষ২ ধেনু স্বর্ণ করিলেন দান।
ময় দানবের বহু করিলেন মান ॥
পাণ্ডবের মহাকীর্ত্তি ব্যাপিল সংসার।
রিপুগণে শুনিয়া লাগিল চমৎকার ॥
হেন মতে নানা সুখে থাকেন পাণ্ডব।
নিরবধি যজ্ঞ দান করেন উৎসব ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
শ্রীকৃষ্ণ পার্থের অগ্রে করি যোড় কর।
বিনয় করিয়া বলে দানবঈশ্বর ॥
সুদর্শন চক্রে ভয় করে তিন লোকে।
হেন চক্রহইতে উদ্ধারিলা আমাকে ॥
প্রচণ্ড অনল মুখে করিলা যে ত্রাণ।
আজিহইতে তোমারে বিক্রীত মম প্রাণ ॥
কি করি আমারে আজ্ঞা কর মহাশয়।
তব প্রীতিহেতু আমি ব্যাকুলহৃদয় ॥
অর্জ্জুন বলেন যাহ দানবঈশ্বর।
রাখিহ আমাতে প্রীতি তুমি নিরন্তর ॥
পাইলাম সকল তোমার ব্যবহারে।
উপকার করিবা আমার কত বারে ॥
ময় বলে যাবৎ না করি তব কর্ম্ম।
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধর্ম্ম ॥
সবিনয় পুনঃ২ বলে যোড়পাণি।
আজ্ঞা কর অবশ্য করিব যাহা জানি ॥
পার্থ বলিলেন কিছু না চাহি তোমারে।
যে পারহ কর প্রীতি দেব দামোদরে ॥
কৃতাঞ্জলি বলে ময় কৃষ্ণের গোচর।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব গদাধর ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
দিব্য সভা দেহ এক করিয়া রচন ॥
হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিন লোকে ॥
এত শুনি আনন্দিত দানবের পতি।
নির্ম্মাণ করিতে সভা গেল শীঘ্রগতি ॥
কনক রজতে চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানা গুণযুত যেন দেবতার স্থান ॥
চৌদিগে সহস্র দশ প্রস্থ পরিসর।
সুরাসুর ভুজঙ্গ নরের অগোচর ॥
রচিয়া বিচিত্র সভা দানবপ্রধান।
সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণবিদ্যমান ॥

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসে দানবে।
দেখিতে গেলেন সভা মহামহোৎসবে॥
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন।
নানা রত্ন দেন দান রজত কাঞ্চন॥
শুভক্ষণে প্রবেশ করিলেন সভায়।
পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায়॥
চির দিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে।
পিতৃ দরশনে যাব করিলেন চিতে॥
পিতৃস্বসা কুন্তীর ধরেন দুই পাদ।
আলিঙ্গিয়া ভোজসুতা করেন প্রসাদ॥
সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিয়া গমন।
গদ২ মৃদু বাক্য সজল নয়ন॥
কহেন রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয়া॥
সেবিবা শাশুড়ী কুন্তী দেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবা কৃষ্ণাসনে॥
শিক্ষা কথা কহিয়া চলেন গদাধর।
প্রণমিয়া ভদ্রা দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বর॥
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণাপাশে।
বিনয়ে কহেন তাঁকে মৃদু২ ভাষে॥
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবা আপনি॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া গিয়া নারায়ণ।
ধৌম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ॥
যুধিষ্ঠিরে কহেন করিয়া নমস্কার।
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ন বদন।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি স্ফুরিত লোচন॥
ভীমার্জ্জুন সহিত হইল কোলাকুলি।
কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী॥
শুভ তিথি নক্ষত্র গণক জানাইল।
বেদ বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল॥
দারুক গরুড়ধ্বজ করিল সাজন।
গোবিন্দের আগে লয়ে দিল ততক্ষণ॥
যাত্রা শুভ যার নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ॥
স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন।
খগপতি ধ্বজে আরোহেন পঞ্চ জন॥
রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি।
যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে বলেন শ্রীপতি॥
নিবর্ত্তহ মহারাজ যাহ নিজালয়।
আমাতে রাখিহ সদা সদয় হৃদয়॥

আলিঙ্গন করি পার্থ সজল নয়ন।
বহুকষ্টে নিবৃত্ত হৈলেন পঞ্চ জন॥
আত্মা মন পাণ্ডবের কৃষ্ণ সহ গেল।
কেবল শরীর লয়ে পাণ্ডব রহিল॥
বিরস বদনে ফিরিলেন পঞ্চ জন।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকারমণ॥
তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মম মনোমত সভা নহিল নির্ম্মাণ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্ব্বতে।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে॥
বৃষপর্ব্বনামে ছিল দানবের পতি।
ত্রিলোক শাসিয়া তথা করিল বসতি॥
তার সভা পূর্ব্বেতে করিলাম নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল।
নানা রত্নে নানা শস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল॥
কৌমোদকী গদাতুল্য আছে গদাবর।
সে গদার যোগ্য হবে বীর বৃকোদর॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
হেন গদাবর আছে বিন্দুসরোমাঝে॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বদৈত্যেশ্বর।
দেবদত্ত শঙ্খ সে পাইল মনোহর॥
যার স্বর শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
তোমারে সে শঙ্খ হয় বিশেষে শোভন॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দুসরোবরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া আনিব সত্বরে॥
অর্জ্জুন বলেন যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয় তাহা করহ আপনে॥
এত শুনি চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্ততনয়॥
ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ।
বহুকালপর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত॥
নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
যথা করিলেন যজ্ঞ অনেক বৎসর॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহু গুণবন্ত সেই না হয় বর্ণনা॥
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস কিন্নরগণ মাথে করি নিল॥
দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপম।
যত রত্ন নিল তার কত লব নাম॥
ভীমে গদা দিল শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হৈল দুই সহোদরে॥

কনক বৈদূর্য্য মণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত রজত স্ফটিক চিত্র চাল॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্রমণি হারা।
সর্ব্ব গৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা॥
বসিবার স্থানে সব কৈল রত্ন ছেদি।
বিচিত্র রচন্ কৈল নানা মত বেদি॥
নানা জাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে॥
ভানু বৃহদ্ভানু যেন পূর্ণ চন্দ্রপ্রভা।
সুরাসুরে অপূর্ব্ব করিল ময় সভা॥
উচ্চনীচ বুঝিয়া ভ্রময় বিজ্ঞলোকে।
বিশেষে বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে॥
ময় এক মাসে সভা করিয়া রচন।
কুন্তীপুত্রপ্রতি করিলেক নিবেদন॥
সভা দেখি আনন্দিত হইয়া রাজন।
আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ॥
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
আনন্দসাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চ জন॥
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন জল যত সব ভক্ষ্য।
হরিণ বরাহ মেষ কাটি লক্ষ২॥
যে জন যে ভক্ষে তৃপ্ত তাহা সে পাইল।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল॥
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে।
নানা রত্ন দান পেয়ে চলিল সন্তোষে॥
আশ্রম করিয়া কত রহিল সভাতে।
তপস্যায় অনুগত চিত্র মনোরথে॥
অসিত দেবল সত্য সর্পমালী ঋষি।
মহাশিরা অর্ব্বাবসু সুমিত্র তপস্বী॥
মৈত্রেয় শুনক বলি সুমন্ত জৈমিনি।
পৈল বৈশম্পায়ন চারি শিষ্যগণি॥
জাতুকর্ণ শিখাবান পৈঙ্গ অপ্সুহোম্য।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য॥
জজ্ঞাবল্ক্য রৈভ্য কোপবেগ পরাশর।
পারিজাত সত্যপাল শাণ্ডিল্য প্রবর॥
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন বভ্রুমালী।
বরাহ সাবর্ণি ভৃগু কালাপ ত্রৈবলি॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন।
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপোধন॥
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি।
পুরাণ প্রস্তাব ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি॥
পৃথিবীতে বৈসে যত মুখ্য ক্ষত্রগণ।
যুধিষ্ঠির সভায় থাকেন অনুক্ষণ॥

মুঞ্জকেতু বিবর্দ্ধন কুন্ত উগ্রসেন।
সুধর্ম্মা সুকর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধঅধিপতি।
সুমিত্র সুমনা ভোজ সুশর্ম্মাপ্রভৃতি॥
বসুদান চেকিতান মালবঅধিকারী।
কেতুমান জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী॥
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কৈকয় শিশুপাল।
সুমিত্র যবনপতি শৈল্য মহাশাল॥
বিষ্ণু ভোজ যদুবংশ যতেক কুমার।
ইত্যাদি অনেক রাজা গণিতে অপার॥
অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
জিতেন্দ্রিয়বৃত্তি হয়ে থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের তুম্বুরু অধিপতি।
অপ্সর কিন্নর নিজ অমাত্য সংহতি॥
নৃত্যগীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে।
বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্রআদি দেবে॥
না হইল না হইবে আর সভান্তর।
হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর॥
সভা পর্ব্বে উত্তম সভার অনুবন্ধ।
কাশীদাস দেব কহে পাঁচালির ছন্দ॥

নারদ সভার বর্ণনা করিতেছেন।

দীর্ঘ ত্রিপদী॥

মুনি বলে মহাশয় শুন শ্রীজনমেজয়
হেনমতে নিবসে পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত শ্রীনারদ উপনীত
সর্ব্বত্র গমন মনোজব॥
জ্ঞেয় জ্ঞান যোগ যুজ্য অমর অসুর পূজ্য
চতুর্ব্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম্ম
ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন অনায়াসে॥
পরমার্থ অনুবন্ধি বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি
কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা ললাটে পিঙ্গল ফোটা
শ্রবণে কুণ্ডল উল্লাসিত॥
মুখে হরিনাম সুরে ভুজস্থ বীণার রবে
গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ।
বারিজনয়ন যুগে বহে বারি যেন মেঘে
পুলকে কদম্ব পুষ্পঅঙ্গ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ আজানুলম্বিত ভুজ
প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়।

পরিধান কৃষ্ণাজিন সঙ্গে মুনি কত জন
উপনীত পাণ্ডব সভায়॥
দেখিয়া নারদ ঋষি যে ছিল সভায় বসি
সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্ম্মসুত সহোদরগণ যুত
প্রণাম করেন সে চরণে॥
সুগন্ধি উদক দিয়া পদযুগ পাখালিয়া
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর
ভক্তিভাবে করেন পূজন॥
তবে মুনি স্নেহবশে জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে
কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম ধন উপার্জ্জন ধর্ম্ম
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন অনুরক্ত মন্ত্রিগণ
এসভার রাখ কি বচন।
একক অনেক সহ বিচার কি না করহ
কার্য্যে নাকি রাখ মুখ্যগণ॥
ভক্ষদ্রব্য যথাযথ ন্যায় মুলে কিন যত
না রাখত দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত ভয়ে কি শরণাগত
দুঃখতো না পায় কোন জনা॥
বিজ্ঞ যোগ্যপুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত
আছে কি বন্দক বিনোদক।
অনাথ অতিথি লোকে আগুন ব্রাহ্মণমুখে
সদা দেহ ঘৃত আমোদক॥
রাজ্যের যতেক রাজা পায় যথোচিত পূজা
সবে অনুগত তো তোমার।
ধান্যধন বহুমত উদক আয়ুধ যত
পূর্ণ করিয়াছ তো ভাণ্ডার॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ বৈকালেতে ক্রীড়ারস
আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্মকর্ম্মে ধনব্যয় কর নিত্য উপচয়
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ॥
ত্রিবিধ অনেক নীতি জিজ্ঞাসিল মহামতি
পুনঃ২ ব্রহ্মার নন্দন।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী কহেন বিনয় করি
প্রণমিয়া মুনির চরণ॥
যে কিছু কহিলা তুমি যথাশক্তি করি আমি
যাহা জ্ঞাত ছিলাম পূর্ব্বেতে।
শুনিয়া তোমার স্থান বিশেষ জন্মিল জ্ঞান
যত্নেতে করিব আজি হৈতে॥
অবধান তপোধন করি এক নিবেদন
চরাচর তোমাতে গোচর।
এই সভা মনোহর অনুরূপ মুনিবর
দেখিয়াছ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ঈষদ হাসিয়া মুনি
কহেন সকল বিবরণ।
তোমার সভার প্রায় মনুষ্য লোকেতে রায়
নাহি দেখি শুনহ রাজন্॥
ব্রহ্মার বিচিত্র সভা যেন কৈলাসের প্রভা
ইন্দ্রযম বরুণের পুরী।
দেখিয়াছি যথা তথা মনুষ্যে অদ্ভুত কথা
শুন কিছু কহি ধর্ম্মকারি॥
রাজা বলেন সবিনয় কহ মুনি মহাশয়
সে সকল সভার বিধান।
উৎসার বিস্তার কত বর্ণগণ ধরে যত
প্রত্যক্ষে শুনি যে তব স্থান॥
দিব্য সভা পর্ব্ব কথা বিচিত্র ভারত গাঁথা
শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
গোবিন্দ চরণ মনে সমর্পিয়া অনুক্ষণে
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

নারদ যুধিষ্ঠিরে সভার প্রসঙ্গ।

পয়ার।

নারদ বলেন রাজা কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান॥
অনেক বৎসর ইন্দ্র তপ পুণ্য ফলে।
সেই সভা আপনি রচিল কুতূহলে॥
বিবিধ বিধান চিত্র কোটিচন্দ্র প্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা॥
উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার।
শচী সহ ইন্দ্র সদা করেন বিহার॥
জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রম সদা থাকে সুরবৃন্দ॥
মরুত কুবের আদি সিদ্ধ সাধ্যগণ।
অম্লান কুসুম বস্ত্র সভার ভূষণ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িত বিদ্যুৎ সপ্ত বিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম॥
যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা আছয়ে মূর্ত্তিমন্ত।
দেব ঋষি পুণ্য জন লিখিতে অনন্ত॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দরে।
বর্ণিতে না পারি সভা যত গুণ ধরে॥

হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছয়ে তথায়।
আর যত নরপতি লিখনে না যায়॥
নারদ বলেন শুন সভার প্রধান।
শমনরাজের সভা কর অবধান॥
দীর্ঘ প্রস্থ শত-শত যোজন বিস্তার।
আদিত্য সমান প্রভা গতি কামচার॥
ন শীতল নহে তপ্ত নাহি দুঃখ লোকে।
প্রেমময় নাহি হিংসা সদাকাল সুখে॥
কতেক কহিব তথা যতেক বৈসয়।
কিঞ্চিৎ২ কহি শুন মহাশয়॥
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীত সুরথ॥
শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল বহীনর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাক্ষ রাজোপরিচর॥
দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
পৃষদশ্ব সদশ্ব মরুত্ত বসুমন॥
শরভ সৃঞ্জয় বেন ঐল উশীনর।
পুরু কুৎস প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর॥
শশবিন্দু কক্ষসেন সগর কৈকয়।
জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্ত যম জনমেজয়॥
অজ ভগীরথ রাম দিলীপ লক্ষ্মণ।
ভীমজানু পৃথু পৃথুবেগ করন্দম॥
শত ধৃতরাষ্ট্র আছে ভীষ্ম দুই শত।
শত ভীম কৃষ্ণার্জ্জুন শত আর কত॥
প্রদীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব তথা যত আছে আর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি বহু ফল দান।
যত যত আছে তথা না যায় বাখান॥
বরুণের সভা কহি কর অবধান।
অপূর্ব্ব সভার শোভা বিচিত্র বাখান॥
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সভা অনুপম।
জলের ভিতর সে পুষ্করমালি নাম॥
শত২ যোজন প্রস্থার দীর্ঘভার।
নানা রত্ন বহুবর্ণ কহিতে বিস্তার॥
নিবসে বরুণ তথা বারুণী সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্র মিত্র সহপুরোহিত॥
দ্বাদশ আদিত্য আর যত নাগগণ।
বাসুকি তক্ষক কর্কোটক ঐরাবণ॥
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্তি কালখঞ্জ দুর্ম্মুখ সরভ॥
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আরো নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোণ॥
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযূ আরো নদী চর্ম্মণ্বতী॥
কিম্পুনা বিদিশা কৃষ্ণবেনা গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্যা বেম্বা লাঙ্গলী কাবেরী॥
দেবনদী মহানদী ভারবী ভৈরবী।
ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিতা সুরভি॥
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুমঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী॥
মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সবে।
তড়াগ পুষ্করিণ্যাদি বরুণেরে সেবে॥
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি কত যত আছে আর॥
কুবেরের সভা রাজা কর অবধান।
কৈলাসশিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
শতেক যোজন দীর্ঘ প্রস্তরে সত্তরি।
নিবসে গুহ্যক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী॥
চিত্রসেনা রম্ভা ইরা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা উর্ব্বশী বুদ্বুদা চিত্ররেখা॥
মিশ্রকেশী অলম্বুষা এই মহাদেবী।
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি॥
পুত্রনলকূবর আরো যে মন্ত্রিগণ।
মণিভদ্র শ্বেতভদ্র ভদ্র সুলোচন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ২।
প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ॥
ফলকক্ষ ফলোদক তুম্বুরুপ্রভৃতি।
হাহা হূহূ বিশ্বাবসু চিত্রসেন কৃতী॥
চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ থাকে সদা সহ সহোদর॥
সেবা করে নগগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মিলিয়া॥
আমিহ থাকি যে আমাতুল্য বহু আছে।
উমাসহ সদানন্দ সদা তার কাছে॥
নন্দি ভৃঙ্গি গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর দানা শিবাগণ শব॥
আর যত আছে তাহা কহিতে কে পারে।
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে॥
পূর্ব্ব দেবযুগে দিবনামে দিবাকর।
ভ্রমন মনুষ্য লোকে হয়ে দেহধর॥
আচম্বিতে আমারে দেখিয়া মহাশয়।
দিব্য চক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয়॥
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিলে আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে॥

তাঁরে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয়।
কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয়॥
বলিলেন সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া॥
শুনিয়া করিলাম তপ সহস্র বৎসর।
পরে পুনঃ আইলেন দিব দিবাকর॥
আমাসঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা তাহা কহিতে না পারি॥
তার অন্ত নাহিক নাহিক পরিমাণ।
মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥
চন্দ্র সূর্য্য নিন্দিয়া সে সভার কিরণ।
শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন॥
তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান।
প্রজাপতিগণ থাকে তার সন্নিধান॥
প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম।
অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু শনক কর্দ্দম॥
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ।
বালিখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ॥
বিদ্যা মন অন্তরীক্ষ আত্মা অক্ষ গণ।
বায়ু তেজ পৃথ্বী জল শব্দ পরশন॥
গন্ধর্ব্ব সকল আছে মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা।
অষ্টবসু নবগ্রহ শিবসহ উমা॥
চতুর্ব্বেদ ষট্‌শাস্ত্র তন্ত্র স্মৃতি শ্রুতি।
চারি যুগ বর্ষ মাস দিবা সহ রাতি॥
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা।
ভদ্রা ষষ্ঠী অরুন্ধতী কদ্রুনাগমাতা॥
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন॥
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
নিত্য আসি সেবে সভে সৃষ্টিঅধিকারী॥
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে।
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোভব।
তোমার প্রসাদে শুনিলাম এই সব॥
এক কথা বিস্ময় হইল মম মনে।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে॥
একা হরিশ্চন্দ্র কেন ইন্দ্রের আলয়।
কোন পুণ্য তপ দানে কহ মহাশয়॥
যমালয় যবে দেখিলেন মম পিতা।
আমার বারতা কিছু কহিলেন কথা॥

নারদ বলেন শুন পাণ্ডবপ্রধান।
সূর্য্য বংশ শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান॥
এক রথে জিনিয়া লইল মর্ত্ত্যপুর।
বাহুবলে হৈল সপ্ত দ্বীপের ঠাকুর॥
রাজসূয় যজ্ঞ সে করিল হরিশ্চন্দ্র।
আজ্ঞায় আইল যত নৃপতির বৃন্দ॥
অনেক ব্রাহ্মণ আইল যজ্ঞের সদন।
অতি দ্বিজে প্রতি রাজা করিল সেবন॥
শাস্ত্র মত দক্ষিণা যে বলিল ব্রাহ্মণ।
পঞ্চগুণ করি তারে দিলেন রাজন॥
সব রাজাহইতে সে করিল বড় কায।
সেই ফলে স্বর্গে সে হইল দেবরাজ॥
আর যত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কৈল।
সংমুখ সংগ্রাম করি তাহারা মরিল॥
যোগিগণে নিজ২ দেহ ত্যাগ করে।
সেই সব লোক বৈসে ইন্দ্রের নগরে॥
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার।
যমালয়ে দেখাছিল সহিত তাঁহার॥
কহিয়াছিলেন তিনি করিয়া বিনয়।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয়॥
অনুগত তাঁর বীর্য্যবন্ত ভৃত্যগণ।
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন॥
পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কিছু নয়।
রাজসূয় যজ্ঞ তাঁর অবহেলে হয়॥
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজে।
হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দ্রের সমাজে॥
তোমার জনক ইহা কহিল আমারে।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে॥
সর্ব্ব যজ্ঞহৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি।
বহু বিঘ্ন হয় ইথে আমি ভাল জানি॥
ছিদ্র পায়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষ রক্ষ করে।
যজ্ঞহেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে॥
যেমতে মঙ্গল হয় কর নরপতি।
আমারে বিদায় কর যাব দ্বারবতী॥
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনহেতু দ্বারকানগর॥
সভাপর্ব্বে অনুপম সভার বর্ণনা।
কাশীরাম দাস কহে শুন সাধুজনা॥

কৃষ্ণে আনিতে দূত প্রেরণ।

লঘু পয়ার॥

মুনিমুখে বার্ত্তা শুনি। চিন্তান্বিত নৃপমণি॥
অন্য নাহি লয় মনে। কহিলেন ভ্রাতৃগণে॥

নারদ বলেন যত। পিতৃ আজ্ঞা এই মত॥
যজ্ঞরাজ রাজসূয়। যাতে ইন্দ্রপদ পায়॥
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য হয়। কি সবার মনে লয়।
শুনি ভৃত্য মন্ত্রিগণ। স্বীকারিল সর্ব্বজন॥
চিন্তা কর কোন হেতু। কর রাজসূয় ক্রতু॥
কি কার্য্য অসাধ্য আছে। কেবা বিরোধিবে পাছে॥
মন্ত্রিগণ বাক্য শুনি। বিচারেন নৃপমণি॥
যে কর্ম্ম যাহে না শোভে। সে কর্ম্ম করিলে তবে॥
পাছে হয় বিড়ম্বনা। অযশ ঘোষে সর্ব্বজনা॥
বিশেষে বিষম যজ্ঞ। সব লোক নহে যোগ্য॥
ইহা আগে না প্রকাশি। গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাসি॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য। হরির হইলে শ্রব্য॥
যদি দেন অনুমতি। এ যজ্ঞে হইব কৃতী॥
ইহা চিন্তি নরপতি। দূত পাঠাইল তথি॥
সে দূত সত্বর হয়ে। দ্বারকা প্রবেশে গিয়া॥
কৃষ্ণে করি নমস্কার। কহে ধর্ম্মসমাচার॥
তোমার দর্শন বিনে। কুন্তীপুত্র দুঃখী মনে॥
এ কথা কহিবামাত্র। গোবিন্দ তোলেন গাত্র॥
বৈনতেয় আরোহণে। যান ইন্দ্রসেনসনে॥
দিনকর যায় অস্তে। উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে॥
কৃষ্ণ আইলেন পুরে। শুনি হর্ষ নৃপবরে॥
ভ্রাতৃমন্ত্রী পাঠাইল। আগু হৈয়া কৃষ্ণে নিল॥
ধর্ম্মে করি নমস্কার। সম্ভাষেন হরি আর॥
ধর্ম্ম নরপতি তবে। কৃষ্ণেপূজে ভক্তিভাবে॥
বসিলেন সবে তথা। চন্দ্রের মণ্ডলী যথা॥
শ্রীহরিচরণদ্বয়। যে ভাবে সদা হৃদয়॥
তার চরণ সরোজে। সদা কাশীরাম ভজে॥

গোবিন্দ যুধিষ্ঠিরের কথা॥

পয়ার।

বলেন গোবিন্দপ্রতি ধর্ম্মের কুমার।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ দুর্লভ সংসারে।
যুধিষ্ঠিরে কহ রাজসূয় করিবারে॥
এই হেতু যজ্ঞবাঞ্ছা হইল আমার।
শুন এই কথা কৃষ্ণ কহি সারোদ্ধার॥
পরস্পর আমারে সুহৃদ বলে সবে।
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে॥
যেযত বলেন নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার।
করিব কি না করিব আজ্ঞা যে তোমার॥
গোবিন্দ বলেন তুমি সর্ব্ব গুণবান।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান॥
যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এই নিবেদন আমি করিব তোমারে॥
আমি যাহা কহি তাহা জান ভাল মতে।
এক লক্ষ রাজা চাহি এ মহাযজ্ঞেতে॥
মগধঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।
পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা॥
তাহারে না মানে হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে।
বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে॥
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজগণ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন॥
পুণ্ড্রীক বাসুদেব কৌশলঈশ্বর।
রুক্মি ভগদত্ত রাজা মহাবলধর॥
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি।
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি॥
ইক্ষ্বাকু ইলার বংশে যত রাজগণ।
জরাসন্ধে না ভজিল যত২ জন॥
তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া।
উত্তর দেশেতে সভে গেল পলাইয়া॥
জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি।
কংসের বনিতা দোঁহে আমার মাতুলী॥
স্বামির কারণে বাপে গোহারি করিল।
সসৈন্য মগধপতি মথুরা বেড়িল॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে গণিতে পারে।
ক্ষয় নহে মারিলেহ শতেক বৎসরে॥
আমরা দুই ভাই করিলাম সংহার।
সেই হেতু সাজি আইল অষ্টাদশ বার॥
তবে চিন্তে বিচার করিল সর্ব্বজন।
মথুরা বসতি আর নাহি সুশোভন॥
নিরন্তর দুই কন্যা কহিবেক বাপে।
পুনঃ জরাসন্ধ রাজা আসিবেক কোপে॥
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া।
দূরস্থল দ্বারকায় রহিলাম গিয়া॥
সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজগণে।
বন্দি করি রাখিয়াছে আপন ভুবনে॥
পক্ষিবৎ করি যত রাখিয়াছে রাজা।
সবাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পূজা॥

ছিয়াশি সহস্র রাজা আছে বন্দিশালে।
তব যজ্ঞ হয় রাজা সব মুক্ত হৈলে॥
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।
নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয়॥
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কোন কায।
তারে মারি বশ কর রাজার সমাজ॥
হইবে অনন্ত জয় সংসার ভিতরে।
আমার মন্ত্রণা কহিলাম এ তোমারে॥
এতেক বলেন যদি কমল লোচন।
কৃষ্ণেরে কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
সমুচিত কহিলা যতেক মহাশয়।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কিপ্রকারে হয়॥
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে।
পৃথিবী সুসাধ্য আরো করি ক্রমে২॥
পশ্চাৎ করিব জরাসন্ধের উপায়।
মম মত এই কহিলাম যে তোমায়॥
ভীমসেন বলেন না লয় মম মনে।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে॥
তারে মারি মুক্ত হয় বহু জাতিগণ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে নাহি হেন জন॥
রাজা হয়ে শান্তি ভজে লক্ষ্মী নাহি পায়।
পূর্ব্ব রাজগণ কর্ম্ম কহি শুন রায়॥
বাহুবলে ভরত শাসিল ভূমণ্ডল।
মান্ধাতা নৃপতি কর ত্যজিল সকল॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য ঘোষে জগজ্জন।
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা কর অবগতি।
যেমতে হইবে হত মগধের পতি॥
সৈন্য সাজি তাহারে নারিব কদাচিৎ।
অসংখ্য দুর্দান্ত সৈন্য যাহার সহিত॥
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি।
উপায়ে করিব হত মগধের পতি॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্ম্মের তনয়।
যতেক কহিলা মম চিত্তে নাহি লয়॥
মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তী।
যাহারে করেন ভয় ইন্দ্র যমবর্ত্তী॥
রাজভয়ে জগন্নাথ মথুরা ত্যজিয়া।
পশ্চিম সমুদ্রতীরে রহিলেন গিয়া॥
তোমরা উভয়ে চক্ষু কৃষ্ণ মম প্রাণ।
সঙ্কটেতে পাঠাইব না হয় বিধান॥
হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার।
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার॥

এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয়।
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয়॥
চিরজীবী নহে কেহ সংসারভিতর।
যুদ্ধ না করিয়া কেহ আছে কি অমর॥
বিনা দুঃখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম্ম।
সুকর্ম্মবিহীন রাজা বৃথা তার জন্ম॥
এ উপায়ে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
পশ্চাৎ করিবা তাহা যাহা লয় মন॥
এতেক বলেন যদি ইন্দ্রের নন্দন।
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ধর্ম্মরাজ বলেন বলহ নারায়ণ।
জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ॥
কত বল ধরে সে কাহার পাইল বর।
তোমা হিংসি রক্ষা পাইল বিস্ময় অন্তর॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান।
জরাসন্ধ বিবরণ কহি তব স্থান॥
মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ।
অগণিত সৈন্যগণ গজ বাজি রথ॥
তেজে সূর্য্য ক্রোধে যম ধনে যক্ষপতি।
রূপে কামদেব রাজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি॥
নিরন্তর যজ্ঞ করে অন্য নাহি মন।
দুই কন্যা তারে দিল কাশীর রাজন॥
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল।
না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল॥
আপনারে ধিক্কার করিয়া নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি॥
গৌতমনন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি।
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী॥
বহুদেশ ভ্রমিয়া নগরে উপনীত।
বৃক্ষতলে রাজারে দেখিল বিষাদিত॥
তবে রাজা প্রণমিল মুনির চরণ।
মুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথারে গমন॥
কর যোড়ে ভূমিপতি বলিল বচন।
মম দুঃখে অবধান কর তপোধন॥
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হয়ে রাজা।
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা॥
ধন জনে ওর মম নাহি তপোধন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি মুনি পুত্রের কারণ॥
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস।
তপস্যা করিব গিয়া লইয়া সন্ন্যাস॥

রাজার বিনয় শুনি গৌতমনন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ॥
হেন কালে দৈবে সেই আম্র বৃক্ষহইতে।
শূন্যহইতে এক আম্র পড়িল ভূমিতে॥
আম্র লয়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল॥
এই ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে।
গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে॥
বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল রাজা যাহ নিজ ঘর।
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা নিজালয় গেল।
দুই ভার্য্যা সমান দোঁহারে বাঁটি দিল॥
দুইভাগ করি দোঁহে করিল ভক্ষণ।
এককালে গর্ভবতী হৈল দুই জন॥
একত্র প্রসব দোঁহে হৈল এককালে।
আনন্দে নিরীক্ষে দোঁহে সেই দুই বালে॥
এক চক্ষু নাসা কর্ণ এক পদ কর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর॥
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ভব্যথা বৃথা বহাগেল॥
নিরাশ হইয়া দোঁহে ঘৃণা করি মনে।
ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা করে দাসীগণে॥
ততক্ষণ ফেলাইয়া দিল দাসীগণ।
জরানামে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ॥
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার।
সংসারের গর্ভপাত শাসন তাহার॥
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল।
অর্দ্ধ২ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল॥
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে।
দুই হাতে দুইখান করিয়া নিরখে॥
রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল।
আচম্বিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল॥
উঙা চুয়া করি কান্দে মুখে হাত ভরি।
আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী॥
না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে॥
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিস্বন॥
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরে জরা নিশাচরী।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্র কোলে করি॥
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ।
হের ধর লহ রাজা আপন নন্দন॥

পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি॥
কে তুমি কোথায় বাস কি তোমার নাম।
কার কন্যা কার ভার্য্যা কোথা তব ধাম॥
এত স্নেহ আমারে তোমার কি কারণে।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে॥
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী।
আমারে সৃজিল আগে সৃষ্টিঅধিকারী॥
শিশুর বিনাশে মোর হইল সৃজন।
সর্ব্ব গৃহে থাকি আমি ভক্ষের কারণ॥
পুত্র পৌত্র সহ মোরে যে গৃহস্থ পূজে।
বিবিধ বিধানে সুখ মোর বরে ভুঞ্জে॥
নিষ্কণ্টকে তাহার বালকগণ বাড়ে।
নির্ব্যাধি সে হয় ব্যাধি না যায় নিয়ড়ে॥
তব গৃহে প্রজা পাইলাম অনুক্ষণ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন॥
সমুদ্র শোষয় রাজা মোর এই পেটে।
সুমেরু সদৃশ মাংস খাইলে না আঁটে॥
তব গ্রহপূজায় তোমারে আমি বশ।
এই হেতু রাখিলাম তোমার ঔরস॥
এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান।
পুত্র পেয়ে নরপতি মহাহর্ষবান॥
জাত কর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন।
অনুমান করি নাম দিল নিজগণ॥
জরায় সঙ্গত হেতু নাম জরাসন্ধ।
দিনে২ বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র॥
কত দিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভার্য্যাসহ বনে গেল ব্রহ্মচারী হইয়া॥
জরাসন্ধ রাজা হইল বলে মহাবল।
নিজভুজ বলেতে শাসিল ভূমণ্ডল॥
দুই সেনাপতি হংস ডিম্ভক তাহার।
সর্ব্বত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ্য আকার॥
তিন জন মহাবীর অজেয় সংসারে।
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে॥
আমাহইতে যবে ভোজপতি হইল হত।
তথাহইতে গদা প্রহারিল বার্হদ্রথ॥
শতেক যোজন গদা আইল আচম্বিতে।
মথুরা কম্পিল যেন গিরি বজ্রাঘাতে॥
সংগ্রামে সাজিয়া আইল অষ্টাদশ বার।
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার॥
হংসনামে এক রাজা ছিল সঙ্গে তার।
বলভদ্র হাতে তার হইল সংহার॥

মরিল২ হংস হৈল এই শব্দ।
শুনিয়া মগধ লোক হইলেক স্তব্ধ॥
ডিম্ভক আছিল সেই রাজ্যের রক্ষণ।
শুনিল সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ॥
সহিতে নারিল শোকে হইল অস্থির।
ডুবিয়া যমুনাজলে ত্যজিল শরীর॥
জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর।
শুনিয়া মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর॥
ভ্রাতৃশোকে হংস আর ক্ষণে না রহিল।
যমুনার জলে সেহ ডুবিয়া মরিল॥
হেন মতে ডুবিয়া মরিল দুই জন।
একামাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন॥
সংগ্রামে জিনিতে তারে নাহিক ভুবনে।
উপায় আছয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে॥
মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হয় নিধন।
বৃকোদর বাহুবলে করিবে সাধন॥
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয়।
আমার বচনে তবে করহ প্রত্যয়॥
পৌরুষে বিভব যদি বাঞ্ছ নরপতি।
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
এক দৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন॥
হৃষ্ট মুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি॥
কি কারণে এমত বলিলা যদুরায়।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায়॥
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখী যার সে তোমা না জানে।
সহজে পাণ্ডববন্ধু খ্যাতি ত্রিভুবনে॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ তুমি থাকিবা সঙ্গেতে॥
এত বলি নরপতি দুই ভাই লয়ে।
গোবিন্দের করেতে দিলেন সমর্পিয়ে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরামদাস কহে রচিয়া পয়ার॥

মগধ রাজ্যে ভীমার্জ্জুন সহিত শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা॥

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিন জন।
পদব্রজে হয়ে ব্রহ্মচারির লক্ষণ॥
পদ্মসর লঙ্ঘিয়া পর্ব্বতকালকূট।
গণ্ডকী ঘর্ঘরা বর্ত্মবিষম সঙ্কট॥
সরয়ু অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা॥
পার হইয়া পূর্ব্বমুখে যান তিন জনে।
গেলেন মগধরাজ্যে তাঁরা কতদিনে॥
চৈত্ররথ আদি করি পঞ্চ গোটা গিরি।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরিবজ্রপুরী॥
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর।
ধন ধান্য গো মহিষ শোভিত নগর॥
ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি।
এই পঞ্চ গিরিমধ্যে নগর বসতি॥
পঞ্চ পর্ব্বতের কথা শুন দুই জন।
শত্রু দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ॥
আর এক আশ্চর্য্য আছয় দুয়ারেতে।
তিন গোটা ভেরী শব্দ করে আচম্বিতে॥
শত্রু দেখি ভেরী শব্দ করয় যখন।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন॥
শক্রবাপী অর্ব্বুদ এ দুই নাগবর।
যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর॥
মহারথিগণ সব রক্ষা করে দ্বার।
ইহার উপায় এক করহ বিচার॥
অর্জ্জুন বলেন ভেরী রৈল মম ভাগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন নিবারিব দুই নাগে॥
ভীম বলে পর্ব্বত হইল মোর ভার।
অন্য পথে যাব পুরে না যাইব দ্বার॥
এইরূপ বিচার করেন তিন জন।
দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ॥
নাগের কারণ দেব খগপতিগতি।
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি॥
আইল ভুজঙ্গরিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ তিন ভুবন কম্পে যাহার গর্জ্জনে॥
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণের মেলানি মাগি খগপতি চলে॥
ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িল শব্দ ভেদী।
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদি॥
চৈত্রগিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন॥
গিরিশৃঙ্গ দেখি ভীম উপাড়িয়া করে।
অচল করিল বজ্রমুষ্টির প্রহারে॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ দেশ॥
হাটবাট নগর চাতর মনোহরা।
নগর ভিতরে বৈসে বিবিধ পসরা॥

সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে লয়ে তিন জন করেন ভূষণ॥
পূর্ব্ব দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা॥
তিন দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন অন্তঃপুর।
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর॥
যজ্ঞ দীক্ষা লইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাসী ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর॥
কেবল ব্রাহ্মণগণ আছে তথাকারে।
বিনাহ্বানে অন্য জন না যাইতে পারে॥
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড় হাতে।
আগু সরি আসিয়া লইল কত পথে॥
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি২ বলিয়া বৈসেন তিন জন॥
তিন জন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ॥
আজানু লম্বিত ভুজ ভুজঙ্গ আকার।
অস্ত্র চিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সভাকার॥
ভূষণ বিবিধ মাল্য দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ॥
ব্রতী বিপ্র হয়ে কেন হেন কদাচার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য অঙ্গে সভাকার॥
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে॥
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্র দেহে অস্ত্র চিহ্ন কিসের কারণ॥
সত্য কহ তোমরা যে হও কোন জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি॥
দ্বিজ বিনা আইসে এথা নাহি অন্য জন।
চোর রূপে আসিয়াছ লয় মম মন॥
চৈত্রগিরি শৃঙ্গ ভাঁগি আইলা কি প্রায়।
রাজদ্রোহ পাপ ভয় নাহিক তোমায়॥
কিহেতু আইলা কোন ভিক্ষা অনুসারে।
কোন বিধিমতে পূজা করি সভাকারে॥
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন।
গভীর নিনদ যেন সলিলবাহন॥
পুষ্প মাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয় কর্ম্মেতে কাহার মন লয়॥
দ্বারে না আইলা হেন বলিলা বচন।
শত্রুগৃহে দ্বারেতে না যাই কদাচন॥
কোনরূপে শত্রু গৃহে যাই মহারাজ।
যেই হেতু আসিয়াছি করিবা সে কায॥

জরাসন্ধ বলে মম না হয় স্মরণ।
কবে শত্রু আমার তোমরা তিন জন॥
না হিংসিতে যেই জন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাহি সংসার ভিতরে॥
কারো হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি।
কিমতে তোমরা শত্রু কহ দেখি শুনি॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত॥
পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে।
পশুবৎ করি রাখিয়াছ বন্দিশালে॥
মহাদেবে বলি দিবা শুনি যে শ্রবণে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন জনে॥
নাহি দেখি নাহি শুনি হেন বিপরীত।
জ্ঞাতিগণে বলি দিবা অধর্ম্ম চরিত॥
আপদ ভঞ্জন আমি ধর্ম্মের রক্ষণ।
জ্ঞাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার।
হারি পলাইলা সব করিয়া সংহার॥
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন।
এই দুই দেখহ পাণ্ডব ভীমার্জ্জুন॥
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন।
আমার বচনে রাজা ছাড় রাজগণ॥
নহে যুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি।
দুই কর্ম্মে তোমার যেমত লয় মতি॥
কৃষ্ণের বচনেতে জ্বলিল জরাসন্ধ।
অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ॥
পূর্ব্ব কথা বিস্মরণ হইল তোমার।
যুদ্ধে পলাইয়া গেলে শৃগাল আকার॥
পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে।
কভু নাহি শুনি পুন আসিতে নগরে॥
এখন তোমাকে দেখি আপনার দেশে।
এইত অদ্ভুত হেন কেমন সাহসে॥
দর্প করি কহিস ছাড়িতে রাজগণ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন॥
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে॥
পূর্ব্ব কথা তব বুঝি নাহিক স্মরণে।
যাহ গোপসুত লজ্জা নাহিক বদনে॥
সংগ্রাম মাগিলা তার না বুঝি কারণ।
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোন জন॥
যে বা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প বয়েস।
সহ যুদ্ধ ইহা কৈলে হাসিবেক দেশ॥

মারিলে পৌরুষ নাহি হারিলে অযশ।
পলাহ বালকগণ না কর সাহস॥
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম॥
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে।
ক্রোধে বীর বৃকোদর অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
গোবিন্দ বলেন মিথ্যা করহ বড়াই।
তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাই॥
সেকারণে হীন বল দেখি রাজগণে।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে॥
সেই অনুরূপ ফল পাইবা নিকটে।
দূর কর দর্প আজি পড়িবা সঙ্কটে॥
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সনে রণ।
এ দোঁহার মধ্যে তোর যারে লয় মন॥
বালক বলিয়া চিত্তে না করিহ তুমি।
ক্ষণেকে জানিবা আগে যাহ যুদ্ধভূমি॥
জরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ।
রণ বাঞ্ছা করিলে করিব আমি রণ॥
কিরূপে করিবা রণ কহ দেখি শুনি।
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি॥
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্র ধর্ম্ম লিখি।
সৈন্যে২ সংগ্রাম নতুবা একাএকী॥
একাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যেই লয় মনে॥
শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার।
ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার॥
সহজে বালক এই বিশেষে অর্জ্জুন।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ॥
কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে॥
ভীমের সহিত আজি করিব সমর।
এত বলি উঠিল মগধ দণ্ডধর॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি।
ভীমে দিল এক এক লইল আপনি॥
নগর বাহিরে গেল রঙ্গভূমি যথা।
ধাইল নগর লোক শুনি যুদ্ধকথা॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ।
বিস্তারে রচিয়া কহি যমকের ছন্দ॥
সভা পর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দের পদে॥
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে।
নৃপতি যুঝায় যেন যুগল মল্লেরে॥

জরাসন্ধ সহিত ভীমের যুদ্ধ।

॥ লঘু ত্রিপদী॥

অপূর্ব্ব সংগ্রাম না হয় বিরাম
হইল মগধ ভীমে।
গজরাজ নক্রে বৃত্রাসুর শক্রে
যেমত রাবণ রামে॥
কেশবাস সারি করে গদা করি
দুই জন হইল আগে।
কর্কশ বচন করিছে ভর্ৎসন
দুই জন মত্ত রাগে॥
আরেরে পাণ্ডব কোথা রে খাণ্ডব
আইলা মগধ দেশে।
নিকট মরণ এই সে কারণ
দৈবে বান্ধি আনে পাশে॥
শুনিয়া তর্জন করিয়া গর্জ্জন
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন করিল স্মরণ
আমি হয়ে আলাম দূত॥
ক্রোধে বৃকোদর কম্পে কলেবর
যেমন কদলী পাত।
মণ্ডলি করিয়া ত্বরিত ফিরিয়া
দোঁহে করে করাঘাত॥
বিপরীত নাদ পড়িল প্রমাদ
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড় শ্বাসে বহে ঝড়
উড়ি যায় মেঘ মালা॥
করে করে ছাঁদি পদে পদে বান্ধি
দুই জনে দোঁহা টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি শিরে২ তাড়ি
হৃদয়২ হানে॥
লোহিত নয়ন লোহিত বয়ন
নেহালে সকোপ দৃষ্টি।
দন্ত কড়মড় মারিছে চাপড়
বজ্র সম শর বৃষ্টি॥
উরুতে জঘনে ছান্দিল সঘনে
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রম জল অঙ্গে রণ ধূলি সঙ্গে
ঢাকিল দোঁহার গায়॥
রুধিরে জর্জ্জর দুই কলেবর অন্তর।
হইয়া ক্ষণে।

ক্রোধে কায় কম্পে যেন দুই ঝম্পে
দোঁহা পর দুই জনে ॥
ঘোর নাদ চট দোঁহে বাহুস্ফোট
গর্জ্জিত গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূ বিদরে চাপিয়া অধরে
তর্জনী তুলিয়া তর্জ্জে॥
সে দোঁহে দোঁহারে গদার প্রহারে
হৃদে ভুজ শির পিঠে।
ঘোরতর রণ ভীত জগজন
গদাঘাতে অগ্নি উঠে ॥
কেহ নহে উন ধরি পুনঃপুনঃ
হৃদয়ে২ চাপে।
ভুজে২ ভিড়ি ভূমিতলে পড়ি
পুন দোঁহে উঠে লাফে॥
যেন দুবারণ বারুণী কারণ
যুঝয়ে পর্ব্বতমাঝে।
যেন দুবৃষভে সুরভির লোভে
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে॥
কার্ত্তিক প্রথমে প্রতিপদক্রমে
অহর্নিশি দুই রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী কহে দাসকাশী
বিশ্রাম না বায়ুপানে ॥

অথ জরাসন্ধ বধ।

পয়ার।

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না করে বিশ্রাম॥
অনাহারে পীড়িত দোঁহার কলেবর।
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কোঙর ॥
অচল হইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান।
তথাপিহ দাণ্ডাইয়া আছে বিদ্যমান॥
পবননন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
এই কালে শত্রু কেন না কর সংহার॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
দুই পায় ধরি ফেলে ভূমির উপর॥
পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায় ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার॥
শত বার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে।
বক্ষস্থল চাপিয়া বসিল মহাবলে॥
কণ্ঠে জানু দিয়া বুকে বজ্রমুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনেতে কম্পে ধরাধরে॥
রাজ্যের যতেক লোক হইল মৃতপ্রায়।
কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায়॥
গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ পড়িল খসিয়া।
হস্তি অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া॥
যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে।
যথাশক্তি করিলাম প্রহার ইহারে॥
ইহার মরণে আমি না দেখি উপায়।
এত শুনি ডাকিয়া বলেন যদুরায়॥
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ।
সেই ছিদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন॥
বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরিয়া চিরিলেন বেনাপাত॥
দেখিয়া হইলেন হৃষ্ট কুন্তীর নন্দন।
পুনরপি ধায়ে যান করিয়া গর্জ্জন॥
বজ্রমুষ্টি মারিয়া পাড়িলেন ভূতলে।
সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে॥
একপদ পদে চাপি এক পদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর॥
মধ্যখানে চিরিয়া করেন দুইখান।
জন্মকাল অঙ্গ পাইল হারাইল প্রাণ॥
জরাসন্ধ পড়িল সহর্ষ নারায়ণ।
আনন্দেতে তিন জনে হইল আলিঙ্গন॥
রাজ্যের যতেক লোক প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধসুত সহদেব নাম ছিল॥
ভয়েতে কম্পিততনু পাত্রমিত্র লইয়া।
গোবিন্দের চরণেতে পড়িল আসিয়া॥
আশ্বাসিয়া জগন্নাথ দিলেন অভয়।
মগধরাজ্যেতে সেই দণ্ডধর হয়॥
বন্দিশালে আছিল যতেক রাজগণ।
একে২ সবাকার ঘুচিল বন্ধন॥
নানা রত্নে সবাকারে করিল ভূষণ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ॥
সদয় হৃদয় তুমি সেবকরঞ্জন।
দুর্ব্বলের বল গর্ব্বি গৌরবভঞ্জন॥
অনাথের নাথ তুমি হিংসকের অরি।
ধর্ম্মের পালন হেতু মর্ত্ত্যে অবতরি॥
কে বর্ণিতে পারে গুণ বেদে অগোচর।
সদা যোগ ধ্যানে যারে না পায় শঙ্কর॥
যত দুঃখ দিল জরাসন্ধ নৃপবর।
সকল সফল হৈল ভাবি যে অন্তর॥

অভয় পঙ্কজ পদ দেখিল নয়নে।
বদনে অমৃত ভাষা শুনিল শ্রবণে॥
বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্ধন।
এত দিনে বলি দিত সব রাজগণ॥
কৃপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার।
একর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার॥
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য।
গোবিন্দ বলেন সবে যাহ নিজ রাজ্য॥
রাজসূয় করিবেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই যজ্ঞে সহায় হইবা সর্ব্ব জন॥
এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার।
প্রণমিয়া দেশে সভে গেল যে যাহার॥
তবে জরাসন্ধ রথ আনি নারায়ণ।
তিন জন সে রথে করেন আরোহণ॥
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর॥
দলিল দানবগণ ঊনশত বার।
যোজনপর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার॥
ইন্দ্রহইতে পাইল বসু মগধঈশ্বরে।
বসুহইতে বৃহদ্রথ সে দিল কুমারে॥
সেই রথে চড়িয়া চলেন তিন জন।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিয়া স্মরণ॥
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপর।
খগপতি ধ্বজরথ ঘোষে চরাচর॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলিয়া শীঘ্রগতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি॥
যুধিষ্ঠির চরণে করিয়া নমস্কার।
একে২ কহেন সকল সমাচার॥
আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন॥
জরাসন্ধ রথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজা হয়ে হৃষ্টমন॥
সেই রথ আরোহিয়া দেব দামোদর।
মেলানি মাগিয়া যান দ্বারকানগর॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডব চরিত্র॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরামদাস কহে গোবিন্দের পদে॥

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়।

লঘু ত্রিপদী।

করি কৃতাঞ্জলি পার্থ মহাবলী
কহেন রাজার আগে।
আজ্ঞা কর রায় করিব উপায়
রাজসূয় যজ্ঞ ভাগে॥
অতুল কার্ম্মুক গাণ্ডীব ধনুক
অক্ষয় তূণ যুগল।
রথ কপিধ্বজ দেব দত্তাম্বুজ
চারু তুরঙ্গম বল॥
অপ্রাপ্য সংসারে দেব বাঞ্ছা করে
হেলে মিলিল আমারে।
এ সভার গুণ যশ উপার্জ্জন
শাসিব সব রাজারে॥
অগম্য যে পথ কুবের পালিত
উত্তরে যাইব আমি।
শুনিয়া বচন স্নেহে আলিঙ্গন
করেন পাণ্ডব স্বামী॥
করি শুভক্ষণ আনি দ্বিজগণ
যে বেদ বেদাঙ্গ জানে।
মঙ্গল বচনে মাধব স্মরণে
মঙ্গল করে বিধানে॥
রথ গজ বাজি সেনাগণ সাজি
চলিল কটক সাতে।
পূর্ব্বদিগে ভীম নকুল পশ্চিম
দক্ষিণে কনিষ্ঠ ভ্রাতে॥
অর্জ্জুনের সেনা শ্বেত পীত নানা
বিবিধ বাজন বাজে।
শঙ্খের বাজন গজের গর্জ্জন
শুনি কম্প ক্ষিতিমাঝে॥
প্রথমে প্রবেশ পুলিন্দের দেশ
হেলায় জিনিল তারে।
কালকূট বর্ম্ম জিনিয়া আনর্ত্ত
সুমণ্ডল নৃপবরে॥
শাকল সুদ্বীপে প্রতিবিন্ধ্য নৃপে
জিনিল ক্ষণেক রণে।
প্রাগদেশ ধাম ভগদত্ত নাম
বিখ্যাত রাজা ভুবনে॥
তার যত সেনা না যায় গণনা
কিরাত কাননবাসী।
বিপরীত মুখ ধারণ ধনুক
গুঞ্জাহার মালা ভূষি॥
করি কেশ গুটি বান্ধা ঊর্দ্ধ ঝুঁটী
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা।
পরম হরিষে ধাইল রণে সে
শুনিয়া সংগ্রাম কথা॥

আর ডাক পাড়ে নানা অস্ত্র ছাড়ে
হইল উভয়ে রণ।
ভগদত্ত রাজ পুরন্দরাত্মজ
মুখামুখি দুই জন॥
দোঁহে ধনুর্দ্ধর ফেলে নানা শর
যাহার যতেক শিক্ষা।
মারুত অনল সূর্য্যবসু জল
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা॥
অষ্ট অহর্নিশি দোঁহে উপবাসী
বিশ্রাম না করে ক্ষণে।
দেখি ভগদত্ত বলে মহামত্ত
হাঁসিয়া বলে অর্জ্জুনে॥
নিবর্ত্তহ রণ ইন্দ্রের নন্দন
তুমি হও মম সুত।
তোমার জনক ত্রিদশপালক
সখা মম পুরুহূত॥
মনে ছিল ভ্রম তোমার বিক্রম
জানিলাম এত দিনে।
কিসের কারণ কর তুমি রণ
এথা যে আইলা কেনে॥
বলেন বিজয় ধর্ম্মের তনয়
কুরুকুলে হয়ে রাজা।
করিবেন ক্রতু চাহি এই হেতু
দিবা তাঁরে কিছু পুজা॥
মোতে যদি পিতঃ হইয়াছ প্রীত
তবে নিবেদন করি।
ক্ষম মম দোষ দেহ কিছু কোষ
প্রাগদেশ অধিকারী॥
হরিষে রাজন দিল বহু ধন
পার্থেরে পূজি বিশেষে।
লয়ে তার পুজা পার্থ মহাতেজা
চলিলেন অন্য দেশে॥
বিবিধ পর্ব্বতে নৃপ শতে২
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয় কেহ মিলে তায়
কেহ বা করে সংগ্রাম॥
উলূকের পতি বৃহস্তনৃপতি
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর বাম দেবক সুদাম
তিনে দিল বহু ধন॥
রাজা সেনাবিন্দু দিল রত্ন সিন্ধু
পৌরব পর্ব্বত রাজা।
লোহিত মণ্ডল রাজা মহাবল
করিল অনেক পূজা॥
ত্রিগর্ত্তমণ্ডলে জিনি বীর হেলে
সিংহপুরে সিংহরাজ।
বাহ্লীক দরদ নৃপতি কামদ
বৈসে কামগিরিমাঝ॥
অপূর্ব্ব সে দেশ নানা বর্ণ অশ্ব
শুক ময়ূরের রঙ্গে।
কৌতুকে অর্জ্জুন নিল অশ্বগণ
বিবিধ রতন সঙ্গে॥
নৃপতি জীবন কৈল মহারণ
হারিয়া ভজিল আসি।
ভুবনে অপূর্ব্ব দিল বহু দ্রব্য
নানা বর্ণে রাশি২॥
তবে একে২ জিনিয়া সভাকে
উঠিল হেমন্তগিরি।
তাহে যত ছিল হেলায় জিনিল
গন্ধর্ব্ব দানবপুরী॥
পর্ব্বত কৈলাস কুবেরের বাস
যক্ষ রক্ষ কোটি২।
মানুষ কিন্নর হইল সমর।
হৈলেন জয়ী কিরীটী॥
ইন্দ্রের কোঙর ইন্দ্র সমশর
মারিলেন বহু যক্ষ।
পলাইল ডরে কহিল কুবেরে
পুরে পশিল বিপক্ষ॥
শুনি বৈশ্রবণ লয়ে বহু ধন
পূজিল পাণ্ডুর সুতে।
স্নেহভাবে তায় করিল বিদায়
পার্থ যান তথাহৈতে॥
নগর হাটক নিবাসী গুহ্যক
জিনি পাইলেন ধন।
লয়ে রত্ন ধন চলেন অর্জ্জুন
হয়ে আনন্দিত মন॥
মানস যে সর তথা বীরবর
দেখি হইলেন সুখী।
অমরনগরী অপ্সরী কিন্নরী
কোটি২ শশিমুখী॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর পার্থ মহাবীর
নাহি চান কার পানে।
সেই সরোবাসি ছিল বহু ঋষি
আশিষ করে অর্জ্জুনে॥

তথাহৈতে চল্যে   যান কুতূহলে
অতিশয় শীঘ্রগামী।
সংগ্রাম প্রচণ্ড   তেজেতে মার্ত্তণ্ড
জিনিয়া ভারতভূমি॥
তাহার উত্তর   যান বীরবর
হরিবর্ষনামে খণ্ড।
দেখি দ্বারপাল   ধায় পালে পাল
হাতে করি লৌহদণ্ড॥
দেখিয়া মানুষে   সর্ব্বজন হাসে
অতি অপরূপ বাসি।
বিস্ময় অন্তরে   কহে অর্জ্জুনেরে
তুমি যে বড় সাহসী॥
মানব শরীরে   আইলা এথারে
কভু দেখি নাহি শুনি।
নির্ব্বন্ধ তুমি   অগম্য এ ভূমি
কাহার শকতি জিনি॥
ভারত দিগন্ত   আইলা অত্যন্ত
তুমি কি ভ্রান্ত হইলা।
এ পুর উত্তর   কুরুর নগর
এথায় কি হেতু আইলা॥
দেখিতে না পাবা   কি যুদ্ধ করিবা
নাহি নর লোক গতি।
শুনিয়া অর্জ্জুন   সস্মিত বদন
বলেন দ্বারির প্রতি॥
ধর্ম্ম নরবর   ক্ষত্রিয়ঈশ্বর
তাঁহার আমি কিঙ্কর।
তোমা না লঙ্ঘিব   পূরে না পশিব
কিছু দেহ মোরে কর॥
শুনি ততক্ষণ   দ্বারপালগণ
অনেক রতন দিল।
লইয়া অর্জ্জুন   গেলেন তখন
দক্ষিণ মুখে সলীল॥
আসিবার কালে   বহু মহীপালে
জিনিয়া নিলেন কর।
বাদ্য কোলাহল   চতুরঙ্গ দল
চলিল নিজনগর॥
মণি মরকত   কনক রজত
মুকুতা প্রবাল রাশি।
নানা বর্ণে বাস   অশ্ব গো মহিষ
দেশে২ দাস দাসী॥
জয়২ নাদে   শঙ্খের নিনাদে
প্রবেশি ইন্দ্রপ্রস্থেতে।
ইন্দ্রের আত্মজ   ত্যজিয়া সে সাজ
গেলেন ধর্ম্মঅগ্রেতে॥
ভূমিতলে পড়ি   দুই কর যুড়ি
দাণ্ডাইয়া কত দূরে।
করিয়া কোমল   কহেন সকল
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে॥
তোমার প্রতাপে   উত্তরের নৃপে
সবে করিলাম বশে।
সভে দিল কর   দেখ নৃপবর
পাইলাম যাহা দেশে॥
হরিষে রাজন   করি আলিঙ্গন
তুষিলেন মৃদু ভাষে।
আনিলেন যাহা   কোষে রাখি তাহা
পার্থ গেলেন নিবাসে॥
বীর ধনঞ্জয়   করি দিগ্বিজয়
বিজয় ধরেন নাম।
কাশীদাস ভণে   যেই জন শুনে
তার পূরে মনস্কাম॥

অথ ভীমের দিগ্বিজয়।

পয়ার।

পূর্ব্বদিগে বৃকোদর বহু সৈন্য লৈয়া।
পঞ্চালনগরে উত্তরিলেন যাইয়া॥
দ্রুপদ নৃপতি অতি পাইয়া সন্তোষ।
যুধিষ্ঠির রাজা হেতু দিল বহু কোষ॥
তথাহইতে চলিলেন কুন্তীর কুমার।
বিদেহনগরে যান গণ্ডকীর পার॥
সে দেশ জিনিয়া যান দশার্ণক দেশে।
সুধর্ম্মা নৃপতি আসি পুজিল বিশেষে॥
তাহারে হইয়া প্রীত বীর বৃকোদর।
সেনাপতি করিলেন সৈন্যের উপর॥
পুলিন্দনগরেতে সুমিত্র রাজা জিনি।
চেদি রাজ্যে প্রবেশিল পাণ্ডববাহিনী॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা আছে আসিবার কালে।
সম্প্রীতি মিলহ ভাই রাজা শিশুপালে॥
সেই হেতু মৌনিরূপে যান বৃকোদর।
বার্ত্তা শুনি শিশুপাল আইল সত্বর॥
আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল।
দোঁহে দোঁহাকার নিজ বারতা কহিল॥
গৃহে লৈয়া শিশুপাল বহু মান্য করি।
ত্রিদশ দিবস রাখিলেন নিজপুরী॥

রাজকর সংপ্রীতে দিলেক শিশুপাল।
তথাহৈতে গেলেন সে উত্তর কৌশল॥
অযোধ্যানগরে রাজা দীর্ঘ যজ্ঞ নাম।
তাহার সহিত বড় হইল সংগ্রাম॥
এক দিন সংগ্রামে জিনিয়া সে রাজারে।
ধন রত্ন লৈয়া যান কৌশল রাজ্যেরে॥
তাহে বৃহদ্বল রাজা জিনি কুন্তীসুত।
মল্লদেশে নিল কর পাঠাইয়া দূত॥
ভল্লাটের চতুর্দ্দিকে শুক্তিমন্ত গিরি।
সুবাহু নামেতে যে কাশীর অধিকারী॥
সুপার্শ নিকট রাজপতি ক্রথ আদি।
একে২ সভা জিনি নিল রত্ন নিধি॥
মৎস্য দেশে ভূপতি জিনিয়া বৃকোদর।
গেলেন উত্তর মুখে নিষাদনগর॥
শর্ম্মক বর্ম্মকগণ জিনি মহাবীর।
জনক মিথিলাপতি মণিমন্ত ধীর॥
হেলায় জিনিয়া রিপু এতেক নৃপতি।
গিরি বজ্রুধরে গেলা ভীম মহামতি॥
সহদেব নৃপতি লইয়া বহু ধন।
পূজা কৈল বৃকোদরে করিয়া স্তবন॥
পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব কৌশিকীর কূলে।
তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ দলে॥
তাহারে জিনিয়া রত্ন পাইল বহুত।
বঙ্গেতে সমুদ্রসেনে জিনে কুন্তীসুত॥
চন্দ্রসেন রাজারে জিনিয়া মহাবীর।
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর॥
দিগন্তপর্য্যন্ত ভীম জিনি রাজগণ।
পুনঃ গেল ইন্দ্রপ্রস্থ লয়ে বহু ধন॥
অগুরু চন্দন ভোট কম্বল বসন।
লক্ষ২ লইল মাতঙ্গ বাজিগণ॥
কনক রজত মুক্তা মাণিক্য প্রবাল।
নানা জাতি পশু চালাইল পালে পাল॥
সব নিবেদিল গিয়া ধর্ম্ম নৃপবরে।
প্রণমিয়া সকল কহিল যোড় করে॥
আনন্দিত ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
ভাণ্ডারে রাখিতে কহিলেন সব ধন॥
বৃকোদর চলিলেন আপনার বাস।
ভীম দিগ্বিজয় বিরচিল কাশীদাস॥

অথ সহদেবের দিগ্বিজয়।

পয়ার।

যাম্য দিগে সহদেব সৈন্যগণ লইয়া।
শূরসেন রাজ্যে আগে উত্তরিল গিয়া॥
প্রীতিপূর্ব্বে বহু রত্ন দিল নরপতি।
মৎস্য দেশ হেলায় জিনিল মহামতি॥
অধিরাজে দন্তবক্র মহাবলধর।
সংগ্রামে জিনিয়া বীর নিল তার কর॥
সুকুমার সুমিত্র জিনিল দুই নৃপে।
গোশৃঙ্গে জিনিল বীর নিষাদঅধিপে॥
শ্রেণিমন্ত রাজাকে জিনিল অবহেলে।
সেক আর অপর সেক নর্ম্মদার কূলে॥
অবন্তিনগরে বিন্দ অনুবিন্দ রাজা।
নানা ধন দিয়া সহদেবে কৈল পূজা॥
খিদর্ভ নগর চলি গেল পাণ্ডুসুত।
ভীষ্মক নৃপতি স্থানে পাঠাইল দূত॥
ভীষ্মক জানিল ইহা গোবিন্দের প্রীত।
নানা রত্নে সহদেবে পূজে যথোচিত॥
কান্তার কোশলাধিপ নাটকেয় আর।
হেরম্ব মারুধ আর মুঞ্জগ্রাম সার॥
বাতাধিপ পাণ্ড্য দেশ জিনিল সকল।
কিষ্কিন্ধ্যা প্রবেশ কৈল সহ মহাবল॥
মৈন্দ দ্বিবিদনামে দুই কপিপতি।
পর সৈন্য দেখিয়া ধাইল শীঘ্রগতি॥
শিলা বৃক্ষ লইয়া সহিত কপিগণ।
বানর মনুষ্য তথা হৈল মহারণ॥
সপ্ত দিবারাত্র যুদ্ধ সহদেব সনে।
দেখি দুই কপিপতি প্রীতি পাইল মনে॥
জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলা কি কারণ।
সহদেব কহিল সকল বিবরণ॥
বানর বলিল এই কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।
মানুষের কি শক্তি যে এতে হয় অরি॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিবে।
আমি কর নাহি দিলে যজ্ঞে বিঘ্ন হবে॥
সে কারণে দিব ধন লৈতে পার যত।
এত বলি ভাণ্ডার দিলেক শত২॥
যত রত্ন পাইল বীর দিল চালাইয়া।
মাহিষ্মতী পুরে বীর উত্তরিল গিয়া॥
মাহিষ্মতী পুরীর অধিপ নীল রাজা।
পরপক্ষ শুনিয়া ধাইল মহাতেজা॥
সহদেব সহিত হইল মহারণ।
নীল ভূপতির সেনাপতি হুতাশন॥
বিপক্ষ দেখিয়া অগ্নি নিজ মূর্ত্তি ধরে।
সর্ব্ব সৈন্য দহে সহদেবের গোচরে॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দাহন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে পাণ্ডুর নন্দন॥

জনমেজয় বলে কহ ইহার কারণ।
যজ্ঞেতে বাধক হৈল কেন হুতাশন॥
মুনি বলে নীল রাজা সদা যজ্ঞ করে।
তাহার তনয়া আগে পূজে বৈশ্বানরে॥
যতক্ষণ নাহি পূজে তাহার নন্দিনী।
ততক্ষণ প্রজ্বলিত না হয় অগিনি॥
বিম্বোষ্ঠ আনন চন্দ্র দেখিয়া তাহার।
কামানলে দহে অঙ্গ অগ্নি দেবতার॥
দ্বিজ মুর্ত্তি হৈয়া অগ্নি গেল তার পাশে।
মধুর বচন বলি কন্যারে সম্ভাষে॥
শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে হইল প্রচণ্ড।
আজ্ঞা কৈল করিবারে পরদার দণ্ড॥
ক্রোধেতে আপন মুর্ত্তি ধরে বৈশ্বানর।
অস্তেব্যস্ত উঠি স্তব করে নরবর॥
হৃষ্ট হয়ে কন্যা দান ভূপতি করিল।
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি রাজারে বলিল॥
বর মাগ নরপতি যেই লয় মনে।
রাজা বলে সদা মম থাকিবা সদনে॥
পর চক্র যেন মোরে নহে বলবান।
এই বর মাগি আজ্ঞা কর ভগবান॥
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি বর দিল তায়।
কন্যা সহ বৈশ্বানর রহিল তথায়॥
যতেক নৃপতি আইসে না জানি এমন।
মাহিষ্মতীপুরে গেলে অবশ্য মরণ॥
ভয়েতে তথায় আর কেহ নাহি যায়।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জে নীল রাজা রায়॥
সহদেব সৈন্যে দহে দেব হুতাশন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্ব জন॥
অচল পর্ব্বত প্রায় মদ্রসুতাসুত।
বিস্ময় মানিল বীর দেখিয়া অদ্ভুত॥
হৃদয়ে চিন্তিল এই দেব হুতাশন।
অস্ত্র শস্ত্র ত্যজি বীর করয়ে স্তবন॥
যত দেবহেতু দেব তোমার উৎপত্তি।
পাপ হন্তা তব নাম সর্ব্ব ঘটে স্থিতি॥
রুদ্রগর্ভ জলোদ্ভব বায়ুসখাশিখী।
চিত্রভানু বিভাবসু নাম পিঙ্গ আঁখি॥
তোমা আরাধিলে তুষ্ট দেব পিতৃগণ।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে এই সে কারণ॥
নিজ ভক্তে বিঘ্ন করা নহে সমুচিত।
জগতে বিখ্যাত তুমি সভাকার হিত॥
সহদেব স্তুতি বশে দেব হুতাশন।
নিবর্ত্তিয়া শান্তমূর্ত্তি হইল তৎক্ষণ॥
আশ্বাসিয়া সহদেবে বলে বৈশ্বানর।
উঠ২ কুরুপুত্র না করিহ ডর॥
এই নীলধ্বজপুর আমার রক্ষণ।
তব সেনা দহিলাম এই সে কারণ॥
তুমি প্রিয় আমার ক্ষমিলাম তোমারে।
করিব তোমার কার্য্য আইলা যে কার্য্যেরে॥
রাজারে বলিল পূজা কর সহদেবে।
নানা রত্ন ধন দিয়া পরম গৌরবে॥
তবে নীল রাজা তারে পূজিল বিশেষ।
তথাহৈতে গেল বীর ত্রিপুরের দেশ॥
কৌশিক সুরাষ্ট্র ভোজকটক পশিল।
ভীষ্মকনন্দন রুক্মি সহ যুদ্ধ হৈল॥
যুদ্ধে হারি দিল কর বহু রত্ন ধন।
শূর্পারক দেশে গেল দণ্ডক কানন॥
সমুদ্রের তীরে ম্লেচ্ছ কিরাত বসতি।
ক্ষণমাত্রে সভারে জিনিল মহামতি॥
রাক্ষস আছয় বহু তাহার দক্ষিণে।
অনেক মারিল বীর পাণ্ডুর নন্দনে॥
তথাহইতে গেল বীর দেশ দীর্ঘকর্ণ।
অতি দুই দীর্ঘ কর্ণ শরীর বিবর্ণ॥
কালমুখ হ্রস্বমুখ কোলগিরি আদি।
বহু রাজ্য জিনিয়া আনিল রত্ন নিধি॥
তাম্রদ্বীপ রামগিরি জিনি অবহেলে।
এক পদ দেশ গেল মন্ত্রি মহাবলে॥
রাজ্যের যতেক লোক সবে এক ঠ্যাঙ্গ।
অস্ত্র ধনু হাতে করি চলে যেন ব্যাঙ্গ॥
সঞ্চয়ন্তী নগরীর ভূপতিকে জিনি।
কর্ণাট কলিঙ্গ পাণ্ড্য যত নৃপমণি॥
দ্রবিড় কেরল ওড্র আটবীর রাজা।
দূতমুখে শুনি আসি সবে কৈল পূজা॥
সেতুবন্ধ দক্ষিণে সমুদ্রতীর গিয়া।
বিভীষণে লঙ্কায় দূত দিল পাঠাইয়া॥
সময় বুঝিয়া রাজা রাক্ষসঈশ্বর।
আজ্ঞা লয়ে ধন রত্ন দিল বহুতর॥
তথাহইতে নিবর্ত্তিল মাদ্রীর নন্দন।
আনন্দেতে ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন॥
ধন রত্ন নিবেদিল ধর্ম্মের নন্দনে।
সকল কহিল বার্ত্তা আনন্দিত মনে॥
দক্ষিণে পাণ্ডব জয় যেই জন শুনে।
তাহার সর্ব্বত্র জয় কাশীদাস ভণে॥

অথ নকুলের দিগ্বিজয় ।

পয়ার ।

পশ্চিম দিগেতে তবে গেলেন নকুল।
গজ বাজি রথ রথী পদাতি বহুল ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
রথের নির্ঘোষে স্তব্ধ সকল সংসার ॥
রোহীতক দেশে রাজা যে ছিল নৃপতি।
প্রথমেতে যুদ্ধ হৈল তাহার সংহতি ॥
রাজার সমরসখা ময়ূরবাহন।
তাহার যতেক সৈন্য সব শিখিগণ ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল নকুলের সঙ্গে।
যেমত সংগ্রাম হয় নকুল ভুজঙ্গে ॥
বায়ু দেবতাক অস্ত্র নকুলে এড়িল।
মহাবজ্রাঘাত শব্দ শিখিগণ গেল ॥
অনল যন্ত্রেতে বীর পোড়াইল পাখা।
ভঙ্গ দিল সব শিখী রাজা হৈল একা ॥
ভয় পাইয়া কর আনি দিলেন রাজন।
তথাহইতে বীরবর করিল গমন ॥
মালব শৈরীষ শিবি বর্ব্বর পুষ্কর ।
এ সব দেশেতে যত ছিল নৃপবর ॥
একে২ সব তবে জিনিল নকুল।
দিগন্তে গেলেন বীর সিন্ধুনদীকূল।
সরস্বতীতটে আছে যতেক রাজন।
সভারে জিনিল গিয়া মাদ্রীর নন্দন ॥
খরক কন্টক আর পঞ্চ নদ দেশ।
জিনিয়া সৌতিকপুর করিল প্রবেশ ॥
বৃন্দারক দ্বারপাল আদি নরপতি।
প্রতিবিন্ধ্য রাজা আদি সকল নৃপতি ॥
যেখানে যে নরপতি যত জন বৈসে।
আনাইল দূত পাঠাইয়া দেশে২ ॥
দ্বারকা নগরে তবে পাঠাইল দূত।
শুনিয়া হৈলেন হৃষ্ট দেবকীর সুত ॥
ধর্ম্মআজ্ঞা পায়ে কৃষ্ণ শিরোপর করি।
কর পাঠাইলেন শকটেতে সব পুরি ॥
একে২ সর্ব্ব দেশ জিনিয়া নকুল।
মদ্র দেশে গেল যথা আপন মাতুল ॥
শল্য নরপতি তবে শুনি সমাচার ।
ভাগিনেয়ে আনি করে বহু পুরস্কার ॥
প্রীতি পুর্ব্বকেতে তাঁর করিলেন বশে।
সমুদ্রের তীরে তবে গেল ম্লেচ্ছ দেশে ॥
দারুণ দুর্দান্ত তথা নিবসে যবন।
সবারে জিনিয়া বীর লইলেক ধন ॥
বড়২ রাজগণ যথা২ বৈসে।
সবারে জিনিল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
একে২ জিনিল সকল নৃপবর।
করদাতা করিয়া চলিল নিজ ঘর ॥
বহু ধন জিনিয়া লইল মহামতি।
বহয়ে বহুত ধন যত মত্ত হাতী ॥
জয়২ শব্দ করি বীর কোলাহলে।
পশিলেন গিয়া বীর চতুরঙ্গ দলে ॥
দেশে২ জিনিয়া আনিল যত ধন।
ধর্ম্মের নন্দনে আসি কৈল নিবেদন ॥
আজ্ঞা লইয়া গেল বীর আপন আলয়।
যত ধন রত্ন ভাণ্ডারেতে সমর্পয় ॥
পাণ্ডববিজয় কথা যেই জন শুনে।
জয়২ হয় থাকে সর্ব্বত্র কল্যাণে ॥
সভা পর্ব্ব সুধারস ব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সংগীত ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ।

পয়ার ।

সকল পৃথিবীপতি করি করদায়।
করেন পরমানন্দে যজ্ঞ ধর্ম্মরায় ॥
সত্যপ্রিয় ধর্ম্ম রক্ষা প্রজার পালন।
দুষ্ট চোর দণ্ড খণ্ড বৈরির মর্দ্দন ॥
নিরবধি যজ্ঞ মহোৎসব হয় দেশে।
সময় জানিয়া তথা জীমূত বরিষে ॥
গবীতে অনেক দুগ্ধ শস্য চতুর্গুণ।
স্বপনে রাজ্যের লোক না জানে বিগুণ ॥
ব্যাধিভয় অগ্নিভয় নাহি সেই দেশে ।
ধর্ম্মসুত স্বয়ং ধর্ম্ম যে দেশে নিবসে ॥
ধান্য ধন জনে পূর্ণ হইল সংসারে।
ধন্য২ বিনা ধ্বনি না শুনি নগরে ॥
ধর্ম্মরাজ বিচার করেন এই মনে।
অক্ষয় অব্যয় ধন দেখিয়া ভুবনে ॥
অসংখ্য অর্ব্বুদ গবী গণন না যায়।
যজ্ঞের সময় এই ভাবেন হৃদয় ॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী সুহৃদ যতেক বন্ধুগণ ।
যজ্ঞ কর মহাশয় বলে সর্ব্ব জন ॥
পৃথিবীর যত রাজা মিলিল তোমারে।
তোমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে ॥
যজ্ঞের সময় এই শুন মহাশয়।
সময়ে না করিলে না হয় অসময় ॥

এই মত নৃপ প্রতি বলে সর্ব্ব জন।
হেনকালে উপনীত ঋষি পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শরদ কমল পত্র অরুণ যুগল নেত্র
শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম কোটি সুধাকরসদ্ম
ওষ্ঠাধর অরুণমণ্ডল॥
তনুরুচি নীলাম্বুজ আজানু লম্বিত ভুজ
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
মস্তকে মুকুট শোভা শত দিবাকরপ্রভা
কনক বরণ পীত বাস॥
যুগপদ কোকনদ অখিল অভয় পদ
ভুবন ভরিয়া যার বাদ।
যেই পদ অহর্নিশ ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ॥
পাদপদ্ম মোক্ষনিধি যাহে জন্মে সুরনদী
তিন লোক পবিত্র কারণ।
যার পদ চিহ্ন পায়ে অনন্ত অভয় হয়ে
কালিয় বিহরে যথা মন॥
শক্র বক কেশি কংস দুষ্ট জন দর্প ধ্বংস
বৃষ্ণি বংশে শফরী ফলিল।
স্বভক্ত কুমুদইন্দু পাণ্ডবগণের বন্ধু
নিজরূপে সৃজিল অখিল॥
চড়িয়া গরুড়ধ্বজ অগণিত অশ্ব গজ
চতুরঙ্গ দলে যদুবলে॥
ধর্ম্মরাজ প্রীতিহেতু লইয়া রতন সেতু
আইলেন নানা কোলাহলে॥
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি নগরে হইল ধ্বনি
হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।
শুনি ধর্ম্মঅধিকারী পাঠাইল আগুসরি
ভ্রাতৃ মন্ত্রিগণ আস্তে ব্যস্তে॥
ভীম পার্থ অনুব্রজি গোবিন্দ ষড়ঙ্গে পূজি
লইয়া গেলেন নিজ ধাম।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি
ভূমে লুঠি করেন প্রণাম॥
অসংখ্য অমূল্য ধন করিলেন বিতরণ
অশ্ব গজ শৃঙ্গি অগণিত।
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া
পূজিলেন যেমন বিহিত॥

পাণ্ডব নক্ষত্রমাঝে কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ
বসিয়া সভায় সর্ব্বজন।
বসিয়া গোবিন্দ পাশে যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে
কহিছেন বিনয় বচন॥
তব অনুগ্রহ বলে এ ভারত ভূমণ্ডলে
না রহিল অসাধ্য আমার।
আমি না করিতেযত্ন মিলিল অনেকরত্ন
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার॥
নিশ্চয় আমারে যদি কৃপা আছে গুণনিধি
সব দ্রব্য রাখি কোন স্থলে।
শুনিয়া তোমার মুখে তুষিব অমর লোকে
দ্বিজ হস্তে সমর্পি সকলে॥
পিতৃআজ্ঞাহৈতে তরি স্বর্গ কাম নাহি করি
তব পদাম্বুজে মাগি ভিক্ষা।
অহে প্রভু মহাভুজে শুনি তব মুখাম্বুজে
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা॥
যদি লয় তব মন আজ্ঞা কর জনার্দ্দন
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর।
রাজার বিনয় শুনি কোমল গভীর বাণী
আশ্বাসি কহেন গদাধর॥
এ মহীমণ্ডল মাঝ যত আছে মহারাজ
তব গুণে বশ হৈবে সবে।
আমার পরম ভাগ্য নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে॥
আমাহইতে যেই হয় আজ্ঞা কর মহাশয়
আর যত আছে যদুগণ।
ভ্রাতৃমন্ত্রী বন্ধুমাঝে যে কর্ম্ম যাহারে সাজে
স্থানে২ করি নিযোজন॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পায়ে ভূপতি সানন্দ হয়ে
কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন।
তখনি জানি যে আমি যখন আইলা তুমি
মম বাঞ্ছা হইল সাধন॥
তোমাতেযে ভক্তি ঋদ্ধি ভক্তবাঞ্ছা করেসিদ্ধি
তুমি ভক্তজনে কৃপাবান।
কাশীদাস বলে যদি তরিবা এ ভবনদী
ভজ সাধু দেব ভগবান॥

অথ রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ।

পয়ার।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন॥

ধৌম্য পুরোহিত স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে।
রাজসূয় যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে ॥
যে কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ।
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ ॥
পৃথিবীতে আছেন যতেক রাজগণ।
সৈন্য সহ সকলে করুন আগমন ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি ॥
ইন্দ্রসেন বৃষক সারথি দমআদি।
তিন জন সংযোগ করহ ভক্ষ্য বিধি ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর।
রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর ॥
যখন যে চাহে তাহা না করিবা আন।
শীঘ্রগতি নিযোজন কর স্থান২ ॥
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতীসুত।
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত ॥
সহদেবে অনুজ্ঞা দিলেন নরপতি।
পুনরপি কৃষ্ণে আনি জিজ্ঞাসে যুকতি ॥
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ।
কোন২ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তাহাহৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ ॥
তার যজ্ঞে আইল যে পৃথিবীরাজন।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে ॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
কোন দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন স্থান ॥
ইন্দ্র যম বরুণ করিব নিমন্ত্রণ।
স্বর্গেতে যাইতে শক্ত হবে কোন জন ॥
গোবিন্দ বলেন নাহি অন্যের শকতি।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী ॥
অগ্নিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ নাম।
শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপম ॥
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
তিন লোক ভ্রমিবারে পারে এক দিনে ॥
সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন।
উত্তর দিগেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
পর্ব্বতে যে আছে রাজা কাননভিতরে।
মনুষ্যের কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে ॥
সে সকল রাজারে করিবা নিমন্ত্রণ।
কৈলাস পর্ব্বতে যাবা যথা বৈশ্রবণ ॥
তারে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবা।
মনুষ্য অগম্য স্বর্গ কেমনেতে যাবা ॥
ইন্দ্র সহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি বৈসে যত জন ॥
সবে নিমন্ত্রিয়া যাহ বরুণের পুরী।
তথাহইতে যাহ যথা মৃত্যুঅধিকারী ॥
তব ধর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল।
বিশেষে তোমারে স্নেহ করেন আখণ্ডল ॥
শ্রুতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইলে না আইসে নাহি হেন জন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য সিদ্ধ সাধ্য ঋষি।
পর্ব্বত সমুদ্র যত অন্তরীক্ষবাসী ॥
যারে দেখ তাহারে করিবা নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবা বরণ ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি ॥
বার্ত্তা পায়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর ॥
তথাপি যাইবা তুমি অন্যে নাহি কায।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া তারে তুমি আইসহ সত্বর।
আর যত দুষ্টপনা করে নৃপবর ॥
নিমন্ত্রণ পায়ে যে না আসিবে এথায়।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবা তাহায় ॥
আর তিন দিগেতে যাউক দূতগণ।
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ ॥
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর।
শীঘ্রগামি দূতগণে ডাকেন সত্বর ॥
রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞবিবরণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যত জন ॥
নিজ২ রাজ্যহইতে সকলে আসিবা।
রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবা ॥
এইরূপে তিন দিগে পাঠাইয়া দূত।
উত্তরে করেন যাত্রা স্বয়ং ইন্দ্রসুত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ যজ্ঞ আরম্ভ।

পয়ার।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মাদ্রসুভাসুত।
আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত ॥

নানা রত্ন দিল তারে বিরচিতে ঘর।
কোটি২ শিল্পিগণ গড়ে নিরন্তর॥
দেবের মন্দির স্বর্ণ রত্নেতে নির্ম্মিত।
হেন রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত॥
এক২ পুরমধ্যে শত২ ঘর।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর॥
আসন বসন শয্যা থুইল গৃহে২।
বাপী কূপ জল পূর্ণ গন্ধে মন মোহে॥
কনক রজত পাত্রে করিতে ভোজন।
এক পুরে দূত নিযোজিল শত জন॥
লক্ষ২ গৃহআদি মনোহর স্থল।
নানা বৃক্ষ রুপিল সহিত ফুল ফল॥
দিব্য২ কৈল গৃহ চারি জাতি ক্রম।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে মনোরম॥
পেয় ভোজ্য নিযোজিল ইন্দ্রসেনআদি।
অষ্ট দিগহৈতে দ্রব্য আইসে নিরবধি॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট লক্ষ২।
বৃষভ নৌকায় আইসে যত দ্রব্য ভক্ষ॥
রাত্রি দিবা সায়ৎ প্রাত নাহিক বিশ্রাম।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অভিরাম॥
ময় বিরচিত সভা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সুরাসুর মুনি করে যাহার বাখান॥
তথি মধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল।
দ্বিজ মুনিগণ সব দীক্ষা করাইল॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন॥
হইলেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ।
অন্য২ কর্ম্মে অন্য মুনি নিযোজন॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠ তাত বিদুর সহিত।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সসুহৃত॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ॥
গান্ধারীপ্রভৃতি রাজপত্নী সমুদায়।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায়॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে।
চলিল নকুল বীর হস্তিনানগরে॥
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্ব জন।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ॥

রাজসূয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হইয়া।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া॥
হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ দলেতে চলিল কুরুগণ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন হিতাহিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজ।
আগু সরি আনিলেন আপন সমাজ॥
সবারে কহেন পার্থ বিনয় বচন।
এ কার্য্য তোমার হেন কন্ জনে জন॥
পিতামহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয়।
আপনে বিধান বুঝি কর মহাশয়॥
যাহাহৈতে যেই কার্য্য হয়ত সাধন।
স্থানে২ সবারে করেন নিযোজন॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্ম্মভার॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম দ্রোণে অধিকার।
দুর্য্যোধনে সমর্পিত সকল ভাণ্ডার॥
ভক্ষ ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে।
ব্রাহ্মণ পূজার ভার গুরুর নন্দনে॥
রাজগণে চর্চ্চিতে আপনি ধনঞ্জয়।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয়॥
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্যা ভার॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রদীপকোঙর।
তিন জন গৃহ কর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর॥
সভা রাখিবারে দ্বারি কৈল নিযোজন।
পূর্ব্ব দ্বারে নিযোজিল মহারথিগণ॥
সহস্র২ রথী সঙ্গে পরিবার।
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব্ব দ্বার॥
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিযোজিল।
যোদ্ধা ষাটি সহস্র তাহার সঙ্গে দিল॥
সাত্যকি দক্ষিণ দ্বারে কৈল নিযোজন।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভিড়ন॥
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্রসুত।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত॥
হাতেতে নিগড় বেত্র লইয়া সর্ব্ব জন।
নানা যন্ত্র লয়ে করে দ্বারের রক্ষণ॥
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর।
এক লক্ষ রথী সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর॥
রাজগণ আগমন জ্ঞাত করিবারে।
অধিকার দিল দুই মাদ্রীর কুমারে॥

এইমত সবাকারে করি নিয়োজন।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন॥
দূতদ্বারা নিমন্ত্রণ পায়ে রাজগণ।
সসৈন্য করিল সবে তথা আগমন॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র লয়ে চারি জাতি।
স্বস্বরাজ্যহইতে আইল নরপতি॥
নানাবর্ণে নানারত্ন যে রাজ্যে যে হয়।
পাণ্ডবের প্রীতিহেতু সঙ্গে করি লয়॥
কেহ২ নিল নিজ পৌরুষ কারণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহুধন॥
হস্তী উট বৃষভ কটক নৌকাপুরি।
নানাবর্ণে কত রত্ন লিখিতে না পারি॥
শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা।
মাণিক্য বৈদূর্য্য মণি মরকত নিলা॥
প্রবাল মুকুতা হীরা সুবর্ণ মিশাল।
নানা বর্ণে বসন বিবিধ বর্ণে ছাল॥
কীটজ লোমজ নানা বর্ণে বিরচিত।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি গবী অগণিত॥
চতুর্দ্দোলা করি নিল দিব্য নারীগণ।
তমাল শ্যামল অঙ্গ কুরঙ্গ লোচন॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ কুসুম কস্তূরী।
নানা বর্ণে পক্ষি নিল পিঞ্জরেতে পুরি॥
এইমত কর লয়ে যত রাজগণ।
দূতমুখে শুনিমাত্র করিল গমন॥
উত্তরে হিমাদ্রি পূর্ব্বে সমুদ্রঅবধি।
দক্ষিণেতে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধু নদী॥
দিবা নিশি পথ বহে নাহিক বিচার।
সর্ব্ব লোক পৃথিবীর হৈল একাকার॥
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি নানা বাদ্য ধ্বনি।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী॥
জল স্থল উচ্চ নীচ নাহি দেখি ক্ষিতি।
দিবারাত্রি অবিশ্রাম লোক গতাগতি॥
চতুর্দ্দিগহইতে আইল রাজগণ।
সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্ব জন॥
সবাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয়।
যথা যোগ্য রহিবারে দিলেন আলয়॥
হিমাদ্রি সমুদ্র আদি যত দ্বিজ বৈসে।
লিখনে না যায় যত অহর্নিশি আইসে॥
রাজসূয় যজ্ঞবার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে॥
জলবাসি স্থলবাসী পর্ব্বতনিবাসী।
লক্ষ২ আইল তপস্বী সিদ্ধ ঋষি॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পূজে দ্বিজগণে।
দিব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্ব্ব জনে॥
এক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা পরিবার।
দ্বিজগণ পূজে সবে দিয়া উপহার॥
অনেক আইল ক্ষত্র বহু বৈশ্যগণ।
অনেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যত জন॥
দুঃশাসন সহিত অনেক পরিবার।
রন্ধন করিল কোটি২ সূপকার॥
করে পরিবেশন অনেক সূপকার।
গৃহে২ স্থানে২ রন্ধন ব্যাপার॥
স্থানে২ ক্ষণে২ ভ্রমে দুঃশাসন।
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি॥
চারি জাতি পৃথক্২ সবে ভুঞ্জে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে॥
খাও২ লও২ এই মাত্র শুনি।
কার মুখে নাহি সরে না পাইনু ধ্বনি॥
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন।
কুঙ্কুম কস্তূরী মাল্য অগুরু চন্দন॥
কর্পূর তাম্বূল আর যার যাহে প্রীত।
কোথাহইতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত॥
স্বর্গে ইন্দ্র সহিত যতেক দেবগণ।
পাতালে ভুজঙ্গরাজ আর বিভীষণ॥
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেত পক্ষ॥
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি।
যজ্ঞের সদনে সবে আইসে দিবা রাতি॥
অদ্ভুত দ্বাপর যুগে যজ্ঞ আরম্ভিল।
না হইবে ক্ষিতিমাঝে পূর্ব্বে না হইল॥
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
রাজঅভিষেক কর্ম্ম কর মুনিগণ॥
কৃষ্ণের বচনেতে উঠিল মুনিগণ।
নানা তীর্থ জল লয়ে ধৌম্য দ্বৈপায়ন॥
অসিত দেবল জামদগ্ন্য পরাশর।
স্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর॥
স্নান করাইল ব্যাস শুভক্ষণ জানি।
অম্লান বসন দিল চিত্ররথ আনি॥
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল।
চেদির ঈশ্বর লয়ে পাগ যোগাইল॥
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করেন ব্যজন।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন॥

অবন্তির রাজা চর্ম্মপাদুকা লইল।
খড়্গছুরী লয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল॥
চেকিতান শর তূণ লইয়া বামেতে।
কাশীর ভূপাল ধনু লয়ে দক্ষিণেতে॥
নারদাদি মুনিমুখে বেদ উচ্চারণ।
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরশে গগণ॥
গন্ধর্ব্বেতে গায় গীত নাচয়ে অপ্সরী।
পাঞ্চজন্য পুরিলেন আপনি শ্রীহরি॥
শঙ্খের নিনাদ গিয়া গগণ পূরিল।
যত২ জন ছিল ঢুলিয়া পড়িল॥
বাসুদেব পাণ্ডব পঞ্চালের নন্দন।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অস্ট জন॥
শঙ্খনাদে মোহ হয়ে পড়িল ঢুলিয়া।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া॥
দ্বৈপায়ন আদি মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত॥
সভাপর্ব্বে সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাস কহে যে ভারতে গাঁথা॥

নিমন্ত্রণ করিতে যাত্রা।

পয়ার।

জনমেজয় বলে শুনিলাম সাধারণ।
কোন দিগহইতে আইল কোন জন॥
কত সৈন্য আইল তারা কি কর লইয়া।
পিতামহে কোনরূপে ভেটিল আসিয়া॥
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি।
কি রূপে আইল তথা দেব পশুপতি॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি ভাঙ্গ মনোধন্দ।
পিতামহ চরিত্র অসীমমকরন্দ॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
কিছু অল্প কহি শুন প্রধান২॥
কপিধ্বজ রথে পার্থ করি আরোহণ।
দমনামে সারথি চালায় অশ্বগণ॥
যতেক পর্ব্বত পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে।
সভা নিমন্ত্রিয়া যান পর্ব্বত কৈলাসে॥
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ।
ধর্ম্ম রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন॥
কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন বচনে।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে॥
কুবেরের বোলে প্রীত হইয়া অর্জ্জুন।
সবিনয় কৃতাঞ্জলি কহিছেন পুনঃ॥
ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ।
কোন পথে যাব সঙ্গে দেহ জ্ঞাত জন॥
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাহ যথা সুরপতি॥
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি।
কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি॥
সেখানহইতে যান ইন্দ্রের নন্দন।
কত দূরে দেখিলেন হরের ভবন॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী।
চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারি॥
যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হবে হরের গমনে॥
এত বলি অর্জ্জুন নামিয়া রথহইতে।
উপনীত হইলেন হরের অগ্রেতে॥
হরেরে করেন স্তুতি কুন্তীর নন্দন।
হর বলিলেন বর মাগ যাহে মন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া পার্ব্বতী হর করেন স্বীকার।
এই চলিলাম আমি যজ্ঞেতে তোমার॥
শঙ্কর বলেন গিয়া হইব সহায়।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয়॥
পার্ব্বতী বলেন যাব যজ্ঞের সদনে।
যজ্ঞেতে আসিবে যত বৈসে ত্রিভুবনে॥
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
এই নাম লয়ে তব সুপকারগণে।
অল্প দ্রব্যে সুতৃপ্ত করুক বহুজনে॥
অক্ষয় অব্যয় হবে অমৃত সমান।
আর যার যাহে প্রীতি পাবে বিদ্যমান॥
হর পার্ব্বতীর বর পায়ে ধনঞ্জয়।
প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ হৃদয়॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবন গমনে।
ক্ষণমাত্র উপনীত ইন্দ্রের ভবনে॥
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া॥
আপনার কোলে বসাইয়া দেবরাজ।
জিজ্ঞাসেন কহ তাত কি তোমার কায॥
অর্জ্জুন বলেন দেব তোমাতে গোচর।
রাজসূয় করিছেন ধর্ম্ম নরবর॥
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইবা আপনি।
আর যত স্বর্গে বৈসে সুর সিদ্ধ মুনি॥

ইন্দ্র বলিলেন যজ্ঞে করি আগুসার।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার॥
এই দেখ সুসজ্জ যতেক দেবগণ।
চারি মেঘ অষ্ট হস্তী সকল পবন॥
স্বর্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবী দুর্লভ।
তব যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইল সব॥
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন।
তুমি যাহ অন্য জন কর নিমন্ত্রণ॥
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন।
প্রণমিয়া অন্য দিগ করেন গমন॥
পৃথিবী দক্ষিণে সূর্য্যসুতের ভবন।
তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবনের গতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি॥
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায়।
আশিষ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায়॥
কোন হেতু হেতায় তোমার আগমন।
কি করিব প্রীতি তব ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
রাজসূয় যজ্ঞেতে হইবা অধিষ্ঠান॥
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন।
সবাকারে লয়ে যজ্ঞে করিবা গমন॥
স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন শমনে॥
নারদ কহেন তব সভার কথন।
নিবসে এখানে মর্ত্ত্যে মরে যত জন॥
শুনিয়াছি প্রত্যেকে পিতার বিবরণ।
সেই বার্ত্তা পায়ে রাজসূয় আরম্ভণ॥
এখন সে সব জনে নাহি দেখি কেনে।
পিতাআদি আমার আছেন কোনখানে॥
হাসিয়া বলেন যম তবে অর্জ্জুনেরে।
যে মরিল তাহারে দেখিবা কি প্রকারে॥
জীবে মৃত কোথায় নাহিক দরশন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈলেন অর্জ্জুন॥
যম নিমন্ত্রিয়া তথা পাইয়া মেলানি।
বরুণ আলয় যান বীরচূড়ামণি॥
পশ্চিম দিগেতে জলপতির আলয়।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ।
ধর্ম্মযজ্ঞস্থানে তুমি করিবা গমন॥
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে।
সবাকে লইয়া সঙ্গে যাবা মম দেশে॥

বরুণ বলিল যজ্ঞে করিব গমন।
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন॥
কেবল দানব দৈত্যে নাহি অধিকার।
যত২ জন আছে নিলয়ে আমার॥
তাহা সবা লইবারে যদি আছে মন।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
বরুণের বচনে গেলেন ধনঞ্জয়।
কত দূরে ভেটিল দানব রাজা ময়॥
ময় জিজ্ঞাসিল পার্থ কহেন সকল।
পূর্ব্ব উপকার স্মরি স্বীকার করিল॥
এথায় নিবসে দৈত্য যতেক দানব।
বলেন আমার যজ্ঞে লয়ে যাবা সব॥
এত শুনি ময় তাঁকে বলিল বচন।
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন॥
তুমি চলি যাহ যথা আছে প্রয়োজন।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন॥
তথাহইতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে।
লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে॥
রথ চালাইয়া দিল তারা যেন ছুটে।
কতক্ষণে উত্তরিল লঙ্কার নিকটে॥
ইন্দ্র যমপুরী যেন বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাহার সমান॥
পুরী দেখি বড় প্রীত বীর ধনঞ্জয়।
চলিলেন যথা বিভীষণের আলয়॥
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষসঈশ্বর।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙর॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ তুমি কোন জন।
প্রত্যেকে সকল কথা কহেন অর্জ্জুন॥
রাজসূয় যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়া॥
তব যজ্ঞে যাইব দেখিব নারায়ণ।
সঙ্গেতে লইব পুরে বৈসে জত যন॥
তুমি যাহ যথায় যে থাকে প্রয়োজন।
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন॥
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন আরবার॥
রাজগণ নিমন্ত্রণে দূতগণ গেল।
শুনিমাত্র নৃপগণ সকল আইল॥
দূতবাক্য হেলা করি না আইল যে জন।
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন॥

সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাস কহে সুধাসিন্ধু গাঁথা॥

অথ পাতালে পার্থের যাত্রা।

পয়ার।

অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসেন দেব নারায়ণ।
বল কারে২ করিলা হে নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক।
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক॥
করিলেন কুবের আদির নিমন্ত্রণ।
প্রত্যেকে বৃত্তান্ত সব কহেন অর্জ্জুন॥
গোবিন্দ বলেন যাহ পাতাল ভুবন।
শেষ নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতালে বাসুকি।
তোমা বিনা অন্য যায় এমন না দেখি॥
বাসুকি আইলে যজ্ঞ হইবে সংপূর্ণ।
বিলম্ব না কর সখা যাহ তুমি তূর্ণ॥
গোবিন্দের বচনে বিলম্ব না করিয়া।
পাতালে গেলেন পার্থ রথে আরোহিয়া॥
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয়।
চৌদিগে বেষ্টিত ফণি শেষ মহাশয়॥
দশ শত ফণা ধরে মস্তকউপর।
তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন।
উপনীত হইলেন তথা হৃষ্ট মন॥
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
কর যোড় করিয়া রহেন সবিনয়॥
শেষ জিজ্ঞাসেন কেন তব আগমন।
প্রত্যেকে কহেন পার্থ সর্ব্ব বিবরণ॥
রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ।
সুররাজ সহিত আসিবা সর্ব্বজন॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্রআদি যত দিকপতি।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি॥
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন।
রাজসূয় মহাযজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয়।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয়॥
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় স্মরণে যাঁহার॥
যথা কৃষ্ণ তথায় আছয়ে সর্ব্ব জন।
ব্রহ্মা শিব আদি যত দিকপালগণ॥
অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্রিয়া।
সেই কৃষ্ণে ভাল মতে পূজা কর গিয়া॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেতে নিবসে যত প্রাণী।
কত ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র কত শেষ ফণি॥
সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
সুখ পায় শিখা জল দিলে বৃক্ষমুলে॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ॥
নিজবশ নহি সবে তাঁর মায়াবন্ধ।
জানিয়া শুনিয়া পুনঃ হয় মায়াধন্দ॥
পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে চাহিয়া।
আমারে লইতে যে আইলা না জানিয়া॥
মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি যাব যজ্ঞে কে ধরিবে ক্ষিতিভার॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহেন আমারে।
যজ্ঞ পূর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে॥
ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাহ আমি লব পৃথিবীর ভার॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর॥
পৃথিবী লইবা হেন করিলা স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু বাক্য পাল আপনার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
কর যোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব॥
ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য পদ করিয়া বন্দন॥
অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণহৈতে লৈয়া।
যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতিঅস্ত্রে বসাইয়া॥
ধরেন ধরণি শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল॥
তবে শেষ যত নাগ লইয়া সংহতি।
রাজসূয় যজ্ঞস্থানে গেল শীঘ্রগতি॥
বাসুকি অনন্ত আর তক্ষক কৌরব।
ধৃতরাষ্ট্র নহুষ কর্কট জরদ্গব॥
কোপন কালিয় ত্রিপূর্ণ ধনঞ্জয়।
অজ্যক উগ্রক দুষ্ট রুষ্ট মহাশয়॥
নিল শ্বেতশঙ্খ শঙ্খচূড় বক্রদন্ত।
কলিচূড় পিঙ্গচক্ষু কাল মহাবন্ত॥
পুত্রপৌত্র সংহতি চলিল লক্ষ২।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য॥
পাঁচ সাত শির কার ষট্ সপ্ত শত।
সহস্র মস্তক কার আকার পর্ব্বত॥

নিজ পরিবারেতে চলিল ফণিরাজ।
হেথায় সুরেন্দ্র লয়ে দেবের সমাজ ॥
ঐরাবত আরোহণ বজ্র শোভে করে।
মাতলি ধরয়ে ছত্র মস্তক উপরে ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর ॥
উনপঞ্চাশ বায়ু সপ্তবিংশ হুতাশন।
যজ্ঞ মন্ত্র পুরোধা দক্ষিণা দণ্ড ক্ষণ ॥
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারি মেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি চলিল বিস্তর ॥
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রতু যজ্ঞ লোমশ সুধিরা ॥
অসিত দেবল কৌণ্ড শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন ॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্রসহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখেং ॥
চড়িয়া পুষ্পকরথ ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
চিত্ররথ তুম্বুরু অঙ্গিরা গুণনিধি।
বিশ্বাবসু মহেন্দ্র মাতঙ্গ সুর আদি ॥
ফলকর্ণ ফলোদক চিত্রক লোত্রক।
লিখনে না যায় যত চলিল গুহ্যক॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চিত্রসেনী।
চারুনেত্রা মিশ্রকেশী বুদ্বুদা মোহিনী ॥
চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরুতি সমাচী।
পোনিকা কদম্বা অর্ম্মা শূদ্রা রুচি শুচি ॥
লক্ষং বিদ্যাধরী নৃত্য গীত নাদে।
কুবেরের সহ সবে চলিল আহ্লাদে॥
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর ॥
কালগিরি হেমকুট মন্দর মৈনাক।
চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাখ ॥
চিত্রকূট বিন্ধ্য গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল ॥
রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল।
কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল ॥
লক্ষং পর্ব্বত দেবের রূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি ॥
বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত।
মুর্ত্তিমন্ত সপ্ত সিন্ধু যতেক সরিৎ ॥
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকরসুতা।
চিত্রপালা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা ॥
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযূ লোহিতা।
দেবনদী মহানদী মদাস্বী সবিতা ॥
ভৈরবী ভারবী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী গোমতী আরো যে সৌরবতী ॥
নর্ম্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র কংস।
তমুল কমলা বিষ কোলামুক বংশ ॥
গণ্ডকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শত লোকত্রেয়া ॥
ঝুমঝুমি কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী।
সিন্ধুকা কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী ॥
ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর।
বাপী হ্রদ তড়াগ ধরিয়া কলেবর ॥
যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি।
মহিষ বাহনেতে চলিল প্রেতপতি ॥
পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যু পাশ।
আইল অমরবর্গ যুড়িয়া আকাশ ॥
অদ্ভুত দ্বাপর যুগে হৈল যজ্ঞরাজ।
না হইল কভু যাহা অবনীর মাঝ॥
মনুআদি করি রাজা না যায় লিখন।
যযাতি নহুষ রঘু মান্ধাতা ভ্রমণ ॥
ভগীরথ দিলীপ সগর দশরথ।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুরথ ভরত ॥
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র সূর্য্য কুল।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুল ॥
উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন।
কর লয়ে আইলেন সেই দেবগণ ॥
মহেশ পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিত রূপ নাহি দেখে কোন জন ॥
দক্ষিণে ত্রিশূল শিরে শোভে জটা ভাল।
চরণ পরশে দাড়ি বাম করে তাল ॥
এইরূপে সদা শিব সবাকারে রাখে।
যত দূর যজ্ঞ স্থল সব ঠাঞি থাকে ॥
যতং জন আইল যজ্ঞের সদনে।
ছায়ারূপে অন্নদা তোষেন সর্ব্ব জনে ॥
যার যেই বাঞ্ছা তার আপনি যোগায়।
যে দ্রব্য যেই ইচ্ছে তাহা সেই ক্ষণে পায় ॥
অশ্ব আরোহণ করে খরকরবাল।
উন কোটি দানা লয়ে আইল ক্ষেত্রপাল ॥
শত কোটি দৈত্য লয়ে আইল দৈত্য ময়।
ছয় সহোদর আইল বিনতাতনয় ॥

দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আইল সর্ব্ব জন।
প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণ॥
চতুর্দ্দিগ থাকিয়া দেখেন চতুর্মুখ।
প্রজাপতি গণসহ যজ্ঞের কৌতুক॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ দ্রুপদ রাজার আগমন।

পয়ার।

দূত মুখে বার্ত্তা পায়ে পঞ্চালাধিকারী।
দুহিতা হইবে মম রাষ্ট্র পাটেশ্বরী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী হরিষ বড় চিত।
যজ্ঞঅঙ্গ দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সেবকী মনোরমা।
সুধাংশুবদনী পদ্মনয়নী সুশ্যামা॥
অনেক আইল দাস দাসী সমুদায়।
সহস্রেক দাসী নিল মনোরম কায়॥
যুগল সহস্র বাজি গতি বায়ু সম।
বহু২ দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম॥
সর্ব্ব রাজ্য দিব হেন বিচারিল মনে।
সহদারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে॥
চতুরঙ্গ দলে আর প্রজা চারি জাতি।
নানা বাদ্য শব্দেতে স্থগিত বসুমতী॥
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্ব দ্বারে।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে॥
রহ২ ক্ষণেক পঞ্চালঅধিকারী।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি॥
এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্দ্ধর।
তাহা হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর॥
ইন্দ্রসেন বচনে রহিল নৃপবর।
হেন কালে আইলেন মাদ্রীর কোঙর॥
দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর॥
বহু রত্ন আনিল অনেক দাসী দাস।
অশ্ব হস্তী উট খর নানা বর্ণ বাস॥
আজ্ঞা পাইলে আসিয়া করিবে দরশন।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ন ধন।
দুর্য্যোধন ভাণ্ডারিরে কর সমর্পণ॥
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে।
পুত্র সহ হেথা লয়ে আইসহ রাজনে॥
আজ্ঞা পাইয়া সহদেব করিল তেমতি।
যেইমত কহিয়াছিলেন নরপতি॥
সপুত্র ভিতরে গেল পঞ্চালঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল জন কত নৃপবর॥
ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয়॥
হিড়ম্বক বনেতে তাহার অধিকার।
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার॥
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞহেতু নানা রত্ন করিয়া সাজন॥
নানা বাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করি আচরণ॥
ধবলমাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন সহস্র লোচন॥
মাথায় মুকুট মণি রত্নেতে মণ্ডিত।
সারি২ শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত॥
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত২।
পর্ব্বতীয় হস্তী অশ্ব নানা বর্ণে রথ॥
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমসুত।
চতুর্দ্দিগে হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত॥
কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেতপতি।
অরুণ বরুণ কি বা কোন মহামতি॥
কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্র লোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত॥
কেহ বলে এই যদি হইত শমন।
গজ না হইয়া হৈত মহিষ বাহন॥
বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর।
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হৈলে দিবাকর॥
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজহৈতে নামিলেক হিড়িম্বাকুমার॥
প্রবেশ হইতে দ্বারে রাখিল দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলা কোথাহৈতে॥
পরিচয় দেহ বার্ত্তা জানাব রাজারে।
রাজাজ্ঞা পাইলে পাবা যাইতে ভিতরে॥
ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ব্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ॥
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ।
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ॥
সহদেব কহিলেন গোচরে রাজার।
জননী সহিত আইল হিড়িম্বাকুমার॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন আন শীঘ্রগতি।
জননী পাঠাও তাঁর যথায় পার্শতী॥

যত দ্রব্য আনিল সমর্প দুর্য্যোধনে।
আজ্ঞা পায়ে সহদেব গেল তত্ক্ষণে ॥
হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ ভিতর।
ঘটোৎকচ লয়ে গেল রাজার গোচর ॥
হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
অলঙ্কারে বিভূষিত আনন্দিত অঙ্গ।
বিনা মেঘে স্থির যেন তড়িৎ তরঙ্গ ॥
কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল ॥
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে ॥
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া পার্শ্বতী দেবী অন্তরে কুপিল ॥
কৃষ্ণা বলে নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি ॥
কি আহার কি আচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন ॥
ভ্রাতৃ বৈরি জনে কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুরা হয়ে তো ভজিলি হেন জনে ॥
সতত ভ্রমিস তুই যথা লয় মন।
একে কুপ্রকৃতি আরে নাহিক বারণ ॥
স্থানে২ বেড়াসি ভ্রমরে যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাসি উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া ॥
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্য জালে।
দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে ॥
অকারণে পাঞ্চালী করিস অহঙ্কার।
পরে নিন্দ নাহি দেখ ছিদ্র আপনার ॥
কুরূপ কুৎসিত লোকে নিন্দে ততক্ষণ।
যতক্ষণে দর্পণেতে না দেখে বদন ॥
তোমার জনকে পূর্ব্বে জানে সর্ব্ব জনা।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা ॥
যেই জন করিলেক এত অপমান।
কোন লাজে হেন জনে দিল কন্যা দান ॥
আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্ব্বন্ধ।
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব ॥
সহিতে না পারি মৈল করিয়া সংগ্রাম।
বীরধর্ম্ম করিল লোকেতে অনুপম ॥
শত্রুরে যে ভজে তারে বলি ক্লীব জন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম ॥
আমার সপত্নী তুমি আমি না তোমার।
তোর বিবাহের আগে বিবাহ আমার ॥
পঞ্চ জন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন।
পঞ্চ পুত্রে আছি বধূ ত্রয়োদশ জন ॥
ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ অর্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা।
দ্বাদশ জনেতে অর্দ্ধ নাহি দেখি মোরা ॥
তথাপি আমারে দেখি অঙ্গ হইল জরা।
কি হেতু নিন্দিস মোরে বল স্বতন্তরা ॥
পুত্র হিড়িম্বক মোর বনের ঈশ্বর।
পুত্রগৃহে থাকিলে নহি যে স্বতন্তর ॥
বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে।
নারীকে যৌবন কালে স্বামী সদা রাখে ॥
শেষ কালে পুত্র রাখে আছে হেন নীত।
বিশেষে আমার পুত্র পৃথিবী পূজিত ॥
মাতুলের রাজ্যমধ্যে হইয়া ঈশ্বর।
বাহু বলে শাসিল যতেক নিশাচর ॥
সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস।
একেশ্বর মোর পুত্র সব কৈল বশ ॥
রাজসূয় যজ্ঞ বার্ত্তা লোক মুখে শুনি।
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি ॥
যত রাক্ষসের বৈরি পাণ্ডু পুত্রগণ।
চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন ॥
বকের অমাত্য ভ্রাতৃ আছে যত জন।
মোর সহোদর হিড়িম্বের বন্ধুগণ ॥
এইত বিচার তারা অনুক্ষণ করে।
এ সকল বার্ত্তা হৈল আমার পুত্রেরে ॥
চরমুখে জানিল কুচক্রি যত জন।
যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন ॥
লৌহ পাশে বান্ধিয়া রাখিল কারাগারে।
যাবৎ সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে ॥
আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
সবারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর ॥
সাক্ষাতে দেখহ কৃষ্ণা মোর পুত্রপ্রভা।
মোর পুত্রে শোভিতেছে পাণ্ডবের সভা ॥
এতেক হিড়িম্বা যদি বৈল কটূত্তর।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা কুপিত অন্তর ॥
পুনঃ২ যতেক কহিস পুত্রকথা।
পুত্রের করহ গর্ব্ব খাও পুত্রমাথা ॥
কর্ণের একঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবে পরাণ ॥

পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল ॥
নির্দ্দোষে আমার পুত্রে দিলা তুমি শাপ।
তুমিহ পুত্রের শোকে পাবা বড় তাপ ॥
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র যায় স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চ পুত্র হবে নাশ ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বাইল ॥
মহাভারতের কথা সুধা সঙ্কু প্রায়।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায় ॥

বিভীষণের অপমান।

পয়ার।

পার্থমুখে বার্ত্তা পায়ে রাক্ষসঈশ্বর।
হরিষেতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর ॥
যেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
বসুদেবগৃহে জন্মিলেন নারায়ণ ॥
নিরন্তর চিত্ত ব্যগ্র যারে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব অন্তর্যামী ভকতবৎসল।
অনুগত জনে দেন মনোমত ফল ॥
তাঁর অনুগত আমি বুঝিনু কারণ।
করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়া স্মরণ ॥
এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া।
যতেক সুহৃদ্গণ আনিল ডাকিয়া ॥
শীঘ্রগতি সজ্জ হও নিজপরিবারে।
আমার সহিত চল কৃষ্ণ ভেটিবারে ॥
দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
বহু রত্ন ধন লহ দিব দামোদরে ॥
লোচনে দেখিব আজি কমললোচন।
জন্মাবধি কৃত পাপ হইবে মোচন ॥
এত বলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ২ নিশাচর ॥
বাজায় বিবিধ বাদ্য রাক্ষসী বাজনা।
শত২ শ্বেতছত্র না যায় গণনা ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে উত্তরিল বিভীষণ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ ॥
বিকৃতি আকার সব নিশাচরগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥
দুই তিন মুখ কার অশ্বপ্রায় মুখ।
বক্রদন্ত দেখি নাসা চক্ষু যেন কূপ ॥
রথহৈতে নামিল ভূমিতে বিভীষণ।
যজ্ঞ স্থান দেখি হৈল বিস্ময় বদন ॥
আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দ্দিগ বেড়ি।
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যুড়ি ॥
কোথায় দেখয়ে এক পদ নরগণ।
দীর্ঘকর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণ বদন ॥
কোথায় কিরাত ম্লেচ্ছ বিকৃতি আকার।
কৃষ্ণ অঙ্গ তাম্রকেশ দেখে কত আর ॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে ॥
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ ॥
কোটি অশ্ব হস্তী কোটি কোটি২ রথ।
স্থানে২ নৃত্য গীত হয় অবিরত ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে ভাবে মনেমন।
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন ॥
যে দেব দানবে বৈর আছয়ে সদায়।
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায় ॥
যে ফণি গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা।
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্ব সখা ॥
রাক্ষস মানুষে করে পাইলে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ ॥
অদ্ভুত মানিয়া রাজা নাকে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ ॥
দুই ভিতে দেখে রাজা অনিমিষ আঁখি।
তিন ভুবনের লোক এক ঠাঞি দেখি ॥
কে কারে আনিয়া দেয় নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন ভোজন পানে সভার আনন্দ ॥
পরিবার লোক তার রহাইয়া রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ ॥
আগু আর গম্য নহে যাইতে কাহারে।
আছুক অন্যের কায পিপীলিকা নারে ॥
কত দূর আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি ॥
দুই ভিতে দ্বারিগণে মারিতেছে বাড়ি।
একদৃষ্টে আছে সবে দুই কর যুড়ি ॥
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥
কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায়।
প্রতিজনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায় ॥
দূরে থাকি দেখিল রাক্ষসঅধিপতি।
দিব্য চক্ষে দেখিলেন এই লক্ষ্মীপতি ॥

অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া ক্ষিতি করে কর যুড়ে।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে॥
দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুই হাতে ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দে চক্ষের জল ঝরে নিরন্তর॥
নানা রত্ন নিছিয়া ফেলেন ভূমিতলে।
পুনঃ২ ধরি পড়ে চরণকমলে॥
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের আগে লয়ে দিল ততক্ষণ॥
কর যোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কায॥
গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ যেই কাযে।
মম সঙ্গে চলহ ভেটাই ধর্ম্মরাজে॥
বিভীষণ বলে কর্ম্ম সম্পন্ন হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল॥
তোমার পদারবিন্দ দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ বাঞ্ছিত যে অন্য কোন জন॥
লক্ষ্মীর দুর্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ॥
সম্পূর্ণ মানস হৈল সিদ্ধ হৈল কায।
এখন কি করি আজ্ঞা কর দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন।
যার দূত সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলা ধন॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আইলা হেতায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায়॥
বিভীষণ কহিল বলিল দূতগণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠান নারায়ণ॥
তব দ্রোহী হইবে না দিলে তাঁরে কর।
অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর॥
চিরকাল অদর্শনে আছি অপরাধী।
আপনি ডাকিলা হেন ঘটাইল বিধি॥
জগতের ঠাকুর তোমারে আমি জানি।
তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি॥
কিছু হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাই মোর অন্য জন ঠাঞি॥
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
দরশনে হয় যার নিষ্পাপশরীর॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব গুণধাম।
এতিন ভুবনেতে বিখ্যাত যার নাম॥
প্রতাপে যাহারে ইন্দ্রআদি কর দিল।
করদিয়া ফণীন্দ্র স্মরণ আসি নিল॥

উত্তরে উত্তর কুরু পূর্ব্বে জলনিধি।
পশ্চিমেতে আমি দক্ষিণেতে তোমা আদি॥
নাহি দিল না আইল নাহি হেন জন।
সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী।
মনুষ্য আইল যত বৈসয়ে অবনি॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে।
ত্রিশ২ সেবক সেবয়ে এক দ্বিজে॥
ঊর্দ্ধরেতা সহস্র দশেক সদা সেবে।
এখন যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে॥
স্থানে২ রন্ধন হইছে অবিরাম।
লক্ষ২ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জয় একঠাম॥
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করয়ে ভোজন।
একবার শঙ্খনাদ করয়ে তখন॥
হেনমতে মুহুর্মুহু হয় শঙ্খধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি॥
তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
তিন পদ্ম যুতরথ প্রত্যক্ষে অনন্ত॥
লক্ষ নৃপতির পত্নি কে পারে গণিতে।
চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে॥
অর্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন।
কাহার শকতি তাহা করিবেক বর্ণ॥
এক জন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে।
খাও২ লও২ ধ্বনি চারি ভিতে॥
মনুআদি যত হৈল পৃথিবীর পতি।
হেন কর্ম্ম করিবারে কাহার শকতি॥
যত দূরপর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
হেন জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি॥
স্মরণে সুমতি হয় নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণামে পরমা গতি আমার সমানে॥
হেন জনে নাহি জান তোমা হেন জন।
শীঘ্রগতি চল লয়ে করাব দর্শন॥
বিভীষণ বলে প্রভু কহিলা প্রমাণ।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান॥
পূর্ব্বে পিতামহমুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র তব পদকটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায়॥
মম পূর্ব্বে বৃত্তান্ত জানহ গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর॥
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনা শির না নোঙাব কারে॥

যথায় লইয়া যাবা সংহতি যাইব।
কদাচিত অন্য জনে মান্য না করিব॥
এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ আগেতে শ্রীপতি॥
চট২ শব্দেতে চৌদিগে পড়ে ছাট।
গোবিন্দেরে দেখিয়া ছাড়িয়া দিল বাট॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিলে নারায়ণে।
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে॥
গোবিন্দ বলেন দ্বারে না রাখ ইহাঁরে।
স্বদেশে যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে॥
সাত্যকি বলিল প্রভু জানহ আপনি।
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পারে বজ্রপাণি॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত।
যত রাজরাজেশ্বর বৈসে যাম্যভিত॥
মৎস্যদেশ অধিপতি বিরাট নৃপতি।
শূরসেন দন্তবক্র সুমিত্রপ্রভৃতি॥
অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত।
রাজকর লয়ে আছে মাসেকপর্য্যন্ত॥
শ্রেণিমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা।
একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজা॥
কিষ্কিন্ধ্যাঈশ্বর দেখি সিন্ধুকূলবাসি।
গোশৃঙ্গ ভূমল আর রুক্মি তন্ত দেশী॥
ইহা সবাকার সঙ্গে শত পঞ্চ শত।
কোটি২ গজ বাজি কোটি২ রথ॥
নানা রত্ন ধন নিজ পরিবার লইয়া।
দ্বারেতে আছয় দেখ বারিত হইয়া॥
ত্রিশ সহস্র নৃপতি আছয় এই দ্বারে।
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে॥
পুরুজিৎ নামে রাজা পাণ্ডবমাতুল।
রাজআজ্ঞা পায়ে তবে লইল নকুল॥
তার সঙ্গে গেল জন কত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর॥
মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে।
ঢেকা মারি বাহির করিল ততক্ষণে॥
আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব কদাচন।
আজ্ঞা আনি লয়ে যাহ রাজা বিভীষণ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ॥
তথা হইতে গেলেন সহিত লঙ্কাপতি।
পূর্ব্ব দ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বা কুমার।
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সহোদর॥
রাজদরশন হেতু যাবেন ত্বরিত।
হেন জন দ্বারে রাখ না হয় উচিত॥
ঘটোৎকচ বলে শুন দেব চক্রপাণি।
আমি কি করিব তুমি দেখহ আপনি॥
বাইশ সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব অনেক এসেছে।
দুই তিন মাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে॥
বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিষধর।
পাতাল ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে রহে নিরন্তর॥
সহস্রবদন শোভে নাগ অধিকারী।
এইখানে তেঁহ রহিলেন দিন চারি॥
ঐ দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
এক দৃষ্টে বুকে হস্ত নাহি চায় পাছে॥
গিরিবজ্র সুরপতি জরাসন্ধসুত।
জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত॥
নব কোটি রথ নব কোটি মত্ত হাতী।
যষ্টি কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি॥
নানা রত্ন আনিল বিবিধ যানে করি।
হস্তিনী গর্দ্দভ উট শকট উপরি॥
অহর্নিশি নৌকা বাহে সংখ্যা নাহি জানি।
যার নৌকায় ত্রিশ কোশ ঢাকে গঙ্গাপানি॥
বিংশতি সহস্র রাজা সংহতি করিয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥
শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর।
যাহার সহিত পঞ্চ শত নৃপবর॥
তিন কোটি হস্তী সঙ্গে তিন কোটি রথ।
নব কোটি আসোয়ার গতি বায়ুবত॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥
দীর্ঘযজ্ঞ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিন কোটি রথ সঙ্গে তিন কোটি হাতী॥
সপ্ত শত নরপতি সংহতি করিয়া।
কর লয়ে দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
কাশী রাজা দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কৌশলের রাজা বৃহদ্বল নৃপবর॥
বঙ্গরাজা সুপার্শ্ব কৌশিক শ্রুত রাজা।
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্শ্ব মহাতেজা॥

সুপর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুখ শম্বূক।
মণিমন্ত দণ্ডধর নৃপতি মুটুক॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব জরদ্দাবআদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্রঅবধি॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্ত শত।
লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ॥
যে দেশে যে রত্ন জন্মে তাহা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥
উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেই জন।
রাজারে জানায় গিয়া তার বিবরণ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
যারে আজ্ঞা দেন সেই জন করে গতি॥
মুহূর্ত্তেকে রহিমাত্র দরশন পায়।
শীঘ্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেতায়॥
রাজার শ্বশুর দেব দ্রুপদ নৃপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি॥
রাজআজ্ঞা পাইয়া ছাড়িল দ্রুপদেরে।
তার সঙ্গে রাজা কত পশিল ভিতরে॥
সেইহেতু পিতা মোরে করিলেন ক্রোধ।
শ্বশুরের কিছু না রাখিয়া উপরোধ॥
বাহির করিয়া যে দিলেন রাজগণে।
দ্বারিগণে বহু ক্রোধ করিলেন মনে॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি॥
রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞাবিনা ইন্দ্র আইলে না দিবা ছাড়িয়া॥
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে।
আজ্ঞা বিনা কিমতে ছাড়িব বিভীষণে॥
রহাইয়া আন রাজঅনুমতি হরি।
জানাইতে রাজারে নাহিক শক্তি ধরি॥
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাঁহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দোঁহার অধিকার॥
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ নহে যাহ অন্য দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥
বিভীষণে লইয়া গেলেন গদাধর।
কত দূরে দেখিলেন ভীমঅনুচর॥
চারি গোটা নৃপতিরে করিয়া বন্ধন।
কেশে ধরি লইয়া যাইছে চারি জন॥
জিজ্ঞাসেন মাধব তোমরা কোন জন।
এ চারি জনারে কেন করিলা বন্ধন॥
দূতগণ বলে মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল এই চারি নৃপবর॥
শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি॥
এ দোঁহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে।
পার্থ জিনি কর সহ আনিল দোঁহারে॥
এখন না বলিয়া যাইতে ছিল দেশে।
অর্দ্ধ পথহইতে আনিল ধরি কেশে॥
হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে।
উপহাস কৈল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥
এইহেতু চারি জনে আনিল বান্ধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দিতে নিয়া॥
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইয়া চারি জনে।
বৃকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে॥
আগে২ যায় দূত পিছে গদাধর।
কত দূরে দেখেন আইসে বৃকোদর॥
এক লক্ষ রথিসহ ভ্রমে সর্ব্ব স্থল।
চরগণে খুজিছে যে কোথাকার বল॥
ভীমের নিকটে উত্তরিয়া নারায়ণ।
কহিলেন মুক্ত করি দেহ চারি জন॥
কর্ম্মহেতু এ সবারে কৈলা আবাহন।
অনাদর এখন করহ কি কারণ॥
কর্ম্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষুদ্র লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা॥
দুষ্ট শিষ্ট এসেছে অনেক কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে॥
বৃকোদর বলে শুন দৈবকীনন্দন।
দোষ মত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন॥
আর সবে ক্রমে২ সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কোন মতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিলে না পাই কদাচন।
দুষ্টাচারী না ছাড়ে আপন দুষ্টপণ॥
দুষ্টজনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
অবজ্ঞা করয়ে আর কর্ম্মধ্বংস হয়॥
ইহার আমায় পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
তেজহইতে যত দেখ আসিয়াছে হেথা॥
সুকর্ম্ম লভয়ে যদি শাস্তি আচরণে।
ক্রমে ক্রমে সুকর্ম্ম লভিবে এত দিনে॥
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
শুন শুন ভীমসেন আমার বচন॥

তোমার শান্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পূরিল।
তেঞি দেখ তিন লোক একত্র মিলিল॥
শান্তি আচরিতে তুমি এ কর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম যজ্ঞ পূর্ণ হইবে কি ভালে॥
অন্য কর্ম্ম নহে এই রাজসূয় সত্র।
এক লক্ষ রাজা আসি হয়েছে একত্র॥
নাহি জান ইতিমধ্যে আছে ভাল মন্দ।
একচক্র হয়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব॥
কই মোরে তখন কি উপায় করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে॥
পৃথিবীর লোক সব করিবে বিরোধ।
কত২ জনে তুমি করিবা প্রবোধ॥
প.তালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি সম্ভে একেশ্বর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব-যোগ্য কথা না কহিলা দামোদর॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্ব্বজন॥
অজাযূথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেইমতে রাজগণ লাগে মম মনে॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে হয় একদিগে।
কাহার নাহিক দায় হৈল মম ভাগে॥
সসৈন্য আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর॥
মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবারে করিব পরাজয়॥
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমাহেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে॥
গোবিন্দ বলেন সব সম্ভবে তোমারে।
তোমাসহ বিরোধ করিতে কেবা পারে॥
ইহা সভাকারে ছাড় আমার বচনে।
এবে দ্বন্দ্ব করহ যে করে দুষ্টপনে॥
এত বলি মুক্ত করি দিল চারি জনে।
তথাহৈতে লইয়া গেলেন বিভীষণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
যাইতে২ কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে॥
এমত সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে।
আমাহেন জন রাখে যার দ্বারিগণে॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্রআদি করিয়া যাহারে কর দিল॥
বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহাহৈতে রাজসূয় হয়েছে বহুত॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল।
সপ্ত দ্বীপের লোক একত্র হইল॥
আর২ যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্রআদি দেব জিনি নানা যজ্ঞ কৈল॥
একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ॥
ব্রহ্মাআদি ধ্যায়ে প্রভু তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য তুমি ভ্রম দ্বারে২॥
তোমার চরিত্র প্রভু কি বুঝিতে পারি।
নহুষে করিলা ইন্দ্র বলি দূর করি॥
ব্রহ্ম কীট পদ প্রভু তোমার সমান।
যারে যাহা কর তাহা কে করিবে আন॥
ইন্দ্রআদি পদ প্রভু না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঞি দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা॥
কি করিলা জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারে২ ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন॥
দৈবেতে এ দ্বারিগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে॥
মানস হইল পূর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
আজ্ঞা হৈলে মহাপ্রভু যাই নিজ রাজ্য॥
তার বাক্য শুনিয়া বলেন চক্রধর।
কত আর কহিব তোমারে লঙ্কেশ্বর॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ না হয় উচিত॥
নিমন্ত্রণে আইলা যাব না যাবা ভেটিয়া।
রাজা জিজ্ঞাসিলে আমি কি বলিব গিয়া॥
তোমার গমন এবে সবে জ্ঞাত হৈল।
লোকে বলিবেক সেই কৃষ্ণ ভেটি গেল॥
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ।
ক্ষণেকে করিয়া-যাহ রাজসন্দর্শন॥
এইরূপে পথে দোঁহে কথোপকথনে।
উত্তর দুয়ারে উত্তরিলেন দুজনে॥
উত্তর দুয়ারে দ্বারি কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষসঈশ্বর॥
অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহূর্ত্তেক।
এইক্ষণে মাদ্রীর নন্দন আসিবেক॥

তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা পাইলে লয়ে যাহ রাক্ষসঈশ্বর॥
গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে॥
রাবণের সহোদর লঙ্কাঅধিপতি।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার পরনাতি॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ॥
অবধানে দেখ দেব যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি॥
প্রাগদেশঅধিপতি রাজা ভগদত্ত।
নব কোটি রথ সঙ্গে কোটি গজ মত্ত॥
বিংশতি সহস্র রাজা ইহার সংহতি।
ঐরাবত সম যার আরোহণ হাতী॥
নানা রত্ন কর দেখ সঙ্গতি করিয়া।
বহু দিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
বাহ্লীক বৃহন্ত আর সুদেব কুন্তল।
সিংহরাজ সুশর্ম্মা রোহিত বৃহন্নল॥
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দ্বিরদশির মহারাজ সিন্ধু॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
ত্রিশ কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ কোটি রথ॥
যেই দেশে নাহি শক্তি বিহঙ্গম যাইতে।
সে সকল রাজা দেব দেখহ সাক্ষাতে॥
নানা রত্ন কর লয়ে দ্বারে বসিয়াছে।
বৎসর অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে॥
পুত্রপৌত্র ব্রহ্মার আসেছে কত জন।
প্রপৌত্র আইল যত কে করে গণন॥
ইন্দ্র চন্দ্র জ্বলন কৃতান্ত দিনকর।
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি আইল বিস্তর॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হুহু।
বিশ্বাবসু আদি সহ বিদ্যাধর বহু॥
যক্ষরাজ সহ আইল কত লব নাম।
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিরাম॥
দুই এক দিন সবে রহি২ গেছে।
রাজআজ্ঞা সঙ্গে মাত্র দুই এক আছে॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে।
রাজ দ্রোহি কর্ম্মেতে অনেক বিঘ্ন আছে॥
দোষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার।
ভীম ক্রোধ করিলে নাহিক প্রতিকার॥
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার।
কি শক্তি আমার আজ্ঞা বিনা ছাড়ি দ্বার॥

এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম দুয়ার॥
গোবিন্দ বলেন রাজা দেখ বিদ্যমান।
পৌত্র হৈয়া আমারে না করিল সম্মান॥
নাহিক উহার দোষ কর্ম্ম এইরূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে॥
অল্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর।
শ্রুতিমাত্র দেয় শাস্তি নাহি পরাপর॥
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্য্যোধন।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ॥
আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি।
যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম্মনরপতি॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবা।
নৃপতির আজ্ঞা হইলে তখনি উঠিবা॥
বিভীষণ বলে প্রভু নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ॥
পূর্ব্বহৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর।
তব পদ বিনা অন্যে না নোওয়াব শির॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনেমনে।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণে॥
বিভীষণ গিয়া যদি দণ্ডবৎ নয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয়॥
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মাআদি তপ করে এবা কোন ছার॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্ব জনে॥
ব্রহ্মাআদি কৈল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
কোন যজ্ঞ নহিবে এ যজ্ঞ পাঠান্তর॥
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ।
পশ্চিম দ্বারেতে যান যথা দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন নৃপতির দুই অধিকার।
পূর্ব্বের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার॥
লক্ষ২ ভাণ্ডার সমান গিরিবর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর॥
বসন কীটজ চীর লোমজ এমন।
কস্তুরী দশন হস্তী শৃঙ্গী অশ্বগণ॥
চতুর্দ্দিগহইতে আসিতেছে ঘনেঘন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ॥
দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্টআদি যত।
বিদুরের সম্মত দিতেছে অনুব্রত॥
যত দ্রব্য আইসে তত দিতেছে সকল।
পুন২ আইসে যেন জোয়ারের জল॥

কত জনে কত দেয় নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্রা কৈল পৃথ্বী দিয়া বহু দান॥
উন শর্ত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার॥
গোবিন্দেরে দেখিয়া বলয়ে দুর্য্যোধন।
কহ কোন হেতু দাণ্ডাইলা নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর॥
দুর্য্যোধন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ।
আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে আছয়।
পশ্চিম দিগেতে বৈসে যত রাজা চয়॥
শিরসি দেশের রাজা দেখহ রহিত।
শত সংখ্য রাজা আছে ইহার সহিত॥
পঞ্চ কোটি হস্তী সঙ্গে দশ কোটি রথ।
যার সৈন্য যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া॥
মালবঈশ্বর শিবি পুষ্কর নৃপতি।
পঞ্চ শত রাজা আছে দোঁহার সংহতি॥
এক কোটি রথ আর গজ কোটি সাত।
কত অশ্ব তাহাতে কে করে দৃষ্টিপাত॥
নানা বর্ণ রত্ন লয়ে দুয়ারেতে আছে।
মাস দুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে॥
দ্বারপাল রাজা আর রাজা বৃন্দারক।
প্রতিবিন্ধ্য নরপতি অমরকণ্টক॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
লিখনে না যায় যত গজ বাজি রথ॥
চারি জাতি প্রজা আইল নানা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া॥
চিত্রসেন রাজা দেখ চাঁচর ঈশ্বর।
ত্রিশ কোটি রথ ত্রিশ কোটি যে কুঞ্জর॥
নানা রত্ন আনিল নাহিক তার ওর।
এসবার পাছেতে যেন দাণ্ডাইয়া চোর॥
বসুদেব সহিত যতেক যদুবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর যে মাতুল নৃপতির॥
আজ্ঞা পেয়ে মাদ্রীপুত্র লইল ভিতরে।
তথাপিহ দুই দিন রহিলেন দ্বারে॥
আসিবামাত্রেতে লয়ে চাহ যাইবারে।
আজ্ঞা বিনা কিমতে দ্বারিতে ছাড়ে দ্বারে॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন।
ক্ষণমাত্র এথায় বৈসহ নারায়ণ॥

এত বলি দুর্য্যোধন দিল সিংহাসন।
দুই সিংহাসনে বসিলেন দুই জন॥
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার মায়ায় মোহিত॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে॥
ধন্য২ অশ্বমেধ কৈল শত২।
কঠোর তপস্যা রাজা ধন্য কৈল কত॥
কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবের তপন॥
তিন লোকমধ্যে ইন্দ্র দ্যুম্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্রপদ যার কর্ম্মের নিছনি॥
যাহার যশের গুণে পূরিল সংসার।
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম অধিকার॥
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড আর যাবৎ ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী॥
গোহত্যা স্ত্রীহত্যাআদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গ যায় কৃষ্ণমুখ দেখি॥
জন্মে২ নানা তীর্থ কাশী আদি সেবে।
তপ ক্লেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে যবে॥
পঞ্চম পাতকী যদি কৃষ্ণমুখ দেখে।
সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে নাথাকে॥
শ্রীমুখ না দেখে যেবা থাকিতে নয়ন।
সংসারেতে নর যোনি পাইল অকারণ॥
জগন্নাথমুখপদ্ম যে করে দর্শন।
জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ॥
পৃথিবীর মধ্যে তার সফল জীবন।
কাশীরাম প্রণময়ে তাহার চরণ॥

সর্ব্ব লোক মূর্চ্ছা।

জনমেজয় ভূপতি মুনিকে জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি অনন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ॥
দৈবে পরিশ্রম ছিল পদব্রজে চলি।
চতুর্দ্দিগে বিশেষে লোকের ঠেলাঠেলি॥
চৌদিগে অযুত ক্রোশ সভাপরিসর।
ভ্রমিয়া দোঁহার শ্রান্ত হৈল কলেবর॥
সিংহাসন উপরে বসিল দুই জন।
হেনকালে তথা আইল মাদ্রীর নন্দন॥
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার।
ডাকি কৃষ্ণ তারে জিজ্ঞাসেন সমাচার॥

দুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ।
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ॥
সহদেব বলে শুন দেব দামোদর।
তুমি গেলে আইলেন যতেক অমর॥
সকলের হইয়াছে রাজদরশন।
তব পদ দেখিতে আছয়ে সর্ব্বজন॥
দেববৃন্দ লইয়া আছয়ে দেবরাজ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ॥
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
তাঁহার সহিত গেল নিকষানন্দন॥
সভামধ্যে প্রবেশ করেন নারায়ণ।
গোবিন্দেরে দেখিয়া উঠিল সর্ব্ব জন॥
মণ্ডলী করিয়া ছিল বেদির উপরে।
কৃষ্ণে দৃষ্টি পড়িয়া পড়িল বায়ু ভরে॥
কত দূরে পড়িল করিয়া কৃতাঞ্জলি।
মহাঘাত বাতে যেন পড়িল কদলী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রক্ষ খগবর॥
এক জন বিনা আর যে ছিল যথায়।
কত দূরে পড়ে সবে হয়ে নমস্কায়॥
শতেক সোপান পর ধর্ম্মের নন্দন।
পঞ্চাশ সোপানেতে উঠেন নারায়ণ॥
বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন জনার্দ্দন।
যেরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন॥
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল॥
বিবিধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে॥
সহস্র২ যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভিত হৃদয়॥
গলে দোলে আজানু লম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর শার্ঙ্গ ধনু।
নানা বর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু॥
সহস্র২ শম্ভু আছে কর যোড়ে।
কত২ মুখে তারা স্তুতি বাণী পড়ে॥
সহস্র সহস্র চক্ষু বুকে দিয়া হাত।
সহস্র সহস্র অংশু করে প্রণিপাত॥
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ।
চকিত চাহিয়া সবে হৈল অচেতন॥

অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট আঁখি॥
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
কর যোড় করিয়া পড়িল কত দূরে॥
লুকাইয়া ছিল শিব যোগীরূপ হয়ে।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ॥
যেই যথা আছিল সে সবে গেল পড়ি।
অচেতন হৈয়া সবে যায় গড়াগড়ি॥
সকলে পড়িল যদি করি প্রণিপাত।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলেন জগন্নাথ॥
কর যোড় করিয়া বলেন ভগবান।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্ট ভুজ যুড়ি॥
তাহার পশ্চাৎ দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যত জন॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগি মহাবেশ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।
তব গুণে নমস্করে ধন্য তব তাত॥
সহস্র নয়নে বহে ধারা দুই গুণ।
হের দেখ প্রণমিছে সহস্র লোচন॥
দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর।
কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর॥
রাহু কেতু অগ্নি তারা বসু অষ্ট জন।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি ঋক্ষগণ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ॥
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যুঅধিপতি॥
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর।
কর যোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর॥
সিন্ধুগণ সহিত যতেক নদ নদী।
যতেক দানব দৈত্য অমরবিবাদি॥
হের দেখ মহারাজ সহস্র সোদর।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ বিষধর॥
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি।
সহস্র মস্তকে ধূলি যায় গড়াগড়ি॥
উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান॥

ধবল গন্ধর্ব্ব অশ্ব দিয়া চারি শত।
হের দেখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমের উপর ॥
তাঁর বাম ভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ।
শ্রীরামের মিত্র হয় রাবণকনিষ্ঠ ॥
হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর।
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ ॥
বসুদেব বাসুদেব আদি যত জন।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা।
কে করিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশ।
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হয়ে কম্পিতশরীর ॥
নয়ন যুগলে পড়ে চারি ধারা নীর।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর ॥
সধৈর্য্যে বলেন রাজা গদ২ বচন।
অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ ॥
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ॥
তড়িতজড়িত পীত কৌষ বাস সাজে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষিত অঙ্গ মাঝে ॥
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীক পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্ব লোকনাথ ॥
সংসারে আছয় যত পুণ্যআত্মা জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥
সে সবার তব পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্ক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা ॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি।
তোমার বিষম মায়া কার শক্তি বুঝি ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা সব ক্ষম তুমি।
ভক্তিমূল্যে তোমার বিক্রীত আছি আমি ॥
আমার নিয়মে বর্ত্তে আমাতে ভকত।
বলি যে তাহাতে আমি করি এই মত ॥
ব্রহ্মাআদি দেবরাজ সম নহে তার।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার ॥
তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিহ প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥
এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণি।
করপুটে কহিতে লাগেন স্তুতি বাণী ॥
মোহিলেন মায়ায় পুনশ্চ নারায়ণ।
যতেক দেখিল সর্ব্বে হৈল পাসরণ ॥
মাতুলনন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে।
সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে ॥
সহদেব ডাকি বলে উঠ নারায়ণ।
আজ্ঞা হৈল নিবেদন কর প্রয়োজন ॥
আজ্ঞা পায়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
বহু দিন আইল যে দেব খগ নাগ।
আজ্ঞা হৈলে যায় সবে লয়ে যজ্ঞভাগ ॥
ভারত মণ্ডলে বৈসে যত নরপতি।
বহুদিন হইল করিল দ্বারে স্থিতি ॥
বিদায় হইয়া গেলে যত দেবগণ।
রাজগণ আসিয়া করিবে দরশন ॥
ইতিমধ্যে অবিলম্বে যাউক নিজ দেশ।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ ॥
যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আইল সাত দিন।
সপ্ত দিন হৈল সখা অন্ন জল হীন ॥
ঝুঝিয়া সুঝিয়া নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ধরণীর ভার ॥
এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি।
লজ্জায় মলিনমুখ শেষঅধিপতি ॥
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগ লয়ে করিল গমন ॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
রাজসূয় যজ্ঞ কথা অদ্ভুত চরিত্র ॥
ভুবনে বিখ্যাত যে যশস্বি মহামুনি।
বিচিত্র তাঁহার কীর্ত্তি যজ্ঞের কাহিনী ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার ॥

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা করিলেন ততক্ষণ।
চারি দ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ ॥
সভামধ্যে সবাকারে আইসহ লইয়া।
যত রত্ন কর ভাণ্ডারেতে সমর্পিয়া ॥
আজ্ঞামাত্র আইলেক যত রাজগণ।
ধর্ম্মরাজে প্রণাম করিল সর্ব্ব জন ॥
বসিতে করেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্ব জন ॥

পৃথিবীর রাজগণ বসিল যখন।
ইন্দ্রসভাহৈতে শোভা হইল তখন॥
নারদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কহিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া॥
যতেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ।
আত্ম২ যুদ্ধ করি হইবে নিধন॥
অল্প দিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার।
পরস্পর মারি সব হইবে সংসার॥
নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন॥
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে।
দুই জন বিনা না জানিল অন্য জনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সুধারস রাজসূয় যজ্ঞের কথন॥
যুধিষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ॥
সাক্ষাতে লইল পূজা দেব পিতৃ ভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে॥
ব্রাহ্মণকে দিতে কৃপাচার্য্য কৃপাবান্।
যতেক দক্ষিণা দিল নাহি পরিমাণ॥
যে রাজ্যহইতে আইল যত দ্বিজগণ।
সে রাজ্যের রাজা আন্যেছিল যত ধন॥
দ্বিগুণ করিয়া আর ভাণ্ডারের দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল॥
এক দ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশেতে চালায়ে দিল যার যেই পাল॥
কেহ অশ্ব গজ পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট চালাইয়া দিল সাতে॥
দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ গেল দেশে।
গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্ম্মপুত্র পাশে॥
বহুদূরহইতে আইল রাজগণ।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে॥
সবাকারে পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল সবে যাউক ভবনে॥
যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে২।
শ্রেষ্ঠ জন জানি আগে পূজহ প্রথমে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্য পাত্র লইয়া সম্মুখে দাণ্ডাইল॥

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন শুন পিতামহ।
কাহাকে পূজিব আগে শ্রেষ্ঠ কে বা কহ॥
ভীষ্ম বলেন বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্রআদি পূজা করে যার॥
সর্ব্ব আগে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তারাগণমধ্যে যেন চন্দ্রের আকার॥
ভকতবৎসল সেই কৃপা অবতার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আর॥
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজগণ শিরে।
এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে॥
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দচরণ পূজা করে।
হৃষ্টচিত্ত হয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে॥
কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্মআদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি॥
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদির ঈশ্বর॥
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার২।
ওহে ভীষ্ম এ তোমার কিমত বিচার॥
সভাতে আছয়ে রাজা রাজার কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার॥
এ সব থাকিতে পূজ্য বৃষ্ণি কুলোদ্ভব।
সহজে বালক বুদ্ধি কি জানে পাণ্ডব॥
রাজসূয় যজ্ঞে আগে পূজিবেক রাজা।
কোন রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে কৈল পূজা॥
কোনরূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে॥
বিশেষ আছয় বসুদেব মহামতি।
পিতাস্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন রীতি॥
যদি বা পূজিবা ইতে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণ ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলা প্রথমে॥
যদ্যপি বলিয়া ঋষি পূজিবা রাজন্।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধন ত্যজি কেন পূজ দামোদর॥
যোদ্ধাগণ পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণ বীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ॥
প্রিয় শিষ্য রামের প্রকাণ্ড কর্ণ বীর।
ভুজবলে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর॥

অশ্বত্থামা কৃপসেন ভীষ্মক নৃপতি।
আমাআদি করি রাজা আছে মহামতি॥
গণিলা কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলা সভার ভিতরে॥
প্রিয় বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলা পূজা।
তবে কেন আহরি আনিলা সর্ব্ব রাজা॥
ক্ষত্রিয়মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অমান্য কেহ কভু নাহি করে॥
অর্থগর্ব্বে ভুজগর্ব্বে কৈলা হেন বাসি।
ভয়ে কি বা লোভে কি বা মোরা নাহি আসি॥
ধর্ম্ম বাঞ্ছা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম কার্য্যহেতু সবে করিল গমন॥
নিমন্ত্রিয়া আনিয়া করহ অপমান।
এইহইতে ধর্ম্ম তোর হৈল সমাধান॥
হে গোপাল তোমার বদনে নাহি লাজ।
কেমনে লইলা অর্ঘ্য এ সভার মাঝ॥
শুনী যেন হবি খায় পাইয়া নির্জ্জনে।
কোন তেজে অমান্য করিলা রাজগণে॥
এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনের হইল যেন বিভা॥
অন্ধ স্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেই মত॥
দুষ্ট ভীষ্ম দুষ্ট কৃষ্ণ দুষ্ট এ রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন॥
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান্॥
এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল॥
শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন॥
এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর।
যজ্ঞহৈতে লয়ে যাহ সব নৃপবর॥
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে।
আপনি দেখহ বড় বড় রাজগণে॥
কৃষ্ণের পূজায় কারো নাহি অপমান।
মুনিগণআদি সভে আনন্দ বিধান॥
পিতামহ জানেন গোবিন্দের যে তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তারে রাখেন মহত্ত্ব॥
ভীষ্ম বলিছেন শুন ধর্ম্ম গুণাধার।
শান্তি যোগ্য নহে দমঘোষের কুমার॥
কৃষ্ণ পূজা করিবারে নিন্দে যেই জন।
সে জনারে মান্য না করিও কদাচন॥
দুষ্ট বুদ্ধি শিশুপাল অল্প জ্ঞান ধাম।
রাজগণমধ্যে না লিখিবা তার নাম॥
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্যঅবধি।
আমি কিসে গণ্য যারে পূজা করে বিধি॥
বহু২ জ্ঞান বৃদ্ধ লোক মুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি॥
জন্মহৈতে ইহাঁর মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব করিয়াছে পূজা।
পৃথিবীর রাজা মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাজা॥
বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানি বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্রমধ্যে বলবান্ করি যে পূজন॥
বৈশ্যমধ্যে পূজা আগে বহু ধান্যধনে।
শূদ্রমধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন জন জ্ঞাত নহে আছে দামোদরে॥
কোন রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সবার মাঝ।
কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন রাজ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে॥
সংসারের যত কর্ম্ম যে জন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়॥
প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সনাতন।
সর্ব্বভূতে আত্মরূপে আছে যেই জন॥
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মারুত।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত॥
অল্প বুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণপূজা নিন্দা করে তথির কারণে॥
এতেক বলেন যদি গঙ্গার নন্দন।
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যেই নারায়ণ।
হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেই জন॥
তাহার মস্তকে আমি বাম পদ দিয়া।
এ সবার মধ্যে তেঞি বলিব ডাকিয়া॥
রাজচর্য্যা বুদ্ধি বলে অধিক কে আছে।
কৃষ্ণহৈতে এ সবার মধ্যে আগে পাছে॥
এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন।
ঘৃত দিলে জ্বলিত যেমন হুতাশন॥
শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ॥
যজ্ঞ নাশ কর আর মারহ পাণ্ডব।
বৃষ্ণিবংশ মার আর মারহ মাধব॥

এত বলি রাজগণ মহাকোলাহলে।
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে॥
রাজগণআড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায়।
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায়॥
রাজার সমুদ্র এই ক্রোধে উথলিল।
না দেখি কুশল মম অনর্থ পড়িল॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞ পূর্ণ হয়॥
ভীষ্ম বলিলেন পার্থ না করিহ ভয়।
প্রথমে কহিছি আমি ইহার উপায়॥
গোবিন্দেরে আরাধনা করে যেই জনে।
তাহার কাহার ভয় এ তিন ভুবনে॥
এই সব ক্রুদ্ধ যত দেখহ রাজন।
ইথে সিংহ প্রায় দেখি দেবকীনন্দন॥
যত ক্ষণ সিংহ নিদ্রাইতে নাহি উঠে।
গর্জ্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকটে॥
যত ক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান।
তত ক্ষণ গর্জ্জিবেক এ সব অজ্ঞান॥
শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জ্জিছে যত জন।
তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন॥
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে।
ক্ষণমাত্র ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাহার স্বভাব।
মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব॥
ভীষ্মের বচন শুনি দমঘোষসুত।
কটু বাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত॥
বৃদ্ধ হৈলি নাহি লজ্জা কুলাঙ্গার অরে।
বিভীষিকা প্রায় ভয় দেখাও সভারে॥
বৃদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মতিচ্ছন্ন হয়।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তেঞি কহ দুরাশয়॥
কুরুগণমধ্যে তোমা দেখি এই মত।
অন্ধ যেন অন্ধস্থানে জিজ্ঞাসয়ে পথ॥
কৃষ্ণের বড়াই না করহ বহুতর।
তাহার যে মহিমা কাহার অগোচর॥
তার আগে কহ নাহি জানে যেই জন।
স্ত্রীলিঙ্গ পূতনা দুষ্ট করিল নিধন॥
কাষ্ঠের শকটখান দিল ফেলাইয়া।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
বৃষ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার॥
সপ্ত দিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয়।
এ সব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয়॥
বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মোর মনে।
বড় বলি কহিল অবোধ গোপগণে॥
সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন।
শুন আমি কহি যে কহিল সাধু জন॥
স্ত্রীলিঙ্গ গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার।
এত জনে কদাচিত না করি প্রহার॥
স্ত্রীলিঙ্গ পূতনা মারি বৃষ মারে মাঠে।
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে॥
গোবিন্দ স্ত্রীঘ্ন এ অধম দুরাচার।
হেন জনে কর স্তুতি আরে কুলাঙ্গার॥
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের বড় হবে তাপ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাপ॥
আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস লোকমাঝ।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্ব্বরাজ॥
কাশীরাজঅম্বা কন্যা শাল্বে বরেছিল।
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল॥
বার্ত্তা জানি পুন তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্বরাজা শুনি তারে না কৈল গ্রহণ॥
কন্যা প্রবেশিল গিয়া অনলভিতরে।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচরে॥
আরে ভীষ্ম তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোঁয়াইল॥
সে মরিল নিজ ভার্য্যা দিয়া অন্য জনে।
তুমি দুরাচার জন্মাইলে পুত্রগণে॥
ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে॥
কোনরূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি।
দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর অধোগামী॥
বেদ পাঠ ধ্যান ব্রত যোগ যাগ দান।
ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান॥
সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ বিধান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে হংসের বিবরণ।
তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ॥
হংস যূথমধ্যে যেন বৃদ্ধ হংস থাকে।
ধর্ম্ম কর ধর্ম্মাচার বলে সর্ব্বলোকে॥
অহর্নিশি বুধগণে ধর্ম্ম কথা কয়।
ধার্ম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয়॥
হংসগণ যায় যদি আহার কারণে।
সবে কিছু২ আনে তাহার ভোজনে॥
আপন২ ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায়॥

ক্রমে২ ডিম্বগণ করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ॥
এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
বৃদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল॥
ক্রোধে সব হংস তার করিল নিধন।
সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ॥
বৃদ্ধ হংসে হংস যেন করিল নিধন।
সেই রূপে তোমারে মারিবে রাজগণ॥
আরে ভীষ্ম জ্ঞান হারাইলে বৃদ্ধকালে।
যেই গোপ জাতি নিন্দা করয়ে ছাওয়ালে॥
বৃদ্ধ হয়ে তারে তুই করিস স্তবন।
ধিক ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ॥
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রপতি।
কদাচিত না বুঝিল ইহার সংহতি॥
গোপ জাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর।
তার ভয়ে রহিয়াছে সমুদ্রভিতর॥
দেশের বাহিরে যেন অবসান জাতি।
যুদ্ধে স্থির নহে যেন শৃগাল প্রকৃতি॥
কপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
দ্বিজরূপে গেল দুষ্ট পুরীর ভিতরে॥
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয়।
কভু ক্ষত্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয়॥
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে২ হয় নানা জাতি॥
এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে।
ধর্ম্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে॥
দুর্দ্দৈব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তোর বুদ্ধিহৈতে রাজসূয় কৈল বৃথা॥
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবনকুমার॥
দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রুকুটি॥
রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্তচাপ।
সিংহাসনহইতে উঠিল দিয়া লাফ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধ দৃষ্টি॥
দুই হস্ত ধরি তার গঙ্গার নন্দন।
কার্ত্তিকে ধরিল যেন দেব ত্রিলোচন॥
বহু২ মধুর বচনে নিবারিল।
সমুদ্রতরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল॥
না পারিল ভীম ভীষ্মে করিতে হেলন।
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন॥

দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্প জ্ঞান করি।
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী॥
ডাকি বলে আরেরে রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড় ভীষ্ম কেন কর নিবারণ॥
কৌতুক দেখহ যত নৃপতি সকলে।
পতঙ্গের শত যেন দহিবে অনলে॥
ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন।
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ॥
চেদিরাজগৃহে জন্ম হইল যখন।
চারি গোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন॥
জন্মমাত্রে ডাকিলেক গর্দ্দভের প্রায়।
বিপরীত দেখি কম্প হৈল বাপ মায়॥
জাতমাত্র ইহারে ত্যজিতে কৈল মন।
আচম্বিতে শুন শূন্য আসুরী বচন॥
শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন।
না করিহ ভয় কর ইহার পালন॥
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে॥
সেই জন এই শিশু করিবে সংহার।
দুই ভুজ লুকাইবে পরশে যাহার॥
চতুর্ভুজ হয়েছিল চেদির নন্দন।
রাজ্যে২ শুনিল যতেক রাজগণ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার পুরে॥
সবাকারে দমঘোষ করয়ে অর্চ্চন।
কোলে দেয় সভাকারে আপন নন্দন॥
তবে কত দিনে শুনি হেন বিবরণ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম নারায়ণ॥
গোবিন্দের পিতৃস্বসা ইহার জননী।
তাঁর গৃহে উপস্থিত রাম যদুমণি॥
দেখি পিতৃস্বসা করে বহু সমাদর।
হৃষ্টচিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর॥
স্নেহেতে বালক লৈয়া দিল কৃষ্ণকোলে।
দুই হস্ত খসিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্কা হইল॥
কর যোড় করি বলে দেব দামোদরে।
এক বর মাগি বাপা আজ্ঞা কর মোরে॥
ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে শরীর হয় স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না ভাবহ মনে।
কোন বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে॥

মহাদেবী বলে মোরে এই বর দিবা।
এ পুত্রের অপরাধ সতত ক্ষমিবা॥
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার।
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবা ইহার॥
কৃষ্ণ বলেন না লঙ্ঘিব বচন তোমার।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার॥
অবশ্য ক্ষমিব দোষ এক শতবার।
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ব্বন্ধ।
মূঢ় শিশুপাল দুই চক্ষু স্থিতে অন্ধ॥
হে পুত্র ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয় ইহায়।
সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায়॥
হে পুত্র কে আছে আজি সংসার ভিতরে।
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে॥
কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গার।
হীনবীর্য্য হৈল সেও নারে সহিবার॥
বিষ্ণু অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে।
তেঞি তৃণবৎ মানে আমাসবাকারে॥
নিজ অংশ লইতে চাহেন নারায়ণ।
তোর যত গালি সহি তথির কারণ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর।
হাস্য পরিহাস্য করি বলয়ে উত্তর॥
ভাল হৈল শত্রু মোর নন্দের নন্দন।
তোর এত স্তুতি তারে কিসের কারণ॥
লোকের বর্ণনা যেন করে ভট্টগণ।
এত যদি কর তুমি পরের স্তবন॥
যত স্তুতি কৈলা তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্য জনে কৈলে বর পাইতা এতক্ষণে॥
বাহ্লীক রাজার যদি করিতা স্তবন।
মনোনীত বর তবে পাইতা এতক্ষণ॥
মহাদাতা কর্ণবীর বিখ্যাত সংসারে।
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিল সমরে॥
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ।
অভেদ্য কবচ অঙ্গে সূর্য্য দীপ্তিমান॥
অঙ্গ রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর।
কর্ণে স্তুতি করিলে পাইতে ভাল বর॥
দ্রোণ দ্রৌণি পিতা পুত্রে বিখ্যাত সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে॥
রাজগণমধ্যে দুর্য্যোধন মহাবল।
সাগরান্ত পৃথিবী যাহার করতল।
ভগদত্ত জয়দ্রথ ভীষ্মক দ্রুপদ।
রুক্মি দন্তবক্র মৎস্য কলিঙ্গ কামদ॥
বৃষসেন বিন্দু অনুবিন্দু কৃপাচার্য্য।
এ সভার স্তুতি কৈলে বড় হৈত কার্য্য॥
ধিক্ বুদ্ধি তোমার বলিব আর কত।
ভূলিঙ্গ পক্ষির প্রায় তোমার চরিত॥
ভূলিঙ্গ বলিয়া পক্ষী হিমাদ্রিতে থাকে।
তাহার কারণ শুনিয়াছি লোকমুখে॥
সব পক্ষিগণে সেই উপদেশ কয়।
সাহসিক কর্ম্ম ভাই কভু ভাল নয়॥
সাহসিক কর্ম্ম ভাই দুঃখ পাই পাছে।
আমিহ কহি যে এই শাস্ত্রে হেন আছে॥
হেনরূপ পক্ষিগণে কহে অনুক্ষণ।
তাহার যে কর্ম্ম তাহা শুন সর্ব্বজন॥
আহার করিয়া সিংহ থাকয়ে শুইয়া।
ভূলিঙ্গ থাকয় তার নিকটে বসিয়া॥
কত ক্ষণে হাঁই উঠে সিংহের মুখেতে।
ভক্ষমাংস লাগি থাকে তাহার দন্তেতে॥
অতিশীঘ্র সেই মাংস কাড়ি লয়ে যায়।
নিজ কর্ম্ম এইরূপ অন্যেরে শিক্ষায়॥
সিংহের কৃপাতে রহে ভূলিঙ্গ জীবন।
ইঙ্গিতে মারিতে পারে যদি করে মন॥
সেইমত রাজগণ ক্ষমিয়াছে তোরে।
ক্রোধ হইলে এখন পাঠাব যমঘরে॥
অসহ্য এ কটুবাক্য শুনি ভীষ্ম বীর।
কহেন কম্পিত অঙ্গ হইয়া অস্থির॥
আরে মূর্খ দুরাচার শুন ক্রূরমন।
কৃষ্ণ স্তুতি করি হেন বলিলি বচন॥
চতুর্ব্বেদে চতুর্ম্মুখে যার গুণ গায়।
পঞ্চমুখে স্তুতি যারে করে দেবরায়॥
সহস্র বদনেতে অনন্ত করে স্তুতি।
চরাচর আর যত বৈসে মহামতি॥
যাহার জিহ্বাতে নাহি কৃষ্ণ স্তুতি গুণ।
সংসারেতে পাপ তনু ধরে অকারণ॥
কোন বা বরাক হই অতি অল্পমতি।
আমি কি করিতে পারি কৃষ্ণ গুণ স্তুতি॥
আরে পাপ বলিলি ক্ষমিছে রাজগণ।
সেকারণে রহিয়াছে তোমার জীবন॥
এ সভার মধ্যে যত দেখি রাজগণে।
তৃণবৎ হেন আমি দেখি যে নয়নে॥
এ প্রকার বলিলেন গঙ্গার নন্দন।
ক্রোধেতে নৃপতি সব করিছে গর্জ্জন॥

সাধু রাজগণ শুনি হইল সরস।
দুষ্ট রাজগণ সব বলিছে বিরস॥
এই পাপী দুষ্ট গর্ব্বী ক্ষমাযোগ্য নয়।
পশুবৎ করিয়া মারহ পাপাশয়॥
কেহ বলে ইচ্ছা মৃত্যু অহঙ্কার ধরে।
বান্ধিয়া অনলে লয়ে পোড়াহ ইহারে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুন রাজগণ।
মুখে বচাবচ সব কর অকারণ॥
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে॥
পূজায় সন্তুষ্ট এই দৈবকীনন্দন।
সমরে ডাকুক যার নিকট মরণ॥
গোবিন্দের অংশ আছে শিশুপাল দেহে।
এই অংশ গোবিন্দ যাবৎ নাহি লহে॥
ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে হও স্থির।
পশ্চাৎ পাঠাব সবে যমের মন্দির॥
ভীষ্মের বচনেতে কুপিল শিশুপাল।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে আরেরে গোপাল॥
তোর সহ বিনাশিব পাণ্ডুর নন্দনে।
তোরে পূজা কৈল যেন ত্যজি রাজগণে॥
এত বলি শিশুপাল করিছে গর্জ্জন।
হাসিয়া বলেন তবে কমললোচন॥
সকল নৃপতিগণ শুন দিয়া মন।
যত দোষ করিয়াছে এই দুষ্ট জন॥
যাদবীর গর্ব্ভে জাত এই দুরাচার।
নিরবধি করিছে যাদব অপকার॥
এক কালে আমি পুরী দ্বারকাহইতে।
প্রাগ্যোতিষ পুরে গিয়াছিলাম দৈবেতে॥
এই দুষ্ট শুনিলেক আমি নাহি ঘরে।
সসৈন্যেতে গেল দুষ্ট দ্বারকা নগরে॥
উগ্রসেন রাজা ছিল রৈবত পর্ব্বতে।
মাতুলের উপরোধ না করিল চিতে॥
লুটিয়া পুটিয়া পুরী গেল দুরাশয়।
কহ-শুনি হেন কর্ম্ম কার প্রাণে সয়॥
কত দিনে পিতা অশ্বমেধ করিলেন।
সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞ অশ্ব ছাড়িলেন॥
যদুগণ নিযোজিত অশ্বের রক্ষণ।
ঘোড়া হরি লয়ে গেল এমত দুর্জ্জন॥
ইহার অন্তরেতে শুনহ রাজগণে।
সৌবীরেতে উৎসব হইল কত দিনে॥
বভ্রুনামে যাদবের ভার্য্যা গুণবতী।
তারে বলে হরিয়া লইল পাপমতি॥
তদন্তরে শুন সবে এ দুষ্ট কাহিনী।
ভদ্রা নামে কন্যা ছিল যাদবনন্দিনী॥
বসুরাজে বরেছিল সেইত কন্যায়।
তারে হরি নিল দুষ্ট প্রবঞ্চ মায়ায়॥
মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার।
তারে হরি নিয়া গেল এই দুরাচার॥
ইত্যাদি যতেক দোষ কহিব কতেক।
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক॥
করিলাম সে সকল দোষের মার্জ্জন।
কেবল পিতৃস্বসার সত্যের কারণ॥
সাক্ষাতে শুনিলা সবে যে মন্দ বলিল।
সর্ব্বজনে শুনিলা যে এই ভাল হৈল॥
পরোক্ষের কথা যত শুনিলা শ্রবণে।
প্রত্যক্ষের যত কর্ম্ম দেখ বিদ্যমানে॥
বহু সহিলাম আর সহিবারে নারি।
মৃত্যুপথ চাহে আজি এই পাপকারী॥
আর শুন রাজগণ এ দুষ্টের কথা।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী ভীষ্মক নৃপসুতা॥
বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন॥
শিশু যেন চন্দ্রমারে ধরিবারে চায়।
হবির্ভাগ কখন চণ্ডালে নাহি পায়॥
এতেক বলেন যদি শ্রীমধুসূদন।
শিশুপালে নিন্দিল সকল সাধুজন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি শিশুপাল হাসে।
গোবিন্দেরে নিন্দা করে অশেষ বিশেষে॥
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি বলিব আর।
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত বিখ্যাত সংসার॥
ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ।
বহুদিন হয় নাহি জানে সর্ব্বজন॥
হরিয়া লইলা তারে রাজসভাহৈতে।
তাহা পুন কহ লজ্জা নাহিক মুখেতে॥
কহ কৃষ্ণ দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে।
বরপূর্ব্বা কন্যা হরিয়াছে কোন জনে॥
তোমা বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ভিতরে।
কে করেছে নাম ধরি বলহ আমারে॥
গোকুলে করিলা যত জানে সর্ব্বজনা।
হরিলা কি পরদার যত ব্রজাঙ্গনা॥
কিবা তোর ক্রিয়া কর্ম্ম কি তোর আচার।
সভামধ্যে কহ পুন করি অহঙ্কার॥
শিশুপালের বহু দোষ ক্ষমিয়াছি আমি।
দোষ না ক্ষমিয়া মোর কি করিবা তুমি॥

ক্ষমা বা করহ ক্রোধ যেই লয় মতি।
তোমার কি শক্তি যে করিবা আমাপ্রতি॥
এতেক বলিল যদি চেদির ঈশ্বর।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর॥
সুদর্শন মহাচক্র অগ্নি যেন জ্বলে।
শিশুপাল শির কাটি ফেলে ভূমিতলে॥
বজ্রাঘাতে চূর্ণ যেন হইল গিরিবর।
দেখি চমৎকৃত হৈল সব ক্ষিতীশ্বর॥
শিশুপালের অঙ্গে তেজ হইয়া বাহির।
আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির॥
এক দৃষ্টে দেখিছে সকল রাজগণে।
পুন আসি প্রণমিল কৃষ্ণের চরণে॥
কৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হৈল আচম্বিত।
তাহা দেখি সভাজন হইল বিস্মিত॥
বিনা মেঘে বরিষয় গগণেতে জল।
কম্পিত নির্ঘাত শব্দে হৈল চলাচল॥
আর যত রাজগণ গর্জ্জিবারে ছিল।
ভয়েতে নিঃশব্দ হয়ে সবে লুকাইল॥
অধর কামড়ে কেহ ঠারাঠারি করে।
কোন সাধু রাজা স্তুতি করে গোবিন্দেরে॥
সহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির।
সৎকার করহ শিশুপালের শরীর॥
শিশুপাল পুত্রে করি চেদির ঈশ্বর।
ধর্ম্মরাজে নিবেদিল যত নৃপবর॥
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল কায।
লক্ষ রাজার উপরে হইলা মহারাজ॥
তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষ।
আজ্ঞা হৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ॥
রাজগণবচন শুনিয়া ধর্ম্মরায়।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায়॥
যথা যোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে।
আপ্ত সরি কত পথ যাহ জনে২॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া।
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ শিশুপালবধে।
কাশীদাস বিরচিল গোবিন্দের পদে॥

রাজগণ নিজ রাজ্যে করিল গমন।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয়।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল মম ভাগ্যোদয়॥
অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল প্রজাগণ।
সুহৃদ্ কুটুম্ব লোক করহ পালন॥
এত বলি ধর্ম্মসহ দেব নারায়ণ।
কুন্তীস্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন॥
আজ্ঞা কর যাই আমি দ্বারকাভুবনে।
হইল সাম্রাজ্যলাভ তব পুত্রগণে॥
কুন্তী বলিলেন তার এ নহে অদ্ভুত।
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত॥
এত বলি কৃষ্ণশিরে করিল চুম্বন।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রাসহ করি সম্ভাষণ।
একে২ সম্ভাষেন ভাই পঞ্চ জন॥
রথে চড়ি চলিলেন হরি দ্বারবতী।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখি ধর্ম্মনরপতি॥
হেনমতে নিজদেশে গেল সর্ব্ব জন।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি দুর্য্যোধন॥
স্নেহ বড় ধর্ম্মরাজ সভা দেখিবারে।
কত দিন বঞ্চে তথা কুরু নৃপবরে॥
শকুনি সহিত সভা নিত্য২ দেখে।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে॥
নানা রত্ন বিরচিত যেন দেবপুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরুঅধিকারী॥
অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ।
এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনাভুবন॥
ভাবি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত।
এক দিন দেখ তথা দৈবের লিখিত॥
মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদি দেখি যেন সরোবর॥
জল জানি নরপতি তুলিল বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদি লজ্জিত রাজন॥
তথাহৈতে কত দূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থরথর॥
স্ফটিকমণ্ডিত বাপী ভূমে না জানিল।
সবসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসিল সবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপীহইতে দুর্য্যোধনে॥
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
করাইল নিবৃত্ত লোকের যত হাস॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধনকলেবর।
বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর॥

ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারীকুমার।
ভ্রম হৈল দেখিবারে না পায় দুয়ার॥
স্থানে২ প্রাচীরেতে স্ফটিকমণ্ডন।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভায় সকলে॥
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার।
নকুলে পাঠাইলেন দেখাইতে দ্বার॥
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর॥
ক্ষণমাত্র তথায় বিলম্ব না করিল।
যুধিষ্ঠিরে আজ্ঞা মাগি নিজ দেশে গেল॥
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা।
ঘনশ্বাস হেট মাথা হইয়া বিমনা॥
কত শত শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে।
উত্তর না পায়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে॥
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বদন।
অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত কিসের কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে মামা কর অবধান।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান॥
পাণ্ডবের সব হৈল পৃথিবীমণ্ডল।
এক লক্ষ নৃপতি খাটিল পদতল॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
এ সব দেখিয়া মোর শুখাইল কায়।
সরোবর জল যেন নিদাঘে শুখায়॥
আর দেখ আশ্চর্য্য মাতুল মহাশয়।
কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ করিলেক কুন্তীর তনয়॥
শিশুপালে বিনাশ করিল নারায়ণ।
কেহ এক ভাষা না কহিল রাজগণ॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি।
সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি॥
পাণ্ডবের তেজে ছন্ন হৈল রাজগণে।
ক্ষত্র হয়ে সহে হেন কাহার পরাণে॥
আর অপরূপ তুমি দেখিলেত চক্ষে।
কত রত্ন লয়ে দ্বারে রাজগণ থাকে॥
বৈশ্য যেন কর লয়ে থাকে দাণ্ডাইয়া।
পশিতে না দেয় দ্বারে রাখে আগলিয়া॥
এ সব দেখিয়া মম চিত্ত নহে স্থির।
অহঙ্কারে শীর্ণ হৈল আমার শরীর॥
ভাই হইয়া ক্ষমা মম নহিল সেরূপে।
দহিছে মাতুল অঙ্গ আমার এ তাপে॥
নির্ণয় করিয়া আমি কহি যে তোমারে।
কি বা জলে পশি কি বা অনল ভিতরে॥
অথবা মরিব আমি খাইয়া গরল।
সহিতে না পারি অঙ্গ দহে চিন্তানল॥
বৈরির সম্পদ যদি হীন লোক দেখে।
সেহ সহিবারে নারে সদা পোড়ে শোকে॥
আমিহেন লোক হয়ে সহিব কেমনে।
এরূপ শত্রুর বৃদ্ধি দেখিয়া নয়নে॥
বলাধিক যুধিষ্ঠির আমি হীনবল।
সাগরান্ত ধরা তার অধীন সকল॥
কি কহিব মাতুল সকল দেব বশ।
কি কহিব রূপ গুণ সৌভাগ্য পৌরুষ॥
বনে জন্ম হৈল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনা আইল যেন বনবাসি জন॥
পিতৃহীন দুঃখিত বঞ্চিল মম ঘরে।
কতেক উপায় করিলাম মারিবারে॥
কিছু না হইল তার আমার মায়ায়।
দিনে২ বৃদ্ধি যেন পদ্মবন প্রায়॥
দেখহ মাতুল হেন দৈবের কারণ।
এত হীন হৈল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ॥
পৃথার নন্দন হাসে আমাকে দেখিয়া।
কিমতে রাখিব তনু এ তাপ সহিয়া॥
এই সব কথা তুমি কহিও জনকে।
না যাইব গৃহে আমি পশিব পাবকে॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি বলিল ক্রোধ কর নিবারণ॥
যুধিষ্ঠিরে কদাচিত না হিংসিবা মনে।
তবু প্রীতি সদা বাঞ্ছে ধর্ম্মের নন্দনে॥
যে কিছু বিভাগ দিলা করি বিবেচন।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
উপায় কতেক তুমি করিলা মারিতে।
তার ধর্ম্মহৈতে মুক্ত হইল তাহাতে॥
জতুগৃহে মুক্ত হয়ে পঞ্চালেতে গেল।
সভামধ্যে লক্ষ হানি দ্রৌপদী পাইল॥
সহায় দ্রুপদ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
বাসুদেব সহ হৈল একই শরীর॥
সসাগরা পৃথিবী খাটিল ছত্র তলে।
যতেক করিল সব নিজ ভুজবলে॥
ইথে কেন তাপ তুমি করহ হৃদয়।
তব অংশ ইথে সেহ কিছু নাহি লয়॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সব পাইল তৃপ্ত করিয়া পাবক॥

অগ্নিহৈতে ময়ের করিল পরিত্রাণ।
সে দিলেক দিব্য সভা করিয়া নির্ম্মাণ॥
নিজ পরাক্রমেতে করিল ক্রতুরাজ।
তুমি কেন তাপ তারে কর হৃদিমাঝ॥
তুমিহ করহ সব নিজ ভুজ জোরে।
তুমি কোন্ অসমর্থ কহ দেখি মোরে॥
কহিলা যে কেহ নাহি আমার সহায়।
তোমা অনুগত যত কহি শুন রায়॥
শত ভাই তোমার প্রচণ্ড মহারথা।
শত পুত্র প্রতাপের কি কহিব কথা॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা মহাবীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রতাপে মিহির॥
জয়দ্রথ বাহ্লীক আমার সমুদিতে।
তোমা বিরোধিতে কেবা আছে পৃথিবীতে॥
তুমিহ পৃথিবী শাসি সঞ্চহ রতন।
কোন কর্ম্মে হীন তুমি চিন্ত সেকারণ॥
দুর্য্যোধন বলে আগে জিনিব পাণ্ডব।
পাণ্ডব জিনিলে মম বশ হবে সব॥
শকুনি বলিল ভাল বিচারিলা মনে।
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডুপুত্রগণে॥
পুত্রসহ দ্রুপদ সহায় নারায়ণ।
ইন্দ্র নারে জিনিবারে পাণ্ডুর নন্দন॥
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান।
জিনিবারে চাহ যদি লহ সেই জ্ঞান॥
দুর্য্যোধন বলে কহ মাতুল সুমতি।
হেন বুদ্ধি আছে যদি কহ শীঘ্রগতি॥
বিনা অস্ত্র প্রহারে পাণ্ডব যদি জিনি।
কহ শীঘ্র মাতুল আনন্দ হৌক শুনি॥
শকুনি বলিল এই শুন দুর্য্যোধন।
পাশায় নিপুণ নহে ধর্ম্মের নন্দন॥
তথাপিহ ইচ্ছা বড় পাশা খেলিবারে।
মম সহ খেলি জিনে নাহিক সংসারে॥
ক্ষত্র নীতি আছে হেন যদ্যপি আহ্বায়।
কি বা দ্যূতে কি বা যুদ্ধে বিমুখ না হয়॥
কদাচিত যুধিষ্ঠির বিমুখ নহিবে।
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে॥
পিতারে এ সব কথা কহ গিয়া বেগে।
মম শক্তি নহিবে কহিতে তাঁর আগে॥
এই রূপ বিচার করিয়া দুই জনে।
হস্তিনা নগর প্রবেশিল ততক্ষণে॥
ধৃতরাষ্ট্র চরণে করিল নমস্কার।
আশিষ করিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার॥
নিঃশব্দেতে রহিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে সুবলনন্দন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমার সকল গুণবান।
হেন পুত্রে তোমার নাহিক অবধান॥
দিনে২ দুর্ব্বল হইল শীর্ণ অঙ্গ।
রক্তহীন দেখিয়া শরীর বর্ণ পিঙ্গ॥
কি কারণে না বুঝি এমন মনস্তাপ।
সঘনে নিশ্বাস যেন হতদন্ত সাপ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ শুনি দুর্য্যোধন।
অঙ্গ তোর দুর্ব্বল হইল কি কারণ॥
শকুনি বলিল যত শুনিলা শ্রবণে।
কি দুঃখ তোমার নাহি লয় মোর মনে॥
কে আছে তোমার শত্রু কার এত বল।
কোন সুখে হীন তুমি হইলা দুর্ব্বল॥
ধনে জনে সম্পদেতে কে আঁটে তোমায়।
কোন জন আছে হেন বীর বসুধায়॥
দিব্য ভক্ষ দিব্য বস্ত্র দিব্য নারীগণ।
মনোহর গৃহ সব মণ্ডিত রতন॥
কি তোর অসাধ্য অনুশোচ কিকারণ।
এত শুনি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
সকল বৈভব আমি করি যে প্রমাণ।
যেন সব কুপুরুষ জনের সমান॥
এই মনস্তাপ পিতা কর অবধান।
মৃত্যু নাহি জীয়ে আছি কঠিন পরাণ॥
শত্রুর সম্পদ আমি দেখিয়া নয়নে।
না হয় শরীর পুষ্ট না তৃপ্তি ভোজনে॥
পাণ্ডবের লক্ষ্মী যেন দীপ্ত দিনকর।
সেই তাপে দহিল আমার কলেবর॥
পাণ্ডব সম্পদ তুল্য নাহি দেখি শুনি।
কহিতে না পারি পিতা তাহার কাহিনী॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে গৃহে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে সুরমনোমোহে॥
পৃথিবীর রাজগণ নানা রত্ন লয়ে।
বৈশ্যগণ প্রায় থাকে দ্বারে দাণ্ডাইয়ে॥
এত রাজা রাজসূয় করিল যখন।
না জানি যে কত দ্বিজ করয়ে ভোজন॥
মুহূর্ত্তেকে পিতা এক লক্ষ শঙ্খ বাজে।
এক লক্ষ পূর্ণ হৈলে এক শঙ্খ বাজে॥
হেন মতে মুহুর্মুহু বাজে শঙ্খগণ।
অহর্নিশি শঙ্খ বাজে না যায় গণন॥
শঙ্খশব্দ শুনি মম চমকিত মন।
ধনের কতেক পিতা করিব বর্ণন॥

সে সব দেখিয়া চমৎকার লাগে মনে।
ইহার উপায় পিতা করহ আপনে॥
পাণ্ডবেরে জিনি হেন যে থাকে উপায়।
বিনা দ্বন্দ্বে পাই যদি আজ্ঞা কর রায়॥
পাশা ক্রীড়া জানে ভাল মাতুল শকুনি।
পাশায় পাণ্ডবলক্ষ্মী সব লব জিনি॥
এতেক শুনিয়া অন্ধ বলিল তখন।
বিদুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব কারণ॥
বুদ্ধিদাতা বিদুর মন্ত্রির চূড়ামণি।
মম অনুগত বড় কহে হিত বাণী॥
তারে না জিজ্ঞাসি আমি কহিবারে নারি।
করিবারে যদি হয় তার বাক্যে পারি॥
দুর্য্যোধন বলে যদি বিদুরে কহিবে।
বিদুর শুনিলে সে এখনি নিবারিবে॥
তার বাক্য শুনি তুমি করিবা অন্যথা।
আমার মরণ ইতে হইবে সর্ব্বথা॥
আমি মরি বঞ্চ সুখে বিদুর সহিত।
নিষ্ঠুর বচনে অন্ধ হইল দুঃখিত॥
দুর্য্যোধনমন বুঝি আশ্বাস করিল।
খেল পাশা বলি তারে অন্ধ আজ্ঞা দিল॥
বহু স্তম্ভে বহু রত্নে কর এক ঘর।
চারি গোটা দ্বার তার কর পরিসর॥
নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ কহিবা আমারে।
এত বলি বোধ রাজা করিল পুত্রেরে॥
মহাবিচক্ষণ হয় বিদুর সুমতি।
জানিয়া অন্ধের স্থানে গেল শীঘ্রগতি॥
বিদুর বলিল রাজা কি কর বিচার।
শুনি অসন্তোষ চিত্ত হইল আমার॥
পুত্রে২ ভেদ না করিহ কদাচন।
সর্ব্বনাশ করে যত জানহ কারণ॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু না বল আমারে॥
ভীষ্ম আর আমি থাকি ন্যায় বিচারিব।
কদাচিত পুত্রে২ দ্বন্দ্ব না করাব॥
পশ্চাৎ হইবে যেই আছয় নিয়ত।
দৈববলবান যে না করে হেন মত॥
এখনি ত্বরিত তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া।
এথাকারে যুধিষ্ঠিরে আনহ ডাকিয়া॥
ধর্ম্মরাজে না কহিবা এই বিবরণ।
এত শুনি ক্ষত্তা হৈল বিষণ্ণবদন॥
বিদুর কহিল রাজা না কহিলা ভালো।
জানিলাম আজিহৈতে সর্ব্বনাশ হৈল॥

এত বলি বিদুর হইল দুঃখমতি।
ভীষ্ম স্থানে জানাইতে গেল শীঘ্রগতি॥
সভা পর্ব্ব সুধারস পাশা অনুবন্ধ।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালি প্রবন্ধ॥
জনমেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর।
কি হেতু পাশাতে হৈল অনর্থের ঘর॥
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পাইল।
কেবা খেলা নিবর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল॥
কোন২ জন ছিল সভার ভিতর।
যেই পাশাহৈতে হৈল ভারত সমর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ক্ষত্তৃ বাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয়॥
দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম্ম ভাল নয়।
একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয়॥
হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলিহ পাশা।
এ কর্ম্মেতে বিদুর না করিল সহসা॥
সুবুদ্ধি বিদুর মম অহিত না ইচ্ছে।
তার বাক্য না শুনিলে দুঃখ পাবা পিছে॥
দেবে যেন বৃহস্পতি দেবরাজহিত।
সেইরূপ ক্ষত্তা মম জানিহ নিশ্চিত॥
গুরুর অধিক পুত্র ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
বিচক্ষণ ক্ষত্তা কুরুবংশেতে গণনা॥
সুরকুলে বৃহস্পতি কুরুকুলে ক্ষত্তা।
বৃষ্ণিকুলে উদ্ধব সুবুদ্ধি বুদ্ধিদাতা॥
বিদুর কহিল পাশা অনর্থের ঘর।
দ্যূতহৈতে ভেদাভেদ আছে সুগোচর॥
ভ্রাতৃভেদ হৈলে বাপা হয় সর্ব্বনাশ।
বিদুরের বাক্য শুনি হৈল মম ত্রাস॥
মাতা পিতা তুমি যদি মান দুর্য্যোধন।
না খেলাহ দ্যূত তুমি শুনহ বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে।
কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে গণি।
হস্তিনানগর কুরুকুলরাজধানী॥
যুধিষ্ঠিরে স্থিতে তুমি পাইলা হস্তিনা।
তুমি যাহা দিলা তাহে বঞ্চে পঞ্চ জনা॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র তোমার বৈভব।
নরযোনি হয়ে কার এমত সম্ভব॥
ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ।
কি হেতু উদ্বেগ কর কহ দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া।
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া॥

কাপুরুষমধ্যে গণ্য হয় হেন জন।
বিশেষে ক্ষত্রিয় জাতি জানহ আপন ॥
মোরে যে বলিলা লক্ষ্মী গণি সাধারণ।
এই মত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহু জন ॥
কুন্তীপুত্র লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এত ক্ষণ ॥
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাণ্ডবের যশ।
যতেক নৃপতি পিতা হৈল তার বশ ॥
যদু ভোজ অন্ধক কুক্কুর লোক অঙ্গ।
কারস্কর বৃষ্ণি এই সপ্ত বংশ সঙ্গ ॥
যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে ॥
আর করিলেক কত কপট পাণ্ডব।
মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব ॥
পূর্ব্বে নাহি শুনি পিতা যে রত্নের নাম।
সে সকল দেখিলাম যুধিষ্ঠিরধাম ॥
নানা বর্ণে রত্ন সব না যায় কথন।
সিন্ধুমধ্যে গিরিমধ্যে জন্মে যত ধন ॥
ধরামধ্যে বৃক্ষমধ্যে জীবের অঙ্গেতে।
সর্ব্ব রত্ন আছে পিতা তার ভাণ্ডারেতে ॥
লোমজ পট্টজ চীর বিবিধ বসন।
গজদন্তবিরচিত দিব্য সিংহাসন ॥
হস্তী অশ্ব উট গাধা মেষ আর অজা।
নানা বর্ণে আনি দিল নানা দেশের রাজা ॥
শ্যামলা তরুণী দিব্যরূপা দীর্ঘকেশী।
সহস্র২ দাসী নানা বর্ণে ভূষি ॥
দেখিতে২ মম শ্রান্ত হৈল মন।
অপমান কৈল যত শুনহ কারণ ॥
মায়া সভামধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের বেদি সব হেন লয় চিতে ॥
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন ॥
তথাহৈতে কত দূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তায় মন ভ্রম হয় ॥
পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিগে লোকগণ লাগিল হাসিতে ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ ॥
সর্ব্বজন আমারে করিল উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্য বাস ॥
বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপীহৈতে তুলিয়া আমারে ॥
কার প্রাণে সহে পিতা এত অপমান।
আর যে করিল পিতা কর অবধান ॥
স্থানে২ স্ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির ॥
মস্তকে বাজিল ঘাত পড়িনু ভূতলে।
মাদ্রীপুত্র দুই আসিত্বরিত তুলিলে ॥
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুই জন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন ॥
এত অপমান পিতা সহে কার প্রাণে।
ক্ষত্র কি সহিবে নাহি সহে অন্য জনে ॥
এই হেতু আমার হইল অভিমান।
কি বা তার লক্ষ্মী লই কিবা যাউক প্রাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে পুত্র হিংসা বড় পাপ।
হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবা হিংসা।
শান্ত হয়ে থাক পুত্র পাইবা প্রশংসা ॥
সেই মত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ॥
আমার গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর ॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দুষিবে সংসার ॥
পর দ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন ॥
স্বকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর উপকারী।
সদাকাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি ॥
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষ ভাব তারে না করিহ কদাচন ॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা প্রজ্ঞাবান নই।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্র কথা কই ॥
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ ॥
রাজা হয়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্রঅনুসার ॥
রাজা হয়ে সন্তোষ না রাখিবে কখন।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাচন ॥
শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন।
নমুচি দানবে যথা সহস্রলোচন ॥
এক পিতাহৈতে হৈল দোঁহার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীতি ছিল নমুচি সংহতি ॥
সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতিকুমার ॥

শত্রু অল্প যদি তবু নাশের কারণ।
মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে তরুগণ॥
জ্ঞাতিমধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রেতে সেই সে শত্রুগণি যে প্রধান॥
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন॥
পুন ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল॥
বিদুর বলিল রাজা শ্রেয় নহে কথা।
কুলনাশ হইবে জানিয়া পাই ব্যথা॥
অন্ধ বলে আমারে না বলিহ যে আর।
দৈব বশ দেখি এই সকল সংসার॥
নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন॥
বিদুরেরে আগত করিয়া দরশন।
যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চ জন॥
জিজ্ঞাসা করেন কহ ভদ্র সমাচার।
কি কারণে অন্য চিত্ত দেখি যে তোমার॥
বিদুর বলেন রাজা চল হস্তিনায়।
বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায়॥
আর যে বলিল তাহা শুনহ সুমতি।
তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি॥
ভ্রাতৃগণ সহ মম সভা দেখ আসি।
দ্যূত আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি॥
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন।
এই হেতু আমারে পাঠাইল রাজন॥
পার্থ বলিলেন দ্যূত অনর্থের ঘর।
দ্যূত ক্রীড়া ইচ্ছে তাত জ্ঞানভ্রষ্ট নর॥
যে হউক সে হউক আমি অধীন তোমার।
কি কায করিব মোরে কহ সমাচার॥
বিদুর বলেন দ্যূত অনর্থের মূল।
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে ভ্রষ্ট হয় কুল॥
করিলাম অন্ধেরে অনেক নিবারণ।
আমারে পাঠায় তবু না শুনি বচন॥
বুঝিয়া করহ রাজা যাহে শ্রেয় হয়।
যাহ বা না যাহ তথা যেবা চিত্তে লয়॥
পার্থ বলিলেন আজ্ঞা দেন কুরুপতি।
গুরু আজ্ঞাভঙ্গ হৈলে নরকে বসতি॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত জানহ যেমন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহন॥
বিশেষে আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে আমি না ফিরি কখন॥
এত বলি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ॥
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লয়ে যায়।
ক্ষত্তাসহ পঞ্চ ভাই যান হস্তিনায়॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত অন্তঃপুরী নারী যত॥
একে২ সবাকারে করি সম্ভাষণ।
রজনি বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চ জন॥
পুণ্য কথা ভারতের অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভব বারি॥
রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সুখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন॥
অন্যে২ সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক সিংহাসনে॥
হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসারি।
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি॥
পুরুষের মনোরথ দ্যূত ক্রীড়া জানি।
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম্মনৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলেন পাশা অনর্থের ঘর।
ক্ষত্র পরাক্রম ইথে না হয় গোচর॥
কপট এ কর্ম্ম ইথে কপট বাখানে।
অনীতি কর্ম্মেতে মম নাহি লয় মনে॥
শকুনি বলয়ে পাশা সুবুদ্ধির কর্ম্ম।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার।
হীন জাতি জবনাদি করয়ে প্রহার॥
পাশার সমান সেহ বুদ্ধির সমর।
ক্ষত্র ধর্ম্ম আছে হেন বলে মুনিবর॥
যুধিষ্ঠির বলেন পাশা অনর্থের মূল।
স্বধর্ম্ম করিয়া কেন জানিলা মাতুল॥
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজ সেবা বিনা।
এ কর্ম্ম মাতুল আমি না করি কামনা॥
শকুনি বলিল তুমি যাহ নিজস্থানে।
পণ্ডিতে২ ক্রীড়া পণ্ডিতে সে জানে॥
যদি দ্যূত ক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে ডাকিলা আমারে।
সত্য মম না টলিবে পাশায় সমরে॥
সত্য আমি খেলিব পাশায় আবাহনে।
তোমার সহিত পণ করে কোন জনে॥

মেরুতুল্য আমার আছে যে বহুধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন॥
দুর্য্যোধন বলে মম মাতুল খেলিবে।
সব রত্ন আমি দিব যতেক হারিবে॥
এই রূপে দুই জনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন সভাতে বসিল॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুরপ্রভৃতি॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্নের ভাণ্ডার॥
ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন।
হাসি বলে কোথাহৈতে দিবা এই পণ॥
দুর্য্যোধন বলে আছে আমার অনেক।
প্রবোধ করিব আমি জিনিবা যতেক॥
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুন করিলেন পণ।
কোটি২ যতেক আছয় অশ্বগণ॥
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর কর মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির বলেন আমার যে স্যন্দন।
নানা যত্নে বিভূষিত মেঘের গর্জ্জন॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
হের দেখ জিনিলাম কর অন্যপণ॥
ধর্ম্ম বলিলেন হস্তিবৃন্দ যে আমার।
ঈষদন্ত মহাকায় বলে অনিবার॥
সব হস্তী করি পণ পুনঃ ফেল পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে দাসীগণ।
সহস্র২ নানা রত্নে বিভূষণ॥
সভার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে॥
শকুনি ফেলিলাম পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া॥
ধর্ম্ম বলেন আছয়ে গন্ধর্ব্ব অশ্বগণ।
তিলেকে না হয় শ্রম ভ্রমিতে ভুবন॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তম্বুর আনি দিল।
এবার দ্যূতেতে সেই অশ্বগণ হৈল॥
হাসিয়া বলয়ে দেখ সুবলকুমার।
অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ।
মহারথিমধ্যে করি যে সব গণন॥

এবার যুদ্ধেতে আমি করিলাম পণ।
হাসিয়া জিনিল বলে গান্ধারীনন্দন॥
এইমতে প্রবর্ত্তিল কপট দেবন।
একে২ হারিলেন ধর্ম্ম সর্ব্ব ধন॥
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরের মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিছে ততক্ষণ॥
আমি যত বলি তব মনে নাহি লয়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥
ওহে অন্ধরায় তুমি হইলা কি স্তব্ধ।
জন্মকালে এ পুত্র করিল খরশব্দ॥
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার।
কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার॥
না শুনিলা মম বাক্য করিয়া হেলন।
সেই সব রাজা ব্যক্ত হইল এখন॥
সংহার রূপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিলা নাহি পাও দেখিবারে॥
দেব গুরু নীতি রাজা কহি সে তোমারে।
মধুহেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে॥
নাহিক পতনভয় মধুর কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন॥
মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিতা।
পশ্চাৎ জানিবা এবে নাহি শুন কথা॥
এইরূপ কংস ভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশ পিতার করিল দুষ্টমতি॥
উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার।
গোবিন্দের হাতে তবে করিল সংহার॥
সপ্তবংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি।
মম বাক্য মান রাজা বড় পাবা প্রীতি॥
শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন্।
দুর্য্যোধনে রাখে নিয়া করিয়া বন্ধন॥
নির্ভয় পরম সুখে থাকহ নৃপতি।
কাকহস্তে ময়ূরের না কর অনীতি॥
শিবাহস্তে সিংহের না কর অপমান।
শোক সিন্ধুমধ্যে রাজা না কর পয়াণ॥
যে পক্ষী প্রসব করে অমূল্য রতন।
মাংস লোভে তারে নাহি খায় বিজ্ঞজন॥
সুবর্ণের বৃক্ষ রাজা রূপিয়া যতনে।
বৃক্ষ রক্ষা কৈলে পুষ্প পাই অনুদিনে॥
যে হইল এখন নিবর্ত্ত নরপতি।
পুত্রগণে কেন কর যমের অতিথি॥
এ পঞ্চ জনের সহ কে করিবে রণ।
কহ শুনি রাজা তব আছে কোন জন॥

দিক্‌পাল সহ যদি আইসে বজ্রপাণি।
পাণ্ডব জিনিতে নারে তোমা কিসে গণি॥
হে ভীষ্ম হে দ্রোণ কৃপ নাহি শুন কেনে।
সবে মেলি রঙ্গ দেখ বুঝিলাম মনে।
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না বুড়াহ হেলে।
সবে মেলি যমগৃহে যাইতে বসিলে॥
অক্রোধ অজাতশত্রু ধর্ম্মের তনয়।
যে ক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয়॥
যমজ যুগল করিবেক যবে ক্রোধ।
কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ॥
হে অন্ধ পাশাতে যত লইতা বিশাত।
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত॥
কপট করিয়া তাহে কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্রে দিবে সব ধর্ম্মের নন্দন॥
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণচূড়ামণি॥
কোথায় পর্ব্বতপুর ইহার নিবাস।
কে আনিল এথায় করিতে সর্ব্বনাশ॥
বিদায় করহ ঘরে যাকু আপনার।
উঠ২ শকুনি করি যে পরিহার॥
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল।
অনন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
দুর্য্যোধন বলে আমি তোমা না জিজ্ঞাসি।
কার হয়ে কহ ভাষা সভামাঝে বসি॥
জিহ্বাতে হৃদয় তত্ত্ব মনুষ্যের জানি।
সদাকাল কর তুমি ধৃতরাষ্ট্র হানি॥
পাণ্ডুপুত্রপ্রিয় তুমি সর্ব্ব লোকে জানে।
নিকটে না রাখি কভু শত্রু হিত জনে॥
উঠিয়া যথায় ইচ্ছা যাহ আপনার।
এথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার॥
কুজনেরে যদি রাখ করিয়া যতন।
তথাপি অসৎ পথে করিবে গমন॥
সভামধ্যে যতেক কহিলা তুমি ভাষা।
অন্য হৈলে নাহি থাকে জীবনের আশা॥
যতেক তোমার আমি করি পূজা মান।
তত অনাদর মোরে কর অল্প জ্ঞান॥
সভামধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু।
কেহ এ কুৎসিত আর নাহি করে কভু॥
বিদুর বলেন আমি না কহি তোমারে।
ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে॥
তোরে কি কহিব ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে।
হিতবাক্য হতায়ু কখনো নাহি মানে॥

আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিবা কথা।
জিজ্ঞাসহ আপন সদৃশ পাও যথা॥
এত বলি নিঃশব্দেতে ক্ষত্তা মহাশয়।
পুন আরম্ভিল পাশা সুবলতনয়॥
শকুনি বলিল চাহি ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্ব সংহারিলা আর কি করিবা পণ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে অসংখ্য রতন।
চারি সিন্ধুমধ্যেতে আমার যত ধন॥
অযুত নিযুত যত খর্ব্ব মহাখর্ব্ব।
পদ্ম শঙ্খ কবন্ধ আছয়ে যত সর্ব্ব॥
সকল করিনু পণ এ বার সারিতে।
জিনে লইলাম বলে গান্ধারের সুতে॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে পশুগণ।
গবী উষ্ট্র খর আর মেষ অগণন॥
সব করিলাম পণ এ বার দ্যূতেতে।
জিনিলাম বলি বলে সুবলের সুতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি।
আমার শাসিত আছে যত দেশ ভূমি॥
ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন।
এ বার দেবনে আমি করিলাম পণ॥
শকুনি বলিল জিনিলাম সে সকল।
আর কি আছয়ে পণ কর মহাবল॥
ধর্ম্ম দেখিলেন ধন কিছু নাহি আর।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার॥
সকল করিলে পণ জিনিল শকুনি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্মনৃপমণি॥
শকুনি বলিল কহ কি আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার॥
ক্ষিতিমধ্যে বিখ্যাত নকুল মহাবীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দরশরীর॥
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এ বার সারিতে নকুলেরে করি পণ॥
কপটে শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার॥
কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে॥
ধর্ম্ম বলেন সহদেব ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত॥
এ বার সারিতে সহদেবে করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধারনন্দন॥
কপট চাতুরী বাক্য বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥

বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুনে হারিবানা লয় মম চিতে॥
ধর্ম্মরাজ বলেন তোমার দুষ্প্রকৃতি।
ভ্রাতৃ ভেদ ভাষ কেন কহ মন্দমতি॥
আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান॥
ভীত হয়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত সুজনেতে হয়॥
মত্ত হৈলে অবক্তব্য বাক্য আইসে মুখে।
তুমি শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ ক্ষমহ দোষ মোকে॥
পুন যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিন লোক খ্যাত যে আমার সহোদর॥
হেলে তরি পর সৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায়॥
হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাত ক্ষিতিতলে॥
এ কর্ম্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিহ করি পণ অক্ষক্রীড়া বিধি॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনিল হরিষ কুরুবলে॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ করি এই বার।
বলেতে মনুষ্য লোকে সম নহে যার॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে।
সেই মত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে॥
পাশার এ পণযোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিহ করি পণ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আমি আছি কেবল আমারে করি পণ॥
জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার।
পাপ কর্ম্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার॥
দ্রুপদকুমারী পণ করহ এ বার।
জিনিয়া করহ রাজা আপন উদ্ধার॥
এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপনা থাকিলে হয় বহু ধন নারী॥
রাজা বলে মামা না সম্ভবে এই কথা।
কিমতে করিব পণ দ্রুপদদুহিতা॥
রূপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা।
অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা॥
মম সৈন্য সিন্ধু সম না হয় বর্ণন।
প্রত্যক্ষ সভার চেষ্টা করে অনুক্ষণ॥
দ্বিজ ক্ষত্র দাস দাসী যত পশুগণ।
সভারে জননীরূপে করেন পালন॥
হেন স্ত্রী করিব পণ হেন নহে মতি।
কপট করিয়া বলে শকুনি দুর্ম্মতি॥
লক্ষ্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিণী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিত পড়ে পাশা জানি॥
হারিলা আপনা রাজা করহ উদ্ধার।
আপনাহইতে বড় নাহি কেহ আর॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন মানিলেন যে হিত॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আরবার সেই পণ স্থির॥
এতেক শুনিয়া দুষ্ট পাশা ফেলাইল।
হাসিয়া শকুনি বলে জিনিল২॥
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হাসে খলি২।
মহাআনন্দিত কুরু সোদর সকল॥
বিপরীত দেখি কম্প হৈল সভাজন।
ভীষ্ম আর দ্রোণ হৈল সজল নয়ন॥
বিমরিষ বিদুর বসিল অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে॥
হৃষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল২ বল্যে জিজ্ঞাসিল॥
বহুকাল প্রকাশিল কুটিল আকার।
না পাইল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর॥
এই মতে সকল হারেন ধর্ম্মরায়।
সভাপর্ব্বে সুধারস কাশীদাস গায়॥
হাসিয়া বলিল দেখ সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন॥
আমা সভামধ্যেতে তোমারে দিল লাজ।
উপহাস কৈল পেয়ে আপন সমাজ॥
এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃ২ তোমা দেখি হাসে সর্ব্বজন॥
বাতুল দেখিয়া যেন হাসে সভাজনে।
সেই মত কৈল তোমা আপন ভবনে॥
সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমণি।
দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ সমুদয়।
সম যোগ্য দাসেরে বসিতে না যুয়ায়॥
দুর্য্যোধন বলে সখা উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে॥
দাস হৈল দাসস্থানে বসুক পঞ্চ জন।
সভাকার কাড়ি লহ বস্ত্র আভরণ॥

বুঝিয়া আপনি সখা করহ বিধান।
পঞ্চ জনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে কর সমর্পণ।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন॥
দৈবহৈতে বহু জন ভৃত্য কর্ম্ম করে।
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসারভিতরে॥
নিজ বৃত্তিমত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে ভৃত্যে ভৃত্যকর্ম্ম॥
ভৃত্য হৈল পঞ্চ জন করুক স্বকায।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য যোগ্য কর মহারাজ॥
অনুভব আমার যে কর অবধান।
পঞ্চ জনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্য কর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয়॥
তাম্বূলের সেবাতে করহ নিযোজন।
পান লয়ে সন্নিধানে থাকে অনুক্ষণ॥
হৃষ্ট পুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।
সেকারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান॥
বৃকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দ্দোল।
অনায়াসে ভার সবে নহেক দুর্ব্বল॥
কান্ধে করি তোমার সহিত ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইবে যথা করিবা গমন॥
অর্জ্জুনের এই সেবা দেহ মহাশয়।
আমি অনুমানি যদি তব মনে লয়॥
বস্ত্র অলঙ্কারআদি সমর্প অর্জ্জুনে।
লয়ে তব সম্মুখে থাকিবে অনুক্ষণে॥
তব হিত প্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়।
এ দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয়॥
দুই ভিতে তোমার থাকিবে দুই জন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন॥
এ পঞ্চ সেবায় পঞ্চে কর নিযোজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপন॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
হাসিয়া বলয়ে তবে গান্ধারীকুমার॥
দুর্য্যোধন বলে সখা বলিলা উত্তম।
যে বিধান করিলা সে মম মনোরম॥
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে।
সভাতলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে॥
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণে যত ভৃত্যগণ।
উঠ২ বলি কহে কর্কশ বচন॥
কোন লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈস গিয়া॥

দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্মে করে ধরি।
চল২ বলি ডাকেপৃষ্ঠে ঢেকা মারি॥
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝরঝর॥
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর২ কম্পবান ভীম বীর॥
ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়ি।
যেমন প্রলয় কালে হয় মড়মড়ি॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
অরুণ আকার চক্ষু চাহে এক দৃষ্টি॥
নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমান।
মহাবীর ভীমসেন কর্ণপানে চান॥
দেখিয়া কৌরবেরা পাইল বড় শঙ্কা।
হাতে গদা করিয়া উঠিল রণরঙ্কা॥
মাতায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয়ত বিদার॥
ক্রোধ মুখ করি দুঃশাসন পানে ধায়।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায়॥
হেঁট মাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে॥
অর্জ্জুন বলেন ভাই না কর অনীতি।
কিহেতু হেলন কর ধর্ম্মনরপতি॥
দিকপাল সহ যদি আইসে দেবরাজ।
আর যত বীর বৈসে ত্রৈলোক্যের মাঝ॥
ধর্ম্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে।
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে॥
কোন ছার এরা সব তৃণহেন গণি।
এখনি দহিতে পারি কারো নাহি মানি॥
বিনা ধর্ম্মআজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
তাহে কোন ভদ্র যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি॥
অস্বীকার ধর্ম্মের এ কর্ম্মে অভিপ্রায়।
সেকারণে এ কর্ম্ম করিতে না যুয়ায়॥
অর্জ্জুনের বচনে হইল শান্ত ক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল॥
সভা ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূল্যাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চ জনে॥
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ॥
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য উপহাসে তবে কহিতে লাগিল॥

তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভাহৈতে গৃহে তবে গেল আপনার॥
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান।
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরদাসাগ্রজ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মতি।
ডাকিয়া বলিল তবে বিদুরের প্রতি॥
বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে।
হেন বুঝি দুঃখী বড় পাণ্ডবের দুঃখে॥
উঠ২ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ চলি।
আপনি আইস হেতা লইয়া পাঞ্চালী॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তাসভার সহিত করুক দাসীপণ॥
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধ মুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর॥
মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস কিছু।
ব্যাঘ্রেরে করাসি ক্রোধ হয়ে মৃগ পশু॥
বিষ সংহারিয়া বসিয়াছে বিষধর।
অঙ্গুলী না পুর তার মুখের ভিতর॥
কেমতে এ দুষ্টভাষা মুখেতে আনিসি।
পাণ্ডবের গৃহিণী হইবে তব দাসী॥
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার।
সভাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার॥
আপনা হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
অন্য জন উপরে কিসের অধিকার॥
অন্যের উপরে তার প্রভুপন কিসে।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে॥
মোর বোল যদি তোর নাহি লয় মনে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে॥
এই যে বৃদ্ধক অন্ধ ভ্রষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে॥
নিকটে আইলে মৃত্যু কে করে বারণ।
ফুল ধরি যেন বেণু বৃক্ষের মরণ॥
দ্যূতেতে পরম ধর্ম্ম আপন কল্যাণ।
কদাচিত তথাপি না করে মতিমান॥
শুখাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্য ঘাত নাহি খণ্ডে যাবৎ জীবন॥
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয়।
চিন্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময়॥
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে॥
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাষে কদাচন॥
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন অগতি নহে বিষ্ণুভক্ত নর॥
পুনঃ২ আমি কহিলাম হিত বাণী।
না শুনিলা মৃত্যুকাল হৈল হেন জানি॥
নিশ্চয় হইল দেখি তিন কুল ধ্বংস।
শান্তনু বাহ্লীক অন্ধ নৃপতির বংশ॥
পাত্র মিত্র ইষ্ট পুত্র সহিত মজিবে।
আমার এ সব কথা পশ্চাৎ ফলিবে॥
এই রূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর॥
প্রাতিকামী আছিল সম্মুখে দাণ্ডাইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া॥
যাহ তুমি দ্রৌপদীরে আন এই ক্ষণে।
পাণ্ডবের ভয় তুমি না করিহ মনে॥
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত হৃদয়॥
আর কুস্বভাব আছে বিদুরের চিত।
ধৃতরাষ্ট্র কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত॥
দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় চলিল প্রাতিকামী।
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামী॥
যথায় পুরের মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী।
দ্রৌপদীর আগে কহে যোড় কর করি॥
অবধানে মহাদেবি শুনহ বিধান।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল দ্যূতে হতজ্ঞান॥
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা আদি করি।
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরুঅধিকারী॥
ধৃতরাষ্ট্র গৃহে চল কর যথা কর্ম্ম।
শুনিয়া দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজ মর্ম্ম॥
দ্রৌপদী বলেন হেন কভু নাহি শুনি।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী॥
যুধিষ্ঠির ধীর বুদ্ধি কভু মত্ত নয়।
এ কর্ম্ম দ্যূতের হেন মনে নাহি লয়॥
প্রাতিকামী বলে এই কপট না হয়।
তবে কেন খেলিবেন ধর্ম্মের তনয়॥
একে২ সর্ব্বস্ব হারিয়া নরবর।
আপনারে হারিলেন সহ সহোদর॥
পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি।
এত শুনি বলিলেন দ্রুপদনন্দিনী॥
যাহ প্রাতিকামি গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে।
প্রথমে আপনা কি হারিলেন আমারে॥

হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা।
তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদ জনা॥
তবে যদি আমারে যাইতে সবে কয়।
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায়॥
এত শুনি প্রাতিকামী চলিল সত্বরে।
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম্ম নৃপবরে॥
পাঠাইল দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে।
কোন পণ প্রথমে করিলা রাজা দ্যূতে॥
প্রথমে আপনা কি হারিলা যাজ্ঞসেনী।
শুনি মুগ্ধ হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি॥
রহিলেন নিঃশব্দে না বলিলেন বাণী।
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রাতিকামী॥
প্রাতিকামী প্রতি ক্রোধ বলে কুরুবরে।
যাহ প্রাতিকামী কি জিজ্ঞাসহ উহারে॥
সভামধ্যে লইয়া আইসহ দ্রৌপদীরে।
আসিয়া করুক ন্যায় সভার ভিতরে॥
আসি জিজ্ঞাসুক সেই যেই লয় মনে।
করুক আসিয়া ন্যায় লয়ে সভাজনে॥
এত শুনি প্রাতিকামী হইল দুঃখিত।
পুন দ্রৌপদীর স্থানে চলিল ত্বরিত॥
কর যোড়ে প্রাতিকামী বলে সবিষাদ।
অবধান মহাদেবি হইল প্রমাদ॥
অন্ত হৈল কুরুকুল বুঝিলাম মনে।
সভাতে তোমারে লইতে বলিল যখনে॥
দ্রৌপদী বলিল শুন সঞ্জয়নন্দন।
ধর্ম্মরাজ কি বলেন কি বা দুর্য্যোধন॥
প্রাতিকামী বলে রাজা কিছু না বলিল।
সভাতে লইতে দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল॥
দ্রৌপদী কহিল তুমি বলিলা প্রমাণ।
বংশ নাশ হেতু বিধি করিল বিধান॥
যাহ প্রাতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায়।
নিশ্চয় কি তাঁর মন যাইতে তথায়॥
এত শুনি প্রাতিকামী চলিল সত্বর।
রাজারে কহিল আসি কৃষ্ণার উত্তর॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া অন্তরে।
দুর্য্যোধন যত্ন দেখি কৃষ্ণা আনিবারে॥
বিচারিয়া বলিলেন কহ দ্রৌপদীরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে॥
সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয়।
ধর্ম্ম রক্ষা করুন আসিয়া এ সভায়॥
প্রাতিকামী প্রতি তবে দুর্য্যোধন বলে।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন জ্বলে॥

ভাল তোরে পাঠানু আনিতে দ্রৌপদীরে।
পুনঃ২ ধাইয়া আইসহ এথাকারে॥
আমি যাহা বলি তাহা নাহি লয় মনে।
পুনঃ২ আইসহ দ্রৌপদী দূতপনে॥
যাহ শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এখানে।
এত শুনি প্রাতিকামী ভীত হৈল মনে॥
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বর।
কতেক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তর॥
কি ক্ষণে আইনু আজি রাজার নিকটে।
সেকারণে পড়িলাম বিষম সঙ্কটে॥
পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার।
পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার॥
কদাচিত কৃষ্ণা যদি এবার না আইসে।
দুর্য্যোধন মহাক্রোধ করিবে বিশেষে॥
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয়নন্দনে।
কর যোড়ে বলে দুর্য্যোধনের চরণে॥
তব আজ্ঞা বশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে।
না আইলে কি করিব আজ্ঞা কর মোরে॥
শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের ভয় করে সঞ্জয়নন্দন॥
এ কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি॥
সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কি আর বিচারে॥
আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন চলিল ত্বরিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদি আজ্ঞা করিল রাজন॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্ঠিরে॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদন আর বিকৃতি আকৃতি॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছে গোড়াইল॥
গৃহদ্বারে কুন্তী দেবী ভুজ পসারিয়া।
সবিনয় বলে দুঃশাসনে রহাইয়া॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত॥
কুলবধূ লয়ে যাবা মধ্যেতে সভার।
কুলের কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমার॥

শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে॥
যেই কেশ রাজসূয় যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয়॥
পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী॥
কেশে ধরি নিল কৃষ্ণা পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে॥
নাগিনী বিকল যেন গরুড়ের মুখে।
ছটফট করে দেবী ছাড়ছাড়ডাকে॥
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে।
রজস্বলা আছি আরে একই বসনে॥
দুঃশাসন বলে তুমি ছাড় হেন আশা।
রজস্বলা হও কিম্বা হও একবাসা॥
পূর্ব্ব অহঙ্কার তুমি না করিহ মনে।
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে॥
কৃষ্ণা বলে গুরুজন আছয়ে সভাতে।
কিমতে দাণ্ডাব আমি সভার অগ্রেতে॥
না লও সভাতে মোরে কর পরিহার।
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার॥
কেন হেন জ্ঞান হারাইলা রে অবোধ।
সর্ব্বনাশ করে তোর পাণ্ডবের ক্রোধ॥
ইন্দ্র সখা করিলেহ রক্ষা না পাইবি।
ক্ষণমাত্রে যমগৃহে সবংশেতে যাবি॥
ধর্ম্মে বদ্ধ হইয়াছে ধর্ম্ম নরপতি।
ভ্রাতৃ উপরোধে বশ চারি মহামতি॥
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন।
এখনেহ রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুন আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে॥
ঝাঁকারিয়া বলেতে লইল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল॥
উপড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে ডাকয়ে কাতরে॥
বড়২ জন দেখি আছয়ে সভায়।
হেন এক জন নাহি এক কথা কয়॥
এ তোর দুর্বুদ্ধি নাহি করে নিবারণ।
চিত্র পুত্তলিকামত আছে সভাজন॥
এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেহ না দেখে নয়নে॥
বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সভে অতুল মহত্ত্ব॥
কুরু সব সাথে ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
এক জন কেহ এক ভাষা নাহি কয়॥
এত বলি কান্দে দেবী সজল নয়নে।
কাতর হইয়া চাহে স্বামিগণ পানে॥
দ্রৌপদী কাতরা দৃষ্টি করিয়া পাণ্ডব।
ঘৃত পাইলে যেমত জ্বলয়ে জলোদ্ভব॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল।
তিলমাত্র তাহাতে তাপিত না হইল॥
দ্রৌপদী কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার শাল যেন পোড়য়ে আগুনে॥
দুঃশাসন টানে ঘন কেশেতে আকাষি।
পরিহাস করে কেহ বলে আন দাসী॥
সাধু দুঃশাসন বলে রাধেয় শকুনি।
সজল নয়নে কান্দে দ্রুপদনন্দিনী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

দ্রৌপদী যতেক কহে কেহ নাহি শুনে।
কিন্তু ভীষ্ম উত্তর দিলেন কতক্ষণে॥
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ॥
অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্যমধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কি বা আর॥
আপনা হারিল আগে ধর্ম্মের নন্দন।
পশ্চাৎ হারিল কৃষ্ণা জানে সর্ব্বজন॥
দ্রুপদনন্দিনী পঞ্চ পাণ্ডবের নারী।
একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী॥
রাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির মুখে কভু মিথ্যা না বেরায়॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি কহিব ইহার বিধান নাহি জানি॥
এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্ম ধীর।
যুধিষ্ঠির চাহি বলে বৃকোদর বীর॥
ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে।
আপনার ভার্য্যাকে হেরেছে কোন জনে॥
কপটে জুয়ারি হইয়াছে বহুজন।
তাসভার থাকিবেক বেশ্যানারীগণ॥
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা যেমন॥

রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক॥
আমাসহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর অন্য নারি করিবার॥
এই সে শরীরে তাপ সম্বরিতে নারি।
পশ্চাতে করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীন জনে॥
এই হেতু তোমাতে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্র লোকে কহে ভাষা নাহি কিছু বোধ॥
ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলা।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোনকালে॥
আজি কেন কটূত্তর বলিলা রাজায়।
তব মুখে হেন বাক্য কভু না বেরায়॥
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মজ্ঞেতে গণি।
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈলা হেন জানি॥
সদাই শত্রুর ভাই এই সে কামনা।
ভাই২ বিচ্ছেদ হউক পঞ্চ জনা॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজ না কর হেলন॥
রাজারে বলিলা হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্ম্মচ্যুত॥
ভীম বলেন ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
হীন জন লঘুত্ব না পারি সহিবার॥
হরি বিনা অন্য চিত্ত নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব দেখিতেছি যে নয়নে।
তবে ভুজ রাখি আর কোন প্রয়োজনে॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।
দুঃখের অনলেতে দহয়ে কলেবর॥
বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয়॥
বিশেষে কৃষ্ণার ক্লেশ না সহে শরীরে।
সভাজন চাহিয়া বলেন উচ্চৈঃস্বরে॥
সভামধ্যে আছহ বড়২ রাজগণে।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দেহ কেনে॥
পুনঃ২ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর পচে নরক ভিতরে॥
এ যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দেও কি কারণ॥
এই ভরদ্বাজ কৃপ শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে।
ক্ষত্রকুলে আচার্য্য বিখ্যাত ভূমণ্ডলে॥
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দেহ কেন দ্রৌপদীর তরে॥
আর যে আছয়ে বহু বহু রাজগণ।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
পুনঃ২ দ্রৌপদী কহিল বারবার।
যার যেই চিত্তে আইসে করহ বিচার॥
এই মত পুনঃ২ বিকর্ণ কহিল।
এক জন সভায় উত্তর না করিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সভে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলা উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর॥
চারি ধর্ম্ম নৃপতির হয়েছে সৃজন।
মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন॥
এই যে নৃপতি ধর্ম্ম দেবনে পশিল।
ইচ্ছা সুখে নহে সবে কপটে ডাকিল॥
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেক সুবলনন্দন॥
আগে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপর কি বা প্রভুপন আছে॥
বিশেষে সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চজনার।
স্বয়ং ধর্ম্মরাজের না ইতে অধিকার॥
সেকারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমরা কি বল বল মম এই চিত॥
বিকর্ণ বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু২ বলি সবে বলয়ে বচন॥
বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার॥
সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে॥

এ সভায় যত লোক কিছু নাহি জানে।
কেহ না কহিল ঐ কহিল সেকারণে ॥
সভে জানে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি করে কোন জনে ॥
বালক হইয়া সভামধ্যেতে আইল।
বৃদ্ধের সমান নীতি বচন কহিল ॥
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি কি জান বিচার।
কৃষ্ণা জিতা নহে যে সে কেমন প্রকার ॥
যুধিষ্ঠির যখন সর্ব্বস্ব কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবলনন্দন ॥
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী ॥
দ্রৌপদীরে পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নাস্তি না কহিল ॥
আর যে কহিল কৃষ্ণা এক বস্ত্রকায়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুয়ায় ॥
কি তার গর্ব্বিত গুরু কি বা ভয় লাজ।
বেশ্যাজনে কেন লজ্জা আসিতে সমাজ ॥
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নির্ম্মাণ করিল ॥
দুই স্বামী হইলে বলি যে দ্বিচারিণী।
পঞ্চ স্বামী হৈলে পরে বেশ্যামধ্যে গণি ॥
সভায় আনিতে বেশ্যা লাজ তার কিসে।
এই মত বিচার আমার মনে আইসে ॥
দুর্য্যোধন বলে এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার তত্ত্ব ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি ॥
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণে ॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতি আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার ॥
এত শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেক সত্বর ॥
এক বস্ত্রপরিধানা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে পিন্ধনেতে ধরি ॥
ছাড়২ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরিয়া অঙ্গের বস্ত্র কাড়ে ॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুলা হইয়া কৃষ্ণা ডাকে দেবরায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ত্রিপদী।

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু অনাথ জনার বন্ধু
অখিলের বিপদভঞ্জন।
এসব সভার মাঝে ইথে নিবারহ লাজে
তোমা বিনা নাহি অন্য জন ॥
যে প্রভু পালিত সৃষ্টি সংহার করিতেঁ বৃষ্টি
পুনঃ২ হও অবতার।
তাহার চরণ ছায়া সুপিনু আমার কায়া
অনাথার কর প্রতিকার ॥
বিষদন্তি খরক্রোধে ভুজঙ্গ দন্তির রদে
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাহার চরণ যুগে দ্রৌপদী শরণ মাগে
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥
যাহার উজ্জ্বল চক্র কাটিয়া মস্তক নক্র
নিস্তার করিল গজরাজ।
বল করে দুরাশয়ে শরণ নিলাম ভয়ে
তাহার চরণ পদ্মমাঝ ॥
যেই প্রভু ঈষদঙ্গে কৃপায় সংসার রঙ্গে
নাচয় সে ফণাধর মুণ্ডে।
তাহার চরণ রঙ্গ সুপিনু আমার অঙ্গ
রাখ প্রভু বলে কুরুদণ্ডে ॥
যে প্রভু কপটে ছলি পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিয়া শচীপতি।
তাহার ত্রিপাদ পদ্ম ত্রিপথগামিনী সদ্ম
তাহা বিনা নাহি মোর গতি ॥
পরশে যে পদ ধূলা অনেক কালের শিলা
দিব্য রূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্ধ বিনাশিলা দশকন্ধ
দ্রৌপদী শরণ তার নিল ॥
যে প্রভু পর্ব্বত ধরি গোকুলে গোপের নারী
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদ শাস্ত্র লোকে খ্যাত পতি পুত্র গণনাথ
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে ॥
যাহার সৃজন সৃষ্টি সংসারে যাহার দৃষ্টি
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জন জনে স্মরণ করিলে শুনে
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ ॥
নৃসিংহ বামন হরি বিষ্ণু সুদর্শনধারী
মুকুন্দ মুরারি মধুহারী।
নারায়ণ বিষ্ণু রাম ইত্যাদি যতেক নাম
পুন ডাকে দ্রুপদকুমারী ॥

দ্রৌপদী আকুল জানি অস্থির সে চক্রপাণি
যার নাম আপদভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি রাখিতে এলেন সতী
সত্য ধর্ম্ম করিতে পালন॥
আকাশ মার্গেতে রয়ে বিবিধ বসন লয়ে
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে ততেক বসন বাড়ে
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব গায়॥
লোহিত পিঙ্গল শিত নীল শ্বেত বিরচিত
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের সাড়ী দুঃশাসন ফেলে কাড়ি
পুঞ্জ২ হৈল স্থানে২ ॥
পর্ব্বত প্রমাণ বাস দেখি লোকে হৈল ত্রাস
চমৎকার হইল সভাতে।
কভু নাহি শুনি দেখি সভাজন বলে ডাকি
ধন্য২ দ্রুপদদুহিতে॥
ধন্য গর্গ মহামুনি নিস্তার করিতে প্রাণী
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণা নাম।
যে নাম লইলে তুণ্ডে বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে
হেলে লভে স্ববাঞ্ছিত কাম॥
নরেতে যে নাম ধরি ভবসিন্ধু যায় তরি
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ডদায়।
ক্ষণেক যে নাম জপি অশেষ পাপের পাপী
সকল ধর্ম্মের ফল পায়॥
ভারত অমৃত কথা ব্যাস বিরচিত গাঁথা
অবহেলে যেই জন শুনে।
দুস্তর সংসারে তরি যায় সেই স্বর্গ পুরী
কাশীরাম দাস বিরচনে॥

পয়ার।

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজনে হৈল স্তব্ধ।
সাধু২ দ্রৌপদী চৌদিগে হৈল শব্দ॥
পূর্ব্বে নাহি শুনি নাহি দেখি যে নয়নে।
দুর্য্যোধনে নিন্দা বহু করে সভাজনে॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল ক্রুদ্ধতর॥
অধরোষ্ঠ কম্পয়ে কম্পয়ে কর পদ।
ঘূর্ণিত নয়নযুগ যেন কোকনদ॥
সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্ব জনে।
মোর বাক্য শুন যত আছ রাজগণে॥
সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে।
যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে॥
পিতৃ পিতামহ গতি না পান কখনে।
এইত ভারত কুলাধম দুঃশাসনে॥
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিব বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত॥
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ২ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত॥
পরিশ্রান্ত হইয়া বসিল ভূমিতলে।
মলিন বদন হৈল যত কুরু বলে॥
যত সাধুগণ সব করয়ে রোদন।
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র নিন্দা করে সর্ব্ব জন॥
আপনিহ অন্ধ অন্ধপুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে এমন কখন না হইল॥
তবেত বিদুর নিবারিয়া সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে॥
এ সভার মধ্যে আছ বড় রাজগণ।
বুঝি এক বাক্য না বলহ কি কারণ॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া যদি আইসে সভামাঝে।
সভাজনে চাহি যে তাহার ন্যায় বুঝে॥
সভাতে থাকিয়া যে বিচার নাহি করে।
অধর্ম্মের সহ সেই যায় নরকেরে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে শুন সভাজন।
প্রহ্লাদ দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন॥
অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধন্বা নামেতে।
দুই জনে কন্দল হইল আচম্বিতে॥
বিরোচন বলে নাহি রাজার সমান।
সুধন্বা বলয়ে দ্বিজ সভার প্রধান॥
এইহেতু কন্দল করিল দুই জন।
ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেক ততক্ষণ॥
যে জন হারিবে তার লইবে পরাণ।
চল সাধুজন স্থানে জিজ্ঞাসি বিধান॥
বিরোচন বলে জিজ্ঞাসিব কোন স্থানে।
দ্বিজ বলে চল তোর বাপের সদনে॥
সুধন্বা বলিল শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান॥
পণ কৈল যে হারিবে লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান॥
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন॥
চিন্তে কৈল সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুষ্কর॥

এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান ॥
অসুর সুরের কর্ম্ম তোমার গোচর।
কেমনে হইবে শ্রেয় বলহ উত্তর॥
কশ্যপ বলেন শুন বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া॥
সভামধ্যে থাকে যেই সাধু মহাজন।
ন্যায় করি তার তাপ করে নিবারণ ॥
সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার।
নরকহইতে তার নাহিক নিস্তার ॥
যে পক্ষে অন্যায় করে হয় সেই গতি।
ইহ লোকে মহাদুঃখ পায় নিতি২ ॥
হৃদয়ের শেল তার কদাচ না টুটে।
অর্থশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে॥
অধর্ম্মির পক্ষ হয়ে কহে যেই জন।
তার দুই পাদ পাপ সে করে ভোজন॥
অধর্ম্মি জানিয়া যেই নিন্দা নাহি করে।
এক পাদ পাপ তার ফলয়ে তাহারে॥
সাক্ষী হয়ে যেই জন পক্ষ হয়ে কয়।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য়॥
কশ্যপের স্থানে শুনি এতেক বিধান।
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান॥
তারে শ্রেষ্ঠ বলি যারে করি যে বন্দন।
তেঞি তোমাহৈতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ॥
আমারহইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি।
তোর মাতাহৈতে শ্রেষ্ঠা ইহার জননী॥
পুত্রে এত বলিয়া সুধন্বাপ্রতি কয়।
তোমার অধীন আজি বিরোচন হয়॥
মারহ রাখহ তুমি যেই তব মন।
যাহা ইচ্ছা কর নাহি কোন নিবারণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে বলে তপোধন।
দ্বিগুণ পাউক আয়ু তোমার নন্দন ॥
কখনহ তাপ নহে সত্যবাদি জনে।
সেকারণে তব পুত্র বাড়ুক কল্যাণে ॥
এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল।
সভাজন চাহি ক্ষত্তা এতেক বলিল ॥
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোন জন।
দুঃশাসনে তবে বলে সূর্য্যের নন্দন ॥
আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ।
সভামধ্যে আনিয়া গৃহেতে লয়ে যাহ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থরহরে।
স্বামিগণ পানে চাহে কান্দি উচ্চৈঃস্বরে॥
অধোমুখে আছেন পাণ্ডব পঞ্চ জনে।
দ্রৌপদী যতেক ডাকে শুনিয়া না শুনে॥
স্বামিগণ অধোমুখ দেখি যাজ্ঞসেনী।
সভাজন চাহি বলে শিরে কর হানি॥
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল।
এইহেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল॥
পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বর কালে।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্য জনে।
আজি পুন সেই সভা দেখিল নয়নে॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ুআদি আমারে না দেখে।
কুরুর সভায় আজি দেখে সর্ব্ব লোকে ॥
চন্দ্র সূর্য্য দেখিলে যাহারা ক্রোধ করে।
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে॥
যত গুরু জনে আমি করি নমস্কার।
এক বাক্য বল সবে করিয়া বিচার॥
দ্রুপদনন্দিনী আমি পাণ্ডবগৃহিণী।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদাচক্রপাণি॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সবর্ণা মহিষী।
কহিতেছ তোমরা হইব আমি দাসী॥
আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধান।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণ॥
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন।
পুনঃ২ কল্যাণি জিজ্ঞাস কি কারণ॥
দ্রোণআদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায়।
কাহার জীবন নাহি সবে মৃতপ্রায়॥
মৃতলোকে জিজ্ঞাসিলে কি পাবা উত্তর।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি ধর্ম্মাশ্রয় কর॥
বহু কষ্টযুত নহে ধার্ম্মিক যে জন।
ধর্ম্মবলে কর সব শত্রুর নিধন॥
দাসী যোগ্যা অযোগ্যা যে কহিল বিধান।
কহি আমি শুনহ আমার অনুমান॥
তুমি দাসী হৈতে যুধিষ্ঠিরের স্বীকার।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার॥
জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা আপনে।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্য জনে ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস পাশার নির্ণয়।
ব্যাসবিরচিত গীত কাশীদাস কয়॥
সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী করয়ে ক্রন্দন।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনেঘন॥
হাসিয়া দ্রৌপদীপ্রতি বলে দুর্য্যোধন।
কেন অকারণে কৃষ্ণা করিস রোদন॥

তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিলেক তোরে।
পুনঃ২ কিবা আর জিজ্ঞাস সভারে॥
অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয়।
একা যুধিষ্ঠির মোর অধিকারী নয়॥
জানাউক চারি স্বামী সম্মুখে সভার।
তোর পরে নাহিক ধর্ম্মের অধিকার॥
মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির কহুক চারি জন।
এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন॥
নতুবা আপনি কউক ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণার উপরে নাহি মম অধিকার॥
এত যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল২ বলিয়া কহিল সভাজন॥
শুনিবারে রাজগণ আছে কুতূহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র ভীম কি বা বলে॥
কি বা বলে ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চ জনমুখ সভে করে নিরীক্ষণ॥
নিঃশব্দে নৃপতিগণ এক দৃষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায়॥
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে।
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে॥
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহা বিনা গতি॥
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডবঈশ্বর।
এতক্ষণ কোথা বাঁচে কৌরব পামর॥
অরে দুষ্টগণ তোর হেন লয় মতি।
এ কর্ম্ম সহিতে পারে কাহার শকতি॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিল আপনা।
ঈশ্বর হইল দাস দাসী কি গণনা॥
যুধিষ্ঠির জিত হৈলে জিনিলা সভারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে॥
আর কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল।
আমি জীতে তোসভার নাহিক মঙ্গল॥
যেইক্ষণে রাজারে বসালি ভূমিতলে।
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে॥
সেইক্ষণে আয়ুঃ শেষ তোমা সভাকার।
গুটি২ করি সভে করিব সংহার॥
হের দেখ যমদণ্ড মোর দুই ভুজে।
শচীপতি না জীয়ে পড়িলে ইতিমাঝে॥
পর্ব্বত করিব চূর্ণ তোমা গণি কিসে।
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে॥
ধর্ম্মপাশে বন্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঞি মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ॥

আর তাহে পুনঃ২ অর্জ্জুন নিবারে।
এখন দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার।
তেমতি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
কহিতে২ ভীম ক্রোধে কম্পে কায়।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায়॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর মধুর বলে বাণী।
সকল সম্ভবে তোমা ক্ষম বীরমণি॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি॥
ব্যাস বিরচিত গাঁথা ভারত কথন।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥
বৃকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল॥
তিন জন ধনের উপরে প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য শাস্ত্রে হেন কহে॥
দাস হইল যুধিষ্ঠির তুই ভার্য্যা তার।
দাসভার্য্যা দাসী হয় জানয়ে সংসার॥
দাসী হৈলি দাসীকর্ম্ম কর যথোচিত।
ধৃতরাষ্ট্রগৃহেতে প্রবেশহ ত্বরিত॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন॥
যারে তোর ইচ্ছা হয় ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে॥
বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটূত্তর।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে কচালে করে কর॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী।
কর্ণপানে চাহি যেন গর্জ্জে কাদম্বিনী॥
অরে মূঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল আছে মোর হাতে॥
ধর্ম্মপাশে বন্ধ এই ধর্ম্মঅধিকারী।
সেকারণে তোরে আমি বলিবারে নারি॥
যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কৌরব প্রধান।
তুমি কেন নাহি কহ ইহার বিধান॥
চারি ভাই তোমার তোমার বাক্য স্থিত।
আপনি বলহ কৃষ্ণা জিত কি অজিত॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন।
কর্ণভিতে চাহে বড় প্রফুল্ল বদন॥
ভীমভিতে আড় আঁখি চাহে কৃষ্ণাপানে।
আপনার উরুহৈতে তুলিল বসনে॥

গজশুণ্ড সদৃশ উলট রম্ভাতরু।
সকল লক্ষণযুত বজ্রবৎ উরু॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন কৃষ্ণারে দেখায়।
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায়॥
ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে।
এইরূপ দুষ্ট কর্ম্ম দেখিলা নয়নে॥
যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর।
ভারত কুলের পশু নির্লজ্জ পামর॥
বজ্র সম প্রহার করিয়া গদাঘাত।
রণমধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত॥
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে।
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পান তবে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার॥
অরে দেখ কুরুকুল রক্ষা নাহি আর।
ভীম ক্রোধসিন্ধু হৈতে নাহিক নিস্তার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

ত্রিপদী।

কান্দে যাজ্ঞসেনী তিতিল অবনি
নয়নের নীরধারে।
চতুর্দ্দিগে যত কৌরব উন্মত্ত
নানা উপহাস করে॥
হেনই সময় অন্ধের আলয়
নানা অমঙ্গল দেখি।
মহাঘোর ধ্বনি বায়স শকুনি
ডাকয়ে পেচক পাখী॥
গৃহে অগ্নি হয় শুনি শিবাচয়
প্রবেশ করিয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথ ধ্বজ পড়ি মরে গজ
হাহাকার রব লোকে॥
অকস্মাৎ ঘর দহে বৈশ্বানর
প্রলয় হইল ধূমে।
বহে তপ্ত বাত সঘনে নির্ঘাত
প্রলয়ের যেন যমে॥
বিহনে মুদির বরিষে রুধির
সদা ক্ষিতি কম্পমান।
দেউল প্রাচীর জগাত মন্দির
ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান॥
দেখি বিপরীত চিত্ত উচাটিত
ধর্ম্মভীত বৃদ্ধ জন।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা সুবল দুহিতা
অন্ধে কৈল নিবেদন॥
শুনি কুরুরায় অন্তকাল প্রায়
নিকট হইল দেখি।
অতি অকুশল অলক্ষ্মী কেবল
তোমার গৃহেতে লখি॥
তোমার নন্দন দুষ্ট আচরণ
দুর্য্যোধন বহু কৈল।
দ্রুপদদুহিতা সতী পতিব্রতা
সভামাঝে আনাইল॥
যতেক করিল দ্রৌপদী সহিল
সভাকার উপরোধ।
শীঘ্র কর রায় ইহার উপায়
যাবত না হয় ক্রোধ॥
শুনি অন্ধ বীর হইল অস্থির
আনাইল যাজ্ঞসেনী।
মধুর সম্ভাষে বহুপ্রীতি ভাষে
কহে অন্ধ নৃপমণি॥
বধূগণ মধ্যে তোমা গণি সাধ্যা
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা।
তোমার চরিত্র পরম পবিত্র
ত্রিজগতে হইলা খ্যাতা॥
দেখ বধূ মোকে কর্ম্মের বিপাকে
দুষ্ট পুত্রগণ পাইল।
লোকে অপকীর্ত্তি জগতে দুর্বৃত্তি
সব পুত্রহইতে হৈল॥
দিল বহু দুঃখ দেখি মম মুখ
ক্ষমহ দ্রুপদসুতা।
তুমি না ক্ষমিলে আমি দুঃখ পাইলে
পশ্চাতে পাইবা ব্যথা॥
দূর কর রোষ হইয়া সন্তোষ
মাগ বর মম স্থানে।
মাগ২ বর ক্ষম কটূত্তর
হয়ে প্রসন্ন বদনে॥
সুনিয়া সুন্দরী কর যোড় করি
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের গতি ধর্ম্ম নরপতি
দাসত্ব কর মোচন॥
ধর্ম্ম মহারাজ হয় ক্ষিতিমাঝ
দাস বলি ক্ষিতিতলে।
আমার নন্দনে যেন শিশুগণে
দাসসুত নাহি বলে॥

বর দিয়া অন্ধ হইয়া সানন্দ
পুন বলে মাগ বর।
নহে এক বর তব যোগ্যতর
তুমি মাগ অন্য বর ॥
দ্রৌপদী বলিল কৃপা যদি হৈল
মাগি যে তোমার পায়।
সঅস্ত্র বাহন আর চারি জন
মুক্ত করহ সভায় ॥
বলে কুরুপতি মাগ গুণবতি
যেই লয় মনে আর।
তুমি কুলাশ্রয় মম ভাগ্যোদয়
দিব বর যে তোমার ॥
মাগহ তৃতীয় যেই তব প্রিয়
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি বলয়ে পাঞ্চালী
কর রাজা অবধান ॥
দুই বর পাই আর নাহি চাই
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানি জন স্থান শুনেছি বিধান
তাহা কহি যে তোমারে ॥
বৈশ্য মাগিবেক সবে বর এক
ক্ষত্র লবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার লবে শত বার
শাস্ত্রে কহে মুনিবর ॥
যেই মম কায দিলা মহারাজ
আর কি লইব বর।
শুনি অঙ্গরাজ পায়ে বড় লাজ
প্রশংসিল বহুতর ॥
করি যোড় পাণি বলে যাজ্ঞসেনী
শুন আমার বচন।
মুক্ত হই তবে পুণ্য থাকে যবে
পুন অর্জিবেক ধন ॥
দ্রৌপদীবচন শুনিয়া রাজন
প্রশংসি প্রমাণ কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন দাসত্ব মোচন
শুনি সবে তুষ্ট হৈল ॥
ভারত কবিতা মহাপুণ্য কথা
প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয় নাহিক সংশয়
শ্রবণে বিপদ তরে ॥

পয়ার।

দাস্যে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণ বীর বলে সভার ভিতর ॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে।
স্ত্রীহইতে স্বামী মুক্ত হইয়াছে কখনে ॥
ভার্য্যাহইতে যেই তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া ॥
মহাসিন্ধু মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল।
এ মহাবিপদহৈতে কৃষ্ণা উদ্ধারিল ॥
ভীম বলে শাস্ত্র জ্ঞাত নহিসি দুর্ম্মতি।
শুন কহি যে কহিলেন প্রজাপতি ॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি।
সর্ব্ব সুখে হীন নর বিহীন রমণী ॥
বিবাহমাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায়।
নানা ধন উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায় ॥
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায় যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার ॥
পতিত কুপিত হয় কর্ম্মঅনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে ॥
এই কালে ভার্য্যাহৈতে বঞ্চে বহু সুখে।
মরণেসহায় হয়ে তারে পরলোকে ॥
পরলোকে তারে ভার্য্যা কহে হেন নীত।
এ লোকে তারিতে কেন নহে সমুচিত ॥
অরে মূঢ় পাণ্ডুপুত্র হেন অভাজন।
সমুদ্রে ডুবিয়াছিল যেন হীন জন ॥
তোমা বিনা নির্লজ্জ কে আছে এসংসারে।
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে ॥
দৈবে এই কথা তোরে কহিতে যুয়ায়।
ভার্য্যায় ঈদৃশ যাহা করিলি সভায় ॥
সংসারে নাহিক হীন আমার সমান।
তোমা না মারিয়া এতক্ষণ ধরি প্রাণ ॥
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীন সহ বচাবচ নাহি প্রয়োজন ॥
হীন জন বচন শুনিয়া না শুনিবা।
হীন জন বচনে উত্তর নাহি দিবা ॥
হীন জন সুতপুত্র এই দুরাচার।
ইহা সহ সম দ্বন্দ্ব না শোভে তোমার ॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে ॥
ঈদৃশ বচন কহিবেক হীন জনে।
দেহ ভুজভার তবে বহে অকারণে ॥

ধর্ম্মে মুক্ত যদি হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শত্রুগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ॥
আজি সব শত্রুগণ করিব সংহার।
একত্র আছয়ে যত শত্রু যে আমার॥
যে কিছু করিল চক্ষে দেখিলা সে সব।
ইহাতে আর কি কহ আছে পরাভব॥
বাক চাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন।
উঠ ভাই সব শত্রু করিব নিধন॥
পৃথিবীর ভার আজি করিব নির্মূল।
নিপাত করিয়া আজি ভারতের কুল॥
কহিতে ২ ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন নয়ন তরঙ্গ॥
নয়ন তরঙ্গহৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি যুগান্তের যম প্রায়॥
ভীমের আজ্ঞাতে উঠিলেন তিন জন।
ধনঞ্জয় যোগ্য দুই মাদ্রীর নন্দন॥
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্গার।
তুলিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর॥
বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন ধারণ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি জ্যেষ্ঠতাত আগে।
সবিনয় মধুর কহেন কর যুগে॥
আজ্ঞা কর তাত কি করি আমরা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাণ্ডব॥
শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে করি বহুপ্রীত॥
সাধুজন শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে কি বুঝাইব জান সব নীত॥
সাধুজন কর্ম্ম কভু দ্বন্দ্ব না প্রবেশে।
নিজ গুণ নাহি ধরে পর গুণ ঘোষে॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে সেই সে অধম॥
বংশের তিলক তুমি কুরুকুলনাথ।
দুর্য্যোধনে যত দোষ ক্ষমা কর তাত॥
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম যত দুঃখ দিল দুষ্ট গণ॥
কুরুকুল শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভাজন।
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ॥

যে দ্যূত করিল পূর্ব্বে কেহ নাহি করে।
পুত্র বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে॥
ভালমতে তোমারে জানিলাম এত দিনে।
কি শোক কৌরব কুলে তোমার পালনে॥
ভীমার্জ্জুন রক্ষা আর ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদী মন্ত্রির গুণ না হয় বর্ণনা॥
আমার ভারত বংশ করিল উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্য মণ্ডল॥
যাহ তাত নিজ রাজ্যে কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ প্রজা পরিবার॥
এত বলি পঞ্চ জনে করিল মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকহিত॥
শুনি জনমেজয় জিজ্ঞাসে মুনিবরে।
কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে॥
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন॥
মুনি বলে পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে।
কর যোড়ে দুঃশাসন দুর্য্যোধনে বলে॥
যতেক করিলা সব বৃদ্ধ বিনাশিল।
যে সব জিমিলা তারে পুনঃ তাহা দিল॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি।
অতিশীঘ্র গেল যথা অন্ধ নৃপমণি॥
দুর্য্যোধন বলে তাত অনর্থ করিলা।
বন্দি করি দুষ্ট সিংহ পুনঃ ছাড়ি দিলা॥
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তুমি কি না জান তাহা তোমা বিদিত॥
যেমতে পারিবে শত্রু করিবে নিধন।
বুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন॥
পাণ্ডবহইতে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ॥
সেই ধনে বশ সব করিব রাজারে।
রাজা সখা হইলে মারিব পাণ্ডবেরে॥
স্নেহ করি পুনঃ সব তবে দিলা তারে।
এখন কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে॥
ক্রোধে সর্পবৎ হয়ে পাণ্ডুপুত্রগণ।
যত করিলাম না ক্ষমিবে কদাচন॥
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পীরিতে।
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে॥
সৈন্য সাজিবারে তারা গেল নিজ দেশ।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ॥

সভাস্থে থাকিলে রথে পাণ্ডুপুত্রগণ।
জিনিতে না হবে শক্ত এ তিন ভুবন॥
আর শুন তাত যবে মুক্ত হয়ে যায়।
মুহুর্মুহু পার্থ বীর গাণ্ডীব দেখায়॥
দক্ষিণ বামেতে দুই তূণ ঘন দেখে।
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে॥
অতিশয় গর্জ্জিয়া যাইছে বৃকোদর।
ঘন গদা লোফয়ে কচালে করে কর॥
স্নেহেতে ডুবিয়া তাত করিলা কি কায।
মোর ক্লেশহেতু স্বয়ং হৈলা মহারাজ॥
শুনিয়া অস্থির হৈল চিত্তে কুরুরায়।
অন্ধ বলে কি হইবে কি করি উপায়॥
দুর্য্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিয়া করহ নির্ণয়॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত রহিবে এই পণ॥
বৎসর অজ্ঞাত বাসমধ্যে জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বন।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপন॥
অজ্ঞাতহইতে যদি হইবেক পার।
হীনবল হবে যবে করিব সংহার॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডুর তনয়॥
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রাতিকামিপ্রতি।
যাহ শীঘ্র ফিরে আন ধর্ম্মনরপতি॥
পথে কিবা ইন্দ্রপ্রস্থে যথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুন আনহ পাণ্ডবে॥
এত শুনি দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত॥
একে২ পুনঃ২ সভাই কহিল।
পুত্রবশ হয়ে রাজা শুনি না শুনিল॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরুঅধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
গান্ধারী কহিছে রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও শিশু জ্ঞান॥
যখন জন্মিল এই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ব্ব জন॥
বিদুর বলিল এরে করহ সংহার।
ইহা মারি রাখ রাজা বংশ আপনার॥
এ পাপিষ্ঠে স্নেহে না শুনিলা ক্ষত্তা বাণী।
সেই কাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি॥
সর্ব্বনাশ হেতু রাজা ইহার বিচার।
পুত্ররূপে আছে সব করিতে সংহার॥
ইহার বচন না শুনিহ কদাচন।
নিবৃত্ত হইল অগ্নি না জ্বাল এখন॥
বৃদ্ধ হয়ে তুমি কেন হও অন্যমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি॥
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন॥
মম বাক্য না শুনি ইহার বশ হবা।
আপনি আপন বংশ সকল মজাবা॥
ধনে বংশে বৃদ্ধি হইয়াছ হে রাজন।
সর্ব্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ॥
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কায।
পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ॥
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহাদুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয়॥
চরণে ধরিয়া প্রভু কহি যে তোমারে।
পুন আজ্ঞা না হউক আনিতে পাণ্ডবেরে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সুবলনন্দিনি।
আমারে কি বুঝাহ সকল আমি জানি॥
কুরুঅন্তকাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূত নিবৃত্ত না হয়॥
যে হউক সে হউক পাছে দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন॥
স্বামির শুনিয়া এত নিষ্ঠুর বচন।
গৃহে গেল গান্ধারীর মলিন বদন॥
আজ্ঞা পায়ে প্রাতিকামী গেল ততক্ষণে।
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে॥
যুধিষ্ঠিরে প্রাতিকামী কহে যোড় হাতে।
জ্যেষ্ঠতাত আজ্ঞা তব বাহুড়ি যাইতে॥
পুনঃ পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্ম বলেন দৈব বশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন॥
বিশেষে আমার ধর্ম্ম জান ভ্রাতৃগণ।
আহরিলে দ্যূতে যুদ্ধে না ফিরি কখন॥
চল সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ যাইব নিশ্চয়।
বংশ ক্ষয় কাল বিধি করিল নির্ণয়॥
এত বলি ভ্রাতৃগণ লইয়া সংহতি।
পুনঃ আসি সভাতে বৈসেন নরপতি॥

শকুনি বলিল দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
অঙ্গরাজ আজ্ঞা করে খেল করি পণ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে।
অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্ত পথে রবে॥
অজ্ঞাত বৎসরমধ্যে ব্যক্ত যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার॥
এইত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদগণ বারণ করিল॥
যুধিষ্ঠির বলেন বারণ কি কারণ।
সম্মত না হবে কেন আমা হেন জন॥
এতেক আহ্বান আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি হয় ক্লেশ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যূত আরম্ভিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ দেখ শকুনি জিনিল॥
হারিলেন ধর্ম্মপুত্র কপট পাশায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায়॥
বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্মনরপতি।
ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি॥
বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া॥
হেনকালে দুঃশাসন উপহাস ছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদকন্যার প্রতি বলে॥
মুর্খ রাজা যজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিল।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনি মোর বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবা গিয়া বনের ভিতর॥
এই কুরুজনমধ্যে যারে মনে লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয়॥
এইরূপে পুনঃ২ বলিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবনকুমার॥
রে দুষ্ট নিকট মৃত্যু জানিলি আপন।
সেই হেতু কহিলি এমন কুবচন॥
এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন॥
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার।
নির্ম্মূল করিব সখা যতেক তোমার॥
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি॥
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসনহইতে উঠিল কুরুবর॥
যেইরূপে চলি যায় পবননন্দন।
সেইরূপে হাসিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
নেউটিয়া বৃকোদর পাছু পানে চায়।
উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্পে কায়॥
রে দুষ্ট উচিত ফল পাইবা ইহার।
সে কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার॥
পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাবার কালে স্মরাব তোমাকে॥
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা॥
কর্ণেরে মারিবে পার্থ গর্ব্ব কর যার।
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার॥
এত বলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয়।
সভামধ্যে বলেন ডাকিয়া ধনঞ্জয়॥
যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ।
তবেত তোমার আজ্ঞা করিব পালন॥
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত।
সহায় সম্বন্ধি তার হবে আর যত॥
হিমাদ্রি টলিবে সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন॥
শুন সব রাজগণ আছ সভাস্থলে।
আজিহৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্তকালে॥
কৌতুক দেখিবা সবে যুদ্ধ হয় যদি।
কৌরবের শোণিতে পূরাব নদ নদী॥
কদাচিত দিব্য জ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে।
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে॥
তবেত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল।
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল॥
তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি।
রে দুষ্ট গান্ধারপুত্র শুন এক বাণী॥
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন।
পাশা নহে প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
মম তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত যুদ্ধেতে দেখিবা।
সবান্ধবে মম হাতে সংহার হইবা॥
ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন।
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন॥
হেনকালে নকুল বলয়ে সভাস্থলে।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতিসকলে॥
ধর্ম্মপুত্র আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি।
নিঃশেষ করিব কুরু সৈন্য সেনাপতি॥

এত বলি চলিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে যান বিদায় কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে নিষ্পাপ হয় জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
মস্তকে বন্দিয়া দ্বিজগণ পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥
বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায়।
ধৃতরাষ্ট্রআদি যত ছিলেন সভায়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয়।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা প্রতীপতনয়॥
একে২ সবারে বলেন ধর্ম্মরায়।
আজ্ঞা কর বনে যাই মাগি যে বিদায়॥
লজ্জায় মলিন সবে মাথা না তুলিল।
মনে২ সর্ব্ব জন কল্যাণ করিল॥
বিদুর কহেন তবে সজল নয়ন।
খণ্ডাইতে কে পারে যে দৈব নির্ব্বন্ধন॥
কত দিন কষ্ট ভোগ করহ কাননে।
কুন্তীকে রাখিয়া যাও আমার ভবনে॥
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী।
যোগ্যা নহে কুন্তী এবে হবে বনচারী॥
ধর্ম্ম বলিলেন তুমি জনক সমান।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন॥
বিশেষে পাণ্ডুর গুরু জানে সর্ব্ব জন।
মম শক্তি নাই তোমা করিতে হেলন॥
থাকুন জননী তাত তোমার আলয়।
আর কি করিবা আজ্ঞা কর মহাশয়॥
বিদুর বলেন তুমি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞাতা।
অধর্ম্মে হইলা জিত না ভাবিহ ব্যথা॥
আমি কি করিব তাত তোমাতে গোচর।
তুলনা নাহিক দিতে পঞ্চ সহোদর॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্ম চ্যুত নহে।
এই উপদেশ মর্ম্ম যেন মনে রহে॥
কল্যাণে আইসহ সত্য করিয়া পালন।
পুনঃ তোমা দেখি হেন যুড়ায় নয়ন॥
এত বলি বিদুর হইল শোকাকুল।
বনে যাইতে পঞ্চ ভাই হৈলেন আকুল॥
জটাবল্ক পঞ্চ ভাই করেন ভূষণ।
তবেত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামিগণ॥
ত্যজিল ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল।
লম্বিত কোমল কেশ পিন্ধন বাকল॥
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যান ধর্ম্মরায়।
হস্তিনার লোক শুনি স্ত্রী পুরুষ ধায়॥
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্ব জন।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে যতেক স্ত্রীগণ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন॥
নগর পূরিল যে রোদন কোলাহলে।
হস্তিনা কর্দ্দম হইল নয়নের জলে॥
পঞ্চ পুত্র বনে যান বধূ গুণবতী।
বার্ত্তা শুনি কুন্তী দেবী আইসে শীঘ্রগতি॥
দূরহইতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে।
মূর্চ্ছিতা হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে॥
মুকুলিত কেশ ভার গলিত বসন।
শিরে করাঘাত করি করয়ে রোদন॥
বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী।
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের পুত্তলি॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদ২ ভাষে।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাসে॥

ত্রিপদী।

মনে হয় দুঃখ পূর্ণ চন্দ্র মুখ
কি হেতু মলিন দেখি।
অম্লান অম্বর দিল যে কিন্নর
বাকল তাহা উপেক্ষি॥
মাণিক মঞ্জরী হার শতেশ্বরী
তোমার হৃদয়ে সাজে।
ছিল অনুরাগ তাহা কৈলা ত্যাগ
দিল যে রাক্ষস রাজে॥
যুগল কঙ্কণ অমূল্য রতন
করেতে সাজিতেছিল।
কাড়ি নিল কেবা নাহি দেখি সেবা
যক্ষপতি যাহা দিল॥
অতুল অঙ্গুরি দিলা যে তাহারি
অনেক যতন করি।
তেঁই নাহি সাজে দিলা কোন দ্বিজে
কি বলিব সে মাধুরী॥
মঞ্জীর সুন্দর দিল যাহা কর
উত্তর কুরুর পতি।
তেঁই নাহি শুনি সুললিত ধ্বনি
কি করিলা গুণবতি॥
যাকু পাছে সর্ব্ব কোন ছার দ্রব্য
তোমার আপদ লৈয়া।
বিরস বদন সজল নয়ন
দেখিয়া বিদরে হিয়া॥

হরে মোর ক্ষুধা তোমার সে সুধা
বচনে কেবল মধু।
তুলি অধোমুখ খণ্ড মোর দুঃখ
কহ শুনি প্রাণবধু॥
হেন লয় চিতে স্বামিগণ প্রীতে
কৈলা বধূ হেন বেশ।
দুঃশাসন দোষে কৌরব বিনাশে
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ॥
ধন্য তোর ক্ষমা ক্ষিতি নহে সমা
দ্বন্দ্ব না করিলা ক্রোধে।
নিন্দ জীরি সব সুবলসম্ভব
তেঞি কৈলা উপরোধে॥
না করহ মান ভাবি নহে আন
ধাতা নারে খণ্ডাবারে।
পাল সত্য ধর্ম্ম কর সাধু কর্ম্ম
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে॥
তুমি সত্য জিতা সতী পতিব্রতা
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ স্বামিগণ যাইতেছ বন
আমি মাগি এক ভিক্ষা॥
কনিষ্ঠ নন্দন আমার জীবন
তুমি জান ভাল মতে।
সহজে বালক বনে মহাদুঃখ
সদা দেখিবা স্নেহেতে॥
সুকুমার দেহ প্রাণাধিক স্নেহ
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি যেমন বাতুলী
মুর্চ্ছিতা পড়িল ভূমি॥
বিচিত্র সঙ্গীত শ্রবণে অমৃত
পাণ্ডবের বনবাস।
কাশীদাস কহে পূর্ব্বপাপ দহে
পুরাণে কহিল ব্যাস॥

অথ পঞ্চ পাণ্ডবের বনবাসে যাত্রা।

পয়ার।

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
সচেতন করি কহে যুড়ি দুই কর॥
উঠ২ মহাদেবি না বাঢ়াহ শোক।
কর্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানি লোক॥
আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামিগণ।
যে আজ্ঞা করিবা তুমি করিব পালন॥
এত বলি চলে সহ স্বামী বনবাস।
রক্ত অশ্রু জল বহে মুক্ত কেশপাশ॥
পাছু গোড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী।
পুত্রগণ দেখি দেবী বুকে হানে পাণি॥
হেঁট মুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর।
চতুর্দ্দিগে হাসে যত কৌরবকুমার॥
রোদন করয়ে যত সুহৃদ সুজন।
পঞ্চ ভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র আভরণ॥
দেখিয়া পড়িল শোকসাগর অগাধে।
অশ্রুজলে পূর্ণ মুখ কহে গদগদে॥
সম্প্রতি নিষ্পাপী সত্যাচারী যে উদার।
তার হেন দেখি বিধি এ কোন বিচার॥
ইহা সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম।
হেন বুঝি এই পাপ মম গর্ব্ভে জন্ম॥
অভাগিনী পাপী আমি আজন্ম দুঃখিনী।
মম দোষে এত দুঃখ মনে অনুমানি॥
তেজে বীর্য্যে বুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন।
ত্রিজগৎ বিখ্যাত যে পুত্র সব গুণ॥
হেন বীর্য্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারি পাশে।
রাজ্য ধন লইয়া পাঠায় বনবাসে॥
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ সব বারতা।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেতা॥
বড় ভাগ্যবান্ পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণ এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধমা পাপিনী॥
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু।
পাপহেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু॥
লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে।
তাহার উচিত হইল এ দুঃখ দেখিতে॥
হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে।
কৃষ্ণা তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবা কেমনে॥
বিধি মোরে এই দুঃখ বান্ধিয়া নিগড়ে।
সেইহেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে॥
হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িলা আমারে।
অনাথ করিয়া সাধু সুপুত্রগণেরে॥
ওরে পুত্র সহদেব ফিরি চাহ মোরে।
কিমতে আমার মায়া ছাড়িলা অন্তরে॥
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে॥
ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে।
সবে যাকু তুমি রহ আমার সহিতে॥

হেনমতে কুন্তী দেবী করয়ে রোদন।
প্রবোধিয়া নমস্কারি যায় পঞ্চ জন॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী যায় গোড়াইয়া।
বিদুর কহেন তারে বহু বুঝাইয়া॥
ধরিয়া লইয়া গেলা আপনার ঘরে।
কুন্তীসহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে॥
নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন।
ঘরে২ কান্দে যত কুলবধূগণ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে দুগ্ধমুখ শিশু।
ক্রন্দনের শব্দ বিনা নাহি শুনি কিছু॥
নগরেতে হাহাশব্দ ক্রন্দনের রোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শীঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইয়া আনি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন মন্ত্রিচূড়ামণি।
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি॥
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডবকারণ।
কহ শুনি কিরূপেতে যায় তারা বন॥
ক্ষত্তা বলে যুধিষ্ঠির যায় হেটমুখে।
সবিষাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর।
অশ্রুজল অর্জ্জুনের বহে জলধর॥
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া॥
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে।
মুকুলিত কেশভার কান্দিতে২॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি।
বিষাদিতচিত্ত অতি কুশ মুষ্টিপাণি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ ইহার কারণ।
এরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন॥
বিদুর বলেন রাজা কহি দেহ মন।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ॥
এমতি করিল ধর্ম্ম নহিল চলিত।
সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণ প্রীত॥
কদাচিত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে।
এইহেতু হেঁট মুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে॥
ভীম বলে মম সম নাহিক বলিষ্ঠ।
সংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া।
এত বলি যায় বীর ভুজ পসারিয়া॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার।
সেইমত বরিষিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার॥
প্রত্যক্ষেতে ভবিষ্যত সহদেব জানে।
বংশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে॥
এইমত ভস্ম আমি করিব বৈরিরে।
সেহেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন।
এইমত কান্দিবেক শত্রু নারীগণ॥
কুশহস্ত হয়ে যায় ধৌম্য তপোধন।
সঙ্কল্প করিল কুরু শ্রাদ্ধের কারণ॥
নগরের লোক সব করিছে রোদন।
আমা সভাকার প্রভু যাইতেছে বন॥
সঘনে কম্পিত ভূমি দেখ নৃপমণি।
বিনা মেঘে সঘনে শুনি যে ঘোর ধ্বনি॥
অপূর্ব্ব প্রসন্ন হৈল দেব দিবাকর।
উল্কাপাত নির্ঘাত শুনি যে নিরন্তর॥
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর।
ক্ষণে২ রাজা কম্পি উঠয়ে শরীর॥
এক লক্ষ চিহ্ন রাজা কৌরবনাশের।
কেবল হইল রাজা তব অবিচার॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয়।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয়॥
আজিহইতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময়।
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে করিবেক কুরুক্ষয়॥
সবাই মরিবে দুর্য্যোধনঅপরাধে।
নিক্ষত্রা হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন ক্রোধে॥
এত বলি মুনিবর হৈল অন্তর্ধান।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান॥
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির।
অকূল সমুদ্রে যেন মজিল শরীর॥
উপায় না দেখি ইথে কি হইবে গতি।
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি॥
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির॥
দ্রোণ বলে পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার।
দেবহৈতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
পাণ্ডব দেবতা আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেহ জানে সর্ব্বজন॥
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব।
তোমা সভাকারে আমি ত্যাগ না করিব॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন।
চতুর্দ্দশ বৎসরে করিবে আগমন॥

ক্রোধে আসিবেক তারা সভার উপর।
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর॥
শরণ পালন হেতু তোমাসভাকার।
নিশ্চয় কহি যে ভদ্র নাহিক আমার॥
যতেক করিলা সর্ব্ব আমার কারণ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ॥
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়েছে উৎপত্তি।
আমার মরণ হেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি॥
সেই দিনহৈতে ভয় হৈয়াছে আমার।
দন্ত হৈতে পাণ্ডবের হইবে সহায়॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ।
বুঝি যাহে শ্রেয় হয় শীঘ্র দেহ মন॥
যজ্ঞ দান ব্রত সব করহ অরিত্ত।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি পরকালহিত॥
এ সুখ সম্পদ যেন তাল ছায়াবত।
ইহা জানি শীঘ্র সবে ধর ধর্ম্মপথ॥
তোমাসভাকার মৃত্যু হৈল সেই কালে।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে॥
পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণা জন্ম লক্ষ্মীঅংশে।
সদা যারে সখারূপে রাখে হৃষীকেশে॥
তারে ক্লেশ কৃষ্ণ না দিবেন কদাচিত।
না ক্ষমিবে পাণ্ডব দ্রৌপদীপ্রবোধিত॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ভীমার্জ্জুন হাতে হৈবে সবার সংহার॥
সে কারণে তার সহ কলহ না রুচে।
এখনি করহ প্রীত যদি প্রাণ বাঁচে॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
মম মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল॥
এইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন।
নেউটিয়া আনহ পাণ্ডুর পুত্রগণ॥
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে।
ভাল বেশ করি যাউক অরণ্য ভিতরে॥
বস্ত্র আভরণ পরি রথে আরোহণ।
সংহতি লইয়া যাউক দাস দাসীগণ॥
এত শুনি সঞ্জয় বলিল ততক্ষণ।
সর্ব্ব পৃথ্বী পাইলা রাজা কিহেতু শোচন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম চিত্ত নহে স্থির।
বহুমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর॥
সঞ্জয় বলিল শান্ত এখনে নহিবে।
যখন এ সব রাজা নির্ম্মূল হইবে॥
তখন হইবে শান্তি শুনহ রাজন।
কত২ তোমারে না বুঝাব তখন॥

ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর কহিল বহুতর।
তবু পাশা করাইলা অনর্থের ঘর॥
হেন বিপর্য্যয় কভু নাহি শুনি কাণে।
কুলবধূ চুলে ধরি সভামধ্যে আনে॥
তখনে কি আপনি সভায় নাহি ছিলা।
আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলা॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু মম সাধ্য নয়।
দৈবে যাহা করে তাহা শান্ত কিসে হয়॥
যখন যেমন হয় বিধি যে বা করে।
কুবুদ্ধি কুপথি করি দুঃখ দেয় তারে॥
অধর্ম্ম যে কর্ম্ম তাহা বুঝি যেন ধর্ম্ম।
অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের কর্ম্ম॥
কর্ম্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নারে।
কুবুদ্ধি করিয়া নরে কাল বুদ্ধি ধরে॥
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে॥
অযোনিসম্ভবা জন্ম কমলা অংশেতে।
তারে হেন কে করিবে সজ্ঞান থাকিতে॥
সাধু পুত্র পাণ্ডবেরে দিল বনবাস।
এই চারি দুষ্টহৈতে হৈল সর্ব্বনাশ॥
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর॥
ধর্ম্ম পাশে বন্দি,হৈয়া মোরে বড় মানে।
সে কারণে না মারিল এই দুষ্টগণে॥
ধিক২ দুর্য্যোধনে ধিক শকুনিরে।
কপট পাশায় দুঃখ দিল পাণ্ডবেরে॥
না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান।
পাপ বুদ্ধি বংশ মোর হৈল সমাধান॥
কৃষ্ণ তার অনুকূল কিসের আপদ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকয় দ্রুপদ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডি আদি করি।
আছুক অন্যের কার্য্য ইন্দ্র যারে ডরি॥
এসব সহিত রণ সম্মুখ সমরে।
কে আছে সহায় মোর নিবারিবে তারে॥
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবয়ে অন্তরে।
এ শোকসাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
কাশীরামদাস কহে শুন সর্ব্ব জন।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত পাণ্ডব গেল বন॥

ইতি সভাপর্ব্ব সমাপ্তং।

মহাভারত।

অথ বন পর্ব্ব।

অথ পাণ্ডবেরদের বনবাসে প্রজালোকের খেদ ও সূর্য্যহইতে বর লাভ।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন।
পূর্ব্ব পিতামহ কথা অদ্ভুত কথন॥
কিরূপে জিনিয়া তাঁর নিল রাজ্য ধন।
বহু ক্রোধ জন্মাইল বলি কুবচন॥
কলহের অঙ্কুর করিলেক সৃজন।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ॥
ইন্দ্রের বৈভব সুখ সকল ত্যজিয়া।
কিমতে ভোগিল দুঃখ বনেতে রহিয়া॥
পতিব্রতা মহাদেবী দ্রুপদনন্দিনী।
কিমতে বঞ্চিল দুঃখে কহ শুনি মুনি॥
কি আহার কি বিচার দ্বাদশ বৎসর।
কোন২ বনে গেল কোন বা ভূধর॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
হস্তিনাহইতে তিনি হইয়া বাহির॥
নগরউত্তরমুখে চলেন পাণ্ডব।
চতুর্দ্দিগে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব॥
যেই মত ছিল যেই ধাইল ত্বরিত।
পাণ্ডব বেড়িয়া সবে রহে চতুর্ভিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি।
ধিক্কার তিরস্কার করে নানা জাতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর।
ক্রোধে গালি পাড়ে মুখে আইসে যে যা হার॥
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি।
সভে মেলি যাব মোরা পাণ্ডবসংহতি॥
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজা দুর্য্যোধন।
তথায় বসতি নাহি করে সাধু জন॥
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা প্রজা সুখী নয়।
কুলধর্ম্ম পুণ্য যত সব নষ্ট হয়॥
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানী কদাচারী।
নির্দয় সুহৃৎ শত্রু মহাপাপকারী॥
হেন দুর্য্যোধনমুখ যথা না দেখিব।
চল সভে পাণ্ডবের সহিত রহিব॥
সবিনয়ে ধর্ম্মরাজপ্রতি প্রজাগণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করিছে নিবেদন॥
আমা সভা ছাড়ি কোথা যাইবা রাজন।
তুমি যথা যাবা তথা যাব সর্ব্বজন॥
তোমার সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরবে।
আইলাম উদ্বেগে আমরা হেতা সবে॥
তব হিতে হিত মানি তব দুঃখে দুঃখী।
তব সুখ হইলে আমরা সব সুখী॥
আমাসভাকারে না করহ নিবারণ।
আমরা তোমার সহ যাইব কানন॥
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী।
সে কারণে আমরা হইব বনচারী॥
জল ভূমি বস্ত্র পুষ্প সঙ্গে যদি রয়।
তাহার সৌরভে গন্ধ এ সকলে হয়॥
পাপির সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি২।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্যজনের সংহতি॥
রাজপাপে প্রজার নাহিক অব্যাহতি।
যাইব তোমার সঙ্গে কি আর বসতি॥
দরশনে পাপ হয় আসনে শয়নে।
ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় এ রাজার সনে॥
যেমত সংসর্গ ফল সেই মত হয়।
তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয়॥

সমস্ত সদগুণ করে তোমাতে নিবাস।
তেঁই তব সহিত থাকিতে করি আশ ॥
প্রজাগণ বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
কহিলেন হেন বাক্য কোমল গভীর ॥
ভাগ্য করি আপনারে মানি এতক্ষণ।
সেকারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন ॥
আমি যাহা কহি তাহা অন্য না করিবা।
আমার সম্ভ্রম করি সকলে মানিবা ॥
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত।
কুন্তী মাতা ইহারা করেন অশ্রুপাত ॥
এই সভাকার শোক কর নিবারণ।
দেশে থাকি সভাকার করহ পালন ॥
যুধিষ্ঠিরমুখে শুনি এতেক বচন।
হাহাকার করি নিবর্ত্তিল প্রজাগণ ॥
অনগ্নি সাগ্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ।
পাণ্ডবের সহিত চলিল সর্ব্বজন ॥
সঅস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ আরোহণে।
প্রজাগণ প্রবোধিয়া চলিলেন বনে ॥
উত্তর মুখেতে যান জাহ্নবীর তটে।
রম্যস্থান দেখিয়া রহেন মহাবটে ॥
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শর্ব্বরী।
সেই রাত্রি নির্ব্বাহিল জল স্পর্শ করি ॥
চতুর্দ্দিগে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদ ধ্বনি শব্দেতে পূরিল বন স্থলী ॥
রজনী প্রভাত হৈল উঠি পঞ্চ জন।
ঘোর বনে গমন করিলেন তখন ॥
চতুর্দ্দিগে মুনিগণ চলিল সংহতি।
দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম নরপতি ॥
রাজ্যহীন ধনহীন হইলাম আমি।
ফলমুলাহারী আমি হই বনগামী ॥
আমাসনে বহু দুঃখ পাবা দ্বিজগণ।
বিশেষে বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ ॥
হবে যত দুঃখ শুন তোমা সভাকার।
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার ॥
দ্বিজগণ বলে কোথা যাইব নৃপতি।
তোমার যে গতি আমাসভার সে গতি ॥
আমা সভা পোষণে ত্যজহ ভয় মন।
স্বকৃত উপায় করি করিব ভক্ষণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দেখিব কেমনে।
মম সহ রহি দুঃখ পাবা দ্বিজগণে ॥
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুত্রগণ।
এত বলি অধোমুখে রহেন রাজন ॥

শৌনক নামেতে ঋষি বুঝায় রাজারে।
সুললিত শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে ॥
শোকস্থান সহস্র শতেক ভয়স্থান।
তাহাতে মুর্চ্ছিত হয় মুর্খ যে অজ্ঞান ॥
পণ্ডিতজনের তাঁহে নহে মুগ্ধ মন।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ ॥
ধন উপার্জ্জয়ে লোক বন্ধুর কারণে।
বন্ধুতে রহিল ধন কি কায বিমনে ॥
অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি।
অনর্থের মুল অর্থ কর অবগতি ॥
উপার্জ্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে ॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধু জন ॥
অর্থহইতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয় সদা মনস্তাপ ॥
সেকারণে অর্থ চিন্তা ত্যজহ রাজন।
সর্ব্ব পূর্ণ হইলে তৃষ্ণা নহে নিবারণ ॥
যাবত শরীরে প্রাণ তৃষ্ণা নাই টুটে।
সাধু জন এই তৃষ্ণা জ্ঞানঅস্ত্রে কাটে ॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণানিবারণ।
ইন্দ্র সম পদে তুষ্ট নহে জ্ঞানী জন ॥
অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার।
ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশমাত্র সার ॥
এই সব স্নেহেতে মুর্চ্ছিত যত জন।
অচিন্তিত কোথায় দেখিয়াছ রাজন ॥
ধর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ ॥
মহারাজ জান ধন পাপ পঙ্কবত।
পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত ॥
নিশ্চয় হইবে দুঃখ পঙ্ক ধুইবারে।
সাধু সেই যেই নাহি যায় সে পঙ্কেরে ॥
ধর্ম্মেতে নৃপতি যদি আছে প্রজাগণ।
এসকল পাপ তৃষ্ণা কর কি কারণ ॥
শৌনক বচন শুনি কহে নরপতি।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্য ধন প্রতি ॥
বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে।
গৃহাশ্রমে অতিথি না পূজিব কেমনে ॥
গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন।
অতিথি যে মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ ॥
জলার্থিরে জল দিবে ক্ষুধিতে ওদন।
নিদ্রার্থিরে শয্যা দিবে শ্রান্তকে আসন ॥

অতিথি আইলে ঘরে করিবে যতন।
কত দূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ॥
যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া।
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া॥
আমি হেন লোক ইথে জীব বা কেমনে।
এই হেতু মহাতাপ পাই আমি মনে॥
শৌনক বলিল রাজা চিন্তা দূর কর।
ধর্ম্মেতে শরণ লহ শুন নৃপবর॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য উপর দিকপালে।
ত্রৈলোক্য জনেরে তারা ধর্ম্ম বলে পালে॥
তুমিহ করহ রাজা তপ আচরণ।
তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয়।
ধৌম্য পুরোহিতেরে কহেন সবিনয়॥
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি।
কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া কহে ধৌম্য তপোধন।
ত্যজ ভয় কর রাজা সূর্য্যের সেবন॥
সংসার পালনকর্ত্তা দেব দিবাকর।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর॥
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন।
অষ্টোত্তর শত নাম করাণ শ্রবণ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর।
ব্রতী হয়ে নানা পুষ্পে পূজেন বিস্তর॥
অষ্টোত্তর মহানাম জপেন ভূপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করেন সুস্তুতি॥
তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন।
চতুর্দ্দিগে দীপ দীপ্ত তোমার কিরণ॥
অমর কিন্নর যক্ষ রক্ষ মায়া বেশে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় দেব তব কৃপাবশে॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন।
আইলেন তথা মূর্ত্তিমান্ বিকর্ত্তন॥
বলিলেন চিন্তা ত্যজ ধর্ম্মের নন্দন।
সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন॥
ত্রয়োদশ বৎসর থাকিবা হীন রাজ্য।
যত চাহ তত তব করিব সাহায্য॥
ফল মূল অল্পমাত্র যে কিছু আনিবে।
অল্পমাত্র রন্ধনে অব্যয় সব হবে॥
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
অক্ষয় রন্ধনগৃহে হবে ততক্ষণ॥
এত বলি অন্তর্হিত দেব দিনকর।
হৃষ্ট হয়ে সভাকে বলেন নৃপবর॥
এমতে পাইয়া বর সূর্য্যের সেবনে।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে॥
কাম্যক বনেতে প্রবেশিলেন ভূপতি।
ভ্রাতৃ পুরোহিত পুরী লোকের সংহতি॥
ভারত পর্ব্বের কথা পাপের বিনাশ।
বন পর্ব্ব শুনিয়া রচিল কাশীদাস॥

অথ ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে বনে গমন।

বনে চলিলেন পঞ্চপাণ্ডুর নন্দন।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন॥
মন্ত্রিরাজ বিদুরে আনিল ডাক দিয়া।
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর বলিয়া॥
বিচারে বিদুর তুমি ভার্গবের প্রায়।
পরম ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধি আছয়ে তোমায়॥
কুরুবংশে তোমার বচনে সভে স্থিত।
কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত॥
অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ সৃজন॥
যেমতে আমার বশ হয় সর্ব্ব জন।
যে২ রূপে স্বচ্ছন্দে বিহরে পুত্রগণ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
ধর্ম্ম হইতে বিজয় হইবে সর্ব্ব স্থান॥
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম ধর্ম্মে সব পাই।
ধর্ম্ম সেবা কর রাজা কোন চিন্তা নাই॥
তোমারে উচিত রাজা যে ধর্ম্ম রক্ষণ।
নিজ পুত্র ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন॥
সে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমার সভায়।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি সহায়॥
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল।
বিবসনা কুলবধূ সভাতে করিল॥
তুমিত তখন নাহি করিলা বিচার।
এবে কি উপায় বলি না দেখি যে আর॥
আজি যে উপায় এক যদি কর রায়।
সবর্গে সবংশে থাক্ক বলি হে তোমায়॥
পাণ্ডবের যতেক জিনিল রাজ্য ধন।
শীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ॥
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া দোষ ক্ষম তার স্থান॥
কর্ণ দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্ম লয় প্রীতি দেখি তব হিত॥

ইহা তুমি করিলে না মানে দুর্য্যোধন।
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলা অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা॥
জিজ্ঞাসিলে তেঁই কহিলাম এ বিচার।
ইহা ভিন্ন অন্য নাই উপায় ইহার॥
বিদুরবচন শুনি অন্ধ ডাকি কয়।
যতেক বলিলা সেত কিছু ভাল নয়॥
আপনার হিত হেতু চিন্তিলাম নীত।
তুমি যত বল তাহা পাণ্ডবের হিত॥
আপনার মূর্ত্তি ভেদ আপন নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পর পুত্রের কারণ॥
এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার।
তোমারে বিশ্বাস ক্ষত্তা নাহিক আমার॥
অসতী নারীরে যদি করয়ে পালন।
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন॥
পাণ্ডবের হিত তুমি করহ এখন।
যাহ বা থাকহ তুমি যাহা লয় মন॥
এত শুনি উঠিল বিদুর মহাশয়।
ডাকি বলে কুরুবংশ মজিল নিশ্চয়॥
মহাচিন্তে তাপ আর না গেল মন্দির।
হস্তিনা নগরহইতে হইল বাহির॥
যথা বনে বৈসে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
এক রথে তথাকারে করিল গমন॥
যুধিষ্ঠির কাম্যক কাননের ভিতর।
মৃগচর্ম্ম পরিধান সঙ্গে সহোদর॥
চতুর্দ্দিগে সহস্র২ দ্বিজজন।
ইন্দ্রেরে বেড়িয়া আছে যেন দেবগণ॥
কত দূরে বিদুরে দেখিয়া কুরুনাথ।
ভ্রাতৃগণে বলেন ঐ আইল খুল্ল তাত॥
কি হেতু বিদুর আইল না বুঝি বিচার।
পুনঃ কি বিচার কৈল সুবলকুমার॥
পুনঃ কি বা পাশাহেতু দিল পাঠাইয়া।
রাজ্যহৈতে আমি কিছু না আসি লইয়া॥
কেবল আয়ুধমাত্র আছয়ে আমার।
আয়ুধ জিনিয়া নিতে করেছে বিচার॥
পঞ্চ ভাই করিছেন বিচার এমত।
হেন কালে উপনীত বিদুরের রথ॥
যথা যোগ্য পরস্পর করি সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির বিনয় বচন॥
আমরা আইলে বনে অন্ধ কি কহিল।
বিদুর কহেন শুন যে কথা হইল॥
কুরুবংশ হিত হেতু জিজ্ঞাসেন মোরে।
সেইমত সদ্যুক্তি দিলাম আমি তারে॥
যতেক কহিনু আমি সভাকার হিত।
অন্ধ রাজা শুনিয়া বুঝিল বিপরীত॥
রোগি জনে যেন দিব্য পথ্য নাহি রুচে।
যুবা নারী বৃদ্ধ স্বামী যেন নাহি ইচ্ছে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আমারে বলিল কুবচন।
যাহ বা থাকহ তোমায় নাহি প্রয়োজন॥
সেকারণে তাহা ত্যজি আইলাম বন।
তোমা সভাকারে বনে করিতে পালন॥
ভাল হইল অন্ধ রাজা ত্যজিল আমারে।
তোমা সভাসহ বনে থাকিব বিহারে॥
তবেত বিদুর বহু কহিল সুনীত।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই লইয়া ত্বরিত॥
বনপর্ব্ব অপূর্ব্ব রচিলেন অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অনুব্রত॥

অথ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনর্মিলন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসদেবের হিতোপদেশ।

হস্তিনা ত্যজিয়া ক্ষত্তা গেল বনমাঝ।
শুনিয়া আকুলচিত্ত হইল অন্ধরাজ॥
নাহি রুচে অন্ন জল আসন শয়ন।
অতিবেগে সভামাঝে করিল গমন॥
যাইতে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়িল।
সঞ্জয়প্রভৃতি সভে ধরিয়া তুলিল॥
চেতন পাইয়া বলে সঞ্জয়ের প্রতি।
কোথা আছে বিদুর ডাকহ শীঘ্রগতি॥
পরম ধার্ম্মিক ভাই মম হিতে হিত।
তাহার বিচ্ছেদে আমি বাঁচি মৃতবত॥
কুবচন বলিলাম আমি পাপ মুখে।
এতক্ষণ প্রাণ সেত রাখে বা না রাখে॥
শীঘ্রগতি চলহ বিলম্ব না করহ।
বিদুরে হৃদয় মম ত্বরিত আনহ॥
এত শুনি সঞ্জয় চলিল সেইক্ষণ।
যথা বনে বৈসে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
যথোচিত পূজা করি সভাকার প্রতি।
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিছে সারথি॥
শীঘ্র চল এই ক্ষণে বিলম্ব না সয়।
তোমা বিনা অন্ধ রাজা জীবন সংশয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্বিত।
রথে চড়ি দুই জন চলিল ত্বরিত॥

বিদুর আইল বলি শুনিল রাজন।
শিরেতে চুম্বন করি দিল আলিঙ্গন ॥
পূর্ব্বের বচন দোষ ক্ষমহ আমার।
এত বলি অনেক করিল পুরস্কার ॥
বিদুর কহেন রাজা হইলাম ক্ষান্ত।
আপনি আমার গুরু পরম সম্ভ্রান্ত ॥
আপনি করিবা ক্ষমা ইহা আমি চাই।
আজ্ঞাছাড়া হইতে আমার শক্তি নাই ॥
যেমত তোমার পুত্র পাণ্ডব তেমন।
কিন্তু এরা দুঃখী মম ইতে পোড়ে মন ॥
বিদুর আইল শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকাইয়া আনাইল কর্ণ দুঃশাসন ॥
শকুনি সহিত সভে সভায় বসিল।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন বাক্য প্রকাশিল ॥
অন্ধ ভূপতির মন্ত্রী পাণ্ডবের হিত।
বিদুর আইল দেখ মন্ত্রণাপণ্ডিত ॥
যাবৎ বিদুর না আকর্ষে তাঁর মন।
পাণ্ডব আনিতে আজ্ঞা না দেন রাজন ॥
তাবৎ মন্ত্রণা কর ইহার উপায়।
যেমতে কুন্তীর পুত্র আসিতে না পায় ॥
পুন যদি হস্তিনায় দেখিব পাণ্ডব।
নিশ্চয় আমার বাক্য কহি শুন সব।
গরল খাইব কিম্বা প্রবেশিব জলে ॥
নিতান্ত ত্যজিব প্রাণ অস্ত্রে বা অনলে ॥
শকুনি বলিল শুন আমার বচন।
কদাচিত না আসিবে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করেছে সময়।
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ পূর্ণ নয় ॥
তাবৎ হস্তিনা না আসিবে কদাচন।
না শুনিবে তারা ধৃতরাষ্ট্রের বচন ॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুন আইসে।
আমরা করিব পুন সেই পণ শেষে ॥
কর্ণ বলে মম চিত্তে এই যুক্তি আইসে।
দুঃখিত পাণ্ডবগণ আছ বনবাসে ॥
জটাচীর তপঃ ক্লেশ শোকেতে আতুর।
সহায় সম্পদগণ আছে বহুদূর ॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বেড়িব পাণ্ডবে।
এ সময় মারিলে সকল বিষ্টি যাবে ॥
দুর্য্যোধন বলে সাধু মন্ত্রণা তোমার।
করিলা মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিতে সভারে।
রথ গজ তুরঙ্গম চলিল সত্বরে ॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব চলিল।
অন্তর্যামি ব্যাসের সে গোচর হইল ॥
হস্তিনা নগরে মুনি করেন গমন।
পথে দুর্য্যোধন সহ হইল মিলন ॥
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্ঞা দেন মুনি।
দুর্য্যোধন বাহুড়িল মুনিবাক্য শুনি ॥
ধৃতরাষ্ট্রনিকটে গেলেন দ্বৈপায়ন।
যথোচিত পূজা তাঁর করিল রাজন ॥
মুনি বলেন ধৃতরাষ্ট্র করিলা কি কর্ম্ম।
ধর্ম্মঅন্ধ হয়ে নষ্ট করিলা স্বধর্ম্ম ॥
মন্দবুদ্ধি তব পুত্র দুষ্টদুরাচারী।
রাজ্যলোভে হইল সে পাণ্ডবের বৈরী ॥
পাণ্ডব সহায় যেই জান ভাল মতে।
বিধাতার ধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিজগতে ॥
তাহার অপেক্ষা তুমি না করিলা মনে।
বনবাস পাঠাইয়া দিলা পুত্রগণে ॥
আপনার হিত যদি চাহ রাজা মনে।
পাণ্ডবের নিকটে পাঠাও দুর্য্যোধনে ॥
একাকী পাণ্ডব সহ ভ্রমুক কাননে।
মন্দ চিন্তা না করুক না হিংসুক মনে ॥
ইহাতে পাণ্ডব যদি হয় প্রীতিমান।
তবে তব শত পুত্র পাইবে কল্যাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে দেব কহিলা উত্তম।
আমারে না রুচে যত করিল অধম ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারীআদি করি।
কাহার না শুনে বাক্য দুষ্ট দুরাচারী ॥
দুর্য্যোধন স্নেহ আমি না পারি ছাড়িতে।
তেঁই হেন কর্ম্ম করি কাল বশ হৈতে ॥
মুনি বলে নহে এই ধর্ম্মের আচার।
সে সব কর্ম্মেতে নহে আমার বিচার ॥
পুত্র সম স্নেহ রাজা নাহিক সংসারে।
বিশেষ দুর্ব্বল পুত্র বড় স্নেহ করে ॥
তুমি যেন মম পুত্র পাণ্ডুও তেমন।
যুধিষ্ঠির যেমন তেমন দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবেরে বিশেষ অনেক স্নেহ হয়।
পিতৃহীন সদা পায় দুঃখ অতিশয় ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুনহ রাজন্।
সুরভি গোমাতা আর সহস্র লোচন ॥
সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল।
তুষ্ট হৈয়া তারে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল ॥
কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন।
দেবে নরে কিম্বা নাগে আপদ ঘটন ॥

সুরভি কহিল নাই আপদ কাহার।
শুন যেই হেতু দুঃখ হইল আমার॥
দুর্ব্বল আমার পুত্র যুড়ি লাঙ্গলেতে।
হীনশক্তি বৃদ্ধ বড় না পারে চলিতে॥
মারিছে কৃষক বড় পুচ্ছমুল মোড়ে।
আর এক বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে॥
তার সঙ্গে শক্তি নাহি যাইতে ইহার।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার॥
এই হেতু রোদন করি যে নিরন্তর।
শুনিয়া উত্তর করিলেন পুরন্দর॥
এই হেতু দেবি তুমি করহ রোদন।
এই হেতু স্থানে২ লক্ষ বৃষগণ॥
কৃষকে কৃষকগণ করয়ে প্রহার।
তাসভারে স্নেহ কেন না হয় তোমার॥
সুরভি বলেন এই অশক্ত দুর্ব্বল।
ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল॥
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল।
জলবৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল॥
কৃষক ত্যজিল কৃষি করিল গমন।
সুরভি বলেন সাধু সহস্র লোচন॥
এই মত পালন করহ সভাকারে।
বনবাসে হইল দুর্ব্বল কলেবরে॥
শুন রাজা পূর্ব্বে হেন হয়েছে বিধান।
ভবে ধর্ম্ম রহে সব দেখিলে সমান॥
যদি ধর্ম্ম চাহ রাখ আমার বচন।
সমভাবে পুত্রগণে করহ পালন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মুনি করি নিবেদন।
মোরে যদি স্নেহ হয় শুন তপোধন॥
আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
ব্যাস বলে আমি না কহিব কদাচন॥
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন।
সকল কহিবে হিত শুনহ রাজন॥
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি।
তাঁহার প্রতি না করিলে শাপ দিবে মুনি॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিজালয়।
উপনীত হইল মৈত্রেয় মহাশয়॥
যথোচিত পূজা তাঁর ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
সুস্থ হৈয়া বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
আমি বহুতীর্থগণ করিয়া ভ্রমণ।
কাম্যবনে দেখিলাম পাণ্ডুপুত্রগণ॥
জটাচীর ভূষিত আহার ফল ফুল।
তপস্বির বেশ সঙ্গে তপস্যাবিপুল॥
তথায় শুনিলাম এ সব সমাচার।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাচার॥
এইহেতু শীঘ্র আইলাম হেতাকারে।
কুরুবংশ হেতু কিছু বুঝাব তোমারে॥
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান।
হেন কর্ম্ম কেন হয় তোমাবিদ্যমান॥
কুরুবংশে সভাকার স্বধর্ম্ম সুকৃতি।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি॥
এইহেতু সভা তব না শোভে রাজন্।
এত বলি কহে মুনি চাহি দুর্য্যোধন॥
মূর্খ নহ দুর্য্যোধন বড় কুলে জন্ম।
তবে কেন হেন রূপ করিলা অধর্ম্ম॥
পাণ্ডবের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
না জানহ সখা যার পুরুষপ্রধান॥
কহ শুনি কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে।
ধনে জনে ধর্ম্মে সম বিজয়ী ভুবনে॥
অযুত কুঞ্জর বল ধরে ভীমনাথ।
হিড়িম্বক বক আদি করিল নিপাত॥
কির্ম্মীরে মারিল ভীম পশিতে কাননে।
ইন্দ্রে পরাজয় কৈল খাণ্ডব দাহনে॥
হেন জন সহ তুমি করহ বিরস।
মম বাক্যে কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ॥
মুনির এতেক কথা শুনি কুরুনাথ।
অভিমানে উরুতে করিল করাঘাত॥
মৌনেতে রহিল ভূমি করে নিরীক্ষণ।
উত্তর না পায়ে ক্রোধে কহে তপোধন॥
অরে দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন।
ইহার উচিত ফল শুনহ রাজন॥
যেইরূপে অভিমানে কৈলি করাঘাত।
ইথে গদা মারি ভীম করিবে নিপাত॥
শুনিয়া ব্যাকুল হইল অন্ধ নরপতি।
মুনির চরণ ধরি করিল মিনতি॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ নহুক এমন।
সদয় হইয়া তবে বলে তপোধন॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
রাজ্য দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের চরণ॥
তবে হেন নহিবেক শুনহ রাজন্।
না করিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র হইল মলিন বদন।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি কির্ম্মীর নিধন॥
কিরূপে পাণ্ডুর সুত মারিল কির্ম্মীরে।
কোথায় বসতি তার কত বল ধরে॥

মুনি বলে আমি আর না বসি হেতায় ।
দুর্য্যোধন সুখী নহে আমার কথায় ॥
শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছয় তোমার।
বিদুরে জিজ্ঞাস পাবা সব সমাচার ॥
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
বিদুরে জিজ্ঞাসে তবে অম্বিকানন্দন ॥
অরণ্য পর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত ।
কাশীদাস কহে সাধু প্রীত অবিরত ॥

অথ কির্ম্মীর বধোপাখ্যান।

ধৃতরাষ্ট্র কহে কহ বিদুর সুজন ।
কিরূপে করিল ভীম কির্ম্মীর নিধন ॥
এত শুনি উঠিয়া বসিল দুর্য্যোধন।
ক্ষত্তা বলে শুন রাজা কির্ম্মীর নিধন ॥
যে কর্ম্ম করিল রাজা বীর বৃকোদর।
করিতে না পারে কেহ সুরাসুর নর ॥
হেতাহৈতে পাণ্ডবেরা যবে গেল বন।
পাইল তৃতীয় দিনে কাম্যক কানন ॥
সেই বনে নিবসে কির্ম্মীর নিশাচর।
দেবের অবধ্য পরাক্রমে পুরন্দর ॥
নিঃশব্দ পাণ্ডবগণ যান কাম্য বন ।
ধাইল মনুষ্য দেখি রাক্ষস দুর্জন ॥
দুই হস্তে আগুলিল পাণ্ডবের পথ ।
হনূমান পূর্ব্বে যেন মৈনাক পর্ব্বত ॥
রাক্ষসী মায়ায় কৈল ঘোর অন্ধকার ।
মুখ মেলি আসে যেন গিলিতে সংসার॥
নাকের নিশ্বাসে উড়ে যায় তরুগণ ।
চতুর্দ্দিগে পশুগণে করয়ে গর্জ্জন ॥
পাণ্ডব দেখেন আইসে রাক্ষস দুর্জন ।
ভয়েতে দ্রৌপদী দেবী মুদিল নয়ন ॥
ব্যস্ত হয়ে পঞ্চ জনমধ্যে লুকাইল ।
অস্ত্রধর বৃকোদর আশ্বাস করিল ॥
জানিয়া রাক্ষসী মায়া ধৌম্য তপোধন।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে কৈল মায়ানিবারণ ॥
অন্ধকার গেল দৃষ্ট হৈল নিশাচর ।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ধর্ম্মনৃপবর ॥
কি নাম কে তুমি হেতা আইলা কি কারণ।
কি করিব প্রীত্ত তব কহ প্রয়োজন ॥
কির্ম্মীর বলিল আমি নিশাচর জাতি।
কাম্যক অরণ্যমধ্যে আমার বসতি ॥
মনুষ্য তপস্বী ঋষি যত বিপ্রগণ ।
যারে পাই তাহে করি উদরপূরণ ॥
দৈবে মোরে ভক্ষ্য আজি মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥
কে তুমি কোথারে যাহ কি বা নাম শুনি।
কি কারণে কাম্য বনে এ ঘোর রজনি ॥
যুধিষ্ঠির বলেন আমি পাণ্ডুর নন্দন।
আমি ধর্ম্ম এই মম ভাই ভীমার্জ্জুন ॥
রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আইলাম হেতায় ।
কিছু দিন নির্ব্বহিব তোমার আশ্রয় ॥
ভাল২ বলিয়া বলিল নিশাচর ।
যাহারে খুঁজিয়া বুলি দেশ দেশান্তর ॥
একচক্র নগরে আছিল মোর তাত ।
এই দুষ্ট ভীম তারে করিল নিপাত ॥
ধনুক দ্বিজের গৃহে ছিল দ্বিজবেশে ।
সেইহেতু যাই আমি বুলি দেশে২ ॥
আমার পরম সখা হিড়িম্বে মারিল ।
তার স্বসা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিল ॥
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে সর্ব্বজন ।
মম হস্তে হবে তার অবশ্য মরণ ॥
ভীমের রুধিরে বক ভ্রাতার তর্পণ ।
অগ্নিতে পোড়ায়ে মাংস করিব ভোজন ॥
রাক্ষসের এতেক কঠোর বাক্য শুনি ।
বেগে ভীম এক বৃক্ষ উপাড়িয়া আনি ॥
গাণ্ডীব ধনুকে গুণ দিল ধনঞ্জয় ।
তারে নিবারিয়া ভীম নিশাচরে কয় ॥
ভ্রাতৃ সখা শোকে দুষ্ট করিস বিলাপ ।
আজি তাহা সভাসহ করাব মিলাপ ॥
মুহূর্ত্তেক রহ দুষ্ট পলাইস পাছে ।
বকের দোসর করাইব এই গাছে ॥
এত বলি প্রহার করিল বৃকোদর ।
বেত্রাসুরে বজ্র যেন মারে পুরন্দর ॥
কম্পমান রাক্ষস অটল গিরিবর ।
দগ্ধ কাষ্ঠ দণ্ড হানে ভীমের উপর ॥
দণ্ড নিবারিল ভীম সব্য পদাঘাতে ।
পদ্ম বন ভাঙ্গে যেন মাতঙ্গ কোপেতে ॥
করাঘাতে পদাঘাতে মুণ্ডে২ বাড়ি।
আঁচড় কামড় চড় ভুজে২ তেড়ি ॥
দোঁহার উপরে দোঁহা বজ্র ফেলি মারে ।
শরবনে অগ্নি যেন চট২ করে ॥
হেন মতে মুহূর্ত্তেক হইল সমর ।
মহাভয়ঙ্কর যেন দানব অমর ॥

কৌরবের প্রতি ক্রুদ্ধ আরো মগ্ন দুঃখে।
তাহে আরো নিশাচর পড়িল সম্মুখে॥
ক্ষুধিত গরুড় যেন ভুজঙ্গ পাইল।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল॥
ভয়ঙ্কর বেশে ভীম করিল দলন।
বলবন্ত রাক্ষস সহিল কতক্ষণ॥
অতিক্রোধে ভীমসেন ধরিল রাক্ষসে।
পৃষ্ঠে জানু দিয়া পুন ধরে পদে কেশে॥
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া তার হইল দুইখান।
মহানাদ করি দুষ্ট ত্যজিল পরাণ॥
হৃষ্ট হইয়া চারি ভাই দিল আলিঙ্গন।
মধ্যে২ প্রশংসা করিল মুনিগণ॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাস করিল বৃকোদর।
এইমত সর্ব্ব শত্রু যাবে যমঘর॥
এই রূপে কির্ম্মীরে মারিল বৃকোদর।
তথায় যখন যাই শুন নৃপবর॥
পথে দেখি পড়ি আছে পর্ব্বত প্রমাণে।
আমি জিজ্ঞাসিলাম যে মুনিগণস্থানে॥
মুনিমুখে শুনিলাম এ সব কারণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল অম্বিকানন্দন॥
পাণ্ডুপুত্র কথা শুনি ছন্ন হইল জ্ঞান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া রাজা মহাচিন্তাবান॥
অরণ্য পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সাধু করে পান॥

কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবেরদের নানা কথা।

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে২ এ বার্ত্তা পাইল রাজগণ॥
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধকপ্রভৃতি নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিত গেল কাম্যক কানন॥
পঞ্চাল রাজার পুত্র সহ অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত॥
যুধিষ্ঠির বেড়িয়া বসিল চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইল বিস্মিত॥
আত্মদুঃখে কহিতে লাগিল পঞ্চ জন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন॥
সে জন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্ম নীত।
গোবিন্দ বলেন এই আমার বিহিত॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমললোচন।
সবিনয় অর্জ্জুন করেন নিবেদন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয় হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি॥
অক্রোধী অলোভ তুমি দীন ক্ষমাবন্ত।
তোমারে এতেক ক্রোধ না পড়ে তদন্ত॥
নারায়ণরূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনে নিবসি॥
পুষ্কর তীর্থেতে দশ সহস্র বৎসর।
দেবমানে তপস্যা করিলা দামোদর॥
দয়ায় করহ তুমি সভার পালন।
ইঙ্গিতে করহ ক্ষয় ইঙ্গিতে সৃজন॥
তুমিত নির্গুণ কিন্তু গুণেতে পূরিত।
তোমারে যে না ভজে সে জগতে বঞ্চিত॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাঁহারে কহেন তবে দেবকীতনয়॥
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি তুমি হও নর॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদলেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ॥
যে তোমারে দ্বেষ করে সে করে আমারে।
তোমারে যে স্নেহ করে সে আমারে করে॥
তুমি হও আমার হে আমি যে তোমার।
যে জন তোমার পার্থ সে জন আমার॥
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমললোচন।
ভাল২ বলিয়া বলিল রাজগণ॥
হেনকালে উপনীত দ্রুপদনন্দিনী।
কৃষ্ণের অগ্রেতে বলে যোড় করি পাণি॥
অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি কমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায়॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সভার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয়।
অনাথের নাথ তুমি দুর্ব্বলের ধন।
সে কারণে তোমারে করি যে নিবেদন॥
সুখ দুঃখ কহিতে সভার তুমি স্থান।
মম দুঃখ কহি কিছু কর অবধান॥
পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তব প্রিয় সখী আমি অর্জ্জুনভামিনী॥
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
দুর্ভাষা কহিল যত কহন না যায়॥

স্ত্রীধর্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি।
অনাথার প্রায় বলে লয় কেশে ধরি॥
বীরবংশ পঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে।
দাস্য কর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান।
সবে বসি দেখিল আমার অপমান॥
সভে বলে পাণ্ডুপুত্র বড় বলবন্ত।
এত দিনে তাসভার পাইলাম অন্ত॥
ধর্ম্মপত্নী আমি হেন কহে সর্ব্ব লোকে।
এই পঞ্চ জন সভামধ্যে বসি দেখে॥
ধিক্২ ভীম বীর ধিক ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব ধনুক কেন বয়॥
পূর্ব্বেতে এমন আমি শুনেছি বিধান।
স্ত্রীর কষ্ট না দেখে থাকিতে বিদ্যমান॥
হীন বল হইলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী।
সেকারণে এ সভার নিন্দা করি আমি॥
পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে।
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে॥
ভার্য্যা হইলে লয় নারী স্বামির শরণ।
শরণ যে লয় তারে করয়ে রক্ষণ॥
লইলাম শরণ আমি এ পঞ্চ জনারে।
কেন এরা রক্ষা না করিল অনাচারে॥
বন্ধ্যা নহি দেব আমি হই পুত্রবতী।
পুত্র দুঃখ চাহি না করিল অব্যাহতি॥
হীনবীর্য্য নহে মোর সব পুত্রগণ।
মহাতেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন॥
তবে কেন দুষ্টের সহিল হেন কর্ম্ম।
কপটে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম॥
দাসরূপে সভায় বসিয়া সভে দেখে।
মম অপমান করে যত দুষ্ট লোকে॥
গাণ্ডীব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে॥
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহ না জানিনু আমি॥
ধিক২ তব নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ।
এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্য্যোধন॥
বাল্য কালহৈতে যত করিল অর্জ্জুনে।
অগোচর নহে সব জানহ আপনে॥
কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
হস্ত পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলাইল॥
জতু গৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান।
ধর্ম্মহৈতে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ॥
রাজ্যধন লয়ে তবে পাঠাইল বনে।
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে॥
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চ জন।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কহে সর্ব্বজনে।
তোমরা আমার নহ জানিনু এখনে॥
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্র লোকে করে॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে॥
পুনঃ গদ২ বাক্যে বলয়ে পার্ষতী।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি॥
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে।
চারি কর্ম্মে আমি নাথ তোমার রক্ষণে॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপনে।
দাসী জ্ঞানে আমারে রাখিবা শ্রীচরণে॥
গোবিন্দ বলেন সখি না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন॥
যখন বিবস্ত্রা তোমায় করে দুঃশাসন।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলা যখন॥
অগ্রেতে হৈয়াছে মম সেই মহাঘাত।
যাবৎ কপটী দুষ্ট না হয় নিপাত॥
যেইমত কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন।
এইমত কান্দিবে সে সভার স্ত্রীগণ॥
তোমার সাক্ষাৎ আমি কহি সত্য করি।
না করিলে বৃথা বাসুদেব নাম ধরি॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শিলা জলে ভাসে।
অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোষে॥
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
কত দিন কল্যাণি করহ অবধান॥
এতেক শুনিয়া কহিছেন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেবি কভু মিথ্যা নয়॥
যত কহিলেন কৃষ্ণ হবে সেইমত।
অকারণে কান্দহ অজ্ঞান জনবত॥
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টদুম্ন বীর।
সজল নয়ন কোপে কম্পিত শরীর॥
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হৈয়া সয়।
নিকটে না ছিনু আমি কুরু ভাগ্যোদয়॥
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহার।
শুন সর্ব্ব রাজগণ প্রতিজ্ঞা আমার॥
দ্রোণ গুরু বলি যেই গর্ব্ব ধরে মনে।
মম ভার হৈল তারে সংহারিব রণে॥

ভীষ্ম পিতামহ যে অজেয় তিন লোকে।
তাহাকে মারিতে ভার দিল শিখণ্ডিকে ॥
অর্জ্জুনেরে সূতপুত্র না ধরিবে টান।
ভীমহস্তে শত ভ্রাই ত্যজিবে পরাণ ॥
জগতে গোবিন্দাশ্রিত যে আমরা সব।
ইন্দ্রকে জিনিতে পারি কি ছার কৌরব ॥
এত বলি করে কর কচালে পঞ্চাল।
প্রতিজ্ঞা করয়ে জলে জ্বলে মহীপাল ॥
অরণ্য পর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অনুব্রত ॥

শাল্ব দৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ।

মধুর বচনে কহিছেন জগন্নাথ।
যুধিষ্ঠির আগে যোড় করি পদ্মহাত ॥
দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে।
নিবৃত্ত করিতে আসিতাম দ্যূতকালে ॥
অক্ষেরে নিবৃত্ত করিতাম শাস্ত্র বলে।
পাশাআদি নীচ কর্ম্ম বহু দোষ ফলে ॥
মৃগয়া মদিরা পান পাশা নিতম্বিনী।
এ চারি অনর্থহেতু করে লক্ষ্মীহানি ॥
বিশেষে দেবন দোষ ধর্ম্ম শাস্ত্রে কয়।
পাশায় এ সব দোষ এক ক্ষণে হয় ॥
বহুমতে দ্যূত করিতাম নিবারণ।
না শুনিলে রণ করিতাম সেইক্ষণ ॥
নতুবা পাশাকে চক্রে করিতাম ছেদ।
আমি হেতা থাকিলে না হৈত ভেদাভেদ ॥
এ সকল বৃত্তান্ত কহিল যুযুধান।
শ্রুতমাত্র নৃপতি আইলাম তব স্থান ॥
তোমার এ বেশ বনে ফল মূলাহার।
তব দুঃখ নয় রাজা সকলি আমার ॥
যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ নারায়ণ।
আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ ॥
মুহূর্ত্তেকে ভ্রমিতে পারহ তিন পুর।
তোমার হস্তিনাপুর কত বড় দূর ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে অপ্রমাণ।
যেই হেতু না আইলাম কর অবধান ॥
শাল্বনামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্য বেড়িয়াছিল দ্বারকা নগর ॥
তব রাজসূয় হইতে গেলাম যখন।
সভারে পীড়িল দুষ্ট করি মায়ারণ ॥
আমার সহিত যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির পুনঃ জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি শাল্ব কেন দ্বারকা হিংসিল ॥
তোমার সহিত কেন বৈরিতা হইল।
কার হিত কারণ সে দ্বারকা আইল ॥
কোন মায়া ধরে দুষ্ট কত করে রণ।
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসূদন ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ ॥
শিশুপাল আমাহৈতে হইল নিধন।
সেই বৈরবৃক্ষ বীজ হইল রোপণ ॥
শিশুপাল মরণ শুনিয়া দৈত্যেশ্বর।
সসৈন্য বেড়িল আসি দ্বারকানগর ॥
দ্বারকার লোক তার আগমন শুনে।
উগ্রসেন আদি সবে সাজিল সঘনে ॥
দ্বারকা পশিতে যত নৌকাপথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল ॥
লোহার কণ্টক সব পোতাইল পথে।
ক্রোশেকপর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে ॥
ধন রত্ন থুইল সব গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নৃপবর ॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা চিহ্নে তথায় না চলে কোন জন ॥
চিহ্ন পাইলে রক্ষক ছাড়িয়া দেয় পথ।
দৈত্যভয়ে সুরপুর রাখে যেই মত ॥
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গ দলে।
পৃথিবী কম্পিত হৈল রথ কোলাহলে ॥
চতুর্দ্দিগে দ্বারকা সে রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য জল স্থল রহিল যুড়িয়া ॥
দেবালয় শ্মশান পূর্ণিত কৈল স্থল।
এই স্থল নিজ সৈন্য ত্যজিল সকল ॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণি বংশগণ।
বাহির হইল তবে করিবারে রণ ॥
চারুদেষ্ণ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
সসৈন্য বাহির হৈল করিবারে রণ ॥
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্বের সেনাপতি।
সে যুদ্ধ করিল শাম্ব কুমার সংহতি ॥
মহাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
অস্ত্র বৃষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল ॥

বেগবান নামে দৈত্য আছিল তাহাতে।
আগু হয়ে যুদ্ধ দিল শাম্বের সহিতে॥
শাম্বের হস্তের মহাগদা যে আছিল।
তাহার প্রহারে বেগবান সে পড়িল॥
দানব বিবিন্ধ্য নামে আসি গোড়াইল।
নানা অস্ত্রে দুই বীর মহাযুদ্ধ হইল॥
মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণীতনয়।
অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময়॥
সেই বাণে ভস্ম হৈল বিবিন্ধ্য অসুর।
যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর॥
সেনাপতি পড়িল পলায় সেনাগণ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল্ব আইল তখন॥
জিনিয়া মেঘের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন।
দেখি ভয়যুক্ত হৈল দ্বারকার জন॥
সৌভ সৈন্য নামে তার কামাচার গতি।
ক্ষণেক আকাশে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষিতি॥
অশ্ব রথ পদাতিক না যায় গণন।
বিষম আয়ুধ ধরে সব সেনাগণ॥
শাম্বে দেখি কম্পিত হইল সব বীর।
বাহির হইল শাল্ব নির্ভয় শরীর॥
নির্ভয় হইল যত দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ আরোহণে॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল শাল্বের সংহতি।
অঞ্জন পর্ব্বত তুল্য শাল্ব দৈত্যপতি॥
মর্ম্ম ভেদি এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন রচিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্বেরে ছেদিল॥
মুর্চ্ছিত হইয়া শাল্ব রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদব বল চৌদিগে বেড়িল॥
হাহা রবে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ।
কতক্ষণে শাল্ব রাজা পাইল চেতন॥
গর্জ্জিয়া উঠিয়া শাল্ব দিলেক টঙ্কার।
পলায় যাদব বল শব্দ শুনি তার॥
বহু মায়া জানে শাল্ব মায়ার নিধান।
কামদেবে প্রহার করিল তীক্ষ্ণ বাণ॥
মোহ হৈল প্রদ্যুম্নের মায়াঅস্ত্রাঘাতে।
মুর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেন রথে॥
কামদেব মুর্চ্ছা দেখি দারুকি সারথি।
রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্রগতি॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মম সুত।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বহুত॥
কি কর্ম্ম করিলা তুমি দারুকনন্দন।
মম রথ ফিরাইলা কিসের কারণ॥
শাল্ব দেখি ভয় তব হৈল হৃদিমাঝ।
সে কারণে সারথি করিলা হেন কায॥
বিষ্ণুবংশ সমরে বিমুখ কোন কালে।
কেবা অগ্রসর হবে মম শর জালে॥
সূত বলে ভয় কিছু নাহিক আমার।
রথেতে বহুল মূর্চ্ছা হইল তোমার॥
রথিগণে মূর্চ্ছা দেখি ফিরায় সারথি।
নাহিক তাহাতে দোষ আছে হেন নীতি॥
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষদ হাসিয়া কহে রুক্মিণী কুমার॥
আর কভু কর্ম্ম না করিহ হেন মত।
জীয়ন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ॥
বিষ্ণু বংশে এমন কখন নাহি হয়।
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠ তাত মহাশয়॥
গদাগ্রজ কি বলিবে জনক আমার।
তোমাহৈতে বিষ্ণু বংশে হইল ধিক্কার॥
কি বলিবে সাত্যকি বা উদ্ধব শুনিয়া।
মৃত্যু ইচ্ছা করি আমি এ সব গণিয়া॥
পাছে২ শাল্ব মম প্রহারিবে শর।
পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণভিতর॥
দেখিয়া হাসিবে সব বিষ্ণু কুলনারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি॥
এ কর্ম্ম করিতে মৃত্যু শত গুণে ভাল।
দ্বারকার ভার যে আমারে সমর্পিল॥
রাজসূয় যজ্ঞে আর আমারে রাখিয়া।
কি বলিবে তাত এবে এ সব শুনিয়া॥
শীঘ্র বাহুড়াহ রথ দারুকনন্দন।
এখনি যে সৌভপুরী করিব নিধন॥
কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণ মুখে রথ চালাইল শীঘ্রগতি॥
শাল্বের যতেক সৈন্য না যায় গণন।
কামের সম্মুখে নাহি রহে কোন জন॥
বল ভগ্ন দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র প্রদ্যুম্নে প্রহারে শীঘ্রগতি॥
পুনঃ পুনঃ মায়াবী প্রহারে নানা শর।
সব শর ছেদ করে কাম ধনুর্দ্ধর॥
পরে ক্রোধে শম্বরারি নিল দিব্যবাণ।
চন্দ্র সূর্য্য তেজ দেখি যাহে বিদ্যমান॥
ঝাঁকে২ অগ্নি উঠে বাণের মুখেতে।
অন্তরীক্ষবাসিগণ পলায় ভয়েতে॥
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইল তথা ব্রহ্মার কুমার॥

বায়ুবেগে নারদ আইলেন ঝটিতি।
দেবগণ বলিল বিনয়ে কামপ্রতি॥
সম্বরহ অস্ত্র এই কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন॥
শাল্ব দৈত্য রাজা যে তোমার বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবেন এরে দৈবকীতনয়॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া তূণে অস্ত্র থুইল।
এ সব কারণ শাল্ব সকল জানিল॥
রণ ত্যজি সৌভপুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজ রাজ্য গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হৈল নরপতি।
হেথাহৈতে আমিত গেলাম দ্বারবতী॥
দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ডভণ্ড প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারিল সভে সূক্ষ্ম তায়॥
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি।
জিজ্ঞাসা করিলাম যে সাত্যকিরে ডাকি॥
সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাল্বের বিবরণ॥
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার॥
কামপাল কামদেব আহুকপ্রভৃতি।
সভারে রাখিলাম যেন রাখে দ্বারবতী॥
কিছু সৈন্য লইয়া হইলাম বাহির।
শাল্ব সহ যুদ্ধে গেলাম সিন্ধু নদীতীর॥
তথা শুনিলাম শাল্ব আছে সিন্ধুমাঝে।
সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট হইলাম সেই সাজে॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ শব্দ শুনিয়া আমার।
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ব দুরাচার॥
তোমারে দেখিতে গেনু দ্বারকা নগরে।
না দেখিনু তোমারে বাহুড়িলাম ঘরে॥
ভাগ্য মোর আপনি আইলা হেথাকারে।
এখনি তোমারে পাঠাইব যমদ্বারে॥
এত বলি এড়িলেক লক্ষ২ বাণ।
গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরশান॥
সকল কাটিলাম আমি চোক২ শর।
মাথায় উঠিল শাল্ব আকাশ উপর॥
আকাশে উঠিয়া শাল্ব বহু মায়া কৈল।
দিবারাত্রি নাহি জানি অন্ধকার হৈল॥
কোটি২ বাণ যে এড়িল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া রথের সারথি॥
শৈব্য সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক মোরে হইয়া বিহ্বল॥
দারুকের অঙ্গ দেখি শরেতে জর্জ্জর।
তিলমাত্র অক্ষত নাহিক কলেবর॥
শক্তিহীন সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিন্তান্তর হয় দুঃখ দেখিয়া তাহার॥
হেনকালে দ্বারকানিবাসি এক জন।
সম্মুখে আসিয়া কহে করিয়া ক্রন্দন॥
কি করহ বাসুদেব চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারবতী॥
শাল্বরাজা আসি আজি দ্বারকা নগরে।
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে॥
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকাপুর রক্ষা কর গিয়া॥
এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময়।
পিতৃশোকে চিন্তা বড় জন্মিল হৃদয়॥
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকিআদি করি।
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী॥
এ সব থাকিতে বসুদেবেরে মারিল।
সভাই মরিল হেন সত্য জানা গেল॥
এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আইসে।
নাহিক তাহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে॥
মায়াতে সকলি হেন জানিলাম মনে।
পুনঃ যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম শাল্ব সনে॥
আচম্বিতে দেখি শাল্ব সৌভপুরীহইতে।
কেশ পাশ মুক্ত পিতা পড়িল ভূমিতে॥
চতুর্দ্দিগে দৈত্যগণ করয়ে প্রহার।
দেখিয়া আমরা সব করি হাহাকার॥
দেখিয়া এ সব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া।
জ্ঞান চক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া॥
দেখিলাম সব মিথ্যা স্বপ্নেতে যেমন।
তাহাতে হইল মম চিত্ত উচ্চাটন॥
শেষে জানা গেল সব অসুরের মায়া।
না জানি কোথায় শাল্ব আছে লুকাইয়া॥
তবে কত ক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে।
মার২ বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্ব ভিতে॥
শব্দ অনুসারে মারিলাম শব্দভেদি।
যতেক মায়াবি দৈত্য পলাইল ছেদি॥
খণ্ড২ হইয়া পড়িল সিন্ধু জলে।
কুম্ভীর মকর দৈত্য ধরিয়া সে গিলে॥
নিঃশব্দ হৈল সব পড়িল দানব।
আর কত ক্ষণে শুনি দশদিগে রব॥

করিলাম গান্ধর্ব্ব অস্ত্রের নিক্ষেপণ।
মায়া দূর হইল শাল্ব দিল দরশন॥
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি।
সে প্রাগজ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি॥
তথাহৈতে বহু সৈন্য লইয়া আইল।
অন্ধকার করিয়া পর্ব্বত বরষিল॥
অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আমার মনেতে॥
ডুবিল আমার রথ পর্ব্বত চাপনে।
হাহাকার আকাশে করয়ে দেবগণে॥
আমারে না দেখিয়া ব্যাকুল দেবগণ।
আরো মিত্রগণ কত করয়ে রোদন॥
বজ্রের প্রসাদে পুন পাই পরিত্রাণ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড২-হইল পাষাণ॥
পর্ব্বত কাটিয়া আমি হইলাম বাহির।
জলদ পটলহৈতে যেমন মিহির॥
পুনঃ শাল্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
যোড় হাতে দারুক করিল নিবেদন॥
মায়ার পুঁটলি এই অসুর দুরন্ত।
সুদর্শন এড়হ অসুর হবে অন্ত॥
সৌভপুরী শাল্ব থাকিবেক যত ক্ষণ।
তত ক্ষণ নহিবেক শাল্বের নিধন॥
সুদর্শন এড়িয়া কাটহ সৌভপুর।
তবেতো নিধন হবে মায়াবী অসুর॥
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক্র॥
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান।
সৌভপুরী কাটিয়া করিল খান২॥
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইল।
শাল্বেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা লইল॥
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগণমণ্ডলে।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে॥
দেখি সুরাসুর সব হইল অজ্ঞান।
শাল্ব দৈত্যে কাটিয়া করিল খান২॥
আর যত শেষ দৈত্য গেল পলাইয়া।
পুনরপি আইলাম স্বসৈন্য লইয়া॥
এই হেতু আসিতে না পাইলাম রাজন।
আপনার মৃত্যু সে করিল দুর্য্যোধন॥
তুমি সত্যবাদী সত্য করিবা পালন।
সেই বলে দুর্য্যোধন ত্যজিবে জীবন॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার।
ইন্দ্রআদি সখা হৈলে রক্ষা নাহি তার॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন।
গ্রহ দোষ হৈলে দুঃখ পায় সাধুজন॥
অবনিতে ছিল পূর্ব্বে শ্রীবৎস নৃপতি।
শনি দোষে তিনি দুঃখ পাইলেন অতি॥
চিন্তা দেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী অংশে জন্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাহারদের কর্ম্ম॥
দ্রৌপদীর কোন দুঃখ শুন নৃপবর।
ইহাহৈতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর॥
দৈবেতে এ সব হয় শুন মহীপাল।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চির কাল॥
এবে দুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে।
ঈশ্বরেতে নিন্দা নাই নিন্দ আপনাকে॥
মুল কর্ম্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে।
কর্ম্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর।
কহিছেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর॥
কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন জন।
কোথায় নিবাস তার কাহার নন্দন॥
চিন্তা দেবী কার কন্যা কহ নারায়ণ।
কি রূপে পাইল দুঃখ কহ বিবরণ॥
রাজপুত্র হয়ে দুঃখী আমার সমান।
আর কেবা ছিল পৃথিবীতে বিদ্যমান॥
কহ২ জগন্নাথ কি শুনি আনন্দ।
মুখ পদ্মহৈতে ক্ষরে বাক্য মকরন্দ॥
বনপর্ব্ব ব্যাস যে করিলেন প্রকাশ।
ভাষায় রচিল তাহা কাশীরাম দাস॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব্ব কথন॥
চিত্রবর পূর্ব্বে ছিল পৃথিবীর পতি।
তৎপরে শ্রীবৎস হয় তাহার সন্ততি॥
এক ছত্রে ধরণী শাসিল নরপতি।
রতিপতিসম রূপে বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিয়া বাহুবলে।
সকল করিল রাজা নিজ করতলে॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে শত২।
দানেতে দরিদ্রগণে তোষে অবিরত॥
অপ্রমিত গুণ তার বর্ণনা না যায়।
ধার্ম্মিক তাঁহার তুল্য নাহিক কোথায়॥

যে যাহা যাচ্ঞা করে তাহা দেয় তারে।
দেহ রক্ষাহেতু প্রাণ নাহি দেয় কারে॥
চিত্রসেন রাজকন্যা তাহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরম রূপসী॥
কত শত চান্দ্রায়ণ কত মহাদান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান॥
রাজা রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম যা করে যখন।
ঈশ্বরে অর্পণ করে হৈয়া শুদ্ধমন॥
এক গুণ দান করে শত গুণ হয়।
এইরূপে শ্রীবৎসের কত কাল যায়॥
শুন হে অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
তৎপরে হইল দেখ দৈবের ঘটন॥
এক দিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়েতে বাগযুদ্ধ অতিশয় হয়॥
লক্ষ্মী কহেন আমি পূর্ণ সকল সংসারে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কে ছাড়ে আমারে॥
কেমনে বলিলা শনি তুমি শ্রেষ্ঠ জন।
ত্রিভুবনমধ্যে তোমায় কে করে অর্চ্চন॥
এইরূপে দুই জনে হৈল অকৌশল।
পণ করি দুই জন আইল ভূমণ্ডল॥
লক্ষ্মী কহেন শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ তবে হউক সেই জন॥
সূর্য্যপুত্র সিন্ধুকন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হইল উপস্থিত॥
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে।
দুই জন উপনীত দেখিলেন দ্বারে॥
দেখি ব্যস্ত ভূপতি দাঁড়ান যোড় করে।
প্রণাম করিয়া কহেন মৃদু২ স্বরে॥
কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে।
শনি কহে কার্য্য আছে তব সন্নিধানে॥
আমরা দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন জন।
বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ॥
এত শুনি কহে রাজা বিনয় বচনে।
কালি আইস বলিব যা লয় মম মনে॥
এই বাক্য কহি দোঁহে করিল বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আইল নৃপরায়॥
রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ।
শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণ বদন॥
অমরে২ দ্বন্দ্ব করে দুই জনে।
মনুষ্য মধ্যস্থ মানি আইল কি কারণে॥
ভাল তো লক্ষণ রাজা নহে এ সকল।
না জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্ম ফল॥
রাজা বলে চিন্তা দেবি চিন্তা কর মিছা।
হইবে যখন যাহা সে ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
কাল বলবান দেবি জানিহ নিশ্চয়।
কাল প্রাপ্ত হইলে নরের মৃত্যু হয়॥
এমত চিন্তায় গত দিবস শর্ব্বরী।
কাশীদাস কহে সাধু শুনে কর্ণ ভরি॥

অথ শ্রীবৎস রাজার প্রতি শনির কোপ।

ত্রিপদী।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা লইয়া সকল প্রজা
মন্ত্রণা করিল এই সার।
বচন নাহিক কবে অথচ বিচার হবে
ইথে ভার ইষ্ট দেবতার॥
এত বলি নৃপবরে আজ্ঞা দিল অনুচরে
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণে বিনির্ম্মিত এক রূপ্যে বিরচিত
দুই পার্শ্বে দুয়ের স্থাপন॥
আসনের নানা সাজ সাজাইয়া মহারাজ
আপনি বসিল মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সতে আসিয়া বৈকুণ্ঠহৈতে
বসিলেন আসন বিমলে॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রাজা বিধিমত করি পূজা
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাতে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে
বহুবিধ করিলেন স্তুতি॥
হইয়া আহ্লাদযুতা বসিল জলধিসুতা
স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে।
বামে শনি মহাশয় আসন রজতময়
রবি শশি যেন তমোহরে॥
বসিলেন তিন জনে নানা কথা আলাপনে
রাজার পীযুষ পান শুনি।
সংসার সাগরে সেতু জীব তরাবার হেতু
রচিলেন ব্যাস মহামুনি॥
দ্বৈপায়নদাসে কয় তরিবারে ভবভয়
না হইবে জঠর যন্ত্রণা।
কৃষ্ণ নাম কর সার জনম না হবে আর
এই মম বচন রচনা॥

পয়ার।

দুই সিংহাসনেতে বসিয়া দুই জন।
কথায়২ জিজ্ঞাসিলেন তখন॥
কহ ভূপ এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন জন।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলেন বচন॥
আসন ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ প্রধান দক্ষিণে॥
শুনি শনি হয় অতি কোপান্বিত মন।
ম্লান মুখ হয়ে শনি করেন গমন॥
লক্ষ্মী কন সন্তুষ্টা করিলা মহাশয়।
অচলা হইয়া রব তোমার আলয়॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করেন গমন।
বিষণ্ণ হইয়া রাজা ভাবেন তখন॥
এরূপ শ্রীবৎসরাজা বঞ্চে কত দিন।
ছিদ্র অন্বেষণে শনি ভ্রমিল প্রবীণ॥
শুন যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্ম অবতার।
দৈবাৎ কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎসরাজার॥
সিংহাসনে স্নান করি বসে নরপতি।
হেন কালে শুন রাজা দৈবের কুগতি॥
কৃষ্ণবর্ণ তথা এক কুক্কুর আসিয়া।
সেই জল হঠাৎকার খাইল চাটিয়া॥
এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল।
ক্রমে২ বুদ্ধি হ্রাস হইতে লাগিল॥
বিষম শনির কোপ বাড়ে অনুদিন।
ক্রমে২ সকল বিভব হৈল হীন॥
অকস্মাৎ পড়ে গৃহমন্দির প্রাচীর।
শত২ মঞ্চ ভগ্ন সুন্দর মন্দির॥
অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নি দাহ হয়।
দিবস রজনী প্রায় সব ধুমময়॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত কালপেচা ডাকে॥
দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্র মণ্ডল।
ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমঙ্গল॥
শনি কোপানলেতে পড়িল নৃপবর।
রাজ্যরক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তর॥
গজ বাজি পদাতি মরিল লক্ষ২।
গবী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য॥
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল॥
শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটনা প্রমাদ।
যুবক যুবতীর হয় হরিষে বিষাদ॥
কাক শিবা শকুনি গৃধিনী নাচে রঙ্গে।
ভূত প্রেত দৈত্য দানা পিশাচের সঙ্গে॥
বিপদসাগরে পড়ে শ্রীবৎস নৃপতি।
রোদন করিয়া ফেরে শুন মহামতি॥
রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ।
এই দুঃখে দুঃখী কহে করিয়া রোদন॥
কোথা বা যাইব আর কোথা বা রহিব।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব॥
তিন দিবারাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া।
ঘরে২ দেখিলেন সকল চাহিয়া॥
অন্নেতে কাতর রাজা নাহি বাঁচে প্রাণে।
বিলাপ করিয়া রাণী কহেন অজ্ঞানে॥
রাজা বলে কান্দ কেন পাগলের প্রায়।
জনম লইলে মৃত্যু সকলেরি হয়॥
স্বকীয় কর্ম্মের ভোগ হয় যে আমার।
ইথে প্রিয়ে কেন বা রোদন কর আর॥
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেই জন।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে অন্যথা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন খেদ কর বৃথা॥
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।
আমি কি করিব চিন্তা কর্ত্তা তো ঈশ্বর॥
এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূপতি।
ত্রিপক্ষের পর তার স্থির হৈল মতি॥
শনি দুঃখ দিবেন আমারে এইমতে।
উপায় ইহার এই ভাবি জগন্নাথে॥
চিন্তা দেবি কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয়॥
প্রবাল প্রস্তর আর যত জহরত।
বহুমূল্য অল্প ভার এমত রজত॥
সঞ্চয় করিয়া লহ বিচিত্র বসন।
অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন॥
শুনি রাণী কাঁথা এক করিল তখন।
কাঁথার ভিতরে রাখে বহুমূল্য ধন॥
রাজা বলে শুন রাণি আমার বচন।
শনি দোষে মজিল সকল রাজ্য ধন॥
কেবল আছয়েমাত্র জীবন দোঁহার।
এ সময় উপায় নাহিক দেখি আর॥
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখ হে জীবন।
যথাতথা বঞ্চি কাল করিব ক্ষেপণ॥
শনিত্যাগ যদি হয় কখন আমার।
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার॥

এত শুনি চিন্তা দেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী রহিব সঙ্গেতে॥
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ সে দুঃখ না সয়॥
দুঃখের সময়ে তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি॥
তব সঙ্গে থাকিয়া সেবিব তব পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ॥
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলায়।
উভয়ে যেখানে থাকে তথা সুখ পায়॥
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবা।
চিন্তারে করিয়া চিন্তা দুঃখ তো পাইবা॥
শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত॥
শুন ধর্ম্ম অবতার অদ্ভুত বচন।
শ্রীবৎস শনির দোষে করিল যেমন॥
অর্দ্ধরাত্রি সময়ে উঠিয়া নরপতি।
রাণীরে করিয়া সঙ্গে যায় শীঘ্রগতি॥
এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয়া হইয়া এই বলেন রাজায়॥
যথায় থাকিবা তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন॥
কিছু কাল দুঃখ তুমি গৃহেতে পাইবা।
পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবা॥
এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি।
শুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী॥
অতিশয় ঘোররাত্রে যান নররায়।
রমণীসহিত কাঁথা করিয়া মাথায়॥
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন॥
কণ্টক অঙ্কুর কত ফুটে তার পায়।
অতিক্লেশে পতি সহ দ্রুতগতি যায়॥
সঘনে নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল॥
অকূল সমুদ্র প্রায় নাহি পারাবার।
ভূপতি করেন চিন্তা কিসে হব পার॥
নদীর কূলেতে বসি কাঁদে দুই জন।
হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন॥
কর্ণধাররূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্ন নৌকা লয়ে ঘাটে দিল দরশন॥
মন্দ২ বাহে তরি চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কাণ্ডারিরে বলে॥
ত্বরাতরি পার করি দেহ হে কাণ্ডারি।
বিলম্ব না সহে দুঃখ সহিতে না পারি॥
নাবিক আসিয়া কহে তুমি কোন জন।
রমণী সহিতে রাত্রে কোথায় গমন॥
কার নারী হরণ করিয়া নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ আগে কূলেতে দাঁড়াও॥
রাজা বলে শুনিয়াছ শ্রীবৎসনৃপতি।
সেই আমি এই মম নারী চিন্তাবতী॥
আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
নারী সঙ্গে করি ভাই আসিয়াছি বনে॥
শুনি শনি কহিলেক বুঝেছি বিস্তার।
তাল বেতাল সিদ্ধ রাজা আছিল তোমার॥
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি সময়।
কোথা গেল মন্ত্রিবর্গ কহ মহাশয়॥
রাজা বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি সময়ে সঙ্গী নহে কেহ কার॥
অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্ম পথ ত্যজে॥
আমার২ বলে কেহ কার নয়।
কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে এই কয়॥
কে বা কার পতি পুত্র কে বা বন্ধু জন।
মায়াবদ্ধ হয়ে প্রাণী করিছে ভ্রমণ॥
আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম্ম॥
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায় মনোবাক্যে এই করি হে ভাবনা॥
শুনিয়া হাসিয়া শনি কহে পুনর্ব্বার।
অতিজীর্ণতর নৌকা দেখহ আমার॥
দুই জন হইলে যাইতে পারে পারে।
তিন জন ক্ষীণতরি পারে কি না পারে॥
আপনি সুবুদ্ধি বট দেখ বর্ত্তমান।
বিবেচনা করিয়া করহ অনুমান॥
কান্তারে লইয়া আগে পার হও তুমি।
কান্তা যদি সহ তবে কাঁথা রাখ ভূমি॥
শুনিয়া নাবিকবাক্য করেন বিচার।
কাঁথা পার করি আগে শেষে হব পার॥
রাজা রাণী দুই জনে ধরিয়া কাঁথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায়॥
কাঁথা লয়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল।
দেখিতে২ মায়ানদী শুকাইল॥
শ্রীবৎসনৃপতি খেদে করে হায়২।
যে সকল দেখিলাম ভোজবাজি প্রায়॥

বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী।
মায়া করি বহুধন করিলেক চুরি॥
দেখিলা সাক্ষাতে রাণি বঞ্চনা শনির।
চঞ্চল হৃদয় তার নাহি হয় স্থির॥
চিন্তিয়া কহেন রাজা করিব গমন।
উঠিতে নাহিক শক্তি না চলে চরণ॥
বহুকষ্টে গমন করিয়া দুই জন।
প্রবেশ করেন গিয়া চিত্রধ্বজ বন॥
হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিগে উদয় হইল দিননাথ॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত দোঁহে কাতর হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয়॥
চলিতে না পারি নাথ করি নিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে একক্ষণ॥
দিব্য জল স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এই স্থানে স্নান কর আছত ক্ষুধিত॥
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর।
বনহৈতে ফল পুষ্প আনেন সত্বর॥
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি।
কুড়াইয়া আনে বহু সুপক্ক বদরী॥
উভয়ে খাইল জল শ্রান্তি হৈল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর॥
নানা স্থান এড়াইল পর্ব্বত কানন।
নদ নদী কত শত বন পর্য্যটন॥
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানাজাতি।
মল্লিকা মালতী বক চম্পকপ্রভৃতি॥
বদরী খর্জ্জুর জম্বু পলাশ রসাল।
নারিকেল গুবাক দাড়িম্ব আর তাল॥
ফলক কদলী বযড়া আর আমলকী।
কদম্ব অশ্বত্থ বট নিম্ব হরীতকী॥
জারুল পারুল বেল প্রিয়ঙ্গু অগুরু।
রক্তসার নন্দন বাদাম দেবদারু॥
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষে নানা পক্ষিগণ।
ব্যাঘ্রাদি হিংসক কত করিছে ভ্রমণ॥
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উষ্ট্র গণ্ডার কাসর।
ঘোটক গোধিক খর ভল্লুক শূকর॥
শত২ পশু দেখি বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখি অতিভয়ঙ্কর॥
ভূচর খেচর কত কে করে গণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতিঘোর বন॥
মনে২ বলে রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুমি অগতির গতি॥
দয়া কর দীননাথ করুণানিধান।
সমূহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ॥
তোমা বিনা রক্ষা করে নাহি হেন জন।
আমার ভরসামাত্র প্রভুর চরণ॥
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর।
ত্রাণ কর এই বার হয়েছি কাতর॥
এইরূপ করি রাজা স্মরে চক্রপাণি।
অকস্মাৎ তথা এই হৈল দৈববাণী॥
যত দিন নৃপ তুমি থাকিবা কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাজার।
বনমধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় আকার॥
এক দিন বনমধ্যে করে দরশন।
মৎস্যঘাতি ধীবর আসিছে কত জন॥
ধীবর দেখিয়া মৎস্য করেন যাচন।
কিছু মৎস্য দেহ আজি করিব ভোজন॥
জেল্যা বলে কুক্ষণে লয়েছি জাল করে।
কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে॥
রাজা বলে শুন সবে আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল পাইবা এখন॥
তাল বেতালের স্মৃতি করেন শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহুমৎস্য॥
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিল স্বীকার॥
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তের গণ।
জানিল সাধক বটে এই দুই জন॥
সাদরে শকুল মৎস্য দিল নৃপতিরে।
মৎস্য পেয়ে নৃপবর কহেন রাণীরে॥
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণি কাতর জীবন।
মীন পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন॥
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার।
মীন পোড়া খাইলে হয় শনি প্রতিকার॥
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ॥
অপূর্ব্ব শকুল মৎস্য পায়ে নৃপবরে।
সন্তুষ্ট হইয়া যত্নে ধরে নিজ করে॥
মৎস্য লৈয়া রাণী কাছে করেন অর্পণ।
দগ্ধ করি দেহ মৎস্য করিব ভোজন॥
হরিষ বিষাদে রাণী অনল আনিল।
যতনপূর্ব্বক সেই মৎস্য পোড়াইল॥
মীন দগ্ধ করি চিন্তা চিন্তা করে মনে।
মৎস্য পোড়া রাজহস্তে দিব বা কেমনে॥

ক্ষীর ছানা নবনীত করে যে ভোজন।
বনে আসি মীন দগ্ধ খাবে সেই জন॥
কিরূপেতে এই ছাই খাওয়াইব তাঁরে।
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাঁহার আহারে॥
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে।
ধুইয়া আনিব বলো গেল সরোবরে॥
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া॥
কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়া মৎস্য বাঁচে।
কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে॥
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একেত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধ অতি॥
বলিবেন তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পলাইল বলিয়া করহ প্রতারণ॥
হায় বিধি এত দুঃখ ঘটালে আমায়।
এখনো রয়েছে প্রাণ নাহি কেন যায়॥
এত ভাবি চিন্তা দেবী কান্দিতে২।
সকল বৃত্তান্ত কহে রাজার সাক্ষাতে॥
শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীরে কহিল।
এ বড় আশ্চর্য্য কাশীদাস বিরচিল॥

অথ শনির প্রত্যাদেশ কথন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি কহিছে আকাশবাণী
শুন২ শ্রীবৎস নৃপতি।
আমি ছোট লক্ষ্মী বড় তুমি কহিয়াছ দড়
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি॥
সম্পত্তিতে করি গর্ব্ব আমারে দেখিলা খর্ব্ব
আমি তোমার কি করিতে পারি।
যেই লজ্জা দিলা মোরে সে কথা কহিব কারে
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী॥
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে আইলাম তব স্থানে
তুমি তো করিবা সুবিচার।
কপট চাতুরী করি মম গুণ পরিহরি
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার॥
কি কব দুঃখের কথা মরমে মরম ব্যথা
রহিবেক হৃদয়ে আমার।
আসন করিয়া শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীরে বলিলা জ্যেষ্ঠ
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার॥
করিয়াছি রাজ্যনাশ অপর অরণ্যে বাস
শেষে এই স্ত্রীভেদ করিব। [মোরে
শুন রাজা বলি তোরে তবেতো চিনিবা
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব॥
শুন২ মহারাজ ধরিয়া বিবিধ সাজ
দেব দৈত্য নাগ আদিগণে।
অবধ্য সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বঘটে থাকি আমি
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে॥
শুন হে শ্রীবৎস ভূপ ত্রেতাযুগে রামরূপ
হইল প্রভুর অবতার।
এক ব্রহ্ম চারি অংশে জন্মিয়া রঘুর বংশে
রাজা দশরথের কুমার॥
দশরথ ধর্ম্মাচার দেয় তাঁরে রাজ্য ভার
আমি তাঁরে পাঠাই কানন।
অনুজ লক্ষ্মণ সাতে প্রবেশে গহন পথে
জটা বল্ক করিয়া ধারণ॥
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা সতী পতিঅনুগতা অতি
শুন হে দুর্গতি যত তাঁর।
কাননে পতির সহ ভুঞ্জিবারে পাপ গ্রহ
বনে গেল দীনের আকার॥
পর্ব্বত কানন পথে বঞ্চিয়া স্বামির সাতে
পরে তাঁরে হরে দশানন।
রাজ্য ধন স্বামি ছাড়ি গেলেন রাবণ বাড়ী
বাস হইল অশোক কানন॥
আর কিছু বলি শুন দেব দেব পঞ্চানন
সতী কন্যা অর্দ্ধ অঙ্গ যার।
সতীগতে কৃত্তিবাস দক্ষযজ্ঞ করি নাশ
ছাগমুখ দক্ষের আকার॥
সতী দেহ ত্যাগ করে জন্মি হিমালয় ঘরে
সর্ব্বহেতু মম মায়াজাল।
আমারে হেলন করি ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি
ভগাঙ্গ রহিল কতকাল॥
মম সহ বাদ করি বৈকুণ্ঠ নিবাসি হরি
কীটরূপ প্রেরণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠ লীলা গণ্ডকী পর্ব্বতে শিলা
দেবমানে বহুকাল ছিল॥
বলি দৈত্যঅধিপতি স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলন করিল মোরে পাতালে লইয়া তারে
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার॥

স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতল সর্ব্বত্র আমার বল
সভে করে আমারে পূজন। [স্বামী
তোর কাছে অল্প আমি তুমি পৃথিবীর
লক্ষ্মী তোর দেখিব কেমন ॥
এতেক কহিয়া শনি হইল আকাশগামী
স্বপ্নবৎ শুনিল রাজন্।
চিন্তিয়া বুঝিল মর্ম্ম শনির যতেক কর্ম্ম
হৈল রাজা নিরানন্দ মন ॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা অতিসুখ মোক্ষদাতা
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালি ছন্দে মনের আবেশানন্দে
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস ॥

পয়ার।

শুনিয়া আকাশবাণী শনির ভারতী।
ডাকিয়া বলিল রাজা চিন্তা দেবী প্রতি ॥
যতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল॥
বিবাদ করিয়া যদি দোঁহে না আসিবে।
তবে কেন চিন্তা দেবি এমত হইবে॥
আমার কুদিন হৈল বিধির ঘটনা।
নহে কেন দ্বন্দ্ব করি-আসিবে দুজনা ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবি কি হইবে আর।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার ॥
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন নহেত আমার।
নিজ কর্ম্মে দুঃখ পাই কি দোষ তাঁহার ॥
চিন্তাযুক্ত হৈয়া রাজা বঞ্চেন কানন।
ফল মুল আহারেতে করেন যাপন ॥
ধর্ম্মচিন্তা করে রাজা স্মরে বিধাতায়।
এইরূপে পঞ্চ বর্ষ নানা দুঃখ পায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুন পুণ্যবান ॥

অথ শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া
আলয়ে স্থিতি।

পয়ার।

শুন২ ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন ॥
পূর্ব্ব মত ফল মূল না মিলে তথায়।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যায় ॥
নগর উত্তর ভাগ যথায় বসতি।
তথায় বসতি মোর না হয় উচিতি ॥
দুঃখী হয়ে ধনাঢ্যের নিকটে না যাবে।
দরিদ্র দেখিয়া মোরে অবজ্ঞা করিবে ॥
দুঃখিত সমাজে থাকি কাটাইব কাল।
পাছে লোকে ঘৃণা করে এ বড় জঞ্জাল ॥
নগর দক্ষিণ ভাগে প্রবেশিল রায়।
শত২ ঘর তথা কাঠুরিয়া রয় ॥
রাজা রাণী তথাকারে হৈল উপনীত।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তারা জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কহ তুমি কে বা হও কোথায় বসতি।
কি কারণে আইলা দোঁহে কহ শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মোর সম দুঃখী নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
বহু দুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করহ কৃপা তবে দুঃখ যায় ॥
আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞা সবার ॥
মোরা কাঠুরিয়া জাতি কাষ্ঠ বেচি কিনি।
নিত্য বেচি নিত্য কিনি দুঃখ নাহি জানি ॥
সঙ্গে থাকি কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
এ কর্ম্মে নিযুক্ত হৈলে দুঃখ না রহিবে ॥
শুনি আনন্দিত হৈল শ্রীবৎস রাজন।
ভাল২ এই কর্ম্ম করিব এখন ॥
হেন মতে কাঠুরিয়া ঘরে দুই জন।
রহিল গোপনে রাজা নিরানন্দ মন ॥
কাঠুরিয়াগণ ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্যেতে সকলে বশ হৈল ॥
নানা ধর্ম্ম নানা কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সভাকারমন ॥
সভাসঙ্গে সখীভাবে আছে রাজরাণী।
শিষ্টালাপে থাকে সদা দিবস রজনী ॥
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজাকে ডাকিল সভে আইস যাই বনে ॥
শুনিয়া চলিল রাজা সভার সংহতি।
ঘোর বনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি ॥
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড়২ বোঝা সভে বান্ধিল যতেক ॥
ফল মুল পত্র পুষ্প নিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব চিত্তে চিন্তিল রাজন ॥

নিন্দিত না হয় কর্ম্মে ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন কর্ম্ম প্রকারে সাধিব॥
চিনিয়া লইল রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়াসঙ্গে২ চলিল বাজার॥
বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়াকুল।
গৃহী লোক আসিয়া করিয়া নিল মূল॥
কেহ পাইল চারি পণ কেহ আট পণ।
কেহ বা বেচিয়া কেনে খাদ্য আয়োজন॥
চন্দনের কাষ্ঠ লৈয়া শ্রীবৎস রাজন।
বেচিবারে যায় তবে বণিকসদন॥
দিব্য চন্দনের সার পায়ে সদাগর।
উচিত করিয়া মূল্য দিলেক সত্বর॥
তঙ্কা দুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল॥
ঘৃত তৈল চালু ডালি লবণ সৈন্ধব।
মশলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেক সব॥
শাক সূপ তরকারি যতেক পাইল।
ভাল মৎস্য মাংস রায় যত্ন করি নিল॥
কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি।
গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তা সতী॥
রাণীপ্রতি কহে রাজা বিনয় বচন।
কাঠুরিয়াগণ বন্ধু কর নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া সন্তুষ্টা হৈল চিন্তা মহারাণী।
বিচিত্র করিয়া পাক করিল তখনি॥
লক্ষ্মীঅংশে জন্ম তার লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
চক্ষুর নিমিষে পাক কৈল চিন্তারাণী॥
স্নান দান করি রাজা আইল সত্বর।
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর॥
রাণী বলে সভাকারে ডাকহ রাজন।
সকল রন্ধন হৈল করাহ ভোজন॥
এত শুনি নরপতি ডাকে সভাকারে।
আনন্দিত হইয়া আইল ভুঞ্জিবারে॥
একত্র হইয়া যত কাঠুরিয়াগণ।
ভোজনে বসিল সভে অতিহৃষ্ট মন॥
রাণী অন্ন আনি দেয় পরশে রাজন।
ক্রমে২ পরশিল ভুঞ্জে সর্ব্ব জন॥
সুধাসম অন্নপান খায়ে সর্ব্ব জন।
ধন্য২ ধ্বনি হৈল কাঠুরেভবন॥
শ্রদ্ধাপুরস্কারে সভে বিদায় করিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হৈয়া॥
এইরূপে কত দিন বঞ্চিল তথায়।
এক দিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয়॥

বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায়।
চাপাইয়া তরি সাধু সেইখানে রয়॥
অকস্মাৎ তার ডিঙ্গি চড়াতে লাগিল।
হায়২ করি কান্দে কি হৈল কি হৈল॥
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন।
গণক হইয়া শনি আইল তখন॥
হস্তে লাঠি পুঁথি কাঁখে গ্রহাচার্য্য হৈয়া।
সাধুর মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া॥
শুন মহাজন তুমি স্থির কর মন।
তোমার তরণি বন্ধ হৈল যে কারণ॥
তব নারী নবগ্রহ করেন অর্চ্চন।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন॥
সেইহেতু তরি তব হৈল হেন রূপ।
কহিনু যতেক কথা জানিবা স্বরূপ॥
মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন আমার বচন।
যেরূপে তোমার তরি চলিবে এখন॥
এই গ্রামনিবাসী কাঠুরে যত জন।
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ॥
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরি।
তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী॥
সেই আসি যেইক্ষণে ছুঁইবে তরণি।
কহিনু স্বরূপ কথা ভাসিবে তখনি॥
শুনি আনন্দিত হৈল সেই মহাজন।
এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন॥
পাইয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে।
পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে॥
কিঙ্করেরে তবে সাধু কহিল সত্বরে।
কাঠুরিয়া জাতি সতী আনহ সাদরে॥
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল।
স্তবস্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল॥
সহজেতে অল্প জাতি অতি অল্প জ্ঞান।
পাইয়া সাধুর নাম আনন্দ বিধান॥
যতেক কাঠুরেভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি।
হরিষ বিধানে সবে চলিল তখনি॥
যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী।
সেই স্থানে উত্তরিল যতেক রমণী॥
কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী।
কৌশল্যা রোহিণী চলে আর সহাবতী॥
রেবতী কেকয়ী উমা রম্ভা তিলোত্তমা।
হরপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধা সতী শ্যামা॥

যশোদা যমুনা জয়া নিদয়া বিজয়া।
আর ষষ্ঠী গয়া গঙ্গা কালিন্দী অভয়া॥
চপলা চঞ্চলা ধায় চণ্ডালী কেশরী।
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী॥
একে২ তরি সবে পরশ করিল।
জনে২ মান নিয়া বিদায় হইল॥
কারোহৈতে না হৈল সাধুর প্রয়োজন।
বুঝিল হইল মিথ্যা গণক বচন॥
কত নারী আইল না আইল কত জন।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ॥
নাবিক কহিল সবে আসিয়াছে রায়।
এক নারী না আইল স্বামির মানায়॥
শুনি সাধু মনে কৈল সেই সাধ্বী তবে।
তিনি আইলে মোর তরি সর্ব্বথা চলিবে॥
তবে সাধু হর্ষযুক্ত গলে বস্ত্র দিয়া।
যথাস্থানে চিন্তা সতী উত্তরিল গিয়া॥
কাতর হইয়া অতি সাধু কহে বাণী।
আমারে করিয়া রক্ষা আইস ঠাকুরাণী॥
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহে দুঃখ মনে।
আমাকে যাইতে মানা করিল রাজনে॥
কি কহিবে মহারাজ আসিয়া ভবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে॥
কাতর শরণাগত যেই জন হয়।
তাহারে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
বেদশাস্ত্র মুনিমুখে শুনিয়াছি জানি।
প্রাণ দিয়া রাখয়ে শরণাগত প্রাণি॥
যাহা কন মহারাজ এ কথা শুনিয়া।
সহিব সকল কথা শরণ লাগিয়া॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিন্তা হৈয়া।
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বর ভাবিয়া॥
উপনীতা হৈল যথা সদাগর তরি।
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি॥
যদি আমি সতী হই পতিঅনুব্রতা।
তবে সে ভাসিবে তরি কহিনু সর্ব্বথা॥
এত বলি সেই তরি পরশ করিতে।
ভাসিয়া চলিল তরি দক্ষিণ মুখেতে॥
দেখি সদাগর হৈল হরষিত মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারী জন॥
যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে॥
এত বলি নৌকাপরে লইল চিন্তারে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে॥

শুনি ধর্ম্ম নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
কহ কহ চিন্তার হইল কোন গতি।
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি॥
এত শুনি কহেন শ্রীযশোদাকুমার।
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার॥
অতিদুঃখে শোকাকুল কাতর অন্তরে।
ঈশ্বর স্মরিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া।
কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড়করি হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা বহু প্রণিপাত॥
দয়া কর দিননাথ অখিলের পতি।
মোর রূপ লহ দেব দেহ কুআকৃতি॥
জরাযুত অঙ্গ প্রভু দেহ শীঘ্রগতি।
এত বলি কান্দে দেবী লোটাইয়া ক্ষিতি॥
দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপজিল।
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল॥
চিন্তা দেবী রূপ দেব করিল হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ॥
এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্তা সতী।
বাহিয়া চলিল সাধু মহাহৃষ্টমতি॥
ওথায় কাননহৈতে রাজা নিজালয়।
শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময়॥
কান্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়।
পড়শিরে জিজ্ঞাসে কাতর নররায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ শ্রীবৎস রাজার রোদন এবং
চিন্তার অন্বেষণ।

ত্রিপদী।

কাতর হৃদয় অতি শ্রীবৎস ধরণীপতি
পড়শীরে জিজ্ঞাসে বারতা।
কহ সবে সমাচার কোথা চিন্তা সে আমার
না হেরিয়া পাই মনোব্যথা॥
রাজার বিনয় শুনি পড়শী কহিছে বাণী
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ এই ঘাটে এক জন
আইল ধনাঢ্য মহাজন॥

তাহার কর্ম্মেতে ঘটে তরণী আটক ঘাটে
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল।
আসি সেই মহাজন কহিলেন সুবচন
যত নারী সবারে ডাকিল॥
গৌরব করিয়া সাধু লইয়া কাঠুরে বধূ
ক্রমে২ তরণী ছোঁয়াইল।
না ভাসিল সেই তরি পুনঃ সাধু যত্ন করি
তোমার চিন্তায় লৈয়া গেল॥
বজ্র সম বাণী শুনি মূর্চ্ছাগত নৃপমণি
লোটায়ে পড়িল ধরাতলে।
ক্ষণেক চেতন পায় বলে রাজা হায়২
কেন হেন ঈশ্বর করিলে॥
আমার কর্ম্মের পাশ রাজ্য ত্যজি বনবাস
নারী সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন রত্ন যত আনি সকল হরিল শনি
অবশেষ ছিল দুই প্রাণে॥
তাহাতে করিল আন দুই জন দুই স্থান
শনি দুঃখ দিল বহু মোরে।
বিষাদে তাপিত মন এই চিন্তা অনুক্ষণ
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে॥
এত চিন্তি নরপতি শোকেতে কাতর অতি
চলিলা নদীর তটে২।
জিজ্ঞাসিল জনে২ স্থাবর জঙ্গমগণে
মনুষ্য যতেক দেখে বাটে॥
বিবিধ কানন মাঝ খুজিলেন মহারাজ
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ।
বহু দেশ নানা স্থানে নদ নদী উপবনে
ভ্রমে রাজা পায়ে বহু ক্লেশ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে মহাকষ্টে নৃপবরে
শেষমাত্র ছিল প্রাণ তার।
শুন ধর্ম্ম মহাশয় সকল দৈবেতে হয়
সব কর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার॥
চিন্তানন্দ নামে বনে রাজা গেল সেই স্থানে
তথাকারে সুরভী আশ্রম।
অপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা সুরাসুর মনোলোভা
তথা যাইতে সভয় শমন॥
নানা পশু নানা পক্ষ এক স্থানে লক্ষ২
ভক্ষ্য ভোজ্য রঙ্গে একস্থল।
বিচিত্র তড়াগ বাপী পুষ্করিণী কতরূপী
তাহে শোভে কনক কমল॥
অপূর্ব্ব কানন শোভা নানা পুষ্প মনোলো[ভা]
ষড়ৃঋতু শোভিত তথায়।
কেহ কারে নাহি ডরে সুখে সবে ঘর করে
নিঃশঙ্কে রহিল তথা রায়॥
রাজা পুণ্যবান অতি জানিয়া গোমাতা সতী
তথায় হইল উপনীত।
কাশীরামদাস কয় বিফলে জনম যায়
ভজ হরি ভবে নাহি ভীত॥

অথ সুরভির আশ্রমে রাজার স্থিতি।

পয়ার।

সুরভি জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন জন।
রাজা বলে শুন মাতা মোর নিবেদন॥
অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগদেশ স্বামী॥
আনন্দেতে রাজ্যে প্রজা করিতাম পালন।
কত দিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন॥
এক দিন শনি সঙ্গে জলধিতনয়া।
মম স্থানে আইল দোঁহে বিরোধ করিয়া॥
বিচার করিনু আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ধরি।
বিপরীত বুঝি শনি হৈল মম অরি॥
রাজ্য ধন সকল করিল শনি নাশ।
অপর চিন্তারে লৈয়া আইনু বনবাস॥
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চি দুই জনে।
চিন্তাকে হারানু মাতা বিপিন নির্জ্জনে॥
এত শুনি সুরভি কহিল রাজা প্রতি।
ভয় নাই থাক রাজা আমার বসতি॥
যত দিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার।
তত দিন মোর হেতা থাক গুণাধার॥
এখানে শনির ভয় নাহিক রাজন।
হেতা থাকি কর রাজা কালের হরণ॥
পুনঃ বসুমতীপতি হবা নৃপবর।
চিন্তাবতী পাবা কত দিবস অন্তর॥
এ বন ছাড়িয়া নাহি যাইবা কোথায়।
এক ধার দুগ্ধ আমি ভুঞ্জাব তোমায়॥
এ বন ছাড়িয়া যদি যাও নররায়।
অবশ্য পড়িবা তুমি শনির মায়ায়॥
রাজা বলে মাতা হয় যে আজ্ঞা তোমার।
রহিলাম যত দিন দুঃখে নহে পার॥
এরূপে শ্রীবৎসরায় রহিল তথায়।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয়॥

মনোরথে নন্দিনী যতেক দুগ্ধ খায়।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায়॥
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি।
দুই হাতে মহারাজ দুই পাট ধরি॥
চিন্তাবতী শ্রীবৎস নৃপতি নাম ধরি।
তাল বেতাল সিদ্ধি মনেতে বিচারি॥
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন।
এরূপে কতেক পাট করয়ে রচন॥
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ।
সহস্র২ পাট করিল গঠন॥
স্থানে২ স্তূপাকার শত শত করি।
এমত শ্রীবৎস বঞ্চে দিবস শর্ব্বরী॥
কত দিনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পড়ে রাজা শনির মায়ায়॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূলেতে থাকিয়া দেখে শ্রীবৎস আপনি॥
মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন২ সদাগর কূলেতে আসিয়া॥
নৃপতির উচ্চরব শুনি মহাজন।
শীঘ্রকরি কূলে তরি লইল তখন॥
পাইয়া সাধুর আজ্ঞা নায়ের নফর।
অতিত্বরা করি তরি চাপায় সত্বর॥
মৃদুভাষে রাজা কহে বিনয় বচন।
শুন মহাজন তুমি মোর বিবরণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্যবলে।
এবার হইনু নষ্ট নিজ কর্ম্ম ফলে॥
কারে কি বলিব আমি কি বলিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি॥
তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম্ম কর।
তবেতো তরিব আমি বিপদ সাগর॥
কতগুলি স্বর্ণ পাট করিয়াছি আমি।
তুলে যদি লৈয়ে যাও নৌকাপরে তুমি॥
যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়াণ।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান॥
স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবেতো বিপদে তরি এই নিবেদন॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন।
কিঙ্করেরে আজ্ঞা করে লয়ে আইস ধন॥
রাজাকে কহিল সাধু শুন মহাশয়।
আইস আমার সঙ্গে নাহি কিছু ভয়॥
হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকাপরে।
স্বর্ণপাট বয়ে আনে যতেক নফরে॥

তুষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া শুন নৃপমণি॥
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর।
এই দুষ্ট চিন্তা দুষ্ট করিল অন্তর॥
মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে।
ঘুচাই মনের ব্যথা বধিয়া ইহাকে॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচারে।
রাজাকে ধরিয়া ফেলে অপার সাগরে॥
যখন ধরিয়া দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি২ করি রাজা করিছে স্মরণ॥
কোথা তাল বেতাল বান্ধব দুই জন।
এমহাবিপদে কর আমারে তারণ॥
কোথা গেলা চিন্তা দেবী আমাকে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া॥
সেই নৌকাপরে আছে চিন্তা পতিব্রতা।
ব্যথিতা হইয়া কান্দে শুনি প্রভুকথা॥
যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সমুদ্রে।
হইল বেতাল তাল রাজচক্ষে নিদ্রে॥
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু বেতাল হৈল ভেলা।
ভাসিয়া নৃপতি যায় যেন রাশি তুলা॥
সেই ক্ষণে চিন্তা দেবী বালিশ যোগায়।
বালিশে আলিস রাখি ভাসি নৃপ যায়॥
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
বহুকাল আসি জলে সৌতিপুরে যায়॥
সৌতিপুরে মালাকরজায়ার আশ্রমে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্যানে॥
বহুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন।
রাজাআগমনে পুষ্প ফুটিল তখন॥
রাজদরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল।
পূর্ব্বমত সব পুষ্প বিকসিত হৈল॥
অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল।
গন্ধরাজ চাঁপা ফুটে জারুল পারুল॥
শেফালিকা সেউতি ইত্যাদি যত ফুল।
ফুটিল যতেক পুষ্প নাহি সমতুল॥
পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধুআশে।
কোকিল কোকিলা গান করিছে হরিষে॥
ষড়ঋতু আসিয়া হইল উপনীত।
শর ধনু সহ কাম তথায় উদিত॥
পূর্ব্বমত বনশোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তরহৈতে মালিনী আইল ঘর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী।
ইহার কারণ কিবা কিছুই না জানি॥

বন দেখি হৃষ্টমতি মালির মহিষী।
কুসুম কাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি॥
একে২ নিরখিয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায়॥
কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর॥
কোথাহৈতে আইলা তুমি কোন মহাজন।
সত্য করি কহ বাছা মোর নিবেদন॥
মালিনীর বিনয় শুনিয়া নৃপমণি।
কহিতে লাগিল রাজা আপন কাহিনী॥
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার।
ডিঙ্গা ডুবি হয়ে দুঃখ হইল আমার॥
ভাগ্যহেতু প্রাণ পাই তেঁই আসি কূল।
আমার ভাবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল॥
শুনিয়া মালিনী কহে শুন মহাশয়।
থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয়॥
শুভগ্রহ হৈল তব দুঃখ অবসান।
নহে কেন নৌকা ডুবে পাইলে প্রাণদান॥
আর কেহ নাহি বাপু বঞ্চি একাকিনী।
মোর গৃহে ভাগিনেয় ভাবে থাক তুমি॥
এমতে রহিল তথা শ্রীবৎস নৃপতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম মহামতি॥
বনপর্ব্বে শ্রীবৎসের পুণ্য উপাখ্যান।
কাশীরাম দাসকহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ শ্রীবৎস রাজার মালিনী
আলয়ে স্থিতি।

ত্রিপদী।

মালিনীর বাণী শুনি আনন্দিত নৃপমণি
তুষ্ট হৈয়া গেল সেই বাসে।
আয়োজন আনি দিল নৃপতি রন্ধন কৈল
বঞ্চে রায় কৌতুক বিশেষে॥
এইরূপে নৃপবর রহিল মালিনী ঘর
আছে রায় কেহ নাহি জানে।
শুন ধর্ম্ম মহাশয় শুভকাল যবে হয়
শুভ তার হয় দিনে২॥
অপূর্ব্ব বিধির কর্ম্ম কেবা তার বুঝে মর্ম্ম
সৃজন পালন পুনপাত।
একবার হয় অংশ আরবার করে ধ্বংস
কর্ম্ম যোগে করে যাতায়াত॥
পুন জন্মে পুন মরে এইরূপ ফিরে ফিরে
তথাচ না বুঝে মূঢ় জন।
লোভ করে অপহরে কুকর্ম্ম কতেক করে
স্থির কর্ম্ম নহে একক্ষণ॥
আশ্চর্য্য শুনহ রাজা সেইদেশে মহাতেজা
বাহুদেব নামে নৃপবর।
ভদ্রানামে তার কন্যা রূপে গুণে মহীধন্যা
সৌজন্যেতে দ্রৌপদী শোসর॥
রূপগুণ বর্ণিবারে কার শক্তি কেবা পারে
তিলোত্তমা জিনি রূপবতী।
ক্ষমায় পৃথিবী সম লক্ষ্মীর লক্ষণ যেন
তপে যেন অগ্নি স্বাহাবতী॥
জন্মাবধি কর্ম্ম তার শুন২ গুণাধার
হর গৌরী করে আরাধন।
কঠোর করিল যত বিস্তারিয়া কব কত
আরাধয়ে করি প্রাণপণ॥
স্তবে তুষ্টা হৈমবতী ডাকি বলে ভদ্রাপ্রতি
বর মাগ চিত্তে যাহা লয়।
শুনিয়া রাজার সুতা হইল আনন্দযুতা
প্রণমিয়া করযোড়ে কয়॥
শুন মাতা ব্রহ্মময়ী গতি নাই তোমাবই
তরাইতে হবে এদাসীরে।
বর যদি দিবা তুমি শ্রীবৎস নৃপতি স্বামি
এই বর দেহ মা আমারে॥
তুষ্টা হয়ে হরপ্রিয়া কহিলেন আশ্বাসিয়া
তব ভাগ্যে হবে নৃপ বর।
তত্ত্বকথা কহি শুন আসিয়াছে সেই জন
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর॥
তারে বরমাল্য দিয়া সুখে ঘর কর নিয়া
বর দিলাম বাঞ্ছামত তব।
বর পেয়ে নৃপসুতা হইয়া আনন্দযুতা
দেবী পূজে করিয়া উৎসব॥

মহাভারত ইত্যাদি।

অথ শ্রীবৎস রাজার সহিত ভদ্রা
কন্যার বিবাহ।

পয়ার॥

শুন ধর্ম্ম মহারাজ করহ শ্রবণ।
মালিনী ভবনে বঞ্চে শ্রীবৎস রাজন॥

মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ।
ফুল ফল জলে রাজা পূজে নারায়ণ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা ধর্ম্ম নাহি ত্যজে।
আপনা গোপন করি রহে ধর্ম্মরাজে॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল অপূর্ব্ব কথন।
ভদ্রাবতী কন্যা লয়ে শুন বিবরণ॥
ভোজনে বসেছে বাহুদেব মহীপাল।
পরশিতে আইলা ভদ্রা হাতে স্বর্ণথাল॥
রাণী জ্ঞান করি রাজা করে পরিহাস।
কান্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ॥
শুনি রাণী ক্রোধ চিত্তে করেন গমন।
ভর্ৎসিয়া নৃপতি প্রতি কহিছে বচন॥
ওহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি।
সকল করিলা নষ্ট ধর্ম্ম পথ ত্যজি॥
পরকাল বন্ধু ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইলা মত্ত রাজভোগে ভোলা॥
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবা কালে না ভাব এখন॥
এমন কুকর্ম্ম রাজা কেহ না আচরে।
আপনার তনয়ারে উপহাস করে॥
সুপাত্র আনিয়া যদি কন্যা কর দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
ইহা না করিয়া তারে কর পরিহাস।
ধিক থাকু রাজা তব জীবনে কি আশ॥
এমত শুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন॥
ওহে মহাদেবি শুন আমার বচন।
মিথ্যাবাদে তুমি মোরে করহ লাঞ্ছন॥
এত বড় যোগ্যা কন্যা আছে মম ঘরে।
এক দিন মহাদেবি না কহ আমারে॥
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করি যে কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ॥
আজি আমি কন্যার করিব স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর॥
ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনিল সকল।
সবারে কহিল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল॥
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী।
আনন্দিত হৈল সবে এই কথা শুনি॥
আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সভার।
যত দূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার॥
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ।
বাহুদেব রাজ্যে সবে করিল গমন॥
নিরবধি আইসে রাজা কত লব নাম।
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র সুধাম॥
দ্রাবিড় মগধ মৎস্য কর্ণাট ভূপাল।
গুজরাট মহারাষ্ট্র কাশ্মীর পঞ্চাল॥
চতুরঙ্গ দলেতে আইল নৃপগণ।
উপযুক্ত বাসা দিল করি নিরূপণ॥
সুস্থির হইল সবে পেয়ে রম্য স্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল নাহি পরিমাণ॥
কে বা খায় কে বা লয় কে বা দেয় আনি।
খাও২ লও২ এইমাত্র শুনি॥
আড়ে দীর্ঘে দশ ক্রোশ পুরী পরিমাণ।
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করে অধিষ্ঠান॥
সভাকারে বিধিমতে পূজিল রাজন।
আনন্দ সাগরেতে ভাসিল রাজগণ॥
নানা কথা আলাপনে বৈসে সর্ব্ব জন।
অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন॥
কন্যা অধিবাস করি ষষ্ঠ্যাদি অর্চ্চন।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা গন্ধাদিবাসন॥
অগ্নি পূজি গেল রাজা সভায় তখন।
হেতা মালিনীর মুখে শ্রীবৎস রাজন॥
শুনিয়া দেখিব বল্যে বাঞ্ছা কৈল চিত্তে।
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হয় কোন পাত্রে॥
সমভাগ হয়ে বৈসে যত রাজগণ।
কদম্ব তরুর মুলে শ্রীবৎস রাজন॥
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে করে খণ্ডন॥
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত।
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হৈল উপনীত॥
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণনা না যায়।
তিলোত্তমা ইন্দ্রাণী তাহার তুল্য নয়॥
লক্ষ্মী অংশে জন্মি ভদ্রা আইলা অবনি।
রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী॥
সভামধ্যে আসি ভদ্রা করে নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছ যত জন॥
সকলে জানিবা যে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর আমি পাই পতি আপনার॥
এত বলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন॥
কদম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার লাগি কৈলা তপ দ্বাদশ বৎসর॥
শুনি স্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন।
যথায় বসিয়া আছে শ্রীবৎসরাজন॥

নিকটেতে গিয়া ভদ্রা প্রদক্ষিণ করে।
দিলেক চন্দন মাল্য চরণউপরে ॥
দণ্ডবত করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া।
যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া ॥
ছিছি করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার।
শিষ্টজন কহে কর্ম্ম এই বিধাতার ॥
কাহার ইচ্ছায় কিবা পারে হইবারে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে ॥
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।
কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ এই জানিবা তেমন ॥
এইরূপে কথার আলাপে সর্ব্ব জন।
যার যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ ॥
বাহুদেব রাজা চিত্তে অনুতাপ করি।
শীঘ্রগতি উঠিয়া চলিল অন্তঃপুরী ॥
কান্দিয়া কহিল রাজা মহাদেবী স্থান।
ভদ্রার কপালে হেন কৈল ভগবান ॥
এত রাজগণ আইল না বরিল কায়।
অন্ত্যজ দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায় ॥
পুরুষে২ মোর রহিল অখ্যাতি।
হেন ইচ্ছা হয় মোর গলে দিই কাতি ॥
রাণী কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
তব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ ॥
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।
তুমি আমি যত চিন্তি এ সকল মিছা ॥
হেলায় সৃজন যার হেলায় সংহার।
বুঝিবে তাহার মায়া হেন শক্তি কার ॥
ভদ্রাতনয়ার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি।
চিন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি ॥
রাণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন।
মন্ত্রিকে করিল আজ্ঞা শুন সর্ব্ব জন ॥
বাহিরে আবাস করি দেহত ভদ্রার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দেহ শীঘ্র যে চাহি তাহার ॥
পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুণ্ডন ॥
ভদ্রাকন্যা মুখ আমি না দেখিব আর।
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরীসার ॥
এত কাল ভগবতী করি আরাধন।
কুজাতি কুরূপ বর বরিল এখন ॥
এ সব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্ন জল।
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল ॥
লোকমাঝে মুখ দেখাইব কোন লাজে।
এ ছার জীবন মোর থাকে কোন কাযে ॥
হায় হায় বিধি কেন কৈল হেন রূপ।
ভদ্রাকন্যা লাগি আইল কত শত ভূপ ॥
কারে না বরিয়া কৈল দরিদ্র বরণ।
এমত ভাবিয়া রাজা কান্দয়ে তখন ॥
রাণী বলে মহারাজ হৈলা হতজ্ঞান।
কারণ করণ কর্ত্তা সেই ভগবান ॥
হেলায় সৃজন যার হেলায় সংহার।
কে বুঝিতে পারে চিত্র চরিত্র তাঁহার ॥
তুমি আমি কর্ম্মপাশে আছি হে বন্ধনে।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে ॥
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার পিতা।
অনর্থের হেতুমাত্র বিষয়কামিতা ॥
মায়া মোহ ত্যজ রাজা ধর্ম্ম কর সার।
যাহাহৈতে সংসার সমুদ্র হয় পার ॥
এইমতে বুঝাইয়া মহিষী রাজনে।
বাহির উদ্যানে গেল ভদ্রা সন্নিধানে ॥
দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামিবিদ্যমানে।
ইষ্টলাভে মুগ্ধা নাহি চাহে কারো পানে ॥
দেখিয়া রাণীর হৈল অতিশয় দুঃখ।
কোলে নিয়া নিজবস্ত্রে মুছাইল মুখ ॥
জামাতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে।
রাখিয়া মধুর ভাষে দোঁহাকারে তোষে ॥
এই গৃহে থাক ভদ্রা না ভাবিহ দুঃখ।
কতদিন গত হৈলে পাবে বড় সুখ ॥
গৌরী আরাধনা ফল মিথ্যা না হইবে।
কতদিন ব্যাজে ভদ্রা রাজরাণী হবে ॥
এই রূপে কন্যাকে তুষিয়া মহারাণী।
ভিতর মহলে গেল যথা নৃপমণি ॥
রাজা বলে মোর ভদ্রা গেল কোথাকারে।
রাণী বলে রাখি আইনু বাহির মন্দিরে ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল লোকে।
নিত্য২ পুরীহৈতে নিয়া দিবে তাকে ॥
এইমতে দুই জন রহিল বাহিরে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে ॥
বনপর্ব্বে অপূর্ব্ব শ্রীবৎস উপাখ্যান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান ॥

অথ শ্রীবৎসরাজার সহিত
চিন্তা দেবীর মিলন।

পয়ার।

শ্রীবৎসের দুঃখ কথা কহে যদুরায়।
পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাতরহৃদয় ॥

দ্রৌপদী কহেন দেব কহ পুনর্ব্বার।
চিন্তার কি হইল গতি কেমন প্রকার॥
কি রূপে ভদ্রারে লইয়া বঞ্চিলা রাজন।
কহ দেব শুনিতে ব্যাকুল বড় মন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে শুন সেই কথা।
রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা॥
পরগৃহে বঞ্চে পরগৃহেতে পালিত।
ধিক তার জীবন মরণ সমুচিত॥
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজা দিবস রজনী।
সান্ত্বনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয় বাণী॥
বহুকাল গেল দুঃখ আছে অল্পকাল।
অচিরে পাইবা রাজ্য শুন মহীপাল॥
জ্ঞানবান লোক যে কাতর নাহি হয়।
স্থির হয়ে ধর্ম্ম করে ঈশ্বরে ধেয়ায়॥
সুখ দুঃখ দেখ রায় সহযোগে কর্ম্ম।
সুখে উপার্জ্জয়ে ধর্ম্ম দুঃখেতে অধর্ম্ম॥
ইহা বুঝি মহারাজ শান্তচিত্ত হও।
নিরবধি রাম নাম বদনেতে লও॥
না জানহ মহাশয় আছয়ে শমন।
ইহা জানি নরপতি তত্ত্বে দেহ মন॥
ভদ্রার বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন।
অহর্নিশি করে রাজা ঈশ্বর স্মরণ॥
হেন মতে দ্বাদশ বৎসর অবশেষ।
শনির ভোগান্ত গত শুভেতে প্রবেশ॥
হেনকালে একদিন শ্রীবৎস রাজন।
ভদ্রাপ্রতি কহে রায় মধুর বচন॥
তব বাপে কহি কিছু কর্ম্ম দেহ আনি।
ক্ষীরোদ নদীর তটে দান সাধি আমি॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ভদ্রা মায়েরে কহিল।
রাণীর ইঙ্গিতে রাজা সেইক্ষণে দিল॥
পাইয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি।
নদীকূলে বৈসে রাজা হইয়া জগাতি॥
শত২ মহাজন নৌকা বাহি যায়।
তল্লাসী লইয়া তারে পুনঃ ছাড়ি দেয়॥
দেখ যুধিষ্ঠির রায় দৈবের ঘটনে।
কতদিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থানে॥
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল।
আটক করিয়া তরি ঘাটেতে রাখিল॥
নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন।
নৌকাহৈতে কূলেতে উঠাহ যত ধন॥
আজ্ঞামাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল।
ডিঙ্গাহৈতে নামাইয়া কূলে উঠাইল॥
দেখি সদাগর গিয়া নৃপে জানাইল।
তোমার জামাতা মোর সর্ব্বস্ব লুঠিল॥
শুনি রাজা ক্রোধ চিত্তে জামাতারে বলে।
কি কারণে সাধুর স্বর্ণের ইট নিলে॥
শ্রীবৎস বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
সাধু নহে এই বেটা দুষ্ট মহাজন॥
এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান।
তবেতো উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ॥
শুনি সদাগরে ডাকি কহিল নৃপতি।
স্বর্ণপাট দুই স্থানে কর শীঘ্রগতি॥
একখানি পাট যদি দুইখানি হয়।
তবেতো তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয়॥
এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া।
খুলিতে করিল যত্ন স্বর্ণপাট লৈয়া॥
খুলিতে নারিয়া সাধু মহালজ্জা পায়।
তবেতো শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায়॥
খুলিতে নারিল সাধু পাইলা প্রমাণ।
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুইখান॥
স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস রাজন।
তাল বেতালেরে তবে করিল স্মরণ॥
স্মরণ করিবামাত্র দুইখান হয়।
দেখিয়া সভার লোক মানিল বিস্ময়॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা যোড় করি কর।
কহ বাপু তুমি কেবা হও মায়াধর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিম্বা নাগ নর।
মায়া করি ভদ্রা নিতে আইলে গুণাকর॥
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সত্য করি কহ বাপু না ভাণ্ডিহ আমা॥
শ্বশুরের বিনয় শুনিয়া নরপতি।
কহিতে লাগিল রাজা মধুর ভারতী॥
শুন২ মহারাজ মম নিবেদন।
নীচে কি উত্তম বিধি করয়ে মিলন॥
সমানে২ ধাতা করয়ে সংযোগ।
দুঃখ সুখ হয় রাজা শরীরের ভোগ॥
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
শনির পীড়ায় আইনু তোমার নগর॥
ধাতার নির্ব্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ।
ভয় নাহি মহারাজ নহি নীচ জন॥
শুন নরপতি তুমি মোর বিবরণ।
প্রাগ্দেশপতি আমি শ্রীবৎস রাজন॥
চিরদিন ধর্ম্ম ন্যায়ে রাজ্য পালি আমি।
দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি॥

এক দিন শনিসহ জলধিকুমারী।
দোঁহে দ্বন্দ্বকরি আইল মম বরাবরি ॥
লক্ষ্মী কহে আমি পূজ্যা সকল সংসারে।
শনি বলে আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে ॥
এইমত দ্বন্দ্ব করি আইল দুই জন।
আমারে কহিল কহ শ্রেষ্ঠ কোন জন ॥
শুনিয়া হৃদয়ে মোর হইল বড় ভয়।
কাহারে কহিব শ্রেষ্ঠ কহিবে উপায় ॥
উভয়ে বলিলাম কল্য আসিহ প্রভাতে।
ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে ॥
বিদায় হইয়া দোঁহে করিল গমন।
আমার ভাবনা হৈল কি করি এখন ॥
কেবা ছোট কে বা বড় কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিত্তে অনুমান করি ॥
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন করি দুইখানি।
দুই ভিতে সিংহাসনমধ্যে থাকি আমি ॥
সভা করি বসিয়া রহিলাম তথায়।
দুই জন আইলেন প্রভাত সময় ॥
দোঁহে দেখি সম্ভ্রমে বসিয়া শীঘ্রগতি।
কাতর অন্তরে আমি করি বহু স্তুতি ॥
তুষ্ট হয়ে দুই জন বৈসে সিংহাসনে।
লক্ষ্মী মাতা দক্ষিণে বসিলা শনি বামে ॥
আমাকে জিজ্ঞাসে দোঁহে সহাস্য বদন।
শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন ॥
আপনা আপনি দোঁহে ভাবি দেখ মনে।
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি সাধারণ বামে ॥
এত শুনি ক্রোধি হয়ে শনি মহাশয়।
অল্পদোষে গুরু দণ্ড করিল আমায় ॥
রাজ্য নাশ বনবাস স্ত্রীবিচ্ছেদ হৈল।
মরণ অধিক দুঃখ মোরে নিযোজিল ॥
শ্রীবৎস মুখেতে শুনি এসব ভারতী।
ত্রস্ত হৈয়া বাহুরাজা উঠে শীঘ্রগতি ॥
যোড়হাত করি রাজা করয়ে স্তবন।
ক্ষমহ আমার দোষ অজ্ঞাত কারণ ॥
শুভক্ষণে ভদ্রা কন্যা কুলে উপজিল।
তাহার কারণে তোমা দরশন হৈল ॥
সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দিনী।
এত দিনে আপনাকে ধন্য করি মানি ॥
ধন্য মোর কুলে ভদ্রা তনয়া হইল।
ঘরে বসি তোমা হেন রত্ন মিলাইল ॥
এত দিন আছিলাম হইয়া অস্থির।
অমৃতাভিষিক্ত আজি হইল শরীর ॥

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য কতেক আছিল।
সেইফলে ভদ্রাকন্যা তোমারে পাইল ॥
কাতর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহিছে তবে শুন মম বাণী ॥
লঘুজনে এতাদৃশ নহেতো উচিত।
শীঘ্র করি মহারাজ চিন্ত মম হিত ॥
নৌকাপরে চিন্তা মম আছয়ে বন্ধন।
শীঘ্র করি তারে রাজা করহ মোচন ॥
শুনি বাহু নরপতি উঠে শীঘ্রগতি।
পাত্র মিত্রগণ সবে চলিল সংহতি ॥
নদীতীরে গিয়া দেখে নৌকার উপরে।
চিন্তা দেবী আছে তথা কাতর অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তা দেবী প্রতি।
দুঃখ কাল গেল মাতা উঠ শীঘ্রগতি ॥
তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী শ্রীবৎস রাজন।
উঠ মাতা দোঁহে গিয়া হও গো মিলন ॥
জরাযুত চিন্তা অঙ্গ দেখিয়া রাজন।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা প্রতি তার বিবরণ ॥
পলিত গলিত কেন পতিব্রতা দেহ।
জরাযুত অঙ্গ কোথা বিস্তারিয়া কহ ॥
শুনি চিন্তা কহিতে লাগিল মৃদুভাষে।
জরাযুত অঙ্গকথা শুন ইতিহাসে ॥
এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে।
আটক হইল তরি দৈবের দোষেতে ॥
কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল।
ক্রমে২ সদাগর সবে আনাইল ॥
সকলে ছুঁইল তরি না হৈল উদ্ধার।
পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বারে বার ॥
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল।
কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল ॥
দয়া করি উদ্ধারি দিলাম যদি তরি।
দুষ্ট দুরাচার চিত্তে দুষ্টবুদ্ধি করি ॥
আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর।
ভয় পায়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর২ ॥
অতিভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি ॥
আমি কহিলাম দেব মোর রূপ লহ।
জরাযুত তব অঙ্গ মোরে দান দেহ ॥
স্তবে তুষ্ট হৈয়া বর দিল সেইক্ষণ।
মায়া অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন ॥
স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবা।
চিন্তা না করিহ চিন্তা মহারাণী হবা ॥

দৈব গ্রহ ঘুচিলে পাইবা নৃপবর।
কিছুদিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর॥
শুন মহারাজ মম জরার ভারতী।
দুঃখ শুনি কান্দে তবে বাহু নরপতি॥
তুমি সতী পতিব্রতা পতিঅনুরতা।
ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা॥
সুখের চিন্তায় চিন্তা নিজ রূপ পাইল।
যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমতি হইল॥
রাজা কহে চতুর্দ্দোলা আন শীঘ্রগতি।
চিন্তা কহে চল যাই প্রভুর বসতি॥
এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী।
যথায় উদ্বেগ চিত্তে শ্রীবৎস নৃপতি॥
নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে।
প্রণিপাত করি কহে স্বামি বরাবরে॥
দেখি তবে অস্তে ব্যস্তে উঠিয়া রাজনে।
বাম পার্শ্বে বসাইল নিজ সিংহাসনে॥
চিরদিন বিচ্ছেদেতে ছিল দুই জন।
দোঁহার মিলন দোঁহে আনন্দিত মন॥
প্রেমাবেশে অবশ হইল দুই জন।
পুনঃ২ বদন চুম্বন আলিঙ্গন॥
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন।
চিন্তা ভদ্রা পদ সেবা করে দুই জন॥
নানা হাসে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন।
অতিআনন্দেতে করে নিশাসমাপন॥
প্রভাতসময়ে বার দিয়া বাহু রাজা।
শ্রীবৎস চিন্তারে তবে কৈল বহু পূজা॥
আনন্দিত হইয়া বসিল সর্ব্বজন।
নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গ করয়ে জনে জন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অথ শ্রীবৎসরাজার শনি ত্যাগ এবং
শনিকর্তৃক বরপ্রাপ্তি।

ত্রিপদী।

প্রভাতেতে বাহুরাজা লইয়া যতেক প্রজা
বসিয়াছে আনন্দবিধানে।
হেনই সময় শনি কহিছে আকাশবাণী
শুন সভাপাল সর্ব্বজনে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ সকলি আমারি ভক্ষ্য
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর রাক্ষস কিন্নর নর
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে॥
মনুষ্য হইয়া মোরে অত্যন্ত অবজ্ঞা করে
কত সব দুর্ণয় তাহার।
সুরাসুর যারে ডরে মনুষ্য অবজ্ঞা করে
বুঝ সবে করিয়া বিচার॥
কহিতে২ শনি আইলা মরত ভূমি
যথা সভামধ্যে সর্ব্বজন।
আবর্ত্ত পিঙ্গল বর্ণ রূপ যেন তপ্ত স্বর্ণ
পরিধান রক্তের বসন॥
তেজোময় দেখি আভা উজ্জ্বল হইল সভা
অতিভয় পাইল সভাজন।
অস্তে ব্যস্তে সর্ব্বজনে দাণ্ডাইল বিদ্যমানে
করযোড়ে করিয়া স্তবন॥
তুমি সকলের সার তোমা বিনা নাহি আর
ত্রিভুবনে করিব পূজন।
সর্ব্বঘটে ভুঞ্জ তুমি তুমি সকলের স্বামী
নবগ্রহরূপী জনার্দ্দন॥
আমি মুর্খ মূঢ় জন কি জানি তোমার গুণ
জ্ঞানহীন তোমারে না চিনি।
বারেক করহ দয়া ত্যজিয়া কপট মায়া
বরদাতা হও প্রভু তুমি॥
এরূপে শ্রীবৎস ভূপ স্তব করে বহুরূপ
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি কয়।
শুন ওহে মহারাজা করহ আমার পূজা
আর তব নাহি কিছু ভয়॥
দেশে যাহ নরবর একছত্রে রাজ্যেশ্বর
রবা দশ হাজার বৎসর।
পুত্র পাবা শত জন কন্যারত্ন মহাধন
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ নগর॥
মম সহ করি বাদ হৈল তব এ প্রমাদ
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ।
যে তোমার নাম লবে তার মম বাধা যাবে
শুন ওহে শ্রীবৎস রাজন॥
শ্রীবৎসরে দিয়া বর অন্তর্ধান শনৈশ্চর
গেল শনি বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
ভবার্ণবে ভয়রাশি বন্দনা করিল কাশী
বনপর্ব্বে শ্রীবৎস রাজনে॥

অথ শ্রীবৎস রাজার দুই ভার্য্যার
সহিত স্বরাজ্যে গমন।

পয়ার।

যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ গদাধর।
বরদাতা হয়ে শনি গেল তত্পর॥

বাহু রাজা কি করিল শ্রীবৎস নৃপতি।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষ্মীপতি॥
যাদব কহেন রাজা কর অবধান।
বর দিয়া শনি যদি গেল নিজ স্থান॥
আনন্দিত বাহুরাজ্য পুত্রের সহিত।
নট নটী আনাইয়া গাওয়াইল গীত॥
নানা বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে২।
হাস্য পরিহাসে কেহ পাশক্রীড়া করে॥
অস্ত্র লোফালুফি করে ধানুকি তবকী।
কেহ ভোজবিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া ফাকী॥
বাদ্য অন্বেষণ কেহ করে কোন স্থানে।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দবিধানে॥
রোপাইল সারি২ গুবাক কদলী।
চন্দনের ছড়া দিয়া মারিলেক ধূলী॥
দিব্য রত্ন অলঙ্কারে বেশ ভূষা করে।
অগুরুচন্দন চুয়া পুষ্পমালা পরে॥
যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন।
কোন নারী ত্বরা করি করিল রন্ধন॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় করি আয়োজন।
কোন২ স্থানে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন॥
নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণ।
মালিনীর গৃহে ছিল শ্রীবৎস রাজন॥
ধন্য বাহুরাজা ঘরে ভদ্রা জন্মেছিল।
যাহাহৈতে বাহু রাজা শ্রীবৎস পাইল॥
এইরূপে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
কতদিন বঞ্চে তথা শ্রীবৎস রাজন॥
এক দিন প্রভাতে করিয়া স্নান দান।
যায় রাজা সানন্দে শ্বশুরসন্নিধান॥
করযোড় করি কহে শ্রীবৎস রাজন।
অবধান কর রায় মোর নিবেদন॥
আজ্ঞা কর নিজ দেশে করিব গমন।
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণ॥
বাহুরাজা কহে বাপু কি কথা কহিলে।
পূর্ব্বপুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে॥
এই রাজ্যে রাজা তাত হইবা আপনি।
কি কারণে হেন কথা কহ বাপু তুমি॥
রাজা কহে যত কহ স্নেহের কারণ।
অদ্য আমি নিজ রাজ্যে করিব গমন॥
নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর।
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্বর॥
আজ্ঞামাত্র সারথি চলিল শীঘ্রগতি।
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি॥

রাজা বলে সৈন্যগণ সাজ সর্ব্বজন।
শ্রীবৎস কহিল রায় নাহি প্রয়োজন॥
দক্ষিণ সমুদ্র পার আমার বসতি।
সৈন্য সেনা কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী॥
রাজা বলে কেমনে যাইবা তুমি তথা।
শ্রীবৎস বলিল রাজা উপায় দেবতা॥
তাল বেতালেরে রাজা করিল স্মরণ।
স্মরণমাত্রেতে তারা আইল দুই জন॥
হাসিয়া কহিল দোঁহে কি আজ্ঞা করহ।
শ্রীবৎস কহিল মোরে নিজ রাজ্যে লহ॥
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে।
চিন্তা ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সত্বরে॥
জনক জননী পদে বিদায় হইল।
চিন্তা ভদ্রা দোঁহে আসি রথ আরোহিল॥
চূড়ায় বসিল তাল বেতাল সারথি।
বায়ুবেগে যায় রথ সুললিত গতি॥
নিমিষে উত্তরে দেশ হাজার যোজন।
রাজা কহে কহ তাল এইস্থান কোন॥
তাল কহে ঐ দেখ সুরভিআশ্রম।
কহিতে২ পাইল কাঠুর্য্যাভুবন॥
তাল কহে মহারাজ কর অবধান।
পোড়া মৎস্য জলে গেল দেখ সেই স্থান॥
ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হরে নিল।
নিমিষেতে সেই স্থান পশ্চাৎ হইল॥
ক্রমেতে প্াইল আসি আপন ভুবন।
তাল কহে নিজ রাজ্যে আইলা রাজন॥
রথহৈতে রাজা রাণী নামি তিন জন।
পদব্রজে ধীরে২ করিল গমন॥
শুনিল নগর লোক আইল রাজন।
মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন॥
বাম পার্শ্বে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা।
পাত্র মিত্র সবে আসি করিলেক পূজা॥
পূর্ব্বের সুহৃদ বন্ধু যতেক আছিল।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল॥
বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ রিপুগণ।
পূর্ব্বমত রাজা রাজ্য করেন শাসন॥
চিন্তা ভদ্রা দুই রাণী পরম সুশীলা।
ক্রমে২ শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা॥
দুই রাণী গর্ব্ভে জন্মে দুই কন্যা ধন।
অমৃতেতে অভিষিক্ত হইল রাজন॥
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন॥

রাজসূয় অশ্বমেধ করে বারেবার।
দানেতে দরিদ্র কেহ না রহিল আর॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণীসহ গেল বিষ্ণুলোকে॥
অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ॥
শ্রীবৎস চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য।
যে বা শুনে যে বা পড়ে সে হয় পবিত্র॥
কদাচ শনির বাধা তাহার না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়॥
এত বলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি।
সভারে সম্ভাষা করিলেন চক্রপাণি॥
সুভদ্রা সৌভদ্র দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া।
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন লয়ে ভাগিনেয় পঞ্চ জন।
সসৈন্য পঞ্চাল দেশে করিল গমন॥
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল।
নিজ২ ভ্রাতৃসহ ভ্রাতৃদেশে গেল॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান॥
দ্বারকা নগরে চলিলেন যদুপতি।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি॥
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে।
যোগ্যস্থান দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্ট মনে॥
বহু মৃগ পক্ষী থাকে ফল পুষ্পরাশি।
সজল সুস্থল যথা বৈসে সিদ্ধ ঋষি॥
অর্জ্জুন বলেন সব তোমাতে গোচর।
মুনিগণহইতে তুমি জ্ঞাত চরাচর॥
দ্বৈত নামে মহাবন অতিমনোরম।
সাধু সিদ্ধ ঋষি সেই মুনির আশ্রম॥
তথায় চলহ সভে যদি লয় মন।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন॥
নিজ২ যানারোহে চলেন পাণ্ডব।
সঙ্গেতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব॥
দ্বৈত কাননের গুণ না হয় বর্ণনা।
গন্ধর্ব্ব চারণ বৈসে মুনি অগণনা॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্বু আম্র সুরসাল॥
পারিজাত বকুল চম্পক কুরুবক।
নানা জাতি পশু হস্তিগণ মরুবক॥
ময়ূর কোকিলআদি পক্ষী সদা ভ্রমে।
ষড় ঋতু যুক্ত বন লোক মনোরমে॥

দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন।
আশ্রম করিল তথা সব মুনিগণ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ।
যুধিষ্ঠিরে আসিয়া করিল সম্ভাষণ॥
হেনকালে আইল মার্কণ্ডেয় মুনিবর।
জ্বলদগ্নি সম তেজা দিব্য জটাধর॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত কহেন ভূপতি।
কি হেতু হাসিলা কহ মুনি মহামতি॥
সব ঋষিগণ দুঃখি দেখিয়া আমারে।
তোমার কি হেতু হাস্য না বুঝি অন্তরে॥
মন্দ হাস্য করি মুনি বলেন তখন।
যে হেতু হইল হাস্য শুনহ রাজন॥
তুমি যেন মহারাজ ভার্য্যার সংহতি।
সর্ব্বভোগ ত্যজি বনে করিলা বসতি॥
এইরূপে পূর্ব্বে রাম রাঘবনন্দন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
পিতৃসত্য পালিতে করিয়া বনবাস।
অবহেলে দশস্কন্ধে করিলেন নাশ॥
অপ্রমেয় বল রাম অপ্রমেয় গুণ।
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন॥
তিনপুর জিনিতে ইঙ্গিতে ক্ষণে পারে।
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্ব গুণনিধি॥
তথাপি বনেতে দুঃখ সত্যের কারণ।
বিধির নিযুক্ত নাহি খণ্ডে মহাজন॥
যখন যে ধাতা আনি করয়ে সংযোগ।
ধর্ম্ম বুঝি সাধু জন তাহা করে ভোগ॥
বলে শক্ত হৈল সত্য নাহিক ত্যজিবে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে॥
বড়২ মত্ত হস্তী পর্ব্বত আকার।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার॥
তথাপিহ পশু হৈয়া বিধিবশ থাকে।
কিমতে খণ্ডিতে পারে তোমাহেন লোকে॥
ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন॥
এত বলি মুনিরাজ আশিষ করিয়া।
আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

অথ যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথা।

দ্বৈতবনমধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফলমূলাহার জটা বাকল ভূষণ॥
এক দিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে॥
কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল।
তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহন না যায় মোর সন্তাপিতা মতি॥
রত্নে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে॥
কস্তূরী চন্দনেতে লেপিত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বি সহিত থাক তপস্বির বেশে॥
লক্ষ২ রাজা যার স্বর্ণ পাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফলমূল ভক্ষ অরণ্যের মাঝে॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সভা প্রতি নাহি কর অবধান॥
মলিন বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেট মুখে সদা থাকে ভীম মহাবল॥
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ।
সহন না যায় মম ফাটিতেছে বুক॥
ভীম সম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্র সংহারিতে পারে কুরুগণে॥
সকল ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কিমতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পবান॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর।
রাজসূয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন বদনে।
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি তব রাজা নাহি জন্মে দুঃখ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়॥
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে।
হীন জন বলে রাজা তাহারে প্রহারে॥
এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ।
বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ॥
করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা তেজ এ উভয়ের ভাল কারে কহে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মঅভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি॥
সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজবন্ত।
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখে নাহি অন্ত॥
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে॥
কার্য্যে অবহেলা করে নাহি কিছু ভয়।
যথা স্থানে যাহা করে ক্রমে হয় লয়॥
বলে অন্যে হরি লয় তার ভার্য্যাগণ।
অতিক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন॥
অতিক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে॥
দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্রঅনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একবার করে ক্ষমা মূর্খ জন প্রতি॥
নির্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুই বার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার॥
দুই বারে ক্ষমা কেহ না করে রাজন।
কত দোষ তোমার না কৈল দুর্য্যোধন॥
সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে।
তেজ কালে কর তেজ ক্ষমা ফেল দূরে॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
করেন উত্তর তার ধর্ম্ম শাস্ত্র নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হইলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক তাকে সর্ব্বলোকে পূজে॥

ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধির অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥
সময়েতে তেজ দেখাইবে সমুচিত।
ক্রোধ মহাপাপ না করিবে কদাচিত॥
ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবি অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধ্যান।
ক্ষমাময় জনের সর্ব্বদা দীপ্যমান॥
পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে।
আমা সম জন ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে॥
সে কারণে দ্রৌপদি ত্যজহ ক্রোধ মন।
শত অশ্বমেধ ফল অক্রোধী এক জন॥
দুর্য্যোধন না ক্ষমিল আমি না ক্ষমিব।
এইক্ষণে কুরুবংশ সকলে মজাব॥
কুরুবংশ দেখ দেবি মম পুণ্যভার।
মম ক্রোধ হইলে বংশ হইবে সংহার॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বুঝাইবে সভে।
সভাকার দুর্য্যোধন নহিবেক যবে॥
আপনার দোষে তারা হইবে সংহার।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এমত বিচার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে ইহা বিনা নাহি আর॥
কৃষ্ণা বলে সেই বিধাতারে নমস্কার।
যেই জন হেন রূপ করিল সংসার॥
সেই জন যাহা করে সেইমত হয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয়॥
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বহু আচরিলা।
দ্বিজ সেবা দেবপূজা কতই করিলা॥
ধিক ধিক বিধি তার কৈল হেন গতি।
ধর্ম্মহেতু পঞ্চ ভাই পাইলা দুর্গতি॥
ধর্ম্মহেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে।
চারি ভাই আমাকেহ পারহ ত্যজিতে॥
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবা রাজন।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন॥
যেই জন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে।
নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাসমুখে॥
তোমাকে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।
এইত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে॥

তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার॥
শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান।
সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান॥
লক্ষ২ ব্রাহ্মণ কনক পাত্রে ভুঞ্জে।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবাহেতু দ্বিজে॥
দ্বিজেরে সুবর্ণ পাত্র দিতাম আজ্ঞামাত্রে।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে॥
রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গোসব।
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব॥
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলা রাজা কপট পাশায়॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবা কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক বিধাতারে এই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল আজন্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহেন কৃষ্ণা উত্তম কহিলা।
কেবল করিলা দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলা॥
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
যাহা করি সমর্পি যে ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃপুনঃ পড়ে নরক দুস্তরে॥
এইত সংসার সিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধু জন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেরে সমর্পিলে অবহেলে তরে॥
ধর্ম্ম ফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥
এই সব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম যায় তার পায় দিব্য যোনি॥
ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদ নিন্দা করে জেই জন।
তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন॥
পুনঃ২ তির্য্যগ যোনিতে জন্ম হয়।
নরকহইতে তার কভু পার নয়॥
শিশু হয়ে ধর্ম্ম আচরয়ে যেই জন।
বৃদ্ধের ভিতর তারে করয়ে গণন॥

প্রত্যক্ষে দেখহ কৃষ্ণা ধর্ম্ম যাহা কৈল।
সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডেয় ছিল॥
ধর্ম্মবলে সপ্ত কল্প জীয়ে মুনিরাজ।
আর যত দেখ মুনি ঋষির সমাজ॥
মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেই ক্ষণে।
ধর্ম্ম বলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে॥
ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্র যতেক স্বর্গবাসী।
ধর্ম্ম আচরিয়া সভে স্বর্গমধ্যে বসি॥
তপ জপ যজ্ঞ দান ব্রত শ্রেষ্ঠাচার।
বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার॥
আমারে বলিলা তুমি সদা কর ধর্ম্ম।
আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কর্ম্ম॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবা কেমনে।
যথাশক্তি তত আমি করিব কাননে॥
অন্য পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্ম নিন্দা করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা যেই সভার ঈশ্বর।
যাহার সৃজন এই যত চরাচর॥
আমি কোন কীট তারে অমান্য করিতে।
ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর॥

দ্রৌপদী বলেন রাজা কর অবধান।
আর কিছু নিবেদন আছে তব স্থান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি জনকের গৃহে।
দ্বিজ এক কৈল ইন্দ্রপুত্রে যাহা কহে॥
সংসারেতে যত দেখ কর্ম্মভোগ করে।
কর্ম্মঅনুসারে ধাতা ফল দেয় তারে॥
সে কারণে কর্ম্ম রাজা অবশ্য কর্ত্তব্য।
কর্ম্ম না করিলে কোথা হৈতে হয় লভ্য॥
কর্ম্ম নাহি করিলে স্থাবরমধ্যে গণি।
স্থাবরের শক্তি কর্ম্ম নহে নৃপমণি॥
পশু পক্ষী আদি যত কৃত কর্ম্ম ভুজে।
সভে কর্ম্মঅনুগত দেখ মহারাজে॥
মাতৃ স্তন পানহইতে কর্ম্মেতে প্রবেশে।
ফলে বা না ফলে কর্ম্ম করে ফলআশে॥
কর্ম্ম নাহি করে আর গৃহে বসি খায়।
সমুদ্র প্রমাণ দ্রব্য থাকিলে সে যায়॥
কোটি২ জনে দ্রব্য পায় আচম্বিতে।
বিনা কর্ম্মে নহে সেই পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিতে॥

যে জন যে মতে করে শুভাশুভ কর্ম্ম।
বিধি ফল তাহারে ভুঞ্জায় জন্ম২॥
বান্ধিয়া ভুঞ্জায় ধাতা কর্ম্মেতে থাকিলে।
কাষ্ঠহইতে অগ্নি যেন তৈল হয় তিলে॥
ত্রিবিধ প্রকার কর্ম্ম করয়ে সংসারে।
কর্ম্মঅনুসার ফল না হয় তাহারে॥
পূর্ব্বে লোক যে করিল অবশ্য করিবে।
ভক্ষপান শয়নাদি আলস্য ত্যজিবে॥
এত যে নৃপতি কর্ম্ম করিলা এখন।
ইথে কোন ফলসিদ্ধি করিবা রাজন॥
এই চারি ভাই তব কর্ম্মে ন্যূন নয়।
এই সভাকার কর্ম্ম করিলে কি হয়॥
তোমার কর্ম্মেতে চারি ভাই অনুগত।
এ সব কৃষক তুমি জলধর মত॥
চষিয়া কৃষক যেন বীজ তায় ফেলে।
কহ শুনি মহারাজ কি কর্ম্ম করিলে॥
বিধির সৃজন আর কহে মুনিগণ।
যার যেবা ধর্ম্ম নীত করি আচরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের আক্ষেপোক্তি।

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ভীম ক্রুদ্ধতর।
করেন ধর্ম্মের প্রতি কর্কশ উত্তর॥
শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন।
বীর পুরুষের ধর্ম্ম ত্যজ কি কারণ॥
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম তেজ দেখাইবে।
ভুজবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে॥
পর রাজ্যে আছ তুমি নিজ রাজ্য ত্যজি।
কি কর্ম্ম করিবা বনে তরুগণ ভজি॥
তুমিত করিলা রাজ্য লইল সে জিনি।
কোন ধর্ম্ম বলে নিল কহ দেখি শুনি॥
বড়পনে নিল কি বা বলিষ্ঠ তোমায়।
অধর্ম্মে নিলেক রাজ্য কপট পাশায়॥
লেশমাত্র ধর্ম্মে তব ছন্ন হৈল জ্ঞান।
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে নৃপতি না কর অবধান॥
আমি জীতে তোমার বিভব অন্যে লয়।
সিংহভক্ষ্য মাংস যেন শৃগালেতে খায়॥
মম দ্রব্য লয়ে কেবা বাঁচয়ে মানুষে।
দিকপাল সহায় করিয়া যদি আইসে॥

এ বন ত্যজিয়া রাজা যাহ অন্য বন।
এক স্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ॥
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থগণ করিয়া ভ্রময়ে ঠাঁই২॥
কহ দেখি কোন রাজা করিছে সন্ন্যাস।
কে বা হীন কর্ম্ম এই করে বনবাস॥
তুমি যে করিলা ক্ষমা সেই দুষ্ট জনে।
তব মনে হীন শক্তি তেঁই আইলা বনে॥
ইহাহৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ হয় শতগুণে।
শত্রুগণ হাসে রাজা নাহি সহে প্রাণে॥
ধর্ম্ম হেন বুঝ রাজা তব আচরণ।
ধর্ম্ম নহে ইহা বড় অধর্ম্ম গণন॥
ভ্রাতৃ বন্ধু অনুগত যাহে দুঃখী হয়।
হেন কর্ম্ম আচরণ কভু ভাল নয়॥
কুটুম্ব পালিত জন কে করে পালন।
অনুব্রত কর্ম্ম করে সংসারী যেমন॥
পিতৃগণ নিন্দা করি পায় বহু তাপ।
সেই দোষে হয় তার ব্রহ্মহত্যা পাপ॥
প্রথমে কামনা ধন দ্বিতীয়ে অর্জ্জুন।
তৃতীয়ে সঞ্চয়ে ধন কহে মুনিগণ॥
ধনহৈতে ধর্ম্ম হয় যজ্ঞ দান পূজা।
তীর্থ সেবি ভিক্ষায় কি কর্ম্ম হবে রাজা॥
কহ রাজা এই কর্ম্ম সম্মত কাহার।
গোবিন্দের মত কি বা দ্রুপদরাজার॥
অর্জ্জুন সম্মতি কি বা করিল নৃপতি।
আমাআদি করি ইথে কাহার পীরিতি॥
ক্ষত্র ধর্ম্ম নহে এই দ্বিজ আচরণ।
ক্ষত্র ধর্ম্মে যুদ্ধে অরি করিবে নিধন॥
দুষ্ট কর্ম্মা দুষ্টবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক রাজন॥
তাহারে মারিলে যদি কিছু পাপ হয়।
যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডাব মহাশয়॥
আজ্ঞা কর নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়া॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশী কহে সুখ নাহি ইহার সমান॥

অথ ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য।

যুধিষ্ঠির বলেন ভীম কহিলা প্রমাণ।
পীড়িলা আমারে তুমি দিয়া বাক্যবাণ॥
আমাহইতে দুঃখেতে পড়িলা তোমা সব।
মম হেতু সহিলা শত্রুর পরাভব॥
ক্রোধের সমান শত্রু নাহিক সংসারে।
ক্রোধ হৈলে ভাল মন্দ বিচার না করে॥
মায়াবি শকুনি সহ খেলিনু যখন।
যত হারি ক্রোধ করি তত করি পণ॥
নহিল আমার শক্তি নিবৃত্ত হইতে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম চিতে॥
এত অপকর্ম্ম করিবেক দুর্য্যোধন।
আমার এতেক জ্ঞান নহিল তখন॥
যত অপমান কৈল সাক্ষাতে দেখিলা।
মম হেতু স্থির হৈয়া সকল সহিলা॥
দ্বাদশ বৎসর বনবাস করি পণ।
অজ্ঞাত বৎসর এক জান ভ্রাতৃগণ॥
হারিয়া কাননে আমি করিনু প্রবেশ।
কোন মুখে পুনর্ব্বার যাব আমি দেশ॥
কুরু সভামধ্যে যাহা করেছি নির্ণয়।
অন্যথা করিতে তাহা মম শক্তি নয়॥
মম বাক্যে তোমরা আছহ যদি স্থিত।
তবে হেন কহিবারে না হয় উচিত॥
বনে ক্রোধ করিবারে যদি ছিল মন।
সেই কালে না করিলা কিসের কারণ॥
পাশার সময় যবে পরীক্ষা লইলা।
তাহে পরাভব হৈয়া কি হেতু ক্ষমিলা॥
পুন বনবাস পুন খেলিবার কালে।
তখন আমারে কেন ক্ষান্ত না করিলে॥
সময়ে না করি কর্ম্ম অসময়ে চাহ।
অকারণে বাক্যবাণে আমারে পোড়াহ॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তথাপিহ সত্য আমি ত্যজিবারে নারি॥
রাজ্য লোভে সত্য আমি করিব লঙ্ঘন।
অপযশ অধর্ম্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন॥
রাজ্য ধন পুত্র আদি বহু যজ্ঞ দান।
সত্যের কলায় নহে শতাংশে সমান॥
পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয়।
ইহ লোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয়॥
অন্তকালে তাহার নরকে হয় গতি।
ইহা জানি ভ্রাতৃগণ স্থির কর মতি॥
কাল কাটি পুনরপি লব রাজ্যভার।
কষ্টেতে সুজন ভ্রষ্ট নহে সত্যাচার॥
নৃপতির বাক্য শুনি বলে বৃকোদর।
হেন নীতি করে রাজা দীর্ঘজীবী নর॥

নির্ণয় করিয়া যেবা নিজ আয়ু জানে।
সে জন কদাচ বর্ত্তে এই আচরণে॥
নিরন্তর কালচক্র ভ্রমিছে উপর।
জলবিম্ব সমান জানিহ কলেবর॥
বৎসরের প্রায় এক দিবস কাটিয়া।
দ্বাদশ বৎসর রব এ কষ্ট পাইয়া॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন মতে।
মহেন্দ্র পর্ব্বত চাহে তৃণে লুকাইতে॥
আমারে কে নাহি জানে পৃথিবীভিতর।
বাল বৃদ্ধ যুবাতে বিখ্যাত বৃকোদর॥
অর্জ্জুনেরে কিরূপে লুকাবা নৃপবর।
হস্ত দিয়া আচ্ছাদিতে চাহ দিনকর॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কিরূপে লুকাবে।
কদাচিত ইহাহৈতে যদি পার পাবে॥
সাম্যেতে কদাচ রাজ্য না দিবে দুরন্ত।
আমি হই হীনবল সে যে বলবন্ত॥
তখন উপায় রাজা কি করিবে তার।
শত্রু বৃদ্ধি হেতু রাজা বিচার তোমার॥
হীনবল হইলে শত্রু তারে নাহি ক্ষমে।
উপায় করয়ে সদা নিজ পরাক্রমে॥
শক্তিমন্ত হৈয়া যদি না করে উপায়।
লোকে কাপুরুষ বলে বৃথা জন্ম যায়॥
সত্য হেতু মনে যদি করহ নিশ্চয়।
আছয়ে উপায় তার শাস্ত্রে হেন কয়॥
সোমপূতিকার মত কহে মুনিগণ।
একমাসে বৎসরেক করিবে গণন॥
ত্রয়োদশ মাস রহি বনের ভিতরে।
উপায় করহ রাজা শত্রু মারিবারে॥
ভীমের বচন শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
স্তব্ধ হয়ে ক্ষণেক চিন্তেন মহামতি॥
রাজা বলেন ভীম যাহা করিলা বিচার।
কপটে এ ধর্ম্ম চিত্তে না লয় আমার॥
মেরুসম ধর্ম্ম আমি লঙ্ঘিব কেমনে।
কভু নহে বৈরিজয় পাপ আচরণে॥
অন্য অরি নহে যারে যম করে ভয়।
তিন লোকবিজয়ী যে আছয়ে দুর্জ্জয়॥
মদগর্ব্বে অহঙ্কারী ক্রোধ সদাকাল।
হেন জনে বিধাতা করিল মহীপাল॥
ভুবন ভিতরে যত জন ধরে ধনু।
অভেদ্য কবচে যার আরোপিল তনু॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য এই তিন জন।
তাহারে যেমন ভাবে আমারে তেমন॥
তথাপি সভাই বশ হৈল দুর্য্যোধনে।
বহু মান্য পূজা সদা নিকটে সেবনে॥
আর যত মহারাজ আছে বলবান্।
মম স্থানহৈতে প্রীতি পায় তার স্থান॥
সভে প্রাণ দিবে দুর্য্যোধনের কারণে।
কেমনে মারিবা তুমি হেন দুর্য্যোধনে॥
এই চিন্তা সদা মম হয় রাত্রি দিনে।
কিমতে লইব রাজ্য ভাবিতেছি মনে॥
এই সে কারণে মম ভাবনা হৃদয়।
বিনা সখা দুর্য্যোধন না হয় বিজয়॥
ধর্ম্ম সখা বিনা নহে সমরে বিজয়।
বেদের লিখন যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥
হেন ধর্ম্ম ত্যজিয়া অধর্ম্ম আচরিলে।
কহ ভীম শত্রুজয় হইবে কি ভালে॥
ভুজগর্ব্ব বলে তুমি কর অহঙ্কার।
সাহসিক কর্ম্ম সেই নহে সুবিচার॥
সুমন্ত্রণা সুবিক্রম গুপ্তে রাখে মনে।
দেবতা প্রসন্ন হৈলে তবে শত্রু জিনে॥
এত শুনি বৃকোদর হইল বিমন।
ক্রোধেতে নিশ্বাস বহে প্রলয় পবন॥
যুধিষ্ঠির ভীম সহ কথার সময়।
আইলেন তথা সত্যবতীর তনয়॥
মহাভারতের কথা জ্ঞানের প্রকাশ।
শ্রবণে অধর্ম্ম হরে কহে কাশীদাস॥

অথ অর্জ্জুনের শিবারাধনার্থ হিমালয়ে গমন।

ব্যাসেরে করেন পূজা পাণ্ডুপুত্রগণে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসেন আসনে॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলেন মুনিবর।
শত্রুগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর॥
তোমার হৃদয়তত্ত্ব জানিলাম আমি।
সে কারণে হেতা আইলাম শীঘ্রগামী॥
শত্রুর যে ভয় তাহা ত্যজ নৃপবর।
আমি যাহা বলি তাহা করহ সত্বর॥
অশুভ সময় গেল হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি লহ মহীপাল॥
এই বিদ্যাহৈতে হবে শিব দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন॥
নরঋষিমূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্র বলে ক্ষিতি করিবে বিজয়॥

এ বন ত্যজিয়া রাজা যাহ অন্য বন।
এক স্থানে বহুবধ হয় মৃগগণ॥
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থগণ করিয়া ভ্রময়ে ঠাঁই২॥
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিস্মৃতি॥
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান।
মন্ত্র পায়ে যুধিষ্ঠির হরিষ বিধান॥
ব্যাসঅনুমতি পায়ে কুন্তীর নন্দন।
দ্বৈত বন ত্যজিয়া চলেন সেইক্ষণ॥
উত্তর মুখেতে সরস্বতী তীরে২।
গিয়া উত্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে॥
কাম্যক বনের মধ্যে করেন আশ্রয়।
বড়ই নিগম বন নাহি কোন ভয়॥
মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেণ ব্রাহ্মণ।
পিতৃ শ্রাদ্ধ দেবার্চ্চা করেন অনুক্ষণ॥
কত দিনে মুনিবাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা কৃপ কর্ণ দ্রৌণি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ জানহ আপনি॥
সভাই হইল ভাই দুর্য্যোধন ভিতে।
ইত্যাদি করিয়া যত রাজা পৃথিবীতে॥
আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা।
দুঃখে তুমি উদ্ধারিবা করিয়াছি আশা॥
সে সভারে জিনিতে হইল উপদেশ।
উগ্র তপ কর গিয়া সেবহ মহেশ॥
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ।
ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিব সহ॥
ইন্দ্রআদি দেবগণ দিবেন দর্শন।
তাসভারে সেবিয়া পাইবা অস্ত্রগণ॥
পূর্ব্বে বৃত্রাসুর হেতু যত দেবগণ।
আপনার অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্ব্বজন॥
সর্ব্ব অস্ত্র পাবা ইন্দ্রে তুষ্ট করাইলে।
সর্ব্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে॥
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন।
নিকটে তথায় দেখা পাবা ত্রিলোচন॥
এত বলি দিব্য বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ।
আশিষ করিয়া শিরে করেন চুম্বন॥
আজ্ঞা পায়ে বাহির হৈলেন ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন তূণ যুগল অক্ষয়॥
চতুর্দ্দিগে দ্বিজগণ শুভ শব্দ কৈল।
বাহির হবার কালে দ্রৌপদী বলিল॥
জন্মকালে যে বলিল যত দেবগণ।
সে সকল প্রাপ্তি হউক সেবি ত্রিলোচন॥
যত কটু ভাষায় বলিল দুর্য্যোধন।
সেই অগ্নি তাপে অঙ্গ হইছে দাহন॥
উপায় করহ তার সমুচিত ফলে।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া পুন আইস মঙ্গলে॥
এতেক বলিয়া দেবী করিল বিদায়।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ পায়॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে বন্দিয়া তখন।
বাহির হৈলেন পার্থ হরষিত মন॥
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে।
অল্প দিনে উত্তরেন সে হিম পর্ব্বতে॥
হিমাদ্রির পার গন্ধমাদন ভূধর।
ইন্দ্রকীল গিরি হয় তাহার উত্তর॥
বহু দুঃখে তথারে গেলেন ধনঞ্জয়।
শূন্য বাণী হৈল ইথে করহ আশ্রয়॥
আগে পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে।
শুনি পার্থ মহাবীর রহেন তাহাতে॥
হেনকালে দেখি এক জটিল তপস্বী।
ডাকিয়া অর্জ্জুনে বলে নিকটেতে আসি॥
কে তুমি কবচ খড়্গ ধনু অস্ত্র ধরি।
কি হেতু আইলা তুমি পর্ব্বতউপরি॥
অস্ত্রধারী হৈয়া তুমি আইলা কি কারণ।
এ পর্ব্বতে নিবসে নিঃস্বামী যত জন॥
ধনু অস্ত্র ফেলহ ফেলহ শর তূণ।
দিব্য গতি পাইলে অস্ত্রে কোন প্রয়োজন॥
বড় তেজবন্ত তুমি আইলা সেকারণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈয়া রহেন অর্জ্জুন॥
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর।
বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর॥
করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বর দান।
কৃপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্ব্বাণ॥
ইন্দ্র বলে হেতা আসি কি কায অস্ত্রেতে।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে॥
পার্থ বলেন যদি হেতা ইন্দ্রপদ পাই।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই॥
দুর্গম অরণ্যে রাখি আইনু ভ্রাতৃগণে।
অস্ত্র বাঞ্ছা করি আমি শত্রুর নিধনে॥
সে সভারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে।
সতত করিবে চিন্তা আমার কারণে॥
অস্ত্র দেহ পুরন্দর কৃপা করি মনে।
ইন্দ্র বলে আগে সিদ্ধ কর ত্রিলোচনে॥

তাঁর অনুগ্রহে সব সিদ্ধ হবে কায।
এত বলি অন্তর্হিত হৈল দেবরাজ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ কিরাতরূপে শিব পার্ব্বতীর আগমন।

হিমালয় গিরিবরে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন॥
গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষ্য পক্ষান্তরে।
কত দিন মাসেকেতে খান একবারে॥
কত দিন দুই চারি মাস এক দিনে।
কত দিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ুপানে॥
একপদাঙ্গুলীতে রহেন দণ্ডাইয়া।
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালম্ব হৈয়া॥
তাঁর তপে তাপিত হইল গিরিবাসী।
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ যত মহাঋষি॥
হরের চরণে নিবেদিল গিয়া সব।
হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল ভব॥
পর্ব্বত তাপিত দেব অর্জ্জুনের তাপে।
আজ্ঞা কর আমরা রহিব কোন রূপে॥
গিরীশ বলেন সব যাহ নিজাশ্রয়।
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়॥
এত বলি মেলানি দিলেন সর্ব্ব জনে।
মায়ায় কিরাতরূপ ধরেন তৎক্ষণে॥
কিরাতগৃহিণীরূপা নগেন্দ্র নন্দিনী।
সেরূপ হইল সব তাঁহার সঙ্গিনী॥
জয়ন্তী নামেতে ধনু পৃষ্ঠে শরাসন।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন॥
হেনকালে এক মহাবরাহ আইল।
গর্জ্জিয়া অর্জ্জুনপানে ত্বরিত ধাইল॥
বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া।
সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া॥
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান।
বরাহে তপস্বি তুমি না মারহ বাণ॥
দূরহইতে ডাকিয়া আনিলাম বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করি অনাদর।
বরাহের উপরে মারেন তীক্ষ্ণ শর॥
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে।
দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্ব্বত বিদরে॥
গিরিশৃঙ্গ মূর্ত্তি যেন দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর॥
পার্থ বলেন কে তুমি যুবতিবৃন্দ সঙ্গ।
আমারে তিলেক তোর নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলা বাণ॥
এই দোষে তোর আমি লইব পরাণ।
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান॥
কোথাহইতে কে তুমি আইলা তপ চারি।
এ ভূমিতে মৃগয়ার আমি অধিকারী॥
মারিলাম আমি বাণ পড়িল শূকর।
তুমি অস্ত্র কেন মার শূকরউপর॥
পাষাণে সরিষা যেন পড়িলে ঠিকরে।
তিলমাত্র মোহ না হইল কলেবরে॥
অনুচিত কৈলা আর চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তোর মার দেখি মোরে॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার।
ডাকিয়া কিরাত বলে আছি আমি মার॥
পুনঃ২ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্ব্বতউপর॥
বায়ব্য আনল অস্ত্র ছিল পার্থ স্থানে।
সব অস্ত্র প্রহার করেন ত্রিলোচনে॥
আশ্চর্য্য ভাবেন মনে এই সে অর্জ্জুন।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি কারণ॥
কি বা যম পুরন্দর কি বা ভূতনাথ।
অন্য কে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত॥
কেহ হউক আজি আমি করিব সংহার।
ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষ্ণধার॥
শিবের মস্তকে বাজি হইল দুইখণ্ড।
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল হাতে অস্ত্র নাহি আর।
গাণ্ডীব ধনুক লৈয়া করেন প্রহার॥
হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন।
ক্রোধে পার্থ শিলাবৃষ্টি করেন বরিষণ॥
পর্ব্বতউপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়।
ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি বীর ধনঞ্জয়॥
করিলেন ক্রোধে মুষ্টি প্রহার ধূর্জটি।
মুষ্টিঘাতে শব্দ যেন হৈল চটচটি॥
ভুজে২ উরু২ চরণে২।
মল্লযুদ্ধ ক্ষণেক হইল দুই জনে॥
দুই অঙ্গ ঘরিষণে অগ্নি বাহিরায়।
অতিক্রোধে ধূর্জটি প্রহারিলেন তাঁয়॥

মৃতবৎ হয়ে পার্থ পড়েন ভূতলে।
ক্ষণেক চেতন পায়ে থাক২ বলে ॥
যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন।
এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন ॥
পূজিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ দেন পুষ্পমালা।
সেই মালা বিভূষিত কিরাতের গলা ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন হইলেন সবিস্ময়।
নিশ্চয় জানিলেন যে এই মৃত্যুঞ্জয় ॥
বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃত যে ক্ষম ভূতনাথ ॥
শিব বলেন যে কর্ম্ম করিলা ধনঞ্জয়।
দেবাসুর মানুষে কাহার শক্তি নয় ॥
আমার সহিত সম করিলা সমর।
তুমি আমি সম শক্তি নাহিক অন্তর ॥
দিব্য চক্ষু দিব লহ দৃষ্ট হবে সভে।
এত বলি দিব্য চক্ষু দেন দেবদেবে ॥
দিব্য চক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয়।
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥
অর্জ্জুন করেন স্তুতি যুড়ি দুই কর।
জয় প্রভু জয় শিব জয় ভূতেশ্বর ॥
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ।
ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুরনিপাত ॥
হেলায় করিলা প্রভু দক্ষ যজ্ঞ নাশ।
ইঙ্গিতে বিজয় কৈলা মৃত্যুকাল পাশ ॥
নমো বিষ্ণুরূপ তুমি বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দাতা ॥
অজ্ঞাত করিনু প্রভু অবিহিতকায।
চরণে শরণ লৈনু ক্ষম দেবরাজ ॥
হাসিয়া অর্জ্জুনে দেব দেন আলিঙ্গন।
বারিলেন অজ্ঞাতের প্রহার পীড়ন ॥
শিব বলেন আপনারে নাহি জান তুমি।
পূর্ব্ব কথা কহি শুন যাহা জানি আমি ॥
নারায়ণ সহ তুমি নর ঋষিরূপে।
সংসার ধরিলা অতিশয় উগ্রতপে ॥
এই যে গাণ্ডীব ধনু আছয়ে তোমার।
তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥
তোমাহৈতে কাড়িয়া লইনু মায়াবলে।
মায়ায় হরিনু আমি এ তূণ যুগলে ॥
পুনরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হউক তূণ।
নিজ ধনু তূণ তুমি ধরহ অর্জ্জুন ॥
প্রীত হইলাম আমি মাগি লহ বর।
শুনিয়া বলেন পার্থ যুড়ি দুই কর ॥
যদি কৃপা আমারে করিলা গঙ্গাব্রত।
আজ্ঞা কর পাই আমি অস্ত্র পাশুপত ॥
শঙ্কর বলেন তাহা লহ ধনঞ্জয়।
অন্য জন নহে শক্ত পাশুপত লয় ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এ অস্ত্র নাহি জানে।
পৃথিবী সংহার হেতু আছে মম স্থানে ॥
যে অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ২ অস্ত্র হয়।
শক্তি শেল কোটি২ গদার বিষয় ॥
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি।
ধরিবার যোগ্য হয় অস্ত্র লহ তুমি ॥
বিধাতার বাক্যে লহ নরলোকে জন্ম।
এই অস্ত্রে বীরবর সাধ দেব কর্ম্ম ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দেন ত্রিলোচন।
মূর্ত্তিমন্ত হয়ে অস্ত্র আইল তখন ॥
অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ব্বার।
এই অস্ত্র কারে পাছে করহ সংহার ॥
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন।
অস্ত্র যোগ্য পাইলে অস্ত্র করিহ ক্ষেপণ ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব করি নিবেদন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবা আগমন ॥
শিব কন সখা তব বৈকুণ্ঠের পতি।
হরিহর এক আত্মা জান মহামতি ॥
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন ॥
এত বলি হর করিলেন অন্তর্ধান।
অস্ত্র পায়ে ধনঞ্জয় আনন্দবিধান ॥
আপনারে প্রশংসা করেন ধনঞ্জয়।
এত কৃপা কৈল হর শত্রুকে কি ভয় ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥

অথ অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন।

হেনকালে আসিয়া যতেক দেবগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
দক্ষিণে থাকিয়া ডাকি বলে প্রেতপতি।
মম বাক্যে ধনঞ্জয় কর অবগতি ॥
বর দিতে তোমারে আইলাম দেবগণ।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু নিবারণ ॥
দেব দৈত্য অসুর যতেক পৃথিবীতে।
সভে পরাভব হবে তোমার অস্ত্রেতে ॥

তব শত্রু আছে যেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তব হস্তে হত সেই হবে বীরবর॥
হের লহ এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
আমার প্রধান অস্ত্র দণ্ড নাম ধরে॥
এত বলি মন্ত্র সহ দিল মহামতি।
পশ্চিম থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি॥
আমার বরুণ পাশ অব্যর্থ সংসারে।
এই যে দেখহ যম নিবারিতে নারে॥
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরহ অর্জ্জুন।
ইহাহৈতে কর সদা বিপক্ষ দলন॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল।
তোমারে অর্জ্জুন দুই জনে অস্ত্র দিল॥
অন্তর্ধান অস্ত্র এই লহ বীরবর।
এই অস্ত্রে ত্রিপুরে বধিল মহেশ্বর॥
মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি।
ডাকি বলে সুরপতি অর্জ্জুনের প্রতি॥
কুন্তীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন।
অসুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ॥
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে।
স্বর্গেতে আসিবা তুমি মাতলি সহিতে॥
এথা আইলে পূর্ণ তব হবে প্রয়োজন।
এত বলি চলি গেল সব দেবগণ॥
কত ক্ষণে রথ লয়ে আইল মাতলি।
ঘোর মেঘমধ্যে যেন স্থগিত বিজুলি॥
বায়ুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বয়।
নিশাকালে হৈল যেন রবির উদয়॥
ডাকিয়া মাতলি বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্রগতি॥
তোমা দরশনে বাঞ্ছা করে দেবরাজ।
আর যত আছে তথা দেবের সমাজ॥
আনন্দে করেন পার্থ রথআরোহণ।
মাতলি চালায় রথ পবনগমন॥
পথেতে দেখিল পার্থ দেব ঋষিগণ।
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্য জন॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যত আনন্দে বিহরে।
কথক পড়িছে তার দেখি বীরবরে॥
বিস্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিলেন অর্জ্জুন।
কহ শুনি মাতলি এ সব কোন জন॥
মাতলি বলিল এই পুণ্যবান জন।
পৃথিবীতে সুকর্ম্ম করিল যেই জন॥
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বহুদান দিল।
দেব পূজা উগ্র তপ তীর্থ স্নান কৈল॥
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে স্বর্গেরে॥
তারা বলি ত্রৈলোক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে।
পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেল হোরো দেখ খসে॥
সুরা পীয়ে মাংস খায় গুরুদারা হরে।
কদাচিত সে জন না আইসে স্বর্গপুরে॥
আনন্দে অর্জ্জুন সব করেন দর্শন।
কোটি২ বিমানে বিহরে পুণ্যজন॥
শত২ বারাঙ্গনা সেবয়ে তাঁহারে।
সুগন্ধ সহিত বায়ু সদা মনোহরে॥
সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুত অনল।
সপ্ত বসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল॥
দিলীপ নহুষআদি যত মহামতি।
দেবঋষি রাজঋষি বহু সিদ্ধ যতি॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজন।
কহত মাতলি এই কাহার নন্দন॥
পরিচয় দিয়া তবে মাতলি চলিল।
বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হৈল॥
ইন্দ্রালয়ে যান তবে ইন্দ্রের নন্দন।
সভাস্থ সকল দেবে করেন বন্দন॥
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা বর্ণনা না যায়।
শত চন্দ্র শত সূর্য্য যেমন উদয়॥
রথহৈতে নামিয়া চলেন নরবর।
দুই হাতে ধরিয়া তুলিল পুরন্দর॥
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তকউপর।
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর॥
ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে অন্য জন।
দেবঋষি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন॥
এমত আসনে ইন্দ্র বসাইল কোলে।
মুহুর্মুহু সহস্রেক নয়নে নেহালে॥
আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা।
মঘবার কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা॥
পুণ্যকথা ভারতের আনন্দলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোকে তরি॥
হরিহরপুরবাসি সর্ব্ব গুণধাম।
পুরুষোত্তম মুকুটি নন্দন অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদাচিত্ত রহে মোর দ্বিজরাজ পদে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

হেনকালে শতক্রতু অর্জ্জুনের প্রীতিহেতু
আজ্ঞা কৈল নৃত্যের কারণ।
বিশ্বাবসু হাহা হূহূ ইত্যাদি গন্ধর্ব্ব বহু
চিত্রসেন তুম্বুরু গায়ন॥
নানা ছন্দে বাদ্য বায় মধুর সুস্বর গায়
নৃত্য করে যতেক অপ্সর।
উর্ব্বশী ঘৃতাচী গৌরী মিশ্রকেশী বিভাবরী
সহজন্যা মধুর সুস্বর॥
অলম্বুষা ধন্যা অম্বা গোপালী কদম্বা রম্ভা
বিপ্রচিত্তি সুধা সুধাপ্রভা।
চিত্রসেনা চিত্ররেখা অপ্সরী মৃদঙ্গমুখা
বুদ্বুদা রোহিণী সুরলোভা॥
নৃত্যগীতে সপ্রতিভা পূর্ণচন্দ্র মুখ আভা
অঙ্গ ঢাকি অম্লান অম্বরে।
ঈষদ্ নয়ন কোণে নিরীখয়ে যেই জনে
অন্য থাকু মুনি মন হরে॥
জঘন কুঞ্জর কর ক্ষীণমাজা মৃগবর
নিতম্ব ভূধর পয়োধর।
বিনাশে মুনির তপ বর্ণন না যায় রূপ
দিতে নাহি অন্য পাঠান্তর॥
নৃত্যগীত বাদ্য সভে মোহিল যতেক দেবে
আনন্দিত হইল সুরগণ।
অর্জ্জুনের ম্লান মুখ ভাবিয়া পূর্ব্বের দুঃখ
ভ্রাতৃ মাতৃ করিয়া স্মরণ॥
ক্ষণেক নয়ন কোণে চাহিয়া উর্ব্বশীপানে
জানিলেন সহস্রলোচন।
নৃত্যগীত নিবারিল সভারে বিদায় দিল
নিজধামে গেল দেবগণ॥
দিব্য সুধারস কথা অরণ্য পর্ব্বের গাথা
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

অথ স্বর্গে অর্জ্জুনের অস্ত্র শিক্ষা ও উর্ব্বশীর শাপ।

পয়ার।

চিত্রসেন চাহিয়া বলিল পুরন্দর।
পার্থের রহিতে স্থল দেহ মনোহর॥
উর্ব্বশীরে পাঠাইব অর্জ্জুনের স্থানে।
স্ত্রী ক্রীড়া আদি যত করাহ অর্জ্জুনে॥
আজ্ঞা পায়ে চিত্রসেন পার্থে লয়ে গেল।
দিব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল॥
বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন।
পরিচর্য্যা হেতু নিযোজিল বহুজন॥
তবে চিত্রসেন গেল উর্ব্বশীর স্থান।
অর্জ্জুনের গুণ কহি করিয়া বাখান॥
রূপে গুণে বুদ্ধি বলে কর্ম্মে জপ তপে।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোনরূপে॥
তার তৃপ্তিহেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর।
আজি নিশি উর্ব্বশী তাহার সেবা কর॥
উর্ব্বশী বলেন আমি ভালমতে জানি।
কামেতে কাতর অঙ্গ তার কথা শুনি॥
আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাশয়।
এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয়॥
স্নান করি উর্ব্বশী পরিল দিব্য বাস।
পারিজাত মাল্যেতে বান্ধিল কেশপাশ॥
চন্দন কস্তুরী অঙ্গে করিল লেপন।
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ॥
সহজ রূপেতে মুনিজন মন মোহে।
মন সঙ্গে হরে প্রাণ যার পানে চাহে॥
সুবেশা সুকেশা প্রায় কাল অর্দ্ধ নিশী।
অর্জ্জুনের আলয়ে চলিলেক উর্ব্বশী॥
দ্বারিপাল জানাইল অর্জ্জুন গোচরে।
উর্ব্বশী অপ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে॥
ভীত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
নিশাকালে উর্ব্বশী আইল কি কারণ॥
উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার।
উর্ব্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার॥
কি করিব আজ্ঞা তুমি করহ আমায়।
এত রাত্রে কি কারণে আইলা এথায়॥
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্ব্বশী চাহিল।
কামনা পূরিল নাহি হৃদয় জ্বলিল॥
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র অনুমতি।
একে২ সকল কহিল পার্থ প্রতি॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইলাম এথায়।
আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমায়॥
যখন করিল নৃত্য বিদ্যাধরীগণ।
সভে এড়ি আমারে করিলা নিরীক্ষণ॥
জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর।
আজ্ঞা কৈল তুমি আজি মোর প্রীতি কর॥

শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া।
অধোমুখ মলিন কহেন শিহরিয়া॥
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী।
কেন হেন দুষ্টকথা কহ ঠাকুরাণী॥
বারাঙ্গনা হও তুমি না হও প্রমাণ।
আমার উর্ব্বশী তুমি জননী সমান॥
কহিলা যে তুমি মোরে চাহিলা সভায়।
যে হেতু চাহিলাম আমি কহিব তোমায়॥
পূর্ব্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল।
তোমার উদরে পুরুবংশ বৃদ্ধি হৈল॥
পুরুআদি করি তার যতেক পুরুষে।
ক্ষয় হৈল তুমি আছ নবীন বয়েসে॥
এই হৈতু বড়ই বিস্ময় মানি মনে।
পুনঃ২ চাহিলাম তাহারি কারণে॥
পূর্ব্ব পিতামহী তুমি মোর গুরুজন।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ॥
উর্ব্বশী বলিল আমি নহি যে কাহার।
স্বইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার॥
অকারণে গুরু বলি পাতিলা সম্বন্ধ।
রমহ আমার সঙ্গে দূর কর ধন্দ॥
যত সব মহারাজ হৈল পুরুবংশে।
তপঃ পুণ্য ফলে সভে স্বর্গেতে আইসে॥
ক্রীড়া রস করে সভে সহিত আমার।
এ সব বচন কেহ না করে বিচার॥
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয়।
করহ আমার প্রীতি খণ্ডাহ বিস্ময়॥
অর্জ্জুন কহেন তুমি মোর ঠাকুরাণী।
গুরুবৎ পরম গুরু কুলের জননী॥
যথা কুন্তী যথা মাদ্রী যথা শচীরাণী।
ইহা সভাহৈতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি॥
নিজ গৃহে যাহ মাতা করি যে প্রণাম।
পুত্রবৎ জ্ঞান আমা কর অবিশ্রাম॥
শুনিয়া উর্ব্বশীর হৃদয়ে হইল তাপ।
ক্রোধ মুখে অর্জ্জুনের প্রতি দিল শাপ॥
তব পিতৃ আজ্ঞায় আসিয়া তব গৃহে।
নিষ্ফলা ফিরিয়া যাই প্রাণে নাহি সহে॥
না করিলা কাম পূর্ণ পুরুষের কায।
এই দোষে নপুংসক হবা স্ত্রীর মাঝ॥
নপুংসক হইবা আমার এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ॥
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর।
শোকে দুঃখে রজনী বঞ্চিল উজ্জাগর॥

প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি।
করযোড়ে প্রণাম করেন সুরপতি॥
নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অর্জ্জুন।
শুনিয়া বিস্ময় মানেন সহস্রলোচন॥
ধন্য কুন্তী তোমাপুত্র গর্ব্ভেতে ধরিল।
তোমাহৈতে কুরুবংশ পবিত্র হইল॥
যোগীন্দ্র তপস্বী ঋষি জিনিলা সভারে।
তোমাপুত্র শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে॥
শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে তোমারে হইল বহুগুণ॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবা।
সেইকালে নপুংসক নর্ত্তক হইবা॥
বৎসরেক পূর্ণ হইলে শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জ্জুন অতি সানন্দ হৃদয়॥
অর্জ্জুনের চরিত্র যে জন শুনে গায়।
কদাচিত তার চিত্ত পাপে নাহি যায়॥
পূর্ব্বার্জ্জিত যত পাপ ভস্ম হইয়া যায়।
আরণ্যক পর্ব্ব গীত কাশীদাস গায়॥

ইন্দ্রের নগরে পার্থ ইন্দ্রের সমান।
নানা অস্ত্র শিক্ষা করিলেন ইন্দ্রস্থান॥
নৃত্য গীত বাদ্য শিখেন চিত্রসেন স্থানে।
মাতৃ ভ্রাতৃ না দেখিয়া দুঃখ বড় মনে॥
এক দিন তথায় লোমশ মহাশয়।
ইন্দ্র দরশন হেতু আইল সুরালয়॥
করযোড়ে প্রণাম করিল পুরন্দর।
ইন্দ্রদত্ত আসনে বসিল মুনিবর॥
ইন্দ্রের আসনে পার্থে দেখি মুনিবর।
বিস্ময় মানিয়া মুনি ভাবে যে অন্তর॥
যে আসনে বসিতে না পান দেব মুনি।
কোন কর্ম্মে ক্ষত্র হৈয়া বসিল ফাল্গুনি॥
ঋষির বিচার জ্ঞাত হয়ে পুরন্দর।
বলিলেন ব্রহ্মঋষি কি ভাব অন্তর॥
মনুষ্য দেখিয়া পার্থ ভ্রম হৈল মনে।
তুমি কি না জান মুনি পাসরহ কেনে॥
নরনারায়ণ যেই ঋষি পুরাতন।
ভারনিবারণে জন্ম নিলেন দুইজন॥
বাসুদেব নারায়ণ অজিত যে বিষ্ণু।
নর ঋষি পাণ্ডবের মধ্যে হৈল জিষ্ণু॥
কুন্তীগর্ব্ভে জন্ম হৈল আমার অংশেতে।
কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে॥
এথাকারে আইল অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
দেবের অনেক কার্য্য করিবে সাধন॥

নিপাতকবচ দৈত্য নিবসে পাতালে।
তার সম যোদ্ধা নাহি পৃথিবীমণ্ডলে॥
সুরাসুর যত লোক জিনিলেক বলে।
বহুকাল বসতি করয়ে রসাতলে॥
তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয়।
পার্থ বিনা কার শক্তি তার অগ্রে হয়॥
এই হেতু এথায় থাকিয়া কত দিনে।
করিবে গমন পুন মনুষ্যভুবনে॥
আমার আরতি এক শুন তপোধন।
কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন॥
আমার সন্দেশ যুধিষ্ঠিরে যে কহিবে।
অর্জ্জুনের কারণ উৎকণ্ঠা নাই হবে॥
পৃথিবীতে পুণ্য আছে যত স্থান২।
যত্নপূর্ব্বকেতে তথা কর স্নান দান॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুই যদি জিনিবারে মন।
তীর্থ স্নান করি ধর্ম্ম কর উপার্জ্জন॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
আপনি থাকিবা সঙ্গে রক্ষার কারণ॥
স্বীকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন।
ডাকিয়া মুনিরে তবে বলেন অর্জ্জুন॥
চলিলা কাম্যক বনে শুন তপোধন।
ভ্রাতৃস্থানে কহিবা আমার বিবরণ॥
আপনি থাকিয়া তুমি সব তীর্থে লবা।
যথা যে বিহিত স্নান দান করাইবা॥
রাক্ষস দানবগণ থাকে তীর্থ স্থানে।
সঙ্কটে করিবা রক্ষা সতত আপনে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর॥

অথ সঞ্জয়মুখে পাণ্ডবের বিক্রম
শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের খেদ।

মুনিরে জনমেজয় জিজ্ঞাসে তখন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ॥
মুনি বলে মহারাজ কর অবধান।
অর্জ্জুনের চরিত্র না গেল কোন স্থান॥
লোকেতে অদ্ভুত রাজা অর্জ্জুন কাহিনী।
ব্যাসমুখে শুনিলেন অন্ধ নৃপমণি॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল।
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল॥
শুনিলাম আশ্চর্য্য যে অর্জ্জুন কথন।
তুমি কিছু সঞ্জয় জানহ বিবরণ॥

সঞ্জয় বলিল রাজা আমি সব জানি।
অর্জ্জুনের কথা রাজা অদ্ভুত কাহিনী॥
হেমন্ত পর্ব্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল।
পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি পাইল॥
কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর।
নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর॥
ইন্দ্র অর্দ্ধাসনেতে বসিল সুরমাঝে।
আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল কাছে॥
মনুষ্য কি ছার যারে দেবগণ পূজে।
মুনিগণ তাপিত তাহার তপ তেজে॥
বীরমধ্যে শিব সম যাহার গণন।
তাহার বৈরিতাভাবে জীবে কোন জন॥
দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিক্ষায়।
কত দিনে দৈত্য মারি আসিবে এথায়॥
এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃপমণি।
আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থ কথা শুনি॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন কাল হইল আমাকে।
শোকসিন্ধু মাঝেতে পড়িনু তার পাকে॥
অর্জ্জুনের অগ্রেতে রহিবে কোন জন।
দ্রৌণি কর্ণ কৃপাচার্য্য বৃদ্ধ গুরু দ্রোণ॥
দৃঢ় মুষ্টি দিব্য মন্ত্রে নির্দ্দয় অর্জ্জুন।
বিশেষ দেবের বর পূর্ণ শত গুণ॥
দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে।
অবশ্য হইবে দগ্ধ নিবারণ নহে॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি বলিলা তুমি।
শুন কহি যেই বার্ত্তা পাইলাম আমি॥
যুধিষ্ঠির বনে গেল শুনি নারায়ণ।
সেইক্ষণে যদুবলে করিল গমন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু কেকয় নৃপতি।
শ্রুতমাত্রে অরণ্যে আইল শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠির ভূষণ দেখিয়া জটাচীর।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ক্রোধে কম্পিতশরীর॥
যেই জন হেনগতি করিল তোমার।
রাজ্য ধন লইব অঙ্গের অলঙ্কার॥
সে সকল দ্রব্য তার সহিত জীবন।
আনি দিব যবে আজ্ঞা করহ রাজন॥
দ্রৌপদীর কেশ ধরি শুনিনু শ্রবণে।
সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে॥
শৃগাল কুক্কুর মাংস আহারি সকল।
কুরুকুল মাংস ভক্ষে হবে কুতূহল॥
যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণা কষ্ট দেখি।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার খুলিব দুই আঁখি॥

কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত।
একে২ সভাই কহিল এই মত॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রাজা কহনে না যায়।
কত দিন রক্ষা পাইল তাহার কৃপায়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সকলি প্রমাণ।
ত্রয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান॥
কুরুসভা মধ্যে আমি করিনু নির্ণয়।
আমার শকতি তাহা খণ্ডান না যায়॥
এত শুনি নির্ণয় করিল সর্ব্ব জন।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন॥
নিয়ম করিয়া নিজ রাজ্যে গেল সভে।
কেমতে নৃপতি শান্ত করিবা পাণ্ডবে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য কহিলা সঞ্জয়।
কদাচিত পাণ্ডুপুত্র শান্ত আর নয়॥
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশে।
তখনি জানিনু বংশ মজিল বিনাশে॥
বিধি মোরে কৈল অন্ধ যুগল নয়ন।
সেকারণে আমারে না মানে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দোঁহে দুরাচার।
আর দুই দুষ্ট দেয় আজ্ঞা কুবিচার॥
আরে আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
সাধু জন বচন শুনিয়া না শুনিনু॥
পশ্চাতে এসব কথা করিব স্মরণ।
এত রূপে অনুশোচে অম্বিকানন্দন॥
মহাভারতের কথা উদয় প্রকাশ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কয় কাশীরাম দাস॥
এথায় কাম্যক বনে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির যাম্যে বৃকোদর।
উত্তর পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কোঙর॥
মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণার স্থানে।
দ্রৌপদী জননী প্রায় ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণে॥
সহস্র২ দ্বিজ সভে ভুঞ্জি যায়।
স্বামিগণে ভুঞ্জাইয়া পাছু কৃষ্ণা খায়॥
হেনমতে সেই বনে অর্জ্জুন বিহনে।
পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণা সহ ভাই চারি জনে॥
এক দিন একান্তে বসিয়া সর্ব্ব জনে।
শোকেতে আকুল হইল স্মরিয়া অর্জ্জুনে॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ কান্দেন সঘনে।
জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে॥
রোদন সম্বরি ভীম রাজা প্রতি কয়।
পার্থের বিচ্ছেদে তাপ না সহে হৃদয়॥
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে।
বহুমত গুণ ভাই ধনঞ্জয় ধরে॥
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর।
না জানি যে কোন বনে গেল সে সত্বর॥
শোক দুঃখে গেল সে অগম্য স্বর্গস্থল।
বহু দিন তাহার না জানি যে কুশল॥
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবে অনেক যদুগণ।
পঞ্চাল দেশেতে যত পঞ্চালনন্দন॥
সভে প্রাণ দিবে রাজা অর্জ্জুন বিহনে।
পার্থ বিনা শরীর ধরিব কি কারণে॥
যত কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
অন্য জন হইলে প্রাণ ত্যজিত তৎক্ষণ॥
ক্ষণেকে মরিতে পারি ঘৃণাতে না মরি।
যেই ভাইর তেজে রাজা হেন মনে করি॥
ইন্দ্রআদি নাহি গণি যে ভাইর তেজে।
ভৃত্যপ্রায় খাটাইল যত মহারাজে॥
তব পাশা ক্রীড়া হেতু শুন মহারাজ।
ভাই২ ঠাঁই২ হইলাম বনমাঝ॥
অধর্ম্ম করিল্য রাজা ধর্ম্ম না বুঝিলা।
ক্ষত্র ধর্ম্ম রাজ্য রক্ষা তাহা তেয়াগিলা॥
এখন সদয় হইয়া ক্ষমিছ কৌরবে।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে॥
তবে কেন দুষ্টেরে এখন ক্ষমা করি।
বনে কষ্ট দুঃখ পাই তাহারে না মারি॥
যদি কদাচিত পাপ জ্ঞাতিবধে হয়।
যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডিব মহাশয়॥
নতুবা এ বনবাস করিব তখন।
আগে মারি শত্রুগণে করিব নিধন॥
কপটে কপটি মারি পাপ নাহি তায়।
আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যদুরায়॥
জগন্নাথে সাত করি মারি কুরুকুল।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় কিসে অমঙ্গল॥
এত শুনি ভীমসেনে করিল চুম্বন।
শান্ত করি কহেন রাজা মধুর বচন॥
যে কহিলা বৃকোদর সকল প্রমাণ।
কিসের আপদ যার সখা ভগবান॥
কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয়।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম তথায় বিজয়॥
অধর্ম্মি লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়।
ভাই বন্ধু বহু তার কেহ কিছু নয়॥

হেন ধর্ম্ম না আচরি অধর্ম্ম করিলে।
নহিবে গোবিন্দ সখা আমি জানি ভালে॥
অবশ্য মারিবা তুমি কৌরব দুরন্তে।
এক্ষণে নহেক ত্রয়োদশ বৎসরান্তে॥
যে নিয়ম করিলাম খণ্ডাইতে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সব অরি॥
হেনমতে ভ্রাতৃসহ কথোপকথন।
হেনকালে আইল বৃহদশ্ব তপোধন॥
যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন॥
শ্রান্ত হয়ে মুনিরাজ বসিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ নলোপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলেন মুনি কর অবধান।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ॥
কপটে সকল মম নিল রাজ্য ধন।
জটাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন॥
যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চি যে এথায়।
রাজপুত্র হয়ে এত দুঃখ নাহি পায়॥
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর।
কত ক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্যভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্রসম তোমাসঙ্গে সহোদর॥
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত২।
দাস দাসী আর যত তব অনুগত॥
এইহেতু দুঃখ রাজা না দেখি তোমার।
তোমাহইতে নল দুঃখ পাইয়াছে অপার॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি যে নলের বিবরণ॥
রাজপুত্র হয়ে আমাসমান দুঃখিত।
অবশ্য শুনিতে হয় তাহার চরিত॥
কহ শুনি মুনিরাজ তাহার কথন।
কোন দেশে ঘর তার কাহার নন্দন॥
বৃহদশ্ব বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমাহইতে বড় দুঃখী নিষধ রাজন॥
নল নামে নরপতি বীরসেনসুত।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত॥

রূপেতে কন্দর্পতুল্য অতিজিতেন্দ্রিয়।
যশস্বী তেজস্বী ধীর অক্ষে বড় প্রিয়॥
নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান।
বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান॥
বংশের কারণ রাজা বড় চিন্তা মন।
কত দিনে আইল তথা মহর্ষি দমন॥
পুত্রহেতু ভার্য্যাসহ তাঁহারে পূজিল।
হৃষ্ট হয়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল॥
রূপেতে সংসারনারী করিবে দমন।
দময়ন্তী কন্যা পাবা বড় সুলক্ষণ॥
দমনের বরে কন্যা হৈল দময়ন্তী।
যক্ষ রক্ষ দেব নরে না দেখি সে কান্তি॥
নাহিক সমান রূপে গুণে লক্ষ্মীসমা।
নলের কারণে হৈল অতিনিরুপমা॥
সমানবয়স্ক সঙ্গে শত সখীগণ।
দময়ন্তী নিকটে থাকয়ে অনুক্ষণ॥
দময়ন্তী সাক্ষাতে যতেক সখীগণ।
নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ॥
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
কাম দাবানলে দগ্ধা যেমন হরিণী॥
দময়ন্তী গুণ নল শুনি লোকমুখে।
সদাই অস্থির স্মরশর বাজে বুকে॥
দময়ন্তীচিন্তাতে নলের মগ্ন মন।
কত দিন দেখ তাঁর দৈবের ঘটন॥
অন্তঃপুর উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি।
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি॥
নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন।
রাজাপ্রতি বলে হংস বিনয় বচন॥
ছাড়হ আমারে রাজা না কর নিধন।
করিব তোমার প্রীতি চিন্ত যে কারণ॥
তব অনুরূপরূপা ভীমের নন্দিনী।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি॥
এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল।
অন্তরীক্ষে গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল॥
অন্তঃপুরমধ্যে যথা সরোবর ছিল।
সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল॥
এইকালে দময়ন্তী সহচরী সনে।
পুষ্প তুলিবার ছলে আইল সেখানে॥
সরোবরমধ্যে হংস দেখি রূপবতী।
ধরিবার মানসে চলিল শীঘ্রগতি॥
চতুর্দ্দিগে বেড়ি হংসে ধরিল স্ত্রীগণে।
বৈদর্ভীরে হংস কহে মনুষ্য বচনে॥

নিষধ রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি।
অশ্বিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি॥
নরলোকে না দেখি তাহার রূপে গুণে।
করাইব মিলন তোমার তার সনে॥
যদি ভাগ্যে থাকে তব ভর্ত্তা হবে নল।
তোমার যৌবন রূপ হইবে সফল॥
সার্থক হউক রূপ শুনহ বচন।
নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ॥
শুনিয়া ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে সৃজিল॥
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এত বলি হংস পাঠাইল সেইক্ষণ॥
কহিল সকল কথা নলের গোচর।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন সে হইল নৃপবর॥
যেহইতে হংসভাষা বৈদর্ভী শুনিল।
নলের ভাবনা করি সকল ত্যজিল॥
বিবর্ণ বদন ভূরি সঘনে নিশ্বাস।
ত্যজিল আহার হার সদা হাহা ভাষ॥
দময়ন্তী দুঃখ দেখি সব সখীগণ।
ভীম নরপতিরে করিল নিবেদন॥
শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত।
কোন হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখিত॥
মহাদেবী বলে কি চিন্তহ নৃপবর।
যুবতি হইল কন্যা কর স্বয়ম্বর॥
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদ্যোগী হইল।
রাজ্যে২ দূত গিয়া নিমন্ত্রণ দিল॥
দেশে২ বার্ত্তা পায় যত রাজগণ।
বিদর্ভনগরে সভে করিল গমন॥
হয় হস্তী পদাতিকে পূরিল মেদিনী।
বার্ত্তা পাইয়া আইল যতেক নৃপমণি॥
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল নৃপবর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান্॥

অথ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর।

দৈবে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সময়।
পুরাতন ঋষি আইল অমরআলয়॥
যথোচিত বিধানে পূজিল সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলা মুনিবর॥
ঋষি বলে গিয়াছিলাম পৃথিবীমণ্ডল।
আশ্চর্য্য দেখিনু তথা শুন আখণ্ডল॥
বিদর্ভরাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা॥
তার রূপে শোভিত হইয়াছে ভূমণ্ডল।
চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদন কমল॥
ভীম রাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিল যতেক নৃপবর॥
দময়ন্তী রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
নিমন্ত্রণে আইল কেহ বিনা নিমন্ত্রণে॥
নারদের বচন শুনিয়া দেবগণ।
দময়ন্তীরূপে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন॥
দময়ন্তীপ্রাপ্তি বাঞ্ছা করি দেবগণ।
স্বয়ম্বর স্থানে সভে করিল গমন॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ রাজেশ্বর।
অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভনগর॥
সসৈন্যে চলিল নল পায়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নলসহ ভেট হৈল দেবগণ॥
দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অন্তর।
দময়ন্তী বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর॥
ইহা দেখি অন্যে না বরিবে কদাচন।
এত চিন্তি নলপ্রতি বলে দেবগণ॥
সাধু সর্ব্ব গুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কায॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে নৈষধনন্দন।
কে তোমরা আমি কি করিব প্রয়োজন॥
ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র ইনি বৈশ্বানর।
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর॥
সভে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সভাকার দূত হয়ে যাহ তথাকারে॥
কি বলে বৈদর্ভী জানি আইস সত্বরে।
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে॥
রাজা বলে সত্বরে যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা অগম্য সে ভূমি॥
রক্ষকেরা পুররক্ষা করয়ে যতনে।
এ বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে॥
দেবগণ বলে আমাসভার প্রভাবে।
না হবে বারণ তুমি অলক্ষেতে যাবে॥
দেবগণবাক্যে নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার॥
সখীগণমধ্যে দময়ন্তীরে দেখিল।
দেখিয়া তাহার রূপ অজ্ঞান হইল॥

অতিসুকুমার রূপা অনঙ্গমোহিনী।
কৃশোদরা মনোহরা বিশাললোচনী॥
পূর্ব্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য২ বলি রাজা সকল মানিল॥
নল দেখি দময়ন্তী হইল চমকিত।
কেবা এ পুরুষবর এথা উপনীত॥
ইন্দ্র কি বা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
ধন্য ধাতা হেন রূপ সৃজিল ইহার॥
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে॥
কত ক্ষণে মন্দ হাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি পোড়াহ মোরে কন্দর্প হুতাশে॥
কেমনে আইলা এথা কেহ না দেখিল।
লক্ষ২ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল॥
পবনাদি দেবে মম পিতা দণ্ড করে।
এত দুর্গে কি রূপে আইলা এথাকারে॥
রাজা বলে আমি নল জান বরাননে।
এথা আইলাম দেবতার দূতপণে॥
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম পাঠায় আমারে।
সভাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে॥
এ চারি জনের মধ্যে যারে হয় মন।
আজ্ঞা কর তারে গিয়া করি নিবেদন॥
এইহেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবে না দেখিল কোন জন॥
কন্যা বলে দেবগণ বন্দিত সভার।
সে কারণে তাসভায় মম নমস্কার॥
নিষ্ফল এথায় আসিতেছে দেবগণ।
পূর্ব্বে নল নৃপতিরে করেছি বরণ॥
হংসমুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমারে ত্যাগ কর নৃপরায়॥
কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি।
তোমাভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মোর গতি॥
নল বলে যেই দেব পূজে সর্ব্ব জন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যার দরশন॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেন জন বাঞ্ছে তোমা ত্যজ কেন তারে॥
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানবমর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাহার প্রভুপন॥
শচীর সমানা হবা যাহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে॥
দিক্‌পাল বৈশ্বানর সভাকার গতি।
যার ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি॥
বরুণ যে জলেশ্বর যম অন্তকারী।
কেমনে বরিব অন্যে তাঁকে পরিহরি॥
কন্যা বলে অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা করিনু বরণ॥
শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি॥
নল বলে ইহা সম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হৈয়া কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ্ণবদন।
দুই চক্ষু অশ্রু পূর্ণ করয়ে রোদন॥
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমারে দোষ নহিবে তাহায়।
দেবগণ সহ তুমি আইস স্বয়ম্বরে।
তাসভার মধ্যে আমি বরিব তোমারে॥
এত বলি নল রাজা করিল গমন।
দেবগণে সকল করিল নিবেদন॥
কেহ মানা না করিল তব অনুগ্রহে।
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুরগৃহে॥
কহিলাম সভাকার যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিভব বিশেষ॥
কারে না চাহিয়া কন্যা আমারে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল॥
দেবগণসঙ্গে আইস স্বয়ম্বর স্থানে।
তোমারে বরিব তাসভার বিদ্যমানে॥
বৈদর্ভীর চিত্ত বুঝি সব দেবগণ।
নলের সমান বেশ হৈল সর্ব্ব জন॥
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বরস্থানে চলি গেল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
স্বয়ম্বরে আইল যতেক দেবগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্ব জন॥
কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার।
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সভাকার॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ গমনে সিন্ধুজ।
পঞ্চমুখ ভুজঙ্গসদৃশ ধরে ভুজ॥
তবে বিদর্ভের রাজা শুভক্ষণ দিনে।
দময়ন্তী আনাইল সভাবিদ্যমানে॥
দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সভাকার মন॥
যত২ মহারাজ আছিল সভায়।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় এক দৃষ্টে চায়॥

নল বিনা দময়ন্তীর অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ॥
এক স্থানে দেখে ভৈমী সভার ভিতর।
নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর॥
ভিন্নবর্ণ নলের নাহিক কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ॥
পঞ্চবিধ নল দেখি বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল আমারে॥
দেব লিঙ্গে নর লিঙ্গে বিভেদ আছয়।
দেবমায়া বলে কিছু সেহ ব্যক্ত নয়॥
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তবন করিল দেবগণে॥
তোমরা যে অন্তর্যামি জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে সভে দেহ বর।
জ্ঞাত হয়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর॥
সত্যেতে সংসার বর্ত্তে আমি যদি সতী।
তোমাসভামধ্যেতে চিনিব নিজ পতি॥
বৈদর্ভীর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ।
আপনারদের চিহ্ন করান দর্শন॥
অনিমিষ নয়ন স্বেদাম্বুহীনকায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া॥
বৈদর্ভী জানিল তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥
হৃষ্টা হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে।
সাধু২ দেবতা গন্ধর্ব্ব লোকে বলে॥
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া॥
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান॥
নলেরে বৈদর্ভী যবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ॥
তুষ্ট হয়ে ইষ্টবর দিল চারি জন।
অলক্ষিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন॥
অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাহিবা জল পাবা নরবর॥
অগ্নি বলে যাহা ইচ্ছা করিবা রন্ধন।
বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে ততক্ষণ॥
প্রাণিবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
অস্ত্র তূণ ধনু দিয়া করিল গমন॥
নিবর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর সভে গেল ঘর।
দময়ন্তী লয়ে গেল নল নরবর॥
দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি॥
বহু যজ্ঞ করিল করিল বহু দান।
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান॥
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র॥

অথ নলশরীরে কলিপ্রবেশ।

স্বয়ম্বর নিবর্ত্তিয়া যায় দেবগণ।
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুই জন॥
জিজ্ঞাসিল দুই জনে যাহ কোথাকারে।
কলি বলে যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে॥
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুই জনে॥
হাসি ইন্দ্র বলে নিবর্ত্তিল স্বয়ম্বর।
নলেরে বরিল ভৈমী সভার ভিতর॥
এত শুনি ক্রোধে কলি বলে আরবার।
দেব স্বামী ত্যজিয়া বরিল নর ছার॥
এইহেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে॥
দেবগণ বলে তার দোষ নাহি তিলে।
আমা সভাকার বাক্যে বরিলেক নলে॥
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
সংসারের যত গুণ বঞ্চে নলাশ্রয়॥
সমুদ্র গভীর ছিল স্থির ছিল মেরু।
পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল চন্দ্র ছিল চারু॥
সভারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয়।
যজ্ঞ সভা তৃপ্ত দেব যাহার আলয়॥
সত্যব্রতী দৃঢ়প্রীতি তপঃ শৌচ দানী।
আমাসভাকার মাঝে নলেরে বাখানি॥
হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেই জন।
বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেই জন॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন।
কলি আর দ্বাপর চিন্তয়ে মনেমন॥
যত গুণ নলের বলিল সুরপতি।
হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি॥
কলি বলে তুমি মোর হইবা সহায়।
যেমনে দণ্ডিব মনে করিব উপায়॥
রাজ্যভ্রষ্ট করাব বিচ্ছেদ দুই জনে।
পাশায় করিয়া মত্ত নৈষধ রাজনে॥

অক্ষকাটি হবা তুমি সহায় আমার।
কলিবাক্যে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার॥
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন।
নলের সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ॥
নৃপতির পাপ ছিদ্র খুজি নিরন্তর।
হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর॥
এক দিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে।
অল্প শৌচ কৈল পদে ভ্রম হৈল মনে॥
ছিদ্র পায়ে প্রবেশ করিল কলি দেহে।
নিজ বুদ্ধিহীন হৈল রাজার হৃদয়ে॥
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর॥
কলি বলে অবধান করহ পুষ্কর।
বৈভব বাঞ্ছহ যদি মম বাক্য ধর॥
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি।
সহায় হইয়া সব জিনাইব আমি॥
কলির আশ্বাস পায়ে পুষ্কর চলিল।
খেলাব দেবন বলি নলে আহরিল॥
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব॥
পণ করি খেলিতে লাগিল দুই জন।
হিরণ্য বিবিধ আর রজত কাঞ্চন॥
পুষ্করের সব অক্ষ দ্বাপরপ্রভাবে।
না হয় অন্যথা সে যাহা মাগে যবে॥
পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল।
মতিচ্ছন্ন হইল না বুঝে মায়াবল॥
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পৌর জন।
কার শক্তি নহিল করিতে নিবারণ॥
তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া।
দময়ন্তী স্থানে সভে জানাইল গিয়া॥
মহাদুঃখ উৎপাত আনেন নরপতি।
কর গিয়া আপনি নিবর্ত্ত তুমি সতী॥
এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণ বদন।
অতিশীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন॥
রাজারে বলয়ে ভৈমী বিনয় বচন।
মন্ত্রিসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ॥
আজ্ঞা কর সভে আসি করুক দর্শন।
ত্যজহ দেবন পাশা রাজ্যে দেহ মন॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা নাহি বুঝে রাণী।
মাথাতুলি ভৈমীরে না চাহে নৃপমণি॥
পুনঃ২ কহে ভৈমী বারিতে নারিল।
জ্ঞানহত হৈল রাজা নিশ্চয় জানিল॥

নিজ২ গৃহে তবে গেল পুরজন।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন॥
হেন মতে নল রাজা খেলে বহু দিন।
ক্রমে২ সকল বৈভব হৈল হীন॥
অক্ষ বিনা নলের নাহিক অন্যমন।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ॥
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল।
বৃহৎসেনা নামে ধাত্রীপ্রতি সে বলিল॥
শীঘ্র আন বার্ষ্ণেয় সারথিকে ডাকিয়া।
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া॥
সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলয়ে বচন॥
সর্ব্বনাশ হেতু পথ করিল রাজন।
এই মহাপাপে তুমি করহ তারণ॥
ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা।
মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি আইস দুই জনা॥
বিলম্ব না কর রথ আন শীঘ্রগতি।
আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি॥
রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী॥
রথ অশ্ব সহিত থুইয়া রাজপুরে।
পুন গেল বার্ষ্ণেয় সে নিষধ নগরে॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান॥

অথ নলের বনগমন ও দময়ন্তী ত্যাগ।

পুষ্করের সহ পাশা খেলে রাজা নল।
ক্রমে২ রাজ্য ধন হারিল সকল॥
বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার।
সকল হারিল রাজা কিছু নাহি আর॥
হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন।
খেলিব কি আছে আর শীঘ্র কর পণ॥
অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ করহ এবার॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত লোচন।
নাহিক কহিতে শক্তি বিষণ্ণবদন॥
তবে রাজা বস্ত্র রত্ন যে ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া সব দিলেন পুষ্করে॥
এক বস্ত্র পরিধানে বাহির হইল।
অন্তঃপুরে থাকি তবে বৈদর্ভী শুনিল॥

অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিল রাজার সহ একবস্ত্রা হইয়া॥
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে॥
নল রাজা যাইবেক সন্নিকটে যার।
নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার॥
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে২ জানাইল চর।
রাজআজ্ঞা শুনিয়া লোকের হৈল ডর॥
তিন দিন ছিল নল নগরভিতর।
রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর॥
কে করে জিজ্ঞাসা তারে না যায় নিকটে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে॥
তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান।
তারপর বনমধ্যে করিল প্রয়াণ॥
পাছু২ দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুইজন॥
বহু দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্বিত॥
পক্ষি দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন।
মাংস ভক্ষি পক্ষ বেচি পাব বহু ধন॥
ধরিবার উপায় চিন্তিল মনে মন।
পক্ষির উপর ফেলে পিন্ধন বসন॥
বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবি বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে যা রে মতিভ্রম॥
সর্ব্বনাশ কৈল অক্ষ ভ্রষ্ট করি জ্ঞান।
আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান॥
আমাসভা এড়ি ভৈমী বরিল তোমারে।
তাহার উচিত ফল দিলাম তাহারে॥
এত শুনি নরপতি ভৈমীপ্রতি বলে।
যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে॥
অক্ষে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল।
বিস্ময়ে আমার প্রিয়ে জ্ঞানহত হৈল॥
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে।
এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে॥
অবন্তি নগরে লোক যায় এই পথে।
এই যে দেখহ পথ কোশলা যাইতে॥
এই পথে যাহ প্রিয়ে বিদর্ভনগরে।
শুনিয়া হইল ভৈমী কম্পিতা অন্তরে॥
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজাপ্রতি।
তব বাক্য শুনি মোর স্থির নহে মতি॥
রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইলা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা মহাদুঃখ সাগরে ডুবিলা॥
সব পাসরিব আমি থাকিলে সংহতি।
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি॥
ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখ লেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবা বড় ক্লেশ॥
নল বলে সত্য তুমি যতেক কহিলে।
ভার্য্যাসম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে॥
ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব আমি কদাচন॥
ভৈমী বলে মোরে যদি ত্যাগ না করিবা।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবা॥
এইহেতু শঙ্কা মম হয়েছে রাজন।
তোমা ছাড়ি গেলে মম নিশ্চয় মরণ॥
এক বাক্য বলি রাজা যদি লয় মনে।
বিদর্ভনগরে চল যাই দুই জনে॥
তোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত।
দেব তুল্য তোমারে পূজিবে নিত্য নিত॥
নল বলে নহে দেবি যাবার সময়।
এ বেশে কুটুম্বগৃহে উচিত না হয়॥
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে।
তব পিতৃগৃহে গেলাম চতুরঙ্গ দলে॥
এখন এ বেশে গেলে হাসিবেক লোক।
বৈরির হইবে হর্ষ সুহৃদের শোক॥
পরম বন্ধুর গৃহে যায় যদি দীন।
শক্রসম হইলেও হয় মানহীন॥
অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে।
দুঃখী হৈয়া বন্ধুগৃহে না যাব কখনে॥
তবে পুনঃ২ ভৈমী অনেক কহিল।
না শুনিল নল রাজা নিশ্চয় জানিল॥
যেই বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন।
সেই বস্ত্র সারিয়া পরিল দুই জন॥
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে।
এক বস্ত্র উভয়ে পরিল সে কারণে॥
বেগেতে চলিতে নারে যায় ধীরে২।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈয়া দোঁহে দুর্ব্বল শরীরে॥
দিব্য এক স্থান রাজা দেখিল কাননে।
পরিশ্রান্ত হইয়া শুইল দুই জনে॥
আঁকাড়ি করিয়া ভৈমী ধরিয়া রাজারে।
পাছে স্বামী যায় ছাড়ি সভয় অন্তরে॥
একে সুকুমারী বহু দিন নিরাহারা।
শোবামাত্র দময়ন্তী হৈল জ্ঞানহারা॥
দুঃখে সন্তাপিত নল নিদ্রা নাহি পায়।
মনে বিচারিল যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায়॥

এ ঘোর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে।
মম দুঃখে নিত্য২ মজিবেক শোকে॥
আমারে না দেখি কোন পথিকসংহতি।
ক্রমে২ যাইবেক পিতার বসতি॥
এ দুঃখ সমুদ্র হৈতে হইবে মোচন।
আমিহ একক হৈলে যাব যথা মন॥
একাকী রাখিয়া যাব ঘোর বনস্থল।
সেহ ভয় নাহি কেহ করিবে না বল॥
তপস্বিনী পতিব্রতা ভকতি আমাতে।
এরে কে করিবে বল নাহি ত্রিজগতে॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান।
দময়ন্তী ত্যজিব করিল অনুমান॥
এক বস্ত্র আচ্ছাদন দোঁহাকার কায়।
মনে চিন্তি কি করিব ইহার উপায়॥
পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন।
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন॥
কেমনে ত্যজিব আমি এক বস্ত্র পরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা॥
জানিয়া রাজার মন কলি খড়্গ রূপ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়্গ হরষিত ভূপ॥
অস্ত্র লয়ে পরা বস্ত্র ছেদন করিল।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল॥
ধীরে২ তথাহৈতে গমন করিল।
কত দূরহৈতে তবে বাহুড়ি আইল॥
দেখিল বৈদর্ভী নিদ্রা যায় অচেতন।
ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ২ এ ঘোর কাননে।
কি গতি হইবে প্রিয়ে আমার বিহনে॥
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা।
তোমরাও রক্ষা কর আমার বনিতা॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পুনঃ কত দূরহইতে ফিরিল রাজন॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুই দিগে মন।
ভার্য্যা স্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন॥
দময়ন্তী দুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে।
অনাথ করিয়া প্রিয়ে যাই হে তোমারে॥
পুনরপি বিধি যদি করায় ঘটন।
দেখিব তোমারে নহে এই দরশন॥
এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয়।
পাছে দময়ন্তী জাগে পুন হৈল ভয়॥
অতিবেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জন কানন॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
ঘোর দুঃখে তরে লোক যাহার শ্রবণে।
আরণ্যক নানাখ্যান কাশীদাস ভণে॥

অথ দময়ন্তীর সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রী বেশে স্থিতি।

কত ক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
সজাগ হইয়া দেখে স্বামী নাহি পাশে॥
মুর্চ্ছিতা হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হৈয়া যায় গড়াগড়ি॥
উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিগে ধায় রড়ে।
নাথ২ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে॥
অনাথ ডাকয়ে কেন না দেহ উত্তর।
কোন দিগে গেলা প্রভু নিষধঈশ্বর॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়।
তবে কেন আমারে ত্যজিলা মহাশয়॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্ব লোকে।
তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলা মোকে॥
লোকপালমধ্যে পূর্ব্বে সত্য কর প্রভু।
শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু॥
সত্যবাদী হও সত্য ছাড় কি কারণ।
লুক্কায়িত আছ কোথা দেহ দরশন॥
দুঃখ সিন্ধুমধ্যে প্রভু কেন দেহ দুঃখ।
অতিশীঘ্র আইস নাথ দেখি তব মুখ॥
ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কি বা গেলে জলপানে॥
এত বলি বনে২ ভৈমী পর্য্যটিয়া।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে যায় ধাইয়া॥
ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল।
লক্ষ২ চতুর্দ্দিগে তাহারা বেড়িল॥
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী করে বন ভ্রম।
অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিল ভুজঙ্গম॥
বিকট দশন আর বিকট গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন॥
বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে॥
আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন।
নিশ্চয় হইলাম অজগরের ভক্ষণ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী করিয়া হা নাথ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ॥

শীঘ্রগতি আসি ব্যাধ দেখি অজগর।
দুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণ শর॥
সর্প মারি মৃগয়ু জিজ্ঞাসে বৈদর্ভীরে।
কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন ঘোরে॥
সকল বৃত্তান্ত তারে বৈদর্ভী কহিল।
বৈদর্ভীর রূপে ব্যাধ আকুল হইল॥
সম্পূর্ণ চন্দ্রমা মুখ পীন পয়োধর।
বচন অমৃতে ব্যাধে বিন্ধে স্মরশর॥
কামাতুর হৈয়া যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিছে অন্তরে॥
সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি।
নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি॥
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হউক ভস্মরাশি দুরাশয়॥
এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হৈয়া গেল।
স্বামির উদ্দেশে সতী বৈদর্ভী চলিল॥
মহাঘোর বনে গিয়া করিল প্রবেশ।
নানা জাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ॥
সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বিপ খড়গ কৃষ্ণসার।
মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জ্জার॥
শল্লকী নকুল গোধা মুষিক বানর।
নানা জাতি গগণে পরশে তরুবর॥
শাল তাল পিয়াল যে অর্জ্জুন চন্দন।
শিমুল খর্জ্জুর জাম কদম্ব কাঞ্চন॥
আম্রাতক বিভীতক ফল আমলকী।
পলাশ ডুম্বর ভল্লাতক হরীতকী॥
খদির পাণ্ডবি পিচুমর্দ্দ কোবিদার।
শাকট কপিত্থ যে অশ্বত্থ বট আর॥
নোয়ারি বদরি বিঞ্চি বহেড়া পর্কটি।
অশোক চম্পক কেন্দু তিন্তিড়ীক ঝাঁটি॥
বাপী সর তড়াগ সিন্ধুর সম নদী।
নানা ঋতু রম্য স্থান বহু রত্ন নিধি॥
যত২ দেখে ভৈমী অন্যে নাহি মন।
স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন॥
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে॥
সিংহগ্রীব প্রভু মম বিশাললোচন।
দীর্ঘতর যুগ্ম ভুজ অর্দ্ধাঙ্গ বসন॥
অহে সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর।
বনের বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর॥
সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোন দিগে।
অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে॥

অনন্তরে এক মহা সরিত দেখিল।
প্রণাম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল॥
তরঙ্গিণি কহিয়া স্বামির সমাচার।
শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার॥
ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর।
জলপানে আসিয়াছিলেন তব তীর॥
তথা হৈতে গেল ভৈমী না পায়ে উত্তর।
অতিউচ্চতর এক দেখে গিরিবর॥
তাহাকে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া ক্রন্দন।
অতিউচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগণ॥
বহুদূর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর।
কহ মোরে কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর॥
পঙ্কজ কেশর অঙ্গ কর স্পর্শে জানু।
কর্ণান্তে নয়ন মুখশোভা শীতভানু॥
বীরসেনসুত প্রভু নিষধঈশ্বর।
দেখিলা কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর॥
এইমত গিরিপৃষ্ঠে ভ্রমে কত দিন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হতজ্ঞান বদন মলিন॥
যুগল নয়নে বহে জলধর প্রায়।
অর্দ্ধ ভাষা মুক্তকেশা ধূলি সর্ব্ব গায়॥
তথা হৈতে চলি যায় উত্তর মুখেতে।
মুনির আশ্রমে যায় তৃতীয় দিনেতে॥
অনাহারী বাতাহারী দীর্ঘ গোপ দাড়ি।
কর পদ সর্পবৎ নখ ধরে বেড়ি॥
দেখি দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
প্রণতি করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া॥
ভৈমীরে জিজ্ঞাসে মুনি মধুর বচনে।
কে তুমি কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে॥
দময়ন্তী বলে আমি পতিবিরহিণী।
এইবনে হারাইল মম পতিমণি॥
অন্বেষণ করি তারে করি সেই ধ্যান।
হারা ধন পাই যদি তবে রহে প্রাণ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কোন্‌দেশে যাব।
নিশ্চয় কি পুনরপি দরশন পাব॥
এত শুনি মুনিরাজ আশ্বাস করিল।
না কর রোদন তব দুঃখ শেষ হইল॥
পাইবা স্বামিরে পুন পাবা রাজ্য ভার।
পুত্র কন্যা সহ সুখে বঞ্চহ অপার॥
এত বলি ঋষিগণ অন্তর্ধান হইল।
বিস্ময় মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল॥
নদ নদী কণ্টক পর্ব্বত ঘোর বনে।
রাত্রি দিন চলি যায় নিরাতঙ্ক মনে॥

যাইতে২ দেখে এক নদীকূলে।
বহুদ্রব্য সঙ্গে লয়ে বহু লোক চলে॥
ভৈমীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল।
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল॥
কেহ হাসে কেহ নাচে চিত্রের পুতলি।
রাক্ষসী পিচাশী কিবা মানুষী বাতুলী॥
দয়াময় হইয়া জিজ্ঞাসে কোন জন।
কে তুমি একাকী ভ্রম নির্জ্জন কানন॥
বৈদর্ভী বলিল নহি রাক্ষসী পিচাশী।
স্বামি অন্বেষিয়া ভ্রমি আমিত মানুষী॥
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে।
সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তারে॥
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ।
তোমাভিন্ন এ বনে না দেখি অন্য জন॥
চেদি রাজ্য যাই মোরা বাণিজ্য কারণ।
আইস আমার সঙ্গে যদি লয় মন॥
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি।
সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজপতি॥
হেন মতে কতপথে এক রম্যস্থলে।
একটী যে সরোবর শোভিত কমলে॥
শ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ।
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন॥
নিশাকালে হস্তিগণ জলপানে আইল।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল॥
দশনে চিরিল কারে শুণ্ডে জড়াইল।
বাণিজ্যের লোকমধ্যে মহারোল হৈল॥
প্রাণভয়ে কোন দিগে যায় কোন জন।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষআরোহণ॥
বৃক্ষোপরি থাকিয়া করিছেন রোদন।
হায় বিধি মোর ভাগ্যে ছিল এ লিখন॥
জন্মকালহৈতে আমি জানি নিজমনে।
এমন দুষ্কৃত আমি না করি কখনে॥
তবে কেন বিধি মোরে কৈল হেন গতি।
অধিক সন্তাপ মোর উপজিল নিতি॥
মোর স্বয়ম্বরে এসেছিল দেবগণ।
নিরাশ হইয়া ক্রোধ কৈল সর্ব্বজন॥
সেই হেতু আমার না দেখি শ্রেয় আর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না যায় আমার॥
রজনী প্রভাত হৈলে যে যেখানে ছিল।
চারিদিগহৈতে আসি একত্র মিলিল॥
ভয় পাছে তথাহৈতে যায় শীঘ্রগতি।
কত দিনে চেদি রাজ্যে উত্তরিল সতী॥

বিবর্ণবদনা কৃশা অঙ্গে অর্দ্ধ বাস।
ধূলিতে ধূসর কায় ঘন বহে শ্বাস॥
বনহৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ।
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক দেখি তার বেশ॥
যুবা বৃদ্ধ নগরেতে যত নারীগণ।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া চলিল সর্ব্বজন॥
কেহ বা কর্দ্দম দেয় কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোক মেলা॥
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল॥
হোর দেখ নারী এক নগরে আইসে।
মলিনা বিবর্ণরূপা বেষ্টিতা মানুষে॥
শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেইক্ষণে॥
ভৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা।
কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা॥
দময়ন্তী বলে শুন কহি রাজমাই।
জাতিতে মানুষী আমি সৈরিন্ধ্রী বলাই॥
দ্যূতে হারি স্বামী মোর পশিল কাননে।
অপ্রমিত গুণ তাঁর না যায় কথনে॥
সঙ্গেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে॥
এত বলি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলয়ে বচন॥
না কান্দহ কন্যা তুমি চিত্ত কর স্থির।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর॥
পাইবা স্বামির দেখা থাক মোর বাসে।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে॥
ভৈমী বলে এত যদি ক্ষমিবা আমারে।
তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে॥
পুরুষ সহিত মম নহিবে কথন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবা কদাচন॥
না ছুঁইব উচ্ছিষ্ট না পদে দিব হাত।
পূর্ব্বাপর ব্রত মম কহি রাজমাত॥
বৃদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবা স্বামি অন্বেষণে।
এতেক করিলে রহি তোমার সদনে॥
সেইরূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা।
ডাকিল সুনন্দানামে আপন দুহিতা॥
রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি।
সখ্য কর তুমি এই সুন্দরী সংহতি॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
অরণ্য পর্ব্বের কথা নলের চরিত্র॥

অশেষ প্রকারে আমি করিনু রচন।
শুনিলে পরম সুখ বৈকুণ্ঠে গমন॥
কাশীরাম বিরচিল করি গীত ছন্দ।
সজ্জন রসিক জন পীয়ে মকরন্দ॥

অথ কর্কোট নাগের দংশনে
নলের বিকৃতাকার।

লঘু ত্রিপদী।

হোতা ভৈমী ছাড়ি পরি অৰ্দ্ধ শাড়ি
চলিল নৃপতি নল।
বায়ুবেগে ধায় পাছু নাহি চায়
অঙ্গে বহে শ্রমজল॥
হেনকালে শুনি দাবানলে ধ্বনি
রাখ রাখ নলরাজ।
অহে পুণ্য শ্লোকে রক্ষা কর মোকে
পুড়ি আমি অগ্নিমাঝ॥
শুনি দয়াময় ডাকেন নির্ভয়
স্মরণ কে করে মোরে।
শুনি ফণিপতি কহে নলপ্রতি
নিবেদি দুঃখ তোমারে॥
আমি নাগরাজ অনন্ত অনুজ
কর্কোটনাম ভুজঙ্গ।
নারদের শাপে সদা পুড়ি তাপে
অচল হইল অঙ্গ॥
শেষ হইল দুঃখ দেখি তব মুখ
শাপান্ত করিল মুনি।
বিলম্ব না কর সত্বর উদ্ধার
দহয়ে দারু আগুনি॥
পর্ব্বতআকার শরীর আমার
দেখি পাছে কর ভয়।
তুমি পরশিতে সম্বরিব হাতে
না হইবে শ্রম তায়॥
শুনি নরপতি দয়াময় অতি
আনিল অনলহৈতে।
পাইয়া অভয় নাগরাজ কয়
সখ্য হৈল তব সাতে॥
তব শ্রম কায শুন মহারাজ
কোলে করি মোরে লহ।
বিপুল শবদে গণি পদে২
কত দূর লইয়া যাহ॥
তার বাক্য শুনি পদে২ গণি
দশ চরণ চলিল।
দশ ডাক শুনি দংশিলেক ফণি
ছাড়িয়া অন্তর হৈল॥
নল বলে ভাল সখা ধর্ম্ম রৈল
সখারে দংশন কর।
নাহি দোষ তব জাতির স্বভাব
উপকারি লোকে মার॥
বলে নাগপতি না ভাব দুর্গতি
করিয়াছি উপকার।
কুৎসিত মুরতি হৈলা নরপতি
অঙ্গ দেখ আপনার॥
দুঃখের সময় কভু ভাল নয়
ভূপতি লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে যথায় যাইবে
যে হেতু হৈলা বিরূপ॥
যবে ইচ্ছা মনে আমার স্মরণে
আপন রূপ পাইবা।
রাজা ঋতুপর্ণ পালে চতুর্ব্বর্ণ
তাহার সারথি হবা॥
বৈদর্ভী রূপসী তোমার প্রেয়সী
আরো তনয় তনয়া।
কুশলে ভেটিবা পুন রাজা হবা
নিষধ রাজ্যেতে গিয়া॥
এতেক কহিয়া বস্ত্র এক দিয়া
অন্তর্ধান হয়ে গেল।
নাগের বচন শুনিয়া রাজন
অযোধ্যাপুরী চলিল॥
ভারত কমল শ্রবণ মঙ্গল
সাধু দিলেন প্রকাশ।
কৃষ্ণদাসানুজ কৃষ্ণপদাম্বুজ
বন্দি কহে কাশীদাস॥

অথ অযোধ্যানগরে বাহুক নামে
নল রাজার স্থিতি।

পয়ার।

তবে নল নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশ করিল পথ ক্লেশে॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্ব শিক্ষাকৃতী॥

বাহুক আমার নাম শুন মহামতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥
আর এক মহাবিদ্যা জানি যে রাজন।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন ॥
এত শুনি নরপতি করিল আশ্বাস।
যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ॥
যত অশ্বপালের উপরে হবা পতি।
যে বাঞ্ছিবা তাহা দিব থাকিবা সংহতি॥
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনি রাজা নিদ্রা নাহি যায় ॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে দময়ন্তী কোথা গেল প্রিয়া ॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে নীরাহারে আছে কোন স্থানে॥
কতেক কান্দিবে প্রিয়া মোরে না দেখিয়া।
কোন কর্ম্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া॥
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে নারী বঞ্চিবে কেমনে॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাঁচি মৃতবত ॥
বনপর্ব্বে নলাখ্যান যেই জন শুনে।
অশেষ দুঃখেতে পার হয় সেই জনে ॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরামদাস কয় ॥

অথ দময়ন্তীর পিত্রালয়ে আগমন ও নলের উদ্দেশ।

ভার্য্যাসহ গেল নল অরণ্যভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পাইল ভীম নৃপবর॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম নরপতি।
সহস্র২ দ্বিজ আনি শীঘ্রগতি ॥
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন।
নল দময়ন্তীর করহ অন্বেষণ ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবা বার্ত্তা আসি।
সহস্র২ গবী দিব রত্ন ভূমি ॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ন ধন।
দুই জন মধ্যে যে দেখিবে এক জন ॥
এত বলি দ্বিজগণে মেলানি করিল।
সেইক্ষণে দ্বিজগণ চতুর্দ্দিগে গেল ॥
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমি নানা দেশ।
সুবাহু রাজার গৃহে করিল প্রবেশ ॥
বহু দিন থাকি তথা পাইল উদ্দেশ।
রাজগৃহে আছে নারী সৈরিন্ধ্রীর বেশ ॥
রাজগৃহে গিয়া তবে দ্বিজ বিচক্ষণ।
নিকটে সৈরিন্ধ্রী ডাকি করে নিরীক্ষণ ॥
চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ মুক্ত কেশা।
চারু পীনপয়োধরা সুনাসা সুভাষা ॥
পদ্ম যেন বিদলিত হস্তি দন্তাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিদলিত সৈংহিকেয় দাঁতে ॥
ক্ষিতিমধ্যে নাহিক ইহার রূপসীমা।
এই সে সৈরিন্ধ্রী হবে বিদর্ভচন্দ্রমা ॥
স্বামির বিচ্ছেদে কৃশা বিবর্ণবদনী।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলে দ্বিজমণি ॥
মোর দিগে বরাননি কর অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃসখা জান ॥
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ দেশান্তর।
চারি দিগে গিয়াছে ব্রাহ্মণ বহুতর ॥
কন্যা পুত্র দুই তব আছে শুভ তরে।
তব শোকে পিতা মাতা প্রাণমাত্র ধরে ॥
এত শুনি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
শুনিয়া আইল অন্তঃপুর নারীগণ ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কান্দিল।
বার্ত্তা পায়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল ॥
কাহার তনয়া এই কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হৈল প্রভাবিণী ॥
যদি তুমি জানহ জানাহ দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তারে করিল উত্তর ॥
বিদর্ভঈশ্বর ভীম তাঁহার দুহিতা।
পুণ্য শ্লোক নল রাজা তাঁহার বনিতা ॥
নিজভর্ত্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্য পশিল গিয়া কেহ না দেখিল ॥
এই হেতু সহস্র২ দ্বিজগণ।
দেশ দেশান্তর গিয়া করে পর্য্যটন ॥
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে।
ভ্রূমধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহারে ॥
বিশেষতঃ ক্ষিতিমধ্যে নাহিক উপমা।
মুনিগণ বলে দোঁহে কান্তকান্তাসীমা ॥
এত শুনি রাজমাতা আপনা পাসরে।
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রু জলভরে ॥
এত কাল অজ্ঞাত আছহ মম ঘরে।
কি কারণে পরিচয় না দিলা আমারে ॥
তোমার জননী গো আমার সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা ॥

বীরবাহু মম পতি ভীম তব পিতা।
সে কারণে তুমি মোর ভগিনীদুহিতা॥
এই রাজ্য ধন যে আপন করি জান।
এত বলি বৈদর্ভীরে করিল সম্মান॥
শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল।
বিনয়পূর্ব্বক তারে কহিতে লাগিল॥
পিতৃ মাতৃ বিহীন যুগল শিশু আছে।
জনক জননী মোর, দুঃখ পাইতেছে॥
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন।
শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া সুবেশ।
দিব্য রথ দিয়া পাঠাইল নিজ দেশ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানা দেশ ভ্রমি আইল পিতার ভবন॥
শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
উর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্ত কেশা হৈয়া॥
তাত মাতৃ পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে২ মিলিল যতেক বন্ধু জন॥
ভোজন করিয়া ভৈমী করিল শয়ন।
একান্তে মায়েরে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
জীয়ন্ত আছি যে আমি না করিহ মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে॥
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ॥
এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া।
কন্যার যতেক কথা কহিল কান্দিয়া॥
শুন২ ভূপতি আমার নিবেদন।
চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার যাউক দ্বিজগণ॥
নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে।
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে॥
এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিগে পাঠাইল নলঅন্বেষণে॥
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সভাকারে এইরূপে বচন বলিল॥
একাকী নির্জ্জনে চিরি লৈয়া অর্দ্ধ শাড়ী।
কোন দেশ ছাড়ি গেল অনুরক্তা নারী॥
যেই দেশে যেই গ্রামে করিবা প্রয়াণ।
এই কথা জিজ্ঞাসিহ সভে সেই স্থান॥
ইহার উত্তর যদি দেয় কোন জন।
শীঘ্র আসি আমারে কহিবা সেইক্ষণ॥
ইহার সম্বাদ মোরে যেই আসি দিবে।
নিশ্চয় জানিহ সেই ভৈমীকে কিনিবে॥

এত শুনি চলিল যতেক দ্বিজগণ।
রাজ্যপুর গ্রামপুর পথি লোষ্ট্র বন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
হরির ভাবনা যেবা করে সর্ব্বক্ষণ।
কাশীরাম দাস কহে নল বিবরণ॥

অথ ঋতুপর্ণ রাজার বিদর্ভ দেশে যাত্রা এবং নলের কলি ত্যাগ।

তবে বহু দিনেতে পর্ণাদ নামধর।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর॥
ভ্রমিলাম বহু রাজ্য কত লব নাম।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম॥
যেমত বলিলা তুমি শুনাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায়॥
সভায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ।
জানিয়া না বৈল তারা রাজমন্ত্রিগণ॥
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃতিআকৃতি॥
শুনিয়া সে মুহুর্মুহু করিল করুণ।
কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল পুনঃ২॥
পশ্চাৎ আমারে সে করিল এ উত্তর।
কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই শুন দ্বিজবর॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে।
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে॥
মূর্খ কিম্বা ধনহীন হয় যদি পতি।
অধর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম করে নিতি২॥
সতী নারী পতি দোষ কখন না ধরে।
সে দোষ ঢাকিয়া পুন গুণ ব্যক্ত করে॥
তার ধর্ম্ম হয় অতি এই সে বিধান।
স্বামিহৈতে অতিকষ্ট নারী যদি পান॥
তথাপি স্বামির নিন্দা কদাচ না করে।
নিজ কর্ম্ম নিন্দে কিম্বা নিন্দে আপনারে॥
শুনি তাঁর বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি।
করহ উপায় যেই মনে লয় সতি॥
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণ মুখী।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি॥
শুন গো জননি মোর যদি হিত চাও।
সুদেব ব্রাহ্মণেরে অযোধ্যায় পাঠাও॥
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু ধন গ্রাম।
নিজগৃহে গিয়া দ্বিজ করহ বিশ্রাম॥

যে করিলা তুমি তাহা কেহ নাহি করে।
নল আইলে যাহা বাঞ্ছা দিব তা তোমারে॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল॥
যাহ বিপ্র অযোধ্যা নগরে একবার।
অসময়ে আমার করহ উপকার॥
এই পত্র দেহ গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাহ অবগতি॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভনগর॥
বহু দিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
যদি যাহ যাহ শীঘ্র না কর বিলম্ব॥
যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল।
ইহা তবে কহিবা না জানি কোথা গেল॥
জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্ত্তা।
সে কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা॥
আজি রাত্রি প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বর।
পারিলে তথায় শীঘ্র যাহ নৃপবর॥
নল সম নাহি লোক চালাইতে রথ।
নিমিষেতে যায় শত যোজনের পথ॥
নিশ্চয় জানিব তথা যদি নল থাকে।
তবে শীঘ্র বার্ত্তা পাইলে আসিবে হেতাকে॥
এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর।
কত দিনে উপনীত অযোধ্যা নগর॥
কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল।
পত্র পায়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল॥
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্ব লোকে জানে।
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবা রাত্রি দিনে॥
আজি নিশা প্রভাতে উদয়ে তিমিরান্তে।
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে॥
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম কদাচিত॥
মুহূর্ত্তেকে নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা।
নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা॥
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে।
তনয় তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে॥
সতী সাধ্বী দময়ন্তী ভক্তা যে আমায়।
আমার কারণ হেন করিছে উপায়॥
অসৎ কর্ম্ম দ্যূতে আমি পশিলাম বনে।
তেঁই আমি মন্দ ভাষা শুনিনু শ্রবণে॥
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে।
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে॥

এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভনগর॥
এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ লহ এ আমার পাশ॥
নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার॥
এত শুনি অশ্বশালা প্রবেশ করিল।
একে২ সকল তুরঙ্গ নিরখিল॥
দেখিতে শরীরে কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়া।
বাছিয়া বাহির কৈল নল পাঁচ যোড়া॥
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন॥
সহস্র২ মম আছে অশ্বগণ।
পর্ব্বতীয় ঘোড়া সব পর্ব্বতগমন॥
তাহা ছাড়ি হীনশক্তি দুর্ব্বল আনিলা।
কেমনে বহিবে রথ কিমত বুঝিলা॥
পরিহাস কর মোরে বুঝি অনুমানে।
পুনঃ২ কহে রাজা কঠিন বচনে॥
বাহুক বলিল যদি যাইবা রাজন।
আমার বচনে কর রথআরোহণ॥
ইহাভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে লইতে।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে॥
রথ হস্তী পদাতি সাজিল সৈন্যগণ।
ঋতুপর্ণ রাজা কৈল রথে আরোহণ॥
চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি।
শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ুবেগ গতি॥
কোথায় রহিল রথ কোথা সৈন্যগণ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন॥
এই কি মাতলি যে সারথি পুরুহূত।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুত॥
হেন শক্তি নাহি কারো পৃথিবীমণ্ডলে।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে॥
নলরাজা বিনা আর নহিবেক আন।
বীর্য্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সমান॥
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার॥
এত মনে ঋতুপর্ণ করিয়া বিচার।
বন সব পর্ব্বত অনেক হইল পার॥
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী।
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি॥
উত্তরি লইতে রাজা পাছু পানে চায়।
বাহুক বলিল হেথা উত্তরী কোথায়॥

পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল।
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল॥
রাজা বলে বাহুক শুনহ মোর বাণী।
আমি এক দ্রব্যসংখ্যাবিদ্যা ভাল জানি॥
গণিতে সর্ব্বজ্ঞ নাহি আমার সমান।
এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ॥
পঞ্চ কোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল।
এত শুনি বলিল নিষধরাজা নল॥
হেন বিদ্যা নাহি যাহা আমি নাহি জানি।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি॥
রাজা বলে চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময়॥
স্বয়ম্বরহইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবা গণিয়া॥
বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনি লইব আমি রথ॥
মুহূর্ত্তেক রথ অশ্ব ধর নৃপবর।
ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বত্থের তল।
গণিয়া বুঝিল যে হইল পত্র ফল॥
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর মহামতি॥
এমত শুনিয়া রাজা বাহুকবচন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন॥
অশ্ববিদ্যা মন্ত্র যদি শিক্ষাবা আমারে।
আমিও গণনা বিদ্যা শিক্ষাব তোমারে॥
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে কৈল মন্ত্রদীক্ষা॥
মহামন্ত্রদীক্ষা যদি করিলেন নল।
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল॥
একে কর্কোটের বিষ জর২ দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি স্থির নহে॥
সেই ক্ষণে অঙ্গহৈতে হইল বাহির।
মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়্গ করি রাজা কাটিবারে যায়॥
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করিহ নাশ শুন মহাশয়॥
দময়ন্তীশাপে মোর সদা পোড়ে অঙ্গ।
বিশেষ দহিল দংশি কর্কোট ভুজঙ্গ॥
তোমাহৈতে দুঃখ রাজা বিশেষ আমার।
বুঝি ক্রোধ কুরু ক্ষমা না কর সংহার॥
আমারে না মার তবে হইবেক কায।
এক কীর্ত্তি দিব বহু পৃথিবীর মাঝ॥
যেই জন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন॥
আর এক কথা বলি শুন নরবর।
কহিতে তোমার কীর্ত্তি নাহি অবসর॥
কর্কোটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে নাহি আমি যাব সেই স্থল॥
এত শুনি কলিরে ছাড়িল নরবর।
রথে চড়ি গেল দোঁহে বিদর্ভনগর॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শ্রবণে খণ্ডয়ে তাপ ভবসিন্ধু তরি॥
কাশীরাম দাসের প্রভু নীল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥

অথ ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ দেশে আগমন।

রথ চালাইয়া দিল নিষধঈশ্বর।
নিমিষেকে পাইল সে বিদর্ভনগর॥
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জ্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে॥
তৃষ্ণাতে চাতক সব করে কলরব।
উর্দ্ধমুখ করি চাহে জলাকাঙ্ক্ষী সব॥
বিদর্ভের লোক সব এক দৃষ্টে চায়।
রথ শব্দ শুনি ভৈমী উল্লাসে হৃদয়॥
রথ চালাইয়া এই জন্মায় বিস্ময়।
নল বিনা হেন শক্তি অন্যের কি হয়॥
আজি যদি আমি নল প্রভু না পাইব।
জ্বলন্ত অনলে তবে প্রবেশ করিব॥
পর নিন্দা পরদ্বেষ কটুবাক্য লোকে।
কখনহ যদি মোর ভাষে নাহি মুখে॥
কভু নাহি কহি কটু প্রভুরে উত্তর।
তবে আজি ভেটিব আপন প্রাণেশ্বর॥
এত বলি দময়ন্তী প্রাসাদে চড়িয়া।
রথের গবাক্ষদ্বার চাহে নিরক্ষিয়া॥
রথেহইতে নামে তবে ইক্ষ্বাকুনন্দন।
যথা ভীম নরপতি করিল গমন॥
না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া।
কি কর্ম্ম করিনু আমি হেথায় আসিয়া॥
ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তারে দিল মহামতি॥

ভীম রাজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ।
হেথা আগমন কেন হৈল অকস্মাৎ॥
শুনিয়া নৃপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন জানিল নিশ্চয়॥
স্বয়ম্বর হইলে আসিত রাজগণ।
ভাবিয়া নৃপতি তবে বলিল বচন॥
আসিয়াছিলাম অন্য আছিল কারণ।
আসিলাম করিতে তোমার সম্ভাষণ॥
ভীম রাজা বলে শুন কি ভাগ্য আমার।
সেকারণে তোমার হেথায় আগুসার॥
শ্রমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস।
এত বলি দিল বাসা অপূর্ব্ব আবাস॥
আবাসভিতরে উত্তরিল নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি॥
অশ্বগণ পরিচর্য্যা করিয়া বান্ধিল।
প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল॥
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাহার।
নল রাজা না দেখি যে কেমন বিচার॥
এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে।
যাহ শীঘ্র কেশিনি জিজ্ঞাস সারথিরে॥
দেখিয়া উহাঁর মুখ হৃষ্ট মম মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ॥
এত শুনি কেশিনি চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি॥
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা।
কে তুমি কি হেতু আইলা জিজ্ঞাসিতে কথা॥
বাহুক বলিল মোর অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ নৃপতির হই যে সারথি॥
এথাহৈতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
রজনী প্রভাতে বরিবেক অন্য স্বামি।
এই হেতু ঋতুপর্ণ আইল শীঘ্রগামী॥
শতেক যোজনহৈতে আইল নরপতি।
বাহুক আমার নাম তাহার সারথি॥
পুণ্য শ্লোক নল বীরসেনের কুমার।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি সারথি তাঁহার॥
তাঁর ভার্য্যা ভৈমীর তাদৃশ আচরণ।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন বড় হৈল মম মন॥
দ্বিতীয় বয়েসে এই তৃতীয়ে কি হবে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে অন্য করিবে॥
এত শুনি কেশিনী বাহুকপ্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি নৃপতি কোথা রয়॥

অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে॥
সেই বস্ত্র পরিয়া আছয়ে অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্ন জল পুণ্য শ্লোক জপি॥
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
চারি ধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল॥
রাজা বলে যেই হয় কুলবতী নারী।
স্বামির বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি॥
আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামির কারণ।
তথাপি স্বামির নিন্দা না করে কখন॥
বিবস্ত্র হইয়া সেই পশিল কানন।
অল্প ভাগ্য নহে তার পাইল জীবন॥
হেনজনে ক্রোধ করিবারে যোগ্য নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয়॥
এত বলি শোকাকুল কান্দে নরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমীপ্রতি॥
ভৈমী বলে নল এই নহে অন্য জন।
পুনরপি যাহ তুমি বুঝহ লক্ষণ॥
কি আচার কি বিচার কোন কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবা সত্বরে॥
আজ্ঞা পায়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন॥
কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনি।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি॥
রন্ধন সামিগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে।
মাংসআদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে॥
সে সব সামিগ্রী দিল বাহুকের স্থান।
দেখিয়া তাহার কর্ম্ম হয়েছি অজ্ঞান॥
শূন্য কুম্ভে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণ কুম্ভ তখনি হইল অকস্মাৎ॥
সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল।
তৃণ কাষ্ঠ ছিল কিন্তু অনল না ছিল॥
তৃণ মুষ্টি হস্তে করি কাষ্ঠমধ্যে দিল।
দৃষ্টিমাত্রে তৃণ কাষ্ঠ আপনি জ্বলিল॥
ক্ষণমাত্রে সব দ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে আর কেন বুঝেছি কারণ॥
কেশিনি যদ্যপি তুমি যাহ আরবার।
ব্যঞ্জন আনহ কিছু রন্ধন তাঁহার॥
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ॥
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন।
নিশ্চয় জানিল এই নলের রন্ধন॥

তবে কন্যা পুত্র দিয়া কেশিনী সংহতি।
কি বলে বুঝিয়া তুমি আইস শীঘ্রগতি॥
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন নন্দিনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি॥
দোঁহা মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পুনঃ২ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে॥
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল রাজন।
দুই শিশু দেখি মোর স্থির নহে মন॥
এই মত কন্যা পুত্র আছে যে আমার।
বহু দিন দেখা নাই সঙ্গে দোঁহাকার॥
সেই অনুতাপ চিত্তে হইল রোদন।
অপত্য বিচ্ছেদে তাপ নহে সম্বরণ॥
পাছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা।
লয়ে যাহ দুই শিশু কার্য্য নাহি হেথা॥
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
যতেক প্রস্তাব গিয়া ভৈমীরে কহিল॥
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্রা হইল দর্শনে।
শীঘ্র গিয়া জানাইল জননীর স্থানে॥
আজ্ঞা যদি কর যাই নল দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে॥
তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি দরশনে যায় মরালগামিনী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
একমনে শুনিলে জন্মে যে দিব্য জ্ঞান॥
আরণ্যকে উত্তম নলের উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

অশ্বশালে গিয়া ভৈমী নিকটে দেখিয়া স্বামী
জটিল মলিন জীর্ণ বাস।
দুঃখানলে অঙ্গ দহে চক্ষে অশ্রুজল বহে
সকরুণে কহে মৃদুভাষ॥
হেদে হে বাহুক নাম এবা দেখি কোন ঠাম
ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ এক জনে। [ঘুমে
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে স্ত্রী কোলে আছিল
একা ছাড়ি পলাইল বনে॥
বিনা নল পুণ্য শ্লোক পৃথিবীর অন্য লোক
কে করিল কহ নাম ধরি।
সদাকাল অনুব্রতা বিশেষ পুত্রের মাতা
কোন দোষে নহে দোষকারী॥
যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র ত্যজিয়া অমরবৃন্দ
করিল বরণ যেইজনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তি কি হেতু এমন বৃত্তি
ত্যাগ করি নির্জ্জন কাননে॥
সভায় করিল সত্য রাখিব তোমারে নিত্য
করিয়া প্রাণের সমসর।
নল হেন সত্যবাদী এমন করিল যদি
আর কি করিবে অন্য নর॥
দময়ন্তীবাক্য শুনি লাজে কহে নৃপমণি
পারিলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট করিলেক যেই দুষ্ট
বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা॥
তোমাকে ছাড়িয়া বনে হের দেখ বরাননে
অস্থিচর্ম্ম প্রাণমাত্র জাগে। [জীতে
ইহা না ভাবিয়া চিতে দেখিলা আমারে
না বুঝিয়া মজ অনুযোগে॥ [মো
কলি ছাড়ি গেল আমা তেঁই দেখিলাম তো
ক্রোধ সম্বরহ শশিমুখি।
যেই নারী পতিব্রতা না ধরে স্বামির কথা
স্বামি দোষ নয়নে না দেখি॥
আর শুনিলাম বার্ত্তা বরিবা কি অন্য ভর্ত্তা
কহিল তোমার দ্বিজবর।
রাজ্যে২ দূত গেল সর্ব্বলোকে বার্ত্তা দিল
ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
কৌশলে শুনিয়া কথা তেঁই আইলাম হেথা
কারে বর দেখেছ নয়নে।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম রাজকুলে লয়ে জন্ম
কহ করিয়াছে কোন জনে॥
শুনিয়া স্বামির বাণী করিয়া যুগল পাণি
নিতম্বিনী কহে সবিনয়।
তব হেতু মহারাজ ত্যজিলাম কুললাজ
ত্যজিলাম গুরুজন ভয়॥
পূর্ব্বে তব অন্বেষণে পাঠাইল দ্বিজগণে
পর্ণাদ কহিল সমাচার।
তেঁই এ উপায় করি পাঠাই অযোধ্যাপুরী
কোন স্থানে নাহি যাই আর॥
কর্ত্তব্য বচন মনে তোমা বিনা অন্য জনে
নাহি চাহি নয়নের কোণে। [প্রাণ
যদি কর পাপ জ্ঞান তোমার সাক্ষাতে
বাহির হউক এইক্ষণে॥

চন্দ্র সূর্য্য বায়ু সাক্ষি এখনি বলিবে ডাকি
যদি আমি হই পতিব্রতা। [করে
ভৈমী বলে উচ্চৈঃস্বরে পুষ্প বৃষ্টি দেবে
ডাকে বলে পবন দেবতা॥
ত্যজ রাজা মনস্তাপ বৈদর্ভীর নাহি পাপ
স্বধর্ম্মেতে হৈয়াছে রক্ষিতা।
যাবৎ গিয়াছ তুমি রক্ষা করিয়াছি আমি
তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা॥
অকস্মাৎ এই বাণী শুনিল দুন্দুভি ধ্বনি
গগণে হইল আচম্বিত।
দেখি মনে হৈল শান্তি খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি
ভৈমীর বুঝিয়া ধর্ম্মমত॥
ধরিয়া যুগল করে বসাইল উরুপরে
আশ্বাস করিল মৃদুভাষে।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাসে॥

অথ ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশগমন ও নলের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি।

পয়ার।

নিজ রূপে দেখি স্বামী আনন্দিত মন।
বহু দিনে বৈদর্ভী করিল আলিঙ্গন॥
দেখা চারি বৎসরে হইল দোঁহাকার।
পুনঃ২ আলিঙ্গন পুনঃ শিষ্টাচার॥
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখ কহিল শুনিল।
প্রভাতে উভয়ে ভীমনৃপেরে ভেটিল॥
জামাতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার।
আলিঙ্গন দিয়া বল্লে সকলি তোমার॥
ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার।
জানিল যে নল রাজা বাহুক আমার॥
দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল নৃপবর।
শীঘ্রগতি গেল যথা নিষধঈশ্বর॥
ঋতুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার।
তেঁই সে হইল এ মিলন দোঁহাকার॥
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবা আমারে।
শুনিয়া নিষধরাজ বলিল তাহারে॥
কখনহ দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
হৈলে হয় সে ক্রোধ নাহিক মম মনে॥
ত্রাসিত কলির ত্রাসে বড় দুঃখ পেয়ে।
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হয়ে॥
তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ সময়।
সুখেতে ছিলাম যেন আপন আলয়॥
বিপদ সময়ে রাজা যারে যেই রাখে।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই ধর্ম্ম রাখে তাকে॥
অতএব শুন রায় করি নিবেদন।
এমন বিপদে স্থান দেয় কোন জন॥
হইলা পরম সখা আর কি বলিব।
গাইব তোমার গুণ যত কাল জীব॥
যাহ সখা নিজ রাজ্যে করহ গমন।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন॥
সারথি করিয়া আর কোশলার রায়।
আপনার রাজ্য গেল লইয়া বিদায়॥
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধরাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া॥
এক রথ ষোল হাতি পঞ্চাশ তুরঙ্গ।
ছয় শত পদাতিক নৃপতির সঙ্গ॥
নিজ রাজ্যে আইলেন নল নরপতি।
পুষ্করের নিকটে গেলেন শীঘ্রগতি॥
পুষ্করে বলিল তোরে সর্ব্ব রাজ্য দিয়া।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া॥
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার।
আপনার আত্মা পণ করিব এবার॥
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার।
হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার॥
দ্যূত ক্রীড়া করিব আনহ পাশা সারি।
নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি॥
নলের বচন শুনি পুষ্কর হাসিয়া।
বলে বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া॥
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলা বনে।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মোর মনে॥
দময়ন্তী দেবনে না কৈলা রাজা পণ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন॥
এত বলি পুষ্কর আনিল পাশা সারি।
দুই জনে বসিল আপনা পণ করি॥
জিনিল নৃপতি নল হারিল পুষ্কর।
পুষ্কর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর॥
হারিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন।
পুষ্কর কম্পিত তনু সজল নয়ন॥
ধার্ম্মিক অধর্ম্মভীরু দয়ার সাগর।
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর॥
না ডরিহ পুষ্কর নাহিক তব দোষ।
যতেক করিলা তাতে নাহি করি রোষ॥

কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন।
পূর্ব্ব মত নির্ভয় থাকহ হৃষ্ট মন॥
এত শুনি করপুটে বলিছে পুষ্কর।
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক দেব দৈত্য নর॥
বহু দোষে দোষী আমি ক্ষমিলা আমারে।
তোমার সদৃশ ক্ষমা নাহি চরাচরে॥
এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণি।
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি॥
পাত্র মিত্রগণ আর নগরের প্রজা।
সর্ব্ব লোক আনন্দিত নল হৈল রাজা॥
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল॥
কত দিনে নরপতি চিন্তি মনে মন।
ইন্দ্রসেনে রাজ্য ভার করিল অর্পণ॥
নিজ পুত্রে করি রাজা নল নরপতি।
স্বর্গ লোকে গেল দময়ন্তীর সংহতি॥
বৃহদশ্ব বলে রাজা শুনিলা সকল।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল॥
সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে চির।
ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর॥
আসিতে না হয় সুখ যাইতে না দুঃখ।
সদাকাল সমান ভুঞ্জিবা দুঃখ সুখ॥
পরমার্থ চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ।
দুঃখ সুখ হয় সব কর্ম্ম নিবন্ধন॥
নলের চরিত্র আর কলির শাসন।
এক মন হইয়া শুনিবে যেই জন॥
খণ্ডয়ে বিপদ ভয় স্ববাঞ্ছিত পায়।
বংশবৃদ্ধি হয় তার সুখে কাল যায়॥
কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে।
যতেক সঙ্কট ভয় তাহাহৈতে তরে॥
তব দুঃখ নৃপতি খণ্ডিবে অল্প দিনে।
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে॥
সভা সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন॥
কাম্য বনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান॥
হরির ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদ রজ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অনুজ॥

অথ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে নারদ আগমন।

বলে জনমেজয় কহ গো মুনিরাজ।
পার্থ বিনা কাম্য বনে পাণ্ডব সমাজ॥
কি করিল কিমতে বঞ্চিল দুঃখ শোকে।
বিস্তারিয়া মুনিবর কহিবা আমাকে॥
মুনি বলে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন বিহনে।
অনুশোচে পক্ষী যেন পক্ষের কারণে॥
বিষ্ণু বিনা যেন নাহি শোভে সুরগণ।
কুবের বিহনে যেন চৈত্ররথ বন॥
কান্দিয়া দ্রৌপদী বলে রাজার গোচর।
পার্থে না দেখিয়া স্থির না হয় অন্তর॥
যে অর্জ্জুন অর্জ্জুন সহস্রবাহু সম।
বলবান্ রণে মত্ত গজেন্দ্র বিক্রম॥
তাহা বিনা সকলি দেখি যে শূন্যময়।
ক্ষণমাত্র নাহি হয় স্বচ্ছন্দ হৃদয়॥
অগ্রসর হইয়া বলয়ে বৃকোদর।
শোকানলে নিরন্তর দহিছে অন্তর॥
যত দিন নাহি দেখি অর্জ্জুনের মুখ।
মুহূর্ত্তেক নরপতি নাহি মম সুখ॥
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি অর্জ্জুন বিহনে।
দশ দিগ অন্ধকার দেখি রাত্রি দিনে॥
যার ভুজাশ্রিত কুরু পঞ্চাল পাণ্ডব।
দৈত্য মারি দেবে যেন পালয়ে বাসব॥
রাজ্যভ্রষ্ট হৈয়া বুলি করিয়া সন্ন্যাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার করি আশ॥
যার ভুজে দগ্ধ হবে যত কুরুবর।
সে অর্জ্জুন বিনা মম দহিছে অন্তর॥
অনন্তরে নকুল বলয়ে সকরুণ।
দেবাসুরে নাহি তুল্য অর্জ্জুনের গুণ॥
জানত তাহার গুণ রাজসূয় কালে।
ভৃত্যবৎ খাটাইল ভূপতিসকলে॥
কোন স্থানে নাহি সুখ না দেখি তাহায়।
আহার শয়ন আদি লাগে কটু প্রায়॥
সহদেব কান্দিয়া বলিছে নৃপ আগে।
যত দিন নাহি দেখি পার্থ মহাভাগে॥
নিমিষে না হয় সুস্থ আমার শরীর।
গরলে ব্যাপিত যেন অঙ্গ নহে স্থির॥
প্রথমে যে পরাক্রমী যেই যদুগণ।
সুভদ্রা আনিল বলে জিনি সর্ব্বজন॥

এইমতে রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণ।
শোকাকুল অধোমুখ ধর্ম্মের নন্দন॥
হেনকালে নারদ করেন আগমন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বৈসেন তপোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ নারদের স্থানে যুধিষ্ঠির তীর্থ
স্নানের ফল শ্রবণ করেন।

নারদেরে যুধিষ্ঠির করেন বিনয়।
কহ মুনিবর মম খণ্ডুক বিস্ময়॥
তীর্থ স্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে।
কোন ফল লভে নর তা কহ আমারে॥
নারদ কহেন পূর্ব্বে ভীষ্ম সত্যব্রত।
পুলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিল এইমত॥
পুলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতামহে।
সে সকল কহি শুন অন্যমত নহে॥
যার হস্ত পদ মন সদা পরিষ্কৃত।
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে সর্ব্বদা সানন্দ।
অহঙ্কার নাহি যার নহে ক্রোধে অন্ধ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্ব্ব প্রাণী দৃষ্টিতে যাহার॥
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থ-ফল পায়।
পদে২ যজ্ঞফল ত্যজি তীর্থে যায়॥
দরিদ্রের শক্য নাহি হয় যজ্ঞ কর্ম্ম।
যজ্ঞের বিশেষ তীর্থ স্নানে পায় ধর্ম্ম॥
দৃঢ় ভক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় যায় ইন্দ্রলোকে॥
পুষ্কর নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত সেই দেবতা সমান॥
একগুণ দানে কোটিগুণ ফল লভে।
অমর কিন্নর দৈত্য সেই তীর্থ সেবে॥
দশ কোটি তীর্থ আছে পৃথিবীভিতর।
নৈমিষ কানন পর চম্পানদী বর॥
তদন্তরে দ্বারবতী যায় যেই জন।
দশ কোটি যজ্ঞফল পায় সেইক্ষণ॥
তদন্তরে যায় সিন্ধু সাগর সঙ্গম।
তার স্থানে কোন কালে নাহি দণ্ডে যম॥
সঙ্কর্ষণ ঈশ্বর করিয়া দরশন।
দশ অশ্বমেধ ফল পায় সেইক্ষণ॥
কামাখ্যা নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সিদ্ধি পদ পায় আর জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় যেই জন।
যাহার নামেতে সর্ব্ব পাপ বিমোচন॥
বায়ুতে ক্ষেত্রের ধূলি যদি লাগে গায়।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হৈয়া সুরপুরে যায়॥
স্নানে ব্রহ্মলোকে যায় নাহিক সংশয়।
সরস্বতী স্নানেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয়॥
গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ।
সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
বাচা নামে তীর্থ যথা জন্মিল বরাহ।
স্নান কৈলে মুক্ত হয় পাপ শূন্য দেহ॥
রামঋষি নামে মহা তীর্থ গুণধর।
যাহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ।
ক্ষত্রিয় রক্তেতে সেই করিল তর্পণ॥
তুষ্ট হৈয়া পিতৃগণ নাচে নিরন্তর।
পুণ্যতীর্থ হউক যে বলিল ভৃগুবর॥
ইথে যে করিবে পিতৃ লোকের তর্পণ।
ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ॥
কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর।
সরযূর স্নানে সূর্য্য লোক যায় নর॥
স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ সার।
সপ্তঋষ্যাশ্রম মহাসরযূ কেদার॥
গোদাবরী বৈতরণী নর্ম্মদা কাবেরী।
জাহ্নবী যমুনা জয়া সর্ব্বদাতা বারি॥
অশ্বমেধ বাজপেয় রাজসূয় আদি।
যত২ যজ্ঞ বেদ করিয়াছে বিধি॥
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল লভে তীর্থগণ স্নানে।
সর্ব্বপাপ ধৌত হৈয়া বৈসে দেবাসনে॥
এত বলি চলিল নারদ তপোধন।
তীর্থ যাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
কহে কাশীদাস প্রভু নীল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥
বামে সিন্ধুতনয়া নিকটে সুদর্শন।
জলদ অঙ্গেতে শোভে তড়িত বসন॥
বদন নয়ন শোভা জগমনফান্দ।
নির্ম্মল গগণে যেন শোভে পূর্ণ চান্দ॥
যে মুখ দেখিবামাত্র আঁখির নিমিষে।
সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্ম পাশে॥

জন্মে২ তপোব্রতে ক্লেশ করে কায়।
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে সর্ব্বতীর্থে যায়॥
যাহাতে না পায় যজ্ঞ দানে সেবি দেবে।
নিমিষেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে॥
ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ।
নিত্য২ আইসে মুখ দর্শন কারণ॥
তাহা যে দেখয়ে লোক পশ্চাত থাকিয়া।
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জ্জর হইয়া॥
যার অংশে অবতার হয় পৃথিবীতে।
যুগে২ দুষ্ট নাশে শিষ্টেরে পালিতে॥
অজ ভব অগোচর যাহার মহিমা।
দেবগণ পুরাণে না পায় যার সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্ম প্রলয়ের কালে।
সপ্তকল্পজীবী মুনি ভাসি সিন্ধু জলে॥
বিশ্রাম পাইল মুনি প্রভুর নিকটে।
সেইহৈতে রহিল আপনি বৃক্ষ বটে॥
কে বর্ণিতে পারে মার্কণ্ডেয়হ্রদগুণ।
যার জলে স্নানে ভূমে জন্ম নহে পুন॥
দক্ষিণেতে শ্বেত গঙ্গা মাধব সমীপে।
যার স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে॥
রোহিণীকুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈয়া পীয়া যার বারি॥
গরুড় অরুণ কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেইহৈতে জন্ম ক্ষেত্রে পথত্যাগ কৈল॥
কোটি২ তীর্থ লৈয়া যথা মহানদী।
নানা শব্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি॥
যার বায়ে সকল গায়ের পাপ খণ্ডে।
যার নাদ শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে॥
সর্ব্বপাপ যায় ফল হয় দরশনে।
সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে॥
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে।
চতুর্ভুজ হৈয়া বৈসে ইন্দ্রের সম্মুখে॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যদি করে স্নান।
পুনর্জ্জন্ম নহে তার দেবতাসমান॥
অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি।
কোটি২ ধেনু খুরে ক্ষুণ্ণা বসুমতী॥
গোমূত্র ফেণায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোজন্ম।
যার স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম॥
এই পঞ্চ তীর্থ নীলাচলমধ্যে বৈসে।
পাপ লেশ নাহি থাকে তাহার পরশে॥
ভাগ্যবন্ত লোকে যেই সদা করে স্নান।
কাশীদাস তার পদে করুক প্রণাম॥

অথ ইন্দ্রাদেশে লোমশমুনির কাম্য বনে আগমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিত বংশধর।
কাম্যবনে নিবসয়ে চারি সহোদর॥
হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর।
দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥
মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দিলেন প্রণাম করি বসিতে আসন॥
জিজ্ঞাসেন কিহেতু আইলা মুনিবর।
আশিষ করিয়া মুনি করিল উত্তর॥
ইচ্ছাঅনুসারে আমি করি পর্য্যটন।
এক দিন সুরপুরে করিনু গমন॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম মনে।
ইন্দ্রসহ অর্জ্জুন বসেছে একাসনে॥
আমারে কহিল তবে সহস্রলোচন।
যুধিষ্ঠির স্থানে তুমি করহ গমন॥
কহিবা সম্বাদ এই তাঁহার গোচরে।
কুশলে নিবসে পার্থ অমরনগরে॥
দেবকার্য্য সাধি অস্ত্র পারগ হইলে।
আসিবেন ধনঞ্জয় কত দিন গেলে॥
ভ্রাতৃগণ সহ তুমি তীর্থে কর স্নান।
তপ আচরণ কর দ্বিজে দেহ দান॥
তপের উপরে আর অন্য কর্ম্ম নাই।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা তপোবলে পাই॥
কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি।
অর্জ্জুনের ষোল অংশে তারে নাহি গণি॥
তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায়।
তাহা ত্যজ ধর্ম্ম তার করিবে উপায়॥
তব ভ্রাতৃ পার্থ যে কহিল সমাচার।
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার॥
হিমালয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন।
সুরাসুরে অগোচর পাইয়াছি ধন॥
সমুদ্র মথনে যেই অস্ত্র উপজিল।
মন্ত্রসহ পাশুপত পশুপতি দিল॥
যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্যে অজিত।
হেন অস্ত্র দিল যম হয়ে হরষিত॥
কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ।
সম্প্রীতে আছি যে সুখে ইন্দ্রের ভবন॥
নৃত্যগীত বিশ্বাবসুতনয়া শিখায়।
তার হেতু তাপ না ভাবিহ সর্ব্বদায়॥

আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন।
আপনি থাকিয়া তীর্থ করাবা ভ্রমণ॥
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দানব দুর্জ্জন।
তুমি রক্ষা করিবা আমার ভ্রাতৃগণ॥
রাখিল দধীচি যেন দেব পুরন্দরে।
অঙ্গিরা রাখিল যেন দেব দিবাকরে॥
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজসম্মতি।
তীর্থস্নানে নরপতি চল শীঘ্রগতি॥
দুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা।
তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
বিনা সব্যসাচী যাইতে নারে অন্য জন॥
তুমিহ যাইতে পার রাজধর্ম্ম বলে।
পরাক্রম বিশেষ অনুজগণ মিলে॥
হইবে বিপুল ধর্ম্ম অধর্ম্মের ক্ষয়।
নিজ রাজ্য পাইবা হইবে শত্রু জয়॥
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর॥
বিনয়পূর্ব্বক করিলেন সদুত্তর।
কথা নহে সুধাবৃষ্টি কৈলা মুনিবর॥
কি বলিব প্রত্যুত্তর মুখে না আইসে।
বাঞ্ছা পূর্ণ হইল মম তব কৃপারসে॥
যে অর্জ্জুন লাগিয়া ক্ষণেক নাহি সুখ।
চক্ষু মেলি নাহি চাহি ভ্রাতৃগণ মুখ॥
পাইলাম তাঁহার কুশল সমাচার।
ইহার অধিক লাভ কি আছে আমার॥
সভার ঈশ্বর যেই ইন্দ্র দেবরাজ।
আপনি করেন বাঞ্ছা অর্জ্জুনের কায॥
যে আজ্ঞা করিলা মুনি তীর্থের কারণ।
পূর্ব্বহৈতে আমি এই করিয়াছি পণ॥
বিশেষ আমার সঙ্গে যাবেন আপনি।
তীর্থ যাত্রা আমার পরম লাভ গণি॥
লোমশ বলেন রাজা যাইবে কিমতে।
এই দ্বিজগণ আছে তোমার সঙ্গেতে॥
বিষম দুর্গম পথ পর্ব্বত কানন।
ফল মূল নাহি মেলে দুষ্ট জন্তুগণ॥
যাইতে নারিবা সবে থাকিতে সংহতি।
ইহা সভা বিদায় করহ নরপতি॥
যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ দ্বিজগণ।
হস্তিনা নগরে সভে করহ গমন॥
যেই যাহা বাঞ্ছ ধৃতরাষ্ট্রেরে মাগিবা।
নিজ২ বৃত্তি যদি তথা না পাইবা॥
পঞ্চাল দেশেতে সভে করিবা গমন।
যথোচিত পূজা তবে পাবা সর্ব্ব জন॥
এত বলি সভারে পাঠান হস্তিনায়।
যথোচিত পূজা কৈল অন্ধ রাজা তায়॥
অল্প দ্বিজ সঙ্গে নিয়া ধর্ম্ম নরপতি।
তিন রাত্রে কাম্য বনে লোমশ সংহতি॥
চারি ভাই কৃষ্ণাসহ ধৌম্য পুরোহিত।
তীর্থ করিবারে যাত্রা করেন ত্বরিত॥
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
নারদ পর্ব্বত আর বহু মুনিগণ॥
যথোচিত পূজিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আশিষ করিয়া কহিছেন মুনিগণ॥
তীর্থযাত্রা করিবারে যদি আছে মন।
মন শুদ্ধ কর রাজা করিয়া যতন॥
নিয়মী সুবুদ্ধি হৈলে তীর্থফল পায়।
মন শুদ্ধ নহিলে ভ্রমণ মিথ্যা হয়॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ করিয়া স্বীকার।
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার॥
অভেদ্য কবচ সভে অঙ্গেতে পরিল।
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল॥
পুরোহিতআদি আর যত ভ্রাতৃগণ।
চতুর্দ্দশ রথ আরোহিল সর্ব্ব জন॥
মার্গশীর্ষ মাস শেষ পূর্ব্বমুখে গতি।
তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুকৃতী॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
রণে বনে শত্রু স্থানে সর্ব্বত্র বিজয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল লভে নাহিক সংশয়॥
বনপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
এক চিত্তে এক ভাবে শুন সর্ব্ব জন॥
অন্তকালে হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির সার।
এক চিত্তে শুন ভবসিন্ধু হবে পার॥

অথ যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান।

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ মুনিগণে।
কত দিনে উপনীত নৈমিষ কাননে॥
গোমতীতে স্নান করি করি বহু দান।
তথাহইতে পর তীর্থে করেন পয়াণ॥

সেখানে প্রয়াগ তীর্থ যমুনা সঙ্গমে।
কত দিনে উপনীত অগস্ত্য আশ্রমে॥
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ।
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন॥
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথী করিল ভ্রমণ।
এক দিন শুন রাজা তার বিবরণ॥
এক দিন এক গর্ত্তে দেখে মুনিরাজ।
পিতৃগণ অধোমুখ আছে তার মাঝ॥
দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সভারে।
কি হেতু পড়িলা সভে গর্ত্তের ভিতরে॥
সভে বলে না করিলা বংশের উৎপত্তি।
তেঁই আমাসভার হইল হেন গতি॥
যদি শ্রেয় চাহ তুমি আমাসভাকার।
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ।
বংশহেতু চিন্তিত হইল হৃদি মাঝ॥
বিদর্ভরাজার কন্যা অতিঅনুপম।
রূপে গুণে মনোহরা লোপামুদ্রা নাম॥
যৌবন সময় তার দেখিয়া রাজন।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনে মন॥
হেনকালে আইল অগস্ত্য তপোধন।
যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন॥
কিহেতু আইলা আজ্ঞা কর মুনিবর।
শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর॥
পিতৃগণআদেশে জন্মাইব সন্ততি।
তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি॥
এত শুনি নরপতি হৈল অচেতন।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না আইসে বচন॥
উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী স্থানে।
রাণীকে কহেন রাজা করুণাবচনে॥
মাগে লোপামুদ্রারে অগস্ত্য মহাঋষি।
নাহি দিলে শাপেতে করিবে ভস্মরাশি॥
এত বিচারিয়া সভে সন্তাপিত শোকে।
শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী জনকে॥
মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয়।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া খণ্ডাহ এ ভয়॥
কন্যার বুঝিয়া দৃঢ় নৃপতি সত্বর।
বিধিমতে মুনিরে দিলেন নৃপবর॥
লোপামুদ্রা চাহিয়া বলেন তপোধন।
মম ভার্য্যা হৈলা কর মম আচরণ॥
দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভূষণ সকল।
শিরেতে ধরহ জটা পিন্ধহ বাকল॥
মুনি বাক্যে সেইক্ষণে সকল ত্যজিল।
জটাচীর লোপামুদ্রা ভূষণ করিল॥
তবেত অগস্ত্য মুনি ভার্য্যারে লইয়া।
গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া॥
নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন।
তপঃ শৌচ আচমন মুনি আচরণ॥
হেনমতে তথায় অনেক দিন গেল।
এক দিন মুনিরাজ ভার্য্যারে কহিল॥
পুত্রহেতু তোমারে করিয়াছি গ্রহণ।
বংশ না হইল তব কিসের কারণ॥
এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর।
বিনয়পূর্ব্বক কহে মুনির গোচর॥
কামদেব কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা কামে নাহি হয় বংশের সৃজন॥
জটাচীর ফলাহার ধূলাতে ধূসর।
ইথে কাম কিমতে জন্মিবে মুনিবর॥
আপনি না জান এই মুনি বংশকায।
বংশহেতু ইচ্ছা যদি কর মুনিরাজ॥
পূর্ব্বে যেন ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার।
দিব্য গৃহ দাসগণ ভক্ষ্য উপহার॥
সে সকল বস্তু যদি পাই পুনর্ব্বার।
তবেত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার॥
এত শুনি অগস্ত্যের চিন্তা হৈল মনে।
উপায় চিন্তিল পুনঃ কন্যার বচনে॥
শ্রুতর্ব্ব নামেতে রাজা ইক্ষাকুনন্দন।
ভার্য্যাসহ তথাকারে গেল তপোধন॥
দেখিয়া শ্রুতর্ব্ব রাজা পূজে বহুতর।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলা মুনিবর॥
মুনি বলে বৃত্তিহেতু আইলাম আমি।
বৃত্তি অর্থ কিছু রাজা দেহ মোরে তুমি॥
যে কিছু মাগিল মুনি সব দিল রাজা।
পাত্র মিত্র সহিত করিল বহু পূজা॥
দিব্য গৃহ আসন ভূষণ দাসগণ।
বাঞ্ছা মত পাইয়া রহিল তপোধন॥
তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি।
অগস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি॥
ইল্বল নামেতে দৈত্য মায়ার সাগর।
বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর॥
মায়াবলে ধরে দুষ্ট গাড়র মুরতি।
কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জায় অতিথি॥
কতক্ষণে ইল্বল বাতাপি বলি ডাকে।
পেট চিরি বাহিরায় ভুঞ্জিয়া যে থাকে॥

এই মত মারিল অনেক দ্বিজগণ।
অদ্যাবধি হিংসা করে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
ইল্বলের ভয়েতে তাপিত এ নগর।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর॥
আশ্বাসিয়া সভাকারে করিল নির্ভয়।
একাকী চলিল মুনি ইল্বলআলয়॥
মুনি দেখি ইল্বল পূজিল বহুতর।
জিজ্ঞাসিল সবিনয় করিয়া আদর॥
কিহেতু আইলা আজ্ঞা কর তপোধন।
শুনিয়া উত্তর কৈল কুম্ভকনন্দন॥
বহু পরিশ্রমে আইলাম তব পুর।
বহু দিন উপবাস ভুক্ষাও প্রচুর॥
সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাহ ভোজন।
হাসিয়া ইল্বল বলে বৈস তপোধন॥
কাটিয়া মায়াবি মেষ করিয়া রন্ধন।
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন॥
মুনি বলে এই মাংসে কি হবে আমার।
সকল আনিয়া দেহ যত আছে আর॥
শির কাটি চারি পদ আনি দেহ মেষ।
তাবৎ খাইব আমি না রাখিব শেষ॥
মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্বল আনি দিল।
অস্থিসহ মুনিবর সকল খাইল॥
কতক্ষণে ইল্বল ডাকিল সহোদরে।
বাহিরাও বাতাপি বলিল বারে২॥
হাসিয়া বলেন মুনি কেন মর ডাকি।
অগস্ত্যের ঠাঁই কোথা পাইবা বাতাপি॥
বাতাপি পাইবা আর না করিহ আশ।
এত দিনে মরিলেক করি প্রাণিনাশ॥
এত শুনি ইল্বল যুড়িয়া দুই কর।
স্তুতি করি কহে তত্র মুনির গোচর॥
কি করিব প্রিয় তব কহ মুনিবর।
মুনি বলে প্রাণিহিংসা করিলা বিস্তর॥
যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ তায়।
সকল আমায় দিয়া রাখ আপনায়॥
সেইক্ষণে ইল্বল আনিয়া সর্ব্ব দিল।
দ্রব্য লয়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল॥
বসন ভূষণ দিব্য রত্ন অলঙ্কার।
দেখি লোপামুদ্রা হইল সানন্দ অপার॥
সন্তুষ্টা হইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
বংশহেতু মুনিরে করিল নিবেদন॥
মুনি বলে পুত্র বাঞ্ছা কতেক তোমার।
লোপামুদ্রা বলে হউক একই কুমার॥
এক পুত্র গুণবান্ হউক তপোধন।
অকৃতি সহস্র পুত্রে নাহি প্রয়োজন॥
তবে প্রীত হৈয়া কাম বাড়িল দোঁহার।
মুনির ঔরসে তার জন্মিল কুমার॥
তাহাহৈতে তাঁর পুত্র হইল পণ্ডিত।
শুনিলা পূর্ব্বের কথা অগস্ত্য চরিত॥
অগস্ত্য মুনির কথা অদ্ভুত মানুষে।
হেলায় সমুদ্র পান করিল গণ্ডুষে॥
গ্রহ পথ রুদ্ধ করিলেক বিন্ধ্যাচল।
অন্ধকারে ব্যাপিলেক পৃথিবীমণ্ডল॥
অগস্ত্য প্রভাবে লোকে সে ভয় ঘুচিল।
অন্ধকার দূর হৈল সূর্য্য পথ পাইল॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ মুনিরাজ সে অগস্ত্য বিবরণ॥
কি কারণে মুনিরাজ সমুদ্র শুষিল।
কোনহেতু অন্ধকার কি রূপে খণ্ডিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান॥

অথ অগস্ত্য যাত্রার বিবরণ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের দর্প চূর্ণ।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের কুমার।
যেমতে খণ্ডিল রাজা ঘোর অন্ধকার॥
গিরিমধ্যে নগেন্দ্র সুমেরু গিরিবর।
প্রদক্ষিণ করি তারে ভ্রমে দিনকর॥
তাহা দেখি বিন্ধ্যগিরি সক্রোধ হইয়া।
দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া॥
যেমত আবর্ত্ত কর সুমেরুশিখরে।
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে॥
সূর্য্য বলেন রথে বসি আবর্ত্তন করি।
সৃষ্টি সৃজিলেন যেই সৃষ্টিঅধিকারী॥
তার নিযোজিত পথে করিব ভ্রমণ।
শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন॥
এত শুনি বিন্ধ্য বলে সক্রোধ বচনে।
দেখি মেরু প্রদক্ষিণ করিবা কেমনে॥
বাড়িল বিষম বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ।
না হয় রবির গতি না হয় দিবস॥
ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ।
ব্যাপিল আকাশ পথ না চলে বিহঙ্গ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ হৈল অন্ধকার।
প্রলয় হইল হেন মানিল সংসার॥

দেবগণ মেলিয়া করিল নিবেদন।
না শুনিল বিন্ধ্যগিরি কাহার বচন॥
তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া।
অগস্ত্য মুনির আগে নিবেদিল গিয়া॥
চন্দ্র সূর্য্য পথ রুদ্ধ বিন্ধ্যগিরি করে।
তোমা বিনা নাহি দেখি তাহা যে নিবারে॥
রক্ষা কর মুনিরাজ সৃষ্টি হৈল নাশ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস॥
বিন্ধ্যগিরি সমীপে চলিল তপোধন।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন॥
নাগ নর পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম।
অগস্ত্যমুনির তেজে কেহ নহে সম॥
মুনি দেখি বিন্ধ্যগিরি প্রণাম করিল।
ঈষদ্ হাসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল॥
যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে।
তাবৎ পর্ব্বত তুমি থাক এইমতে॥
এত বলি মুনিরাজ করিল গমন।
পুনঃ সে উত্তরে নাহি গেল কদাচন॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত নাহি উঠে।
সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে॥
পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিরূপে শুষিল মুনি সাগর গভীর॥
লোমশ বলেন পূর্ব্বে দৈত্য বৃত্রাসুর।
পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিন পুর॥
কালকেয় আদি যত দ্বিতীয় দানব।
বৃত্রাসুর সহিত থাকয়ে দুষ্ট সব॥
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল।
ইন্দ্রআগে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল॥
ব্রহ্মা কন যে হেতু আইলা দেবগণ।
পূর্ব্বে চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ॥
লৌহ দারু মেরু যত আছে অস্ত্র সার।
কোনমতে নহে বৃত্রাসুরের সংহার॥
দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন।
সভে মেলি বর মাগ শুন দেবগণ॥
প্রসন্ন হইলে যে মাগিবা এই দান।
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ॥
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ।
তার অস্থি লয়ে কর বজ্রের সৃজন॥
বজ্র অস্ত্র ইন্দ্র তারে করিলে প্রহার।
বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর হইবে সংহার॥
এত শুনি দেবগণ করিল গমন।
সরস্বতী নদী তীরে আইল তখন॥
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখে দধীচির।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি জ্বলন্ত শরীর॥
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্রআদি দেবগণ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন॥
দেবতাসমূহ সব দিকপালগণে।
দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবে মনে মনে॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব কহে মুনিবর।
কি হেতু আইলা আজি সকল অমর॥
সভাকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর।
অস্থি মাংস বিষ্ঠা তনু সহজে অচির॥
হয় হউক ইহাতে লোকের উপকার।
উপকারহীন ব্যর্থ রহে তনু ছার॥
পূর্ব্ব ভাগ্যে লোক কার্য্যে লাগিল শরীর।
এত বলি তনু ত্যাগ হৈল দধীচির॥
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ।
পরোপকারের জন্যে ত্যজে নিজ দেহ॥
দধীচি মুনির গুণ বর্ণনা না যায়।
হেন উপকার বল কে করে কোথায়॥
যুধিষ্ঠির কন প্রভু বল অতঃপর।
অস্থি নিয়া কি কর্ম্ম করিল পুরন্দর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ বৃত্রাসুরের সহিত দেব গণের যুদ্ধ।

লোমশ বলেন রাজা কর অবধান।
বৃত্রাসুরে যেমতে মারেন মরুত্বান॥
অস্থি লয়ে দেবগণ করিল গমন।
দেবশিল্পি স্থানে দিল করিতে রচন॥
সে উগ্র প্রকারে বজ্র করিয়া নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা আনি দিল ইন্দ্রবিদ্যমান॥
বজ্র নিয়া জাগিয়া রহিল পুরন্দর।
হেনকালে আইল বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর॥
প্রলয় দানব দৈত্য সংহতি করিয়া।
সুমেরু শিখর যেন পর্ব্বত বেড়িয়া॥
মার২ শব্দেতে করিয়া কলরব।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ।
নানা অস্ত্র চতুর্ভিতে করে বরিষণ॥
গজেন্দ্র চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লৈয়া হাতে।
দেবগণ সহ যায় বৃত্রেরে মারিতে॥

ইন্দ্রে দেখি ঘোরনাদে গর্জ্জে দৈত্যেশ্বর।
ভয়ঙ্কর নাদেতে কম্পিত চরাচর ॥
আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়।
দেখিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায় ॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র যায় রড়ারড়ি।
পাছু২ দৈত্যগণ ধায় তাড়াতাড়ি ॥
কোথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান্।
বিষ্ণুর সদনে গিয়া রাখে নিজ প্রাণ ॥
ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া নারায়ণ।
উপায় চিন্তেন দৈত্যনিধন কারণ ॥
দিলেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণু তেজ পায়ে পুনঃ চলিল সমরে ॥
অন্য দেবগণে তেজ দিল ঋষিগণ।
পুন দেবাসুরেতে হইল মহারণ ॥
অনেক হইল যুদ্ধ লিখন না যায়।
বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল দেবরায় ॥
বজ্রের ভীষণ শব্দ দৈত্যের গর্জ্জন।
ত্রৈলোক্যের লোক যত হৈল অচেতন ॥
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হইল চূর্ণ।
আর যত ছিল সভে পলাইল তূর্ণ ॥
যতেক দানব দৈত্য কালকেয়গণ।
সমুদ্রভিতরে প্রবেশিল সর্ব্বজন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥
কাশীরামদাস কহে বৈষ্ণব চরণে।
ভারত অমৃত প্রায় পীয়া অনুক্ষণে ॥

অথ অগস্ত্য মুনির সমুদ্র পান এবং দেবগণের যুদ্ধে অসুরেরদের নিধন।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
সমুদ্রআশ্রয় নিল কালকেয়গণ ॥
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুনিবর ॥
বশিষ্ঠআশ্রমে খাইল সপ্ত শত ঋষি।
তিন শত খাইল শ্রবণাশ্রমে বসি ॥
ভরদ্বাজআশ্রমে অনেক মুনি ছিল।
রজনির মধ্যে গিয়া সকলি খাইল ॥
হেনমতে খাইল অনেক মুনিগণ।
অনাহারী বাতাহারী মহাতপোধন ॥
ভয় ত্যজি ছিল সভে গেল পলাইয়া।
পর্ব্বতগহ্বরে রহে কোটরে বসিয়া ॥
ভাঙ্গিল মুনির মেলা কেহ নাহি আর।
যাগ যজ্ঞহীন হৈল সকল সংসার ॥
উপায় করিল বহু তার দেবগণ।
লক্ষিতে না পারে তারা আইসে কখন ॥
উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া।
নারায়ণস্থানে সভে জানাইল গিয়া ॥
সৃষ্টি কর্ত্তা হর্ত্তা তুমি তুমি শ্রীনিবাস।
তুমি উদ্ধারিবা মোরা করিয়াছি আশ ॥
বৃত্রাসুর মৈল কিন্তু কালকেয়গণ।
লক্ষিতে না পারি তারা আইসে কখন ॥
করিল দ্বিজের নাশ না দেখি নিস্তার।
আমরা উপায় বহু করিনু তাহার ॥
না পারিয়া তব পায় করি নিবেদন।
তোমা বিনা সৃষ্টি রাখে নাহি হেন জন ॥
এত শুনি রুষিয়া বলেন পীতাম্বর।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর ॥
বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে দুষ্টগণ।
সিন্ধু শুকাইতে সভে করহ যতন ॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিত গেল অগস্ত্য আশ্রম ॥
কর যোড়ি দেবগণ তাঁরে স্তুতি করে।
সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারে২ ॥
নহুষের ভয়ে পূর্ব্বে করিলা নিস্তার।
বিন্ধ্যভয়ে ক্ষিতির খণ্ডিলা অন্ধকার ॥
রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোকভয়।
এ বার করহ রক্ষা হইয়া সদয় ॥
মুনি বলে কোন কার্য্য করিব সভার।
যাহা বল করি তাহা করি অঙ্গীকার ॥
এত বলি চলিল অগস্ত্য মুনিবর।
সঙ্গেতে চলিল সব অমর কিন্নর ॥
অগস্ত্য সমুদ্র পীবে অদ্ভুত কথন।
দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোক্যের জন ॥
সমুদ্রনিকটে গিয়া বলে তপোধন।
তোমারে শুষিব আমি লোকের কারণ ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ দেখিবে কৌতুকে।
নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুমুকে ॥
তবেত অগস্ত্য মুনি একই গণ্ডূষে।
ক্ষণমাত্রে সিন্ধুজল পান করি শোষে ॥
কোথা গেল লহরি গর্জ্জন হুড়াহুড়ি।
জলজন্তু ছটফটি শুষ্কস্থলে পড়ি ॥
বিস্ময় মানিল তবে ত্রৈলোক্যের জন।
অগস্ত্য মুনিরে তবে করিল স্তবন ॥

গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরা অপ্সরী।
মুনির সম্মুখে তারা দেখয়ে মাধুরী॥
করিল কুসুমবৃষ্টি মুনির উপরে।
সাধু২ বলি শব্দ হৈল দিগন্তরে॥
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ।
যে যাহার অস্ত্র লইয়া ধাইল তখন॥
যতেক অসুরগণে বেড়িয়া মারিল।
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল॥
হতসৈন্য দেখিয়া নিবৃত্ত দেবগণ।
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন॥
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহার॥
সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
পুনরপি সেই জলে পূর রত্নাকর॥
মুনি বলে তোমরা উপায় কর সভে।
জলপান করিলাম আর কোথা পাবে॥
এত শুনি দেবগণ বিষণ্ণ বদন।
শীঘ্রগতি গেল সভে ব্রহ্মার সদন॥
দৈত্যনাশ হেতু সিন্ধু শুষিল বারুণি।
কিমতে পূরিবে সিন্ধু কহ পদ্মযোনি॥
ব্রহ্মা বলেন নিজালয় যাহ সর্ব্বজন।
উপায় নাহিক সিন্ধু পূরিতে এখন॥
শুষ্ক সিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল যবে।
জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে॥
ভগীরথহইতে পূরিবে জলনিধি।
শুষ্ক রহিবেক সিন্ধু তাবতঅবধি॥
ব্রহ্মার বচনে সভে গেল নিজালয়।
এই শুন পূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
কিছু২ বলি আমি রচিয়া পয়ার।
ইহলোকে পরলোকে হিত উপকার॥
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ॥

অথ সগর বংশোপাখ্যান এবং কপিলের শাপে সগরসন্তান ভস্ম।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সিন্ধু পূরণ কথন॥
কেন জ্ঞাতিহেতু ভগীরথের উপায়।
বিস্তারিয়া মুনিরাজ জানাও আমায়॥

লোমশ বলেন শুন ধার্ম্মিক রাজন।
সগর নামেতে রাজা বাহুর নন্দন॥
তালজঙ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশে করি।
পৃথিবী পালন করে দুষ্টজন মারি॥
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
তপস্যা করিতে গেল ভার্য্যার সহিত॥
শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্য্যা তার।
কৈলাস পর্ব্বতে তপ করে বহু বার॥
তপোবলে সাক্ষাৎ হইয়া মহেশ্বর।
বলিলেন সগর মাগিয়া লহ বর॥
বংশহেতু এই বর মাগিল রাজন।
দেহ ষাটি সহস্র তনয় ত্রিলোচন॥
হর বলিলেন বর মাগিলা রাজন।
হইবে তোমার ষাটি সহস্র নন্দন॥
সমরে সভাই এক কালে হবে ক্ষয়।
বংশ রক্ষা করিবেক একই তনয়॥
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাহাতে ইক্ষ্বাকু বংশ উন্নতি পাইবে॥
এত বলি অন্তর্ধান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর॥
দুই ভার্য্যাসহ বাস করে মতিমান।
কত দিনে দোঁহার হইল গর্ভাধান॥
সময়েতে প্রসব হইল দুই জন।
শৈব্যা প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন॥
বৈদর্ভীর গর্ভে এক অলাবু জন্মিল।
দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল॥
হেনকালে ঘোর নাদ হৈল শূন্যবাণী।
কি কারণে বংশ ত্যাগ কর নৃপমণি॥
যত বীচি আছে এই লাউর ভিতর।
ঘৃতপূর্ণ হাঁড়িতে রাখহ নৃপবর॥
ইহাতে পাইবে ষাটি সহস্র নন্দন।
এত শুনি নৃপতি দেখিল সেইক্ষণ॥
ঘৃত হাঁড়ি প্রতি এক ধাত্রী নিযোজিল।
পুত্র ষাটি সহস্র তাহাতে জন্মাইল॥
তেজোবীর্য্যে রূপে সভে সগর সমান।
মদগর্ব্বে সভাকারে করে অল্প জ্ঞান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ নরগণ।
সভারে করিল পীড়া সগর নন্দন॥
দেবগণ জানাইল ব্রহ্মার গোচরে।
সৃষ্টিনাশ কৈল প্রভু সগর কুমারে॥
ব্রহ্মা বলিলেন না চিন্তহ দেবগণে।
কর্ম্ম দোষে সকল মরিবে অল্প দিনে॥

এত শুনি চলি গেল যতেক অমর।
কত দিনে যজ্ঞদীক্ষা লইল সগর॥
হয়মেধ আরম্ভিল বাহুর নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে নিযোজিল পুত্রগণ॥
সসৈন্য তাহারা ষাটি সহস্র নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে গেল পর্ব্বত কানন॥
জলহীনসিন্ধু মধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
ঘোড়ার রক্ষণে তবে থাকে সর্ব্বজন॥
ইন্দ্র বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায়।
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল কি হবে উপায়॥
যজ্ঞ বিঘ্ন না করিলে রাজা ইন্দ্র হয়।
মন্ত্রণা করিল ইন্দ্র চুরি করি হয়॥
স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিল চাতুরী।
আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি॥
চুরি করি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেতে।
যেখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে॥
সেখানে রাখিয়া ঘোড়া শক্র পলাইল।
প্রভাবেতে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল॥
সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া নাহি দেখি আচম্বিত।
কেহ না জানিল ঘোড়া গেল কোন ভিত॥
সকল সমুদ্রে ঘোড়া করে অন্বেষণ।
নদ নদী গিরি গুহা নগর কানন॥
কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সভে জানাইল গিয়া॥
শুনি রাজা দৈব বলে করিল উত্তর।
ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর॥
খুঁজিয়া না পাও যদি পৃথিবীভিতর।
তবে সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া হইল অন্তর॥
যত্ন করি সেই স্থল খুঁজ গিয়া সভে।
ঘোড়া না আনিয়া বাহুড়িয়া না আসিবে॥
পিতৃআজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্বজন।
কোদালি ধরিয়া পৃথ্বী করিল খনন॥
জলহীন জন্তুগণ মৃত্তিকাতে ছিল।
কোদালি প্রহারেতে সে অনেক মরিল॥
স্কন্ধ শির হস্ত কর কাটা গেল পাদ।
প্রহারে সকল জন্তু করে ঘোর নাদ॥
পর্ব্বত প্রমাণ যত জন্তুগণ মৈল।
পুঞ্জ করি অস্থি সব স্থানে২ থুইল॥
এইমত বারিনিধি খনিতে২।
অশ্বঅন্বেষণে গেল পৃথ্বী পূর্ব্ব ভিতে॥
তথায় খনিয়া পৃথী বিদার করিল।
পাতাল পুরেতে গিয়া সর্ব্বে প্রবেশিল॥
তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি।
দীপ্তিমান তেজ যেন জ্বলন্ত আগুনি॥
তাঁহার আশ্রমেতে দেখিয়া হয়বর।
হৃষ্ট হৈয়া ঘোড়া গিয়া ধরিল সত্বর॥
অহঙ্কারে মুনিরে করিল অনাদর।
দেখিয়া কপিল মুনি কুপিল অন্তর॥
দুই চক্ষুহইতে বাহিরায় অনল।
ভস্মরাশি করিলেক কুমার সকল॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইল সগর।
শোকাকুল হৈয়া রাজা বিরস অন্তর॥
স্তব্ধ হৈয়া শোকাকুল চিন্তে নরপতি।
শিব বাক্য স্মরিয়া করিল স্থির মতি॥
অংশুমান পৌত্র অসমঞ্জের নন্দন।
তাহারে ডাকিয়া রাজা বলিল বচন॥
কপিলের ক্রোধে ভস্ম হৈল পুত্রগণে।
যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের বিহনে॥
পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি তোমার পিতায়।
তোমা বিনা অন্য নাহি যজ্ঞের উপায়॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ মুনিবর।
কিহেতু অত্যাজ্য পুত্রে ত্যজিল সগর॥
মুনি বলে অসমঞ্জা শৈব্যা গর্ভে জন্ম।
যৌবন সময়ে বড় করিল কুকর্ম্ম॥
দুগ্ধমুখ শিশুগণ ধরে হস্তে গলে।
উপরে তুলিয়া ভূমে আছাড়িয়া ফেলে॥
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন॥
তাতরূপে আমাসভে করহ পালন।
দুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ॥
অসমঞ্জা ভয়হৈতে কর রাজা পার।
প্রজা দুঃখ শুনি দুঃখ হইল রাজার॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে।
গ্রামহইতে বাহির করহ এইক্ষণে॥
এইমতে নিজপুত্রে ত্যজিল সগর।
পৌত্রে যে কহিল রাজা শুন নৃপবর॥
তোমা বিনা কুলাঙ্কুর কেহ নাহি আর।
যজ্ঞ বিঘ্ন নরকহইতে কর পার॥
পিতামহ বচন শুনিয়া অংশুমান।
যথায় কপিল মুনি গেল তার স্থান॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
তুষ্ট হৈয়া বলে ইষ্ট মাগহ রাজন॥
এত শুনি অংশুমান বলে যোড়করে।
কৃপা যদি কর প্রভু দেহ অশ্বরে॥

দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সদ্গতি।
বাঞ্ছা পূর্ণ হউক বলি বলে মহামতি॥
সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্ম্মে তব জ্ঞান।
তব পিতাহইতে সগর পুত্রবান॥
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগরকুমার।
তব পৌত্র করিবেক সভার উদ্ধার॥
শিবে তুষ্ট করিবে আনিবে সুরধুনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি॥
মুনিরে প্রণাম করি লয়ে অশ্ববর।
অংশুমান দিল পিতামহের গোচর॥
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সম্মান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কৈল সমাধান॥
পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন।
অংশুমান শাসিলেক সকল ভুবন॥
হইল দিলীপ নামে তাহার নন্দন।
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন॥
বহু দিন রাজ্য করে অংশুমান ধীর।
পুত্রে রাজ্য ভার দিয়া হইল বাহির॥
দিলীপ পাইল নিজ পিতৃসিংহাসন।
শুনিল কপিল কোপে দগ্ধ পিতৃগণ॥
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল॥
তাহার নন্দন মহারথ ভগীরথ।
যার যশ কর্পূরে পূরিল ত্রিজগত॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
লোক মুখে শুনিয়া চিন্তিত সে রাজন॥
মন্ত্রিরে করিয়া রাজা রাজ্য সমর্পণ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপনন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ গঙ্গাবতরণ ও সগরসন্তানউদ্ধার।

হিমালয়ে গিয়া মহাতপ আরম্ভিল।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল॥
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার।
অনাহার কৈল তনু অস্থি চর্ম্মসার॥
দেবমানে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্টা গঙ্গা দিতে আইলেন বর॥
গঙ্গা বলিলেন তপ কেন রাজা কর।
প্রীত হইলাম আমি মাগ ইষ্টবর॥
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হৈল হৃষ্ট মন।
কর যোড় করি মাগে দিলীপনন্দন॥
কপিলের কোপানলে পুড়ে পিতৃগণ।
তাসভাঁরে মুক্ত কর করি আরাধন॥
যাবৎ তোমার জলে না হয় সেচন।
তাবৎ সদ্গতি না পাইবে পিতৃগণ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
উদ্ধার করহ মা মম পিতৃগণ॥
যদি কৃপা করিলা গো মাগি তব পায়।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সভায়॥
গঙ্গা বলেন তব প্রীতে যাইব তথায়।
মম বেগ সহে হেন করহ উপায়॥
গগণহইতে চ্যুতা হইব যখন।
মম বেগ সহে হেন নাহি অন্য জন॥
বিনা নীলকণ্ঠ কারো শক্তি নাহি লোকে।
তপস্যায় বশ করি আনহ ত্র্যম্বকে॥
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন।
কৈলাস শিখরে শিবে করেন ভজন॥
তপস্যায় তুষ্ট হইলেন দিগম্বর।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর॥
নিজ ইষ্ট জানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন চল যাব নৃপবর॥
হিমালয় পর্ব্বতে কহেন উমাপতি।
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতী॥
ভববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে।
ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তা জানিলেন অন্তরে॥
আকাশহইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি॥
মকর কুম্ভীর মীন পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তা মালা শোভে যেন চন্দ্রচূড়ভালে॥
শিব শিরহৈতে গঙ্গা হৈলেন ত্রিধারা।
এক ধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা॥
স্বর্গেতে যে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
অলকনন্দা মর্ত্ত্যে পাতালে ভোগবতী॥
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী।
তোমার কারণ আইলাম এই ক্ষিতি॥
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন দিগে।
কোন পথে যাইব চলহ মম আগে॥
আজ্ঞামাত্র আগে চলে দিলীপনন্দন।
কলকল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন॥
হিমালয় পর্ব্বতে হইল উপনীত।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হইল ভাবিত॥

অতঃপর ঐরাবতে কর রাজা ধ্যান।
নতুবা কেমনে বল হইবে পয়াণ ॥
গঙ্গাবাক্যে ঐরাবতে করিলেক স্তুতি।
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট আইল গজপতি ॥
রাজা বলে মহাশয় তার এই দায়।
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গামায় ॥
শুনি করী দুষ্টমতি বলিল রাজারে।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজে মোরে ॥
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইল সত্বর।
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর ॥
যাহ বাছা ভগীরথ কহিবা করিরে।
বেগে দাণ্ডাইলে আমি ভজিব তাহারে ॥
দেখিবা দুর্গতি তার কি বা দশা ঘটে।
শীঘ্রগতি আন তারে জিনিয়া কপটে ॥
মাতঙ্গ নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ।
শুনি করী শীঘ্রগতি করি দিল পথ ॥
গিরিখণ্ড করি দন্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিল ॥
সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল।
আছাড়ে বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল ॥
স্তব করে গজবর ত্রাহি২ ডাকে।
বলে মা গো পশু আমি কি চিনি তোমাকে ॥
দয়াময়ি দয়া করি রাখিলা জীবন।
প্রাণ লয়ে ঐরাবত পলায় তখন ॥
বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিত মনে।
উপনীত হইল জহ্নু মুনির আশ্রমে ॥
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান।
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হৈল হতজ্ঞান ॥
মুনিবরে স্তব করি কাতর অন্তরে।
তুষ্ট হয়ে মুনিবর গঙ্গা দিল তারে ॥
কলকল শব্দে হয় গঙ্গার পয়াণ।
কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ ॥
তাহা দেখি নৃত্য করে দিলীপনন্দন।
বেগেতে আইল জল কপিলআশ্রম ॥
যথায় আছিল ভস্ম সগরসন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে পয়াণ ॥
চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্গ রথে আরোহিল।
ঊর্দ্ধ বাহু করি সবে আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
পিতৃগণ মুক্ত দেখি আনন্দে অপার।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপকুমার ॥
ভগীরথহইতে সমুদ্রে হইল জল।
যাহা জিজ্ঞাসিলা রাজা কহিনু সকল ॥

শুনিলা পৃথিবীপাল সগরোপাখ্যান।
ভগীরথতুল্য আর নাহি পুণ্যবান ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস বিরচিল অগস্ত্যআখ্যান ॥
লোমশ বলেন এই মহাতীর্থ স্থান।
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান ॥
পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুসর নাম।
যেই স্থানে হতবীর্য্য হইলেন রাম ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কহ তপোধন।
হতবীর্য্য রাম হইলেন কি কারণ ॥
লোমশ বলিল পূর্ব্বে রাম দাশরথি।
বিষ্ণুঅংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি ॥
লক্ষ্মীঅংশে জন্মিলেন জনকনন্দিনী।
তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি ॥
ধূর্জ্জটির ধনুর্ভঙ্গ যে জন করিবে।
তাহারে আমার কন্যা জানকী বরিবে ॥
দেশে২ বার্ত্তা দিল জনক রাজন।
বিশ্বামিত্রস্থানে রাম করেন শ্রবণ ॥
যজ্ঞ রক্ষা করিলেন রাক্ষস মারিয়া।
সীতা লভিলেন রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া ॥
সীতা লয়ে যান রাম অযোধ্যানগর।
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর ॥
দুর্জ্জয় ধনুক বামে দক্ষিণে কুঠার।
পৃষ্ঠে শর তূণ তাঁর শিরে জটাভার ॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর।
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর ॥
জীর্ণ ধনু ভাঁগি তোর এত অহঙ্কার।
সীতারে লইয়া যাইস অগ্রেতে আমার ॥
না জানিস ভৃগুরাম ক্ষত্রিয়কুমার।
ক্ষণে তিষ্ঠ বুঝি পরাক্রম যে তোমার ॥
এত বলি দুর্জ্জয় ধনুক দিল ফেলি।
দিলেন ধনুকে গুণ রাম মহাবলী ॥
রাম বলিলেন জমদগ্নির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিলাম কি করি এখন ॥
ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্য শর।
শর সহ বিষ্ণুতেজ নিয়া রঘুবর ॥
পূরি ধনু আকর্ণ কহেন দাশরথি।
কোথায় মারিব অস্ত্র কহ ভৃগুপতি ॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু মম বধ্য নহ।
অব্যর্থ আমার অস্ত্র কোথা মারি কহ ॥
স্তুতি করি কহে কথা ভৃগুর কুমার।
অস্ত্র মারি স্বর্গপথ রুদ্ধহ আমার ॥

একবাণে স্বর্গ রোধ করেন তাহার।
পরশু রামের গেল যত অহঙ্কার॥
মুনি বলে কহিলাম রামের আখ্যান।
কাশীদাস বিরচিল শুনে পুণ্যবান॥

অথ ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন এবং
হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
চারি ভাই কি কর্ম্ম করেন অতঃপর॥
স্বর্গেতে রহিয়া কি করেন ধনঞ্জয়।
কত দিনে একত্র সভার মিল হয়॥
আমারে বিশেষ করি কহ মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণাসহ কাম্য বনে চারি সহোদর॥
যত দ্বিজবর ধৌম্য লোমশ সংহতি।
ছয় রাত্রি তথায় রহিল ধর্ম্মপতি॥
এক দিন দেখ তথা দৈবের ঘটন।
বহিল উত্তর দিগে মন্দ সমীরণ॥
সুগন্ধি সুমন্দ বায়ু অতিসুশীতল।
পদ্মগন্ধে পূরিল সকল বন স্থল॥
আমোদে করিল মুগ্ধ সভাকার মন।
পুনঃ২ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন॥
উত্তর মুখেতে সভে করে অনুমান।
যোগের সাধনে যেন যোগির ধেয়ান॥
কেহ কহে স্বর্গহৈতে আসিতেছে গন্ধ।
কেহ কহে পৃথিবীতে কে করে আনন্দ॥
কোনমতে কেহ না জানিল নিরূপণ।
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন॥
জানহ বৃত্তান্ত যদি কহ মুনিবর।
কোথাহৈতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর॥
কোন মত পুষ্প সে কাহার উপবন।
চেষ্টায় পাইব, কিম্বা অসাধ্য সাধন॥
মুনি বলে আছে গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
সরোবর আছে তাহে পুষ্প শতে২॥
কুবেরের পুষ্প সেই অতিমনোহর।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ লক্ষ অনুচর॥
সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্ছা কর যদি॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি কহিলেন মুনি।
ব্যগ্র হৈয়া বৃকোদরে কহে যাজ্ঞসেনী॥

আমা প্রতি শ্রদ্ধা যদি তোমার আছয়।
অষ্টোত্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয়॥
পূজিব ঈশ্বর করিয়াছি এ বাসনা।
তোমার কৃপায় যদি পূরে সে কামনা॥
তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে।
মনোযোগ করহ আমার নিবেদনে॥
দ্রৌপদীকে ব্যাকুলা দেখিয়া বৃকোদর।
অনুমতি লইল ধর্ম্মের বরাবর॥
বন্দনা করিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডলি।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করে করি কৃতাঞ্জলি॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে দেবের আলয়।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয়॥
যাহ শীঘ্র গমনে আসিহ ভ্রাতৃবর।
শুনিয়া উত্তর যায় বীর বৃকোদর॥
দেখিল সুন্দর বন ছায়া সুশীতল।
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল॥
মধুর আস্বাদু ফল নানা চিত্র ফুল।
মকরন্দ লোভে উড়ি ভ্রমর আকুল॥
কোনখানে শোভিত গুবাক নারিকেলে।
পলাশ রসাল তাল পূর্ণ বন ফলে॥
বিবিধ কুসুমে দেখে বিচিত্র উদ্যান।
দেবের আশ্রম এই করে অনুমান॥
কোকিলের কলরব বিনা নাহি আর।
মধুপানে মত্ত করে ভ্রমর ঝঙ্কার॥
সর্ব্বকাল বসন্ত নিবসে সেই বনে।
বিহার করয় তাহে আনন্দিত মনে॥
পাসরে পুষ্পের কথা দেখি বনস্থল।
প্রাণভয়ে পশু পক্ষী পলায় সকল॥
বৃক্ষাঘাতে মারিলেক মৃগ রাশি২।
প্রমাদ গণিল যত কানননিবাসী॥
বারণে বারণ মারে মৃগেন্দ্রে মৃগেন্দ্র।
হরিণে হরিণ মারে সভে নিরানন্দ॥
সিংহনাদ ছাড়ি করে হুহুঙ্কার ধ্বনি।
গগণে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী॥
মহাশব্দে পূরিল সকল বনস্থল।
প্রাণভয়ে পশু পক্ষী পলায় সকল॥
ক্ষুদ্র মৃগ বরাহ ব্যাঘ্রাদি বনচরে।
পলায় মহিষ ব্যাঘ্র গজেন্দ্রের ডরে॥
গজেন্দ্র পলায় দূরে মৃগেন্দ্রের ভয়।
মৃগেন্দ্র পলায় বনে জানিয়া সংশয়॥
একের অন্যের ভয় যত মৃগ পশু।
বিকল হইয়া ধায় যুবা বৃদ্ধ শিশু॥

পবননন্দন ভীম ভীমপরাক্রম।
বিহরয়ে তিলেক নাহিক মনোভ্রম॥
হেনমতে কত দিন পরম কৌতুকে।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর ভ্রমে মন সুখে॥
চলিতে উত্তর পথে পবননন্দন।
কত দূরে দেখে বীর কদলীর বন॥
পরম সুন্দর বন দূরেতে আছয়।
যেমন মেঘের ঘটা গগণে উদয়॥
দেখি আনন্দিত হৈল ভীম মহাবল।
ত্বরান্বিত হয়ে বীর আইল সে স্থল॥
নানাপুষ্পে অলিগণ পীয়ে মকরন্দ।
শীতল সৌরভে অতিবাড়িল আনন্দ॥
প্রবেশিয়া দেখে বনে সুপক্ক কদলী।
করিল উদর পূর্ণ ভীম মহাবলী॥
গতায়াতে ভাঙ্গে যত কদলীর বন।
মড়মড়ি শব্দেতে চমকে সর্ব্ব জন॥
মারিল যতেক পশু নাহি তার অন্ত।
সেই বনে আছিল দুরন্ত হনুমন্ত॥
ভাঙ্গিল কদলীবন করি অনুমান।
ক্রোধ ভরে শীঘ্রগতি করিল পয়াণ॥
কুবুদ্ধি পাইল আজি কোন দেবতায়।
আপনারে না জানিয়া আমারে ঘাঁটায়॥
এতেক বলিয়া বীর যাইতে সত্বরে।
আসিতেছে বৃকোদর দেখে কত দূরে॥
দেখিয়া জানিল এই মম সহোদর।
নতুবা এমত দর্প করে কোন নর॥
জানি ছদ্ম করিল পবনঅঙ্গজনু।
হইল সত্বর জীর্ণ অতিক্ষীণ তনু॥
ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ অস্থিমাত্রসার।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম আগুসার॥
দুদিগে কন্টক বন নাহি পরিমাণ।
মধ্য পথ যুড়িয়া রহিল হনুমান॥
হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল।
দেখে পড়িয়াছে পথে বানর দুর্ব্বল॥
ভীম বলে পথ ছাড়ি দেহ রে বানর।
আবশ্যক কার্য্য আছে যাইব সত্বর॥
ভীমের শুনিয়া বীর এতেক বচন।
মায়া করি অতিকষ্টে মিলিল নয়ন॥
ধীরে২ কহে তবে বিনয় আচরি।
জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া চাতুরী॥
কে তুমি কোথায় যাবা কহ মহাবল।
জরাযুক্ত অঙ্গ মোর ব্যথায় বিকল॥
লড়িতে নাহিক শক্তি অবশ শরীর।
লঙ্ঘিয়া গমন কর সুখে মহাবীর॥
এতেক শুনিয়া ভীম চিন্তে মনেমন।
সকল শরীরে আত্মারূপে নারায়ণ॥
ইহারে লঙ্ঘিয়া আমি যাইব কেমনে।
এতেক বিচার তবে কহে হনুমানে॥
ধার্ম্মিক বানর তুমি বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দেহ কি কারণ॥
শুনি যে শাস্ত্রেতে হেন আছে বিবরণ।
যত্র জীব তত্র শিব রূপে নারায়ণ॥
দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব দুর্নীতি।
লঙ্ঘিয়া যাইতে বল নাহি ধর্ম্মমতি॥
হনূমান বলে আমি জাতি যে বানর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর॥
ব্যথায় কাতর অঙ্গ দেখ মহাশয়।
কহিলাম বাক্যমাত্র মনে নাহি লয়॥
তুমি ধর্ম্মবান বড় হও সত্যবাদী।
পরম সুজন অতিদয়ার অবধি॥
অভিপ্রায় বুঝিলাম বড় বংশে জন্ম।
পথ ছাড়াইয়া রাখ বাড়িবেক ধর্ম্ম॥
তবে ভীম অবজ্ঞা করিয়া বাম হাতে।
ধরিয়া তুলিতে যায় নারিল লাড়িতে॥
বিস্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর।
শক্ত করি ধরিলেক দিয়া দুই কর॥
যতেক আপন শক্তি কৈল প্রাণপণ।
মহাশ্রমে লাড়িতে নারিল কদাচন॥
বহিল অঙ্গেতে ঘাম হইল ফাঁফর।
বিনয়পূর্ব্বক কহে যুড়ি দুই কর॥
কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মানুষ কি বা নাগের ঈশ্বর॥
জানিলাম মোর দর্প নাশিতে বিশেষে।
ছলিতে আইলা বৃদ্ধ বানরের বেশে॥
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহাশয়।
অবধানে শুনহ আমার পরিচয়॥
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা পাণ্ডু মহামতি।
তার ক্ষেত্রে জন্ম আমি পবন সন্ততি॥
ভীমসেন নাম মম জান মহাশয়।
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়॥
রাজ্য ধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে।
তপস্বির বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে॥
কহিলাম নিজ কথা তোমার অগ্রেতে।
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে॥

আনিব সুবর্ণ পদ্ম ঈশ্বরের হেতু।
আমারে পাঠাইলেন ভাই ধর্ম্ম সেতু॥
যে কিছু বৃত্তান্ত কহিলাম মহাশয়।
কৃপা করি দেহ মোরে নিজ পরিচয়॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহেন মারুতি॥
জিজ্ঞাসিলা শুনহ আমার বিবরণ।
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবননন্দন॥
রামকার্য্য হেতু মোরে সৃজিল বিধাতা।
হনূমান নাম মোর রাখিলেন পিতা॥
রাবণ রামের সীতা হরিল যখন।
প্রাণপণে সাধিলাম রামপ্রয়োজন॥
সাগর লঙ্ঘিয়া কৈনু সীতার উদ্দেশ।
তবে রাম করিলেন সৈন্য সমাবেশ॥
সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু সৈন্য হইল পার।
হইল রাবণ রাজা সবংশে সংহার॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ বাস।
আমারে করিয়া কৃপা করিলেন দাস॥
তুষ্টা হৈয়া জনকনন্দিনী দিল বর।
এইহেতু চারি যুগ হইনু অমর॥
এই কদলীর খণ্ড মোরে দিল দান।
রামের সেবক আমি নাম হনূমান॥
এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতল॥
ভীম বলে অপরাধ ক্ষমহ গোসাঁই।
যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি মম জ্যেষ্ঠ ভাই॥
হনূমান বলে ভাই কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ॥
পূর্ব্বে দেখিয়াছি আমি জেনেছি কারণ।
করিলাম এত ছল জানিবারে মন॥
ভীমসেন বলে যদি কৃপা হৈল মোরে।
এক নিবেদন করি তোমার গোচরে॥
নিজ মুর্ত্তি মহাশয় করিয়া প্রকাশ।
পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ॥
শুনিয়া হাসিল তবে হনূমান বীর।
দেখিতে২ হৈল পূর্ব্বের শরীর॥
অতিতপ্ত সুবর্ণ জিনিয়া অঙ্গশোভা।
বালক সূর্য্যের তুল্য চমৎকার প্রভা॥
মনের আবেশে বাড়ে বীর হনূমন্ত।
কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত॥
চক্ষু বুজি ভীমসেন ডাকে পরিত্রাহি।
অসংখ্য হইল অঙ্গ সঙ্কল্প গোসাঁই॥
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল ভূমি তলে।
তথাপিহ মহাবীর বাড়ে কুতুহলে॥
ঊর্দ্ধে লক্ষ যোজন হইল পদ নখ।
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক॥
বিশেষে দেখিয়া দুঃখি বীর বৃকোদর।
পূর্ব্বমত শরীর হইল মায়াধর॥
আশ্বাসিয়া ভীমেরে করিল সচেতন।
মৃত দেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন॥
বৃকোদর কহে দাণ্ডাইয়া যোড়করে।
বিস্তর বিনয় করি বানর ঈশ্বরে॥
ভাগ্যেতে দেখিনু তোমা পূর্ব্ব পুণ্যফলে।
মনের মানস পূর্ণ হৈল এত কালে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আমার পরম শত্রু আছে দুর্য্যোধন॥
বনবাস উপরন্তে যদি যুদ্ধ হয়।
সেই কালে সাহায্য করিবা মহাশয়॥
হাসিয়া কহিল তবে পবনসন্তান।
কাল দেশ পাত্র বুঝি করিব বিধান॥
যখন যাহার সঙ্গে করিবা বিবাদ।
তোমার সম্মুখেতে হইবে সিংহনাদ॥
অর্জ্জুনের কপিধ্বজে হয়ে অধিষ্ঠান।
দুই স্থানে নিজ শক্তি করিব বিধান॥
দুই শব্দে যেমন একত্র বজ্রাঘাত।
শুনিয়া অনেক সৈন্য হইবে নিপাত॥
যাহ গন্ধমাদনেতে পুষ্প আছে যথা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা॥
কুবেরের পুষ্প সেই রাখয়ে রক্ষক।
সাধিবা আপন কার্য্য বিনয়পূর্ব্বক॥
সভার বন্দিত দেব বেদে হেন কয়।
অনাদর করিলে যে পাপ বৃদ্ধি হয়॥
এতেক কহিয়া বীর মধুর বচন।
বিদায় করিল ভীমে দিয়া আলিঙ্গন॥
কত দূর আগুসারি পথ দেখাইল।
চরণে পড়িয়া ভীম প্রণাম করিল॥
পরম কৌতুকে তবে বৃকোদর বীর।
চলিল উত্তর মুখে নির্ভয় শরীর॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস॥

অথ ভীমের সহিত যক্ষগণের যুদ্ধ।

লঘু ত্রিপদী।

অতঃপর ভীম পরাক্রমে ভীম
চলিল উত্তর পথে।
দুই ভিতে যত আছয়ে পর্ব্বত
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে ॥
পরম কৌতুকে আপনার সুখে
স্বচ্ছন্দ গমনে যায়।
মহাবলবান কি করে সন্ধান
কে বুঝিবে অভিপ্রায় ॥
কত দিনান্তর গন্ধগিরিবর
বন উপবন শোভা।
উচ্চ সম শাখা বিস্তারে অলেখা
নব জলধরআভা ॥
সপ্ত শৃঙ্গ তথি শোভা করে অতি
তাহে নানা তরুগণ।
পবন নন্দন আনন্দিত মন
সুখে কৈল আরোহণ ॥
প্রতিশৃঙ্গে পক্ষ মৃগ লক্ষ২
পশুগণ অগণিত।
নানা পুষ্প বনে মধুকরগণে
মধুপানে আনন্দিত ॥
কোকিল কাকলী গুঞ্জরিছে অলি
বিবিধ পক্ষির রব।
দেখে নানা স্থানে সকল সোপানে
দেবের আশ্রম সব ॥
তাহার উত্তর রম্য সরোবর
সুবর্ণ পঙ্কজ বন।
দক্ষিণ পবন বহে অনুক্ষণ
আমোদে মোহিত মন ॥
গন্ধঅনুসারে চলিল উত্তরে
পুষ্পহেতু মহাবুদ্ধি।
দেখি সরোবর বীর বৃকোদর
জানিল কার্য্যের সিদ্ধি ॥
সুবাসিত জলে কনক কমলে
মধুপান করে ভৃঙ্গ।
তথি লাখে লাখ হংসচক্রবাক্
বিহরে রমণীসঙ্গ ॥
ডাহুকী ডাহুকে ভ্রমে নানা সুখে
সারস সরসমতি।
পুষ্পমকরন্দ সদা বহে গন্ধ
বায়ু বহে মন্দগতি ॥
কারণ্ডব বৃন্দ পরমআনন্দ
সদাই সানন্দ হয়ে।
মজি মনোভবে কেলি করে সভে
নিজ পরিবার লয়ে ॥
তথি লক্ষ২ যক্ষরাজপক্ষ
আছয়ে রক্ষক লক্ষ।
মানিয়া বিস্ময় ভীমসেন কয়
কখন এ নহে লক্ষ্য ॥
নির্ভয় শরীর বৃকোদর বীর
দেখিয়া নির্ম্মল জল।
স্নান করি হৃষ্ট পূজা কৈল ইষ্ট
কৌতুকে তুলি কমল ॥
দেখি পরস্পর কহে অনুচর
কুবেরকিঙ্কর যত।
দেবের উদ্যানে ভয় নাহি মনে
দেখি যে অজ্ঞানবত ॥
কেহ বলে উঠ না করিহ হঠ
কমল কনক ফুল।
অল্পতর প্রাণ মানুষ অজ্ঞান
কি জান ইহার মুল ॥
কেহ সাধু জন মধুর বচন
কহে ভীমসেনপ্রতি।
কহ মহামতি কাহার সন্ততি
কিহেতু হেথা আগতি ॥
এই সরোবর যক্ষের ঈশ্বর
ঈশ্বর ইহার হয়।
দেখি সাধু হেন ভাল মন্দ জান
তারে নাহি কর ভয় ॥
ভীম বলে মোর নাম বৃকোদর
পাণ্ডুর নন্দন আমি।
ভয় নাহি মনে এ তিন ভুবনে
স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি ॥
ক্ষিতিপালশ্রেষ্ঠ মম ভাই জ্যেষ্ঠ
যুধিষ্ঠির মহারাজা।
পুষ্প অনুসারে পাঠাইল মোরে
করিবেন দেবপূজা ॥
পুষ্প লৈয়া আমি যাব শীঘ্রগামী
করিতে ঈশ্বরসেবা।
অন্য কর্ম্ম নয় কি কারণে ভয়
এমত দুর্ব্বল কে বা ॥

অনুচর কয় যাহ মহাশয়
যক্ষরাজে গিয়া বল।
নহিলে বলহ করিলে কলহ
তবে কি হইবে ভাল ॥
হাসি বৃকোদর কহে ওরে চর
কিহেতু যাইব তথা।
আসিয়া পাণ্ডব পুষ্প নিল সব
কহ গিয়া এই কথা ॥
ভীম মহাবল তোলয়ে কমল
না মানিল যদি মানা।
কুবেরকিঙ্কর হাতে ধনুঃশর
রুষিল সকল সেনা ॥
ভীমের উপর সন্তে এড়ে শর
বৃষ্টিবত পড়ে গায়।
ক্রোধে বৃকোদর উঠিয়া সত্বর
মারিল বৃক্ষের ঘায় ॥
মারিল যতেক কহিব কতেক
যে কিছু আছিল শেষ।
কান্দি উচ্চৈঃস্বরে কহিল কুবেরে
নিশ্চয় মজিল দেশ ॥
নর এক জন বিকৃতি লক্ষণ
মারিয়া রক্ষককুল।
করিলেক হত সরোবরে যত
আছিল কমলফুল ॥
কহে নাম মোর বীর বৃকোদর
পাণ্ডুনৃপতির সুত।
শুন মহাশয় কহিনু নিশ্চয়
যক্ষকুল হৈল হত ॥
কহে যক্ষরাজ দ্বন্দ্বে নাহি কায
তনয় অধিক হয়।
আমার উত্তর কহিয়া সত্বর
পুষ্প দেহ যত চায় ॥
আসি চরগণে মধুর বচনে
শান্তাইল ভীমসেনে।
হেথা ধর্ম্মসুত ত্রিবিধ উৎপাত
দেখয়ে শর্ব্বরী দিনে ॥
উচ্চাটন মতি মুনিগণ প্রতি
করিলেন নিবেদন।
কহ মুনিবর ভাই বৃকোদর
না আইল কি কারণ ॥
মুনিগণ কয় না করিহ ভয়
ভীমে কে হিংসিতে পারে।
কহে যুধিষ্ঠির প্রাণ নহে স্থির
যাবত না দেখি তারে ॥
ভারতের কথা অতি সুখদাতা
কহিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালির ছন্দে মনের আনন্দে
বিরচিল তাঁর দাস ॥

অথ ভীমান্বেষণে যুধিষ্ঠিরের যাত্রা।

পয়ার।

যুধিষ্ঠির বলেন মুনি কর অবধান।
ভীমের বিলম্বে মম আকুল পরাণ ॥
কেমন কুবুদ্ধি প্রভু হৈল মম মনে।
ভীমেরে পাঠাইলাম পুষ্পের কাননে ॥
যখন বিপদকাল হয় উপস্থিত।
পাপযুক্ত বুদ্ধিতে নিযুক্ত হয় চিত ॥
কুকর্ম্ম যতেক বুঝে সুকর্ম্মের প্রায়।
নহে প্রবর্ত্তিব কেন কপট পাশায় ॥
আশ্চর্য্য দেখহ আর বিধির করণ।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণাসহ আইলাম বন ॥
অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল।
মিছাকার্য্যে পুষ্পহেতু ভীমসেন গেল ॥
ব্যস্ত প্রাণ না দেখিয়া দোঁহাকার মুখ।
বিধি দেয় দুঃখের উপরে আর দুঃখ ॥
এত বলি ঘটোৎকচে করেন স্মরণ।
স্মরণ করিবামাত্র ভীমের নন্দন ॥
আসিয়া সভার পদে করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন নরপতি ॥
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার।
মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার ॥
পুষ্পহেতু গেল ভীম জনক তোমার।
চিরদিনে না পাই তাহার সমাচার ॥
এইহেতু চিন্তা সদা হৈতেছে আমার।
ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই।
শীঘ্রগতি চল সন্তে যাইব তথাই ॥
আমারে লইবা আর ভাই দুই জন।
সকল বর্ণের গুরু লইবা ব্রাহ্মণ ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার।
সেকারণে লইতে আমার অঙ্গীকার ॥

ঘটোৎকচ বলে দেব তোমার আজ্ঞায়।
পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায় ॥
মোর পৃষ্ঠে আরোহণ কর সব জনে।
তোমার প্রসাদে তথা যাইব এইক্ষণে ॥
এত শুনি তুষ্ট হৈয়া ধর্ম্মের নন্দন।
প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন ॥
আরোহণ কৈল আগে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
কৃষ্ণাসহ তিন ভাই বৈসে কুতুহলী ॥
চলিল ভীমের পুত্র ভীমপরাক্রম।
অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম ॥
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত সভে।
কুসুমিত কাননে কোকিল কলরবে ॥
মধুপানে মত্ত হৈয়া ভ্রমর ঝঙ্কার।
অনঙ্গ মোহিত অঙ্গ রঙ্গে সভাকার ॥
পশু পক্ষি মৃগেতে পুরিত বনস্থল।
দিব্য সরোবর তাহে শোভিত কমল ॥
করয়ে কৌতুক রাজহংস চক্রবাক।
নানাবর্ণে কচ্ছপ বিহরে লাখে লাখ ॥
বিবিধ তড়াগ কূপ বহু নদ নদী।
স্থাবর জঙ্গম যত কে করে অবধি ॥
প্রতিডালে নানা পক্ষী করে কলরব।
কৌতুক দেখিছে যেন মহামহোৎসব ॥
লঙ্ঘিয়া উদ্যান সব উপবন যত।
উদ্দেশ পাইল গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
নানা কথা কহিতে কহিতে মুনিগণ।
শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্মের নন্দন ॥
এই মত অল্প দিনে রাজা যুধিষ্ঠির।
উপনীত যথা আছে বৃকোদর বীর ॥
দেখিল অনেক সৈন্য কুবেরকিঙ্কর।
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বৃকোদর ॥
দিব্য সরোবর দেখে অগাধ সলিল।
কমল কুমুদ রক্ত শ্বেত পীত নীল ॥
জলজন্তু বিহঙ্গম অতিমনোহর।
কুসুম উদ্যান চারি তটের উপর ॥
ক্রীড়ায় কৌতুক মন ভীম মহামতি।
হেনকালে দেখিল আগত ধর্ম্মপতি ॥
লোমশ ধৌম্যের কৈল চরণ বন্দন।
মাদ্রীপুত্র দুই জনে কৈল আলিঙ্গন ॥
মধুর সম্ভাষে তুষ্ট কৈল যাজ্ঞসেনী।
ভীমে সম্বোধনে কহে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
শুন ভাই তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম।
দেব দ্বিজ হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
হেন কর্ম্ম কভু নাহি করিবা সর্ব্বথা।
কিছু না কহিল ভীম রহে হেট মাথা ॥
বিদায় হইয়া গেল ঘটোৎকচ বীর।
দিন কত তথায় রহেন যুধিষ্ঠির ॥
সুবর্ণ পঙ্কজ পুষ্প তুলি সুর্ব্বজনে।
ইষ্টের অর্চ্চনা করে আনন্দিত মনে ॥
ছায়া সুশীতল জল স্থল মনোরম।
সহজে সুখের স্থান দেবের আশ্রম ॥
মৃগয়া করেন নিত্য ভীম মহাবল।
আনয়ে বনের ফল ব্রাহ্মণ সকল ॥
ভক্তিভাবে দ্রুপদনন্দিনী সাবধানা।
ব্রাহ্মণপালনে রতা জননী সমানা ॥
এমনি কৌতুকযুক্ত আছে সর্ব্বজন।
এক দিন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে।
ধৌম্য পুরোহিত গেল সরোবর স্নানে ॥
লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিল বন।
নিঃসহায় আশ্রমে থাকেন চারি জন ॥
হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব।
বন্ধুর পরম শত্রু জানিয়া পাণ্ডব ॥
হিংসাহেতু আশ্রম করিল সেই বন।
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ ॥
না পারে লঙ্ঘিতে দুষ্ট ভীমে করি ভয়।
বিশেষ রক্ষক মন্ত্র ব্রাহ্মণ পঠয় ॥
দৈবযোগে সেই দিন দেখি শূন্যালয়।
শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস দুরাশয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অতিগভীর গর্জনে।
কহিতে লাগিল দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দনে ॥
আরে পাপমতি দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাণ্ডব।
হিড়িম্বকআদি মোর বন্ধু ছিল সব ॥
সভাকে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই।
এই অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥
মবাঞ্ছিত ফল আজি বিধি মিলাইল।
সেকারণে চারি জন একান্তে মিলিল ॥
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সভাকে।
ভীমার্জ্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে ॥
নিপাত হইল শত্রু কাম হৈল পূর্ণ।
এতেক বলিয়া দুষ্ট ধরিলেক তূর্ণ ॥
পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া শীঘ্রগতি।
ভীমে ভয় করিয়া পলায় দুষ্টমতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ জটাসুরের বধ এবং পাণ্ডবেরদের বদরিকাশ্রমে যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলেন পাপ রাক্ষস অধম।
বুঝিলাম স্মরণ করিল তোরে যম॥
অহিংসক জনেরে হিংসয়ে যেই জন।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন॥
না বুঝিয়া কি কারণে করিস কুকর্ম্ম।
পাপেতে পড়িলা দুষ্ট মজাইয়া ধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম নষ্ট করি যার সুখে অভিলাষ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নরকেতে বাস॥
ফলিবেক এখনি তোমার দুষ্টাচার।
হইবে ভীমের হাতে সবংশে সংহার॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা এত সব দেখি।
পরিত্রাহি ডাকে দেবী বুজি দুই আঁখি॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৃপার নিধান।
করহ কমলাকান্ত কষ্টে পরিত্রাণ॥
তোমারে পাণ্ডববন্ধু লোকে বলি কয়।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয়॥
কোথা গেলা ভীমসেন করহ উদ্ধার।
তোমা বিনা দুস্তরে তারিতে নাহি আর॥
কোথায় রহিলা গিয়া বীর ধনঞ্জয়।
রক্ষা কর পাণ্ডুবংশ মজিল নিশ্চয়॥
বিকল হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চরায়।
কত দূরে ভীমসেন শুনিবারে পায়॥
অভিপ্রায়ে বুঝিল কান্দয়ে যাজ্ঞসেনী।
ব্যগ্র হৈয়া বীরবর ধাইল অমনি॥
দেখিয়া পলায় দুষ্ট হরি চারি জনে।
ডাকিয়া কহিল ভীম আশ্বাস বচনে॥
তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে।
এখনি মারিব দুষ্ট চক্ষুর নিমিষে॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।
ডাকি বলে রহ রে পাপিষ্ঠ নিশাচর॥
ভীমের পাইয়া শব্দ বেগে ধায় জটা।
গগণমণ্ডলে যেন নব মেঘ ঘটা॥
অসুরের কর্ম্ম দেখি বেগে বীর ধায়।
ঘুরায়ে বৃক্ষের বাড়ি মারিল মাথায়॥
বৃক্ষাঘাতে ব্যথিত হইয়া ক্রোধ মনে।
ভীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারি জনে॥
ধাইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান।
চলিতে নারিল ভীম পাইল অপমান॥
ক্রোধে কম্পমান তনু বৃক্ষ লয়ে হাতে।
প্রহার করিল দুষ্ট মারুতির মাথে॥
পরশি ভীমের মাথে বৃক্ষ হৈল চূর।
বক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অসুর॥
করাঘাতে কম্পমান বৃকোদর বীর।
অঙ্গেবহে শ্রমজল হইল অস্থির॥
মারিল জটার বুকে দৃঢ় মুষ্টিঘাত।
পর্ব্বতউপরে যেন হৈল বজ্রপাত॥
ভীমের ভৈরব নাদ অসুরের শব্দ।
কাননিবাসি যত শুনি হৈল স্তব্ধ॥
বৃক্ষাঘাতে করাঘাতে পদাঘাতে ঘাতে।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেন মতে॥
মল্লযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবল।
সিংহনাদে পূরিল সকল বনস্থল॥
ধরাধরি করি দোঁহে ক্ষিতিমধ্যে পড়ি।
যুগল হস্তির প্রায় যায় গড়াগড়ি॥
ক্ষণেক উপরে ভীম ক্ষণেক রাক্ষস।
সমান শকতি দোঁহে সমান সাহস॥
তবে বীর বৃকোদর পায়ে অবসর।
সারিয়া উঠিল জটাসুরের উপর॥
বুকের উপরে বসি পদে চাপে কর।
বাম হাতে গলা চাপি ধরিল সত্বর॥
তুলিয়া দক্ষিণ কর মুষ্টিঘাত মারি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই সারি॥
পদাঘাত করিয়া মস্তক কৈল চূর।
ত্যজিল পরাণ পাপ দুরন্ত অসুর॥
দেখিয়া আনন্দযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরেতে আঘ্রাণ লয়ে দেন আলিঙ্গন॥
কৌতুকে লোমশ ধৌম্য করে আশীর্ব্বাদ।
মরিল অসুর দুষ্ট ঘুচিল বিষাদ॥
আসিয়া আশ্রমে সভে হরিষ বিধাসে।
নিত্য নিয়মিত করিলেন জনে২॥
পর দিন প্রভাতেতে ধর্ম্মঅধিকারী।
কহেন লোমশ প্রতি করযোড় করি॥
মম এক নিবেদন শুন মহাশয়।
অতঃপর এখানে রহিতে যোগ্য নয়॥
দেখ দুষ্ট জটাসুর মরিল পরাণে।
শুনিয়া হিংসিবে আসি তার বন্ধুজনে॥
সেকারণে এখানে রহিতে যোগ্য নয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম উচিত যে হয়॥
লোমশ কহিল যে কহিলা ধর্ম্মপতি।
কি যুক্তি সভার এই লয় মম মতি॥

ব্যাসের আশ্রম বদরিকা পুণ্যস্থানে।
তথায় চলহ সভে থাকি প্রীত মনে॥
এতেক শুনিয়া সভে লোমশের স্থানে।
প্রশংসা করিয়া তথা যায় সর্ব্বজনে॥
পর্ব্বতউপরে বৃক্ষ ছায়া সুশীতল।
কমলে শোভিত রম্য সরোবর জল॥
দেখেন অনেকবিধ কৌতুক বিহিত।
বদরিকা আশ্রমে সকলে উপনীত॥
আনন্দে রহেন তথা চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সভে কাতর অন্তর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ যুধিষ্ঠিরের বদরিকাশ্রমহইতে ধবল পর্ব্বতে গমন।

কহেন জনমেজয় কহ তপোধন।
বদরিকাশ্রমে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
কেমনে রহেন তথা অর্জ্জুন বিহনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিব শ্রবণে॥
মুনি বলে অবধান কর নৃপবর।
বনবাস গত হয় চতুর্থ বৎসর॥
পঞ্চ বর্ষ প্রবেশ সপ্তম মাস গেল।
একদিন পঞ্চ জন একান্তে বসিল॥
অর্জ্জুন বিহনে সভে নিরানন্দ মন।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা করিয়া রোদন॥
দেখ মহারাজ এই দৈবের করণ।
সর্ব্ব সুখ বিলাসে বঞ্চিত এই জন॥
যেহেতু অর্জ্জুন গেল অস্ত্র শিখিবারে।
হইল বৎসর পঞ্চ না দেখি তাহারে॥
প্রাণের বিহনে যেন শরীর ধারণ।
অর্জ্জুনবিচ্ছেদে আমি আছি হে তেমন॥
তোমাসভাকার মনে না জানি কি লয়।
পার্থের বিহনে মম প্রাণ স্থির নয়॥
ভীম বলে যে কহিলা দ্রুপদনন্দিনি।
শীর্ণ মম কলেবর এই সব গণি॥
সূর্য্যের সমান সেই সর্ব্ব গুণাধার।
শাসিলাম মহী বাহুবলেতে যাহার॥
যাহার তেজেতে হৈল সুরাসুর বশ।
এ তিন ভুবনে যার প্রকাশিল যশ॥
তাহার বিহনে প্রাণ ধারণ কি হয়।
হেনকালে কহে দোঁহে মাদ্রীর তনয়॥
যত দিন নাহি দেখি পার্থ মহাবীর।
আহারে অরুচি চিত্ত সদাই অস্থির॥
কোথা দিব তুলনা সে অর্জ্জুনের গুণ।
পাণ্ডব কুলের চক্ষু কেবল অর্জ্জুন॥
তবে যদি পার্থ সহ নহে দরশন।
আমরা ত্যজিব প্রাণ এই নিরূপণ॥
অনন্তরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কহিলা যতেক কথা সব আমি জানি॥
অসাধ্য সাধন হেতু যেই ভাই মূল।
তাহার বিচ্ছেদে মম পরাণ আকুল॥
কিন্তু আমি শুনিয়াছি মুনির বচন।
অর্জ্জুন অজেয় হেন কহে সর্ব্বজন॥
চিন্তা না করিহ কিছু তাহার কারণে।
পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল এত দিনে॥
কহিল আমারে পার্থ গমনের কালে।
আশীর্ব্বাদ করিহ যে আসি ভালে২॥
চিন্তা না করিহ কিছু আমার কারণে।
পঞ্চবর্ষে আসিব তোমার বিদ্যমানে॥
ধবল পর্ব্বতে সভে করিবা গমন।
সেইখানে আসি আমি মিলিব তখন॥
চলহ তথায় শীঘ্র যাই সর্ব্বজন।
অবশ্য অর্জ্জুনসঙ্গে হবে দরশন॥
তবে সকরুণ ভাষে ধর্ম্মের নন্দন।
লোমশ মুনিরে করিলেন নিবেদন॥
মুনি আশ্বাসিয়া কহিলেন এই কথা।
চল শীঘ্র অবশ্য যাইব সভে তথা॥
চলিল লোমশ আগে ধৌম্যের সহিত।
কৃষ্ণাসহ চারি ভাই যান হরষিত॥
ক্রমে২ লঙ্ঘিল দুর্গম যত পথ।
উদ্দেশ করিয়া যান ধবল পর্ব্বত॥
নানাবিধ পর্ব্বত অসংখ্য নদ নদী।
পশু পক্ষী বন বৃক্ষ কে করে অবধি॥
নানা কাব্য কথায় আনন্দযুক্ত মন।
ছাড়ি গন্ধমাদন করিলেন গমন॥
উত্তরেতে হিমালয় পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ।
কত দূরে ধবল পর্ব্বত হৈল দৃষ্ট॥
পরম সুন্দর শুক্ল স্ফটিক সঙ্কাশ।
দেখিয়া সভার হৈল পরম উল্লাস॥
যত্নে উঠিলেন সভে অতি উচ্চ গিরি।
তথা থাকি দেখিলেন কুবেরের পুরী॥
দূরেতে নগরবর অতিশোভা করে।
হইল অমরাবতীভ্রম সভাকারে॥

বহুবিধ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন।
কৌতুকে দেখয়ে সভে পর্ব্বতোপবন॥
কুবের শাসন সেই হয় গিরিবর।
রক্ষাহেতু আছে লক্ষ যক্ষ অনুচর॥
এক দিন প্রভাতে উঠিয়া যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণাসহ চারি ভাই হৈলেন বাহির॥
সহিত লোমশ ধৌম্য আদি মুনিগণ।
পরম কৌতুকে প্রবেশেন পুষ্পবন॥
শীতল সৌরভ বহে মন্দসমীরণ।
প্রফুল্ল হইল গন্ধে সভাকার মন॥
নানা পুষ্পে মধুপান করয়ে ভ্রমর।
কোকিল ঝঙ্কার করে বসন্তকিঙ্কর॥
দেখিয়া প্রশংসা করি সাধু২ বলি।
মনের মানসে সভে নানা পুষ্প তুলি॥
গতায়াতে ভাঙ্গিল অনেক পুষ্পবন।
দেখিয়া কুপিল যত অনুচরগণ॥
ডাকিয়া বলিল শুন মনুষ্য অধম।
এত দিনে সভাকে স্মরণ কৈল যম॥
আরে মন্দমতি এই দেবের আলয়।
ঈদৃশ করিলি নাহি মনে তোর ভয়॥
ইহার উচিত ফল এইক্ষণে দিব।
মুহূর্ত্তেকে শমনসদনে পাঠাইব॥
এত বলি চতুর্দ্দিগে বেড়ে সর্ব্ব জনে।
অন্ধকার করিলেক অস্ত্র বরিষণে॥
দেখিয়া কুপিল তবে ভীম মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল রক্ষক সকল॥
মারিল সকল তাহা কে করে গণনা।
প্রাণভয়ে পলাইল শেষ যত জনা॥
অতিত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় অতিবেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া কুবেরের আগে॥
অবধান মহারাজ করি নিবেদন।
পুষ্প বনে আসিয়া মনুষ্য এক জন॥
ভাঙ্গিয়া পুষ্পের বন মারিল রাক্ষসে।
কাহারে না করে ভয় অসম সাহসে॥
বলেতে সমান তার নহে কোন জন।
বিনয় করিলে নাহি শুনিল বচন॥
যতেক রাক্ষসগণ মারিল সকল।
তাহে রক্ষা পাইয়াছি আমরা কেবল॥
বিরোধ তাহার সাথে বড়ই সংশয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম উচিত যে হয়॥
শুনিয়া চরের মুখে এতেক ভারতী।
জ্বলন্ত অনল তুল্য কোপে যক্ষপতি॥
সাজিল অনেক সৈন্য চতুরঙ্গ সেনা।
যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব্ব অগণনা॥
যথায় ধর্ম্মের সুত কুসুম কাননে।
উত্তরিল যক্ষপতি অতিক্রোধ মনে॥
দেখিয়া জানিল এই রাজা যুধিষ্ঠির।
মাদ্রীপুত্র দুই সহ বৃকোদর বীর॥
নিকট হইল যবে ধর্ম্ম নরবর।
কহিতে লাগিল ক্রোধে গুহ্যকঈশ্বর॥
বড় বংশে জন্ম রাজা নহত অজ্ঞান।
কি কারণে কর কর্ম্ম নীচের সমান॥
দেবতা ব্রাহ্মণ হেতু ক্ষত্রিয়ের জন্ম।
পুনঃ২ হিংসা কর ত্যজিয়া স্বধর্ম্ম॥
ক্ষমায় না কহি কিছু ধর্ম্ম ভয় বাসি।
পুনঃ২ ক্ষিপ্ত মত কর্ম্ম কর আসি॥
নহি আমি হীনশক্তি না হই দুর্ব্বল।
মুহূর্ত্তেকে দিতে পারি সমুচিত ফল॥
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়॥
কৃপার সাগর তুমি দয়ার নিধান।
বিশেষ বালক হয় কি বা তার জ্ঞান॥
জনক না লয় যেন বালকের দোষ।
কৃপা করি দূর কর মনের আক্রোশ॥
ইত্যাদি অনেকমতে করিয়া স্তবন।
যক্ষরাজে তোষিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
তুষ্ট হৈয়া বর দিয়া মধুর সম্ভাষে।
মনুষ্য বাহনে গেল আপন নিবাসে॥
পরম কৌতুক মনে ধর্ম্ম নরপতি।
মনোরম্য দেখি তথা করেন বসতি॥
নানা সুখে আনন্দে রহেন সর্ব্ব জন।
অনুক্ষণ ধ্যান অর্জ্জুনের আগমন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অথ ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্তস্বর্গ দর্শনে যাত্রা।

হোতায় ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয়॥
নানা বিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ।
রূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর॥

শিক্ষাইল অস্ত্রসহ সভে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন জানি সভে করে দয়া॥
নৃত্যগীতে বিশারদ ক্ষমানম্র ধীর।
শান্তি শক্তি সদা সর্ব্ব গুণেতে গভীর॥
হেনমতে সুখেতে আছেন কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরুহূত॥
তবে ইন্দ্র জানিল অর্জ্জুন পরাক্রম।
সুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম॥
নিবাতকবচ দৈত্য কালকেয় আদি।
অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী॥
বিনা পার্থ নাশিতে নাহিক অন্য জন।
আনিলাম অর্জ্জুনেরে এই সে কারণ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয়॥
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরি নিপাতন।
সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা করে বিবেচন॥
এমত উদ্বেগ চিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি সারথি॥
একে২ কহিল যতেক সমাচার।
পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার॥
না কহিয়া অর্জ্জুনে এ সব বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গে করিতে ভ্রমণ॥
সহিত যাইবা তুমি জানাবা সকল।
প্রথমে যাইবা যত দেবতার স্থল॥
সপ্ত স্বর্গে নিবাস করয়ে যত জন।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ॥
ক্রমে২ দেখাইবা সভার আলয়।
প্রফুল্ল দেখিবা যবে বীর ধনঞ্জয়॥
আমার পরম শত্রু কহিবা অসুর।
গতায়াতে পথভ্রমে যাইবা সে পুর॥
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে॥
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ।
এইরূপে সাধি কার্য্য না জানিবে পার্থ॥
শুনিয়া মাতলি কহে যে আজ্ঞা তোমার।
এ রূপ হইলে হবে অসুর সংহার॥
মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি।
কোনমতে গেল দিন প্রভাত রজনী॥
উঠিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥
বসিয়া সভার মাঝে সহস্রলোচন।
মাতলি আসিয়া আগে করে নিবেদন॥

হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিজ পার্শ্বে বসাইল শচীর ঈশ্বর॥
প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইল হাত।
কহিল পার্থের প্রতি বিবুধের নাথ॥
শুন পুত্র স্বকার্য্য সাধিলা নিজগুণে।
চির দিন বিলম্ব হইল সে কারণে॥
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয়।
চিন্তাযুক্ত থাকিবেন মম মনে লয়॥
অতঃপর বিলম্বে নাহিক কিছু কায।
শীঘ্রগতি ভেটিতে উচিত ধর্ম্মরাজ॥
রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি।
স্বর্গের বিভব দেখি আইস শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা পায়ে আনে রথ মাতলি সত্বর।
ইন্দ্রেরে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সসজ্জ হইয়া ধনুর্বাণ লৈয়া হাতে।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে॥
মাতলি চালায় রথ অতিবিচক্ষণ।
পবন অধিক বেগ রথের গমন॥
ক্রমে২ দেখে যত অমরআলয়।
নন্দন কাননে যান বীর ধনঞ্জয়॥
অতি সে সুন্দর বন মুনি মনোলোভা।
প্রফুল্লিত কুসুম কানন অতিশোভা॥
নিরন্তর মূর্ত্তিমন্ত আছে ছয় ঋতু।
মত্ত হৈয়া বিহার করয়ে মৎস্যকেতু॥
মধুপানে মত্ত হৈয়া ভ্রমর ঝঙ্কার।
কোকিলের রব বিনা নাহি শুনি আর॥
প্রতিডালে কলরব করে নানা পক্ষ।
মৃগ মৃগী মৃগেন্দ্র বিহরে লক্ষ২॥
নানা পক্ষি শোভিত সুন্দর ফুল ফল।
মন্দ২ সদাগতি বহে সুশীতল॥
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে।
দিন কত তথায় বঞ্চিল হেন সুখে॥
তথাহৈতে গেল পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী।
দেখিল নিবসে যত কৌতুকে বিহারী॥
নৃত্যগীতে আনন্দিত সভাকার মন।
সমান বয়স বেশ বৈসে যত জন॥
হেনকালে কিন্নর অপ্সর আদি যত।
ভ্রমণ করয়ে পার্থ চালাইয়া রথ॥
যথাক্রমে সপ্ত স্বর্গ দেখিয়া সকল।
আনন্দে বিহ্বল চিত্ত পার্থ মহাবল॥
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে।
ধন্য আমি এত সব দেখিনু নয়নে॥

তবেত মাতলি গেল যমের ভবন।
নানা কাব্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন॥
দেখেন ধর্ম্মের সভা ধর্ম্মের বিচার।
পুণ্যবন্ত সুখে আছে দুঃখে পাপাচার॥
পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে।
করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে॥
পাপির কষ্টের কথা কহন না যায়।
প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায়॥
মহাপাপী যত জন পড়িয়া নরকে।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে॥
ঘোর অন্ধকার কুপে পাপী মারা যায়।
গোময় পোকায় তার মাথা খুলি খায়॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন।
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন॥
চোরের নিদ্রায় যেন নাহি প্রয়োজন।
ইন্দ্রকার্য্যে জাগে তেন মাতলির মন॥
সপ্ত স্বর্গে ছিল যত কৌতুক অশেষ।
অর্জ্জুনে দেখায়ে যায় দৈত্যগণ দেশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ নিবাত কবচ দৈত্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং দৈত্যের সবংশে নিধন।

ইন্দ্রবাক্য মনে করি মাতলি সারথি।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি॥
যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বাম ভাগে।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে॥
কালকেয় নিবাত কবচ যেই দেশে।
মাতলি চালায় রথ চক্ষের নিমিষে॥
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান॥
দেবের বসতি নহে মম অগোচর।
ভুবন তিনের সার কাহার নগর॥
মাতলিরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
কহ সত্য জান যদি কাহার আলয়॥
সর্ব্ব লোক সুখী আছে নানাপরিচ্ছদ।
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ॥
মাতলি কহেন পার্থ কর অবধান।
নিবাতকবচ নাম দৈত্যের প্রধান॥
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
নাহিক সমান স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে॥
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ।
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম॥
মহাবলবন্ত সব নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমিষে॥
এই দুষ্ট ইন্দ্রের পরম শত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচীনাথে এই দৈত্যভয়॥
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ।
আনিলাম তোমারে অর্জ্জুন এই দেশ॥
মাতলি কহিল যদি এতেক ভারতী।
লাগিলেন কহিতে অর্জ্জুন মহামতি॥
পিতার পরম শত্রু এই দুরাচার।
কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার॥
নিশ্চয় পূরাব আজি পিতৃমনোরথ।
নির্ভয় হইয়া চালাইয়া দেহ রথ॥
মাতলি কহিল রথ চালাইতে পারি।
রথিমাত্র একা তুমি এ কারণে ডরি॥
লক্ষ২ সেনাপতি আছয়ে তাহার।
একা তুমি কি প্রকারে করিবা সংহার॥
চল শীঘ্র জানাইব অমরের নাথে।
অনুমতিদিলে কত সৈন্য লইয়া সাথে॥
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ আসিয়া হেথায়।
যে আজ্ঞা তোমার হয় মনে যেই লয়॥
এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল মহাবলী॥
একা মোরে দেখিয়া অবজ্ঞা কর মনে।
কোন জন বিরোধ করিবে মম সনে॥
সুরাসুর একত্র আইসে যদি বাদে।
চক্ষুর নিমিষে নিবারিব অপ্রমাদে॥
এখনি মারিব যত অমরের বৈরি।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি॥
টঙ্কারিয়া দেবশঙ্খ বাজায় সঘন।
এত বলি গাণ্ডীব ধনুকে দেন গুণ॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল।
দেখি কম্পমান হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডল॥
শত বজ্রাঘাত জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ॥
কালকেয় নিবাতকবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে যায় যত অমরবিবাদী॥
সসজ্জ হইয়া যত অস্ত্র লৈয়া হাতে।
আরোহণ করি সভে অশ্ব গজ রথে॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য কোলাহলে।
ভেটিল আসিয়া সভে পার্থ মহাবলে॥

মাতলি সারথি রথে ইন্দ্রতুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সভে অমরের ভূপ॥
চতুর্দ্দিগে বেড়ি সভে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
প্রলয় কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি॥
না হয় মানস পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করিয়া পূরিল দিশপাশ॥
দিবস প্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার।
অন্যের আছুক নাহি পবনসঞ্চার॥
অগ্নিঅস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজাল পুড়িল সকল॥
মেঘহৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
প্রকাশ পাইলেন যে পার্থ মহাবীর॥
মেঘঅস্ত্র পার্থ করিলেন বরিষণ।
বায়ুঅস্ত্রে দৈত্যেশ করিল নিবারণ॥
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
তবে দৈত্য অর্জ্জুনে মারিল দশ বাণ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান॥
ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হৈয়া মুর্চ্ছাগত।
মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জ্জি সিংহবত॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
সহস্র তোমর এড়েন দৈত্যের উদ্দেশে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগণমণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐষিক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে।
দিব্য অস্ত্র প্রহার করেন সে দৈত্যেরে॥
বাণাঘাতে মুর্চ্ছিত হইল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি॥
দৈত্যপতি চেতন পাইল কতক্ষণে।
কালকেয়গণ আসি ভেটিল অর্জ্জুনে॥
পৌবল মহাশিক্ষা যত বীরবর।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর॥
মানুষী রাক্ষসী দেবী গান্ধর্ব্বী পিশাচী।
দ্রোণ স্থানে যত অস্ত্র পাইল সব্যসাচী॥
প্রহরেকপর্য্যন্ত যুঝিয়া মহাবল।
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্ম জল॥
দেখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হৈলেন ফাঁফর॥
মনে ভাবেন পরম সঙ্কট আজি হৈল।
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল॥

নিশ্চয় জানিনু পার্থ হৈলা জ্ঞানহত।
প্রাণপণে করিলা আপন শক্তি যত॥
তথাপি দুরন্ত দৈত্য নহিল সংহার।
বিনা ব্রহ্মঅস্ত্রে ইথে নাহি প্রতিকার॥
পাশুপত অস্ত্র দেন পশুপতি দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান॥
সে হেন আছয়ে তব মহারত্ন নিধি।
এমত সংযোগে তারে নিযোজিল বিধি॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে॥
শুনি পাশুপত বীর নিলেন তৎক্ষণে।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে॥
কোটি সূর্য্য জিনি অস্ত্র হৈল তেজোময়।
আছুক অন্যের কায় অর্জ্জুন সভয়॥
অস্ত্রঅবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত।
নির্ঘাত উলকা সদা বহে তপ্ত বাত॥
প্রলয় জানিয়া সভে স্বর্গের নিবাসী।
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী॥
অস্ত্রমুখে যেই হৈল হুতাশনবৃষ্টি।
দহন করিল তাতে অসুরের সৃষ্টি॥
জ্বলন্ত অনলে যেন শিমুলের তুলা।
তাদৃশ হইল ভস্ম দুষ্ট দৈত্যগুলা॥
অস্ত্র সব অনলের প্রচণ্ড বাতাসে।
জীব জন্তু না রহিল দানবের দেশে॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব।
সম্বর২ পার্থ মজাইলা সব॥
ভাল হৈল দুষ্ট দৈত্য হইল সংহার।
মনুষ্যেরে অস্ত্র না করিহ অবতার॥
সংহার করিল সৃষ্টি বিধির সৃজন।
বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন॥
যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে।
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তুণে॥
পুনঃ২ এইমত হৈল শূন্য বাণী।
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্টসিদ্ধি জানি॥
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরেন বীরবর।
আশীর্ব্বাদ করি সভে গেল নিজঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা করিয়া পুনর্ম্মর্ত্ত্য লোকে আগমন।

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি।
বায়ুবেগে রথ চালাইল মহাবলী॥
নানাকাব্য কথায় হরিষ দুই জন।
মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন॥
অর্জ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ।
সঙ্গেতে করিয়া তবে দেবতার বৃন্দ॥
আগুসারি আপনি গেলেন কত পথ।
হেনকালে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বরে।
রথহৈতে ভূমিতলে নামিয়া সত্বরে॥
প্রণাম করিয়া পার্থ ইন্দ্রের চরণে।
সম্ভাষা করেন সুখে যত দেবগণে॥
দেব পুরন্দর আদি হরিষ বিহ্বল।
প্রেমাবেশে কহেন অর্জ্জুনে দিয়া কোল॥
ধন্য২ পুত্র তুমি ধন্য তব শিক্ষা।
ধন্য তারে যে জন তোমারে দিল দীক্ষা॥
জানিনু তোমাতে ধন্যা ভোজরাজসুতা।
তোমা হেন পুত্র হেতু আমি ধন্য পিতা॥
তোমাহৈতে দূর হৈল আমার অনিষ্ট।
এত দিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট॥
এত বলি কুতূহলী দেবপুরন্দর।
তূণ যুগ্ম দিলেন বিচিত্র দিব্যশর॥
মস্তকে কিরীট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল।
দশ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল॥
আছিল অর্জ্জুন নাম দ্বিতীয় ফাল্গুনি।
নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী॥
খাণ্ডব দহিলা যবে আমা সবে জিনি।
সেইকালে জিষ্ণুনাম দিয়াছি আপনি॥
আমাহৈতে কিরীট পাইলা সুশোভন।
এইহেতু কিরীটী কহিবে সর্ব্ব জন॥
করিছে রথের শোভা শ্বেত চারি হয়।
লোকে শ্বেতবাহন বলিয়া তোমা কয়॥
দিলেন বীভৎসু নাম গোবিন্দ আপনি।
যথা যাহ তথা আইস তুমি যুদ্ধ জিনি॥
এই হেতু তব নাম হইল বিজয়।
বর্ণভেদে সভে যেন কৃষ্ণ নাম কয়॥
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান।
সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান॥
ধনঞ্জয়নাম পাইলা ধনপতি জিনি।
যোগের সাধন এই সর্ব্ব লোকে জানি॥
কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে।
অশুভ বিনাশ হয় তরে সর্ব্ব পাপে॥
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্ব্ব জন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন॥
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ।
বিচিত্র সাজন গতি নর্ত্তক খঞ্জন॥
অমরঈশ্বর তবে অর্জ্জুনে ডাকিল।
মধুর সম্ভাষা করি কহিতে লাগিল॥
শুন পুত্র বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
শীঘ্রগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন॥
নানা জাতি ভূষণে করিয়া পুরস্কার।
কোলে করি চুম্বন করিল বারেবার॥
অর্জ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে॥
করযোড়ে কহে পার্থ সকরুণ ভাষে।
তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজপাশে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আপনি জানহ যত কৈল দুষ্টগণ॥
তাসভারে দিব আমি সমুচিত ফল।
কৃপা করি আপনি থাকিবে অনুবল॥
ইন্দ্র বলে যে কথা কহিলা ধনঞ্জয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয়॥
মনের মানস পূর্ণ হইবে তোমার।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার॥
বসুমতীপতি যোগ্য সেই সে ভাজন।
কালেতে উচিত ফল পাবে দুর্য্যোধন॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিত মন।
অমরাবতীতে বাস করে যত জন॥
একে২ বিদায় করিয়া সর্ব্ব জন।
রথে চড়ি গমন করেন হৃষ্টমন॥
পথেতে কৌতুক নানা কথার আবেশে।
কত ক্ষণে উপনীত ভারত প্রদেশে॥
এইমতে যাইতে মাতলি ধনঞ্জয়।
কত দূরে দেখেন পর্ব্বত হিমালয়॥
অনন্তরে যথা ধর্ম্ম ধবল পর্ব্বত।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥
চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে দেখিয়া হৈল প্রফুল্ল শরীর॥

ভূমি নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্ররথ।
যুধিষ্ঠির চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ॥
অর্জ্জুনে করিয়া কোলে ধর্ম্মের নন্দন।
চিরদিন সমাগমে করি আলিঙ্গন॥
পূর্ণ চন্দ্র শোভা দেখি হর্ষে জলনিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি॥
ধর্ম্মের আনন্দ জলে পার্থ করি স্নান।
ভীমের চরণে নতি করেন বিধান॥
আলিঙ্গন করি দুই মাদ্রীর নন্দনে।
দ্রৌপদীরে তুষিলেন মধুর বচনে॥
শুনিয়া লোমশ মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
শীঘ্রগতি তথায় হইল উপনীত॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে।
প্রশংসিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল দুই জনে॥
হেনমতে আনন্দে বসিল সর্ব্ব জন।
কৌতুক বিধানে যত কথোপকথন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস॥

অথ অর্জ্জুনের গমনাবধি সর্ব্ব সম্বাদ যুধিষ্ঠির শুনেন।

মধুর সম্ভাষে তবে ধর্ম্ম নরপতি।
সবিনয় কহিলেন মাতলির প্রতি॥
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন জন।
দেবরাজে কহিবা আমার নিবেদন॥
রাজপুত্র হৈয়া মম সমান দুঃখেতে।
আমার না মনে লয় আছে পৃথিবীতে॥
সহায় সম্পদমাত্র তাঁহার চরণ।
আপনি কহিবা ভাই এই নিবেদন॥
বিদায় হইয়া শক্রসারথি চলিল।
ধর্ম্ম কহিছেন পার্থে যাহা মনে ছিল॥
কহ ভাই আপন মঙ্গল সমাচার।
যে কর্ম্ম করিলা তাহা লোকে চমৎকার॥
শুনিতে উৎসুক বড় আছে মম মন।
ক্রমে২ কহিবা সকল বিবরণ॥
শুনিয়া লোমশ ধৌম্য দিল অনুমতি।
কহিতে লাগিলেন অর্জ্জুন সভাপ্রতি॥
বিদায় হইয়া গিয়া সভার চরণে।
চলিতে উত্তর মুখে প্রবেশিয়া বনে॥
তপস্যার অনুসারে হইয়া বিকল।
হিমালয়ে দেখিলাম অতিরম্য স্থল॥
দেখিয়া বনের শোভা করিতে ভ্রমণ।
দিলেন জটিল বেশে ইন্দ্র দরশন॥
ছল করি কহিলেন যত ছল কথা।
কদাচিত ভাবিত না হইবা সর্ব্বথা॥
দিলেন প্রকাশরূপে পাছে পরিচয়।
আমি ইন্দ্র বর মাগ বীর ধনঞ্জয়॥
শুনি কহিলাম মম এই নিবেদন।
প্রসন্ন হইলা যদি দেহ অস্ত্রগণ॥
ইন্দ্র বলিলেন অস্ত্র পাইবা পশ্চাৎ।
তপস্যায় আগে তুষ্ট কর বিশ্বনাথ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হরিষ মানসে।
আরম্ভ করিলাম তপ হরের উদ্দেশে॥
পর্ণাহার ফলাহার আহার ত্যজিয়া।
উর্দ্ধপদে অধোমুখে বৎসর ব্যাপিয়া॥
হেনমতে তুষ্ট করিলাম আশুতোষে।
আইলেন শিব মায়া করিতে বিশেষে॥
শিকার শূকর এক ধায়ে যায় আগে।
পশ্চাৎ কিরাত বীর আসিতেছে বেগে॥
অসমর্থ দেখি তারে শ্রান্ত কলেবর।
দয়া করি অস্ত্র মারি বধিলাম শূকর॥
দেখিয়া কিরাত হৈল ক্রোধের লক্ষণ।
ছলেতে নিন্দিয়া বহু মাগিলেক রণ॥
ক্রোধে করিলাম যত অস্ত্রেতে প্রহার।
গিলিল ধনুক সহ সে অস্ত্র আমার॥
তবে মল্লযুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে।
তুষ্ট হৈয়া পরিচয় দিলেন সে ক্ষণে॥
মন্ত্রসহ দিলেন সে অস্ত্র পাশুপত।
এ তিন ভুবনে যাঁর অতুল মহত্ত্ব॥
বর দিয়া সদানন্দ করিয়া গমন।
ইন্দ্রে জানাইলেন এ সব বিবরণ॥
শুনি রথ চালাইয়া শচীর ঈশ্বর।
আমারে নিলেন স্বর্গে করিয়া আদর॥
নানা নৃত্য গীতেতে আনন্দ কুতুহলে।
সভায় বসিয়া দেখি অমর সকলে॥
দেখি নৃত্য করিতেছে কৌতুকে অপ্সরী।
আছিল তাহার মাঝে উর্ব্বশী সুন্দরী॥
তারে দেখি পূর্ব্ব কথা হইল স্মরণ।
ঈষদ্ হাসিয়া আমি করি নিরীক্ষণ॥
তাহাতে সঙ্কেত বুঝি আনন্দ বিশেষে।
অনুমতি ইন্দ্রের আইল মম পাশে॥
দেখিয়া অন্তরে বড় হইল বিস্ময়।
পূর্ব্ব পিতামহের জননী এই হয়॥

প্রণাম করিয়া তবে করি নিবেদন।
কহ গো জননি নিশা গমন কারণ॥
অন্য ভাবে আসিয়া শুনিল বিপরীত।
কহিতে লাগিল তবে হইয়া দুঃখিত॥
যত ক্ষণ দেখিয়াছি তোমার বদন।
হৃদয়ে পশিল মম নির্ভয়ে মদন॥
সেকারণে আইলাম ঘোর নিশাকালে।
এ হেন কুৎসিত ভাষা কি হেতু কহিলে॥
না করিলা আশা পূর্ণ পুরুষের কায।
তুমি ক্লীব হয়ে থাক স্ত্রীগণের মাঝ॥
এত বলি নিজ ঘরে চলিল দুঃখিত।
পুরন্দর শুনি পাছে হইল লজ্জিত॥
উর্ব্বশীরে আজ্ঞা দিল সহস্রলোচন।
করহ অর্জ্জুনে শীঘ্র শাপবিমোচন॥
উর্ব্বশী কহিল শাপ খণ্ডান না যায়।
বৎসরেক ক্লীব হবে অজ্ঞাত সময়॥
উপকার হইবে অজ্ঞাত বাস যবে।
স্বস্তি২ করিয়া কহিল ইন্দ্র তবে॥
তারপর দেব তবে কত দিনান্তর।
তব স্থানে পাঠান লোমশ মুনিবর॥
তবে ইন্দ্র করিলেন অস্ত্র সমর্পণ।
সেইমত দিলেন যতেক দেবগণ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব করিল সভে দয়া।
অস্ত্র সহ শিক্ষাইল সভে নিজমায়া॥
হেনমতে নিজ কার্য্য করিলাম সাধন।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল সহস্রলোচন॥
আছিল দুরন্ত দৈত্য অমরবিবাদী।
কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্যআদি॥
স্নেহের কারণ ইন্দ্র কিছু না কহিল।
নগর ভ্রমণহেতু ছলে পাঠাইল॥
একে২ দেখিলাম অমর নিলয়।
সঞ্জীবনীপুর যথা ব্রহ্মার আলয়॥
দেখিয়া তাঁহার পুরী করিতে গমন।
মাতলি আনিল রথ যথা দৈত্যগণ॥
নগর প্রাচীর ঘর পুষ্পের উদ্যান।
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ॥
দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল আমার।
পূর্ব্বে না দেখিয়াছিলাম হেন চমৎকার॥
মাতলি সারথি ছিল অতিবিচক্ষণ।
জিজ্ঞাসিলে কহিল সকল বিবরণ॥
পিতৃবৈরী জানিয়া করিলাম বিরোধ।
ধাইল দানব গোটা করি মহাক্রোধ॥
অপ্রমেয় বল ধরে অপ্রমেয় ধন।
সমুদ্র সদৃশ তাহা কে করে গণন॥
নানা অস্ত্র ধরিল ভেটিল সর্ব্ব জনে।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ করি প্রাণপণে॥
সন্ধান করিলাম পাছে অস্ত্র পাশুপত।
ভস্ম হৈয়া উড়িল দুরন্ত দৈত্য যত॥
কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে প্রফুল্ল হৃদয়।
আইলাম পুনঃ সুখে ইন্দ্রের আলয়॥
শুনিয়া আনন্দমতি অমরপ্রধান।
আগুসারি হৈয়া বহু করিল সম্মান॥
দিল দিব্য কিরীট কুণ্ডল মনোহর।
অক্ষয় যুগল তূণ পূর্ণ দিব্য শর॥
আশ্বাস করিয়া কহিলেন এই কথা।
যেই আমি সেই তুমি জানিহ সর্ব্বথা॥
যেমন আমার শত্রু করিলা নিধন।
এইমত মারিব তোমার শত্রুগণ॥
আমাহৈতে তব কার্য্য হইবেক যেই।
শুনিলে করিব মম অঙ্গীকার এই॥
মাতলি সহিত তবে পাঠাইয়া দিল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন যথা যে হইল॥
কেবল ভরসামাত্র তোমার চরণ।
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিতে পারি ত্রিভুবন॥
শত কর্ণ আইসে যদি দুর্য্যোধন শত।
সপক্ষ করিয়া সাথে দিক্‌পাল যত॥
কেবল তোমার মাত্র চরণ প্রসাদে।
ক্ষুদ্র জন্তু সমান বধিব অপ্রমাদে॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি এতেক বচন।
যুধিষ্ঠির কহেন করিয়া আলিঙ্গন॥
এ তিন ভুবনে তব অদ্ভুত চরিত্র।
আমার ভারত বংশ করিলে পবিত্র॥
শত্রুগণ গভীর সাগরহৈতে পার।
সহায় সম্পদ মম তুমি কর্ণধার॥
এই সব রহস্য হরিষ মনোরথে।
রহিলেন পঞ্চ ভাই ধবল পর্ব্বতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ যুধিষ্ঠিরের নিকটে ইন্দ্রাদির আগমন।

তথায় অমরাবতী দেব পুরন্দর।
মাতলির মুখে শুনি ধর্ম্মের উত্তর॥

মনেতে মানিয়া সুখ হরিষ বিধানে।
শীঘ্রগতি ডাকিল যতেক দেবগণে॥
কহিল যে কথা সব নিজ তার মতি।
কহিতে লাগিল ইন্দ্র সভাকার প্রতি॥
পরম বান্ধব তুল্য রাজা যুধিষ্ঠির।
বিক্রমে বিশাল যার ভাই পার্থ বীর॥
নিঃশঙ্ক করিল দেবে একাকী অর্জ্জুন।
কোটিকল্পে পরিশোধ নাহি তার গুণ॥
হেন জনে উপরোধ করিতে উচিত।
কি যুক্তি সভার এই মম সমীহিত॥
ধবল পর্ব্বতে আছে ভাই পঞ্চ জন।
চল সভে ধর্ম্মের করিব দরশন॥
শুনি অনুমতি দিল যত দেবগণ।
মাতলিরে কহে রথ করিতে সাজন॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা মাতলি সারথি।
রথসজ্জা করিয়া আনিল মহামতি॥
আহ্বান করিয়া নিল যতেক অমর।
কৌতুকে বসিল রথোপরি পুরন্দর॥
শীঘ্র করি সারথি সে চালাইল রথ।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল ধবল পর্ব্বত॥
কাননিবাসী যথা পঞ্চ সহোদর।
উপনীত হৈল তথা দেব পুরন্দর॥
ইন্দ্রে দেখি আনন্দে উঠিয়া ধর্ম্মপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করেন প্রণতি॥
সহিত আছিল যত আর দেবগণ।
একে২ সভাকারে করেন বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিয়া বিধিমতে।
করযোড় করিয়া কহেন শচীনাথে॥
পূর্ব্ব পিতামহ তপ করিল দুর্ল্লভ।
সে কারণে আমার বৈভব এত সব॥
এখন জানিলাম আমি নহি হীনতপা।
তুমি হেন জন আসি যারে কৈলা কৃপা॥
যজ্ঞ তপ জপ আর ব্রত আচরণ।
এ সব করিয়া নাহি পায় দরশন॥
আমার ভাগ্যের আজি নাহিক অবধি।
পাইলাম গৃহে বসি হেন রত্ন নিধি॥
এত শুনি কহে তবে দেব পুরন্দর।
কহিলা যে কিছু সত্য ধর্ম্ম নৃপবর॥
আপনাকে নাহি জান তুমি স্বয়ং ধর্ম্ম।
পৃথিবী করিল ধন্য তোমার সুকর্ম্ম॥
তুমি রাজা হৈলে ধন্য অবনিমণ্ডল।
অনুগত আর যত অনুজ সকল॥
তোমা সভাকার গুণ করিয়া গণন।
অশেষ পাপেতে মুক্ত হয় পাপিগণ॥
তবে যে কহিলা কষ্ট পাইলা কাননে।
বিধির নিযুক্ত নাহি লঙ্ঘে সাধুজনে॥
ধর্ম্মঅবতার তুমি ধর্ম্ম আচরণ।
কিন্তু না করিহ রাজা ধর্ম্মেতে হেলন॥
ভীমার্জ্জুন দেখ এই অনুজ তোমার।
অনায়াসে খণ্ডাইবে পৃথিবীর ভার॥
আমাআদি তোমার আত্মীয় সমুদয়।
একা পার্থ সভাকারে করিল নির্ভয়॥
শত্রুভয় তুমি কিছু না করিহ মনে।
ভীমার্জ্জুন বধিবেক কর্ণ দুর্য্যোধনে॥
ইত্যাদি অনেক কথা কহি পুরন্দর।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মাগ ইষ্ট বর॥
ধর্ম্মপুত্র বলেন মম এই নিবেদন।
ধর্ম্মে বিচলিত যেন নহে মম মন॥
সদাই সদয় থাকে তোমাহেন জন।
শুনিয়া হাসিয়া কহে সহস্রলোচন॥
হেনমতে শান্ত করি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দেবরাজ ইন্দ্র গেল আপনার পুরে॥
মহাভারতের কর্ত্তা মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস॥

অথ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ সহ কাম্যক বনে যাত্রা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

স্বর্গে গেল সুরপতি হইয়া আনন্দমতি
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
আপনার ভাগ্য জানি সফল করিয়া মানি
আনন্দ বিধানে পরস্পর॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি লোমশ ধৌম্যের প্রতি
কহিলেন ইহা যোড়করে।
আজ্ঞা কর মহাশয় যে কর্ম্ম করিতে হয়
তাহা কহ করি অতঃপরে॥
বসতি কোথায় করি কর আজ্ঞা শিরে
ধরি তথাকারে করিব গমন।
কহিল লোমশ তবে কাম্য বনে চল সবে
সার যুক্তি লয় মম মন॥
ধৌম্য বলে কহ যত সকলি মনের মত
যুধিষ্ঠির মানেন সফল।

শুনিয়া ধর্ম্মের সেতু গমন স্বচ্ছন্দ হেতু
ঘটোৎকচে-স্মরণ করিল॥
সত্য শীল ধর্ম্মমণি হিড়িম্বানন্দন জানি
শীঘ্রগতি হৈল উপনীত।
সভারে প্রণাম করে দাঁড়াইল যোড়করে
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত॥
তবে ঘটোৎকচ কয় আজ্ঞা কর মহাশয়
কি কারণে করিলা স্মরণ।
ধর্ম্ম কন শুন কথা কাম্যক কানন যথা
নিয়া চল করিব গমন॥
শুনি ভীমঅঙ্গজনু বাড়াইল নিজ তনু
করিলেক বিস্তার যোজন।
তবে ধর্ম্ম নরপতি সবান্ধবে শীঘ্রগতি
করিলেন তাহে আরোহণ॥
ভীমের নন্দন ধীর পরাক্রমে মহাবীর
অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম তিলেক নাহিক শ্রম
উত্তরিল কাম্যক কানন॥
মৃগ পশু বিহঙ্গম বনস্থলে পূর্ণতম
বৃক্ষগণ শোভে ফলফুলে।
কৌতুক বিধানে তবে আশ্রম করেন সবে
পুণ্য তীর্থ প্রভাসের কূলে॥
সভার আনন্দ মন বনে গিয়া ভীমার্জ্জুন
মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে ভুঞ্জায় সভার তরে
রন্ধন করিয়া যাজ্ঞসেনী॥
এমন সানন্দ মনে বসতি করেন বনে
কৃষ্ণাসহ পঞ্চ সহোদর।
এক দিন নিশাশেষে আসিয়া ধর্ম্মের পাশে
কহিছে লোমশ মুনিবর॥
শুন ধর্ম্ম নরপতি যাইব অমরাবতী
তুষ্ট হৈয়া করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চ জনে আসিয়া বিরস মনে
পড়িল প্রণাম করি পায়॥
লোচন সলিলে রাজা বিধিমতে করি পূজা
বহু স্তুতি করিলেন শেষে।
কহিয়া সভার স্থানে পরম সন্তোষ মনে
মহামুনি গেল স্বর্গবাসে॥
ধর্ম্ম আগমন শুনি আইল যতেক মুনি
ক্রমে২ যত বন্ধু জন।
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মের সভা উপমা তাহার কিবা
হস্তিনা হইল কাম্য বন॥

বলরাম জগন্নাথ যতেক যাদব সাথ
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।
যত পরিবার সঙ্গে আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে
উপনীত রম্য কাম্য বনে॥
কৃষ্ণআগমন শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি
অমৃতে সিঞ্চিল কলেবর।
আনন্দ মন্দিরপুর আগুসরি কত দূর
সবান্ধবে পঞ্চ সহোদর॥
চিরদিন অদর্শনে নমস্কার আলিঙ্গনে
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল ধ্বনি।
বৈসেন কৌতুক মতি রাম কৃষ্ণ ধর্ম্মপতি
সবান্ধবে আর যত মুনি॥
বলরাম নারায়ণ সম্বোধিয়া পঞ্চ জন
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম হইল যতেক কর্ম্ম
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা॥
শুনি রাম যদুপতি আনন্দ প্রসন্ন মতি
প্রশংসা করেন পার্থ বীরে।
তবে তার কতক্ষণে চলিলেন সর্ব্বজনে
স্নান হেতু প্রভাসের তীরে॥
জল ক্রীড়া করি সবে আসিয়া আশ্রমে তবে
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথা সুখে আচমন করি শেষে সর্ব্ব জন
বসিলেন হরিষ মানসে॥
হেনকালে যদুবীর সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যের কথা এমনি করিল ধাতা
বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি॥
যতেক দেখহ কর্ম্ম সকলের সার ধর্ম্ম
ধর্ম্ম বলে ধর্ম্মী বলবন্ত॥
অধর্ম্মী যে জন হয় চির দিন নাহি রয়
অল্প দিনে অধর্ম্মির অন্ত॥
ইহা জানি ধর্ম্মরাজ সাধিবা আপন কায
সত্যে না হইবা বিচলিত।
পূর্ব্বে মহাজন যত সভাকার একপথ
কেহ নাহি করিল অনীত॥
সত্য জান মহাশয় তোমার এ দুঃখ নয়
বহু দুঃখে দুঃখি দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত নিশার স্বপন মত
অল্প দিনে হইবে নিধন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি সত্য২ যত মুনি
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধানে।

নিশ্চয় জানিহ তুমি ভবিষ্য কহিনু আমি
অল্প দিনে ক্ষয় দুর্য্যোধনে ॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে যথা স্থানে গেল সভে
বন্ধুগণ হইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্ব জনে গেল সভে নিজ স্থানে
দুঃখিত অন্তর ধর্ম্মরায় ॥
তবে রাম নারায়ণ সম্বোধিয়া পঞ্চ জন
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি যাব তবে দ্বারবতী
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে ॥
ধর্ম্ম কন মৃদুভাষে অবশ্য যাইবা দেশে
রাখিবা আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি সকলি জানহ তুমি
চক্ষু দুই রাম নারায়ণ ॥
হেন করি সন্নিধান বিদায় হইয়া যান
রেবতীশ সত্যভামাপতি।
রথে চড়ি সবান্ধবে নানা কাব্য মহোৎসবে
উপনীত যথা দ্বারবতী ॥
সভে গেল নিজ ঘর আছে পঞ্চ সহোদর
কাম্য বন করিয়া আশ্রয়।
জপ যজ্ঞ দান ব্রত নানা ধর্ম্ম অবিরত
করি নিত্য আনন্দ হৃদয় ॥
বনেতে বিচিত্র কথা ব্যাসের চরিত্র গাঁথা
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীত ছন্দে অভিলাষ ভণে দ্বৈপায়নদাস
কৃষ্ণপদে মাগিল ভকতি ॥

অথ দুর্য্যোধনের পরিবার সহিত প্রভাস তীর্থে যাত্রা।

পয়ার।

জনমেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান ॥
সর্ব্ব জন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিল সভে রহিয়া কোথায় ॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুবর।
কৃষ্ণাসহ কাম্য বনে পঞ্চ সহোদর ॥
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফল পুষ্প অপ্রমিত মৃগপশুগণ ॥
মৃগয়া করয়ে নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদসুতা আনন্দ হৃদয় ॥
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
শ্রুতমাত্র মিলিলেনপূর্ব্বের ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বমত ভোজন করয়ে বৃন্দ২।
লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী রন্ধনে আনন্দ ॥
এইমত পঞ্চ ভাই কাননে নিবসে।
হোতা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাসে ॥
বিপুল বিভব ভোগ করে ইন্দ্র প্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত কহন না যায় ॥
নিজরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
বিশেষ যে রাজ্য পূর্ব্বে অর্জ্জুন শাসিত ॥
সে সকল রাজা হৈল তাহে অনুগত।
কর দিয়া সভাই থাকয়ে শত২ ॥
অশ্ব গজ পত্তি যত কে করে গণনা।
সমুদ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা ॥
ইন্দ্র দেবরাজ যেন অমরসমাজে।
দুর্য্যোধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে ॥
এক দিন সভায় বসিয়া কুরুপতি।
শকুনি বলিছে তাঁরে শুন পৃথ্বীপতি ॥
উজ্জ্বল ভারত বংশ হৈল তোমা হৈতে।
তুমি মহারাজ হৈলা ভুবন মাঝেতে ॥
তোমার সমান রূপ না দেখি বিপক্ষ।
কর দিয়া সেবে তোমা রাজা লক্ষ২ ॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
কুবের জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল ॥
বিপুল বৈভব তবে ইন্দ্রের সমান।
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দজ্ঞান ॥
যেই পুষ্প না হইল ঈশ্বরে পর্য্যাপ্ত।
যে ধনে নাহিক হয় ব্রাহ্মণ সুতৃপ্ত ॥
যে সম্পদ ভুঞ্জিয়া বান্ধব নহে তুষ্ট।
যে সম্পদে শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট ॥
সে সকল ব্যর্থ করি পূর্ব্বাপর কয়।
এই অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয় ॥
সদা তৃপ্ত আছে তবগুণে যত বন্ধু।
পৃথিবী পূরিল তোমা শুদ্ধ যশ ইন্দু ॥
এ সকল অতুল্য ঐশ্বর্য্য যে হইল।
সভেমাত্র এসম্পদ শত্রু না দেখিল ॥
পূর্ব্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব।
দেশ ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব ॥
নগরের অন্তে রাখিতাম দিয়া স্থল।
নিত্য২ দেখাইতাম বিভূতি সকল ॥
দৃষ্টানলে দগ্ধসদা হৈত পঞ্চ জন।
অসহ্য বজ্রের সম বাজিত সঘন ॥

কোথায় রহিল গিয়া নির্জ্জনকাননে।
তোমার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে॥
কর্ণ বলে কহিলা গান্ধারঅধিকারী।
ইহা অনুশোচী আমি দিবস শর্ব্বরী॥
নারীর যৌবন যেন স্বামির বিহনে।
বল তেন ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে॥
বিভব হয় যে নষ্ট বৈরিরে রাখিলে।
বিধির নিয়ম ইহা জানি আমি ভালে॥
যত দিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব॥
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বির বেশে।
শত্রু সুখে বঞ্চিত বঞ্চয় নানা ক্লেশে॥
চল সভে যাব তথা স্নান করিবারে।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থ নীরে॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
সভাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বিভব।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব॥
ঘোষযাত্রা করি সর্ব্ব লোকেতে কহিবে।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কেহ না জানিবে॥
ইহার বিধান এই মম মনে আইসে।
এক যাত্রা দুই কার্য্য হইবে বিশেষে॥
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেইক্ষণ।
সাধু২ প্রশংসা করিল দুর্য্যোধন॥
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি।
সাধু২ বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি॥
কর্ণ বলে বিলম্ব না কর কুরুপতি।
সুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞামাত্র দুর্য্যোধন হইল বাহির।
ডাকিল সকল সৈন্য সব যোদ্ধাবীর॥
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার।
রাণীগণ শুনি হইল আনন্দে অপার॥
দ্রৌপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব।
তীর্থ স্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব॥
বিশেষ সন্তুষ্ট নারী যাত্রা মাহাৎসবে।
সর্ব্বকাল বন্দিরূপে থাকে বদ্ধভাবে॥
নরযান গোযান তুরঙ্গযান সাজে।
রথে রথী চড়িল পদাতি পদব্রজে॥
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা।
সমুদ্র সদৃশ সেনা কে করে গণনা॥

সাজাইয়া সর্ব্ব সৈন্য দুঃশাসন বেগে।
কর যোড়ি দাণ্ডাইল নৃপতির আগে॥
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে।
বাহির হইয়া নিরীক্ষয়ে ক্রমে২॥
সমুদ্র লহরী যেন রথের পতাকা।
মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যার লেখা॥
মনোজব মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম॥
সঅস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর।
শমন সভয় হয় কি বা ছার নর॥
কর্ণ বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
ভীষ্ম দেব শুনিলে করিবে নিবারণ॥
এই হেতু তিলেক বিলম্ব না যুয়ায়।
শীঘ্রগতি চল সখা এই অভিপ্রায়॥
শুনিয়া কৌরবপতি বিলম্ব না কৈল।
গমন সময় সব বিদুর জানিল॥
যথা রাজা সৈন্যমাঝে যায় শীঘ্রগতি।
মধুর সম্ভাষে কহে দুর্য্যোধন প্রতি॥
শুনি তাত যাইবা প্রভাস তীর্থ স্নানে।
পুণ্য কার্য্যে বাধা নাহি কহি সে কারণে॥
কুরু বংশশ্রেষ্ঠ তুমি রাজচক্রবর্ত্তী।
পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি॥
এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ।
ভূষিত বিভব হবে দ্বিগুণ শোভন॥
সভাকার মন মুগ্ধ প্রভাস গমনে।
নিষেধ নাহিক করি আমি সে কারণে॥
নানা চিত্র বিচিত্র সুন্দর বনস্থল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল॥
বহু সিদ্ধ ঋষিগণ উপনীত তথা।
কার সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা॥
দুর্য্যোধন বলে তাত যে আজ্ঞা তোমার।
যদি দ্বন্দ্ব করি তবে কি ভয় আমার॥
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র যম আইসে যদি জিনিব বিবাদে॥
তথাচ বিরোধে মম কোন প্রয়োজন।
যাহ তুমি নিজ গৃহে করহ গমন॥
বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি।
না করে বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি॥
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কৃপাচার্য্য বীর।
সর্ব্ব সৈন্যে দুর্য্যোধন হইল বাহির॥
চলিতে চরণভরে কম্পিত ধরণী।
ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি॥

সৈন্য কোলাহল জিনি সাগরগর্জ্জন।
প্রমাদ গণিল সভে না বুঝি কারণ॥
নগর ছাড়িয়া বনে করিল প্রবেশ।
মহাকলরব শব্দে পূরিল বিশেষ॥
মেঘের সদৃশ ধূলি গগণমণ্ডলে।
বহু ক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া চলিল বহুস্থলে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অথ দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্জ্জুনের রথ সজ্জাতে যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা।

এথায়ে প্রভাতে উঠি ভাই পঞ্চ জন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥
স্নান হেতু গেলেন সহিত দ্বিজগণ।
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশেন বন॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয়।
রাজার নিকটে রহে মাদ্রীর তনয়॥
মহাবনে প্রবেশ করিল দুই ভাই।
রাশি২ মৃগ মারিলেন ঠাঁই২॥
বনের ভ্রমণে দোঁহে শ্রান্ত কলেবর।
বিশ্রাম করেন বসি দুই সহোদর॥
হেনকালে শুনিল সৈন্যের কোলাহল।
প্রলয় গর্জ্জন যেন সাগরের জল॥
কটকের পদধূলি ঢাকিল গগণ।
মেঘে আচ্ছাদিল যেন সূর্য্যের কিরণ॥
বলেন অর্জ্জুনপ্রতি পবননন্দন।
চল শীঘ্র মৃগয়াতে নাহি প্রয়োজন॥
শুন ভাই বিপুল সৈন্যের কোলাহল।
পদধূলি আচ্ছাদিল গগণমণ্ডল॥
কৃষ্ণাসহ রহিলেন পাণ্ডবের নাথ।
বিশেষ বালক মাদ্রীপুত্র দুই সাত॥
কি কর্ম্ম করিলাম ভাই আসি দুই জনে।
কে বা আসি বিরোধিল ধর্ম্মের নন্দনে॥
এতেক বিচারি শীঘ্র যান দুই জন।
এথায় মাদ্রীর পুত্র ধর্ম্মের নন্দন॥
সহদেবে আজ্ঞা দেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
দেখ ভাই বনে আইসে কাহার বাহিনী।
মৃগয়া করিতে গেল ভীম ধনঞ্জয়।
বিলম্ব দেখিয়া মম আকুল হৃদয়॥
এই বনে বাস করে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
বিরোধে আসক্ত সদা বীর বৃকোদর॥
কি জানি কাহার সাথে হইল বিরোধ।
বনে কি বা আসেছিল কোন মহাযোধ॥
আর এক মম মনে লাগে অভিপ্রায়।
ক্লেশী কৃশ শক্তিহীন দেখিয়া আমায়॥
বনমাঝে থাকি আমি তপস্বির বেশ।
সহায় সম্পদহীন হীন রাজ্য দেশ॥
দুষ্ট বুদ্ধি কর্ণ শকুনির মন্ত্রণায়।
মন্দমতি দুর্য্যোধন আসিছে হেথায়॥
শীঘ্র কহ সহদেব করিয়া নির্ণয়।
হেনকালে উপনীত ভীম ধনঞ্জয়॥
দেখিয়া আনন্দচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া কন কহ বিবরণ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব নির্ণয় না জানি।
ঘোর শব্দে আসিতেছে কাহার বাহিনী॥
শুনিয়া বিস্ময় বড় জন্মিল হৃদয়।
বিশেষ রাখিয়া একা গেলাম তোমায়॥
ব্যগ্র হয়ে শীঘ্র আইলাম সেকারণে।
ধর্ম্ম বলিলেন ইহা হয়েছিল মনে॥
তোমা দোঁহা জনে দ্বন্দ্ব হইল কার সনে॥
করিতেছিলাম চিন্তা আমি সেকারণে॥
তোমা দোঁহা দেখি গেল সন্দেহ সকল।
কিন্তু ভাই নিকটে সৈন্যের কোলাহল॥
পরপক্ষ বিপক্ষ সপক্ষ আইস জানি।
অনুমানে জানি ভাই অনেক বাহিনী॥
আজ্ঞামাত্র পার্থ রথ করিতে স্মরণ।
কপিধ্বজযুক্ত রথ দিল দরশন॥
ধর্ম্মেরে প্রণাম করি পার্থ উঠি রথে।
চলিলেন বায়ুবেগে অন্তরীক্ষ পথে॥
শব্দ অনুসারে পার্থ পশ্চিমেতে যান।
দেখেন কৌরব সেনা সমুদ্রপ্রমাণ॥
ধ্বজ ছত্র রথ রথী পদাতি কুঞ্জর।
দেখি জানিলেন পার্থ কৌরব পামর॥
এত চিন্তি রথ চালাইয়া শীঘ্রগতি।
মুহূর্ত্তেকে গেলেন যেখানে ধর্ম্মপতি॥
পার্থ দেখি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
জিজ্ঞাসেন কার সৈন্য কহ বিবরণ॥
অর্জ্জুন কহেন দেব কি জিজ্ঞাস আর।
দেখিলাম সসৈন্যে কৌরব কুলাঙ্গার॥
আমা সভা হিংসিবারে আইল এখানে।
নহে এই বন স্থলে কোন প্রয়োজনে॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ বীর বৃকোদর।
আস্ফালন করি ভুজে উঠিল সত্বর॥

কর যোড় করি বলে সম্বোধিয়া ধর্ম্ম।
দেখ মহারাজ দুষ্ট দুর্য্যোধন কর্ম্ম॥
কপটে কপটী সব রাজ্য ধন নিল।
জটা বল্ক পরাইয়া বনে পাঠাইল॥
দেশহৈতে রত্ন ধন কিছু নাহি আনি।
কোনমতে তার বাঞ্ছা না হইল হানি॥
সময় নির্ণয় আমি না করি লঙ্ঘন।
তথাচ আইল দুষ্ট করিতে হিংসন॥
ধর্ম্মহেতু এত কষ্ট পাই পঞ্চ জনে।
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি দুষ্ট দুর্য্যোধনে॥
এতেক এ সৈন্য যদি আসিছে হেথায়।
তবু মনে লাগে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায়॥
প্রসন্ন হইয়া রাজা আজ্ঞা কর মোরে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব শতেক সোদরে॥
উঠ শীঘ্র ধনঞ্জয় বিলম্বে কি কায।
এত অপমান কি তিলেক নাহি লাজ॥
নিয়ম পূরিতে দিন যে কিছু আছয়।
আমি না লঙ্ঘিনু সেই পাপিষ্ঠ লঙ্ঘয়॥
হে নকুল সহদেব বীরের প্রধান।
স্ববাঞ্ছিত সিদ্ধি কেন না কর বিধান॥
এতেক কহিল যদি বৃকোদর বীর।
ক্রোধেতে অবশ হইল পার্থের শরীর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
মাদ্রীপুত্র দুই জন গর্জ্জিয়া উঠিল॥
সুসজ্জ করিল সভে যে যার বাহন।
তূণহৈতে বাহির করিল অস্ত্রগণ॥
আড়া ভাঙ্গি তূণেতে থুইল পুনর্ব্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেক টঙ্কার॥
কবচে আবৃত তনু নানা অস্ত্র পেঁচি।
দেবদত্ত শঙ্খটি বাজান সব্যসাচী॥
পুনঃ২ গদা লোফে পবননন্দন।
তখন কহেন ধর্ম্ম মধুর বচন॥
শুন ভাই কোন কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
সহজে অর্জ্জুন এই দেবের অবধ্য॥
বলে সূর্য্যসম দুই মাদ্রীর তনয়।
ইন্দ্র যম আইসে যদি কি তাহে বিস্ময়॥
কিন্তু আগে কারণ করহ নিরূপণ।
কোন কার্য্য হেতু এথা আইল দুর্য্যোধন॥
বনের ভ্রমণ কি বা তীর্থে করে স্নান।
মৃগয়া করিতে কি বা করিল বিধান॥
নির্ণয় না জানি আগে কেন কর যুদ্ধ।
নিশ্চয় নহিলে হয় ধর্ম্মপথ রুদ্ধ॥
যদি আগে তারা হিংসা করিবে আমার।
আমিহ মারিব তারে নাহিক বিচার॥
নির্ব্বলের বল ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
দুস্তর সাগরে আর আছে কোন ভেলা॥
ধর্ম্মপুত্র মুখে শুনি এতেক বচন।
বিরস বদনে নিবর্ত্তিল চারি জন॥
কূলে নিবারিল যেন সমুদ্র লহরি।
সুসজ্জ বসিল সভে ধর্ম্ম বরাবরি॥
সম্মুখে বসিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
অমর বেষ্টিত যেন দেব আখণ্ডল॥
মৃগচর্ম্ম কুশাসনে তপস্বির বেশে।
বল্কপরিধান শিরে জটাভার কেশে॥
কথোপকথনে অতি সভার আনন্দ।
হেনকালে আইল দুর্য্যোধন মতিমন্দ॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী আর ভাই পঞ্চ জনা।
দক্ষিণ করিয়া চলে নৃপতির সেনা॥
আগে চলে অগণিত পদাতিক ঢালি।
মনোরম তুরঙ্গমে সব মহাবলী॥
অর্ব্বুদ২ তবে মেঘবর্ণে হাতী।
নানা চিত্র বিচিত্র অসংখ্য চলে রথী॥
হেনকালে কৌরবের যত নারীগণ।
ঘুচাইল রথের বসন আচ্ছাদন॥
অঙ্গুলিতে দেখাইয়া কহে এই বাণী।
হোর দেখ কুটীরেতে দ্রুপদনন্দিনী॥
বড় ভাগ্যে দেখিলাম কহে সর্ব্ব জনা।
পাছে২ চলে সৈন্য কে করে গণনা॥
শকট বলদ উষ্ট্রে নানা দ্রব্য সারি।
শত মুদিখানা সঙ্গে দোকানি পসারি॥
যে কিছু বিভববৃত্তি রাজার আছিল।
সংহতি সুহৃদ বন্ধু সকলি আনিল॥
উপমার যোগ্য হেন নহে সুরপতি।
বর্ণনা করিতে তাহা কাহার শকতি॥
এইরূপে যায় রাজা কৌরবের পতি।
প্রলয় কালের যেন কলরব অতি॥
সম্ভাষা করিতে আইল সঞ্জয়নন্দন।
নম্রশিরা শিরে করে ধর্ম্মের বন্দন॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ সমাচার।
কোন কর্ম্মে নৃপতি করিল আগুসার॥
ধর্ম্মবাক্য শুনি কহে সঞ্জয়নন্দন।
প্রভাষে করিতে স্নান আইল রাজন॥
পুন ধর্ম্ম কন এই মুনির আলয়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ সমুদয়॥

দেখ তিনি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ নরপতি।
বিরোধ না হয় যেন কাহার সংহতি॥
তথাহৈতে শুনিয়া সঞ্জয়সুত গেল।
ধর্ম্মের যতেক কথা রাজারে কহিল॥
শুনি অহঙ্কারে অন্ধ অবজ্ঞা করিল।
দুষ্ট কর্ণ শকুনি অবজ্ঞায় হাসিল॥
সহজে তপস্বি লোকে দেবতার ভয়।
কার শক্তি ক্ষত্রিয় নিকটে অগ্র হয়॥
এত বলি নিঃশব্দে রহিল সর্ব্ব জনে।
পুণ্য তীর্থ প্রভাস পাইল কত ক্ষণে॥
নানা চিত্র বিচিত্র উদ্যান মনোহর।
প্রফুল্ল কমল বনে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
কোকিল বিহরে নিত্য নিজ মত্ততায়।
মুনির মানস হরে বসন্তের বায়॥
বিবিধ বনের শোভা কে করে বর্ণন।
দেখিয়া আনন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥
দুঃশাসন কর্ণআদি হরিষ বিধান।
রহিল সকল সৈন্য যথা যোগ্য স্থান॥
সারি২ বস্ত্রগৃহ দেখিতে সুরঙ্গ।
পর্ব্বতসমান যেন পর্ব্বতের ভঙ্গ॥
বেড়িল বসনে যথা প্রভাসের বারি।
কৌতুক বিধানে স্নান করে যত নারী॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সহোদর শত।
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ অমাত্য আবৃত॥
স্নান করি কৌতুকে করিল নানা দান।
হয় হস্তী গবীগণ নাহি পরিমাণ॥
পরম কৌতুকে সম্ভে স্নান দান করি।
বিচিত্র বসন নানা অলঙ্কার পরি॥
জলপান করিয়া বসিল সর্ব্ব জন।
কৌতুকে বসিয়া করে তাম্বূল ভক্ষণ॥
আলস্য ত্যজিতে কেহ করিল শয়ন।
কেহ পাশা খেলে কেহ করয়ে রন্ধন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অথ দুর্য্যোধনের সৈন্যসহ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ।

এইমতে রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান সকল॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটনে।
গন্ধর্ব্ব উদ্যান এক ছিল সেই বনে॥
চিত্রসেন নাম তার গন্ধর্ব্ব প্রধান।
যার নামে সুরাসুর সদা কম্পমান॥
তাহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক॥
বহু সৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ।
দুর্য্যোধনআগে আসি কহিছে সক্রোধ॥
শুন রাজা মোর বাক্যে কর অবগতি।
প্রভু মোর চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি॥
কুসুম উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকলি ভাঙ্গিল॥
বনের রক্ষক আমি কিঙ্কর তাঁহার।
না করিলা ভাল কর্ম্ম কি কহিব আর॥
এই কথা মোর মুখে পাইবে সম্বাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ।
বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ॥
ওরে দুষ্ট করিস কাহার অহঙ্কার।
কোন ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ব্ব তার॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে।
এতক্ষণ জীবেক এমত কে বা আছে॥
সহজে অত্যল্প বুদ্ধি দ্বিতীয় নফর।
যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর॥
বলাবল বুঝিব সাক্ষাৎ যুদ্ধকালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভাল ভালে॥
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহাদুঃখ মনে পথে কান্দিয়া চলিল॥
বসিয়াছে গন্ধর্ব্বঈশ্বর নিজবাসে।
হেন কালে অনুচর কহে মৃদুভাষে॥
রক্ষাহেতু তুমি মোরে রাখিলা উদ্যানে।
দুর্য্যোধন রাজা আসি প্রভাসের স্নানে॥
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড।
রাজারে কহিনু গিয়া তার এই দণ্ড॥
এতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে।
দুর্য্যোধনসেনাপতি কর্ণনাম ধরে॥
মনুষ্য হইয়া করে এত অহঙ্কার।
দোষমত দণ্ড যদি না দিবা তাহার॥
এইমত দুষ্টাচার করিবেক সর্ব্বে।
লঘু গুরু মনুষ্য দেবেতে কি বা তবে॥
এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব্ব।
কোন ছার মনুষ্য করিব চূর্ণ গর্ব্ব॥
মরণ কালেতে পিপীলিকাপাখ উঠে।
যাইতে করিল বাঞ্ছা শমননিকটে॥

ক্রোধভরে রথারোহে চলে শীঘ্রগতি।
ধনুকটঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি॥
দিব্য শর শাণিত পূরিয়া যুগ্মতূণ।
ক্রোধভরে আসিতেছে জ্বলন্ত আগুন॥
কত দূরে দেখে সভে রথের পতাকা।
শূন্যপথে আইসে যেন জ্বলন্ত উলকা॥
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ।
কহিতে লাগিল অতিগম্ভীর গর্জ্জন॥
আরে দুষ্ট ত্যজ আজি জীবনের সাদ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে বিবাদ॥
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব গর্ব্ব কর্ণে হইল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ধায় মহাযোধ॥
সূর্য্যঅস্ত্র যুড়িলেক সূর্য্যের নন্দন।
কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ॥
তবেত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পাঁচ বাণ।
অর্দ্ধপথে কর্ণবাণে হৈল দশখান॥
গন্ধর্ব্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলেক কর্ণ।
ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবর্ণ॥
সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে২॥
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব সন্ধানে।
কাটিল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণে॥
সর্পবাণ গন্ধর্ব্ব যুড়িল সেইক্ষণ।
যুড়িল গরুড়বাণ সূর্য্যের নন্দন॥
তবে কর্ণ দিব্য ভল্ল মন্ত্রে অভিষেকি।
কহিল গন্ধর্ব্ব আগে কর্ণবীর ডাকি॥
অরে দুষ্ট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে।
গন্ধর্ব্ব হইলি চূর্ণ পড়িলি মোর বাণে॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জ্জন।
উঠিয়া আকাশপথে করিল গর্জ্জন॥
অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হইয়া গন্ধর্ব্বঈশ্বর।
শীঘ্রহস্তে এড়ি বীর চোক২ শর॥
দুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর।
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর॥
বাণাঘাতে ব্যগ্র হৈয়া গন্ধর্ব্বের পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীরপ্রতি॥
ধন্য তোর বীরপন ধন্য তোর শিক্ষা।
এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা॥

এতেক বলিয়া প্রহারিল দশ বাণ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান॥
কত ক্ষণে চেতন পাইল মহাবল।
বেড়িল গন্ধর্ব্বে আসি কৌরব সকল॥
শতপুর করিয়া বেড়িল সর্ব্বসেনা।
ধনুক টঙ্কার যেন সঘন ঝঞ্ঝনা॥
দশ দিগ যুড়িয়া করিল অন্ধকার।
গন্ধর্ব্ব সভার অস্ত্র করিল সংহার॥
প্রাণপণে সভে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
সভে নিবারণ করে গন্ধর্ব্বঈশ্বর॥
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
অচল পর্ব্বত যেন যুদ্ধে হৈল স্থির॥
রাখিয়া আপন সেনা আপন বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল মহাশ্রমে॥
তবেত গন্ধর্ব্ব মনে করিল বিচার।
জানিল কৌরব সেনা রণে অনিবার॥
মায়া বিনা এ সকল নারিব জিনিতে।
মায়ার পুত্তলি এত বিচারিল চিত্তে॥
রথ নুকাইল তবে না দেখি যে আর।
অন্তর্ধান হইয়া করিল অন্ধকার॥
অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ দেখি সর্ব্ব জনে।
অচ্ছিদ্রে বরিষে যেন ধারায় শ্রাবণে॥
কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে কেহ নাহি দেখে।
বৃষ্টিবত শত অস্ত্র পড়ে লাখে২॥
মুখেমাত্র মার২ শুনি সভাকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
হয় হাতী রথ রথী কে করে অবধি॥
কত ক্ষণ রণ সহি ছিল কর্ণ বীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির॥
শূন্য তূণ ছিন্ন গুণ অঙ্গে জল শ্রম।
বিষণ্ণ বদন সভে হয় মনোভ্রম॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর।
পলায় কৌরব সেনা ভয়েতে অস্থির॥
অম্বর সম্বরে নাহি নাহি বান্ধে কেশ।
পলায় সকল সৈন্য পাগলের বেশ॥
বেগে ধায় পশ্চাৎ না চায় কোন জন।
স্ত্রীগণ রক্ষকমাত্র রাজা দুর্য্যোধন॥
কত ক্ষণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্রতায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায়॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলে পরিহাস বাণী।
গগণে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী॥

আরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব চালন॥
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একেলা ছাড়িল নারীগণের সহিত॥
এই অহঙ্কারে নাহি দেখহ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন সদনে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অথ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধে জয় এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের বন্ধন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে আকুল গন্ধর্ব্ব বাণে
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্তনাথ সৌবল শকুনি সাথ
কর্ণ দুশাসন বিবিংশতি॥
যত২ মহাবীর রণেতে নহিল স্থির
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্ব জন।
কে করে তাহার লেখা কেবল রাখিয়া একা
নারীবৃন্দ সহ দুর্য্যোধন॥
মহাত্রস্ত হয়ে যায় নারীপানে নাহি চায়
রথ চালাইয়া শীঘ্রগতি।
অশ্ব গজ ধায় রড়ে পথেতে পদাতি পড়ে
উঠে হেন নাহিক শকতি॥
হেনমতে সৈন্য সব করি মহাকলরব
প্রাণ লয়ে পলায় তরাসে।
প্রতিশব্দে কোলাহল পূর্ণ হৈল বন স্থল
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি হাসে॥
তবে দুর্য্যোধনে কয় দুষ্ট বুদ্ধি পাপাশয়
না জানিস গন্ধর্ব্ব কেমন।
আরে মন্দ মতিমান ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান
অহঙ্কারে করিস হেলন॥
না জানিস নিজ বল এখন উচিত ফল
মোর হাতে অবশ্য পাইবে।
লইব তোমার প্রাণ ইহাতে নাহিক আন
মনের মানস পূর্ণ হবে॥
এত বলি নিজ অস্ত্র যুড়িলেক লঘুহস্ত
গন্ধর্ব্বঈশ্বর ক্রোধ মনে।
অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি এবেশে করিল বন্দি
ধরিলেক রাজা দুর্য্যোধনে॥
বন্দি হৈল কুরুশ্রেষ্ঠ সপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ
দোষর নাহিক আর সতে।
স্ত্রীবৃন্দ সহিত রাজা রথে তুলি মহাতেজা
শীঘ্রগতি যায় স্বর্গপথে॥
ঘোর আর্ত্তনাদ করি কান্দয়ে সকল নারী
হায়২ ডাকে উচ্চস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত ঘন ডাকে জগন্নাথ
পার কর বিপত্তিসাগরে॥
আমি সর্ব্ব ধর্ম্মহীন পাপ কর্ম্ম প্রতিদিন
তব ভক্তি লেশ নাহি মনে।
সত্য আমি হীনতপা কেবল করহ কৃপা
দীনবন্ধু নামের কারণে॥
ইত্যাদি অনেক করি স্তুতি করে কুলনারী
কেহ নিন্দা করে নিজপতি।
দুষ্ট বুদ্ধি স্বামিগণ ধর্ম্ম হিংসা অনুক্ষণ
সেকারণে হৈল অধোগতি॥
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি ধর্ম্মেতে যাহার মতি
অনুগত ভাই চারি জন।
কেবল ধর্ম্মের সেতু প্রাণ ত্যজে ধর্ম্মহেতু
তারে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা দেব দ্বিজ অনুগতা
সতত ধর্ম্মেতে যার মতি। [আনি
লক্ষ্মী অংশ যাজ্ঞসেনী সভামধ্যে তারে
চুলে ধরি করিল দুর্গতি॥
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি বিপদ সাগরে মজি
সভাই হারানু জাতি কুল।
বার্ত্তা পাইলে ধর্ম্মরাজ জানিয়া কুলের লাজ
কেবল রক্ষার মাত্র মুল॥
তবে দুর্য্যোধননারী এই যুক্তি মনে করি
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
বিলম্ব না কর তাত যথা পাণ্ডবের নাথ
কহ গিয়া সকল দুর্গতি॥
কহিবা বিনয় করি মোসভার নাম ধরি
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
মোসভার কর্ম্ম ফলে এ কুৎসা কলঙ্ক কুলে
চিত্রসেনহাতে জাতি ধ্বংস॥
অনুচর কহে বাণী সত্য কহ ঠাকুরাণী
পাসরিলা পূর্ব্ব কথা সব।
যে কর্ম্ম করিয়া তাঁরে পাঠাইলা বনান্তরে
তাঁহাভিন্ন কে আছে বান্ধব॥
যে আজ্ঞা তোমার মাতা এখনি যাইব তথা
কহিব সকল সমাচার।

ধর্ম্মরাজ মহাশয় ধীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীমহস্তে নাহিক নিস্তার।
রাণী বলে ধর্ম্মরাজ জানিয়া কুলের লাজ
আমা সভার আপদ ভঞ্জনে।
না করিবে ভেদমতি পর দুঃখে দুঃখী অতি
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জ্জুনে॥
স্বামী মোর অপরাধী ইহাতে অবজ্ঞা যদি
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মেলিয়া সকল নারী বিষ অগ্নি ভর করি
কি বা জলে প্রবেশি মরিবে॥
এত শুনি শীঘ্র দূত গেল যথা ধর্ম্ম সুত
মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণ ভাগে করযোড় করি আগে
কহিতে লাগিল সকরুণ॥
অবধান মহারাজ দৈবের দুর্গতি কায
রাজা আইল প্রভাসের স্থানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম খণ্ডন না যায় ধর্ম্ম
বন্দ হইল চিত্রসেনবাণে॥
গন্ধর্ব্বের মায়াবলে পোড়াইল অস্ত্রানলে
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।
কর্ণ সাল্ল দুঃশাসন যত মহাযোধগণ
প্রাণ লয়ে যায় সর্ব্বজনা॥
একা ছিল দুর্য্যোধন রক্ষাহেতু নারীগণ
প্রাণপণে যুঝিল রাজন।
যতেক নারীর সহ করাইয়া রথারোহ
লয়ে যায় করিয়া বন্ধন॥
প্রতিকারে নহে শক্য পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিল পক্ষ
শেষে যায় জাতি কুল প্রাণ।
আকুল হইয়া মনে তব ভ্রাতৃ বধূগণে
পাঠাইয়া দিল তব স্থান॥ [স্বামী
আরো বা কি কব আমি আজন্ম আমার
অপরাধী তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্কোদয় ভয়ার্ত্ত জনার ভয়
দূর কর আপনার গুণে॥
ইহা সভাকার দোষে যদি এই অভিরোষে
উদ্ধার না কর ধর্ম্মপতি।
হইবা বধের ভাগী জীব বা কিসের লাগি
অনল গরল জলে গতি॥
তোমার কুলের নারী গন্ধর্ব্ব লইয়া হরি
যাবত না যায় অতিদূর।
দেখিয়া উচিত কর্ম্ম করহ কুলের ধর্ম্ম
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর॥

শুনিয়া চরের কথা মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
কুলের কলঙ্ক আর ভয়ান্বিত অবলার
রক্ষা হেতু হইলেন অস্থির॥
বিষম নিগ্রহ জানি বিচারিয়া ধর্ম্মমণি
অর্জ্জুনেরে কহেন বিশেষ।
শীঘ্র আন দুর্য্যোধনে কহি চিত্রসেন স্থানে
যাবৎ না যায় নিজ দেশ॥
বিনয়পূর্ব্বক তথা কহিবা মধুর কথা
বহুবিধ আমার বিনয়।
যদি তাহে সাধ্য নহে দ্বৈপায়ন দাস কহে
দণ্ড দিবা উচিত যে হয়॥

অথ ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি।

পয়ার।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাহ শীঘ্রগতি।
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন বসতি॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয়পূর্ব্বক হৈলে দ্বন্দ্ব না করিবে॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জুন সুমতি॥
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম অবতার।
এখন ঈদৃশ বুদ্ধি অদৃষ্ট আমার॥
আমাসভাকারে দুষ্ট যতেক করিল।
কাল পায়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল॥
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট।
গন্ধর্ব্বে করিল তাহা ঘুচিল অরিষ্ট॥
অধর্ম্মে বাড়ায় রাজা অধর্ম্মির সুখ।
তাহা দেখি নিত্য পাই পরম কৌতুক॥
ক্রমে২ সকল সংসার করে জয়।
কাল পাইলে মূলের সহিত নষ্ট হয়॥
যত গর্ব্ব করিল কৌরব দুরাশয়।
নিঃশত্রু হইল রাজ্য চল নিজালয়॥
এতেক বলেন যদি ভাই দুই জন।
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়।
তবে ধর্ম্ম কহেন সম্বোধি ধনঞ্জয়॥

কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা না করি।
সে মম পরম শত্রু আমি তার বৈরী॥
আত্মপক্ষে ঘরের দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সোদর আমরা পঞ্চ জন॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষ গত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত॥
সেকারণে কহি ভাই করিতে উদ্ধার।
পূর্ব্বাপর আছে ভাই নীতি বিধাতার॥
আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে।
যদি না আনিবা তুমি রাজা দুর্য্যোধনে॥
দুষ্ট বুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে।
পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে॥
লইবেক দুর্য্যোধনে সহ নারীবৃন্দ।
অমরমণ্ডলী তথা আছয়ে সুরেন্দ্র॥
সভাকার আগে কহিবেক সমাচার।
জানিবে কৌরব সেনা রণে অনিবার॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ জন তথায় আছিল।
যত মম পরাক্রম সকলি দেখিল॥
তাহার কুলের বধূ সহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু দেখিলেক সর্ব্ব জনে॥
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের আগে এই সমাচার॥
শুনিয়া হাসিবে যত অমরসমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ॥
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবে তুমি বলেতে অশক্য॥
আনিতে বলিলাম আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন উপকারী॥
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়॥
এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে।
না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি পড়িল প্রমাদে॥
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হাতে বান্ধি যুগ্ম তূণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি।
রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিন্দ বলি॥
পবন গমন জিনি চলে স্বর্গপথ।
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেনরথ॥
পাছে যান ধনঞ্জয় ফিরিয়া নেহালি।
শীঘ্রগতি রথ চালাইল মহাবলী॥
তবে পার্থ মনে২ করেন বিচার।
ভয়যুক্ত পলায় গন্ধর্ব্ব কুলাঙ্গার॥
অতিবেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমাঝে।
বিদিত হইবে তবে দেবতা সমাজে॥
ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ।
ফাফর গন্ধর্ব্বপতি না চলিল রথ॥
চতুর্দ্দিগে ফিরিয়া যাইতে নাহি শক্য।
পঞ্জরের মধ্যে যেন রহে পোষা পক্ষ॥
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয়॥
কহ পার্থ কোন হেতু আইলা হেথায়।
দুর্য্যোধন উপকারে আসিয়াছ প্রায়॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় হইতেছে মনে।
আজন্ম হিংসিল দেখ তোমা পঞ্চ জনে॥
কহিতে না পারি পূর্ব্বে আর যত ক্লেশ।
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বির বেশ॥
তাহার উচিত ফল পাইল দৈববশে।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজবাসে॥
পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহিক তোমায়।
কহিলা যতেক কথা পাগলের প্রায়॥
আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আপ্ত পক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান।
আমাসভা অভেদ করিয়া তুই জান॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাহারে লইয়া যাসি করিয়া বন্ধন॥
এই কুলবধূগণে তুমি লয়ে যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা কলঙ্ক রটিবে॥
কুলের কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার জন।
কি মতে সহিবে তাহা আমার এ মন॥
এইহেতু শীঘ্রগতি আইলাম হেতায়।
ছাড় দুর্য্যোধনে নহে যাবা যমালয়॥
করহ সকল মুক্ত নহে ফল দিব।
মুহূর্ত্তেকে শমন সদনে পাঠাইব॥
চিত্রসেন বলে তোর জানিলাম মতি।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি॥
মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয়।
দুই ভাই একত্র যাইবা যমালয়॥
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার।
দশ দিগ বাণেতে হইল অন্ধকার॥
দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত অনল।
নিমিষের মধ্যে কাটিলেন সে সকল॥
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা দোঁহে লঘু হস্ত।
বৃষ্টিবৎ শত২ পড়ে কত অস্ত্র॥

কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে।
জ্বলন্ত উলুকা প্রায় উঠয়ে অম্বরে॥
হইল দোঁহার অঙ্গ শরেতে জর্জ্জর।
ভ্রূভঙ্গ তিলেক নাহি দোঁহে ধনুর্দ্ধর॥
গন্ধর্ব্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ॥
দিব্য অস্ত্র এড়ি পার্থ করি নিবারণ।
দশ অস্ত্র অঙ্গে তার করেন পাতন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসিক দীক্ষা।
নরেতে নাহিক তুল্য অর্জ্জুনের শিক্ষা॥
যে বাণেতে গন্ধর্ব্ব বান্ধিল দুর্য্যোধনে।
সেই বাণ অর্জ্জুন যোড়িল ধনুর্গুণে॥
বান্ধিয়া গন্ধর্ব্বে গলা ভুজের সহিত।
নিজ রথে চড়াইয়া গেলেন ত্বরিত॥
দুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি॥
সমর্পিয়া সকল করেন নিবেদন।
যেরূপে গন্ধর্ব্বপতি করিলেক রণ॥
যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন॥
এই চিত্রসেন জান গন্ধর্ব্বের পতি।
ইহাঁকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি॥
চিত্রসেনে বলেন তুমি যে মতিমন্ত।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত॥
বালক অর্জ্জুন করিলেক অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ॥
না কহিবা ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
যাহ শীঘ্র নিজালয়ে করহ প্রয়াণ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি আনন্দিত মনে।
আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল সেইক্ষণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ দুর্য্যোধনের সপরিবারে স্বস্থানে যাত্রা।

গন্ধর্ব্ব বিদায় হয়ে গেল নিজ স্থান।
দুর্য্যোধন আসি ধর্ম্মে করিল প্রণাম॥
বসিল মলিনমুখে হয়ে নম্র শির।
মধুর বচনে কহিছেন যুধিষ্ঠির॥
শুন ভাই হেন কর্ম্ম না করিহ আর।
পৌরুষ নাহিক এথে আমাসভাকার॥
বিশেষে বৈভবকালে ধর্ম্ম আচরণ।
ধন হৈলে নাহি করে ধর্ম্মেতে হেলন।
কহিলেন এই মত বহুনীতি বাণী।
অগ্রসরি স্ত্রীগণে আনিল যাজ্ঞসেনী॥
দ্রৌপদীরে প্রণাম করিল নারীগণ।
যতেক দুঃখের কথা কৈল নিবেদন॥
দুস্তর সাগর মাঝে ডুবিল তরণী।
নিজগুণে উদ্ধার কৈলেন ধর্ম্মমণি॥
বুঝিলাম কুরুবংশ রক্ষার কারণে।
নিবসতি তোমরা করিলা এই বনে॥
তবে কৃষ্ণা সভাকারে করিল সম্মান।
ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দিল দিব্য অন্নপান॥
একত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ।
পরম কৌতুকে সভে করিল ভোজন॥
মহামানী দুর্য্যোধন মলিন বদনে।
বিদায় হইয়া চলে ধর্ম্মের চরণে॥
মধুর সম্ভাষে রাজা করিয়া বিদায়।
অগ্রেসরি কত দূর যান ধর্ম্মরায়॥
শীঘ্রগামী সকল চলিল সেনাগণ।
বিরস বদনে যায় রাজা দুর্য্যোধন॥
নগরে যাইবামাত্র আছে কত পথ।
সেইখানে দুর্য্যোধন রহাইল রথ॥
মাতুল শকুনি আর কর্ণ দুঃশাসনে।
সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল দুঃখ মনে॥
স্বসৈন্য সহিত দেশে যাহ সর্ব্বজন।
নিশ্চয় কহিনু আমি ত্যজিব জীবন॥
পূর্ব্বে না বুঝিলাম আপনার যে বল।
সমুচিত বিধাতা দিলেক তার ফল॥
পূর্ব্বে যদি এ সকল কহিতা হে সভে।
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ হইবে॥
ভীমার্জ্জুনহইতে আমারে স্নেহ অতি।
স্বচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম নরপতি॥
ভ্রাতৃভেদ করাইলা করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি তাহে করিনু বিশ্বাস॥
অনুক্ষণ কহ সভে মারিব পাণ্ডব।
চক্ষু কর্ণে বিবাদ ঘুচিল এত সব॥
পলাইলা সভে মোরে রাখি যুদ্ধভূমে।
বান্ধিয়া লইতেছিল গন্ধর্ব্ব আশ্রমে॥
আর দেখ অপরূপ রহস্য বিধির।
আজন্ম হিংসিনু আমি রাজা যুধিষ্ঠির॥
উদ্ধার করিল সেই আমাহেন জনে।
মরণ অধিক লাজ মস্তক মুণ্ডনে॥

চিত্রসেন হস্তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে।
অযশ উদ্ধার মোর করিল অর্জ্জুনে॥
কোন লাজে লোকমাঝে দেখাব বদন।
নিশ্চয় না যাব দেশে এই নিরূপণ॥
তবে কর্ণ মহাবীর দেখিয়া অশক্য।
কহিতে লাগিল যে রাজার হিত পক্ষ॥
শুন রাজা কি হেতু চিন্তহ অকারণ।
জয় পরাজয় যত দৈবের ঘটন॥
ইন্দ্র দেবরাজ হয় অমরঈশ্বর।
সদাকাল দেখ তার দানবের ডর॥
কতবার স্বর্গভ্রষ্ট করাইল তারে।
পুনর্ব্বার পায় রাজ্য উপায় প্রকারে॥
পূর্ব্বাপর হেন নীতি বিধির আছয়।
কখন বা জয় যুদ্ধে কভু পরাজয়॥
কহিলা যে যুধিষ্ঠির উদ্ধার কারণ।
আপনার স্বধর্ম্ম জানিয়া প্রবর্ত্তন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অধর্ম্মের ভয়ে।
সে কারণে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়ে॥
সৈন্য হেতু সেনাপতি জয় করে জন।
পূর্ব্বাপর এইমত বিধির ঘটন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সভাকার আগে।
মহাবীর ধনঞ্জয় হইল মোর ভাগে॥
তব হস্তে ভীমসেন না ধরিবে টান।
আর জনে সংহারিব পতঙ্গ সমান॥
পরাজয় হেতু রাজা কর অভিমান।
সংক্ষেপে তাহার কহি শুন সাবধান॥
অন্য শত্রু দেখি রাজা তৃণের সমান।
সভাকে অধিক রাজা দৈব বলবান॥
দৈবে রণ বুঝি ক্ষমা করিলাম সভে।
মনুষ্য হইলে বলি অপমান তবে॥
এতেক বলিল তবে সূর্য্যের নন্দন।
তথাপিহ মৌনভাবে আছে দুর্য্যোধন॥
হেনকালে মিলি দৈত্যদানব সকল।
দুর্য্যোধনদুঃখে কহে হইয়া বিকল॥
আমার বংশেতে জন্ম হইল ইহার।
তেঁই সে ইহার দুঃখে দুঃখ সভাকার॥
আশ্বাস করিয়া সভে বলে শূন্যবাণী।
ঘরে যাহ ওহে রাজ কর্ণকথা শুনি॥
যাহ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা আপন আশ্রয়।
কর্ণের প্রতিজ্ঞা রাজা কভু মিথ্যা নয়॥
যুদ্ধ পরাজয় হেতু না করিহ মনে।
দেবতা মনুষ্য যুদ্ধ ভঙ্গ সে কারণে॥
এত শুনি উঠিলেন কৌরবের পতি।
সসৈন্যেতে নিজালয় যায় শীঘ্রগতি॥
পাইল এ সব বার্ত্তা ভীষ্ম মহাবল।
ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে গিয়া কহিল সকল॥
শুন রাজা তোমার পুত্রের বিবরণ।
যে কারণে বিলম্ব হইল এত ক্ষণ॥
যথায় কাম্যক বন প্রভাসের তীর।
পঞ্চ সহোদর যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির দুষ্টপনে।
দেখাইতে বৈভব গেলেন সর্ব্বজনে॥
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব সহিত যুদ্ধ হৈল।
সসৈন্যে শকুনি কর্ণ দূরে পলাইল॥
নারীবৃন্দ সহিত ধরিয়া দুর্য্যোধনে।
গন্ধর্ব্ব লইতেছিল করিয়া বন্ধনে॥
দয়ার সাগর অতিধর্ম্মের তনয়।
উদ্ধারিতে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়॥
এখন এরূপী যার ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার সর্ব্বত্র জয় জানিহ রাজন॥
শুনিয়া অন্ধের হৈল বিকলিত মন।
বহুমতে নিন্দিল আপন পুত্রগণ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অথ হস্তিনায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার
আগমন।

জনমেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
সহজে অশুদ্ধবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন॥
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট নানা দুরাচারে।
ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মশীল ধর্ম্মঅবতারে॥
তথাপিহ করি স্নেহ তারেন সঙ্কটে।
হেন জনে দুঃখ দুষ্ট দিলেক কপটে॥
মৃত্যুহইতে উদ্ধার করিল যেই জন।
পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার মরণ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম না করে গণন।
সে কারণে সবংশে মজিবে দুর্য্যোধন॥
শুনিলাম মিষ্ট কথা তোমার বদনে।
অতঃপর কি করিল দুষ্ট বুদ্ধিগণে॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
পিতামহগণ তবে গেল কোন স্থান॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে অন্তরে।
মুনিবর বিশেষ করিয়া কহ মোরে॥

বৈশম্পায়ন বলেন শুন কুরুবর।
কাম্যক কাননে আছে পঞ্চ সহোদর॥
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম্ম আচরণ।
পূর্ব্বমত শত২ ব্রাহ্মণ ভোজন॥
এথায় আসিয়া তবে কৌরব প্রধান।
গন্ধর্ব্বপতির হাতে পেয়ে অপমান॥
আহারে অরুচি হৈল অভিমান মনে।
একান্ত বসিয়া কহে যত দুষ্টগণে॥
হে কর্ণ প্রাণের সখা মাতুল ঠাকুর।
কিমত প্রকারে মোর দুঃখ হবে দূর॥
করিলা সুযুক্তি সভে যতেক মন্ত্রণা।
বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা॥
সুন্দর দেখিতে যেন পরিল অঞ্জন।
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন॥
চিত্রসেন করিল যতেক অপমান।
ততোধিক শত্রুতে করিল পরিত্রাণ॥
ইহাহইতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ গণি শতগুণে।
এতেক দুর্গতি হবে ইহা কে বা জানে॥
আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ।
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্য নিবাস॥
ইন্দ্রের সমান সঙ্গি চারি সহোদর।
সূর্য্যতুল্য সহস্র২ দ্বিজবর॥
মনের মানসে সভে করে নানা ভোগ।
দ্রুপদনন্দিনী একা করয়ে সংযোগ॥
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান।
মম সুখ নহে তার শতাংশে সমান॥
সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত॥
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
সুরাসুর মনুষ্য আছয়ে যত জনে॥
তুমি আমি মাতুল ত্রিগর্ত্ত দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন॥
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়।
ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয়॥
প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ।
আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট মন্ত্রিগণ॥
কি কারণে তুমি পাণ্ডবের কর ভয়।
নিজ পরাক্রম নাহি জান মহাশয়॥
বুদ্ধি বলে করিল উপায় যত আছে।
তাহাতে নিস্তার পায়ে যদি তারা বাঁচে॥
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মেতে চিন্তহ এত সবে॥
দুষ্ট মন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা।
তার কত দিনান্তরে আইল দুর্ব্বাসা॥
সঙ্গেতে সহস্র দশ শিষ্য মহাঋষি।
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি॥
দুর্য্যোধন শুনিল মুনির আগমন।
আগুসরি কত দূরে গেল সর্ব্বজন॥
যতেক অমাত্য আর সহোদর শত।
মুনির চরণে সভে হৈল দণ্ডবত॥
শিষ্যগণে প্রণাম করিল সর্ব্ব জনে।
বসাইল মুনিরাজে রত্ন সিংহাসনে॥
সুশীতল আনি জল রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিল মুনিরাজে।
সেই মত পুজিলেক শিষ্যের সমাজে॥
করযোড় করি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় বচন॥
নিবেদন করিতে মনেতে বাসি ভয়।
আমার ভাগ্যের কথা কহন না যায়॥
আজি মোরে প্রসন্ন হইল দেবগণ।
সে কারণে দেখিলাম তোমার চরণ॥
মুনি বলে শুনিয়া তোমার ভাগ্যকথা।
বহু দিন আসিতে বাসনা করি এথা॥
তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে।
দেখিতে আইনু হেথা মনের কৌতুকে॥
রাজা বলে উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ।
জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব দ্বিজগণ॥
পাইলাম আজি পূর্ব্ব তপস্যার ফল।
নিশ্চয় জানিনু মোর জনম সফল॥
জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি।
নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি॥
বহুবিধ স্তব কৈল কৌরব সমাজ।
বসিবারে আজ্ঞা করি কহে মুনিরাজ॥
মুনি বলে ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে।
নহিবে এমন আর ক্ষত্রিয়ের কুলে॥
মহাবংশ প্রভব বিখ্যাত চরাচর।
তব পূর্ব্ব পিতামহ যত পূর্ব্বাপর॥
মহাকীর্ত্তিমন্ত যত সভে মহাতেজা।
সেই মত হইলা আপনি মহারাজা॥
কিন্তু পূর্ব্ব পিতামহ করিল যে কর্ম্ম।
প্রাণপণে পালিহ আপন কুলধর্ম্ম॥

যজ্ঞ তপ ব্রত আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
সুনীতে করিবা নিত্য প্রজার পালন ॥
দ্রব্য কিনি মূল্য দিবা উচিত যে হবে।
বিক্রয় করিতে ঔপাধিক না লইবে ॥
পালন করিবা প্রজা পুত্রের সমানে।
দোষ মত শাস্তি দিবা দুষ্ট বুদ্ধিজনে ॥
মান্যজনে নিত্য২ বাড়াইবা মান।
যে কিছু কহিবা কথা বিনয় প্রধান ॥
সতত না হয় শান্তি সদা নহে রোষ।
কালের উচিত কর্ম্মে পরম পৌরুষ ॥
দুষ্ট বুদ্ধিদাতা যেই দুষ্ট দুরাচার।
সে সকলের সহ না করিবা ব্যবহার ॥
অবিরত শাসনে রাখিবা সর্ব্ব ক্ষিতি।
অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি ॥
পর পক্ষে কদাচিত নহিবে বিশ্বাস।
মন বুঝি রাখিবা যতেক দাসী দাস ॥
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে।
পালিবা এ সব কথা পরম যতনে ॥
নহুষ যযাতি আদি পূর্ব্ব বংশ যত।
পৃথিবী পালিত সভে করি এই মত ॥
সে সভারহইতে তব বিপুল বিভব।
দ্বিগুণ পাইবা শোভা হইলে এ সব ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
যাহা করিয়াছি আমি আপন শকতি ॥
অতঃপর যে হয় তোমার উপদেশ।
আপনি করিয়া কৃপা করিলা বিশেষ ॥
প্রাণপণে পালন করিব এই কথা।
আপনি হইলা মম জ্ঞান চক্ষুদাতা ॥
পূর্ব্ব পিতামহগণ ছিল উগ্রতপা।
সে কারণে কর প্রভু এত দূর কৃপা ॥
এখন হইল প্রভু সফল জীবন।
ত্রিবিধ অনেক স্তুতি কৈল দুর্য্যোধন ॥
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
করিল আনন্দমতি কৌরবসমাজ ॥
নানাকাব্য কথায় কৌতুক মনসুখে।
মুনিরে করিল বশ যত সভ্যলোকে ॥
এক দিন একান্তে বসিয়া দুর্য্যোধন।
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন ॥
কর্ণ সম্বোধিয়া কহে কৌরবপ্রধান।
আমার বচনে সখা কর অবধান ॥
এক কথা বিচার করিনু আমি মনে।
পঞ্চভাই নিবাস করয়ে কাম্য বনে ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সভে পায় পরিত্রাণ ॥
সূর্য্যের কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে।
পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জে লক্ষ জনে ॥
যত লোক যায় তথা সবে অন্ন পায়।
যত ক্ষণ যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায় ॥
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ব্বিধ ভোগ।
অপূর্ব্ব দেখহ কি বা বিধির সংযোগ ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
কিঞ্চিৎ মাগিলে নাই পায় কোন জন ॥
প্রতিদিন হেন মত ভুঞ্জায় সভায়।
দশ দণ্ড নিশাযোগে নিজে কিছু খায় ॥
সেই কালে তথায় যাইবে মুনিরাজ।
স হতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেই স্থানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চ জনে ॥
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডব বংশ ঘুচিবে সন্তাপ ॥
তোমাসভাকার মনে না জানি কি লয়।
মুনিরাজে কহিব কর্ত্তব্য যদি হয় ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু২ প্রশংসা করিল সর্ব্ব জন ॥
সভে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার।
করিলা মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥
এমনি কৌতুকমতি আছে সর্ব্বজন।
ভক্তিভাবে করে নিত্য মুনির সেবন ॥
আর দিন দিনান্তে বসিল মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরবসমাজ ॥
হিত উপদেশ আর মধুর উত্তর।
দুর্য্যোধন সম্বোধিয়া কহে মুনিবর ॥
শুন রাজা ভুবন ভরিল তব যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ ॥
ইষ্ট বর মাগি লহ মম বিদ্যমান।
বিদায় করহ শীঘ্র যাই যথা স্থান ॥
মুনির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
গদ২ ভাষে কহে বিনয় বচন ॥
ধন ধর্ম্ম ধরা পুত্র বিভোগ বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল ॥
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্যঅধিকার।
কেবল রহুক ভক্তি চরণে তোমার ॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
কহিতে সঙ্কোচ বাসি কৃপা যদি হয় ॥

যথায় কাম্যক বনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া যদি শিষ্য সমুদয়॥
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশ দণ্ড নিশী।
হেনকালে অতিথি হইবা মহাঋষি॥
ভক্তিভাব বুঝিয়া জানিবা তার মন।
সভে বলে ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন॥
পূজা করে দেব দ্বিজে ভক্তি অতিশয়।
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয়॥
সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত।
রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিত॥
ভোজন করয়ে যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ।
তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষ জন॥
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময়।
অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায়॥
অভক্তি ভক্তির ভাব না হয় বিদিত।
সে কারণে কালাতীতে যাইতে উচিত॥
দশ দণ্ড রজনি উত্তীর্ণ হবে যবে।
পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে॥
শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্ব্ব জন।
সেই কালে যাইবা সহিত শিষ্যগণ॥
তবে যদি মধ্যাহ্ন কালের অনুসারে।
যে জন করয়ে ভক্তি ভাব বলি তারে॥
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোমা ভিন্ন নাই।
অবশ্য যাইবা তথা দেখিবা গোসাঁই॥
দুর্য্যোধন রাজার বিনয় এত শুনি।
কৃপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি॥
কোন ভার দিলা রাজা এই কোন কথা।
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা॥
জানিব সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয় করিব স্নান পুষ্করের নীরে॥
তৃতীয় তোমার বাক্যে করিব এ কায।
শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ॥
শুনিয়া আনন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন॥
বহুবিধ বিনয় করিল সর্ব্ব জনে।
সেইমতে সাদরে সম্ভাষি শিষ্যগণে॥
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন।
রহিল আনন্দমনে রাজা দুর্য্যোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ কাম্যবনে যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্ব্বাসার আগমন।

পয়ার।

বিদায় হইয়া মুনি দুর্য্যোধনস্থানে।
বহু শিষ্যসহ যায় আনন্দিতমনে॥
যাইতে২ মুনি বিচারিল মনে।
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে॥
চল সভে এই পথে প্রভাসের তীর।
কাম্যবনে যাব যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
চিরদিনে তাহারে করিব দরশন।
পরম ধর্ম্মাত্মা তারা ভাই পঞ্চ জন॥
প্রভাসের স্নান আর ধর্ম্মের সম্ভাষ।
দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ॥
অনায়াসে তিন কর্ম্ম হবে এককালে।
এতেক বলিয়া মুনি পূর্ব্বদিগে চলে॥
জনপদ ছাড়ি সভে প্রবেশিল বন।
হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্ত্তন॥
পূর্ব্ব দিগ প্রসন্ন করিল কলানিধি।
কুমুদিনী বিকসিতা দেখিয়া কৌমুদী॥
মাধব মাসেতে সিত পক্ষ চতুর্দ্দশী।
সেই দিন চলিল দুর্ব্বাসা মহাঋষি॥
কৌতুক পথেতে নানা কথার প্রবন্ধ।
বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া সানন্দ॥
অতিক্রান্ত হইল যখন অর্দ্ধ নিশী।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঋষি॥
যথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া মুনির আগমন।
আগুসরি কত দূর যান পঞ্চ জন॥
দুর্ব্বাসা দেখিয়া সভে আনন্দিতমন।
সেইমত চলিল যতেক দ্বিজগণ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার।
এত রাত্রে কি হেতু মুনির আগুসার॥
বিশেষে দুর্ব্বাসা মুনি আর কেহ নয়।
অল্প দোষে মহারোষে করিবে প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
দেখিতে২ তথা আইল মুনিরাজ।
সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ॥

সম্ভ্রমে চরণে পড়িলেন দণ্ডবৎ।
আদর করেন যে দেবের সম্মত॥
মুনিরে প্রণাম করি ভাই পঞ্চ জনে।
সেইমত সম্ভাষেন যত শিষ্যগণে॥
আছিল রাজার সঙ্গে যতেক ব্রাহ্মণ।
মুনিরাজে সম্ভাষ করিল সর্ব্বজন॥
বয়োধিকে মান রাখি প্রণাম করিল।
জ্যেষ্ঠ জন কনিষ্ঠেরে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
সমান২ জনে ধরি দেয় কোল।
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হইল গণ্ডগোল॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুড়ি দুই কর।
বিনয় করেন মুনিরাজ বরাবর॥
ধর্ম্ম বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় গমন কারণ॥
কোন দেশ হৈতে আজি হৈল আগমন।
কোন দেশ করিবেন মঙ্গলভাজন॥
তীর্থ অনুসারে কিম্বা মম ভাগ্যোদয়।
বিশেষ করিয়া কহ কৃপা যদি হয়॥
মুনি বলে শুন যদি জিজ্ঞাসিলা তুমি।
সশিষ্যে হস্তিনাপুরে গিয়াছিলাম আমি॥
অনেক করিল সেবা ভাই শত জনে।
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হৈল মনে॥
এই হেতু এথায় করিনু আগমন।
যেমন পাণ্ডব কুরু আমার তেমন॥
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পথশ্রমে ক্ষুধার্ত্ত আছি যে সর্ব্ব জন॥
রন্ধন করিতে কহ যাহ শীঘ্রগামী।
তাবত প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি॥
শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয়।
মনেতে চিন্তেন আজি না জানি কি হয়॥
অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে করে ক্রোধ।
অনুমতি দিলেন মুনির উপরোধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয়।
সে কারণে আগমন আমার আলয়॥
সন্ধ্যাহেতু গমন করহ মহাশয়।
করিব যে কিছু মম ভাগ্যোদয়ে হয়॥
তবে মুনি সংহতি সকল শিষ্যগণে।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণে॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে।
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে২॥
ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল।
উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল॥
কৃষ্ণা বলে যে কথা কহিলা মহাশয়।
হেন বুঝি বিধি কৈল অকালে প্রলয়॥
শিষ্যসহ অতিথি হইল মহাঋষি।
আমার নাহিক শক্তি আজিকার নিশী॥
রজনী প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে।
দশ লক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
আজি মুনির ক্রোধানলে সভে দগ্ধ হৈলে॥
কি কর্ম্ম করিবা কালি প্রভাতে কে জানে।
দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে॥
দ্রৌপদী কহিল এ কি দৈবের সংযোগ।
আমার কর্ম্মের ফল কে করিবে ভোগ॥
সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হৈত মহারাজ।
দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ॥
আমাসভাহইতে কিছু নহে প্রতিকার।
কেবল কারণ প্রভু করিতে উদ্ধার॥
দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
চিন্তায় আকুল অতি শরীর অস্থির॥
কৃষ্ণ২ বলিয়া ডাকেন উচ্চস্বরে।
পার কর জগন্নাথ বিপদসাগরে॥
পার কর গোবিন্দ আমারে মহাশয়।
রাখহ পাণ্ডবকুল মজিল নিশ্চয়॥
তোমাহেন আছে যার মহারত্ননিধি।
এমন সংযোগ তারে মিলাইল বিধি॥
তোমারে পাণ্ডববন্ধু বলি লোকে কয়।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয়॥
কৃষ্ণাসহ পঞ্চ ভাই আকুল হইয়া।
ডাকিতেছে কোথা কৃষ্ণ উদ্ধার আসিয়া॥
তথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে।
শয়ন করিয়াছেন রুক্মিণীর ঘরে॥
ব্যগ্র হৈয়া ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত॥
রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত দুঃখ জানি।
ব্যস্ত হৈয়া উঠিয়া বৈসেন চক্রপাণি॥
চিন্তান্বিত অত্যন্ত করেন ছট ফট।
রুক্মিণী কহেন দেখি করিয়া কপট॥
চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি কোথায় যাইতে আছে মন॥
অরণ্যে দ্রৌপদী সখী আছয়ে তথায়।
অকস্মাৎ মনে হৈল বুঝি অভিপ্রায়॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রাণপ্রিয়তমা।
অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা॥

ভক্তাধীন আমারে যে করিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখদুঃখদাতা॥
মম ভক্ত জন যথা তথা থাকে সুখে।
আমিহ তথায় থাকি পরম কৌতুকে॥
মম ভক্ত জন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয়॥
সে কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভক্তবৎসল॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদসাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির॥
দুঃখ পায়ে বলি ডাকে কোথা জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে সেই করাতের ঘাত॥
যত ক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
তত ক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন॥
এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি।
এত শুনি কহেন রুক্মিণী ঠাকুরাণী॥
তোমার একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে॥
বিশেষ করিল বশ দ্রুপদের সুতা।
তোমার বাসনা সর্ব্বকাল থাক তথা॥
গমন রজনি কালে উচিত না হয়।
সে কারণে নিবেদন করি মহাশয়॥
যাইবা অবশ্য কালি তপনউদয়।
যে ইচ্ছা তোমার কর তুমি ইচ্ছাময়॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সত্য কহিলা যে তুমি।
ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি॥
সবংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আমার গমন তবে কোন প্রয়োজন॥
এত বলি করিলেন গরুড়স্মরণ।
আইল স্মরণমাত্রে বিনতানন্দন॥
বসিল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর করি যোড় হাত॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্য বনে আগমন।

পয়ার।

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ।
কিহেতু নিশান্তে প্রভু করিলা স্মরণ॥
কিহেতু হইল আজি চিত্ত উচ্চাটন।
শীঘ্রগতি কহ হরি তার বিবরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যথা পাণ্ডুপুত্রগণ।
বসতি করেন তথা করিব গমন॥
এত বলি খগেন্দ্রে করিয়া আরোহণ।
নিমিষেকে উপনীত যথা কাম্য বন॥
এথায় ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হেনকালে আইলেন হরি খগাসন॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া গোবিন্দ আগমন।
পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন॥
ব্যগ্র হৈয়া কত দূরে গিয়া পঞ্চ জনে।
নিকটেতে পাইলেন দৈবকীনন্দনে॥
আনন্দ বাড়িল তার নাহিক অবধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি॥
চির দিন সমাগমে দেন আলিঙ্গন।
আনন্দ সলিলে পূর্ণ হইল লোচন॥
পূর্ণ করি মানিলেন মন অভিলাষ।
অন্য২ সর্ব্ব জনে করিল সম্ভাষ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কহ সমাচার।
যুধিষ্ঠির কহেন কৃষ্ণ কি কহিব আর॥
কহিতে বদনে মম নাহি স্ফুরে ভাষা।
এত রাত্রে শিষ্য সহ অতিথি দুর্ব্বাসা॥
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ।
উপায় করিতে শক্তি নহে কোন জন॥
সবংশে মজিনু আজি বুঝি অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায়॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই।
আত্ম নিবেদন এই কহিলাম ভাই॥
রাখিবা রাখহ নহে যাহা মনে লয়।
বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময়॥
যুধিষ্ঠির এতেক কহেন নারায়ণে।
গোবিন্দ কহেন চিন্তা না করিহ মনে॥
শিষ্যগণসহ মুনি আসুক হেতায়।
সভাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায়॥
এত বলি সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মমণি।
ত্বরিত গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী॥
কৃষ্ণে দেখি কৃষ্ণার পূরিল অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ॥
ভকত বৎসল প্রভু তুমি অন্তর্যামী।
দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি॥
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান।
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিত্রাণ॥

সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনি অতিথি আপনি।
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাহা বিচারিব পাছে।
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে খাইতে কি আছে॥
বিলম্ব না সহে কৃষ্ণে অন্ন দেহ আনি।
পশ্চাৎ করিব যাহা কহ যাজ্ঞসেনি॥
কৃষ্ণা বলে জানিয়া সকল সমাচার।
আপনি এমত কহ অদৃষ্ট আমার॥
অন্ন দিতে আমি যদি হইতাম ভাজন।
ঘোর অন্ধকারে না হইত আগমন॥
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল।
বুঝিতে না পারি হরি মম কর্ম্মফল॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্ষুধানলে তনু দয়।
পাইলা উত্তম পরিহাসের সময়॥
কহিতে নাহিক শক্তি স্থির নহে মন।
উঠ২ বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন॥
এত শুনি কহে তবে দ্রুপদতনয়া।
বুঝিতে না পারি দেব কর কোন মায়া॥
যখন হইল গত দশ দণ্ড নিশী।
ভুঞ্জিলেন তখন যতেক দেব ঋষি॥
অবশেষ ছিল কিছু করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র আছে মাত্র দেখ নারায়ণ॥
দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর হৈল নিশী।
কি কর্ম্ম করিব শূন্য অরণ্যনিবাসী॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাজ্ঞসেনি শুন বলি।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থলী॥
রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছয়।
অল্পেতে হইব তৃপ্ত কিছু হৈলে হয়॥
আলস্য ত্যজিয়া উঠ করহ তল্লাস।
বিলম্ব না সহে আর ছাড় উপহাস॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী।
দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি॥
আনিয়া দ্রৌপদী কহে শুন জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত॥
শাকের সহিত এক অন্নমাত্র ছিল।
ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল॥
ভোজন করিয়া তৃপ্ত দেব দামোদর।
জলপান করিলেন ভরিল উদর॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদ্গার করিয়া দেন উদরেতে হাত॥
দ্রৌপদীরে কহেন আমার ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনে পরম তৃপ্তি হৈল॥
ইহা বলি পুনঃ২ তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেইমত হইল সভার॥
সর্ব্ব ভূতে আত্মারূপে যেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন॥
হোথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারে কিছু ইহার কারণ॥
মন্দানলে উদর পূর্ণিত সভাকার।
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিছে উদ্গার॥
বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া নিজ শিষ্যের সমাজ॥
মুনি বলে শুনহ সকল শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ॥
অকর্ম্মেতে হৈল দেখ উদর আধ্মান।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ॥
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে।
পথশ্রমে এমন কি পারিবে হইতে॥
শিষ্যগণ বলে যে কহিলা মহাশয়।
আমা সভাকার মনে হইল বিস্ময়॥
সন্ধ্যাহেতু যাই মুনি প্রভাসের জলে।
শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে॥
অকস্মাৎ এই মত হৈল সভাকার।
উদর পূরণে ঘন উঠে ধূমোদ্গার॥
অন্য২ বিচার করয়ে জনে জন।
কেহ না বলিল কিছু লজ্জার কারণ॥
মুনি বলে আশ্চর্য্যে ডুবিল মম মন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কিছু না পাই কারণ॥
যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে।
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে॥
সংযোগ করিল তারা করি প্রাণপণ।
কোন লাজে তারে গিয়া দেখাব বদন॥
বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার।
শিষ্যগণ বলে মুনি কি কহিব আর॥
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ।
উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন॥
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া বিহানে।
অতিথি হইয়া সভে যাব যথা স্থানে॥
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয়।
মুনি বলে এই কথা মম মনে লয়॥
বঞ্চিব রজনী আজি প্রভাসের কুলে।
যে কিছু কর্ত্তব্য কালি উঠিয়া সকালে॥
এত বলি শয়ন করিল সব জন।
জানিলেন সব তত্ত্ব দৈবকীনন্দন॥

কৃষ্ণাসহ গেলেন যেখানে যুধিষ্ঠির।
সভাকার সম্মুখে কহেন যদুবীর॥
মুনির কারণে মনে না করিহ ভয়।
আজি না আসিবে মুনি জানিহ নিশ্চয়॥
স্নান দান করি কালি প্রভাসের কূলে।
ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
ধর্ম্ম বলেন বিলম্ব ভালই এতক্ষণ॥
তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন কর্ম্ম।
পাণ্ডব কুলের আজি হইল পুনর্জ্জন্ম॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ॥
না জানি পূর্ব্বেতে কত করিনু কুকর্ম্ম।
সে কারণে আমার দুঃখেতে গেল জন্ম॥
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে জনক গেলেন পর লোক॥
গোঁয়াইনু সেই কাল পরের আলয়।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়॥
তদন্তরে দুষ্ট বুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর মন্ত্রণা॥
বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে।
আপনি রাখিলা ধৃতরাষ্ট্রের কপটে॥
এ সব সঙ্কটহৈতে তুলি মাত্র মাথা।
এমন সংযোগে আনি করিল বিধাতা॥
রাজ্যনাশ বনবাস হীন সর্ব্ব ধর্ম্মে।
বিধির নিযুক্ত এই পূর্ব্ব মর্ত্ত কর্ম্মে॥
সবেমাত্র পূর্ব্ববংশে ছিল উগ্রতপা।
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্তরে কহিলেন দেবনারায়ণ॥
শুন ধর্ম্ম সুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
কহিলা যতেক কথা সব আমি জানি॥
পাইলা যতেক দুঃখ অন্যথা না হয়।
কিন্তু তুমি ধর্ম্ম না ত্যজিহ মহাশয়॥
তুমি যে কহিলা আমি হীন সর্ব্ব ধর্ম্মে।
পৃথিবী পবিত্র হৈল তোমার সুকর্ম্মে॥
দান ধর্ম্মে রাজনীতে এ তিন ভুবনে।
আছয়ে তোমার তুল্য নাহি লয় মনে॥
নির্ব্বলের বল ধর্ম্ম আমি জানি ভালে।
এই দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অল্পকালে॥
অধর্ম্মি জনার সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে রয়॥

মনেতে রাখিবা মম এই নিবেদন।
মহাকষ্টে আমা না ছাড়িহ কদাচন॥
এত বলি বিদায় নিলেন নারায়ণ।
গরুড়ে চড়িয়া যান দ্বারকাভবন॥
কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চ জন।
হৃষ্টমনে শয়ন করিল সর্ব্ব জন॥
ভারতপঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁরদাস॥

অথ সশিষ্য দুর্ব্বাসার ভোজন।

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
নিয়মিত কর্ম্ম করিলেন সমাপন॥
দুর্ব্বাসা অতিথি হেতু সচিন্তিত মন।
নানা কার্য্যে নানা স্থানে ধায় সর্ব্ব জন॥
ফলপুষ্পহেতু কেহ প্রবেশিল বনে।
ভীমার্জ্জুন যান দোঁহে মৃগয়া কারণে॥
স্নান করি আসিলেন দ্রুপদনন্দিনী।
সত্বর তথায় আইলেন ধর্ম্মমণি॥
কহেন মধুর বাক্যে ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি গুণবতী করহ রন্ধন॥
আজিকার দিন যদি যায় ভালমতে।
তবে জানি কিছু কাল বাঁচি ত্রিজগতে॥
মহা উগ্র দুর্ব্বাসা সকল লোকে বলে।
সংসার দহিতে পারে কোপের অনলে॥
স্নান করি এখনি আসিবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ॥
স্বচ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্ন পান।
তবে সে হইবে সভাকার পরিত্রাণ॥
এইহেতু চিন্তা বড় আছে মম মনে।
যা করিতে পার কৃষ্ণে আপনার গুণে॥
তোমাহৈতে সকল সঙ্কটে সভে তরি।
তুমি করিয়াছ বন হস্তিনানগরী॥
তোমার যতেক গুণ না যায় বর্ণনা।
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা পাণ্ডবের সম্ভাবনা॥
আসিয়া রাখিল কৃষ্ণ ছিল যত দায়।
এখন করহ তুমি উচিত যে হয়॥
কৃষ্ণা বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অল্প কার্য্যে এত চিন্তা কর কি কারণ॥
ধর্ম্ম পথ মত যদি আমি হই সতী।
একান্ত আমার যদি ধর্ম্মে থাকে মতি॥

সূর্য্যের বচন আর তোমার প্রসাদে।
দশ লক্ষ হৈলে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে॥
চিন্তা না করহ কিছু ইহার কারণ।
এই দেখ মহারাজ করি হে রন্ধন॥
যাহ শীঘ্র সশিষ্য আনহ মুনিবর।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির কৌতুক অন্তর॥
হোতায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে।
করিল আহ্নিক যত প্রভাসের জলে॥
সেই মত করিলেক শিষ্যের সমাজ।
হেনকালে সভারে কহিল মুনিরাজ॥
সভে জান কালি যে কহিনু ধর্ম্মরাজে।
অত্যন্ত লজ্জিত আমি আছি সেই কাযে॥
চল শীঘ্র তথায় যাইব সর্ব্বজন।
করিব ধর্ম্মের প্রতি শান্তি আচরণ॥
এত বলি সশিষ্য চলিল মুনিরাজ।
শুনিয়া আনন্দমতি পাণ্ডবসমাজ॥
আগুসরি কত দূর সর্ব্ব জন আসি।
সাদরে সশিষ্য চলিলেন মহাঋষি॥
অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পঞ্চ জনে।
বসাইল মৃগচর্ম্ম কুশের আসনে॥
সুশীতল জল আনি ধর্ম্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ॥
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদর।
সেই পাদোদক আনি পরম সাদর॥
পান করি বন্দনা করেন সভে শিরে।
তবে ধর্ম্ম নৃপতি কহেন ধীরে২॥
নিশ্চয় আমারে আজি সুপ্রসন্ন বিধি।
পাইলাম আজি যত্ন বিনা রত্ন নিধি॥
প্রসন্ন হইল মানি আজিকার নিশি।
কৃপা করি আপনি আইলা মহাঋষি॥
পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান।
নহিল না হবে হেন করি অনুমান॥
তপস্যা করিল পূর্ব্বে পিতামহগণ।
যে কিছু আমার আর পূর্ব্ব উপার্জ্জন॥
কৃপা কর আমারে সে ফলে সর্ব্ব জনে।
নহিলে অধম আমি তরি কোন গুণে॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হয়ে কহিতে লাগিল তপোধন॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
আপনারে না জানিয়া কহ কেন বাণী॥
তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান।
পৃথিবীতে নাহি হেন তোমার সমান॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি ক্ষত্রিয় সুধীর।
সমুদ্রসমান অতিগুণেতে গম্ভীর॥
অসার সংসার সবে সারমাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজা সহজ এ কর্ম্ম॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্ততা।
তোমার নিকটবর্ত্তি নহিল সর্ব্বথা॥
সুখ দুঃখ শরীরের সহযোগ ধর্ম্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান॥
সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য২॥
তোমার বংশেতে যত মহারাজ ছিল।
ধার্ম্মিক তোমার তুল্য নহিরে নহিল॥
কহিলাম সত্য এই লয় মম মন।
বসুমতীপতি যোগ্য তুমি সে ভাজন॥
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ।
তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোমার ঠাঁই পাইলাম লাজ॥
কহিয়া তোমারে এথা করিতে রন্ধন।
সন্ধ্যাহেতু প্রভাসে গেলাম সর্ব্বজন॥
সায়ং সন্ধ্যা জপআদি যে কিছু আছিল।
ক্রমে২ সর্ব্ব জন সমাপ্ত করিল॥
পথশ্রমে অশক্ত উঠিতে শক্তি নাই।
আলস্যেতে শয়ন করিনু সেই ঠাঁই॥
আসিতে না পারে কেহ এই সে কারণ।
তব স্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন॥
ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে সভে করিবে ভোজন।
স্নান করি গিয়া যদি হইল রন্ধন॥
ধর্ম্ম বলেন কালি মম দুরদৃষ্ট ছিল।
সে কারণে সভাকার আলস্য হইল॥
হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ।
তবে মহামুনি আসি করিলা প্রবেশ॥
দেবের দুর্লভ হয় তব আগমন।
অল্প ভাগ্যে এ সব না হয় কদাচন॥
মম শক্তি অনুরূপ অন্ন জল স্থল।
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল॥
এত বলি আপনি উঠেন ধর্ম্মপতি।
নিকটে ডাকেন ভীমার্জ্জুন মহামতি॥
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মসুত করিবারে স্থান।
শ্রুতিমাত্র দুই ভাই হৈল সাবধান॥

নানা দিগে স্থান করি দিল অন্ন জল।
নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক সকল॥
আনন্দবিধানে তবে ভাই দুই জনে।
শীঘ্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে॥
ধর্ম্ম বলেন অবধান কর মুনিরাজ।
অতঃপর বিলম্বে নাহিক কিছু কায॥
হইবে রৌদ্রের তেজ হৈলে অতিবেলা।
বিধাতা নিযুক্ত করিলেক বৃক্ষতলা॥
মুনি বলে যুধিষ্ঠির তুমি সাধু জন।
অট্টালিকাহৈতে ভাল তোমার আশ্রম॥
কদর্য্য স্থানেতে যদি সাধু জন রয়।
স্বর্গের সমান তাকে বেদে হেন কয়॥
এত বলি কৌতুকে উঠিল মুনিবর।
আনন্দবিধানে বৈসে সহ শিষ্যবর॥
বসিলেন মুনিবর যথা যোগ্য স্থান।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান॥
অন্ন পরিবেশন করেন সভে আনি।
বাড়িয়া ব্যঞ্জন অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী॥
সভে অতিশীঘ্রহস্ত ভাই পঞ্চ জন।
যেই যাহা চাহে তাহা দেন সেইক্ষণ॥
অপরূপ দেখ তার দৈবের কারণ।
এক বার এক দ্রব্য করয়ে রন্ধন॥
আপনার ইচ্ছায় যতেক করে ব্যয়।
সূর্য্যঅনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয়॥
স্থানে২ বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
ভোজন করয়ে সভে বড় কুতূহলী॥
না জানি খায় বা কত দেয় কত আনি।
খাও২ বলে সভে এইমাত্র শুনি॥
অবিলম্বে তাহা পায় যাহা অভিলাষী।
ভোজন করিল দশ সহস্র তপস্বী॥
অনন্তরে উঠিয়া করিল আচমন।
সাধু২ প্রশংসা করিল সর্ব্ব জন॥
দুর্ব্বাসা বলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান।
নহিল নহিবে আর তোমার সমান॥
এমন প্রকার যদি পাই বনবাস।
তবে আর কি কার্য্য স্বর্গেতে অভিলাষ॥
সহোদর তোমার সকল গুণবান।
দ্রুপদনন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান॥
ভোজনে যেমত তৃপ্ত হৈলাম আমি।
এই মত সর্ব্বদা হইবা তুষ্ট তুমি॥
কদাচিত চিন্তা কিছু না করিহ মনে।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ অতিঅল্প দিনে॥
বিদায় করহ শীঘ্র যাই তপোবন।
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
সফল এ জন্ম কর্ম্ম মানিনু আপনি।
যাহে এত কৃপা কর কৃপাসিন্ধু মুনি॥
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে।
কদাচিত বিচলিত নহি সত্যপথে॥
পঞ্চ ভাই প্রণাম করিয়া মুনিরাজে।
সেই মত সম্ভাষণ করেন শিষ্যমাঝে॥
সভে আশীর্ব্বাদ করি বিধি বেদমতে।
তুষ্ট হৈয়া সর্ব্ব জন চলে স্বর্গপথে॥
আনন্দিত ভ্রাতৃসহ ধর্ম্মের কুমার।
দুর্য্যোধন পাইল সকল সমাচার॥
পরাণে কাতর দুষ্ট বুদ্ধি দুরাশয়ে।
অসহ্য রৌদ্রের তেজ লাগিল হৃদয়ে॥
আহারে অরুচি চিত্ত সতত চঞ্চল।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা শরীরে দুর্ব্বল॥
এই রূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হৈয়া।
একান্তে বসিল যত পাত্র মিত্র লৈয়া॥
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ দুঃশাসনআদি।
হেনকালে কহে রাজা কর্ণেরে সম্বোধি॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অথ দুর্য্যোধনের মনোদুঃখ শ্রবণে কর্ণের প্রবোধ বাক্য।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

এই মত নরপতি চিন্তিয়া আকুলমতি
অত্যন্ত উদ্বেগে ব্যগ্র হৈল্যা।
ডাকাইল সর্ব্ব জনে বসিল নিভৃত স্থানে
যত পাত্র মিত্রগণ লৈয়া॥
দুর্য্যোধন হেনকালে কর্ণ সম্বোধিয়া বলে
অবধান কর মোর বোলে।
দুঃখের নাহিক ওর দগ্ধ হৈল তনু মোর
অনুক্ষণ চিন্তার অনলে॥
বিশেষ তোমরা সভে মন্ত্রণার অনুভবে
যে কিছু করিলা সুবিচার।
করিতে আমার হিত বিধি কৈল বিপরীত
এক চিন্তা কৈলে হয় আর॥
পুনঃ২ এই মত উপায় করিনু যত
হিংসাহেতু পাণ্ডুপুত্রগণে।

পরম সঙ্কট আর হিতপক্ষ প্রতিকার
না জানি করিল কোন জনে॥
সকল বালক মিলে ক্রীড়ার কৌতুক কালে
ভীমেরে দেখিয়া বলবান।
কেহ তারে নহে শক্য নিবারিতে প্রতিপক্ষ
কালকূট করাইনু পান॥
বান্ধি হস্ত পদ গলে ফেলিনু গভীর জলে
দৈবযোগে গেল রসাতল।
কেবা দিল প্রাণদান রসকূপ করি পান
অযুত হস্তির ধরে বল॥
অনন্তরে জতুগৃহে তারে পোড়াইয়া দেহে
ভাবিলাম করিব সংহার।
বুদ্ধিবলে তাহে তরি দুরন্ত রাক্ষস মারি
পাইল পরম প্রতিকার॥
কাল কাটি অনায়াসে গেল পঞ্চালের দেশে
পাঞ্চালী পাইল স্বয়ম্বরে।
কি দিব ভাগ্যে লেখা দ্রুপদ হইল সখা
জিনিলেক লক্ষ দণ্ডধরে॥
অনন্তরে রাজ্যে আসি অবনিমণ্ডল শাসি
যে কর্ম্ম করিল যজ্ঞ কালে।
কে তার উপমা দিবে না হইল না হইবে
ক্ষিতিমধ্যে ক্ষত্রিয়ের কুলে॥
পিতামহমুখে শুনি যদুকুলে চক্রপাণি
পূর্ণব্রহ্ম নিজে অবতার।
নৃপতি চরণ ধৌতে নিযুক্ত করিল তাতে
হেন জন যজ্ঞেতে যাহার॥
হইল এমনি ক্রম স্থলে হৈল জলভ্রম
তাহাতে ঘটিল যে দুর্দ্দশা। [প্রাণ
তাহে পায়ে অপমান বাঞ্ছা হৈল ত্যজি
সেই দুঃখে খেলাইনু পাশা॥
হারিলেক রাজ্য ধন দাসত্ব করিল পণ
তাহে জয় হইল আমার।
অন্ধরাজ বুদ্ধি দোষে আপনার ভাগ্যবশে
যাজ্ঞসেনী করিল উদ্ধার॥
সভে মিলি পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া সার
বনবাস কৈনু নিরূপণ।
না পাইল কোন দুঃখ বনে তার নানা সুখ
স্বর্গে যেন সহস্রলোচন॥
হিড়িম্বাদি জটাসুরে মুহূর্ত্তেকে যমপুরে
পাঠাইল করিয়া বিক্রম।
ভীমসেন শত্রুগণে নিপাত করিল বাণে
অনায়াসে না জানিল শ্রম॥
একা পার্থ মহাবল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
জিনিবারে হইল ভাজন।
দ্বিতীয় বিক্রমসীমা ভীম পরাক্রম ভীমা
যার ভয়ে সভয় শমন॥
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সম অপ্রমেয় পরাক্রম
মাদ্রীপুত্র যুগল বিশেষে।
আর এক অনুমানি লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী
পাইল পাণ্ডব পুণ্যবশে॥
তাহার সুকর্ম্ম যত বিশেষ কহিব কত
বলিতে না পারি এক মুখে।
এক দ্রব্য সুসংযোগে স্বর্গের অধিক ভোগে
বনেতে পাণ্ডব আছে সুখে॥
নিত্য নিয়মিত যত প্রতিদিন শত২
ব্রাহ্মণেরে করায় ভোজন।
লক্ষাবধি যত আইসে তারা সব ভাগ্যবশে
বিমুখ না যায় কোন জন॥ [সারে
সে দিন হিংসিতে তারে পাঠাইনু দুর্ব্বা
শিষ্য দশ সহস্র সংহতি।
শুনিলাম লোকমুখে ভোজন করিয়া সুখে
মুনি গেল আপন বসতি॥
ইহা পূর্ব্বে সর্ব্ব জনে গেলাম প্রভাস স্নানে
দেখিনু সকল বিদ্যমান।
যে কর্ম্ম করিল তায় বুঝিলাম অভিপ্রায়
নাহি তার শতাংশে সমান॥
তপ জপ সত্য ব্রত বল বুদ্ধি ধৈর্য্য যত
পাণ্ডবের আছয়ে সকল।
সভাই সমান গুণ বিশেষেতো ভীমার্জ্জুন
ক্ষিতিমধ্যে দুই মহাবল॥
যে কিছু উপায় শেষে মন্ত্রণার সমাবেশে
যদ্যপি না হয় প্রতিকার।
বুদ্ধিবল অনায়াসে কাল কাটি কোন দেশে
আসিয়া দিবেক মহামার॥
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সম যেন মহাকাল যম
বারণ করিবে কোন জন।
এই চিন্তা অবিরত কুম্ভকার চক্রবত
সতত অস্থির মম মন॥
অতি সে উদ্বিগ্ন মনে সভাকার বিদ্যমানে
কহিল কৌরবঅধিপতি।
দুর্য্যোধন মনঃক্লেশ জানি হিত উপদেশ
সূর্য্যপুত্র কহে মহামতি॥
মহারাজ কি কারণে এতেক উদ্বেগ মনে
কি হেতু পাণ্ডবে কর ভয়।

তোমার নিয়োগ বলে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে
উপমার যোগ্য হেন নয় ॥
কহিলা যে মহারাজা পাণ্ডব প্রবল তেজা
আসিয়া দিবেক মহামার।
বহু দিন তারা আছে আমরাও আছি কাছে
হিংসা কবে করিল কাহার ॥
বনের নিবাস গত শেষ দিন আছে যত
যদ্যপি বঞ্চিবে মহাক্লেশে।
কহ কোথা আছে ঠাঁই লুকাইবে পঞ্চ ভাই
অজ্ঞাতে বঞ্চিবে কোন দেশে ॥
যতেক নৃপতিচয় কেবল তোমার ভয়
কাছে না রাখিবে কোন জন।
পাঠাইব চরগণে নগর পর্ব্বত বনে
খুজিলে পাইব দরশন ॥
আছে পূর্ব্ব নিরূপণ দ্বাদশ বৎসর বন
বঞ্চিবেক অজ্ঞাত বৎসর।
এতেক কালান্তরে কেবা জীয়ে কেবা মরে
চিরজীবী নহে কোন নর ॥
শুভভাগ্য বশে যদি বঞ্চিয়া অজ্ঞাত বিধি
আসিবেক যখন সকল।
বনবাস মহাকষ্ট চিন্তাকুল জ্ঞানভ্রষ্ট
শক্তিহীন হইবে দুর্ব্বল ॥
তখন করিব ক্রম প্রকাশিয়া পরাক্রম
স্বকার্য্য সাধিব কুতূহলে।
নিমিষেকে পঞ্চ জনে পাঠাইব যম স্থানে
তোমার পুণ্যের মহাবলে ॥
আমার বিক্রম জানি কি কারণে নৃপমণি
ক্ষুদ্রজনে কর এত ভয়।
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা সদা অনুগত তোমা
কি করিবে পাণ্ডুর তনয় ॥
এত বলি কর্ণ বীর হিতপক্ষ নৃপতির
কহিল শুনিল জ্ঞানবান।
সূর্য্যপুত্র কহে যত তাহা নহে অন্যমত
সভে তাহা করিল প্রমাণ ॥
এই মত সর্ব্বজনে কহিলেন দুর্য্যোধনে
আশ্বাস করিয়া বহুতর।
শুনিয়া এ সব বাণী দুর্য্যোধন মহামানী
কত ক্ষণে করিল উত্তর ॥
বল বুদ্ধি অনুভবে যে কিছু কহিলা সভে
অন্যথা না করি কদাচন।
কিন্তু নহি দীর্ঘজীবী সর্ব্বদা এ সব ভাবি
যোগবত চিন্তি অনুক্ষণ ॥
বনের বিচিত্র কথা শ্রবণে মঙ্গল গাঁথা
প্রকাশিল মহামুনি ব্যাস।
সেই কথা মনসুখে শুনিয়া লোকের মুখে
পাঁচালি রচিল তাঁর দাস ॥

অথ দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণে যাত্রা।

পয়ার।

দুর্য্যোধন কহে সভে কি যুক্তি করিলা।
বিধাতা দিবেক বলি নিশ্চিন্ত রহিলা ॥
বিধিকৃত হইলে অবশ্য হবে জয়।
ঈশ্বর না করিলে সকলি মিথ্যা হয় ॥
সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ।
নিত্য২ ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ ॥
অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্য্য সাধন।
পূর্ব্বমত আছে হেন বিধির করণ ॥
ফল পায় যে বা রাখে বিধাতাতে মন।
জীবনেতে উপায় করিবে সর্ব্ব জন ॥
বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি অজ্ঞাতবাস তরে।
অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধ ভরে ॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক২ জন।
কাহার হইবে শক্তি করিতে বারণ ॥
তুমি আমি মাতলি ত্রিগর্ত্ত দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥
মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি।
অনায়াসে উদ্বেগ সাগর হইতে তরি ॥
কহিলা যতেক কথা মনে নাহি লয়।
পরাক্রমে পাণ্ডবের কে করিবে জয় ॥
সুযুক্তি ইহার এই লয় মম মন।
আনিব দ্রুপদসুতা করিয়া হরণ ॥
দ্রুপদনন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ।
অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ ॥
বুদ্ধি বল করি যদি তাহাকে হরিবে।
নিশ্চয় দেখিবা তবে পাণ্ডব মরিবে ॥
সে কারণে কহি আমি এসব সম্মত।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥
বুদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভালে জানি।
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী ॥
লুকাইয়া রাখিবে দ্রৌপদী গুপ্তস্থানে।
খুঁজিয়া পাণ্ডব যে না পায় কোনখানে ॥

কৃষ্ণার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক।
এইরূপে পঞ্চ ভাই হইবে বিয়োগ ॥
নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য ঘুচিবে জঞ্জাল।
নির্ব্বিরোধে রাজ্য ভোগ করি চিরকাল ॥
তোমা সভাকার যদি হয়ত সম্মতি।
তবে সে কর্ত্তব্য এই লয় মম মতি ॥
কহিল এতেক যদি কৌরবপ্রধান।
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান ॥
ধন্য২ মহাশয় মন্ত্রণা তোমার।
করিলা যে মন্ত্রণা এ সংসারের সার ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য এই সভাকার মত।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥
দুষ্ট মন্ত্রিগণ যদি এতেক কহিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত হৈল ॥
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন।
তুমি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন ॥
সাবধান হইয়া রহিবা চূড়ামণি।
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবা যাজ্ঞসেনী ॥
এতেক কহিল যদি কৌরবঈশ্বর।
কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্য বন।
কিন্তু পাণ্ডবেরে সভে জানহ যেমন ॥
দ্বিতীয় শমনতুল্য একৈক পাণ্ডব।
শতাংশে সমান তার নহি মোরা সব ॥
বিশেষে আপনি মনে কর অবধান।
একা পার্থ গন্ধর্ব্ব সমরে কৈল ত্রাণ ॥
জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জনে।
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমিষেক্ষে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ ॥
বিশেষ দ্রুপদসুতা লক্ষ্মী অবতার।
মহাবল পঞ্চ ভাই রক্ষক তাহার ॥
একান্তে থাকিবে যার জীবনেরআশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা ॥
জয়দ্রথ মুখেতে এতেক বাক্য শুনি।
বিনয়পূর্ব্বক তারে কহে নৃপমণি ॥
কহিলা যতেক কার্য্য আমি সব জানি।
পাণ্ডবের সম্মুখে কে হরে যাজ্ঞসেনী ॥
কি ছার কৌরবসেনা কর্ণ গণি কিসে।
অন্যে কি করিবে যারে দণ্ডপাণি ত্রাসে ॥
একা পার্থ জিনিলেক এ তিনভুবন।
সুরাসুর নাগ নরে সম কোন জন ॥
অলক্ষিতে যাবা তথা কেহ না দেখিবে।
বুদ্ধি বলে যাজ্ঞসেনী হরিয়া আনিবে ॥
সন্নিকটে সতত থাকিবা সর্ব্বজনে।
অতিসঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে ॥
স্নান দানে সকলে যাইবে চারি ভিত।
সেই কালে তথায় হইবা উপনীত ॥
হরিয়া দ্রুপদসুতা প্রকারবিশেষে।
যত্ন করি লুকাইবা অতিদূর দেশে ॥
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায়।
তার শোকে পাণ্ডব মরিবে অভিপ্রায় ॥
সুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট।
অসঙ্কটে রাজ্য ভোগ করিব যথেষ্ট ॥
তোমা বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য।
সহায় সম্পদ তুমি তুমি সে সপক্ষ ॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
অমূল্যে কিনিলা তুমি রাজা দুর্য্যোধন ॥
পুনঃ২ কহে রাজা গদ২ ভাষ।
শুনি জয়দ্রথ করে বচন প্রকাশ ॥
কি কারণে এতেক বলহ নরপতি।
অবশ্য কর্ত্তব্য যে তোমার অনুমতি ॥
এই আমি চলিলাম কাম্যক কানন।
প্রাণপণে সাধিব তোমার প্রয়োজন ॥
এত শুনি তুষ্ট হইল প্রধান কৌরব।
সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব ॥
সভা সম্ভাষিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে।
চালাইয়া দিল কাম্য কাননের পথে ॥
যাইতে২ রথে করিল বিচার।
রাজার সাহসে আজি কৈনু অঙ্গীকার ॥
পড়িলে ভীমের হাতে নাহিক নিস্তার।
ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতিকার ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে যুক্তি কৈল সার।
চৌর্য্য বিনা কার্য্যসিদ্ধি নহিবে আমার ॥
এই রূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে।
উপনীত হৈল গিয়া মহাঘোর বনে ॥
দুদিকে কানন শোভা মধ্যদিয়া পথ।
নানাবর্ণ সুবাসিত পুষ্প শত শত ॥
বিবিধ কুসুমে দেখ শোভিয়াছে বন।
মকরন্দপান করে সুখে অলিগণ ॥
বিবিধ অনেক শোভা দেখিয়া কাননে।
কাম্য বন নিকট পাইল কত দিনে ॥
নন্দন কানন হেন দেখে কাম্য বন।
অনেক আশ্রম তথা দেখে মুনিগণ ॥

স্থানেং দেখে তথা দেবের আশ্রম।
বিবিধ বিহঙ্গবর করে নানাক্রম॥
হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ।
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চ জন॥
তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ।
ছিদ্র চাহি বুলে বীর নিরক্ষিয়া পথ॥
শমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয়।
নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয়॥
হেনমতে তথা রহে হইয়া গোপন।
এক দিন শুন রাজা দৈবের ঘটন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ দ্রৌপদী হরণ ও ভীমহস্তে জয়দ্রথের অপমান।

শুন জনমেজয় রাজা দৈবের ঘটনে।
জয়দ্রথ গোপনে রহিল কাম্যবনে॥
উঠিল প্রভাত কালে ভাই দুই জন।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয়।
স্নানহেতু গেলেন ব্রাহ্মণ সমুদয়॥
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিন জন।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন॥
জয়দ্রথ দেখে শূন্য হইল মন্দির।
জানিয়া সময় তথা গেল মহাবীর॥
কুঁড়ের দুয়ারে গিয়া রাখিলেক রথ।
যাজ্ঞসেনী দেখিল আইল জয়দ্রথ॥
রথহৈতে ভূমিতে নামিল মহাবীর।
কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির॥
দেখিয়া জানিল এই অপূর্ব্ব অতিথি।
পূজাহেতু চিন্তা তার কৈল গুণবতী॥
শূন্যালয় মন্দিরে নাহিক কোন জন।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন॥
পাদ প্রক্ষালনহেতু আনি দিল জল।
জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল॥
কোথাহৈতে আইলা যাইবা কোন দেশে।
এবনে আইলা কোন প্রয়োজনোদ্দেশে॥
জয়দ্রথ বলে আর নাহি কোন কায।
চিরদিনে ভেটিতে আইনু ধর্ম্মরাজ॥
একামাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন।
কহ দেখি কোথা গেল ধর্ম্মের নন্দন॥
কোন কার্য্যহেতু গেল ভীম ধনঞ্জয়।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী কোথা মাদ্রীর তনয়॥
কৃষ্ণা বলে স্নানে গেল ব্রাহ্মণসমাজ।
সহদেব নকুল সহিত ধর্ম্মরাজ॥
ভীমার্জ্জুন গেল বনে মৃগয়া কারণে।
মুহূর্ত্তেকে এখনি আসিবে সর্ব্বজনে॥
দ্রৌপদীর মুখে শুনি এসব বচন।
দুষ্ট জয়দ্রথের চঞ্চল হইল মন॥
বিচার করিল মনে সভে দূর গেল।
উপযুক্ত সময় বিধাতা মিলাইল॥
চতুর্দ্দিগে চাহে কেহ নাহিক কোথায়।
এত বলি চঞ্চল হইয়া ঘন চায়॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা তুলি নিজ রথে।
শীঘ্রগতি চালাইল হস্তিনার পথে॥
কৃষ্ণা বলে দুষ্ট কর্ম্ম কর কুলাঙ্গার।
বুঝিলাম কাল পূর্ণ হইল তোমার॥
বড় বংশে জন্মিয়া করহ নীচ কর্ম্ম।
মুহূর্ত্তেকে এখনি ফলিবে তার ধর্ম্ম॥
যাবৎ পুরুষ সিংহ ভীম নাহি দেখে।
প্রাণ লয়ে যাহ শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে॥
আরে দুষ্ট কি হেতু হইলি মতিচ্ছন্ন।
নিশ্চয় তোমার কাল হইল সংপূর্ণ॥
আরে অন্ধ ভাল মন্দ জানহ সকল।
হেন কর্ম্ম কর যাতে ফলয়ে সুফল॥
পরপক্ষ জন যদি আসি করে রণ।
সাহায্য করিয়া তাকে রাখি বন্ধুগণ॥
তোর ক্রিয়া শুনে লোক কর্ণে দেয় কর।
হেন দুরাচার তুই অধম পামর॥
হেনমতে অনেক কহিল যাজ্ঞসেনী।
চোরা নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী॥
ভাল মন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে।
চালাইয়া দিল রথ তিলেক না রহে॥
দ্রৌপদী দেখিল তবে পড়িনু বিপাকে।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে॥
কি জানি কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ।
সে কারণে হৈল মম এতেক প্রমাদ॥
কোথা গেল মহারাজ ধর্ম্মঅধিকারী।
কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রমে কেশরী॥
ভুবনবিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি।
তোমার বনিতা জনে হৈল হেন গতি॥
পরিত্রাহি ডাকে কোথা ভীম মহাবল।
দুষ্ট জনে আসি দেহ সমুচিত ফল॥

তোমরা যে পঞ্চভাই রহিলা কোথায়।
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে লয়ে যায়॥
শূন্যালয়ে আছি দুষ্ট জানিয়া ধরিল।
সিংহের বনিতা আমি শৃগালে হিংসিল॥
সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্ত্তন।
আজন্ম জানহ তুমি সভাকার মন॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
ইহার উচিত ফল পাউক দুর্ম্মতি॥
এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই।
হেনকালে আশ্রমে আইল তিন ভাই॥
শূন্যালয় দেখিয়া মনেতে হৈয়া স্তব্ধ।
শুনিলেন দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ॥
ব্যগ্র হৈয়া তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে।
শব্দঅনুসারে ধান শীঘ্র সেই পথে॥
চিন্তাকুল ধান সভে না দেখেন পথ।
দূরহইতে দেখেন পলায় জয়দ্রথ॥
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে ঘনঘন।
দূরহইতে আশ্বাস করেন তিন জন॥
ভয় নাই বলিয়া ডাকয়ে তিন জন।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন॥
মৃগয়া করিয়া আইসে ভাই দুই জন।
সেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন॥
দূরেহৈতে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল।
উদ্ধার করহ ভীম ডাকে এই বোল॥
অর্জ্জুন কহেন ভীম শুনি বিপরীত।
হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত॥
কিহেতু আইল কৃষ্ণা নির্জ্জন কাননে।
না জানি হিংসিল আসি কোন দুষ্টগণে॥
কিম্বা কেবা বিরোধিল ধর্ম্মের তনয়।
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয়॥
ভীম বলেন এ কথা না লয় মম মনে।
কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন ভবনে॥
চল শীঘ্র ভাল নহে এ সব কারণ।
সমুচিত করিব জানিয়া নিরূপণ॥
এত বলি দুই বীর ধান বায়ুপ্রায়।
শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর রায়॥
হেনকালে দূরে দেখিলেন এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ॥
তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
চিন্তামাত্রে রথবর আইল তখন॥
আরোহণ করিলেন দোঁহে হৃষ্টমতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি॥

দেখিল নিকট হৈল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
রথহৈতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে॥
দেখিয়া ভীমের মনে হইল সন্তাপ।
রথহইতে ভূমিতে পড়িয়া দিল লাফ॥
অধিক ধাইল দুষ্ট অতিচিন্তাকুলে।
চক্ষুর নিমিষে ভীম ধরে তার চুলে॥
মৃগেন্দ্র রুষিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্র পশু।
ক্ষুধিত খগেন্দ্রমুখে যেন সর্প শিশু॥
সেই মত তাহার চুলেতে ধরি টানি।
ক্রোধভরে গেল যথা পার্থ যাজ্ঞসেনী
কহিল কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন।
ধীরা হও যাজ্ঞসেনি ত্যজ দুঃখ মন॥
যেমত তোমাকে দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি॥
তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে॥
জয়দ্রথে কহে তবে ভীম মহাবল।
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় স্বকর্ম্মের ফল॥
আরে দুষ্ট থাকে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত ভরসা॥
এই মুখে কৃষ্ণা হরি দিয়াছিলা রড়।
এত বলি গণিয়া মারিল দশ চড়॥
বজ্রমুষ্টি খাইয়া ভীমের করাঘাত।
সঘনে কাঁপয়ে যেন কদলীর পাত॥
হেনমতে বৃকোদর মারিল প্রচুর।
চুলে ধরি টানিয়া লইল কত দূর॥
অনেক নিন্দিল তারে গভীর গর্জ্জনে।
পুনরপি টানিয়া আনিল কতক্ষণে॥
মুক্তকেশ নষ্টবেশ বহে রক্তধার।
ফাফর হইয়া কান্দে নাহিক নিস্তার॥
চুলে ধরি ভূমিতে ঘসিল তার মুখ।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী পরম কৌতুক॥
পুনঃ২ প্রহার করয়ে বৃকোদর।
প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর॥
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয়।
রক্ষাহেতু বিচারিয়া ধর্ম্মের তনয়॥
কহিলেন শুন ভীম করিলা কি কর্ম্ম।
বিশেষে ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম্ম॥

ভাল পাইলেক দুষ্ট সমুচিত ফল।
দোষ মত ফল দণ্ড হইল সকল ॥
কিন্তু বধ্য নহে রাখ ইহার জীবন।
ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন ॥
ভগিনী ভাগিনা দোঁহে হইবে অনাথ।
কান্দিবেন সকলি আরো যে জ্যেষ্ঠতাত ॥
সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন।
ছাড়হ লইয়া যাকু নির্লজ্জ জীবন ॥
রাজআজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে বৃকোদর।
জয়দ্রথ এড়ি বীর হইল অন্তর ॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মূঢ়মতি।
মনে২ চিন্তিল পাইনু অব্যাহতি ॥
নিঃশব্দে রহিল বীর হয়ে নম্র শির।
ভর্ৎসিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে।
কিহেতু মরিতে আইলি এমত সঙ্কটে ॥
ক্ষণেক না হৈত যদি মম আগমন।
এতক্ষণ যাইতা শমনের সদন ॥
পলাইয়া যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন।
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই দুষ্ট জন ॥
সেই সব জনে গিয়া কহিবা সকল।
কত দিনান্তরে হবে সে সভার ফল ॥
যত দুঃখ তোমাকে দিলেক যত কষ্ট।
এই মত সর্ব্ব জন হইবেক নষ্ট ॥
এত বলি আশ্রমে গেলেন ছয় জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

অথ জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা।

ক্ষান্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চ জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে ॥
পাঠাইয়া দিল মোরে কৌরবপ্রধান।
তার কার্য্য করিতে বিধাতা কৈল আন ॥
কোন লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ।
উপায় চিন্তিব যাহে খণ্ডিবেক দুঃখ ॥
এত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুরন্ত।
তা সভা জিনিলে মম দুঃখ হবে অন্ত ॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল।
কেমনে হইব শক্ত আমি হীনবল ॥
তপস্যার বলেতে পাণ্ডব বলবান।
আমার তপস্যা বিনা গতি নাহি আন ॥
কঠোর তপস্যা করি শুষ্ক কলেবর।
তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বর ॥
প্রসন্ন হইবে যবে ত্রিদশের নাথ।
পাণ্ডব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ ॥
তবে যদি কার্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন।
ত্যজিব জীবন করিলাম এই পণ ॥
এত বলি হিমালয় পর্ব্বতেতে গেল।
শুচি হইয়া মন আত্মা সংযত করিল ॥
নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানাক্লেশ।
তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ ॥
কতদিন বঞ্চিল খাইয়া ফুল ফল।
ততঃ পর আহার করিল মাত্র জল ॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিগে জ্বলিয়া অগিনি।
বসিয়া তাহার মাঝে দিবস রজনি ॥
চারিমাস বরিষা বসিয়া বৃক্ষতলে।
মাথাতে পাতিয়া ধরে বরিষার জলে ॥
শীতেতে শীতল যথা সুশীতল নীর।
তাহাতে নিমগ্ন হৈয়া থাকে মহাবীর ॥
তপস্যায় বৎসরেক করি মহাক্লেশ।
কঠোর তপেতে বশ হৈলেন মহেশ ॥
জানিয়া একান্ত ভক্তি দেবমহেশ্বর।
মায়া দেহ ধরিয়া ব্রাহ্মণ কলেবর ॥
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি।
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারি ॥
সমাধি করিয়া রাজা আছয়ে মননে।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে ॥
হেনকালে ডাকিয়া বলেন মহেশ্বর।
তপস্যা ত্যজহ রাজা মাগ ইষ্টবর ॥
এত শুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে।
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে ॥
বিস্মিত হইয়া কহে তুমি কোন জন।
মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন ॥
রাজা বলে তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ।
তোমার যে নিজ মূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত ॥
কৃপা করি সেই রূপ করহ প্রকাশ।
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস ॥
ভক্ত জানি নিজরূপ ধরিলেন হর।
রজত পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর ॥
কটিতটে ফণীন্দ্র আঁটনি বাঘছাল।
শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অঙ্গভাল ॥

বাম করে শোভে শৃঙ্গ দক্ষিণে ডমরু।
দেখিয়া এমত রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল।
দণ্ডবত করিয়া পড়িল ভূমিতল॥
অষ্টাঙ্গ লোটায় ধরি অভয় চরণ।
ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন॥
অনাথের নাথ তুমি কৃপার নিধান।
কৃপা করি নিজ গুণে কর পরিত্রাণ॥
মহেশ কহেন রাজা মাগ ইষ্টবর।
শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি দুই কর॥
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর কৃপানিধি॥
এত শুনি শূলপাণি করেন উত্তর।
মনোনীত দেখি রাজা মাগ ইষ্টবর॥
জয়দ্রথ বলে অন্য বরে কার্য্য নাই।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা করহ গোঁসাই॥
মহেশ বলেন তুমি নহ জ্ঞানযুত।
পুনঃ২ কি কারণে কহ অসঙ্গত॥
ত্রিভুবনবিজয়ী পাণ্ডব মহামতি।
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি॥
মনুষ্য জানিয়া তুমি করহ অবজ্ঞা।
আমিত তোমার মত নহি হীনপ্রজ্ঞা॥
প্রয়োজন নাহি আর কহিয়া বিস্তর।
যাহা ইচ্ছা নরপতি মাগ ইষ্টবর॥
আপনার ইষ্ট যে সে শিবের অনিষ্ট।
স্পষ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ দুষ্ট॥
এখন জানিনু তুমি পাণ্ডবের সখা।
কিহেতু আসিয়া দিলা অধমেরে দেখা॥
যাহ প্রভু নিজ স্থানে করহ গমন।
প্রাণ ত্যজি করিলাম এই নিরূপণ॥
বলিলেন ধূর্জটি জঞ্জাল কর মিছা।
করিবা যে কর তবে আপনার ইচ্ছা॥
পরাণ ত্যজহ কিম্বা যাহা লয় মতি।
এই বর দিতে নাহি আমার শকতি॥
জয়দ্রথ পুনঃ বলে করহ গমন।
হেতায় রহিয়া তবে কোন প্রয়োজন॥
নৃপতির এতেক বচন শুনি হর।
কৈলাসশিখরে যান দুঃখিতঅন্তর॥
পুনর্ব্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ।
পাণ্ডবেরে পরাভব অন্তরেতে জপ॥
নানা ক্লেশে মহাবীর বঞ্চে অহর্নিশি।
তার তপ দেখি চমকিত সর্ব্ব ঋষি॥
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে করি অনাহার।
হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্ব্বার॥
তবে শিব জানিয়া একান্ত ভাব ভক্তি।
ক্ষণেক রহিতে আর না হইল শক্তি॥
যথায় নৃপতি বসি করে তপঃ ক্লেশ।
সন্নিকটে পুনরপি আসিয়া মহেশ॥
রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ।
চতুর্ব্বর্গ চাহ যাহে লয় তব মন॥
রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব।
যাহা চাহ তাহা লহ কি আছে দুর্লভ॥
ইহা কহিলেন যদি করুণার নিধি।
জয়দ্রথ নৃপতিরে বিড়ম্বিল বিধি॥
মহামদে অন্ধ রোষে আচ্ছাদিল মন।
সকল ছাড়িয়া চাহে পরের হিংসন॥
জয়দ্রথ বলে যদি তুমি বর দিবে।
নিশ্চয় আমার মন জিনিব পাণ্ডবে॥
ইহা বিনা অন্য বরে মম কার্য্য নাই।
বুঝিয়া বিধান এই করহ গোঁসাই॥
শুনিয়া কহেন শিব শুনহ পামর।
পৃথিবীতে কত২ আছে ইষ্টবর॥
ইহা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন।
বিশেষে পাণ্ডব তাহে নহে অন্য জন॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য যেই অজেয় সংসারে।
কোন জন হবে শক্য জিনিতে তাহারে॥
বিশেষ অর্জ্জুন নামে তাহে এক জন।
তাহার মহিমা কত জানে কোন জন॥
পরম পুরুষ সেই ব্রহ্ম সনাতন।
দুই দেহ ধরিয়া আপনি নারায়ণ॥
বিশেষে হরিতে পৃথিবীর মহাভার।
নর নারায়ণরূপ পূর্ণ অবতার॥
নররূপ ধরি পার্থ কুন্তীর নন্দন।
যদুকুলে গোবিন্দ আপনি নারায়ণ॥
মহামদঅন্ধমতি না জান কারণ।
ইহা যে জিনিতে বরে আমি কোন জন॥
হইবে গোবিন্দ যবে অর্জ্জুনের পক্ষ।
বরে কিসে গণি আমি না হইব শক্য॥
তবে যদি একান্ত হইল তোর মন।
বিনা পার্থ সমরে জিনিবা চারি জন॥
রাজা বলে ভাল আজ্ঞা কৈলা দেবরাজ।
বিনা পার্থ সমরে জিনিয়া কিবা কায॥
একান্ত যদ্যপি কৃপা আছয়ে আমায়।
আজ্ঞা কর সহিত জিনিব ধনঞ্জয়॥

তবে মোর জীবন সফল পূর্ণ আশ।
এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃত্তিবাস ॥
বড় বংশে জন্ম তোর হীন বুদ্ধি হয়।
কি কারণে কর রাজা অসত আশ্রয় ॥
অর্জ্জুন অজেয় জান এ তিন ভুবনে।
সুরাসুর নাগআদি আমাআদি জনে ॥
আমার একান্ত ভক্ত পার্থআদি বীর।
অভেদ অর্জ্জুন আমি একই শরীর ॥
বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব।
তাহার প্রধান সখা তৃতীয় পাণ্ডব ॥
আর ইন্দ্রদেবহৈতে লভিয়াছে জন্ম।
ত্রিভুবন বিখ্যাত অর্জ্জুনের যে কর্ম্ম ॥
কদাচিত জিনিতে নারিবা হেন জনে।
উপায় করিব এক তোমার কারণে ॥
অভিমন্যু পুত্র তার বড় বলবান।
কৃষ্ণের ভাগিনা প্রিয় প্রাণের সমান ॥
জিনিবা সমরে তারে দিলাম এ বর।
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর ॥
আত্মাহইতে পুত্র হয় শাস্ত্রে হেন কয়।
অভিমন্যু বধিলে মরিবে ধনঞ্জয় ॥
আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চ জন।
অস্ত্রাঘাতে কদাচিত নহিবে মরণ ॥
কি কর্ম্ম করিবা তবে করিয়া বিমুখ।
চিরকাল পুত্রশোকে পাইবেক দুঃখ ॥
এত শুনি সন্তুষ্ট হইল নরপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি ॥
কৈলাস শিখরেতে গেলেন মহেশ্বর।
জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনানগর ॥

অথ হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন।

পয়ার।

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হৈয়া।
চিত্তেঅনুতাপ করে মন্ত্রিগণ লৈয়া ॥
রাজা বলে কহ মোরে যত মন্ত্রিগণ।
জয়দ্রথ রাজার বিলম্ব কি কারণ ॥
কেহ বলে জয়দ্রথ গেল বহু দিন।
কি কর্ম্ম হইবে শক্য বল বুদ্ধিহীন ॥
কেহ বলে পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে।
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীমের বজ্র হাতে ॥
কেহ বলে কার্য্য সিদ্ধ করিতে নারিল।
লজ্জায় না দিল দেখা নিজ রাজ্যে গেল ॥

এইমতে চিন্তাকুল আছে নরপতি।
হেনকালে জয়দ্রথ আইল দুর্ম্মতি ॥
নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর।
সভাসুদ্ধ নরপতি গেল কত দূর ॥
চিরদিন পাইয়া বান্ধব দরশন।
পরস্পর আনন্দে করিল আলিঙ্গন ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
বসিয়া কৌতুক দোঁহে কথোপকথন।
রাজা বলে এতেক বিলম্ব কি কারণ ॥
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার।
পূর্ব্বাপর অবধি যতেক সমাচার ॥
শুনি জয়দ্রথমুখে সব বিবরণ।
হরিষ বিষাদ মনে রহে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
অকারণে চিন্তা করি নাই প্রয়োজন।
বিধির নিযুক্ত হয় যখন যেমন ॥
সভা ভাঙ্গি স্বস্থানে চলিল সর্ব্ব জন।
দুঃখিমনে নিজ গৃহে গেল দুর্য্যোধন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ যুধিষ্ঠিরের নিকটে মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন।

জনমেজয় বলে শুনি কহ অতঃপর।
কোন কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চ জন ॥
সমাপ্তকরিয়া কর্ম্ম নিত্য নিয়মিত।
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত ॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন ॥
মহাতেজবন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠিলেন পঞ্চ জন ॥
আগুসরি কত দূরে গিয়া পঞ্চ জনে।
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি।
আর সভে প্রণমিল লোটায়ে ধরণি ॥
সেইমত সম্ভাষেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
বসাইয়া মুনিরাজে মহা কুতূহলী ॥

আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ।
আনিয়া সুগন্ধি জল ধর্ম্মের নন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিয়া বিধিমতে।
শান্তাইয়া তাঁরে লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন।
কহ শুনি এখানে আগমন কারণ॥
মুনি বলে ইচ্ছা হৈল তোমা দরশনে।
এইহেতু মম আগমন কাম্য বনে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাগ্য ছিল যে আমার।
সেইহেতু আপনি করিলা আগুসার॥
এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে।
বসিলেন আনন্দে সকলে যোগ্য স্থানে॥
মহাঅভিমান মনে রাজা যুধিষ্ঠির।
বিরস বদনে বসলেন নম্র শির॥
দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময়।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে কহ ধর্ম্মের তনয়॥
অভিপ্রায় বুঝি তব চিত্ত উচাটন।
মলিন বদন দেখি নিরানন্দ মন॥
বহু দুঃখ পাইয়াছ অল্প আছে শেষ।
অতঃপরে অচিরে পাইবা রাজ্য দেশ॥
কত২ দুঃখ সহিয়াছ নিজ অঙ্গে।
তথাচ থাকিতা নানা কথার প্রসঙ্গে॥
পাপরূপ চিন্তা হয় বহু দোষ ধরে।
সুবুদ্ধি পণ্ডিত জনে মতিলোপ করে॥
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি করি সে কারণে।
তাহা বুঝাইব কত তোমা হেন জনে॥
চির দিনে আইনু তোমার দরশনে।
দুঃখিত দেখিয়া অতিদুঃখ লাগে মনে॥
রাজা বলেন কি আজ্ঞা করহ মুনিবর।
আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্যভিতর॥
না হইল না হইবে আমার সমান।
উত্তম মধ্যমাধমে দেখহ প্রমাণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্য ফলে।
পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অল্প কালে॥
পরান্নে বঞ্চিনু কাল পরের আলয়।
না জানিনু দুঃখ অতিঅজ্ঞান সময়॥
ছল করি যে কর্ম্ম করিল দুষ্টগণে।
পাইনু যতেক দুঃখ জানহ আপনে॥
সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যেই তুলিলাম মাথা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজ্য অধিকার।
আমার নিযুক্ত হইল বৃক্ষতলা সার॥

রাজপুত্র অভাগ্য আমরা পঞ্চ জনে।
চিরকাল দুঃখেতে আজন্মগেল বনে॥
আমা সভাকার দুঃখ নাহি করি মনে।
ভুমিব কর্ম্মের ফলে বিধির ঘটনে॥
রাজপত্নী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা।
মহারণ্যে ভ্রমে যেন সামান্য বনিতা॥
নানা দুঃখ ভোগে পূর্ব্বে পিতার মন্দিরে।
দুঃখেতে বঞ্চিল কাল আসি মম ঘরে॥
নারীমধ্যে এমত নাহিক সুশিক্ষিতা।
দান ধর্ম্ম শিল্প কর্ম্ম করণে দীক্ষিতা॥
যেন রূপ তেন গুণ একই সমান।
কতবার কষ্টেতে করিল পরিত্রাণ॥
নিজ দুঃখে দুঃখী নাহি হই তপোধন।
দ্রৌপদীর দুঃখেতে কাতর অতি মন॥
বিশেষ অপূর্ব্ব শুন আজিকার কথা।
শূন্যালয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথা॥
রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্য ঘরে।
হরিয়া লইতেছিল হস্তিনা নগরে॥
তেমতি ধাইলাম পথে পঞ্চ সহোদর।
চক্ষুর নিমিষে তবে ধরি বৃকোদর॥
ধরিয়া তাহারে ছলে করিল লাঞ্ছনা।
পরাণ রাখিলমাত্র শুনি মম মানা॥
কেবল তোমার মুনি চরণপ্রসাদে।
নিমিষেকে উদ্ধার করিনু অপ্রমাদে॥
এইক্ষণে আশ্রমে আইনু পঞ্চ জনে।
সে কারণে বসে আছি নিরানন্দ মনে॥
বড়ই অসহ্য বজ্র নারীর হরণ।
ইহার হইতে শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ॥
আজন্ম পাইনু দুঃখ নাহি পরিমাণ।
নাহিক না হবে দুঃখী আমার সমান॥
যুধিষ্ঠির রাজার এতেক বাক্য শুনি।
ঈষদ হাসিয়া তবে কহে মহামুনি॥
কহিলা যতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন।
দুঃখ হেন বলিয়া না লয় মম মন॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর॥
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী।
মহিমা কহিতে যার আমি নাহি পারি॥
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করাও ভোজন।
তুমি যদি বনবাসী গৃহী কোন জন॥
দয়া সত্য ক্ষমা শান্তি নিত্য দান ধর্ম্ম।
পৃথিবী ভরিয়া রাজা তোমার সুকর্ম্ম॥

নিশ্চয় কহিনু এই লয় মম মন।
বসুমতীপতি যোগ্য তুমি সে ভাজন॥
অল্প দিন দেখ রাজা কৌরবের অন্ত।
কহিনু তোমারে রাজা ভবিষ্য বৃত্তান্ত॥
আর যে কহিলা তুমি দুষ্ট জয়দ্রথে।
দ্রৌপদী লইতেছিল হস্তিনার পথে॥
নারীতে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায়।
কিছু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায়॥
পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি।
হস্তিনা আপন রাজ্য কুটুম্ব সকলি॥
সভে গিয়া উদ্ধারিলা হস্তিনা না যায়।
এ কোন কৃষ্ণার দুঃখ মম অভিপ্রায়॥
দ্রৌপদীহইতে শত গুণেতে দুঃখিতা।
লক্ষ্মীরূপা জনকনন্দিনী নাম সীতা॥
অনাদি পুরুষ যার প্রভু নারায়ণ।
হরিয়া লইল তারে লঙ্কার রাবণ॥
দশ মাস ছিল বন্দি অশোক কাননে।
নিত্য২ প্রহার করিত চেড়ীগণে॥
তবে রাম মারিয়া রাক্ষস দুরাচার।
মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
দ্রৌপদীহইতে সীতা দুঃখিতা বিখ্যাত।
যারে তারে জিজ্ঞাসহ কে না আছে জ্ঞাত॥
চতুর্দ্দশ বৎসর বনেতেমহাক্লেশে।
জটা বল্ক পরিধান তপস্বির বেশে॥
দশ মাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ।
কি দুঃখ কৃষ্ণার রাজা কেন কর খেদ॥
মার্কণ্ডেয় মুখে এত শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
নিবেদন করি মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান॥
জন্মিলেন কি হেতু মর্ত্তোতে নারায়ণ।
কি মতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ জয় বিজয়ের অভিশাপ এবং
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর জন্ম।

পয়ার।

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন॥
শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসুত নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
যবে সত্য যুগ আসি করিল প্রবেশ।
বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ॥
দ্বার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিঙ্কর।
জ্যেষ্ঠ জয় বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর॥
ব্রাহ্মণের দ্বার রোধ নহে কদাচন।
এক দিন দেখ রাজা দৈবের ঘটন॥
ব্রাহ্মণ যাইতে ছিল কৃষ্ণ সম্ভাষণে।
বেত্র দিয়া দ্বারেতে মারিল দুই জনে॥
দোঁহাকার কর্ম্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ।
পৃথিবীতে জন্ম দোঁহে দিল এই শাপ॥
বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুই জন।
দুঃখিত চলিল যথা প্রভু নারায়ণ॥
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনিয়া উভরে হৃষীকেশ॥
আমাহইতে শত গুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর॥
কাহার শকতি তাহা করিতে হেলন।
ক্ষিতিমধ্যে অবশ্য জন্মিবা দুই জন॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা ঈশ্বরের মুখে।
জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে অতিশয় দুঃখে॥
কর্ম্মদোষে দ্বিজবাক্য লঙ্ঘন না যায়।
কি রূপে হইবে শান্তি জন্মিব কোথায়॥
আজ্ঞা কর শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায়।
কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায়॥
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্যলোকে।
কহি এক উপযুক্ত উপায় তোমাকে॥
মিত্রভাবে আমার জন্মিবা গিয়া যদি।
ভ্রমণ করিবা সপ্ত জনম অবধি॥
শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
গর্ভের যন্ত্রণামাত্র তিন জন্ম সার॥
চিন্তা না করিহ কিছু আমার হিংসনে।
আমিহ জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে॥
যদি দোঁহে জনম লইবা বারে২।
শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে॥
এতেক প্রভুর মুখে শুনিয়া উত্তর।
মর্ত্তোতে জন্মিল দোঁহে দুঃখিতঅন্তর॥
হেনকালে আশ্চর্য্য শুনহ আর কথা।
দক্ষের নন্দিনী দিতি কশ্যপবনিতা॥
পুত্রকাম্য করি গেল স্বামির গোচর।
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর॥

দিতি বলে পশ্চাৎ করিবা সন্ধ্যা তুমি।
আজ্ঞা কর পুত্রকাম্যে আইলাম আমি।
মুনি বলে হইল এই রাক্ষসী সময়।
ইথে পুত্র জন্ম হইলে কভু ভাল নয়॥
দিতি বলে মুনিরাজ নহিলে না হয়।
মানস করহ পূর্ণ জন্মাহ তনয়॥
হেনমতে এ কথা কহেন যদি দিতি।
পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি॥
মুনি বলে না শুনিলা আমার বচন।
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন॥
মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে।
কিন্তু তারা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে॥
ধর্ম্মপথ বিরোধী জিনিবে ত্রিভুবন।
দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ॥
অবতরি নিজ হস্তে বধিবে দোঁহাকে।
তুমিহ পরম দুঃখ পাবা পুত্রশোকে॥
এতেক বলিয়া মুনি ভবিষ্য উত্তর।
নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিতঅন্তর॥
মুনির ঔরসে রাজা দিতির গর্ভেতে।
জয় বিজয়ের জন্ম হৈল হেনমতে॥
যথাকালে প্রসব হইল দাক্ষায়ণী।
প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী॥
জন্মকালে হইল তবে বিবিধ উৎপাত।
ধরণি কাঁপিল শব্দ সঘনে নির্ঘাত॥
প্রাতঃকালহৈতে যেন বাড়ে দিনকর।
জন্মমাত্র হৈল মত্ত মহাবলধর॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন।
ধর্ম্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন॥
যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে।
ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে॥
একত্র হইয়া তবে যত দেবগণে।
নিজ দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে॥
অতিদুঃখ হইল দেবের দুঃখ শুনি।
আশ্বাসিয়া কহিলেন তবে পদ্মযোনি॥
ভয় না করিহ সভে যাহ যথা স্থানে।
পূর্ব্বেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে॥
অখিল দেবের গতি দেব নারায়ণ।
তাঁহা বিনা নিস্তারিতে নাহি কোন জন॥
আমার বচনে ঘরে যাহ সর্ব্ব জন।
শুনিয়া আনন্দে সভে করিল গমন॥
অপূর্ব্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির॥

সুরাসুর সকল জিনিল ত্রিভুবনে।
হেন জন নাহি যুদ্ধ করে তার সনে॥
যুদ্ধ বিনা রহিতে না পারে দৈত্যপতি।
মল্ল যুদ্ধ করে হেন বলের সংহতি॥
হিরণ্যকশিপুকে রাখিয়া সিংহাসনে।
আপনি চলিল রাজা যুদ্ধ অন্বেষণে॥
মহাপরাক্রমে ধায় গদা লৈয়া হাতে।
দৈবযোগে নারদ সহিত দেখা পথে॥
মুনি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।
কার সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয়॥
নারদ বলেন তব সঙ্গে যোদ্ধা হরি।
দৈত্য বলে তাহারে কোথায় চেষ্টা করি॥
কহ মুনি কোথায় পাইব দরশন।
তোমার প্রসাদে তবে সুখে করি রণ॥
নারদ বলেন তব বিক্রম বিশাল।
সেই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল॥
ধরিয়া বরাহ মূর্ত্তি আছে দুঃখ মনে।
শীঘ্র চল তথা যুদ্ধ কর তার সনে॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি বিক্রমে বিশাল।
মুনিরাজে নমস্করি প্রবেশে পাতাল॥
হোথায় দেখিল পুরী পূর্ণ সব জল।
না পায় বিষ্ণুর দেখা চিন্তি মহাবল॥
মহাক্রোধে জলেতে গদার বাড়ি মারে।
কহ হরি কোথা গেল ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
হেনকালে কৃপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ।
ভক্তের উদ্ধার হেতু দিয়া দরশন॥
কত দূরে গর্জ্জিয়া করেন মহাশব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ॥
মহাক্রোধে ধায় বীর গদা লৈয়া হাতে।
দৈবযোগে বরাহ সহিত দেখা পথে॥
হিরণ্যাক্ষ বলে কহ তোমার গর্জ্জন।
শুনিয়া কম্পিত তিন ভুবনের জন॥
নহে বা এমত দর্প হেথা কেবা করে।
নিশ্চয় মজিবা আজি আমার প্রহারে॥
বাগ্যুদ্ধ হইল প্রথমে গালাগালি।
পশ্চাতে হইল যুদ্ধ দুই মহাবলী॥
বিশেষ প্রকারে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিতে বিস্তর॥
তথায় লইয়া দুষ্ট দৈত্যের পরাণ।
কামরূপী বরাহ রহেন যথাস্থান॥
অনেক বিলম্ব দেখি যত পুরী জন।
ভাবিত হইয়া সভে না বুঝে কারণ॥

কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু।
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু॥
ভায়ের বিলম্ব দেখি চিন্তাকুল মন।
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার নন্দন॥
নারদ দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল রত্ন সিংহাসনে॥
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভায়ের বারতা।
নারদ কহিল রাজা শুন তার কথা॥
যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বহুকাল।
যোগ্য না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল॥
পূর্ব্বে ক্ষিতি উদ্ধার করিতে দেব হরি।
দেবকার্য্য সাধিতে বরাহ রূপ ধরি॥
দৈব যোগে তাঁহার সংহতি রসাতলে।
দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে॥
তার ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন।
এত দিন না জান এ সব বিবরণ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক।
কহিয়া নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক॥
দৈত্যপতি বলে মোর খণ্ডিল বিস্ময়।
বিষ্ণু সে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয়॥
তাঁহা বিনা হিংসা না করিব অন্য জনে।
পাইব তাঁহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে॥
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ।
যথা ধর্ম্ম যথা যজ্ঞ করয়ে বিরোধ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সভার হৈল ভয়।
নিস্তেজ হইল সভে গণিয়া প্রলয়॥
কত দিনান্তরে রাজা শুন বিবরণ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ প্রহ্লাদ চরিত্র।

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন॥
দিনে২ হৈল শিশু মহাজ্ঞানবান।
বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাহার সমান॥
নারায়ণপরায়ণ শান্ত শুদ্ধমতি।
তাহার পরশেতে পবিত্র বসুমতী॥
পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃখিত অন্তরে।
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে॥

আশ্চর্য্য শুনহ বলি তার বিবরণ।
শাস্ত্রশালে গুরু বসি থাকে যত ক্ষণ॥
কেবল রাখিয়ামাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি।
মনে২ জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি॥
কার্য্যহেতু গুরু যবে যায় যথা তথা।
তবে শিশুগণেরে বুঝায় এই কথা॥
শুন ভাই এই পাঠে কোন প্রয়োজন।
জানহ পরম শত্রু আছয়ে শমন॥
তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণপদে রাখ চিত্ত কারো নাহি দায়॥
এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে।
আর দিন তারে তবে কহেন ব্রাহ্মণে॥
শুনিয়া শিষ্যের কথা গুরু ধায় বেগে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কহে নৃপতির আগে॥
বিপ্র বলে শুন রাজা হইল প্রমাদ।
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ॥
যতেক পড়াই আমি তাহে নাহি মন।
অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু রাম নারায়ণ॥
কৃষ্ণ বিনা তাহার নাহিক মনোরথ।
সকল বালকে লওয়াইল সেই পথ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল।
ক্রোধ ভরে নৃপতি পুত্রেরে ডাকাইল॥
জিজ্ঞাসিল কহ বাপু বিচার কেমন।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ॥
কেবা সেই বিষ্ণু তার চিন্তা কর বৃথা।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা॥
শিশু বলে এই কথা পড়িলে কি হবে।
অনিত্য সংসার পিতা কেমনে তরিবে॥
না জান পরম শত্রু আছে যে শমন।
ইতে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ॥
অখিল সংসারমাঝে যত চরাচর।
সেই নারায়ণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥
এ তিন ভুবনে আছে যাঁহার নিয়ম।
তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম॥
অসংখ্য তাঁহার মায়া কহনে না যায়।
সর্ব্ব ভূতে অনুরূপ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
নানা বুদ্ধি নিযুক্ত করেন স্থানে২।
বৈরিরূপে সতত ভাবহ তাঁরে মনে॥
অভাগ্য তাহারে বলি ভক্তি নাই যার।
চিরকাল দুঃখে ভ্রমে মিথ্যা জন্ম তার॥
ধ্যান করি ব্রহ্মা যার নাহি পায় দেখা।
তুমি আমি বরাক তাহাতে কোন লেখা॥

আমার পরম বিদ্যা সেই দেব হরি।
যাঁর নামে অশেষ বিপদহৈতে তরি॥
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
মহাক্রোধে কহিতে লাগিল দৈত্যপতি॥
মোর বংশে হৈল এই দুষ্ট দুরাশয়।
কাষ্ঠের ভিতরে যেন থাকে ধনঞ্জয়॥
জন্মিলে পুড়িয়া কাষ্ঠে করে ছারখার।
তেমন জন্মিল দুষ্ট কুপুত্র আমার॥
আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত।
আপ্ত পক্ষ ত্যজিয়া পরের অনুগত॥
না রাখিহ এই শিশু মারহ তৎকাল।
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল॥
রাজার শ্রমুখে শুনি যত দৈত্যগণ।
চতুর্দ্দিগে ধরি সভে করে প্রহরণ॥
একে২ করিল সকল অস্ত্রাঘাত।
প্রহ্লাদের অঙ্গে অস্ত্র হইল নিপাত॥
বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকে দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল কেমনে পাইলা অব্যাহতি॥
এখন করহ ত্যাগ শত্রুগণ কথা।
নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা॥
যদি তোর একান্ত আছয়ে ইষ্টে মন।
করহ শিবের সেবা করিয়া যতন॥
প্রহ্লাদ কহিল মোরে রাখিলেন হরি।
হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি॥
কত শিব কত ব্রহ্মা কত দেব দেবী।
না পায় তাঁহার অন্ত বহুকাল সেবি॥
আমার পরম ব্রহ্ম তাঁহার চরণ।
অন্য পাঠ পড়নেতে নাহি প্রয়োজন॥
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর।
কহে শিশু মার আনি দন্তাল কুঞ্জর॥
প্রহ্লাদ বেড়িয়া আসি যতেক বারণ।
আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ॥
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল দন্তিগুলা।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মুলা॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত।
কহ পুত্র কিমতে ভাঙ্গিলা গজদন্ত॥
শিশু বলে কুম্ভিদন্ত বজ্রের সমান।
কি মতে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান॥
একান্তে আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি অতিদুঃখ মনে।
ডাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে॥
যেই রূপে পার শীঘ্র মার এই পাপ।
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ॥
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল।
বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল॥
কৃষ্ণ বলি অনলে পড়িতে মাত্র শিশু।
শীতল হইল বহ্নি না হইল কিছু॥
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিতঅন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতিউচ্চতর॥
সভে মেলি তাহার উপরে শিশু তুলি।
অবনিমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি॥
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইল যেন তূলার উপরে॥
দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে।
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মন্ত্রিগণে॥
সংহার করিতে শিশু দিল তার হাতে।
কতেক প্রহার করে নারিল বধিতে॥
তবে রাজা নিকটে ডাকিয়া মল্লগণে।
ক্রীড়া যুদ্ধ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে॥
প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ।
তাহাতে হইল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ॥
তবেত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ।
পরিত্রাহি ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ॥
এইত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর।
ইহার মৃত্যুতে আমি হইলাম অস্থির॥
বিশেষে আমার হেতু ব্রাহ্মণের ক্লেশ।
আমারে করিয়া কৃপা রাখ হৃষীকেশ॥
তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব।
অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিহ মরিব॥
ত্রিবিধ অনেক শিশু করিল স্তবন।
ভক্ত দুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ॥
জীয়াইয়া দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে।
দেখিয়া প্রহ্লাদ হৈল কুতূহলী মনে॥
দৈত্যপতি শুনিয়া সকল সমাচার।
না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্ব্বার॥
যাহ সভে যত্নেতে আনহ কাল সাপ।
দংশিয়া মারুক আজি কুলাঙ্গার পাপ॥
রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন॥
পরম বৈষ্ণব তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে সে সব তেজ কি করিতে পারে॥

তবে দৈত্য পাষাণ বান্ধিয়া তার গলে।
ক্রোধ মনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে ॥
শিশুর সম্ভ্রম কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত গোবিন্দের পায় ॥
ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে ॥
অবশ্য মরণ নাথ দুঃখ নাহি তায়।
সভেমাত্র ভজিতে না পানু রাঙ্গা পায় ॥
এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন।
জানিয়া সেবক দুঃখ দেব নারায়ণ ॥
পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কৃপায়।
বিষ্ণু ভক্ত জনে কভু নাহিক সংশয় ॥
তাহা অবলম্ব করি আপনার সুখে।
কৃষ্ণ২ জপে শিশু পরম কৌতুকে ॥
জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব দামোদর।
ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্বর ॥
কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায়।
পদ্মহস্ত বুলাইলেন প্রহ্লাদের গায় ॥
কহিলেন প্রহ্লাদ মাগহ ইষ্ট বর।
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি দুই কর ॥
যাহারে এতেক শ্রদ্ধা আছয়ে তোমার।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন ছার ॥
ইঙ্গিতে ইন্দ্রের পদ দিতে পার তুমি।
কেবল লাঞ্ছনা তাহা জানিলাম আমি ॥
রাজ্য ধন ভ্রাতৃ পুত্র দারা পরিবার।
প্রভুপনে সভাকে করিব অহঙ্কার ॥
মহামদে মত্ত হৈয়া অনীতি করিব।
আছুক অন্যের দায় তোমা পাসরিব ॥
ব্রহ্মপদ দিলে প্রভু নাই প্রয়োজন।
কেবল আমার বাঞ্ছা তোমার চরণ ॥
তবে যদি বর দিবা অখিলের পতি।
কৃপা করি কর মোর পিতার সদ্গতি ॥
শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন।
তুষ্টহৈয়া গোবিন্দ দিলেন আলিঙ্গন ॥
প্রহ্লাদে কহেন তুমি শরীর আমার।
মম ভোগ সুখ দুঃখ সকলি তোমার ॥
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে।
নিজালয় গমন করহ তুমি সুখে ॥
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিহ ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
এতবলি বৈকুণ্ঠে গেলেন দৈত্যারিপু।
চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু ॥

শুন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার।
ভাসিল পাষাণ জলে সহিত তাহার ॥
নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সভে।
না জানি পাইল প্রাণ কার অনুভবে ॥
শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন।
নিকটে ডাকিল দৈত্য আপন নন্দন ॥
বিনাশ কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
চরগণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী রামদাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অথ নৃসিংহাবতার ও হিরণ্য কশিপুর নিধন।

পয়ার।

নিকটে আনিয়া রাজা আপন সন্ততি।
মধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি ॥
কহ পুত্র বিস্ময় হইল মোর মনে।
এতেক বিপদে তোরে রাখে কোন জন ॥
শিশু বলে যেই সর্ব্বভূতে নারায়ণ।
সঙ্কটহইতে তারে আছে কোন জন ॥
নয়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ।
তোমারে কহিনু ঘুচাইয়া মনোধন্দ ॥
একান্ত হইয়া ভজ সেই বিষ্ণু পদ।
নষ্ট না করিহ পিতা এ সুখ সম্পদ ॥
বিদ্যমানে কহিলা আমারে বধিবারে।
কত না করিলা পিতা অশেষ প্রকারে ॥
যত অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যগণে।
হস্তিদন্ত ঠেকিয়া ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥
শীতল হইল অগ্নি দেখিলা পরীক্ষণ।
পড়িনু পর্ব্বত হৈতে তাহে পাইনু রক্ষণ ॥
মহামত্ত মল্লগণ হৈল হীন দর্প।
আরো জান বিষরস হীন কালসর্প ॥
প্রমাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে।
সমুদ্রে ফেলিয়া তবে শিলা বান্ধি গলে ॥
সাক্ষাতে দেখিলা তবে ভাসিল পাষাণ।
তথাচ নহিল দূর তোমার অজ্ঞান ॥
এ হেন বিভব সুখ সম্পদ তোমার।
যার ক্রোধে নিমিষেকে হবে ছারখার ॥
এত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে।
কোথা আছে তোর বিষ্ণু কোন্ রূপ ধরে ॥

শিশু বলে আছে প্রভু সভার অন্তর।
অনন্ত যাহার গুণ বেদে অগোচর॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত কীট সকল সংসারে।
আত্মারূপে আছে প্রভু সভার ভিতরে॥
দৈত্য বলে বিষ্ণু আছে সভার হৃদয়।
সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ নয়॥
ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্ব্বথা।
তবে সত্য জানিব তোমার সব কথা॥
প্রহ্লাদ কহিল মোর শুন নিবেদন।
যত জীব তত শিব রূপ নারায়ণ॥
স্তম্ভমধ্যে অবশ্য আছয়ে মোর প্রভু।
অন্যথা আমার বাক্য না জানিহ কভু॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্য কুলপতি॥
হাতে খড়্গ লয়ে উঠে করিয়া আরম্ভ।
মধ্যখান হানিলেক স্ফটিকের স্তম্ভ॥
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ভক্তবাক্য পালিবারে দেব চক্রপাণি॥
সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভমধ্যে আসিয়া করেন অবতার॥
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মার স্তবে যিনি নারায়ণ।
মনুষ্যশরীর আর সিংহের বদন॥
স্তম্ভ কাটি নিরখিয়া দেখে দৈত্যপতি।
দেখিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনন্ত আকৃতি॥
সুন্দর সিংহের মুখ মনুষ্যশরীর।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হইতে হইল বাহির॥
ক্রমে২ বাড়ে যেন প্রভাতের ভানু।
নরসিংহ বিস্তার করেন নিজ তনু॥
দেখিয়া বিরাটমূর্ত্তি রূপে দৈত্যঘটা।
ব্রহ্মাণ্ড ঠেকিল গিয়া দিব্য সিংহশটা॥
গভীর গর্জ্জিয়া কহে অর্দ্ধ২ হাস।
শব্দ শুনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে হৈল ত্রাস॥
এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি।
মহাক্রোধে হিরণ্যকশিপু দৈত্য ধরি॥
উরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিয়া বুক।
মারেন দুরন্ত দৈত্য দেবের কৌতুক॥
মহামূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ার্ত্ত দেবগণ।
নির্ভয় প্রহ্লাদমাত্র করিল স্তবন॥
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু অনাথের নাথ।
ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত॥
বিশেষ বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
সুরাসুর মূর্চ্ছিত মনুষ্য কোন ছার॥
সম্বরহ নিজ মূর্ত্তি দেখি লাগে ভয়।
কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয়॥
হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল।
অন্তর্যামী নারায়ণ জানিয়া সকল॥
শান্তমূর্ত্তি হইয়া কহেন ভগবান।
নহিল না হবে ভক্ত তোমার সমান॥
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার।
চিরকাল কর সুখে রাজ্যঅধিকার॥
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবা মনে।
তাপ না করিহ কিছু পিতার মরণে॥
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল।
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল॥
হেনমতে শান্তাইয়া প্রহ্লাদ কুমার।
অভিষেক করিয়া দিলেন রাজ্যভার॥
এইমতে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয়।
পুনর্ব্বার হইল দোঁহে রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ রামায়ণ। রাবণ কুম্ভকর্ণের জন্ম।

মার্কণ্ডেয় বলেন শুনহ সমাচার।
পূর্ব্বে লঙ্কা রাক্ষসের ছিল অধিকার॥
মহামত্ত হয়ে সভে হিংসিলেক দেবে।
ব্রহ্মার গোচর গিয়া জানাইল সভে॥
শুনিয়া বিরিঞ্চি কহিলেন নারায়ণে।
বিষ্ণুচক্রে ছেদন করেন দৈত্যগণে॥
হতশেষ যত ছিল প্রবেশে পাতাল।
ছদ্মরূপে তথায় বঞ্চিল চিরকাল॥
বিশ্রবা নামেতে ছিল পুলস্ত্যনন্দন।
হইল তাহার পুত্র নামে বৈশ্রবণ॥
পুত্র দেখি প্রজাপতি করিয়া সম্মান।
দিকপাল করি দিল লঙ্কাপুরে স্থান॥
পাতালে রাক্ষস ছিল দীর্ঘকাল যায়।
স্বস্থান লইতে পুনঃ করিল উপায়॥
সুমালী নামেতে ছিল নিশাচরপতি।
নিকষা নামেতে তার কন্যা গুণবতী॥
কহিল কন্যারে সব ডাকিয়া সাক্ষাতে।
উপায় করহ তুমি নিজস্থান লইতে॥
পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল পুরী লঙ্কা।
পাতালে এখন আছি দেবে করি শঙ্কা॥

লঙ্কায় কুবের যে বিশ্রবার নন্দন।
প্রকারে লইব লঙ্কা শুনহ বচন॥
বিশ্রবার স্থানে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাহ সন্ততি॥
ইহাহইতে পুত্র হইলে সাধি নিজ কার্য্য।
দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহরাজ্য॥
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহার হইবে।
দুইমতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে॥
পিতৃবাক্য শুনি মুখে নিকষা রাক্ষসী।
আইল মুনির কাছে পুত্রঅভিলাষী॥
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর।
তুষ্ট হৈয়া কহে মুনি লহ ইষ্টবর॥
কন্যা বলে পুত্রকাম্যে আইলাম আমি।
বলিষ্ঠ নন্দন দুই আজ্ঞা কর তুমি॥
বিশ্রবা বলিল এই সময় কর্কশ।
হইবে যুগল পুত্র দুর্জ্জয় রাক্ষস॥
মুনির চরণে করি অনেক বিনয়।
হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয়॥
মনে দুঃখ জন্মিল দুরন্ত পুত্র শুনি।
সর্ব্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি॥
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন।
সর্ব্ব গুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন॥
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল।
যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল॥
জ্যেষ্ঠ জয় নামে হইল দুর্জ্জয় রাবণ।
কুম্ভকর্ণ বিজয় অনুজ বিভীষণ॥
জন্মমাত্র তিন ভাই মহাবল হৈল।
মাতৃবাক্য শুনিয়া তপস্যা আরম্ভিল॥
মহাক্লেশে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি দিতে আইল বর॥
রাবণ বলিল অন্য বরে কার্য্য নাই।
অমর হইব আজ্ঞা করহ গোঁসাই॥
ব্রহ্মা বলেন জন্ম হইলে অবশ্য মরণ।
বহু ভোগ করিবা জিনিয়া ত্রিভুবন॥
জিনিবা দেবতাসুর নাগ যক্ষ রক্ষ।
অধীন তোমার হবে আর হবে ভক্ষ॥
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত জানিয়া পদ্মযোনি।
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিলা আপনি॥
বাগবাদিনী দেবী বসাইল মুখে।
মাগিল নিদ্রার বর পরম কৌতুকে॥
শুনিয়া দিলেন বিধি তারে সেই বর।
রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর॥
এ তিন ভুবনে তুমি সভাকার পতি।
কি হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি॥
ব্রহ্মা বলেন ছমাসে দিনেক জাগরণ।
সেই দিন যুদ্ধেতে হারিবে ত্রিভুবন॥
যদ্যপি চিয়াও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায়।
সেই দিন নিশ্চয় মরিবে সর্ব্বথায়॥
হেন মতে শান্তাইয়া ভাই দুই জনে।
তবে বর যাচিল ধার্ম্মিক বিভীষণে॥
বিভীষণ কহে অন্য বরে কার্য্য নাই।
বিষ্ণুভক্তি আজ্ঞা মোরে করহ গোঁসাই॥
কদাচিত নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি।
তুষ্ট হৈয়া স্বস্তি২ বলে প্রজাপতি॥
আমি তোরে তুষ্ট হৈয়া দিনু এই বর।
ধর্ম্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে।
পরম সন্তোষ হইল ভাই তিন জনে॥
কত দিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি।
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি॥
তিন পুর জিনিয়া করিল অধিকার।
হইল ছত্রিশ কোটি২ পরিবার॥
মেঘনাদ রাবণনন্দন মহাবল।
ইন্দ্রজিত নাম তার জিনি আখণ্ডল॥
ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল॥
এরূপে রাবণ রাজ্য করিল উৎপাত।
তবে ইন্দ্র অমর সকল লয়ে সাত॥
ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া কৈল নিবেদন।
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা সংহতি লইয়া দেবগণে।
উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত শয়নে॥
অনেক কহিল বিধি দেবের বিধান।
জানিয়া কারণ সব দেব ভগবান॥
আশ্বাস করেন সভে মধুর বচনে।
ভয় না করিহ সুখে থাক সর্ব্ব জনে॥
অবনিতে অবতার হইয়া আপনি।
নাশিব রাক্ষসগণে শুন পদ্মযোনি॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংক্ষেপে কহিব তাহা শুন ধর্ম্মমণি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ শ্রীরামপ্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের সীতাসহ বিবাহ।

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে।
পুত্রহেতু যজ্ঞ করে মহাপরিশ্রমে॥
পূর্ব্বেতে আছিল তার অনেক সুকর্ম্ম।
তেঁই তার বংশে হরি লইলেন জন্ম॥
ত্রিভুবনে অবতীর্ণ দেব দুঃখঅন্ত।
বিধিবাক্যে নিজভক্তে করিতে শাপান্ত॥
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান।
চারি অংশে নিজ জন্ম করেন বিধান॥
তথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে।
অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ঞকুণ্ডহৈতে॥
যজ্ঞ পূর্ণ করে রাজা কার্য্যসিদ্ধি জানি।
চরু লয়ে গেল যথা আছে দুই রাণী॥
আনন্দে কহেন দিয়া দোঁহাকার আগে।
ইহাতে ভোজন দোঁহে কর তুল্যভাগে॥
নৃপতির মুখেতে শুনিয়া এই বাণী।
সেই চরু নিলেন আনন্দে দুই রাণী॥
সুমিত্রা নামেতে আর তৃতীয়া মহিষী।
আইল দোঁহার কাছে পুত্র অভিলাষি॥
অর্দ্ধ২ করিয়া খাইতে দুই জনে।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে॥
পুনর্ব্বার করিল তা অর্দ্ধ২ ভাগে।
স্নেহ করি দিল দোঁহে সুমিত্রার আগে॥
কৌশল্যা কৈকয়ী তবে সুমিত্রারে কয়।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয়॥
দুই পুত্র হয় যেন দোঁহে অনুগত।
তিন জনের প্রসঙ্গ হইল এই মত॥
অমনি খাইল চরু আনন্দিত মনে।
যথাকালে গর্ব্ভবতী হৈল তিন জনে॥
সিংহাসনে তুষ্টমনে আছে নৃপমণি।
একে২ প্রসব হইল দুই রাণী॥
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম।
পূর্ণঅবতার মুর্ত্তি দূর্ব্বাদল শ্যাম॥
দ্বিতীয় কৈকয়ী গর্ভে জন্মিল ভরত।
এ তিন ভুবনে যার অতুল মহত্ত্ব॥
লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার সুত।
দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব্ব লক্ষণসংযুত॥
হেনমতে হইল বিষ্ণুর অবতার।
উল্লসিত অবনী আনন্দ সভাকার॥
দিনে২ বাড়ে যেন সিতপক্ষে চন্দ্র।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ দেখিতে আনন্দ॥
মিথিলার ঈশ্বর জনক নামে ঋষি।
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চসি॥
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা।
পাইল লাঙ্গলমুখে পরম দুর্লভা॥
জন্ম অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা।
কন্যার পালনে রাণী পরম সুস্থিতা॥
হেনকালে কারণ জানিয়া যত দেবে।
সঙ্গোপনে হরের ধনুক রাখি সভে॥
জনকেরে কহিল অমরপথে ডাকি।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী॥
দুর্জ্জয় ধনুক ভাঙ্গিবেক যেই জন।
তাহারে জানকী দিবা কর এই পণ॥
এইরূপে রাজাঋষি প্রতিজ্ঞা করিল।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল॥
ধনুক দেখিয়া সভে ডরে পলাইল।
দুই চারি পরাভবে কেহ না আইল॥
যেরূপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর।
শুনহ পূর্ব্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী।
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি নষ্ট করে আসি॥
যজ্ঞরক্ষা কারণে বিধান করি মনে।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথস্থানে॥
মুনি দেখি পূজি রাজা আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল এখানে কি হেতু আগমন॥
মুনি বলে যজ্ঞ নষ্ট করে নিশাচরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥
শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেয় শাপ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ॥
দুইমতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ॥
দোঁহে সঙ্গ করি মুনি যায় হরষিতে।
হেনকালে তাড়কা সহিত দেখা পথে॥
যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনী মাল।
গলে মুণ্ডমালা পরিধান বাঘছাল॥
দেখিয়া রাক্ষসী মুর্ত্তি ভীত মহাঋষি।
নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী॥
তবে দোঁহা লয়ে গেল যজ্ঞের সদন।
শ্রীরামেরে কহিল সকল বিবরণ॥
শুন রাম সর্ব্বদা না থাকে এথা দুষ্ট।
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট॥

যজ্ঞধূম দেখিলে করয়ে রক্তবৃষ্টি।
কোথায় থাকয়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি॥
শ্রীরাম কহেন দম্ভে হইয়া নির্ভয়।
যজ্ঞ কর আসুক রাক্ষস দুরাশয়॥
কেবল তোমারমাত্র চরণ প্রসাদে।
কোন ছার রাক্ষস মারিব অপ্রমাদে॥
এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাসুখে।
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে॥
হেনকালে গগণে দেখিয়া ধূমচয়।
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময়॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া।
যজ্ঞভূমে আসিয়া লাগিল তার ছায়া॥
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয়।
হের দেখ আইল রাম রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
কোদণ্ডপণ্ডিত রাম দেখিয়া নয়নে।
যুড়েন ঐষীক বাণ ধনুকের গুণে॥
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগণমণ্ডলে॥
পলাইয়া নিশাচর মনে করি শঙ্কা।
লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা॥
নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে।
আশীর্ব্বাদ করে বহু শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
যজ্ঞ সাঙ্গে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন।
শ্রীরামে লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন॥
রামেরে কহিল পথে ধনুকের কথা।
শুনিয়া বলেন রাম চল যাই তথা॥
হেনমতে সঙ্গে করি দুই সহোদর।
উত্তরিল মহামুনি মিথিলানগর॥
দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর।
শ্যাম মূর্ত্তি দেখি রাম দুঃখিত অন্তর॥
গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোন ক্রমে।
আমার বাসনা হয় কন্যা দেই রামে॥
রূপ দেখি কন্যা দান করিলে বিশেষে।
উভয়তঃ কলঙ্ক রটিবে সর্ব্ব দেশে॥
বলিবেক জনক বরের রূপ দেখি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া দান করিল জানকী॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
বিবাহ করিবে রাম না সাধিয়া পণ॥
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায়।
কহ মুনি কি কর্ম্ম করিব হায়২॥
সীতাদেবী শুনিয়া আইল সঙ্গোপনে।
দেখিয়া রামের রূপ চিন্তা করে মনে॥
বিচার করিয়া দেবী মানিয়া বিস্ময়।
কুলিশ সমান এই ধনুক দুর্জ্জয়॥
মধুর কোমল মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ॥
অন্য২ পরস্পরে কথোপকথন।
এইমত হরিষ বিষাদে সর্ব্ব জন॥
বিশ্বামিত্রমুখে রাম হয়ে অবগত।
ভাঙ্গিবারে ধনুক হইলেন উদ্যত॥
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্র সারি।
ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে ধরি॥
হেনকালে যোড় করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমাদরে বন্দিল যতেক দেবগণ॥
বাসুকিরে বলিল ক্ষণেক হও স্থির।
যাবৎ ধনুকে গুণ দেন রঘুবীর॥
শুনহ সকল নাগ অষ্ট কুলাচলে।
সাবধানে ধরিবা পৃথিবী পাছে টলে॥
লক্ষ্মণ কহিল রামে যোড় করি হাত।
শীঘ্রগতি ধনুক ভাঙ্গহ রঘুনাথ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম।
দেবগণে বন্দনা করিলেন শ্রীরাম॥
মুনিগণে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে।
নোয়াইয়া ধনুর্গুণ দেন অনায়াসে॥
পুনর্ব্বার টঙ্কারিয়া দিতেমাত্র টান।
মধ্যখানে ভাঙ্গিয়া হইল দুইখান॥
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল।
আছুক অন্যের কায বাসুকি টলিল॥
সেই শব্দ শুনিয়া লঙ্কার দশানন।
বলিল আমারে এই করিবে নিধন॥
এইমত ধনুক ভাঙ্গেন রঘুবীর।
মিথিলা নগর হইল আনন্দমন্দির॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ বড় বিস্ময়।
পূর্ণ অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয়॥
আপনারে প্রণাম করেন কি কারণ।
কৃপা করি কহ মুনি সন্দেহভঞ্জন॥
মুনি বলে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
সত্যযুগে হৈল এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ।
নৃসিংহ বিরাট মূর্ত্তি হৈলেন যখন॥
তাঁহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।
ব্রাহ্মণী গর্ব্ভিণী তার হইল গর্ভপাত॥
শাপ দিল মহামুনি পায়ে দুঃখভার।
যেই জন করিল এতেক অহঙ্কার॥

আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে॥
ব্রাহ্মণের শাপ যে অন্যথা নহে কভু।
ব্রহ্মপদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু॥
আপনারে বিস্মিত হৈলেন সেকারণে।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ নিধনে॥
সেকারণে হইল প্রভু মনুষ্য শরীর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই রাজা যুধিষ্ঠির॥
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥
সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারিল মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে॥
অযোধ্যানগরে দূত পাঠাও রাজন।
পিতাকে জানাও আগে আমার মনন॥
সহিত আসিবে আর ভাই দুই জন।
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ॥
শ্রুতমাত্র জনক পাঠায় দূতগণে।
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে॥
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দে পূরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইল ত্বরিত॥
মহাকোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে।
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহাকুতূহলে॥
মিথিলানগরে আইলেন দশরথ।
আগু সরি জনক আইল কত পথ॥
সমাদরে লইয়া করিল বহুমান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান॥
সীতানুজা কন্যা ছিল পরম রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজঋষি॥
জনকের সহোদর কুশধ্বজ নাম।
দুই কন্যা ছিল তার রূপে অনুপম॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল বিভা।
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হৈল মিথিলার শোভা॥
চতুর্দ্দিগে মুনিগণ কৈল বেদ ধ্বনি।
আনন্দে পূরিল দশরথ নৃপমণি॥
দুই ভাই কৈল তবে চারি কন্যাদান।
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ॥
দশরথ নৃপতিরে পূজিল বিশেষ।
আনন্দবিধানে রাজা যান নিজ দেশ॥
মুনিগণে প্রণাম করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সভে করিল গমন॥
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজ রথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে॥
দুর্জ্জয় শরীর তার দেখি লাগে ভয়।
গভীর গর্জ্জন ক্রোধে রঘুবীরে কয়॥
আরে দুগ্ধপোষ্য তুই রণে করিস আশা।
মোর নাম ধর তুমি এতেক ভরসা॥
ক্ষত্রকুলান্তক আমি সর্ব্ব জন জানে।
সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে॥
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম॥
হরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলা বলবান।
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ কি তার বাখান॥
দশরথ নৃপবর পাইল বড় ভয়।
করযোড়ে কৈল স্তুতি অনেক বিনয়॥
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া আমা দেহ পুত্র দান॥
পিতৃদুঃখ দেখি তবে রাম মহাশয়।
হাসিয়া কহেন পিতা না করিহ ভয়॥
তবে রাম ডাকিয়া কহেন ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হইল মম নামে॥
যাহ বিপ্র ত্যজ আজি পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বল্যে পাইলা নিস্তার॥
নহে বা এতেক দুঃখ সহে কার প্রাণে।
দহন করিব ক্ষিতি আমি এক বাণে॥
এত শুনি ভৃগুরাম ধনু লয়ে হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দিল রঘুনাথে॥
বিষ্ণুতেজ ছিল ভৃগুরামের শরীরে।
ধনুক সহিত প্রবেশিল রঘুবীরে॥
তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাসিয়া কহেন তবে শুন দ্বিজবর॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি বৃথা নহে বাণ।
শীঘ্র কহ তোমার বধিব কোন স্থান॥
হতবুদ্ধি হয়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ ক্ষমা কর সব॥
স্বর্গ অভিলাষ নাই তোমা দরশনে।
স্বর্গ পথ রুদ্ধ করি রাখ এই বাণে॥
তবে রাম স্বর্গ পথ করিলেন রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ॥
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে॥
বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর।
আনন্দমন্দির হৈল অযোধ্যানগর॥
শাস্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন সহিত ছিল মাতামহালয়॥

এইরূপ নিয়মেতে কত কাল গেল।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল॥
পাত্র মিত্র ডাকিয়া কহেন সমাচার।
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার॥
দাসীমুখে শুনিয়া কৈকয়ী এই কথা।
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা॥
রজনিতে দশরথ গেল তার স্থানে।
দেখিল কৈকয়ী আছে মহাঅভিমানে॥
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে রাণী।
পাসরিলা মহারাজ পূর্ব্বের কাহিনী॥
দুই বর দিতে মোরে কৈলা অঙ্গীকার।
সেই বর দিয়া আজি সত্যে হও পার॥
রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে এই কোন দায়।
অবিরত বর লহ দিব সর্ব্বদায়॥
কৈকয়ী কহিল নাথ এই এক বর।
ভরতেরে করিবা রাজ্যের দণ্ডধর॥
দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ।
চতুর্দ্দশ বৎসর রামের বনবাস॥
শুনিয়া এতেক রাজা কৈকয়ীর বাণী।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণি॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি কত ক্ষণে।
কৈকয়ীরে গালি দিয়া রহে দুঃখমনে॥
তবে রাম শুনিয়া এ সব সমাচার।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার॥
বিদায় হইতে যান নৃপতির স্থানে।
ধূলায় ধূসর রাজা অতিদুঃখমনে॥
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর।
বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর॥
শ্রীরামের বনবাস শুনে এই বাণী।
শোকাকুলা অজ্ঞানা হইয়া কান্দে রাণী॥
বহুবিধ বিলাপ করিয়া কৈল মানা।
মধুর বচনে রাম করেন সান্ত্বনা॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন।
সংহতি চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামের পঞ্চবটী স্থিতি।

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান।
হায় রাম করি তবে ত্যজিল পরাণ॥
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ
পুত্রশোকে মরিবা পাইবা মনস্তাপ॥
হেনমতে নৃপতির হইল নিধন।
অযোধ্যায় ঘরে২ উঠিল রোদন॥
বিচার করিল পাত্র মিত্রগণ যত।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত॥
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার।
জননীরে নিন্দিয়া করিল তিরস্কার॥
নৃপতির সৎকার হইল সেইক্ষণে।
ভরতেরে কহে পাত্র বৈস সিংহাসনে॥
ভরত কহিল সভে হৈলা জ্ঞানহত।
সেকারণে বলহ অজ্ঞান জন বত॥
পিতৃসত্যহেতু প্রভু চলিলেন বনে।
আমি রাজ্যে নৃপতি হইব সিংহাসনে॥
এমত অনীতি কর্ম্ম করে কোন লোকে।
ঈশ্বর থাকিতে রাজা সম্ভবে সেবকে॥
বিশেষে মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর।
চল সভে যাইব শ্রীরামের গোচর॥
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে।
যত্নে ফিরাইব সভে কমললোচনে॥
যেমত করিয়া বেশ রাম যান বন।
সেমত বাকল পরি ভাই দুই জন॥
শিরে জটাভার ধরে তপস্বির বেশ।
চিত্রকূট পর্ব্বতে পাইলেন উদ্দেশ॥
অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া ক্ষিতি পড়িয়া চরণে।
করযোড়ে কহেন রামের বিদ্যমানে॥
আজন্ম আমার মন জানহ গোঁসাই।
তোমার চরণ বিনা গতি অন্য নাই॥
আমারে করহ ক্ষমা জননীর দোষ।
কৃপা করি কর দূর মনের আক্রোশ॥
চল রাম নৃপতি হইবা সিংহাসনে।
শূন্য রাজ্য বিলম্ব না সহে সেকারণে॥
তব বনযাত্রা বার্ত্তা শুনি লোকমুখে।
প্রাণ ত্যজিলেন রাজা সেই মনোদুঃখে॥
তবে রাম শুনিয়া সকল সমাচার।
পিতৃ শোকে কান্দিলেন পায়ে শোকভার॥
উচ্চস্বরে কান্দেন বলিয়া বাপ২।
সই মত সর্ব্ব জন করিল সন্তাপ॥
ভরতের চরিত্রে সন্তুষ্ট রঘুনাথ।
আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলায়েন হাত॥
কি দোষ তোমার ভাই কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ॥

জননীর কিবা দোষ দৈবের ঘটন।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব আমি বনে।
তত দিন রাজা হৈয়া বৈস সিংহাসনে॥
ভরত কহিল ইহা শোভা নাহি পায়।
কিমতে পঞ্চাস্য ভার জম্বুকে কুলায়॥
তবে যদি পিতৃবাক্য করিবা পালন।
চতুর্দ্দশ বৎসর নিবাস কর বন॥
পাদুকাযুগল তবে দেহ রঘুপতি।
নতুবা রহিব আমি তোমার সংহতি॥
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন।
তুষ্ট হৈয়া পুনশ্চ দিলেন আলিঙ্গন॥
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত॥
দেশে আসি পাদুকা রাখিয়া সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া বসিল সর্ব্ব জনে॥
সাবধানে রাত্রি দিনে পালে রাজধর্ম্ম।
ইহা বিনা ভরতের নাহি অন্য কর্ম্ম॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ চিত্রকূট গিরিবরে।
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রিদশবাসরে॥
লক্ষ্মণ কহিল প্রভু চল এথাহইতে।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা নিতে॥
এই মত বিচার করিয়া তিন জনে।
কতক্ষণে যান অগস্ত্যের তপোবনে॥
কারণ জানিয়া মুনি পরম সাদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে॥
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায়।
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি বঞ্চিব কোথায়॥
জানিয়া ভবিষ্য কথা কহে তপোধন।
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী বন॥
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত মন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত পঞ্চবটীবনে।
আশ্রম করেন রাম যথাযোগ্যস্থানে॥
বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
এক দিন শুন কথা দৈবের ঘটনে॥
সুর্পণখা নামে রাবণের সহোদরা।
স্বচ্ছন্দ গমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর।
খর ও দূষণ সঙ্গে দুই সহোদর॥
দূরহইতে দেখে দোঁহে দিব্য রূপধারী।
কামে হতচিত্তা হৈয়া দুষ্ট নিশাচরী॥

সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী।
সবিনয় কহিল রামের কাছে আসি॥
নিবেদন করি আমি দেবের দুহিতা।
ভজিব তোমারে আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা॥
শ্রীরাম কহেন তুমি ভজ অন্য জনে।
সঙ্গেতে আমার নারী দেখ বিদ্যমানে॥
এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ কহিল আমি আজন্ম তপস্বী॥
তবে সূর্পণখা অতিশয় দুঃখি মনে।
কার্য্যসিদ্ধি নৈল মোর সীতার কারণে।
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার।
এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে যুড়িলেন বাণ।
দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ॥
কান্দিয়া রাক্ষসী খর দূষণেরে কয়।
দোঁহে আসি যুদ্ধ দিল ক্রোধে অতিশয়॥
দেখিয়া উঠেন রাম অতিক্রোধ মনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে॥
তাহা দেখি সূর্পণখা ধায় অতিবেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া রাবণের আগে॥
শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন।
ভার্য্যাসহ আইল বনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
নাক কাণ কাটে মোর অস্ত্র খরশানে॥
যতেক কামিনী আছে এই ত্রিজগতি।
সভারহইতে সেই সীতা রূপবতী॥
দেখিয়া আনন্দ বড় হইল মোর মনে।
আনিতে করিনু ইচ্ছা তোমার কারণে॥
তাহাতে এ গতি মোর শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
অনুক্ষণ রক্ষা করে দুই মহাবীর।
হরিয়া আনিতে সীতা মনে কর স্থির॥
শুনিয়া রাবণ হৈল ক্রোধেতে অজ্ঞান।
বিশেষ শুনিয়া ভগিনীর অপমান॥
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে।
কাছে ডাকি কহিল মারীচ নিশাচরে॥
যাহ শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে।
মায়া করি দূরে লহ শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
আপনি যাইব আমি তপস্বির বেশ।
সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশ॥
মারীচ কহিল রাজা মোর শক্তি নয়।
আছে যে রামের বাণে ভাল পরিচয়॥

বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভালে।
মুনিযজ্ঞ নষ্টহেতু গেলাম যে কালে ॥
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা হৈল প্রাণ॥
এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল।
এ কর্ম্ম করিলে তার ভাল পাবা ফল॥
এত শুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হইয়া।
মারীচে মারিতে যায় হাতে খড়্গ লইয়া॥
ভয়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটী।
তুমি বা মারহ কি বা রাম ফেলে কাটি॥
অসহ্য আমার বাক্য রাক্ষস দুর্জ্জন।
তুমি মার রাম মারুক অবশ্য মরণ॥
এত বলি চলিল মারীচ নিশাচর।
রাবণ চলিল রথে হরিষ অন্তর ॥
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর।
কাঞ্চনের মৃগ অঙ্গ দেখিতে সুন্দর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুই কর॥
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে।
মায়ামৃগ খেদাড়িয়া রাম যান দূরে॥
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্য শর।
ভাই রে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর॥
ইহা শুনি বিস্ময় মানিয়া সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ সীতা হরণ ও শ্রীরামের পঞ্চ
বানরের সহিত মিলন।

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয়॥
শীঘ্র চালাইল রথ শ্রীরামের শঙ্কা।
পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরী লঙ্কা॥
পরিত্রাহি ডাকে সীতা রাম২ বলি।
চিহ্নহেতু স্থানে২ অলঙ্কার ফেলি॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথসখা।
বহু যুদ্ধ করিয়া কাটিল তার পাখা॥
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন।
লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিল দশানন॥
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবি তুমি ভজ সর্ব্বথায়॥
সীতা বলে মম প্রভু রাম বিনা নাই।
কত দিনে সবংশে মজিবা তার ঠাঁই॥
ইহা শুনি বন্দি কৈল অশোক কাননে।
রক্ষক রহিল চেড়ী শত২ জনে॥
মৃগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হইল পথে॥
শ্রীরাম কহেন ভাই কি কর্ম্ম করিলা।
একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আইলা॥
লক্ষ্মণ বলিল দেবী তব শব্দ শুনি।
আমাকে নিন্দিয়া বহু পাঠান আপনি॥
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখি দোঁহে হৈলেন অস্থির॥
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর॥
শোকাকুল ভ্রমণ করেন বনে বনে।
জিজ্ঞাসেন ডাকি রাম তরুলতাগণে॥
ত্যজিয়া আহার পানি আলস্য শয়ন।
এইমতে দুই ভাই করেন ভ্রমণ॥
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে২॥
যতদূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন॥
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবৎ।
পর্ব্বত প্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রায় হত॥
তাহার নিকট চলিলেন দুই জন।
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষিরাজ কহিলেন কথা।
লঙ্কাপুরী দশানন হরি নিল সীতা॥
গরুড় নন্দন আমি তব পিতৃ সখা।
বধূর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আসি একা॥
অনেক করিনু যুদ্ধ করি প্রাণ পণ।
হত পাখা হৈল শেষে বধূর কারণ॥
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন।
উদ্ধার করিও রাম এই নিবেদন॥
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন।
জানিয়া পিতার সখা ভাই দুই জন॥
অগ্নি কার্য্য করি তার পম্পানদী তটে।
তথাহইতে যান ঋষ্যমুকের নিকটে॥
তথায় দেখেন পঞ্চ বানর প্রধান।
নল নীল সুষেণ সুগ্রীব হনুমান॥
দোঁহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
কহিলেন শ্রীরাম সকল ক্রমে২॥

সুগ্রীব জানিল এই পুরুষ রতন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন॥
মোর জ্যেষ্ঠ বালি রাজা রাজ্যঅধিকারী।
বলে রাজ্য নিল আমি যুদ্ধেতে না পারি॥
মুনিশাপে এথায় আসিতে শক্তি নাই।
সে কারণে আছি প্রাণে শুনহ গোসাঁই॥
শ্রীরাম বলেন কপিরাজ তুমি মিতা।
তব রাজ্য দিব আমি তুমি দিবা সীতা॥
সুগ্রীব বলিল তবে যে আজ্ঞা তোমার।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু হইল মোর ভার॥
শ্রীরাম কহেন কালি প্রত্যূষ সময়।
বালিকে মারিয়া রাজা করিব তোমায়॥
হেনমতে রঘুনাথ বালিরাজা মারি।
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজ্যঅধিকারী॥
চারি মাস তথায় থাকেন রঘুনাথ।
কপিরাজ সুগ্রীবে লইয়া তবে সাত॥
সমুদ্রসমীপে যান সৈন্য সমাবেশে।
হনুমান পাঠাইল সীতার উদ্দেশে॥
পবননন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা।
রাজপুত্র মারিয়া রাজারে দিল শঙ্কা॥
সীতার উদ্দেশ করি আইল মহাবীর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হইলেন তাহে স্থির॥
হেনকালে শুন রাজা দৈববিবরণ।
রাবণের অনুজ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
করযোড়ে কহিল রাজারে বিধিমতে।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে॥
ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি॥
যেই কালে বিভীষণে লঙ্ঘিল চরণে।
রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে॥
অতিদুঃখে বাহির হইল বিভীষণ।
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ॥
শ্রীরাম কহেন তুমি শত্রুসহোদর।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর॥
বিভীষণ বলে প্রভু মনে ভাব যদি।
তোমার সেবক আমি জনমঅবধি॥
ইথে অন্য মত যদি করি কদাচন।
হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ॥
কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাল।
শুনিয়া হৈলেন রাম আনন্দবিশাল॥
লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড়কর।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষসঈশ্বর॥
চিরকাল তপস্যা করিয়া যাহা পায়।
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয়॥
ইহা ছাড়ি অন্য বাঞ্ছা করে কোন জন।
হাসিয়া কহেন রাম বালক লক্ষ্মণ॥
কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী জন।
এই তিনে নিস্তার নাহিক কদাচন॥
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি।
না বুঝিয়া হাসিলা লক্ষ্মণ শিশুমতি॥
আজিহইতে মিত্র মম হইলা বিভীষণ।
লঙ্কা দিব তোমারে মারিয়া দশানন॥
তিন জন বিচার করিল এই মত।
লঙ্কায় গমনে সভে হইল উদ্যত॥
বানর সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে।
পাষাণ ভাসিল রাজা সাগরের জলে॥
বান্ধে নল সাগর রামের উপরোধে।
পার হৈয়া কটক সকলে কার্য্য সাধে॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরামদাস কহে শুন পুণ্যবান॥

অথ শ্রীরামের লঙ্কাপ্রবেশ।

যুদ্ধপতি প্রধান বাছিয়া দিল থানা।
সকল লঙ্কায় হৈল শ্রীরামের সেনা॥
ভয়েতে রাবণ বন্ধ করিলেক দ্বার।
মন্ত্রি লয়ে মন্ত্রণা করিল যুদ্ধ সার॥
সবান্ধবে স্বং শব্দে আইল দশানন।
দেখি চমকিত হইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একেং বিভীষণ দিল পরিচয়॥
শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীষণে।
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে॥
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ।
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ॥
অন্যং এই মত করিছে বিচার।
যুদ্ধ করি পরস্পর হৈল মহামার॥
সেনাপতিং হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণ রাক্ষসপতি রাম॥
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধ পরিপাটী।
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি॥
লজ্জা পায়ে পলাইল রাজা দশানন।
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন॥

তবে রাম পাঠাইলেন বালির নন্দনে।
অনেক ভর্ৎসিল গিয়া রাজা দশাননে॥
অঙ্গদের বচনে রাবণ দুঃখমতি।
পাঠাইল অনেক প্রধান সেনাপতি॥
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম্ম নৃপবর॥
বজ্র দন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি।
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ নাহিক অবধি॥
পড়িল রাক্ষস সেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধভরে আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥
করিল রাক্ষসীমায়া বহু২ রণে।
নাগপাশে বন্দি কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
গরুড় স্মরিয়া রাম পবনআদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈলেন প্রকার বিশেষে॥
গর্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
বিস্ময় মানিয়া অতিচিন্তাকুল মনে।
মহাপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে॥
আর চারি সেনাপতি রাবণকুমার।
ক্রোধাবেশে আসিয়া করিল মহামার॥
শিলাবৃক্ষ লয়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর॥
উভয় সৈন্যেতে হইল যুদ্ধ অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত॥
শুনিল রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুনর্ব্বার আইল কুমার মেঘনাদ॥
অপূর্ব্ব রাক্ষসীমায়া ইন্দ্রজিত জানে।
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোনখানে॥
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণসন্ততি।
চারি দ্বার মারিল প্রধান সেনাপতি॥
আছুক অন্যের কার্য্য শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে॥
কেবল জীবিতমাত্র ছিল তিন জন।
হনুমান সুষেণ রাক্ষস বিভীষণ॥
উপদেশ কহিলেক সুষেণ প্রধান।
আনে গন্ধমাদন পর্ব্বত হনুমান॥
ঔষধ চিনিয়া দিল সুষেণ বানর।
আপনি বাঁটিয়া দিল রাক্ষসঈশ্বর॥
যেইমাত্র পাইলেক ঔষধের ঘ্রাণ।
যত ছিল মৃত সৈন্য পাইল সভে প্রাণ॥
মৃত সৈন্য প্রাণ পাইল রামের প্রসাদে।
কাঁপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে॥

তবে বহু যুদ্ধ করি মৈল আকম্পন।
ভয় পাইয়া কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ॥
নিদ্রাহইতে উঠি যায় রাজসম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্ময় হইল ভাই দুই জনে॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সত্তরি যোজন উচ্চ শরীর কাহার॥
তবে বৃথা কি হেতু করিনু হেতা রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ॥
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহ অন্তর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে আমার সহোদর॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ।
নিদ্রা ভাঙ্গি চিয়াইলে অবশ্য মরণ॥
পাঁচ মাসে চিয়াইল ভয় পাইয়া মনে।
সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
তুষ্ট হয়ে শ্রীরাম দিলেন আলিঙ্গন॥
কুম্ভকর্ণে রাবণ কহিল সমাচার।
ক্রোধে মহাবীর আসি দিল মহামার॥
একেবারে গিলিল বানর শতে২।
বাহির হইল কেহ নাক কাণ পথে॥
দেখিয়া বিকটমূর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন॥
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ ধায় গিলিবারে।
সত্বরে মারেন রাম ব্রহ্মঅস্ত্র তারে॥
সেই বাণে মরিল দুরন্ত নিশাচর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর॥
ভাবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর।
কিপ্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার॥
বানর পড়িয়া লঙ্কা কৈল ছারখার।
কাহারে পাঠাব যুদ্ধে কে করিবে পার॥
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে।
সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে॥
বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে।
পরে কুম্ভ নিকুম্ভ প্রবেশ কৈল রণে॥
বল বুদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব হনুমান॥
দুই ভাই পড়িল লইয়া সর্ব্বসেনা।
বিনা ইন্দ্রজিত বীরে নাহি সম্ভাবনা॥
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন।
সসৈন্যে মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধহেতু আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥

ক্রোধে আসি তবে সে করিল বহু রণ।
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করে যে সত্বর।
দেখাদেখি মহাযুদ্ধ হৈল পরস্পর॥
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণনন্দন।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন॥
প্রবেশ করিয়া যেই যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল॥
যজ্ঞ আরম্ভিল দেব রাক্ষসকুমার।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে মৃত্যু নাহিক উহার॥
বিধিবাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে।
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট কৈলে॥
শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন।
যজ্ঞ নষ্ট কৈল গিয়া পবননন্দন॥
তবে ব্রহ্মঅস্ত্র তারে মারিল লক্ষ্মণ।
পরাণ পাইল হেন সহস্রলোচন॥
বার্ত্তা পাইয়া শোকাকুল রাক্ষসের পতি।
রাবণ আইল রণে অতিক্রোধমতি॥
ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

অথ রাবণ বধ।

পুত্রশোকে সমরে আইল দশানন।
দেখি অগ্রসর হইলেন যে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণের সঙ্গেতে আইল বিভীষণ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন॥
এই পাপহৈতে মোর সবংশে নিধন।
ইহারে বধিয়া শেষে বধিব লক্ষ্মণ॥
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতিক্রোধ মনে।
লক্ষ্মণ ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীষণে॥
এড়িলেক শেলপাট ভীষণ দর্শন।
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ॥
মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণ কাটিল দিব্য বাণে॥
দুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ।
যমদণ্ড শেল হাতে লইল রাবণ॥
ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে।
বুঝিলাম বীরপনা রক্ষা কৈলা পরে॥
আপনা সম্বর ঝাঁট যায় শক্তিবর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হইল ফাঁফর॥
প্রাণপণে বাণ মারে নারে নিবারিতে।
কালদণ্ড সমান আসিয়া শূন্যপথে॥
নির্ভরে বাজিল গিয়া লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রক্ত উঠে মুখে॥
শোকাকুল রঘুনাথ হৈলেন অজ্ঞান।
পর্ব্বত আনিল তবে বীর হনুমান॥
পর্ব্বতে ঔষধি ছিল তার অনুভবে।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ আনন্দিত সভে॥
কাল পূর্ণ হৈল রণে আইল রাবণ।
আপনি গেলেন রণে কমললোচন॥
রাবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি।
ইন্দ্র পাঠাইল রথ মাতলি সংহতি॥
সেই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌতুকে।
মাতলি লইল রথ রাবণসম্মুখে॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল দুই মহাবলে।
উপমা নাহিক স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে॥
যার যত শিক্ষা ছিল দোঁহে কৈল রণ।
মহাক্রোধ ভরে তবে কমললোচন॥
রাবণের দশ মুণ্ড কাটিলেন শরে।
পুনর্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে॥
পুনঃ২ যত বার কাটেন রাবণে।
বিনাশ না হয় দুষ্ট পূর্ব্বের সাধনে॥
যোড় করে বিভীষণ করে নিবেদন।
অন্য অস্ত্রে না মরিবে দুর্জ্জয় রাবণ॥
মৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরীপাশ।
সে বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ॥
হনুমানে আদেশিয়া কমললোচন।
ছলেতে আনিল বাণ পবননন্দন॥
সেই বাণ লয়ে রাম যুড়িয়া ধনুকে।
ক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে॥
হেনমতে পড়িল রাবণ মহাবল।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল তবে অমর সকল॥
তবে সীতা আনিল রাক্ষস বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তাঁরে কমললোচন॥
দশ মাস তোমারে আনিল নিশাচরে।
নাহি জানি ছিলা সীতা কেমন প্রকারে॥
আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয়।
পরীক্ষা করহ সীতা যদি মনে লয়॥
এমত শুনিয়া সীতা অতিদুঃখমনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষ্মণে॥
লক্ষ্মণ করিল কুণ্ড প্রবেশিল সীতা।
কৌতুক দেখিতে যত আইল দেবতা॥

রাম পড়িলেন সীতাবিচ্ছেদ অনলে।
হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা লৈয়া কোলে॥
ব্রহ্মাআদি সর্ব্ব দেব একত্র মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি রামেরে কহিল॥
আপনা না জানি কর মনুষ্যআচার।
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী অবতার॥
তোমারে দেখিতে আইল যত পিতৃলোক।
হের দেখ দশরথ তোমার জনক॥
দেবগণ বলে রাম মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর॥
পরে রাম সম্ভাষা করিয়া সর্ব্বজনে।
যতেক বিবুধ গেল আপন ভুবনে॥
বিভীষণে দিল রাম রাজ্যঅধিকার।
বানর সহিত কৈল বহু পুরস্কার॥
সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যা নগর।
সিংহাসনে বসিলেন রাজরাজেশ্বর॥
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম।
হেনমতে দুই ভাগে লইয়া দোঁহে জন্ম॥
সেই জয় বিজয় জন্মিল পুনর্ব্বার।
শিশুপাল দন্তবক্র নাম দোঁহাকার॥
পূর্ণব্রহ্ম হইয়া যাদব অবতার।
তব যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার॥
তিন অবতারেতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।
ভক্তজনে করিলেন এই পরিত্রাণ॥
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি দুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির॥
সভার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতা দুঃখে দ্রৌপদীর বিদরিল মন॥
বিষাদ না কর রাজা দুঃখ হইল অন্ত।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত॥
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যে জন উভর কুল কৈল পরিত্রাণ॥
নানা সুখ ত্যজিলেক স্বামির কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেক স্বামি সত্যবানে॥
ক্ষত্রকুলে তার তুল্য নহে কোন জন।
দ্রৌপদীরে দেখি যেন তাহার লক্ষণ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
অঙ্কেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সভাকার॥
এতেক ব্রাহ্মণ যার ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে॥
ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরামদাস॥

অথ সাবিত্রী উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ মহামুনি।
কহিলা রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হইল শরীর মুক্ত সফল এ জন্ম।
সাবিত্রী কাহার নাম কি বা তাঁর কর্ম্ম॥
কি বা ধর্ম্ম আচরিল কিবা উগ্রতপে।
কোন২ কুল উদ্ধারিল কোন রূপে॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে।
মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহগো আমারে॥
মুনি বলে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
অবনিতে ছিল অশ্বপতি মহীপাল।
অপুত্রক শিবসেবা করে বহুকাল॥
সন্তানবিহীন রাজা নিরানন্দমতি।
কত দিনে হৈল এক কন্যা রূপবতী॥
তপ্তস্বর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্কবিহীন কলানিধি মুখআভা॥
বিহঙ্গম চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা।
দশন মুকুতা পাঁতি সুমধুর ভাষা॥
কামের কামান জিনি তার যুগভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু রামরম্ভা উরু॥
কুরঙ্গনয়নী সে চামরতুল্য কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ॥
রূপের সমান তার গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা॥
কদাচ নাহিক অন্য মতি ধর্ম্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্প কর্ম্মে অতি সে প্রবীণা॥
প্রিয় বাক্যবাদিনী সকল ভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া॥
সাবিত্রী রাখিল নাম সবিত্রী তাহার।
সর্ব্বদা পবিত্রা কন্যা পবিত্র আচার॥
দিনে২ বাড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দ গমনে যায় যথা ইচ্ছা করে॥
সমান বয়স প্রিয়সখীগণ সাথে।
ভ্রমণ করয়ে সুখে চড়ি দিব্যরথে॥
বিশেষে বাপের রাজ্যে কিছু নাই ভয়।
উপনীত হৈল গিয়া মুনির আলয়॥
নানাবিধ কৌতুক দেখিল রাজসুতা।
হেনকালে অপূর্ব্ব শুনহ তার কথা॥
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি।
শত্রু নিল রাজ্য বনে করিল বসতি॥

তাহার নন্দন ছিল নামে সত্যবান।
রূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান॥
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
কত দূরে থাকিয়া সাবিত্রী দেখে তায়॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়েস।
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ।
যার রূপে উজ্জ্বল করিল তপোবন॥
বনবাসি জন কহে কর অবধান।
দ্যুমৎসেনের পুত্র নাম সত্যবান॥
এত শুনি সাবিত্রী হইল হৃষ্টমতি।
মনেতে বরিয়া তারে কৈল নিজপতি॥
গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া কহে সব কথা॥
কন্যাবাক্যে রাণী গিয়া কহে নৃপবরে।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
কোন বংশে জন্ম তার কি বা তার ধর্ম্ম।
না জানিয়া কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দ মন।
কত দিনে আইলেন ব্রহ্মার নন্দন॥
নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনিআগমনে॥
বসাইল দিব্য সিংহাসনের উপর।
বেদের বিহিত স্তুতি করিল বিস্তর॥
আনন্দে বসিল সভে কথোপকথনে।
হেনকালে সাবিত্রী আইল সেই স্থানে॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি।
পরম সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী॥
অশ্বপতি বলে মুনি কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যামাত্র সার॥
মুনি বলে সকল লক্ষণে তব সুতা।
বিবাহ দিয়াছ কি বা এ অবিবাহিতা॥
রাজা বলে শিশুমতি অত্যল্প বয়েস।
যোগ্যাযোগ্য ভাল মন্দ না জানে বিশেষ॥
বরিয়াছে কাহারে মুনির তপোবনে।
নিরূপণ না জানি সন্দেহ আছে মনে॥
ভাল হইল ভাগ্যবশে আইলা আমার।
চিরদিনে ঘুচিল মনের অন্ধকার॥
নারদ কহিল তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন বংশে জন্ম তার কাহার সন্ততি॥
সাবিত্রী কহিল দেব মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান নামে॥
নারদ কহিল আমি জানি সর্ব্ববার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি সাবিত্রী বরহ অন্য ভর্ত্তা॥
সাবিত্রী কহিল পূর্ব্বে বরিয়াছি মনে।
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হব কিসের কারণে॥
মুনি বলে দোষ নাই শুন মোর কথা।
সাবিত্রী কহিল মুনি না হবে সর্ব্বথা॥
পুনঃ২ দুহাঁকার এত বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হৈয়া তারে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
তাহার বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর।
কি কারণে বরিতে কহিলা অন্য বর॥
কোন বংশে জন্ম তার কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত বড় মন॥
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন॥
সূর্য্যবংশে শূরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তির পতি॥
মহারাজ মহিমাসাগর গুণবান্।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাহার সমান॥
খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
কত দিনে নৃপতির চক্ষু হইল অন্ধ॥
চক্ষুহীন শিশুপুত্র নাই অন্য জন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল শত্রুগণ॥
ভার্য্যা পুত্র সহিত করিল বনবাস।
মহাক্লেশে আছে সর্ব্ব সুখেতে নিরাশ॥
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হয় দুঃখ সুখভোগ॥
রাজা বলে কৃতার্থ করিলা তপোধন।
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দ মন॥
দুঃখ সুখ শরীরের সহযোগে জন্ম।
সময়ে প্রবর্ত্ত হয় আপনার কর্ম্ম॥
ভাল মন্দ আপন ইচ্ছায় কিছু নয়।
দৈবের সংযোগ সেই যখন যে হয়॥
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান।
আজ্ঞা কর সাবিত্রী কন্যারে করি দান॥
মুনি বলে জানিয়া নিষেধ করি আমি।
পুনঃ২ আমারে জিজ্ঞাসা কর তুমি॥
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমাহইতে শ্রেষ্ঠ।
সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট॥
আজিহইতে যাবত বৎসর পূর্ণ হয়।
সেই দিন সত্যবান মরিবে নিশ্চয়॥
কহিনু ভবিষ্য কথা যদি লয় মনে।
যোগ্য দেখি কন্যা দান কর অন্যজনে॥

শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী।
কহিতে লাগিল অশ্বপতি নরপতি ॥
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
বালকের ক্রীড়ায় নাহিক ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
ধনে মানে কুলে শীলে হবে গুণবান।
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যাদান ॥
দোষ না থাকিবে তার হবে রাজ্যেশ্বর।
এমন পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর ॥
কন্যাদানকর্ত্তা পিতা আছে পূর্ব্বাপর।
তাহে যদি মন নহে হবে স্বয়ম্বর ॥
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয়।
দেখিয়া বরিবে কন্যা যারে মনে লয় ॥
অল্প আয়ু কি হেতু বরিবে সত্যবান।
বিশেষে বৈধব্য দুঃখ মরণ সমান ॥
শুনিয়া দোহাঁর মুখে এতেক ভারতী।
কৃতাঞ্জলি সাবিত্রী কহিছে গুণবতী ॥
শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্য জন ॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী ॥
বিধবাযন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ ॥
অনিত্য সংসার এই অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন জন ॥
অসার সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কিমতে করিব অন্য কর্ম্ম ॥
ধিক২ সে ছার সুখের অভিলাষ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখআশ ॥
কি করিবে সুখে পিতা কত কাল জীব।
কুকর্ম্মে আজন্ম কাল নরকে থাকিব ॥
এত শুনি প্রশংসা করিল তপোধন।
আশীর্ব্বাদ করি গেল নিজ নিকেতন ॥
অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে ॥
বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান।
সাবিত্রী কহিল মম পতি সত্যবান ॥
ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচে কাশীরামদাস ॥

অথ সাবিত্রীসহিত সত্যবানের বিবাহ।

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন।
বন হৈতে সত্যবানে আনিল তখন ॥
বিধিমতে বিবাহ দিলেন নরপতি।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি ॥
পুত্রের বিবাহবার্ত্তা মহোৎসব শুনি।
হরিষ বিষাদে মনে কহে রাজা রাণী ॥
নিদারুণ বিধি কৈল এমত সংযোগ।
নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহু ভোগ ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ।
বনেতে নিবাস করি তপস্বির বেশ ॥
বধূ মম অশ্বপতি নৃপতির বালা।
হেন জন কি রূপে থাকিবে বৃক্ষতলা ॥
এই মত অনেক কহিল রাজা রাণী।
সাবিত্রী দেখিতে যত আইল ব্রাহ্মণী ॥
অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্বজন।
সমানে২ বিধি করিল মিলন ॥
তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজা মহাসাধু।
সে কারণে পাইলা সাবিত্রী হেন বধূ ॥
অনেক লক্ষণ দেখি ইহাঁর শরীরে।
এত বলি গেল সভে নিজ২ পুরে ॥
পরম আনন্দ মনে রহে চারি জন।
নিত্য২ সত্যবান প্রবেশিয়া বন ॥
নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে।
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে ॥
সাবিত্রীর মহিমা শুনিতে চমৎকার।
যার নামে ধন্য২ জগত সংসার ॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে।
নানা সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে ॥
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা ॥
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল।
মধুর সম্ভাষে বনবাসি বশ কৈল ॥
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী।
তার গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী ॥
যত্নে আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম।
নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি ধর্ম্ম ॥
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ।
শিল্প যত কর্ম্ম চিত্র বিচিত্র রচন ॥

দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান।
বৎসরেক সাবিত্রী আছয় সেই স্থান॥
নারদের বচন স্মরিয়া অনুক্ষণ।
লোকলাজে নানাকাযে নিবারিয়া মন॥
নিমেষ মুহূর্ত্তেকে প্রমাণে দণ্ড করি।
দণ্ডে২ গণি যায় দিবস শর্ব্বরী॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দ্বিপক্ষেতে মাস।
হেনমতে যায় মাস বাড়য়ে নিরাশ॥
এইমতে অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে।
রাজা রাণী সত্যবান কিছুই না জানে॥
এমত প্রকারে শুন ধর্ম্ম নরবর।
বৎসরেক শেষমাত্র দ্বিতীয় বাসর॥
চিন্তায় আকুল হইল নৃপতির সুতা।
বিচারিল পূর্ণ হইল নারদের কথা॥
অবশ্য হইবে যাহা করিবে ঈশ্বর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর॥
হেনমতে বিচার করিয়া সারোদ্ধার।
আরম্ভ করিল তবে সংসারের সার॥
পায়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
লক্ষ্মী নারায়ণেরে পূজয়ে অহর্নিশী॥
শুদ্ধ ভাবে এক মনে বসিল সুন্দরী।
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ব্বরী॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া সযতন।
বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন॥
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন দ্বিজগণ॥
এইরূপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর।
সেই দিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর॥
তাহাতে নৃপতিসুতা চিন্তাকুলমনা।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা॥
নিত্য২ সত্যবান প্রবেশিয়া বন।
ফল মূল কাষ্ঠ যত করে আহরণ॥
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয়।
বিচারিল বনে যাইতে হইল সময়॥
ভাবিয়া করণ্ড কুঠার লইল করে।
বিদায় হইল গিয়া মায়ের গোচরে॥
রাণী বলে শুন পুত্র দিবা অবশেষ।
এমত সময়ে বনে নাকর প্রবেশ॥
সত্যবান বলে মাতা না করিহ ভয়।
এখনি আসিব মাতা জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি চলিলেন রাজার কুমার।
বার্ত্তা পায়ে সাবিত্রী দেখিল অন্ধকার॥
শোকাকুলা বিচার করিয়া মনে মন।
পূর্ণ হইল যাহা কৈল ব্রহ্মার নন্দন॥
কাল পূর্ণ হইল আজি রাজার নন্দনে।
কর্ম্ম সূত্রে টানিয়া লইল মৃত্যু স্থানে॥
বিবাহ জনম মৃত্যু যথা যেই মতে।
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে॥
সে কারণে যেখানে তাহার মৃত্যু স্থান।
নৃপতিনন্দন তথা করিল পয়াণ॥
সতী ভাবে কালপ্রাপ্ত যদি মম পতি।
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি॥
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা।
শীঘ্রগতি গেল তবে পতি যায় যথা॥
নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন।
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানে কদাচন॥
রাজরাণী বার্ত্তা পাইল বধূ যায় বন।
চিন্তাকুলা মহিষী আইল সেইক্ষণ॥
সাবিত্রীর প্রতি কহে মধুর বচন।
কহ বধূ চিন্তা কর কিসের কারণ॥
ফল মূল লয়ে স্বামী আসিবে এখন।
কি কারণে মহাকষ্টে যাবা তুমি বন॥
অন্য কেহো নাই তাহে দেখ ঘোর বন।
কি কারণে চিন্তা কর স্বামির কারণ॥
দুই দিন হইল তাহে আছ উপবাসী।
ঘরে আসি ভোজন করহ সুখে বসি॥
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন।
কর যোড়ি কহিতে লাগিল সেইক্ষণ॥
আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন।
আজ্ঞা দেহ তবে রাণী দেখি আসি বন॥
বিশেষত আছয়ে শাস্ত্রের এ প্রসঙ্গ।
ব্রতশেষে বঞ্চিবেক নিজপতি সঙ্গ॥
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব।
আনন্দে স্বামির সঙ্গে এখনি আসিব॥
সাবিত্রীর আশয় বুঝিয়া রাজরাণী।
নিবৃত্তা হইল আর না কহিল বাণী॥
হেনমতে সাবিত্রী সহিত সত্যবান।
অত্যন্ত কাননমাঝে করিল পয়াণ॥
নানারূপ কৌতুক দেখিয়া দুই জন।
বহুবিধ ফল মূল কৈল আহরণ॥
মুনিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা।
অত্যন্ত আকুলা হইল দেখ চিন্তাযুতা॥
না জানি কেমনে হবে পতির নিধন।
সত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ॥

ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলে মুল ফল।
পত্র পরিপূর্ণ হইল নাই আর স্থল॥
রাখিয়া আঁকড়ি সাজি সাবিত্রীর কাছে।
কাষ্ঠহেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে॥
কুঠারে কাটিল তবে বৃক্ষ সহ ডাল।
উপস্থিত হইল আসিয়া মৃত্যুকাল॥
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া হইল অস্থির।
সহস্র নাগেতে যেন দংশিলেক শির॥
সত্যবান বলে শুন রাজার তনয়া।
বুঝিতে না পারি কিবা হৈল দেবমায়া॥
দশ দিগ অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ।
সহস্র২ শেল মারয়ে নির্ঘাত॥
তনুহইতে বাহির হইল বুঝি প্রাণ।
নিস্তার নাহিক আর হইনু অজ্ঞান॥
সাবিত্রী কহিল আমি জানি পূর্ব্ব কথা।
ধৈর্য্য হও এখনি ঘুচিবে শিরোব্যথা॥
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর।
হইবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর॥
নিজ অঙ্গে বসন পাতিয়া পুণ্যবতী।
উরুতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি।

চেতনরহিত হইল রাজার তনয়।
ক্রমে২ আয়ুঃ শেষ হইল তথায়॥
দেখিয়া নৃপতিসুতা ভাবে মনে মন।
কাল পরিপূর্ণ হইল রাজার নন্দন॥
অবশ্য আসিবে এথা কৃতান্ত কিঙ্কর।
দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর॥
হেন মতে সাবিত্রী রহিল ঘোর বনে।
হেতায় ডাকিল যম যত দূতগণে॥
সত্যবানে আনিতে কহিল ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞাতে আইল শঘ্র দূতের সমাজ॥
যথায় কাননে পড়ি নৃপতিনন্দন।
তাহার নিকটে গেল যত দূতগণ॥
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে॥
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইয়া বারতা।
আপনি আইল শীঘ্র সত্যবান যথা॥

দেখিয়া সাবিত্রী কহে তুমি কোন জন।
ধর্ম্মরাজ বলে আমি সভার শমন॥
রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী।
কাল পূর্ণ হৈল আজি লয়ে যাই আমি॥
শুনিয়া সাবিত্রী কহে যে আজ্ঞা তোমার।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘিতে শক্তি কার॥
মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সবে সত্য ধর্ম্মমাত্র অখিলের গতি॥
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে।
করযোড়ে রহিল যমের বিদ্যমানে॥
সত্যবান সমীপে আসিয়া সূর্য্যসুত।
শরীরহৈতে বারি করিল অদ্ভুত॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণতনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর॥
দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখবতী।
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি॥
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে।
কে তুমি কি হেতু বল যাবা কোথাকারে॥
কালেতে হইল তব পতির মরণ।
তার জন্যে বৃথা চিন্তা কর কি কারণ॥
সকলের নিয়ম আছয়ে এই মত।
কাল পূর্ণ হৈলে সবে যায় মৃত্যুপথ॥
আমার বচনে ঘরে যাহ গুণবতি।
শীঘ্রগতি স্বামির চিন্তহ ঊর্দ্ধগতি॥
ধর্ম্মরাজমুখে শুনি এতেক উত্তর।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড় কর॥
যে কিছু কহিলা প্রভু সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী॥
সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষ আমার।
মায়া পাশে কিহেতু যাইব পুনর্ব্বার॥
কাল পূর্ণ মরে পতি সেদুঃখ নাহি ভাবি।
সকলে মরিবে নহে কেহ চিরজীবী॥
এই মত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে যত জন।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে কারো বিধির সংযোগ॥
আপনার স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে মম পতি।
আমার কিসাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি॥
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগতি।
পূর্ব্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত॥

সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম।
সতের সংগতি হইলে করে নানাকর্ম্ম॥
সংসারের সার সঙ্গ বলে মুনিগণে।
সঙ্গদোষে চোর হয় সাধু সঙ্গগুণে॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি॥
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্যা ধন্য তব পিতা॥
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য সুধারস।
বর লহ সাবিত্রি হইনু তব বশ॥
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল যদি হইলে কৃপাবান।
অপুত্রক আছে পিতা দেহ পুত্রদান॥
যম বলে তারে আমি দিনু পুত্র বর।
যাহ শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িতে তিলেক নাহি মন॥
সতের সঙ্গতি যেন কাশীর নিবাস।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ॥
পূর্ব্বে পিতৃপুণ্যবলে নিজভাগ্য বশে।
তোমা হেন গুণনিধি পাইনু অনায়াসে॥
ইহাহইতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
পুনঃ২ আনন্দ জন্মাহ মম মনে।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে॥
সাবিত্রী কহিল যদি কৃপা হৈল মোরে।
শ্বশুর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তাঁরে॥
শমন কহেন চক্ষু হইবে তাঁহার।
রজনি অধিক হয় যাও নিজাগার॥
রাজার নন্দিনী কহে সব জান তুমি।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি॥
না চাহি তনয় বন্ধু নাহি চাহি পতি।
আজ্ঞা কর সতত ধর্ম্মেতে রহে মতি॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী॥
তব বাক্যে সানন্দ হইল মম মন।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন॥
সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু পাছে হয় ক্ষোভ॥
সে কারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে॥
সত্যবান জীবন ছাড়িয়া অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগ তুমি আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল বর মাগি যে শমন।
রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্য ধন॥
যম বলে শুন রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য যাহ নিজঘর॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির সৃজন॥
মায়াতে মোহিত সভে সত্য পথ ত্যজে।
ঘর ঘোর বিপদ সাগরে মাত্র মজে॥
আমার২ করি বলে সর্ব্ব জন।
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন॥
নারী পুত্র বান্ধব শ্বশুর পিতা মাতা।
অনর্থের হেতু সব মহাদুঃখদাতা॥
এসব পালন হেতু ত্যজে নিজধর্ম্ম।
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম॥
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা॥
নয়ন থাকিতে অন্ধ প্রায় যত লোক।
কর্ম্মসূত্রে বন্ধ যেন তসরের পোক॥
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায়।
যথা কালে আপনার কর্ম্ম ফল পায়॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কোন দোষে॥
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে।
নিজ সূত্রে বেষ্টিত হইয়া পাছে মরে॥
সেই মত পৃথিবীতে হইল যত লোক।
মায়ামোহে মজিয়া পশ্চাতে পায় শোক॥
সংসার অসার প্রভু সার ধর্ম্ম পথ।
তাহা বিনা আমার নাহিক মনোরথ॥
ঘর ঘোরবন্ধনে যাইতে কদাচন।
নিশ্চয়ে জানিহ দেব নাহি মম মন॥
উৎপত্তিতে তপ্তজীব চিন্তার হুতাশে।
শীতল হউক দেব তোমার পরশে॥
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি॥
ধন্য তব চরিত্র আমারে চমৎকার।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার॥
অল্পকালে ধর্ম্মেতে এতেক তব মতি।
তোমার তুলনা যোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি॥

পৃথিবীতে তোমার হইল যত যশ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ॥
স্বামি সত্যবানের জীবন অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগ লহ আমার গোচর॥
কন্যা বলে এই সত্যবানের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে॥
হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।
অঙ্গীকার নিজবাক্য করহ পালন॥
কৃতান্ত কহিল ঘরে যাহ গুণবতি।
মম বরে হবে তব শতেক সন্তুতি॥
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাহার পাছে করিল গমন॥
যম বলে কি কারণে যাহ তুমি কোথা।
চারি বর দিলাম জঞ্জাল কর বৃথা॥
সাবিত্রী কহিল দেব উত্তম কহিলা।
শত পুত্র জন্মিবে আপনি বর দিলা॥
অলংঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে।
আমার হইবে পুত্র সত্যবানহইতে॥
ইহার বিধান আগে কর ধর্ম্মরায়।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায়॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃত্যুপতি॥
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা॥
পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা॥
বিশেষে করিলা ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইলা এ চারি বর তাহার কারণে॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায়।
নতুবা শুন্যাছ কোথা মৈলে প্রাণ পায়॥
লহত তোমার পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান॥
যেই ব্রত করিলা বসিয়া অহর্নিশি।
লোক পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী॥
ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেই জন।
পাইবে পরম পদ্ম না যায় খণ্ডন॥
তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ।
আমাহইতে ভয় তার নাহি কদাচন॥
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাহ শীঘ্র গমন করহ লৈয়া স্বামী॥
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে।
অন্তকালে বসতি দোহাঁর বিষ্ণুলোকে॥
এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে।
আনন্দ বিধানে গেল আপনার স্থানে॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ সত্যবানের পুনর্জীবন।

নিজপতি পায়ে সতী হরষিত মতি।
স্বামির নিকটে গেল পুনঃশীঘ্রগতি॥
মহানন্দে লয়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে।
স্বামি অঙ্গে নিযোজিল পরম হরিষে॥
চৈতন্য পাইয়া উঠে রাজার নন্দন।
নিদ্রাহৈতে যেমন হইল জাগরণ॥
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর আইল রজনী॥
দেখি সত্যবান অতিচিন্তাকুল মনে।
কহিতে লাগিল সাবিত্রীর সম্বোধনে॥
কহ প্রিয়ে হইল দুরন্ত ঘোর নিশী।
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্যনিবাসী॥
চিনিতে না পারি পথ অন্ধকার ঘোর।
কেন প্রিয়া না করিলা নিদ্রাভঙ্গ মোর॥
হায় বিধি কালনিদ্রা মোরে আনি দিলে।
কান্দিবেক জনক জননী শোকাকুলে॥
সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মম কথা।
হইল যে কর্ম্ম তাহা চিন্তা কর বৃথা॥
নিদ্রাভঙ্গ করিলে অধর্ম্ম বড় হয়।
সেই জন্যে জাগাইতে মনে হৈল ভয়॥
মম মনে অবশ্য আছয়ে কিছু বেলা।
নিশ্চিন্তে রহিনু আমি মনে করি হেলা॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন বেলা নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিহ চিতে॥
অকারণে করহ গমন মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিব পথ॥
চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি।
কোন মতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্ব্বরী॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার এই মম নিবেদন॥
সত্যবান কহে প্রিয়ে উত্তম কহিলে।
ইহা না করিয়া কোথা যাব রাত্রিকালে॥
ইহা বলি উঠে দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত অন্তরে॥
তথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হইল অস্থির॥

শোকাকুলে অনেক কান্দয়ে রাজরাণী।
কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী॥
তিন দিন উপবাসী বধূ গেল সাথে।
না জানি কেমনে নষ্ট হইল বা পথে॥
এত কালে স্বামী যদি পাইল চক্ষুদান।
হারাইল রত্ন নিধি পুত্র সত্যবান॥
হায় বধূ সাবিত্রী কুমার সত্যবান্।
তোমা দোঁহা না দেখিয়া ফাটে মম প্রাণ॥
ঘোর বনে বন জন্তু শত২ ছিল।
অভাগীর কর্ম্ম দোষে দুহারে হিংসিল॥
নাম ধরি কাঁন্দিয়া উঠিল দুই জনে।
কারণ জানিতে গেল যত মুনি স্থানে॥
একে২ কহিল যতেক মুনিগণ।
কি হেতু তোমরা এত করিছ ক্রন্দন॥
আশ্বাস করিয়া কয় না করিহ ভয়।
সুখের লক্ষণ রাজা জানিহ নিশ্চয়॥
আমা সভাকার বাক্য কভু নহে আন।
সর্ব্ব সুখে আসিবে সাবিত্রী সত্যবান॥
সান্ত্বনা করিয়া দোঁহে পাঠাইল ঘর।
চিন্তাকুলে রহে দোঁহে দুঃখিত অন্তর॥
এতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেক সেই নিশী।
হেনকালে অরুণ উদয় পূর্ব্ব দিশি॥
প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন।
ফল মূল কাষ্ঠ লয়ে করিল গমন॥
এথা রাজা রাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে নিকটে আইল দুই জন॥
তিতিল দোঁহার অঙ্গ প্রেম অশ্রু জলে।
সেই মত আনন্দ হইল বনস্থলে॥
আশ্রমে আইল দোঁহে প্রফুল্ল বদনে।
সত্যবান সাবিত্রী আইল নিকেতনে॥
শুনিয়া আইল যত ছিল মুনিগণ।
বিস্ময় মানিয়া সভে জিজ্ঞাসে কারণ॥
সভাকারে কহিল সাবিত্রী বিবরণ।
আদ্য অন্ত যত সব বনের কথন॥
এত শুনি সর্ব্ব জন সাবিত্রীর কথা।
জানিল মনুষ্য নহে অশ্বপতিসুতা।
বহুবিধ প্রশংসা করিল সর্ব্ব জন।
আশীর্ব্বাদ করি সভে করিল গমন॥
সাবিত্রীর চরিত্র শুনিয়া রাজা রাণী।
আপনাকে কৃতকৃত্য ভাগ্য হেন মানি॥
স্নান দান করি রহে হরিষ অন্তরে।
শুন ধর্ম্মরাজ তার কত দিনান্তরে॥
অশ্বপতি নৃপতি হইল পুত্রবান।
শত্রু জিনি নিজ রাজ্য নিল সত্যবান॥
সাবিত্রীর শত পুত্র হৈল যথা কালে।
নিজ রাজ্য একত্র বঞ্চিল কুতূহলে॥
সাবিত্রীর তুল্য নাই এ তিন ভুবনে।
দুই কুল উদ্ধার করিল নিজগুণে॥
মৃত জন প্রাণ পাইল অন্ধ চক্ষু দান।
অপুত্রক ছিল রাজা হৈল পুত্রবান॥
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি।
নিজ রাজ্য উদ্ধার করিল গুণবতী॥
এই হেতু সর্ব্ব জন ভুবন ভিতরে।
সাবিত্রী সমান বলি আশীর্ব্বাদ করে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীরে দেখি আমি তাহার লক্ষণ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ।
আনন্দ বিধানে রহে পাণ্ডবসমাজ॥
ভারত চরিত্র রচে মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধেতে রচিল তাঁর দাস॥

অথ যুধিষ্ঠিরের কাম্যবন ত্যাগ
এবং দ্রৌপদীর অহঙ্কার বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণাসহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর॥
মার্কণ্ডেয় মুনি যদি করিল গমন।
হইল বিষাদে মগ্ন সভাকার মন॥
কাম্য বন ত্যাগ হেতু বিচারিয়া মনে।
দ্বারকাহইতে আনিলেন নারায়ণে॥
দিন কত তথায় রহেন যদুবীর।
আনন্দ সাগরে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির॥
আর দিন সর্ব্ব জন বসি একযোগে।
কহিলেন যুধিষ্ঠির গোবিন্দের আগে॥
মম এক নিবেদন দৈবকীতনয়।
অতঃ পর এথায় রহিতে যোগ্য নয়॥
নষ্ট চেষ্টা আরম্ভ করিল দুষ্টগণ।
পুনঃ২ আসি সবে করিবে হিংসন॥
আর দেখ হইল মম অজ্ঞাত সময়।
ইহাতে নিকট শত্রু কভু ভাল নয়॥
এই বন ত্যজিয়া যাইব দূর দেশ।
খুজিয়া কৌরব যথা না পায় উদ্দেশ॥
সে কারণে নিবেদন করি ভগবান।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেহয় বিধান॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাহা কহিতেছ তুমি।
ইহার বিচার পূর্ব্বে করিয়াছি আমি॥
চল সভে অজ্ঞাতে বঞ্চিবা অনায়াসে।
কৌরব চণ্ডাল নাই যায় যেই দেশে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
আনন্দিত যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করি ধর্ম্মরাজ।
নিকটে আনিয়া যত ব্রাহ্মণসমাজ॥
কর যোড়ে কহিলেন রাজা দুঃখি মন।
অবধান কর সভে মর্ম্ম নিবেদন॥
সভে জান হইল আসি অজ্ঞাত সময়।
সে কারণে নিবেদিতে মনে করি ভয়॥
কৃপা করি যাও সভে হস্তিনানগর।
যাবত না হয় মম অজ্ঞাত বৎসর॥
করিবে সভার সেবা মম জ্যেষ্ঠ তাত।
কহিবা পাণ্ডব গেল বঞ্চিতে অজ্ঞাত॥
তবে যদি তথায় রহিতে নাই মন।
পঞ্চাল দেশেতে সভে করহ গমন॥
আশীর্ব্বাদ কর তোমাসভার প্রসাদে।
অজ্ঞাত বৎসর যেন বঞ্চি অপ্রমাদে॥
এত শুনি বিদায় হইল সর্ব্ব জন।
হৈলেন পরম দুঃখী ধর্ম্মের নন্দন॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণগণ চলে।
কতক হস্তিনা গেল কতক পঞ্চালে॥
দ্বিজগণে বিদায় করিয়া যুধিষ্ঠির।
কাম্য বনহৈতে তবে হৈলেন বাহির॥
আগে ধর্ম্ম চলেন ব্রাহ্মণ কত জন।
গোবিন্দ সহিত যান পাছে চারি জন॥
চলিলেন যাজ্ঞসেনী পাকপাত্র হাতে।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপা সভার পশ্চাতে॥
চির দিন বসতি আছিল কাম্য বন।
ছাড়িয়া যাইতে সভে নিরানন্দ মন॥
নানাবিধ পর্ব্বত অসংখ্য নদ নদী।
স্থাবর জঙ্গমআদি কে করে অবধি॥
বিবিধ বনের শোভা দেখিয়া কৌতুকে।
পবন গমনে সভে যান মনঃ সুখে॥
তদন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে।
নিকটে আইল সভে কাম্য সরোবরে॥
দেবের দুর্লভ সেই তীর্থ মনোরম।
জলে জলজন্তু নানা জাতি বিহঙ্গম॥
প্রফুল্ল কমলে ভৃঙ্গ পীয়ে মকরন্দ।
কুসুম উদ্যান তটে দেখিতে আনন্দ॥
বসিল বৃক্ষের তলে দেখি মনোরমে।
বিশ্রাম করিল সভে পথ পরিশ্রমে॥
জল স্থল দেখিয়া উত্তম কাম্য বন।
নানা মত প্রশংসা করেন সর্ব্ব জন॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইথে কর সবে স্নান।
পৃথিবীতে তীর্থ নাই ইহার সমান॥
এ তীর্থ স্পর্শনে নাই যমঅধিকার।
তর্পণ করিলে হয় পিতৃর উদ্ধার॥
এতেক কহেন যদি দৈবকীনন্দন।
আনন্দ বিধানে স্নান কৈল সর্ব্ব জন॥
হেনমতে পঞ্চ ভাই পরম কৌতুকে।
তিন রাত্রি বঞ্চি তথা রহিলেন সুখে॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্ব জনে।
হেনকালে দ্রুপদনন্দিনী করে মনে॥
এ তিন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা।
স্বামির সহিত বনে দুঃখেতে দুঃখিতা॥
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করএ মুনিগণ।
নিশ্চয় জানিনু মম সফল জীবন॥
অখিল ভুবনপতি যার এত বশ।
ইহার অধিক মম কি আছে পৌরুষ॥
এই মত অহঙ্কার কৈল যাজ্ঞসেনী।
অন্তর্যামী সকল জানেন চক্রপাণি॥
গর্ব্ব চূর্ণ নিমিত্ত ভাবেন নারায়ণ।
হেনকালে দেখেন মুনির তপোবন॥
নানা বৃক্ষে নানা ফল ধরে বিধিমতে।
এইমতে কৌতুক দেখিয়া দুই ভিতে॥
পাসরিয়া পথশ্রম মহাআনন্দিত।
কত দূরে মুনির আশ্রমে উপনীত॥
স্বর্গের সমান সেই স্থান মনোহর।
দেখি হৃষ্টমতি ধর্ম্ম পঞ্চ সহোদর॥
দৈবে পথ শ্রমে হইল অবশ শরীর।
শ্রান্তিযুক্ত তথায় বসেন যুধিষ্ঠির॥
স্নান দান করিতে লাগিল কত জন।
আলস্য ত্যজিতে কেহ করিল শয়ন॥
ইষ্টের পূজনহেতু কেহ পুষ্প তোলে।
ফল মূল আনে কেহ ক্ষুধার অনলে॥
হেনকালে যার যে আনন্দে আছে তথা।
দৈবের সংযোগেতে শুনহ তার কথা॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্প চূর্ণকরণ।

দ্যামে এক অকালে অপূর্ব্ব ফল দেখি।
অর্জ্জুনে কহিল কৃষ্ণা পরম কৌতুকী॥
আশ্চর্য্য দেখহ দেব এ বড় বিস্ময়।
এই আম্র পাড়ি দেহ কৃপা যদি হয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিব্য শর।
আম্র পাড়ি দিলেন দ্রৌপদীর গোচর॥
আম্র হাতে করি কৃষ্ণা আনন্দিত মন।
হেন কালে আইলেন দৈবকীনন্দন॥
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে।
কহিলেন বনমালী দুঃখিত অন্তরে॥
ভাল নহে কি কর্ম্ম করিলা তুমি পার্থ।
কিহেতু করিলা হেন দুরন্ত অনর্থ॥
তোমার কি দোষ দিব বিধির সংযোগ।
পূর্ব্ব কৃত অশুভ কর্ম্মের এই ভোগ॥
হেন বুদ্ধি হয় যার হয় কাল পূর্ণ।
পণ্ডিতজনেরে করায় মতিচ্ছন্ন॥
নিশ্চয়ে মজিলা হেন লয় মম মনে।
হইল কুবুদ্ধি কেন তোমা হেন জনে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসেন কহ যদুবীর॥
যাহাতে পাইলা ভয় তোমা হেন জন।
অল্প কথা নহে এই দৈবকীনন্দন॥
অনর্থের হেতু এই অকালের ফল।
কাহার শাসন দেব এই বন স্থল॥
কোন মহাজন সেই কত বল ধরে।
কিমতে রহিব আজি এই বনান্তরে॥
কিমতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ।
অব্যর্থ তোমার বাক্য বজ্রের সমান॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মুনি নামে সন্দীপন।
তাঁহার কানন এই শুনহ রাজন॥
যার নামে সুরাসুর হয় কম্পমান।
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাক্য বজ্রের সমান॥
ত্রিভুবনে আছয়ে যতেক সিদ্ধ ঋষি।
সন্দীপন তুল্য কেহ নাহিক তপস্বী॥
বহুকাল আশ্রয় করয়ে এই বন।
কদাচিত কোন স্থানে না যায় কখন॥
তপস্যা করিতে যায় প্রত্যুষ সময়ে।
সমস্ত দিবস সেই অনশনে রয়॥
আশ্চর্য্য দেখহ তার তপস্যার ফলে।
প্রতিদিন এক আম্র এই বৃক্ষে ফলে॥
সমস্ত দিবস গেলে সন্ধ্যাকালে পাকে।
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম কৌতুকে॥
বৃক্ষহইতে আম্র পাড়ি করয়ে ভক্ষণ।
এই মতে বহুকাল আছে সন্দীপন॥
হেন আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিল পার্থ।
দোঁহার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি॥
চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কহ পার্থ কি কর্ম্ম করিলা হায় হায়॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশক্য জানিয়া হইলেন যে অস্থির॥
কর যোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবের ভাল মন্দ তোমারে সে লাগে॥
পাণ্ডবের রক্ষা করে নাহি হেন জন।
গুপ্ত কথা নহে এই দৈবকীনন্দন॥
রাখিবে রাখহ নহে যাহা লয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন জনে॥
তোমাহইতে যে কর্ম্ম না হইবে শমতা।
অন্য জন সে কর্ম্মেতে চিন্তা করে বৃথা॥
তোমার আশ্রিত যে আমরা পঞ্চ জন।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ নারায়ণ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি।
বৃক্ষেতে ফলিয়া আম্র ছিল হে যেমতি॥
সেই মত বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার।
তবে সে হইবে রাজা সভার নিস্তার॥
যুধিষ্ঠির বলেন দেব এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোক পালে যেই জন॥
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাহার আজ্ঞায়।
গাছে আম্র লাগাইতে তার কোন দায়॥
গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রতিকার।
বৃক্ষ ডালে আম্র লাগে সভার নিস্তার॥
করিলে করিতে পার নহে বড় কায।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ॥
যুধিষ্ঠির বলেন কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি এই প্রতিকার॥
প্রতিকারে মৃত্যু ইচ্ছা করে কোন জনে।
আজ্ঞা কর পালন করিব প্রাণপণে॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কায।
সভার নিস্তার হয় শুন মহারাজ॥

যাজ্ঞসেনী আরো যে তোমরা পঞ্চ জনে।
কোন কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে॥
সবার মনের কথা কহ মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ তবে আম্র লাগে॥
এই মত সকলে করিল অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার॥
শুন চিন্তামণি চিন্তা করি অনুক্ষণ।
পূর্ব্ব মত সম্পদ হইবে নারায়ণ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী॥
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল আম্র উঠে কত পথ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সভে হরিষ অন্তর।
তদন্তরে কহিতে লাগিল বৃকোদর॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী।
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
গদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি।
দুষ্ট দুঃশাসনের নখেতে বুক চিরি॥
উদর পূরিব আমি তাহার শোণিতে।
দ্রৌপদীর কুন্তল বান্ধিব এই হাতে॥
মহামদে মত্ত হইয়া দুষ্টবুদ্ধি কুরু।
বস্ত্র তুলি কৃষ্ণারে দেখাল নিজ উরু॥
রণমধ্যে ভাঙ্গিয়া পাড়িব গদা মারি।
এই চিন্তে করি আমি দিবস শর্ব্বরী॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
কত দূরে আম্রের হইল উর্দ্ধগতি॥
অর্জ্জুন কহেন এই জাগে মন মনে।
অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চ জনে॥
দুই হাতে চতুর্দ্দিগে ফেলাইল ধূলা।
তাদৃশ অস্ত্রেতে কাটি দুষ্ট ক্ষত্রগুলা॥
দিব্য বাণে কর্ণবীরে করিব নিধন।
ভীমসেন মারিবেক ভাই শত জন॥
এসব ভাবিয়া করি কালের হরণ।
আমার মনের কথা শুন নারায়ণ॥
তবে আম্র কত দূরে উঠে উর্দ্ধপথে।
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
শুন কৃষ্ণ যে কথা মনেতে চিন্তা করি।
দেশে গিয়া রাজা হইলে ধর্ম্মঅধিকারী॥
পূর্ব্ব মত রহিব হইয়া যুবরাজ।
ধর্ম্মরাজ ভেটাইব নৃপতিসমাজ॥
বিচারিয়া বলিব দেশের ভাল মন্দ।
তবে আম্র কত দূরে উঠিল স্বচ্ছন্দ॥

সহদেব বলে অনুক্ষণ ভাবি মনে।
রাজ্যে গিয়া নৃপতি বসিবে সিংহাসনে॥
করিব রাজার আগে চামর ব্যজন।
করিব সভার তত্ত্ব যত পুরজন॥
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণভোজনে।
সব দুঃখ পাসরিব জননী পালনে॥
মনের মানস কহিলাম নিষ্কপটে।
এতেক কহিতে আম্র কত দূর উঠে॥
অতঃপর কহিতে লাগিল যাজ্ঞসেনী।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনি॥
আমারে দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত।
ভীমার্জ্জুন বাণে হবে সর্ব্ব জন হত॥
তাসভার নারীগণ কান্দিবেক দুঃখে।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে॥
পূর্ব্ব মত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব॥
এতেক কহিল যদি কৃষ্ণা গুণবতী।
পুনর্ব্বার আম্রের হইল অধোগতি॥
মহাভীত হইয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
কিহেতু পড়িল আম্র কহ যদুবীর॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কি কহিব কথা।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদদুহিতা॥
কহিল সকল যত কপটবচন।
সে কারণে পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন॥
ব্যগ্র হয়ে পঞ্চ ভাই কহে করপুটে।
উপায় করহ কৃষ্ণ যাহে আম উঠে॥
গোবিন্দ কহেন কৃষ্ণা কহ সত্য কথা।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা॥
কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম্ম নরপতি।
কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতি॥
কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে।
সভার জীবন রয় গাছে আম্র লাগে॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম্মের তনয়।
কিছু না কহিয়া দেবী মৌনভাবে রয়॥
দেখিয়া কুপিল তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রৌপদীরে মারিতে যুড়িল দিব্য শর॥
অর্জ্জুন কহেন শীঘ্র কহ সত্য কথা।
নহে তীক্ষ্ণ বাণেতে কাটিব তোর মাথা॥
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি।
লজ্জা ত্যজি কহিতে লাগিল গুণবতী॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর।
কায়মনোবাক্য তুমি জান সভাকার॥

যজ্ঞকালে কর্ণবীর আইল যখন।
তারে দেখি আমার হইল এই মন॥
এই জন হইত যদি কুন্তীর নন্দন।
ইঁহার সহিত পতি হইত ছয় জন॥
সেই কথা এখন হইল মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠিল সেইক্ষণে॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত।
আশ্চর্য্য মানিয়া সভে হইল আনন্দিত॥
নিস্তার পাইয়া মৌনে রন যুধিষ্ঠির।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহে বৃকোদর বীর॥
এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি।
একপতি সেবে যে কুলের কুলবতী॥
বিশেষে তোমার এই পতি পঞ্চ জন।
তথাপি বাঞ্ছিস মনে সূতের নন্দন॥
ইহাতে কহাইস লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রকৃতি॥
সভামধ্যে বোলাইস পরম পবিত্র।
এত দিনে ব্যক্ত হইল নারীর চরিত্র॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী তুই দুষ্টমতি।
কি জন্যে হইল তোর এমন কুরীতি॥
শত্রু জনে যদ্যপি আছয়ে তোর মন।
আর তোরে বিশ্বাস করিবে কোন জন॥
এত বলি মহাক্রোধে গদা লয়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যায় বিক্রমে অসীম॥
সহাস্য হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
বিধুগতি ভীমের ধরেন দুই হাত॥
হাস্য যুক্ত শ্রীমুখে কহেন ভীমসেনে।
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে॥
কদাচিত দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ॥
লোকার্থ সকল বৃত্তান্ত জানি আমি।
অকারণে কৃষ্ণারে নিন্দহ পার্থ তুমি॥
নারীমধ্যে এমত নাহিক কোন জন।
তবে যে কহিল কৃষ্ণা ত্রাসের কারণ॥
ইহার কারণ আছে অতি গুপ্তকথা।
এখন উচিত নহে কহিব সর্ব্বথা॥
দেশে গেলে নৃপতি বসিবে সিংহাসনে।
বিশেষ করিয়া তা কহিব সর্ব্ব জনে॥
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী।
ক্ষিতিমধ্যে আছে যে কহিতে নাহি পারি॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
নিবৃত্ত হইয়া বৈসে বীর বৃকোদর॥
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
লজ্জায় মলিন মুখে রহে যাজ্ঞসেনী॥
অলঙ্ঘ্য কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
কেবল কৃষ্ণার গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে॥
করিলেন এত ছদ্ম মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
স্নান দান কৌতুকে করিল সর্ব্বজনা॥
ফল মূল আহার করিল কুতূহলে।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণেরে কহিল সত্যবোলে॥
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান।
এ স্থানহইতে করি আমরা প্রস্থান॥
কৃষ্ণ কন আসিয়াছি মুনির আশ্রমে।
বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইব কেমনে॥
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত।
আসিয়া আশ্রমে মুনি হবেন দুঃখিত॥
বলিবেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি॥
সে কারণে দিনেক থাকিতে যুক্তি হয়।
এ যুক্তি সভার মনে লয় কি না লয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার।
ত্রিভুবন ভিতরে লংঘিতে শক্তি কার॥
এত বলি কৌতুকে রহেন সর্ব্ব জন।
হেতা মুনি জানিল কৃষ্ণের আগমন॥
আপনারে প্রশংসা করিল বহুতর।
ধন্য আমি সফল হইল কলেবর॥
তপস্যা করিয়া যারে দৃষ্টি অভিলাষী।
অযত্নে তাহার দেখা পাই ঘরে বসি॥
এত বলি কৌতুকে তুলিল ফল মূল।
হরিষ অন্তরে চলে হইয়া আকুল॥
আশ্রমে আসিয়া মুনি হৈল উপনীত।
মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত॥
পূরাইতে শ্রীহরি ভক্তের মনোরথ।
অগ্রসর হইয়া আইলেন কত পথ॥
সেই মতে সর্ব্বজন আইল সংহতি।
মুনিবরে প্রণাম করিল হৃষ্টমতি॥
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন।
অনন্ত তোমার মায়া জানে কোন জন॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন॥
বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন॥
সেইমত আসন দিলেন সর্ব্ব জনে।
রহিলেন সর্ব্ব জন আনন্দিত মনে॥

অতিথি বিধানে কৈল সভাকার পূজা।
পরম আনন্দমতি যুধিষ্ঠির রাজা॥
নানা কথা কৌতুকে রহিল মনোরথে।
রজনী বঞ্চিয়া সভে উঠিল প্রভাতে॥
পঞ্চ ভাই প্রণাম করিয়া মুনিবরে।
বিদায় হইয়া যান হরিষ অন্তরে॥
কহিলেন বহু কৃষ্ণ মুনি সন্দীপনে।
সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চ জনে॥
তথাহইতে পূর্ব্ব ভিতে করেন গমন।
দুই দিগে দেখেন অনেক রম্য বন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

অথ যুধিষ্ঠিরের শূরসেন বনে স্থিতি।

মুনি বলে শুন কথা কহিতে বিস্তর।
এই মত সংহতি পাণ্ডব দামোদর॥
শূরসেন নামে বন যমুনার তটে।
উপনীত সর্ব্ব জন তাঁহার নিকটে॥
জল স্থল দেখি সব বিচিত্র কানন।
বিশ্রাম করিতে বসিলেন সর্ব্ব জন॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা কর অবধান।
বনমধ্যে এমন নাহিক রম্যস্থান॥
জলস্থল অগম্য অসংখ্য মৃগ পাখী।
ইহাতে আশ্রম কর পরম কৌতুকী॥
চতুর্দ্দিগে ইহার নাহিক রাজাচয়।
যথা সুখে অজ্ঞাত বঞ্চহ মহাশয়॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তৈলঙ্গ গুজরাট।
কাম্বোজ কর্ণাট মদ্র বিভঙ্গ বিরাট॥
অযোধ্যা পঞ্চাল কাশী কনখল দেশ।
সিন্ধিসেন কাশি ভোজ কাশ্মীরবিশেষ॥
ইত্যাদি অনেক রাজ্য নিকটে আছয়।
কদাচিত নাহি ইথে কৌরবের ভয়॥
ইথিমধ্যে নিবাস করিয়া কোন দেশে।
বৎসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিবা গুপ্তবেশে॥
তদন্তরে রাজ্যে গিয়া হইবা নৃপতি।
আমারে বিদায় কর যাই দ্বারবতী॥
বিশেষে হইল তব অজ্ঞাত সময়।
অতঃপর অত্যন্ত জনতা ভাল নয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ কি কহিব আর।
তোমারে একান্ত লাগে পাণ্ডবের ভার॥
সহায় সম্পত্তি সখা বন্ধু মিত্র ভাই।
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই॥
পুনঃ২ রাখিয়াছ অনেক সঙ্কটে।
অজ্ঞাতে রাখহ কৃষ্ণ দুষ্টের কপটে॥
গোবিন্দ কহেন রাজা না করিহ ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয়॥
যখন যে কার্য্য তব হবে উপস্থিত।
জ্ঞাতমাত্র আসিয়া করিব সুবিহিত॥
এত বলি যান কৃষ্ণ দ্বারকানগর।
শুনিয়া পাণ্ডব পঞ্চ দুঃখিত অন্তর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্যে ধর্ম্মের ছলনা।

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে রহস্য শুনহ নৃপবর।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পঞ্চ সহোদর॥
বৃক্ষমূলে বসি রাজা বলেন ভীমেরে।
জল কোথা আছে ভীম আনহ সত্বরে॥
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করিল গমন।
সে বনে না পায় বীর জল অন্বেষণ॥
কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবন নন্দন যায় পবনের গতি॥
কত দূরে দেখে এক কুসুম কানন।
নানাজাতি ফল ফুলে অতি সুশোভন॥
অশোক কিংশুক জাতী তগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝাঁটি শেফালিকা॥
ইন্দ্রমণি পলাশ কাঞ্চন নানা ফুল।
মধুলোভে উড়ে বৈসে মত্ত অলিকুল॥
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে পরম কৌতুকে॥
তথাহৈতে তায় বীর অতি মনোদুঃখে।
কোথায় পাইব জল যাব কোন মুখে॥
চিন্তাকুল বৃকোদর করিছে গমন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর সৃজেন তথায়॥
আপনি মায়ায় বকপক্ষি রূপ ধরি।
রহিলেন তথায় ছলনা মনে করি॥

পাইয়া জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিত আইল তথা হরিষঅন্তর॥
জল দেখি তুষ্ট হয়ে পবননন্দন।
পান করিবারে বীর নামিল তখন॥
মায়াপক্ষী বলে ওহে শুন মতিমান।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে॥

প্রশ্ন শ্লোকঃ।

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে। মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।

অস্যার্থঃ।

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥
ভীম বলে আগে করি জল আস্বাদন।
তবে সে করিব তব সমস্যা পূরণ॥
তৃষ্ণায় আকুল ভীম অহঙ্কারী মনে।
জল স্পর্শ মাত্রেতে মরিল সেইক্ষণে॥
হেতায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে২ কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া॥
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ।
কিবা হেতু ভীমের বিলম্ব এত ক্ষণ॥
শীঘ্রগতি ভীমের করহ অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কার সঙ্গে করিতেছে রণ॥
আজ্ঞামাত্র পার্থ বীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হাতে তূণ পূর্ণ শর॥
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীমঅন্বেষণে॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া পার্থ বীরবর।
চলিলেন নিজ সুখে নির্ভয়অন্তর॥
বসন্ত সময় তাহে কোকিল কুহরে।
মকরন্দে অলিকুল সদা কেলি করে॥
কুহু২ রবেতে কোকিলগণ গান।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর সরোবরে যান॥
কত ক্ষণে উত্তরিয়া মায়াসরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান পান করিবারে॥
হেনকালে বকরূপী কন ধর্ম্মরায়।
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনঞ্জয়॥
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর বারিপান।
পরশ করিবামাত্র যাবা যমস্থান॥
ধর্ম্মবাক্যে ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দম্ভে চলিলেন বারিপানে॥
পড়িয়াছে বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর॥
এই জলহৈতে হৈল ভ্রাতার নিধন।
আমি কোন লাজে আর রাখিব জীবন॥
মায়াজল পরশ করিতে ইন্দ্রসুত।
শরীরহৈতে তার গেল পঞ্চভূত॥
এখানে ভাবিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হৈলেন অস্থির॥
নকুলেরে কহিছেন ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমার্জ্জুনঅন্বেষণে যাও শীঘ্রগতি॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস॥

অথ ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা।

লঘু ত্রিপদী।

নকুলের প্রতি কহেন ভূপতি
শুনহ আমার বাণী।
ভাই দুই জন জলের কারণ
গেল কোথা নাহি জানি॥
কর অন্বেষণ গহন কানন
জল আন শীঘ্রগতি।
পাপিষ্ঠ তৃষ্ণায় প্রাণ ফেটে যায়
শুন ভাই মহামতি॥
রাজআজ্ঞা শুনি চলিল তখনি
মাদ্রীর তনয় বীর।
মহাসন্তোদয় নির্ভয়হৃদয়
মনে২ ভাবে ধীর॥
দেখিতে সুন্দর অতিশোভাকর
কুসুমউদ্যান যত।
অতিসুশোভন সেইত কানন
পশু পক্ষীআদি কত॥

দেখিয়া কানন আনন্দিত মন
চলিল সত্বরে ধীর।
কত ক্ষণ পরে মায়াসরোবরে
আইল নকুল বীর॥
দেখি সরোবর হরিষঅন্তর
বিহরে কত বিহঙ্গ।
আরো লাখে লাখ হংসচক্রবাক
বিরাজে রমণীসঙ্গ॥
নকুল হেরিয়া আকুল হইয়া
চলে সরোবরতীর।
কহে এ সময় ধর্ম্ম মহাশয়
শুন হে নকুল বীর॥
প্রশ্ন চারি কও তবে জল খাও
নহে যাবা যমপুরে।
তৃষ্ণায় আকুল হইয়া নকুল
সে কথা অগ্রাহ্য করে॥
জলপানতরে চলিল সত্বরে
সেই মায়াসরোবরে।
বিধির ঘটন কে করে খণ্ডন
পরশনমাত্রে মরে॥
হোতা রাজা বসি হইল হতাশী
বিলম্ব দেখিয়া অতি।
দুঃখযুক্ত মন চিত্ত উচাটন
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মতি॥
অরণ্যের কথা সুখ মোক্ষদাতা
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে মনোহর ছন্দে
বিরচিল কাশীদাস॥

অথ ভীমার্জ্জুন নকুলের অন্বেষণে
সহদেবের যাত্রা।

পয়ার।

যুধিষ্ঠির রাজা অতিব্যাকুলিত মনে।
সহদেবে কহিলেন মলিন বদনে॥
আমার বচনে ভাই কর অবধান।
তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ॥
অস্থির আমার মন হয় কি কারণে।
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জনে॥
যাহ সহদেব জল আনহ সত্বরে।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে॥
এত শুনি সহদেব চলিল সত্বর।
প্রবেশ করিল গিয়া কাননভিতর॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত মন।
চতুর্দ্দিগে দেখে বহু কুসুম কানন॥
নির্ভয় শরীর বীর করিল গমন।
কত শত শোভা দেখে কে করে গণন॥
জনমেজয় রাজা বলে কহ মুনিবর।
বিস্ময় হইল কিছু আমার অন্তর॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর।
পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর॥
সসাগর রাজ্য পালে যেই মহামতি।
বুদ্ধি সম নহে তাঁর শুক্র বৃহস্পতি॥
বুদ্ধির সাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা।
বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা॥
সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদি নৃপমণি।
সকল কহিত তারে ভবিষ্য কাহিনী॥
সহদেব স্থানে সব পাইলে সংবাদ।
তবে না হইত মুনি এমত প্রমাদ॥
মুনি বলে অবধান কর মহামতি।
দৈব খণ্ডাইতে কারো না হয় শকতি॥
মায়া করি ধর্ম্ম তাঁর বুদ্ধি নিল হরি।
এ জন্য বলিল রাজা আন গিয়া বারি॥
এথা সহদেব বীর বনের ভিতর।
মনের আনন্দে যায় নির্ভয় অন্তর॥
বনমধ্যে তিন জনে করে অন্বেষণ।
ভ্রমণ করিল বহু গহন কানন॥
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করি গেছে॥
চিহ্ন দেখি সেই পথে যায় মহাবীর।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবরতীর॥
সরোবর দৃষ্টমাত্রে মাদ্রীর তনয়।
তৃষ্ণায় আকুল হৈল ধর্ম্মের মায়ায়॥
জলপান করিবারে যায় সরোবরে।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাহারে॥
চারি প্রশ্ন বলি তবে কর জলপান।
অগ্রে যদি পান কর যাবা যমস্থান॥
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে যায় বারিপানে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডিতে কে পারে।
পরশ করিবামাত্র সহদেব মরে॥
সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল।
হেতা যুধিষ্ঠির মনে চিন্তা উপজিল॥

অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম নরপতি।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি॥
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদি সুন্দরি!
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি॥
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী।
পাত্রপাণি হয়ে যায় আনিবারে বারি॥
মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী।
ভয় পায়ে শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকে গুণবতী॥
বনমধ্যে যায় কৃষ্ণা সশঙ্কিতা মনে।
কত ক্ষণে উত্তরিল সরোবরস্থানে॥
পিপাসাকাতর অতি শুষ্ক কলেবর।
জল পান করিবারে গেল সরোবর॥
জলেতে নামিল যেই দ্রুপদকুমারী।
হইল তাঁহার মৃত্যু স্পর্শি মায়াবারি॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরামদাস কহে ভবভয় তরি॥

অথ ভ্রাতৃগণান্বেষণে রাজা যুধি ষ্ঠিরের গমন।

পয়ার।

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির।
সভার বিলম্ব দেখি হৈলেন অস্থির॥
কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
তোমাসভা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায়॥
কোথা লক্ষ্মী গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি॥
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহু দুঃখ পায়ে।
হস্তিনানগরে গেলা আমারে ছাড়িয়ে॥
এই মত বিলাপ করিয়া নরপতি।
বনে২ ভ্রমণ করেন দুঃখমতি॥
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ।
ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন॥
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর।
কত শত বৃক্ষ চূর্ণ কত গিরিবর॥
সেই পথে গমন করেন যুধিষ্ঠির।
কত ক্ষণে উপনীত সরোবরতীর॥
সরোবরতীরে দেখিলেন রম্য বন।
অপ্রমিত মৃগ পশু মহিষ বারণ॥
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান।
উদ্বিগ্ন চিত্তেতে রাজা সরোবরে যান॥

সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি॥
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পবন হিল্লোলে॥
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপরে।
শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমরে॥
দেখি রাজা মোহ হয়ে পড়েন ধরণী।
অচেতন রোদন করেন নৃপমণি॥
কত ক্ষণে চেতন পাইয়া যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সভার মুখ হৈলেন অস্থির॥
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণীউপর।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর॥
পুনঃ পুনঃ কাঁপিয়া পড়েন ঘনে ঘন।
হা কৃষ্ণ২ বলি করেন রোদন॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাশীরামদাস কহে ভবভয়ে তরি॥

অথ রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ।

এই রূপে নৃপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলা আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়॥
পিতৃগণে আমারে দিলেন অভিশাপ।
এই জন্য আজন্ম পাই যে মনস্তাপ॥
অত্যন্ত বালক কালে হৈল মহাশোক।
অজ্ঞানেতে পিতার হইল পরলোক॥
অনন্তরে অস্ত্র শিক্ষা করি যেইকালে।
বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে॥
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল ভীমেরে সংহার॥
উদ্ধার হইল ভীম পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে।
নতুবা জীবন পায় কে কোথা মরিলে॥
পরে মাতৃ সহিত ছিলাম পঞ্চ জন।
বিনাশে মন্ত্রণা করে যত শত্রুগণ॥
জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দুরাচার।
প্রকারে করিতে ছিল সকলে সংহার॥
তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি।
তাঁহার কৃপায় তথা পাই অব্যাহতি॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহু দেশ।
পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ॥

ভুমিতে২ আসি পঞ্চালনগরে।
স্বয়ম্বর বার্ত্তা শুনি যাই সভাপরে॥
লক্ষ বিন্ধি ধনঞ্জয় জিনে রাজাগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমাপঞ্চজনে॥
বিবাহ করিয়া পুন আইলাম দেশে।
করেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে॥
বিদায় হইয়া কৃষ্ণ গেলেন দ্বারকায়।
বিধির নিযুক্ত কর্ম্ম লঙ্ঘন না যায়॥
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্যধন।
তোমা সভে সঙ্গে নিয়া আসি ঘোরবন॥
কাননে যতেক দুঃখ পাইলা ভ্রাতৃগণ।
অনেক প্রমাদহৈতে হইলা মোচন॥
কাননে আসিবামাত্র রাক্ষস কির্ম্মীর।
তোমা সভা বিনাশিতে করিলেক স্থির॥
রাক্ষসীমায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার।
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার॥
অনন্তরে জটাসুর আইল কাম্যবনে।
তারে মারি উদ্ধার করিল চারি জনে॥
খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি।
দেখিয়া সভার মুখ পড়েন ধরণী॥
কত ক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যজি উঠেন নৃপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি॥
কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধহেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলা অপার॥
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পাশুপত অস্ত্র তোমায় করেন অর্পণ॥
মাতলিরে পাঠাইলেন দেব পুরন্দর।
আদর করিয়া নিলেন স্বর্গের উপর॥
শিখিলা যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমরবিবাদী॥
ছলে পাঠাইলেন ইন্দ্র নগরভুমণে।
করিলা দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে॥
দৈত্যবধে হৃষ্ট হয়ে যত দেবগণ।
নিজ২ মায়া সভে করিল অর্পণ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলা সাধন।
তুষ্ট হয়ে অস্ত্র দিলেন সহস্রলোচন॥
কিরীট শোভন শিরে হাতে ধনুঃশর।
এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর॥
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সুতের নন্দন॥
শেষ দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর।
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর॥

এত বলি নৃপতি চাহিয়া মায়াজলে।
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়েন ধরাতলে॥
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহিয়া সভার মুখ রোদনতৎপর॥
ধিক২ দুর্য্যোধন অতিকুলাঙ্গার।
কপটেতে এত দুঃখ দিল দুরাচার॥
কাননে করিলাম বাস ভাই পঞ্চ জন।
অবশেষে সকলেতে হইলাম নিধন॥
দুর্য্যোধনে কি দুষিব মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে॥
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়া অসার।
নিতান্ত দেখেন রাজা নাহি প্রতিকার॥
মনোদুঃখে নরপতি মরিবারে যান্।
পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজ কন॥
মৃত্যুপতি বলে রাজা তুমি জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান॥
বুদ্ধিহ্রাস হৈল দেখি তোমা হেন জনে।
অগতি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে॥
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন।
অধোগতি হয় তার বেদের বচন॥
তোমার মহিমা শুনি দেব ঋষিমুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিন লোকে॥
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন॥
ধর্ম্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহেন সবিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয়॥
অল্পকালে পিতৃহীন হৈল বড় শোক।
মন্ত্রণা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্টলোক॥
কপট পাশায় শেষে নিয়া রাজ্যধন।
বাকল পরায়ে সভে পাঠাইল বন॥
বহুদুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর।
এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর॥
দুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণ মোসভে ত্যজিল॥
আমিতো শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ।
সেপ্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান্॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিহ ত্যজিব প্রাণ মৃত্যুসরোবরে॥
আমার যতেক দুঃখ শুনিলা নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয়॥
নিষেধ না কর মোরে করহ পয়াণ।
ভ্রাতৃগণ শোকে আমি ত্যজিব পরাণ॥

এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান রাজা শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন কর অবধান।
ধৈর্য্য হও নরপতি ত্যজ দুঃখজ্ঞান॥
অসার সংসারমধ্যে সারমাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কারো নয়।
ভবিষ্য বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয়॥
কালপ্রাপ্ত হয়ে তব ভাই চারি জন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন জানিলাম কারণ।
এত দিনে বিধি এম করিল বঞ্চন॥
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি।
এত বলি মরিবারে যান নরপতি॥
বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
তা শুনিয়া যান রাজা মরণআশায়॥
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন২ যুধিষ্ঠির আমার ভারতী॥
অতিশয় তৃষ্ণা যদি হয়েছে তোমারে।
চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবা আমারে॥
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারি জন।
পানমাত্রে এই জলে পাইল মরণ॥
রাজা বলেন কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয়।
কহিতে লাগিল ধর্ম্ম চাহিয়া রাজায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি॥

অথ ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমারে যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন। অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা ॥১॥

অস্যার্থঃ।

ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥১॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥

অস্যার্থঃ।

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে॥
আপনারা চিরজীবী না হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়॥২॥

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অস্যার্থঃ।

বেদ আর স্মৃতি শাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন॥৩॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ। অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥

অস্যার্থঃ।

অপ্রবাসে অনৃণে যাহার কাল যায়।
যদ্যপি মধ্যাহ্ন কালে শাক অন্ন খায়॥
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি ধর্ম্ম বলিয়া দিলেন পরিচয়॥
বর মাগ নরপতি হয়ে এক মন।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা এক জন॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করেন নিবেদন।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন॥
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয়।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃতনয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা তুমি জ্ঞানহীন।
অত্যন্ত বালক তুমি না হও প্রবীণ॥
বিশেষে বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা বৃকোদর॥
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ।
পরপুত্রে কি কারণে জীয়াইতে চাহ॥
লক্ষ্মীস্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী।
অথবা ইহাঁরে প্রাণ দেহ নরপতি॥
আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন বিনা তার কে করে নিধন॥
কুরুযুদ্ধে শক্তমাত্র পার্থ বৃকোদর।
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইলে পর॥
রাজা বলে পর নহে বিমাতৃনন্দন।
সহদেব নকুল আমার প্রাণ ধন॥
ভীমার্জ্জুনহৈতে স্নেহ করি অতিশয়।
বর দেহ প্রাণ পায় বিমাতৃতনয়॥
বিশেষে আমার এক শুন নিবেদন।
তোমাহৈতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ॥
মম মাতামহগণ তারা পিণ্ড পাবে।
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে॥
সহদেব প্রাণ পাইলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায়॥
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু করি যদি হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা॥
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিতে আমার মন নয়।
নিতান্ত আমার কথা এই কৃপাময়॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরামদাস কহে ভবভয়ে তরি॥

অথ ধর্ম্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বর লাভ ও কৃষ্ণাসহ চারি ভ্রাতার পুনর্জ্জীবন।

পয়ার।

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি তব পিতা বলি দেন পরিচয়॥
তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন।
এই সরোবর আমি করেছি সৃজন॥
এত বলি ধর্ম্মরায় পুত্র নিয়া কোলে।
লক্ষ২ চুম্ব দেন বদনমণ্ডলে॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্রে গর্ব্বে ধরেছিল।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল॥
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির।
শেষ দুঃখ সম্বরহ মন কর স্থির॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও মতিমন্ত।
অচিরেতে হইবে তোমার দুঃখঅন্ত॥
দয়াশীল ধর্ম্মবান ক্ষমাবান্ ধীর।
জানিলাম তুমি সর্ব্বগুণেতে গভীর॥
অল্প দিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত।
কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য বৃত্তান্ত॥
ধর্ম্ম না ছাড়িহ কভু ধর্ম্ম কর সার।
অনায়াসে দুঃখের সাগর হবা পার॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে।
কৃষ্ণাসহ বাঁচাইলেন ভাই চারি জনে॥
প্রণাম করিয়া কহিছেন নৃপমণি।
সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পেয়ে পঞ্চ জন ভাবিছেন মনে॥
কি জন্যে এখানেতে আমরা পঞ্চ জন।
ভাবিয়া না পাইলেন ইহার কারণ॥
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দনে।
শীঘ্রগতি তথায় আসিয়া পঞ্চ জনে॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ।
এখানে আমরা আইলাম কি কারণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ।
মৃত্যুসরোবর এই ধর্ম্মের সৃজন॥
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ধর্ম্ম মায়াবলে।
আসিয়া মরিলা সবে এই মৃত্যু জলে॥
আমিহ আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিলেন দর্শন॥

...া করিয়া আগে অনেক প্রকারে।
...য় দয়া করি বর দিলেন আমারে॥
... বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চ জনে।
...শীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে॥
...লাম ভ্রাতৃগণ ইহার বিধান।
...পরে এই জলে কর সবে স্নান॥
... বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
... করিলেন সেই জলে মনোরঙ্গে॥
... দিনে রহিলেন তথা ছয় জন।
... দিনে জনমেজয় শুন বিবরণ॥
...ভারতের কথা অমৃত সমান।
...রাম দাস কহে শুনে ...
... পুণ্যবান॥

অথ ব্যাস মুনির আগমন এবং
অজ্ঞাত বাসের পরামর্শ।

পয়ার।

...র দিন প্রভাতে উঠিয়া ছয় জন।
...কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন ঘনে ঘন॥
...কালে আইলেন ব্যাস তপোধন।
...য়া ভূপতি করেন নিবেদন॥
... প্রভু গত দিবসে ... ভাবা।
... সরোবরেতে আমার যে দুর্দ্দশা॥
... শ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
...টেতে জল নাই দূরে সরোবর॥
... অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
...র বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি॥
... নদীসহিত এই ভাই চারি জন।
... জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন॥
...তে আসিয়া আমি দেখি সরোবরে।
...চপে আসে সবে জলের উপরে॥
... মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়িলাম ভূমে।
...ন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে॥
...নই মরিতে যাই সরোবরনীরে।
...রূপী ধর্ম্ম ডাকি বলিলেন ধীরে॥
...ম ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
...হেতু কিসেতু করিবা মহাশয়॥
... বড় তৃষ্ণায় ক্ষ হও মতিমান।
... প্রশ্ন বলিয়া করহ বারিপান॥
... করিয়া আমি কহিলাম তাঁরে।
... প্রশ্ন আছে তব বলহ আমারে॥

প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।
যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তাঁয়॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন এক ভাই লহ বাঁচাইয়া॥
ভাবিয়া চাহিনু দেহ সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জলপিণ্ড নাই॥
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।
জীয়াইয়া দিলেন পশ্চাতে বর দিয়া॥
ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় ... বেদবাক্যে শুনি॥
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চি তথা ভাই পঞ্চ জনে॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে॥
কহ সহদেব ভাই বিচার প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত শেষ কত দিন॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে।
গণিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি লয়ে॥
কহিল রাজার আগে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসরে শেষ আছে দিন ছয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবেন মনেং।
অজ্ঞাত বিধান যে কহেন সর্ব্বজনে॥
সত্তে মান পূর্ণ যাহা হইল নির্ণয়।
উপস্থিত হৈল আসি অজ্ঞাত সময়॥
কোন দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক॥
সবে মিলি সুযুক্তি করহ এইবার।
কোন মতে দুঃখের সাগরে হব পার॥
এত শুনি কহিতে লাগিল চারি জনে।
সুযুক্তি ইহার সত্তে করি মনেং॥
দোষ গুণ বুঝি সব করিব নির্ণয়।
অকারণে আপনি চিন্তহ মহাশয়॥
কি কারণে চিন্তিব আমরা সর্ব্ব জন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন॥
এই সব চিন্তা করি ধর্ম্মঅধিকারী।
নির্ণয় করিতে আর গেল দিন চারি॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর গেল বন॥
নানা ক্লেশে ভ্রমণ করিল বহুবন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এ কথা।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা॥

সুবর্ণ মুদ্রিত করি ভৃঙ্গার ধেনু শত।
সুপণ্ডিত দ্বিজে দান দেয় অবিরত॥
নিত্য২ শুনে পুণ্য ভারতের কথা।
নিশ্চয় জানিহ সত্য ফল হয় দাতা॥
বেদ্য কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন।
তুল্য ফল হয় তার সেই সাধু জন॥
সুবৃষ্টি করুক মেঘ সর্ব্ব দেশে২।
পরিপূর্ণ হউক পৃথ্বী শস্য সমাবেশে॥
অক্ষয় হউক লোক ব্রহ্ম কীট ময়।
কুরু জনে কৃতার্থ করুণ ধর্ম্মরায়॥
ধন্য হৈল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥

বনপর্ব্ব সমাপ্ত।

V + R (?)